বিনয়পিটকে

পারাজিকা-অর্থকথা

(প্রথম খণ্ড)

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

বিনয়পিটকে

পারাজিকা-অর্থকথা

(প্রথম খণ্ড)

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

কল্পতরু

রাঙামাটি ৪৫০০, বাংলাদেশ

পারাজিকা-অর্থকথা

(প্রথম খণ্ড)

অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু,
শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু,
শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকমণ্ডলী

প্রথম প্রকাশ : ২৬ অক্টোবর ২০১৫
প্রকাশক : সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ
পরিবেশনায় : কল্পতরু, রাঙামাটি ৪৫০০, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু ও শ্রীমৎ করুণাদ্বীপ ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস, রাঙামাটি

সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
বিতরণ করা হলো।

প্রকাশকের কথা

ভগবান তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ ৪৫ বৎসর ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে দেব-মানবের মাঝে যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর তা সঙ্গীতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধকে (বিনয়পিটক, সূত্রপিটক এবং অভিধর্মপিটক) পবিত্র ত্রিপিটক নামে অভিহিত করা হয়। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক এবং অভিধর্মপিটক বুদ্ধধর্মের মূল চাবিকাঠি বলা যায়।

পরম পূজ্য বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় সময় বলতেন, ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়। পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ, ছাপানো, অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধের শাসন রক্ষা করার ইত্যাদি হিতোপদেশ প্রদান করতেন। পরম পূজ্য বনভন্তে ২০১১ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে সকালে পানীয় খাওয়ার পর উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশে দেশনার সময় বলেছিলেন ত্রিপিটক খণ্ডের বিনয়পিটকের *পারাজিকা-অর্থকথা* ধর্মীয় গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য। শ্রদ্ধেয় ভন্তের উপদেশ মতে উপাসক-উপাসিকা পরিষদের পক্ষ হতে যে মুহূর্তে ধর্মীয় গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সে মুহূর্তে পরম পূজ্য বনভন্তে ৩০ জানুয়ারি, ২০১২ সালে পরিনির্বাণ লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে পরিনির্বাপিত হওয়ার পর ধর্মীয় গ্রন্থখানি ছাপানোর কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে। উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণের নিকট হতে যে শ্রদ্ধাদান পাওয়া গেছে রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বাবু মধুচন্দ্র চাকমাসহ শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের নিকট জমা দিই।

শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তে আমাকে ২৭/৮/২০১৫ তারিখ কাটাছড়িস্থ রাজবন ভাবনাকেন্দ্র হতে মোবাইল ফোনে *পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)* ধর্মীয় গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

বিনয়পিটকে *পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)* ধর্মীয় গ্রন্থ ছাপানোর ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অন্যতম শিষ্য এবং কাটাছড়িস্থ রাজবন ভাবনাকেন্দ্রের প্রধান শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির মহোদয় সার্বিক তত্ত্বাবধান করে যে শ্রম দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তা অতীব প্রশংসনীয় এবং চিরস্মরণীয়। আমি শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তের

উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং মঙ্গলের জন্য তথাগত ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করি।

ধর্মদান সকল দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। এ ধর্মীয় গ্রন্থখানি ছাপানোর ব্যাপারে খাগড়াছড়ি জেলার ধর্মপ্রাণ দায়ক বাবু খুলারাম চাকমা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা শ্রদ্ধাদান দিয়ে অশেষ পুণ্যের ভাগী হয়েছেন। অপরাপর যারা শ্রদ্ধাদান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের এহেন কুশলকর্মের প্রভাবে ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক এ কামনা করছি।

পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড) ধর্মীয় গ্রন্থটি বিনয়পিটকীয় অর্থকথা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। *পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)* ধর্মীয় গ্রন্থটিতে আছে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের নিয়ম-কানুন, আচরণ, দোষ, দোষস্খলন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ। এ ধর্মীয় গ্রন্থখানি গৃহীদের জন্য প্রযোজ্য নয় বিধায় পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে ইহা উৎসর্গ করা হলো।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!

প্রকাশকবৃন্দের পক্ষে—

প্রতুল বিকাশ চাকমা

সাধারণ সম্পাদক

উপাসক-উপাসিকা কার্যনির্বাহী পরিষদ

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

ভূমিকা

২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন সোমবার শুরু করেছিলাম ‘পারাজিকা অট্‌ঠকথা’র অনুবাদ রাউজান থানার গহিরা শান্তিময় বৈজয়ন্ত বিহারে আমার অবস্থানকালে। পরিস্থিতির অমোঘ বিধানে সেই ২০০৮ সালের ৩ জুলাই আমাকে দায়িত্ব নিতে হলো কক্সবাজারে ১৯৭১ সালে আমার প্রব্রজ্যস্থান রাং-উ রাংকূট সেই হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থের। ১৯৯০-এ আমার গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো ভূমি আগ্রাসীদের দ্বারা জীবননাশের হুমকির মুখে পড়ায় সেই রাংকূট তীর্থ হতে জোরপূর্বক তাঁকে আমার তখনকার অবস্থানস্থল চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্রিয় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে আসি। সেই সুযোগে রাংকূট তীর্থের সম্মুখভাগের শ্মশান ভূমিটি ব্যতীত অপরাপর সমুদয় ভূমি আগ্রাসীরা গ্রাস করে ফেলে হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় তীর্থের এমন বিপন্ন অবস্থায় তীর্থটির অস্থিত্ব রক্ষার স্বার্থে তীর্থের আবিষ্কারক ভদন্ত জগৎচন্দ্র ও সংস্কারক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোদ্বয়ের নামাংশ নিয়ে ১৯৯৪ইং “জগৎজ্যোতি শিশুসদন” প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। যেই কয়জন বড়ুয়ার উপর তার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আমি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার হতে ১৯৯৬-এর মাঝামাঝি রাঙামাটিতে পূজ্য বনভন্তের আশ্রয়ে ধ্যান-সাধনার উদ্দেশ্যে চলে যাই; আজ সেই বড়ুয়ারাই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থটির সমস্ত ভূমি অর্থের মোহে খ্রিষ্টান মিশনারী আর হিন্দু মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে আমাকে মিথ্যাভাবে ফৌজদারী মামলার আসামী করে দিল। এমন কৃতঘ্ন বড়ুয়াদের দ্বারা উপদ্রুত পরিবেশের শিকার হয়ে এই *পারাজিকা অট্‌ঠকথা* তিন বছরে অনুবাদ করতে পূজ্য বনভন্তেকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারিনি। পূজ্য বনভন্তে আজ আমাদের থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন। তাই আমার অপারগতার আক্ষেপটিও থেকে গেল চিরকালের জন্যে।

আমার সুখ-দুঃখের খোঁজ নিয়ত নিয়ে থাকে বনভন্তের যেই শিষ্যকয়জন তাদেরই অন্যতম ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের নিরন্তর তাগিদে এবং প্রিয়ভাজন করুণাবংশ ও ইন্দ্রগুপ্তের অনুবাদকর্মের সহায়ক স্নেহভাজন ভিক্ষু সুমন, সীবক, বঙ্গীশ, অজিত প্রমুখদের সহায়তায় ২০১১-এর নভেম্বরে *পারাজিকা অট্‌ঠকথা*র প্রথম

ভাগের অনুবাদ কাটাছড়ি রাজবন ধ্যান কেন্দ্রে সমাপ্ত করে যেদিন বনভন্তের হাতে তুলে দিলাম। সেদিন পূজ্য ভন্তের সে কী আনন্দ, তাঁর বুদ্ধশাসন দরদী শিশুসুলভ পবিত্র হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বাস দেখে আমার দু-নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরেছিল কৃতঘ্ন বড়ুয়াদের কারণে আমার অপারগতার অসহায়ত্বের জন্যে। নিজের জন্মকে বারংবার ধিক্কার দিতে থাকলাম, কেন বড়ুয়ার কুলে জন্ম নিলাম।

সে যাই হোক অতিসন্নিকট আজ পূজ্য বনভন্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১২-এর কুলক্ষুণে ৩০শে জানুয়ারি এদেশের বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল রবি পরম পূজ্য বনভন্তেকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিল। ভন্তের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের জন্মতিথিতে তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীও উদ্‌যাপিত হবে। আর সেই দিনেই যেন 'পারাজিকা অট্‌ঠকথার' প্রথম ভাগটি প্রকাশ করা সম্ভভ হয়, সেই লক্ষ্যে যতদ্রুত সম্ভব ভূমিকাটি লিখে সমাপ্ত করতে প্রয়াসী হলাম। রাংকূট তীর্থে এখনো অস্থির পরিবেশ বিরাজ করছে। তারপরও মনকে জোর করেই সম্মত করতে হলো আজকে (০১.১২.২০১২ খ্রি.) পারাজিকা অট্‌ঠকথার ভূমিকা লেখাটি শুরু করতে।

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র গবেষকগণ Early Buddhism বলতে যাকে বুঝায় সেটি হচ্ছে মাগধী প্রাকৃত নামে পালি ভাষায় বিধৃত বুদ্ধের ধর্ম দর্শন ও কালে কালে তার উপর ভিত্তি করে আলোচনা-গবেষণামূলক বিষয়াবালী। এ সকাল বিষয়ের মধ্যে মূল বুদ্ধবাণীর ধারক ত্রিপিটকভুক্ত যেই গ্রন্থাবলী, তাদের সর্বমোট সংখ্যা মূলত ১৭টি। কিন্তু এদের উপ-বিভাগে আছে আরও অনেক খণ্ড-উপখণ্ড। যেমন সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ে আছে ১৫টি গ্রন্থ, দীর্ঘনিকায়ে আছে ৩টি, মজ্ঝিম নিকায়ে আছে ৩টি, সংযুক্তনিকায়ে আছে ৫টি এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে ১১টি।

আবার এ সকল মূল গ্রন্থগুলোর ভাষ্যগ্রন্থ রূপে কালে কালে রচিত হয়েছে অনেক অট্‌ঠকথা, টীকা, অনুটিকা ইত্যাদি গ্রন্থ। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে এই ভারত উপমহাদেশের মাটিতে আবির্ভূত বুদ্ধের ধর্মদর্শন এভাবে আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জুড়ে জন্ম দিয়েছে এক বিশাল সাহিত্য সাম্রাজ্য। ত্রিপিটক-অট্‌ঠকথা এ সাম্রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশই যেন দখল করে নিয়েছে। তন্মধ্যে বিনয়পিটকভুক্ত *পারাজিকা অট্‌ঠকথা* অন্যতম। এই অট্‌ঠকথাটি সম্পর্কে গ্রন্থটির প্রারম্ভিক বক্তব্যে যা উক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে :

সিংহলে কুরুন্দি নামক রাজ্যে অবস্থিত বৌদ্ধ ইতিহাসে বিখ্যাত মহাবিহারে বসে মহাচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক এই অট্‌ঠকথা রচনার উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হলো

এভাবে :

"বিনিশ্চয় যাহা হলো, অট্‌ঠকথায় উক্ত;
উত্তমার্থেই তাহা জান, যাহা অপরিত্যাজ্য।
তথাপি অন্তর্দ্বন্দ্বে যদি পড়ে থেরবাদ;
সমক্য বর্ণনায় হবে, মার অন্তরায় নাশ।
তথাগতের ধর্মপ্রদীপ অনন্ত অপ্রমাণ;
সমাদর কর ধর্মে, মান্য কর দান।
বুদ্ধকর্তৃক ধর্ম-বিনয় ব্যক্ত হলো যাহা;
তৎ পুত্রগণ দ্বারা জ্ঞাত থাকতে তাহা।
অতিশয় প্রাচুর্যে ভরা সেথায় আছে যাহা;
অট্‌ঠকথার রাজ্যে ধারণ হয়েছে যে তাহা।
অট্‌ঠকথায় ব্যক্ত যাহা অতীতের বচন;
তাকে বর্জন করে কভূ নহে ভুল লেখন।
সকল শিক্ষাপদের প্রতি আছে শ্রদ্ধাবান;
এখনের পণ্ডিতগণে করুক তা প্রমাণ।
তৎ হতে ভাষান্তরে সেভাবে জানিয়া;
বিস্তারিত মার্গপথে অর্থকে লভিয়া।
বিনিশ্চয়কে সর্বোতভাবে জানিবে নিঃশেষে;
পূর্ব সুত্রে কী আছে, প্রত্যবেক্ষণ করিবে।
সুত্রকারকগণের বচন, অর্থসহ জেনে,
সুত্রানুরূপে তার তাৎপর্যকে মেনে;
যেরূপ অর্থে ইহা হয়েছে বর্ণিত,
সাদরে তাহারে অনুশিক্ষা কর্তব্য।

বাহির-নিদান-কথায় তাই শুরুতেই বলা হলো :

"তথায় (মূলপিটকে) সেই বিনয়সমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তা ব্যক্ত করা কর্তব্য।"

মাতিকাতেও উল্লেখ হলো :

"যেখানে যেভাবে যাহা ব্যক্ত, ধারিত, প্রতিভাত:
যত্র প্রতিষ্ঠিত এ মত চেতনা তথায় ব্যক্ত বিধিমত।
সেহেতু আদি পাঠের অর্থ নানা প্রকারে;
দর্শন করার আমি বিনয়ের অর্থবর্ণনাতে।

বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের দীর্ঘস্থিতির জন্যে তৎপ্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘের অভ্যন্তরীণ

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক শিক্ষপদ তথা বিনয়-বিধানসমূহ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এক একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সংঘের আইনরূপে নির্দেশ করেছিলেন, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে *পারাজিকা অট্‌ঠকথা* গ্রন্থের 'বাহির নিদান কথা'য় প্রথম সঙ্গায়ন থেকে তৃতীয় সঙ্গায়ন পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছরের (খ্রি. পূ. ৫ম হতে খ্রি. পূ. ৩য় শতক) এক ধারাবাহিক বর্ণনা উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের এই বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোনো কোনো স্থানে বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে প্রথম সঙ্গায়নের 'ত্রিপিটক' শব্দটি জন্ম হয়নি সেক্ষেত্রে 'পারাজিকা অট্‌ঠকথা'র ৫ম পৃষ্ঠায় প্রথম সঙ্গায়নের বর্ণনার এক স্থানে সঙ্গায়নের সঙ্গীতিকারক মনোনয়ন প্রসঙ্গটিতে বলা হলো :

"ভিক্ষুরা বললেন, তাহলে ভন্তে জ্যেষ্ঠ স্থবির ভিক্ষুগণকে মনোনীত করুন। জ্যেষ্ঠ থেরোগণ শাস্তার শাসনে পরিয়ত্তিধর হয়ে থাকেন। পৃথকজন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, সূক্ষ্ম বিদর্শক খীণাসব, ভিক্ষু অনেক শতসহস্র আছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে "ত্রিপিটক" সর্ব পরিয়ত্তি প্রভেদধর প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত মহানুভবগণকে ভগবান কর্তৃক অগ্রস্থানে স্থাপিত করা হয়েছিল বিধায়, তাঁদেরকে অগ্রে রেখে একূনপঞ্চশতজনসহ ত্রিবিদ্যাদি ভেদে খীণাসব ভিক্ষুগণকে গ্রহণ করুন।"

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসবিদগণের অনুসন্ধানে সবাই যে, 'ত্রিপিটক' শব্দটির জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গায়নে। তৎপূর্বে স্বয়ং বুদ্ধ পর্যন্ত সবসময়ে 'ধম্মো চ বিনয়ো চ' তথা ধর্ম-বিনয়' শব্দদ্বয়ই ব্যবহার করতেন সমগ্র বুদ্ধবচন সম্পর্কে।

প্রথম সঙ্গায়নের বর্ণনার ৫ম পৃষ্ঠায় দেখা যায় ভদন্ত আনন্দ আসবক্ষয় জ্ঞানের অর্হৎ না হলেও বুদ্ধের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র ধর্ম-বিনয়ে শিক্ষালাভী হিসেবে প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত। সেই হেতু সঙ্গায়নে পাঁচশত সদস্য মনোনয়নের সময়ে প্রথমে আসবক্ষয়ী একূন পঞ্চশত প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎকে মনোনীত করার পর ভদন্ত আনন্দের জন্যে একটি আসন শূন্য রাখা হয়েছিল তাঁর অর্হত্ত্ব লাভের অপেক্ষায়। ভদন্ত আনন্দ বুদ্ধ তথাগতের ছোট পিতার (কাকার) সন্তান, তদুপরি বুদ্ধের প্রধান সেবকরূপে অনুগৃহীত ছিলেন। এ কারণে কোনো কোনো হীনমন্য ভিক্ষুরা হয়তো এই অপবাদ রটাতে পারেন যে, ভিক্ষুরা এতো অর্হৎকে বাদ দিয়ে পক্ষপাতমূলকভাবে সামান্য স্রোতাপন্ন আনন্দকে ধর্ম সঙ্গায়নের মতো এমন একটি গুরুতর দায়িত্বে মনোনীত করলেন।

প্রথম সঙ্গায়নের বর্ণনার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় শ্রাবস্তীর মতো সমৃদ্ধ জনপদ এবং জেতবনের মতো হাজার ভিক্ষুর অবস্থানস্থলে সঙ্গায়ন না করে রাজগৃহে পাষাণ

গুহা নির্মাণপূর্বক মাত্র ৫০০ ভিক্ষুর সমাবেশে সঙ্গায়ন করার স্থান মনোনয়নের জন্যে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। খুব সম্ভব, এ ধরনের সঙ্গায়নে বিরুদ্ধবাদীদের উপদ্রব-অন্তরায় নিবারণসহ সম্ভাব্য অন্যান্য প্রতিকূলতা রোধে যেই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন তা বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্যকুলের হন্তারক কোশলের তৎকালীন রাজা বিরুঢ়ব থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অপরপক্ষে মগধের রাজা অজাতশত্রু তখন ছিলেন বুদ্ধগতপ্রাণ। তাই ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়নের তাঁর সহায়তা ছিল সহজসাধ্য। আর সে কারণেই ভদন্ত মহাকাশ্যপ প্রমুখ উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ শ্রাবস্তীর পরিবর্তে রাজগৃহকে এই ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

রাজগৃহে সমবেত হতে ভিক্ষুগণ কুশীনগর থেকে অগ্রসর হওয়ার যেই বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে ভদন্ত আনন্দ থেরোর গমন বর্ণনায় শ্রাবস্তীর জেতবন এবং রাজগৃহ নগরের ১৮টি মহাবিহার ও পরিবেশের যেই চিত্র পাওয়া যায় তা অনুধাবনযোগ্য। বলা হয়েছে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শ্রাবস্তী আর রাজগৃহের এ সকল বিহার হতে সকল ভিক্ষু স্ব স্ব পাত্রচীবর নিয়ে চলে যাওয়াতে এগুলো ভগ্নদশাপ্রাপ্ত এবং ধূলি-ময়লায় আবর্জনাপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তীর্থিয়গণের নিন্দমুক্ত হতে এগুলো সংস্কার মেরামতের কথা ভেবে ছিলেন ভিক্ষুরা।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী ত্যাগ করে বৈশালী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, অতঃপর কুশীনগরে উপস্থিতির সময়কাল প্রায় ছয়মাস। এই স্বল্পতম সময়ে বিহারগুলো এমন জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হওয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, বিহারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিক্ষুনির্ভর ছিল; গৃহী ভক্ত-অনুরাগীরা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দায়িত্বশীল ছিলেন না। আর ভিক্ষুরাও এগুলোকে প্রতিষ্ঠানরূপে মনে স্থান দিতেন না; নিছক পান্থশালা তথা সরাইখানার মতো ব্যবহার করতেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণ দিবস হতে ভদন্ত আনন্দের শ্রাবস্তীর জেতবনে প্রত্যাবর্তন দিবসের ব্যবধান মাত্র অর্ধমাস। এই সময়ের মধ্যে কোশলের রাজধানী মহানগরী শ্রাবস্তী সম্পূর্ণ ভিক্ষুশূন্য হয়ে সকলেই কি কুশীনগরে সমবেত হয়েছিলেন? আর গৃহীদের মধ্যে কি কেউই তথায় গমন করেননি? যদি করতেন, তাহলে বুদ্ধধাতু গ্রহণে কোশলের কোনো প্রার্থী-প্রতিনিধি কোথায়? ওই দিন দ্রোণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের শারীরিক ধাতু মোট ৮ ভাগ করে মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবী, কপিলাবস্তুর শাক্য, অলকপ্পের বুলিয়, রামগ্রামের কোলিয়, বেট্ঠদ্বীপের ব্রাহ্মণ, কুশীনারার মল্ল প্রমুখদের মধ্যে বিভাজন করে দিলেন। পর দিবসে পিপ্পলীর মৌর্যগণ এসে শুধুমাত্র চিতাভস্ম পেলেন। অথচ বুদ্ধের সবচেয়ে দীর্ঘসময় অবস্থানকালে কোশলের শ্রাবস্তীবাসীর মুখ তথায় দেখা গেল না। কেন এমন হলো? বুদ্ধের জ্ঞাতিবিদ্বেষী রাজা প্রসেনজিৎ তনয় রাজা বিরুঢ়ব-এর রাজরোষ

শ্রাবস্তীবাসী সমগ্র বুদ্ধভক্তকে কি এমনই সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল? প্রথম সঙ্গায়নের আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে সে সময়ে সমবেত ভিক্ষুদের প্রায় সকলেই একমত ছিলেন, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধের প্রধান সেবক এবং ধর্মভাণ্ডাগারিক ভদন্ত আনন্দ থেরো কর্তৃক এককভাবে সম্ভব ছিল বুদ্ধের পঁয়তাল্লিশ বছর যাবত ব্যক্তকৃত সমগ্র ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করে দেয়া। তথাপি স্বয়ং বুদ্ধ যেহেতু ভদন্ত উপালীকে বিনয়ধরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য স্থান প্রদান করেছেন, সেহেতু তথাগতের প্রতি গৌরব প্রদর্শনার্থেই কি সঙ্গায়নে মনোনীত সমগ্র ভিক্ষুসংঘ ভদন্ত উপালীর মাধ্যমে বিনয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করালেন? নাকি "বিনযস্স নাম সাসনস্স আয়ু" এই বুদ্ধবচনের প্রতি গৌরববশত বিনয়ের সংগ্রহকে অগ্রে স্থান দিলেন? অথচ স্বয়ং বুদ্ধ থেকে তৃতীয় সঙ্গায়ন পর্যন্ত ত্রিপিটকের সর্বত্র উল্লেখিত হয়েছে 'ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ'; আগে ধর্ম, পরে বিনয়। প্রথম সঙ্গায়নে বিনয়কে সর্বাগ্রে স্থান দানের ইহাই কি বিশেষ কারণ?

সে যাই হোক, প্রথম সঙ্গায়নে প্রশ্নকর্তা হিসেবে ধুতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভদন্ত মহাকশ্যপ এবং বিনয়শ্রেষ্ঠ ভদন্ত উপালীকে পুরোধা করে সমগ্র বিনয়সংগ্রহের সূচনা যখন হলো, তখন প্রথমে পারাজিকা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'পারাজিকা-খণ্ড' নামে সংগ্রহ স্থাপন করা হলো। অতঃপর তেরোটি সংঘাদিশেষকে 'তেরসক' নামে সংগৃহীত হলো। এভাবে আনুক্রমিকভাবে দুই শিক্ষাপদকে 'অনিয়ত' রূপে, ত্রিশটি শিক্ষাপদকে 'নিস্সগগিয় পাচিত্তয়' রূপে, বিরানব্বইটি শিক্ষপদকে 'পাচিত্তয়' রূপে, চারটি শিক্ষাপদকে 'পাটিদেশনীয়' রূপে, পঁচাত্তরটি শিক্ষাপদকে 'সেখিয়া' রূপে এবং সাতটি শিক্ষাপদকে 'অধিকরণ শমথ' রূপে সংগ্রহে শ্রেণীবদ্ধ করা হলো এই প্রথম সঙ্গায়নে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের বিভাজন প্রক্রিয়ার সাথে এখানেই পার্থক্য।

এভাবে অনুক্রমে মহাবিভঙ্গ নামে ভিক্ষুণী বিভঙ্গের আটটি শিক্ষপদকে 'পারাজিকা খণ্ড নামে, সতেরোটি সঙ্ঘাদিশেষ শিক্ষাপদকে 'সত্তরসক' নামে, ত্রিশটি শিক্ষপদকে 'নিস্সগগিয় পাচিত্তিয়; নামে, ছেষট্টি শিক্ষপদকে 'পাচিত্তয়' নামে, আটটি শিক্ষপদকে 'পটিদেসনীয়' নামে, পঁচাত্তরটি শিক্ষাপদকে 'সেখিয়' নামে এবং সাতটি শিক্ষাপদকে 'সপ্ত অধিকরণ শমথ' নামে সংগ্রহ করা হলো।

অনুরূপভাবে খন্ধক, পরিবার, উভয় বিভঙ্গসহ খন্ধক ও পরিবার নামে সমগ্র বিনয়পিটক সংগ্রহ করে উক্ত সঙ্গায়ন সমাবেশে সমবেত পঞ্চশত অর্হৎ কর্তৃক গণ-আবৃত্তি করানো হলো সমগ্র বিনয়-সংগ্রহ। আবৃত্তি অবসানে ভদন্ত উপালী দণ্ডখচিত বিজনী রেখে ধর্মাসন হতে নেমে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনাপূর্বক নিজের জন্যে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। সেই একই নিয়মে আমরা

অনুষ্ঠিত হতে দেখি বার্মার ৬ষ্ঠ সঙ্গায়ন। এতে ধারণা করা যায় যে, অপরাপর সঙ্গায়নসমূহের অনুষ্ঠানেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, এই যে বিনয়-সংগ্রহ, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? জীবনদুঃখের চির অবসানে বিনয়ের এ সকল শিক্ষাপদ আপন জীবনে ধারণ, পালন পূর্বক 'ধর্ম সংগ্রহে' নির্দেশিত পথে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যা-আসবাদির সমূলে ধ্বংস সাধন করা। ধর্ম-বিনয়ের এই উপযোগীতা সম্পর্কে মজ্ঝিম নিকায়ের 'অলগদ্দোপম সুত্তে' দেশিত বুদ্ধ বাক্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি কোনো উগ্র বিষধর সর্পকে অস্থানে পেটে বা লেজে ধারণ করে। ফলে সেই সর্প উলটে তার বাহু বা অন্যতর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দংশন করে। সেহেতু সে মৃত্যুবরণ করে, অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পায়। তার হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, সর্প অস্থানে গৃহীত হয়েছে বলে। অনুরূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, এখানে মূর্খ ব্যক্তিরা ধর্ম শিক্ষা করতে গিয়ে সুত্ত... বেদল্যাদি শিক্ষা করে। তারা সেই সেই ধর্ম শিক্ষা করে প্রজ্ঞার দ্বারা তার অর্থ উপপরীক্ষাদি করে না (তং ধম্মং পরিপুণিত্বা তেসং ধম্মানং পঞ্ঞায় অত্থং ন উপপরিক্খন্তি)। সেই সেই ধর্ম তাদের প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থ অনুপরীক্ষণাদি না করেই তারা তা বুঝছে বলে আত্মতুষ্টি লাভ করে (নিজ্ঝানং খমন্তি) তারা গল্প-গুজবের মতো (ইতিবাদ) ধর্ম শিক্ষা আরম্ভের উপকারিতা এবং মোক্ষের উপকারিতা দর্শন করে অথচ যেই অর্থে ধর্মকে শিক্ষা করা উচিত, সেই অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হয় না (নানুভোন্তি)। সেহেতু তাদের দ্বারা ধর্ম অস্থানে গৃহীত হয়ে তাদেরকে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের দিকে সংবর্তিত করে থাকে। তা কিসের হেতু? ধর্মকে অস্থানে অযথার্থভাবে ধারনের কারণে।" (মধ্যমনিকায়)

"আর শীলসমূহ পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে নয়; ইহা দুঃখমুক্তির জন্যেই; এমনটি হলেই তা সুগৃহীত হয়।"

এ কারণে বলা হয়েছে : "তাদের সে সকল ধর্ম সুগৃহীত হয়েছে, যা দীর্ঘরাত্রি (কাল) হিত-সুখে সংবর্তিত হয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, ধর্মসমূহ সুগৃহীত হওয়ার কারণে।" (ম. নি.)

"যারা শীলাদি স্কন্ধসমূহ পরিজ্ঞাত, প্রহীনকারী মার্গসমূহ ভাবিত, অকম্পিত, গভীর প্রবিষ্ট, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, খীণাসব, তাঁরা কেবলমাত্র প্রথাগত নিয়ম রক্ষার্থে (পবেণী পালানত্থায়), বংশানুক্রমিকতা রক্ষার্থে শিক্ষা করে থাকেন। ইহাকেই ভাণ্ডাগারিক দায়িত্ব বলে।"

'... বিনয়ে সুপ্রতিপন্ন ভিক্ষু শীলসম্পত্তি অর্জনের জন্যে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করে

থাকেন। ... সুত্তে প্রতিপন্ন হন সমাধিসম্পদ আদি ছয় অভিজ্ঞা অর্জনার্থে... অভিধর্মে প্রতিপন্ন হন। প্রজ্ঞাসম্পদকে আশ্রয় করে চারি প্রতিসম্ভিদা লাভ করতে।'... বিনয়ে দুষ্প্রতিপন্ন হলে পোষাক, আন্তরণাদির সুখ-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে উহাদের সুখানুভূতি দ্বারা সমানভাবে বিপরীত (উপাদিন্ন) ধারণায় গ্রহণ করে এগুলোকে নির্দোষ অবর্জনীয়রূপে গ্রহণকারী হয়।' তাদের এই মিথ্যাদৃষ্টি সম্পর্কে এভাবেই উক্ত হয়েছে : 'ভগবানের দেশিত ধর্মকে আমি এভাবেই জানি যে, যাহা আমার জন্যে অন্তরায়কর ধর্ম বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে, তার প্রতিসেবন আসলে অন্তরায়জনক নয়'। এমন ধারণা হতেই তারা দুঃশীলতা প্রাপ্ত হয়। (পাচিত্তিয়, ম. নি.)

"... এভাবে বুদ্ধকে নিন্দাজনক বাক্য দ্বারা বহু পাপ প্রসব করে নিজেই নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে। (পাচিত্তয়/অঙ্গু.নি.) এভাবেই মিথ্যাদৃষ্টির জন্ম হয়।'

'অভিধর্মে দুষ্প্রতিপন্ন হলে ধর্মচিত্ত অতিধাবিত হয়ে যা চিন্তার অযোগ্য তার চিন্তায় নিমগ্ন হয়। ফলে চিত্ত বিক্ষিপ্তভাব প্রাপ্ত হয়।

এভাবে এ সকল বিষয় অযথার্থভাবে গ্রহণের কারণে ভিক্ষু অনুক্রমে দুঃশীল, মিথ্যাদৃষ্টি, আর চিত্তবিক্ষিপ্ততাদি বিপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' তাই বলা হয়েছে :

'পরিয়ত্তি ভেদে সম্পত্তি বিপত্তি, যাহা যাহা আছে;
তৎসমূহে জ্ঞাত ভিক্ষুর বিভব প্রাপ্তি অনায়াসে।'

"এই গাথায় এরূপই উক্ত হয়েছে : 'পিটকসমূহে (বিনয়-সুত্ত-অভিধর্ম) নানভাবে জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধবচনকে তদনুযায়ী ত্রিবিধভাবে (বিনয়-সুত্ত-অভিধর্ম) জানা কর্তব্য।"

সুত্তপিটকের নিকায় গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনায় ভগবান কর্তৃক উচ্চারিত এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : "ভিক্ষুগণ, আমি ঈদৃশ একটি নিকায়ও দেখছি না, যা চিত্তসদৃশ। যেমন ভিক্ষুগণ, পশু-পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীগণের চিত্ত অতি তরল-পিচ্ছিল; সংযমতা বলতে কিছুই নেই। (সং. নি.)

এ যাবত আড়াই হাজার বছরের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সঙ্গায়ন পর্যন্ত যতগুলো সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তৎসমুদয় খুবসম্ভব খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকের সেই প্রথম সঙ্গায়নকেই মানদণ্ড হিসেবে ধারণ করেছ। সেই নিরীখে এই 'পারাজিকা অট্‌ঠকথা' গ্রন্থের বাহির নিদান পর্বে বর্ণিত প্রথম সঙ্গায়নের বর্ণনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই ভূমিকায় এ বিষয়ে সবিস্তার পর্যালোচনা আবশ্যক মনে করে পূর্বোক্ত বর্ণনা-বিবৃতি প্রদান করা হলো। এক্ষণে সেই একই চেতনায় এই প্রথম সঙ্গায়নে ধর্ম-

বিনয় তথা বর্তমানের ত্রিপিটকভুক্ত কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আশা করি এই বর্ণনা বুদ্ধবচন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রয়োজন মেটাবে।

সেই প্রথম সঙ্গায়নে সুত্তপিটকভুক্ত পঞ্চনিকায় (দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দকনিকায়) ও অভিধর্মপিটক সম্পর্কে যা আলোচিত হয়েছে তা তুলে ধরা হচ্ছে :

নিকায়বশে সুত্তপিটক পঞ্চবিধ; যথা : দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়। এভাবেই চিহ্নিত করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

চতুত্তিংসেব সুত্তন্তা তিবগ্‌গোযস্‌স সঙ্গহো,
এস দীঘনিকায়োতি পঠমো অনুলোমিকো ॥

অর্থাৎ, চতুত্রিংশ সুত্ত এতে বর্গত্রয়ে সংগৃহীত;
প্রথমেতে দীর্ঘনিকায় তদানুকুলে ধারিত।

এখানে ৩৪টি সুত্তের সমাবেশকে শীলস্কন্ধবর্গ, মহাবর্গ এবং পটিকবর্গ এই তিনটি পর্বে বিভক্ত করে দীর্ঘনিকায় নামে ধারণ করা হয়েছে। অট্‌ঠকথায় প্রশ্ন করা হয়েছে, কিভাবে দীর্ঘনিকায় নামে খ্যাত হলো? উত্তরে বলা হলো দীর্ঘ সুত্তসমূহ স্থান পেয়েছে যেই খণ্ডে তা-ই দীর্ঘনিকায়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের উক্তি : "ভিক্ষুগণ, আমি ঈদৃশ একটি নিকায়ও দেখতে পাচ্ছি না যা চিত্ত সদৃশ।" (সংযুক্তনিকায়)

মজ্ঝিম তথা মধ্যমনিকায়ে মূলপন্নাস, মধ্যমপন্নাস এবং উপরিপন্নাস—এই তিন পর্বে বিভক্ত করে ধারণ করা হয়েছে। পনেরোটি মধ্যম সুত্তসহ সর্বমোট দেড়শত সুত্ত। তাই অট্‌ঠকথায় উক্ত হয়েছে :

"দিয়ড্‌সহং সুত্তন্তা দ্বেচ সুত্তানি যত্থসো
নিকায়ো মজ্ঝিমো পঞ্চ-দস পরিগ্‌গহো ॥"

সংযুক্তনিকায়ে সগাথাবর্গ, নিদানবর্গ, খন্ধকবর্গ, ষড়ায়তনবর্গ এবং মহাবর্গ—এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে সর্বমোট সাত হাজার সুত্ত এবং সাতশত বাষট্টিটি সুত্তন্ত সংগ্রহ ধারণ করা হয়েছে। তাই অট্‌ঠকথায় উক্ত হয়েছে :

"সত্তসুত্ত সহস্‌সানি, সত্তসুত্ত সহস্‌সানি চ
দ্বাসট্‌ঠি চেবা সুত্তন্তা, এসো সংযুক্ত সঙ্গহো ॥"

অঙ্গুত্তরনিকায়ে এক নিপাত, দুই নিপাত, এভাবে মোট এগারোটি নিপাত সর্বমোট নয় হাজার পাঁচশো সাতান্নটি সুত্ত সংগ্রহ ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অট্‌ঠকথায় তাই উক্ত হয়েছে :

"নবসুত্তসহস্সানি, পঞ্চসুত্ত সতানি চ
সত্ত পঞ্ঞাস সুত্তানি, সংখ্যা অঙ্গুত্তরে অয়ং ॥"

খুদ্দকনিকায়ের সর্বমোট ১৫টি ছোট বড়ো গ্রন্থের সমষ্টি। এগুলো হচ্ছে : ১. খুদ্দকপাঠো, ২. ধম্মপদ, ৩. উদানং, ৪. ইতিবুত্তকং, ৫. সুত্তনিপাত, ৬. পেতবত্থু, ৭. বিমানবত্থু, ৮. থেরগাথা, ৯. থেরীগাথা, ১০. নিদ্দেসো, ১১. জাতকং, ১২. পটিসম্ভিদামগ্গো, ১৩. অপদানং, ১৪. বুদ্ধবংসো, ১৫. চরিয়পিটকং। এ প্রসঙ্গে অট্ঠকথায় উক্ত হয়েছে : "পূর্বে নির্দেশিত বিনয়পিটক এবং অভিধর্মপিটকসহ চারি নিকায়ের অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ পনেরোটি ভাগে খুদ্দকপাঠাদি বশে এ নিকায়ে সংগৃহীত হয়েছে। তাই উক্ত হয়েছে :

"ঠাপেত্বা চতুরোপেতে নিকায়ে দীঘ আদিকে।
তদঞ্ঞং বুদ্ধবচনং নিকায়ে খুদ্দকো মতো'তি ॥"

এভাবে নিকায়বশে সুত্তপিটক পঞ্চবিধ। কেন এগুলোকে সুত্ত বলা হয়? এ প্রশ্নে অট্ঠকথায় বলা হয়েছে :

"অত্থানং সূচনতো, সুবুত্ততো সবনতোথ সূদনতো।
সুত্তাণা সুত্তসভাগতো চ সুত্তন্তি অক্খাতং ॥"

অর্থাৎ, অর্থের সূচনাতে, সুউক্তিতে, শ্রবণে, জিজ্ঞাসে;
সুত্ত ও সুত্তের সভাগকেই (অনুরূপ) সুত্ত নামে বলে।

আত্ম-পরার্থাদি ভেদে অর্থের যেই সূচনা, সুপ্রকাশ অর্থে সুত্ত। তা বৈনায়কদের ইচ্ছানুরূপই প্রকাশিত চেতনা হতে স্রাবিত। গভীর দুগ্ধ দোহন সদৃশ চেতনাকে দোহন করা অর্থে উক্ত হয়েছে।

সুত্তের সভাগ বলতে কাষ্ঠশিল্পীর সুত্তের ব্যবহার সদৃশ। পুষ্পরাশিকে সুতোর মধ্যে গ্রথিত করার উদ্দেশ্য যেমন পুষ্পকে ধ্বংস করা নয় । তেমনি বুদ্ধবচনকে সংরক্ষণে গ্রথিত করা অর্থে সুত্ত। ইহা ধর্ম সংগ্রহেরই অংশ।

অপরদিকে অভিধর্ম নামে যেই পিটকের জন্ম এবং তাতে বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক (যুগ্ম), পট্ঠান ইত্যাদি ছয়টি খণ্ড বিদ্যমান, সে সম্পর্কে অট্ঠকথায় উক্ত হয়েছে :

"যং এত্থ বুড্ঢিমন্তো সল্খণা পূজিতা পরিচ্ছিন্না।
বুত্তাধিকা চ ধম্মা, অভিধম্মো তেন অক্খাতো ॥"

অর্থাৎ, এথায় যাহা বুদ্ধিমানের সলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন, পূজিত;
ব্যক্তের অধি ধর্ম যাহা, অভিধর্ম তাতেই খ্যাত।'

'অভি' শব্দটি অন্যত্র এভাবেই বুদ্ধি লক্ষণে পূজিত পরিচ্ছিন্ন দেখতে পাওয়া যায়; যেমন : "বাল্হা মে আবুসো! দুক্খবেদনা, অভিক্কন্তি নো পটিক্কমন্তী" (মজ্ঝিম নিকায়, সং. নি.)।

অর্থাৎ হে বুদ্ধ, আমার এই কঠিন (বাহা) দুঃখবেদনা আমাদের দ্বারা অতিক্রম করা (অভিক্কমন্তি), প্রতিহত করা (পটিক্কমন্তি) সম্ভব। এভাবে যা কঠিন বিষয়ের ধারক তার আয়ত্তকরণ অর্থে 'অভিধর্ম'। এই বিষয়সমূহ বুদ্ধাদি বুদ্ধিমানগণের দ্বারা পূজিত ও বিশ্লেষিত (পরিচ্ছিন্ন)।

এ প্রসঙ্গে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অকুশলের মূল যেই তিনটি, সেই লোভমূল, দ্বেষমূল এবং মোহমূলের মধ্যে মোহমূলকে রাজা বা প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ 'মোহ অপর দুঃখের কোনো প্রকার সহযোগিতা ব্যতীত নিজেই কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। অপরদিকে 'মোহের' সহযোগিতা ব্যতীত লোভ এবং দ্বেষ এই দুই চৈতসিকের কোনো কাজ করা অসম্ভব।

অনুরূপভাবে 'মোহের বিপরীত যেই 'প্রজ্ঞা' বা বিদ্যা (জাগ্রতভাব) তার সহায়তা ব্যতীত অলোভ, অদ্বেষ—এই দুই কুশলমূলও কোনো কাজ সম্পাদনে অক্ষম।

পিটকীয় বিভাজনে বিনয়, সুত্ত এবং অভিধম্ম এই তিনটির মধ্যে অভিধর্মপিটকে এমন বিষয়গুলো ধারণ করা হয়েছে যা বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু এবং সুত্তপিটকের বিষয়বস্তুসমূহ সম্যকভাবে বুঝার জন্যে একান্ত অনিবার্য। আর এ কারণেই 'অভিধর্ম' সমগ্র বুদ্ধবচনের রাজা। এই অর্থে বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ এই অথেই 'অভি' উপসর্গ যোগে যেই 'ধর্ম' বাণী তা-ই অভিধর্ম। সংক্ষেপে চিত্ত, চৈতসিক (চিত্ত গঠনের উপাদান), রূপ (পরিবর্তনশীল বস্তু বা বিষয়) এবং নির্বাণ (সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অবস্থার উপেক্ষা অনুভূতি) এই চারটি বিষয়ভিত্তিক পরমা শান্তিময় জীবন গঠনের প্রধান আধারই হচ্ছে 'অভিধর্মপিটক'।

এখানে রূপের উৎপত্তিমার্গে মৈত্রীসহগত চিত্তকে একদিকে স্ফূরিত করেই ভাবতে হয় (ধর্মসঙ্গণী)। এই নিয়মেই বুদ্ধিমানদের ধর্ম ব্যক্ত হয়েছে রূপারম্মন বা শব্দরম্মন ইত্যাদি নিয়মে আরম্মনসমূহ স্বলক্ষণেই লক্ষণীয়। সেখ ধর্ম অশেখ ধর্ম (লোকত্তর ধর্ম, ইত্যাদি নিয়মে এ সকল বিবেচিত ও পূজার যোগ্য হয়ে থাকে। 'স্পর্শ হয়, বেদনা হয়' ইত্যাদি নিয়মে স্বভাব পরিচ্ছন্নতা অর্থেই পরিচ্ছিন্নতা (বিশ্লেষিত) মহদ্গত ধর্ম, অপ্রমাণ ধর্ম, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম; ইত্যাদি নিয়মে আধিক্য (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম রূপে উক্ত হয়েছে। সেহেতু ইহা বাক্য কৌশল্যার্থেই বলা হয়েছে :

"যং এত্থ বুড্‌ঢিমন্তো সলক্‌খণা পূজিতা পরিচ্ছিন্না।
বুত্তাধিক চ ধম্মা অভিধম্মো তেন অক্‌খাতো ॥"

তিনটি পিটকের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইহাই বুঝতে হবে যে, বিনয়পিটককে বুদ্ধের একক আদেশ, প্রশাসনিক নির্দেশ

বহুলরূপে; সুত্তপিটককে বিচার-সিদ্ধান্ত কুশলতা দ্বারা বিচার-সিদ্ধান্ত বহুলরূপে এবং অভিধর্মপিটককে পরমার্থ কুশল দ্বারা পরমার্থ বহুলরূপে গ্রহণ করে সমগ্র ত্রিপিটককে বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।

তথায় বুদ্ধের এই শিক্ষা-উপদেশের শিক্ষার আনুক্রমিকতা হচ্ছে : প্রথমে সকল ব্যক্তি প্রচুর অপরাধগ্রস্ত, তাকে অপরাধ অনুযায়ী বিনয়বিধানের আলোকে শাসন করা হয়। এই অর্থে 'যথাপরাধং সাসনং'—এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে—অনেক আকাঙ্ক্ষাবহুল (অজ্ঝাসয়-অনুসয়াচারি অধিমুত্তিক) তথা একান্ত আসক্ত যে সকল ব্যক্তি আছে, তাদেরকে এখানে যথানুলোম শিক্ষাদান, অনুশাসন করা হয় সুত্তপিটকে সংগৃহীত বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশাবলীর আলোকে। এই অর্থে 'যথানুলোম সাসনং'—বলা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে—'আমি', 'আমার' এরূপ ধারণা বিশ্বাসে সংজ্ঞা আরোপকারী যে সকল ব্যক্তি আছে, তাদেরকে এখানে যথাধর্ম শিক্ষা অনুশাসন করা হয়। অভিধর্মপিটকে সংগৃহীত বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশের আলোকে।

তাই বিনয়পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সমাধির পরিপূর্ণ উত্থানের (পর্যুত্থান) প্রতিপক্ষকারী বিষয়সমূহ পরিত্যাগমূলক বিষয়সমূহকে)।

অতএব, প্রথমে ক্লেশসমূহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বুঝায় অতঃপর ঝাঁকুনি আলোড়নাদি (বিক্খম্ভন) দ্বারা পঞ্চনিবরণাদির উচ্ছেদসাধন বুঝায়। অন্তিমে তৃষ্ণা, দৃষ্টি, সংক্লেশাদির সমূল উচ্ছেদসাধন বুঝায়।

ত্রিপিটকে ধারিত সমগ্র বুদ্ধবচনকে আবার অঙ্গবশে 'নবাঙ্গ সত্থুসাসন' বলা হয়ে থাকে। সেই নয়টি অঙ্গ হচ্ছে : ১. সুত্ত, ২. গেয়্য, ৩. ব্যাকরণ, ৪. গাথা, ৫. উদান, ৬. ইতিবুত্তক, ৭. জাতক, ৮. অদ্ভুত ধর্ম, এবং ৯ বেদল্য। এসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে :

১. সুত্ত হচ্ছে, বিনয়পিটকের উভতো বিভঙ্গ নির্দেশভুক্ত খন্ধক ও পরিবার, সুত্তপিটকের সুত্তনিপাতে মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত, নালকসুত্ত এবং তুবট্টসুত্তসমূহ সুত্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এবং অভিধর্মপিটকের সকল নির্ঘন্ট (নিগ্গাথকং)।

২. সগাথা নামক সুত্তসমূহ গেয়্য নামে জ্ঞাতব্য। বিশেষ করে সংযুক্তনিকায়ের সকল সুত্তই গেয়্য অঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. এভাবে অপরাপর যে সকল বুদ্ধবচন উল্লেখিত আটটি অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে সমুদয় বুদ্ধবচন ব্যাকরণ অঙ্গভুক্ত।

৪. ধম্মপদ, থেরোগাথা, থেরীগাথাসহ সুত্তনিপাতের 'নো-সুত্ত' নামক শুদ্ধগাথাসমূহ 'গাথা' অঙ্গভুক্ত।

৫. প্রীতিসংযুক্ত জ্ঞানমূলক বিরাশিটি সুত্তন্তকে উদান-অঙ্গভুক্ত।

৬. 'বুত্তঞ্হেতং ভগবতা'—এই বাক্যাংশ দ্বারা বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত দশ

শতের অধিক (দসুত্তর সত) সুত্তন্ত ইতিবুত্তক অঙ্গভুক্ত।

৭. 'অপন্নকজাতকাদি' পাঁচশত পঞ্চাশোধিক জাতক হচ্ছে জাতক অঙ্গভুক্ত।

৮. "চত্তারো মে ভিক্খবে অচ্ছরিয়া অব্ভূতা ধম্মা, আনন্দো'তি" (দীর্ঘনিকায়)—এই নিয়মে প্রবর্তিত সুত্তন্তসমূহের সবই আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম সংযুক্ত বিষয় বিধান; তৎসমুদয় হচ্ছে 'অদ্ভুতধর্ম' অঙ্গভুক্ত।

৯. চূলবেদল্য, মহাবেদল্য, সম্যকদৃষ্টি সুত্ত, সক্কপ্রশ্নসুত্ত, সংস্কার ভাজনীয় সুত্ত এবং মহাপুন্নাম সুত্তাদি সকলই, যা অনুভূতির জন্য সন্তুষ্টির জন্যে স্থানে স্থানে জিজ্ঞাসার ছলে উপস্থাপিত সুত্তন্ত; তাহা 'বেদল্যাঙ্গ' ভুক্ত। সমগ্র বুদ্ধবচনকে স্কন্ধবশে আবার চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে থেরো গাথায় উক্ত হয়েছে :

"দ্বাসীতি বুদ্ধতোগণ্হিং দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো।
চতুরাসীতি সহস্সানি যে মে ধম্মা পবত্তিনো ॥ থেরগাথা)

অর্থাৎ, আমার যেই ধর্ম চুরাশি হাজার স্কন্ধরূপে প্রবর্তিত, তা বিরাশি হাজার বুদ্ধ এবং দুই হাজার ভিক্ষুগণ হতে গৃহীত।

সেই চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ এভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তথায় 'একসন্ধিবদ্ধ সুত্ত' একটি ধর্মস্কন্ধরূপে ধরা হয়। যাহা অনেক সন্ধিবদ্ধ তথায় সেসকল সন্ধির সংখ্যা অনুযায়ী 'ধর্মস্কন্ধ' গণনা করা হয়। গাথাবদ্ধ পদসমূহের মধ্যে প্রশ্নজিজ্ঞাসায় 'এক ধর্মস্কন্ধ' এবং প্রশ্নোত্তর দানের এক ধর্মস্কন্ধ হয়ে থাকে। অভিধর্মে একবার দুই-তিন ভাজনে, একবার চিত্ত ভাজন হয়। ইহাই এক ধর্মস্কন্ধ। বিনয়ে বত্থু; মাতিকা, পরিচ্ছেদ পদভাজন, অন্তরাপত্তি, আপত্তি, অনাপত্তি এ সকল বিদ্যমান। এদের এক একটি অংশ এক একটি ধর্মস্কন্ধ। এভাবে বুদ্ধের ৪৫ বছরের দেশিত সমগ্র বুদ্ধবচনের সংগ্রহ যেই ত্রিপিটক, সেই ত্রিপিটককে ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ বলা হয়। মহাপরিনির্বাণ সুত্তে স্বয়ং বুদ্ধ বলেছেন, তাঁর অবর্তমানে তৎদেশিত প্রতিটি ধর্মস্কন্ধ এক একটি বুদ্ধ তথা শাস্তা হিসেবে দুঃখমুক্তিকামীদের জীবন চলার দিগ্নির্দেশকরূপে দায়িত্ব পালন করবে।

এভাবে সমগ্র বুদ্ধবচন রসভেদে এক প্রকার (নির্বাণরস), ধর্ম-বিনয় ভেদে দুই প্রকার মহাকাশ্যপ প্রমুখদের দ্বারা সঙ্গায়নে সংগ্রহকালে ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা প্রথম বুদ্ধবচন, ইহা অন্তিম বুদ্ধবচন, ইহা বিনয়পিটক, ইহা সুত্তপিটক, ইহা অভিধর্মপিটক, ইহা দীর্ঘনিকায়, ইহা মধ্যমনিকায়, ইহা অঙ্গুত্তরনিকায়, ইহা সংযুক্তনিকায়, ইহা খুদ্দকনিকায়, ইহা নবাঙ্গ-সুত্তাদি, ইহা চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ; এভাবে ভাগ-বিভাগবশে সংগ্রহের পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদান-সংগ্রহ, বর্গসংগ্রহ, পর্যায় পেয়্যাল) সংগ্রহ, একনিপাত, দুই

নিপাতাদি দ্বারা নিপাত সংগ্রহ, সংযুক্ত-সংগ্রহ এবং পন্নাস-সংগ্রহাদি বহু প্রকারে ধর্ম-বিনয়ের সাদৃশ্যমান শ্রেণী-বিন্যাস দ্বারা সাত মাসব্যাপী সঙ্গীতি অনুষ্ঠান করেন।

প্রথম সঙ্গায়নের মুখ্য ব্যক্তিত্ব প্রধান সেবক ধর্মভাণ্ডাগারিক ভদন্ত আনন্দ এবং বুদ্ধকর্তৃক বিনয়ধরগণের অগ্রগ্রণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভদন্ত উপালী কর্তৃক সমগ্র বুদ্ধবচন ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হওয়ার পর তাঁদের থেকে শিক্ষা পরম্পরা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গায়ন পর্যন্ত যারা সবিশেষভাবে এই বুদ্ধবচন শিক্ষা-পরম্পরা সংরক্ষিত করেছিলেন তাঁরা হলেন সব্বকামী। সাল্হো, রেবত, খুজ্জস্পেবিত, যশ, সাণ, সম্ভুত সুমন, বাসবগামী, (তাঁরা ২য় সঙ্গায়ন পর্যন্ত) অতঃপর উপালী, দাসক, সোণক, সিগ্গব, তিস্স মোগ্গলিপুত্ত (তাঁরা ৩য় সঙ্গায়ন পর্যন্ত। অতঃপর মহিন্দ, ইট্ঠিয়, ইত্তিয়, সম্বল, ভদ্দ, অরিট্ঠ, তিস্সদত্ত, কালসুমন, বুদ্ধরক্ষিত, দীর্ঘথেরো, দীঘসুমন, দেবথেরো, মেধাবী সুমন, চুলনগ, ধর্মপালী, ক্ষেম, উপতিস্স, ফুস্সদেব, মেধাবী সুমন (২য়), পুল্প, মহাসিব, মেধাবী উপালী (২য়), মহানাগ, পুল্প (২য়), চুল অভয়, তিস্সথেরো (২য়), কুলদেব, সিবথেরো (সিংহলের ৪র্থ সঙ্গায়ন পর্যন্ত)।

অপরদিকে তৃতীয় সঙ্গায়নে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স থেরো কর্তৃক মহিন্দ থেরোকে সিংহলে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠায় পাঠানোর পর মজ্ঝন্তিক থেরোকে কাশ্মীর গান্ধার রাজ্যে, মহাদেবকে মহিসক মণ্ডল, রক্ষিত থেরোকে বনবাসী রাজ্যে, যোনক ধর্মরক্ষিত থেরোকে অপরান্ত রাজ্যে, মহাধর্মনক্ষিত থেরোকে সোনক লোকে (আরবদেশে), মজ্ঝিম থেরোকে হিমবন্ত প্রদেশে, সোণ ও উত্তর থেরোকে সুবন্ন ভূমিতে পাঠালেন সেই সেই দেশসমূহ বুদ্ধশাসন প্রচার-প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে। আর পরবর্তী পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ উভয় সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হলো সোণ উত্তর থেরো-পরম্পরা ধারণকৃত দেশ সেই ব্রহ্মদেশে।

সেই সংরক্ষিত ধর্ম-বিনয় তথা ত্রিপিটক ধারণকৃত বুদ্ধবাণীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাপকভাবে বোধগম্য করে তুলতে এবং এ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত শব্দাবলীর উৎপত্তি মূল এবং বিবিধার্থে প্রয়োগ প্রদর্শনে ত্রিপিটকভুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থের উপমা উদ্ধৃতি যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমন বিনয়পিটকে সংগৃহীত প্রত্যেকটি শিক্ষাপদ-এর উৎপত্তি-কাহিনী, এ সকল কাহিনী সংগঠিত হওয়ার স্থানের ভৌগলিক অবস্থান ও স্থানের ও ব্যক্তির নামকরণ, উৎস ইত্যাদির বর্ণনা-বিবৃতিও প্রদান করতে গিয়ে যেই বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তারাই না অট্ঠকথা (Commentery)। তা ছাড়া বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় এই অট্ঠকথায়। এতে করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনেক সন্দেহ

আর কৌতুহল নিবারিত হয়। অট্‌ঠকথা সম্পর্কে এ কথা যেমন নির্দ্বিধায় সত্য, অনুরূপভাবে অট্‌ঠকথাচার্যগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীতধর্মী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ মত-অভিমত প্রকাশ করতেও দেখা যায়। খুব সম্ভব এ কারণেই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের অনেক সময় ইহাই জরুরি হয়ে পড়ে যে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাকে প্রধান্য দিয়ে যুগের ও পরিস্থিতির আলোকে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা চারি আর্যসত্যের এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের চারি অকরণীয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অক্ষত রেখে অপরাপর মত অভিমত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান-উপায় খুঁজে বের করা। এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করার কারণেই বিগত আড়াই হাজার বছরের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অসংখ্য দল-উপদল এবং এত অজস্র মতভেদের জন্ম হলো। দেখা গেছে ভিক্ষুসংঘের একতার উপর প্রথমে আঘাত এসেছে বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদকে নিয়ে। অথচ বুদ্ধ তথাগত কুশীনগরে তাঁর অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় ভিক্ষুসংঘকে বলে গেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদের পরিবর্তন সাধন করতে পারবে।"

বুদ্ধের এই উক্তিতে দুটি বিষয় উঠে এসেছে, একটি হচ্ছে 'ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ এবং অপরটি হলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় নয়, সংঘের ইচ্ছায়। এখানে প্রথম সঙ্গায়নে প্রশ্ন এসেছে, সেই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো কী কী, তা বুদ্ধকে চিহ্নিত করতে বলা হলো না কেন? সঙ্গায়নের মহতী সভ্যগণ এই বিতর্কের কোনো সমাধানে উপনীত হতে না পেরে সেদিন এভাবেই তার সমাপ্তি টানলেন যে বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত সব শিক্ষাপদই অক্ষুণ্ন রাখা হোক। বিষ্ঠা তৃণাগ্রে যা ধারিত তা যত সামান্যই হোক, তবুও ঘৃণার যোগ্য। অনুরূপভাবে, বুদ্ধ যা কিছু অন্যায়-অসুন্দর-অশোভন বলে ভিক্ষুগণকে বর্জন করতে বলেছেন; তা যত ক্ষুদ্রই হোক সে সবের আচরণ-অনুশীলন অন্যায় অশোভনই বটে।

ইহা সত্য বটে, বুদ্ধের ধর্মবৃক্ষটির শোভাবর্ধন করে থাকে পত্র-পল্লব সদৃশ; ক্ষুদ্র এবং অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো। তাই ক্ষুদ্র এবং অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলে পত্র-পল্লবশূন্য বৃক্ষটি শীতকালীন বৃক্ষতুল্য নিতান্ত অনাকর্ষণীয়ই হবে। তাই স্থান-কাল-পাত্র তথা পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় এশ্রেণীর শিক্ষাপদের কিছু কিছুর ইতর বিশেষ ঘটিয়ে সংঘের মতভেদের অবসান ঘটানো যায় এবং সংঘের একতা-শৃঙ্খালা অটুট, শক্তিশালী রাখা যায়।

এভাবে পাতিমোক্ষভুক্ত শিক্ষাপদসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস করে ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় রদ-বদল ঘটানোর বিষয়ে বুদ্ধ তথাগত

বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' খণ্ডের 'ভৈষজ্য স্কন্ধে' আরও স্পষ্টভাবে দিগ্‌নির্দেশনা প্রদান করেছেন এই বলে : "হে ভিক্ষুগণ, সংঘের ও বুদ্ধশাসনের হিতের জন্যে আমি পূর্বে যেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেছি, পরবর্তীকালে তা যদি তদুরূপ প্রতীয়মান না হয় তাহলে সমগ্র সংঘ একমত হয়ে সেই শিক্ষাপদ বাতিল করতে পারবে এবং যেই বিধি-বিধান শাসনের দীর্ঘস্থিতি ও সাংঘিক একতা-শৃঙ্খলার অনুকূল, তদনুরূপ বিধি-বিধান তথা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করতে পারবে।"

মহাপ্রজ্ঞা, মহাদূরদর্শী সুমহান শিক্ষক বুদ্ধ তথাগতের এই উক্তিগুলো যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে অতীতে বুদ্ধের সংঘে এত অসংখ্য মতভেদ আর দল-উপদলের জন্ম হয়ে অসংখ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল বুদ্ধের মহনীয় সংঘ। শুধু তাই নয় এই মতভেদ আর দল-উপদল প্রবণতার সুযোগ কোনো কোনো মতবাদীরা বুদ্ধের মূল ধর্মদর্শন 'চারি আর্যসত্য'কে পর্যন্ত গৌণ বিষয় হিসেবে গণ্য করে 'বুদ্ধবাদ' বিসর্জন দিয়ে 'বোধিসত্ত্ববাদী' হয়ে গেলেন। অতএব, তাদের একান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে গেল এই জন্মে, এই বুদ্ধের শাসনে নির্বাণ লাভ অসম্ভব। এজন্মে কেবল দানকর্ম সম্পাদন করো, আর কিছু কিছু শীল পালন ও সমাধি-ভাবনা করে পারমীপূর্ণ করার চেষ্টা করো। আগামী আর্যমিত্র বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ এমনকি আরও বহু বহু পরে রামবুদ্ধ পৃথিবীতে আসবে, তখনই জীবন দুঃখের চির অবসানময় নির্বাণ লাভ করলে চলবে। এতো তাড়াহুড়ো করে লাভ কী? আর দেখো, এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে যারা তাড়াহুড়া করে নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় কোমর বেঁধেছেন তারা আসলে খুব হীন। তারা শুধু নিজের দুঃখমুক্তির কথাই ভাবে। তাই তারা হীনযানী। আমরা কখনো তাদের মতো হবো না। আমরা হবো মহাযানী। কারণ গৌতম বুদ্ধই বলেছেন, আমরা প্রত্যেকের মাঝে 'বোধির বীজ' বুদ্ধাঙ্কুর বিদ্যমান আছে। অতএব, আমরা সবাই সম্যকসম্বুদ্ধই হবো, কখনো শ্রাবক বুদ্ধ হবো না। এমন সব যুক্তি দেয়া হচ্ছে বর্তমান বুদ্ধের প্রবর্তিত দুঃখমুক্তির ধর্মরাজ্যের আকাশে বুদ্ধরূপ সূর্য এখনো দ্বিপ্রহরের আলো বিতরণকালে। আর কাল্পনিক আবেগসর্বস্ব এ সকল ব্যক্তির এই মনোভাবই বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের ইতিহাসে কোনো কোনো সময়ে বর্তমানকালের ভুটানী-তিব্বতী ও জাপানী লামা নামক স্ত্রী-পুত্রসেবী বৌদ্ধ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল। তারা ব্রহ্মচর্যা আর চারি আর্যসত্য তত্ত্বকে স্বীকার করলেও স্বীয় জীবনাচার হতে এগুলোকে বিসর্জন দিয়ে নানা ভূতপ্রেত যক্ষ-রক্ষের পূজা-অর্চনাকেই বৌদ্ধধর্মের নামে প্রচলন শুরু করলো। ফলে বর্তমান বিশ্বে এখন বুদ্ধের ধর্ম এবং বৌদ্ধদের ধর্ম যেন দুইটি পৃথক বিষয় হয়ে গেছে।

অতএব, যারা বুদ্ধের ধর্ম অনুশীলনে আগ্রহী তাদের কর্তব্য চারি

আর্যসত্যকে বিশদভাবে জানতে ইহার উপর আলোচনা-গবেষণা পূর্বক আপন জীবনগঠন ও পরিচালনায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। এবং সেই আলোকেই বৌদ্ধ আচার-কৃষ্টি-সংস্কৃতিসমূহের নামে বর্তমানে প্রচলিত বিষয়গুলোকে গ্রহণ-বর্জন করে চলা উচিত যাতে করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের শুরুতেই 'সম্যকদৃষ্টি' নামক যেই অঙ্গটি বুদ্ধ তথাগত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে স্বীয় জীবনে ধারণ করা সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধ-আবিষ্কৃত চারি আর্যসত্য ও নির্বাণতত্ত্বের রাজ্যে প্রবেশের মূল চাবিকাটিই হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের এই সম্মাদিট্‌ঠি। আপন মনের আসব, তথা লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে জীবনদুঃখের চির অবসানগামী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অবশিষ্ট সকলই মিথ্যা অসার হয়ে যাবে, যদি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য মিথ্যাদৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব না হয়। সমগ্র বুদ্ধবচন অবিকৃতভাবে সুরক্ষার মূল সূত্রটিও এই সম্যকদৃষ্টি-নির্ভর। বিশাল অট্‌ঠকথা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমূহকে সেই সম্যকদৃষ্টির আলোকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই 'পারাজিকা অট্‌ঠকথা' গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সমূহকেও সেই সম্যকদৃষ্টির আলোকেই গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে এক্ষণে এই গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার ইতি টানার ইচ্ছা করছি।

অট্‌ঠকথা সাহিত্য কীভাবে মূল ত্রিপিটকে সংগৃহীত বুদ্ধবচনসমূহকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে, তা পারাজিকা অট্‌ঠকথার শুরুতে 'বাহির নিদান-কথা' নামক পর্বটি হতে সামান্য উদ্ধৃতি দিলেই পাঠকের বোধগম্য হবে। যেমন : "বুত্তং যেন যদা যস্মাতি' ইহা সেই একই বচন 'তেনা সময়েন বুদ্ধো ভগবা বেরঞ্জযং বিহরতি' এই বাক্যটি সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। ইহা ভগবান বুদ্ধের নিজের প্রত্যক্ষ বাক্য নয়।"

অথবা 'দ্বিতীয় পারাজিকা' বিষয়ে আলোচনার শুরুটি দেখুন—"তেন সময়েন বুদ্ধো ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্ঝকূটে পব্বতে' এই বাক্যের মধ্যে 'রাজগহে' বলতে রাজগৃহ নামক নগরের সমীপে। নগরটি মান্ধাতা, মহাগোবিন্দ প্রভৃতি রাজাগণের আবাসস্থল। কেউ কেউ আবার অন্যভাবে বর্ণনা করতে প্রশ্ন করেন, রাজগৃহ কী? উত্তরে বলা হয় : রাজগৃহ হচ্ছে সেই নগরের নাম, যাহা শুধু বুদ্ধ উৎপত্তিকালে ও চক্রবর্তী রাজার রাজত্বকালেই নগর আকার ধারণ করে। পরিশেষে জনশূন্য হয় ও যক্ষপরিগৃহীত হয়।"

"সম্বহুলা' বলতে বিনয় মতে তিনজনকে কিছু সংখ্যক বলা হয়। তার চেয়ে বেশি হলেই 'সংঘ' হয়। কিন্তু সূত্রমতে 'তিনজন, তিনজনই। তদুর্ধ্বজনই 'সম্বহুলা' বা কিছুসংখ্যক গণ্য হয়। এখানে সূত্রমতে বর্ণিত অর্থেই 'সম্বহুলা'

শব্দটির অর্থ গ্রহণ কর্তব্য।"

অট্‌ঠকথা গ্রন্থের এ জাতীয় আলোচনায় অনেক অজানা তথ্য যেমন প্রকটিত হয়, তেমনি নিরসন হয় অনেক প্রশ্নের। যেমন দ্বিতীয় পারাজিকা পর্বে নির্মাণ সম্পর্কিত প্রশ্নের বিচার-মীমাংসা :

"ভিক্ষু তৃণকুটির তৈরি করে'—এই বাক্য দ্বারা তৃণাচ্ছাদন যুক্ত কুঠির তৈরি করা বুঝায়। 'বর্ষাবাস যাপন করতে হলে অন্ততপক্ষে তৃণ-নলাদি পাঁচ প্রকার আচ্ছাদনের মধ্যে যেকোনো আচ্ছাদনের দ্বারা নির্মিত কুঠিরের শয্যাসন ব্যতীত বাস করা যাবে না। যে উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করবে। তার দুক্কট আপত্তি হবে। (মহাবর্গ ২০৪পৃ.) অতএব বর্ষাঋতুতে শয্যাসন লাভ করলে ভালো। আর লাভ না করলে হস্তকর্মী, গৃহকর্মীর অনুসন্ধান করে হলেও কুঠির নির্মাণ করতে হবে। হস্তকর্মী পাওয়া না গেলে নিজেই তৈরি করতে হবে। তারপরও শয্যাসন তথা কুঠিরহীন হয়ে বর্ষাবাস যাপন করা যাবে না।" এভাবেই গড়ে উঠেছে সমগ্র ত্রিপিটকের উপর বিশাল অট্‌ঠকথা সাহিত্যের ভাণ্ডার।

পরিশেষে এই স্মৃতিচারণ করতে হচ্ছে যে, ২০০৭ সালে শেষদিকে রাউজানের পশ্চিম গহিরা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে অবস্থান সময়ে এককভাবে বহুকষ্টে পবিত্র বিনয়পিটকের সর্বশেষ খণ্ড "পরিবার পাঠ" গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত করি। যখন পূজ্য বনভন্তের হাতে সেই পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিচ্ছিলাম, তখন মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, ভন্তে যেন, অন্য কোনো গ্রন্থ অনুবাদের দায়িত্ব আমাকে আর না দেন। কারণ, যৌথভাবে অনুবাদ কর্ম সম্পাদনের জন্যে যাদেরকে পালি ভাষা শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করেছিলাম। তারা কেউই পূজ্য বনভন্তে বা আমার আহ্বানে যৌথভাবে এগিয়ে না এসে প্রত্যেকেই যার যার রুচি অনুযায়ী অনুবাদ কর্মে লিপ্ত হলো। ফলে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অনুবাদ কর্মের মতো প্রচুর শ্রমসাধ্য কাজে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও বনভন্তে 'পরিবার পাঠ'-এর পাণ্ডুলিপিটি পরম সন্তোষের সাথে অনেক্ষণ ধরে এপিঠ-ওপিঠ করতে করতে, বার বার বলতে থাকলেন, "প্রজ্ঞাবংশ, তুই পারবি। এবার 'পারাজিকা অট্‌ঠকথা'টি অনুবাদ করে দে। এটি ভিক্ষুদের জন্যে খুবই দরকার। তুই বুদ্ধবাণী অনুবাদ করতে করতেই আসবক্ষয় করতে পারবি। কারণ এগুলোতে সবই লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়মূলক বাক্য। এগুলো তো আসক্তি উৎপাদক উপন্যাস, নাটক নয়।"

এ কথাগুলো বলতে বলতেই তিনি সেবক ভিক্ষু আনন্দকে দিয়ে 'পারাজিকা অট্‌ঠকথা' নামক বৃহদাকার গ্রন্থটি উপস্থিত করালেন। আমি ভয়ে আতঙ্কে রীতিমতো নির্বাক হয়ে গেলাম। আমার চেহারা দেখে তিনি পুনঃপুন উৎসাহ বাক্য আওড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাপুরুষের আগ্রহকে

উপেক্ষা করতে অক্ষম হলাম। অতঃপর যা হলো তা ভূমিকার শুরুতেই বিবেকের কৈফিয়তস্বরূপ যৎসামান্য ব্যক্ত করেছি। বলতে দ্বিধা নেই আমার অসহায়ত্বের কথা যারা আমার নিকটে পালি ভাষা শিক্ষা করেছে, তাদের সবাইকে রাজবন বিহারে আমার কক্ষে ডেকে অনুরোধ জানালাম। কিন্তু যে কয়জন এত সাড়া দিল, তাদের সহায়তা না পেলে বৃহৎ গ্রন্থ 'পারাজিকা অট্ঠকথা'র এই প্রথম ভাগটি পর্যন্ত সেদিন বনভন্তের হাতে তুলে দিতে পারতাম না। পারাজিকা অট্ঠকথার প্রথম ভাগের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে পূজ্য বনভন্তে উচ্ছ্বসিতভাবে বেশ কয়েকবার বললেন, প্রথম খণ্ড তিন হাজার কপি এবং দ্বিতীয় খণ্ড তিন হাজার কপি মুদ্রণের ব্যবস্থা তিনি করবেন। পূজ্য ভন্তে জীবৎকালে সেই ব্যবস্থা করে গেছেন। সেবক আনন্দকে মুদ্রণের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন এক বছর আগেই। কিন্তু, আমি অভাগা এখনো প্রথম ভাগ মুদ্রণের উপযোগী করতে পারলাম কৈ?

স্নেহভাজন করুণাময় ভিক্ষু এবং তার সহকর্মীদের শ্রমসাধ্য কম্পিউটার কম্পোজের কাজ তারা শেষ করেছে অনেক আগেই তাই প্রিয়জন আনন্দসহ তাদের এবং অনুবাদ সহযোগীসহ আর্থিক সহায়তা দাতাদের প্রতি রইল আমার অপার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশীর্বাদ।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম!

২৫৫৬ বুদ্ধবর্ষের শুভ চীবর মাস
১৪১৯ বাংলা, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

ইতি
ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ
রাং-উ রাংকূট মহাতীর্থ
কক্সবাজার

বিজ্ঞপ্তি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে *বিনয়পিটকে পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)* প্রকাশিত হলো। আজ থেকে প্রায় দেড়-দু বছর আগে পূজ্য গুরুদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় প্রুফ রিডিং-সহ সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব অভাজন আমাকে দেন। আমার নিজের অনুবাদসহ আগামী ২০২০ সালে পূজ্য বনভন্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (পঁচিশ খণ্ড) প্রকাশের জন্যে সম্পাদনার কাজে এবং অন্যান্য বই প্রকাশনার নানান কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সেদিন কোনোভাবেই গুরুবাক্য অস্বীকার করতে পারিনি। গুরুবাক্য বলে কথা!

শতব্যস্ততার মাঝেও বইটির প্রুফ রিডিং-সহ সম্পাদনার কাজ কোনোমতে শেষ করে সহৃদয় পাঠকদের স্বীকারোক্তিমূলক দু-কথা জানাবো বলেই আমার এই ছোট্ট অথচ অবশ্যপাঠ্য লেখা। আপনারা জানেন, বইটি মূলত বহুজনের যৌথ অনুবাদ। প্রত্যেক অনুবাদকের অনুবাদের ভাষা, ধরণ, বৈশিষ্ট, সর্বোপরি মানেও যথেষ্ট রকমফের আছে। বইটি আমার যথেষ্ট অগোছালোও মনে হয়েছে। তারপরও অনেক আয়াস স্বীকার করে মাত্র দিনকয়েক আগে বইটি সম্পাদনার কাজ কোনোমতে শেষ করি। কিন্তু মন ভরেনি মোটেও। কারণ আমার পক্ষে মূল পালির সাথে মিলিয়ে দেখার সময় বা সুযোগ কোনোটাই হয়নি। ধৈর্যেরও কিছুটা অভাব ছিল অবশ্য। বইটার প্রুফ দেখার সময় আমার বারবার মনে হয়েছে এই বইটির ভাষা ও অনুবাদের মান ঠিক রাখতে চাইলে বেশ সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে সম্পাদনার কাজ করা দরকার। নিজের কিছু অনুবাদ, সমগ্র ত্রিপিটক প্রকল্পের সম্পাদনার কাজসহ আরও অনেকের অনেক বইয়ের টুকটাক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে বেচারা আমার সেই সময় কোথায়! তাই এই যৌথ অনূদিত বইয়ে কিছুটা ভাষাগত ত্রুটি, অনুবাদে সামান্য কিছু ভুলভাল অভিজ্ঞ পাঠকের চোখে ধরা পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়। অপ্রত্যাশিত তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমি বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি পরম ক্ষমাশীল পাঠকেরা বেচারা আমাকে ক্ষমার চক্ষেই দেখবেন। আশা থাকলো, সম্ভব হলে ভবিষ্যতে কোনো একসময় সংশোধন-সংযোজন করে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একটি ভালো মানের বই উপহার দেওয়ার।

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

সূচিপত্র

গ্রন্থ আরম্ভ কথা.....২৯
বাহির নিদান কথা.....৩১
দ্বিতীয় সঙ্গীতি কথা ৫২
তৃতীয় সঙ্গীতি কথা ৫৫
বেরঞ্জক অধ্যায় বর্ণনা ১০১
প্রথম ধ্যান কথা ১৩২
দ্বিতীয় ধ্যান কথা ১৩৭
তৃতীয় ধ্যান কথা ১৩৯
চতুর্থ ধ্যান কথা.....১৪২
পূর্বনিবাস কথা.....১৪৬
দিব্যচক্ষু জ্ঞানকথা.....১৫১
আসবক্ষয় জ্ঞানকথা ১৫৬
দেশনা অনুমোদন কথা ১৫৮
প্রসন্নকারক কথা.....১৬০
শরণগমন কথা.....১৬১
উপাসকত্ব প্রতিবেদন কথা ১৬২
দুর্ভিক্ষ কথা ১৬৪
মহামোগ্গলানের সিংহনাদ কথা.....১৭০
বিনয়-প্রজ্ঞাপ্তি যাঞ্চা কথা বর্ণনা.....১৭২
বুদ্ধ-স্বভাব (আচিন্ন) কথা ১৮৩
১। পারাজিকা অধ্যায় ১৮৯
১। প্রথম পারাজিকা ১৮৯
সুদিন্ন পরিচ্ছেদ বর্ণনা.....১৮৯
বানরী উপাখ্যান কথা ২১১
বিস্তৃত পরিচ্ছেদ ২১৩
বৃজিপুত্রক উপাখ্যান বর্ণনা.....২১৩
চতুর্বিধ বিনয় কথা ২১৫

ভিক্ষুপদ বিভাজনীয় বর্ণনা.....২২৩
শিক্ষার নীতিপদ বিভাজন বর্ণনা.....২২৮
শিক্ষা প্রত্যাখ্যান বিভঙ্গ বর্ণনা.....২৩০
মূল প্রজ্ঞপ্তি বর্ণনা.....২৪০
অনুপ্রজ্ঞপ্তি পর্ব.....২৪২
প্রথম চার বিষয় বর্ণনা.....২৪৫
দুইশত ঊনসত্তর চতুষ্ক কথা.....২৪৬
আচ্ছাদিত চার বিষয় (চতুষ্ক) প্রভেদ কথা.....২৪৯
ভিক্ষুশত্রু চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা.....২৫০
রাজশত্রু প্রভৃতি চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা.....২৫০
আপত্তি-অনাপত্তি বিষয় বর্ণনা.....২৫১
প্রকীর্ণক কথা.....২৫৩
বিনীত বত্থু বর্ণনা.....২৫৪
২। দ্বিতীয় পারাজিকা.....২৬৭
ধনিয় বত্থু বর্ণনা.....২৬৭
পালি মুক্তক বিনিশ্চয়.....২৭১
পদভাজনীয় বর্ণনা.....২৭৬
পঁচিশ প্রকার অবহার কথা.....২৮০
ভূমিস্থিত কথা.....২৮৬
স্থলে স্থিত কথা.....২৯৫
আকাশে স্থিত কথা.....২৯৬
ঊর্ধ্বস্থিত কথা.....২৯৮
জলে স্থিত কথা.....২৯৮
নৌকাস্থিত কথা.....৩০১
যানে স্থিত কথা.....৩০২
ভারস্থিত কথা.....৩০৩
আরামস্থিত কথা.....৩০৪
বিহারস্থিত কথা.....৩০৬
ক্ষেত্রস্থিত কথা.....৩০৬
বত্থুস্থিত কথা.....৩০৮
অরণ্যস্থিত কথা.....৩০৮
জল কথা.....৩১০
দন্তপোণ (দন্তকাষ্ঠ) কথা.....৩১০

বনস্পতি কথা ৩১১
হরণক (নিয়ে যাওয়া) কথা.....৩১২
উপনিধি কথা ৩১৪
শুল্কাঘাত (সুঙ্কঘাত) কথা.....৩২১
প্রাণী কথা ৩২৩
পাদহীন কথা.....৩২৫
দ্বিপদী কথা.....৩২৫
চতুষ্পদী কথা.....৩২৬
বহুপদী কথা ৩২৭
অবলোকন (ওচরক) কথা..... ৩২৮
রক্ষার দায়িত্ব (ওণিরক্খ) কথা..... ৩২৮
পরামর্শ করে অপরহণ (সংবিধাবহার) কথা..... ৩২৮
সংকেত কর্ম কথা..... ৩৩০
নিমিত্ত কথা.....৩৩১
আদেশ (আণত্তি) কথা.....৩৩১
দোষের প্রভেদ (আপত্তি ভেদং)..... ৩৩৩
অনাপত্তি ভেদ..... ৩৩৪
প্রকীর্ণক (ছড়ানো ছিটানো) কথা ৩৩৬
বিনীত বত্থু বর্ণনা ৩৩৬
তৃণ সঞ্চালন বত্থু কথা..... ৩৩৭

কল্পতরু হতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

[illegible] :

- **[illegible]** [illegible] : [illegible]/-
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible]) [illegible] : [illegible]/-
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible]) [illegible] : [illegible]/-
  [illegible]

বাংলায় প্রকাশিত বই :

- **হৃদয়ের দরজা খুলে দিন** মূল্য : ১২৫/-
  মূল : আজান ব্রহ্মবংশ মহাথেরো ● অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **জানা ও দেখা** (শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পূর্ণাঙ্গ গাইড) মূল্য : ১২৫/-
  মূল : পা-অক সেয়াদ ● অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **বৌদ্ধ ভিক্ষু বিধি** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (পুরো সেট) মূল্য : ১২০০/-
  মূল : ঠানিস্‌সারো ভিক্ষু ● অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **জাতক পঞ্চাশক** (বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)
  অনুবাদ : শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির
- **পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)** (বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)
  অনুবাদ : শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

প্রকাশের অপেক্ষায়...

- **বিশুদ্ধিমার্গ** (মূলানুগ পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ)
  মূল : আচার্য বুদ্ধঘোষ ● অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **[illegible]** ([illegible])
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible])
  [illegible]

প্রাপ্তিস্থান :

- রাজবন বিহার, রাঙামাটি। মোবাইল : ০১৫৫-৬৬১৩০৭১, ০১৫২-১২৪১৩৬৯
- রাসেল স্টোর, স্কেপ মার্কেট, বনরূপা, রাঙামাটি। মোবাইল : ০১৮২-০৩০২৪৬৫
- পার্বত্য লাইব্রেরী, কোর্ট রোড, খাগড়াছড়ি। মোবাইল : ০১৫৫-৬৭৪৫০০৯

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার’

বিনয়পিটকে
পারাজিকা-অর্থকথা
(প্রথম খণ্ড)

গ্রন্থ আরম্ভ কথা

কোটি কল্প হয় যাহা, অপ্রমাণ অতি,
অতিদুষ্কর কার্যে গত, করেন যেই যতি।
নাহি খেদ তাতে কিছু, শুধু লোকহিতে,
নমি সেই কারুণিকে, নমি সেই নাথে।
অসদৃশ বোধ যাহা, বুদ্ধের সেবিত,
জীবলোকে যাহা করে, ভবকে বিভব।
অবিদ্যাদি ক্লেশ ধ্বংসি, নেই ধর্মবর,
নমি যে তাহারে সদা, আমি অতঃপর।
শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাগুণে বিভূষিত যিনি,
বিমুক্তি জ্ঞানযুক্ত তাতে, করেছেন তিনি।
উর্বর পুণ্যক্ষেত্র যাহা, পুণ্যার্থী জনতার,
নতশিরে নমি সেই সংঘ গুণাধার।
আত্যন্তিক ইচ্ছাতে যাহা, প্রণামের যোগ্য,
সেই রত্নত্রয়ে নমি, হয়ে প্রণমিত।
লাভ হলো তাতে মোর, বিপুল পুণ্যাভিসন্দ,
প্রভাবে তার হত হোক, অন্তরায় যত।
যাহাতে স্থিত আছে, শাসনের স্থিতি,
প্রতিষ্ঠা আছে যাতে, আছে সুস্থিতি।
সেই বিনয় বর্ণিব আমি, অমিশ্রভাবেতে,
পূর্বাচার্যের অনুভূতি যাহা, তারই আশ্রয়ে।

পূর্বাচার্যগণে যেই কাম-আসব সকলে,
বিধৌত করেন যাহে, দিয়ে জ্ঞানবলে।
বিশুদ্ধ বিদ্যা আর, প্রতিসম্ভিদা জ্ঞানে,
সদ্ধর্ম সংবর্ণন কোবিদ, পণ্ডিত সুজনে।
ভূতলে সুলভ নহে, উন্নত যেমন,
মহাবিহার ধ্বজাসম, ঊর্ধ্বেতে তেমন।
বিনয়ের নীতিতে ইহা, সদা প্রশংসিত,
সম্বুদ্ধবর চিত্ত তাদের, সদা উৎসারিত।
সিংহলের প্রদীপ বলে, যাহা প্রশংসিত,
চেষ্টাতে যার নহে যদি, নির্বাণ অসংখিত।
কিঞ্চিতও নেই অর্থ, আচরণে তাহা,
দীপ-দীপান্তরের এই, ভিক্ষু জনতা।
মূল পালি পিটকানুরূপ, বর্ণিত তাই হলো,
মারে-অন্তরায় বিঘ্নহীনে, অভয় দানিল।
বুদ্ধের অপার শ্রী, সৌন্দর্য প্রার্থনীয়,
থেরোদের মহিমা হোক, যথা স্মরণীয়।
সংবর্ণন তদ্ধেতু কর, সমার বর্ণন,
তাতেই মহা অট্‌ঠকথার দেহ করিনু রচন।
মহা আশ্চর্য (পচ্চরিয়ং?) কার্য, তাতে হলো কৃত,
কুরুন্দি নামেতে খ্যাত রাজ্য বিখ্যাত।
বিনিশ্চয় যাহা হলো অট্‌ঠকথায় উক্ত,
উত্তমার্থেই জান তাহা, সদা অপরিত্যাজ্য।
তথাপি অন্তর্দ্বন্দ্বে যদি, পড়ে থেরবাদ,
সম্যক বর্ণনায় হবে, তার অন্তরায় নাশ।
মম বাক্য শ্রবণে হোক, প্রসন্নচিত্ততা,
নব-মধ্যম-থেরো ভিক্ষু, যিনি আছেন যথা।
তথাগতের এই ধর্মপ্রদীপ, অন্ত অপ্রমাণ,
সমাদর কর ধর্মে, মান্য কর দান।
বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম-বিনয়, ব্যক্ত হলো যাহা,
তৎপুত্রগণ দ্বারা, জ্ঞাত থাকবে তাহা।
অতিশয় প্রাচুর্যে ভরা, সেথায় আছে যাহা,
অট্‌ঠকথার রাজ্যে ধারণ, হয়েছে যে তাহা।
অট্‌ঠকথায় ব্যক্ত যাহা, হয়েছে অতীতে,

তাকে বর্জন করে যেন, নহে ভুল লেখে।
সকল শিক্ষা পদের প্রতি, হোক শ্রদ্ধাবান,
এখন পণ্ডিতগণে করে যা প্রমাণ।
তৎ হতে ভাষান্তরে, সেভাবে জানিয়া,
বিস্তারিত মার্গপথে, অর্থকে লভিয়া।
বিনিশ্চয়কে সর্বতোভাবে, জানিবে নিঃশেষে,
পূর্ব সূত্রে কী আছে, প্রত্যবেক্ষণ করে।
সূত্র কারকগণের বচন, অর্থসহ জেনে,
সূত্রানুরূপে তার, তাৎপর্যকে মেনে।
যেরূপ অর্থে ইহা, হয়েছে বর্ণিত,
সাদরে তাহারে, অনুশিক্ষা কর্তব্য।

বাহির নিদান কথা

তথায় সেই বিনয়সমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তা ব্যক্ত করা কর্তব্য। তদ্ধেতু তা এভাবেই উক্ত হয়েছে, 'বিনয় হচ্ছে বিনয়পিটকভুক্ত সকল বিষয়সমূহ' ইহাই এখানে অভিপ্রেত।

এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনার্থেই এই মাতিকা :

যেখানে যেভাবে যাহা ব্যক্ত, ধারিত ও প্রতিভাত,
যত্র প্রতিষ্ঠিত এমতো চেতনায়, তথা ব্যক্ত বিধিমতো।
সেহেতু আদিপাঠের অর্থ নানা প্রকার,
দর্শন করিব আমি, বিনয়ের অর্থ বর্ণনার।

তথায় 'বুত্তং যেন যদা যস্মাতি'—ইহা সেই একই বচন 'তেন সমযেন বুদ্ধো ভগবা বেরঞ্জযং বিহরতি' বাক্যটির সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। ইহা ভগবান বুদ্ধের নিজের প্রত্যক্ষ বাক্য নয়। তাই এরূপ প্রশ্ন করা হয়েছে, "এই কথা কোথায় বলা হলো, কখন বলা হলো, কী প্রসঙ্গে বলা হলো ইত্যাদি। আয়ুষ্মান উপালি থেরো কর্তৃক তা নাকি প্রথম মহাসঙ্গীতিকালে এভাবে বলা হয়েছে।

'প্রথম মহাসঙ্গীতি' নামক সংগ্রহকালে প্রায় পঞ্চশতক সঙ্গীতিকারক ছিলেন। খন্ধকে এরূপ উল্লিখিত হয়েছে, নিদান তথা উৎপত্তির পটভূমি নির্ধারণার্থে। এই বিধিমতেই ইহাদেরকে জানা কর্তব্য। ধর্মচক্র প্রবর্তনাদি থেকে সুভদ্র পরিব্রাজককে বিনীতকরণ পর্যন্ত বুদ্ধকৃত্য সমাপনের পর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসের প্রভাতে কুশীনগরের উপকণ্ঠে মল্লদের যমক শালবনাভ্যন্তরে ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হন। সেই ভগবান লোকনাথের পরিনির্বাণকালে সমবেত সপ্ত ভিক্ষুশত সহস্রের সংঘস্থবির ছিলেন

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ। ভগবানের পরিনির্বাণের সপ্তাহকাল অতিক্রান্তকালে বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র এমন উক্তি করেছিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা অনুশোচনা করবেন না, পরিদেবন করবেন না। আমরা এখন বিমুক্ত হয়েছি। ইহা করা উচিত, ইহা করা অনুচিত, এই বলে বলে মহাশ্রামণ দ্বারা আমরা মহা উপদ্রবে ছিলাম। এখন আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারবো, যা অনিচ্ছা তা করব না (চূলবর্গে ও দীর্ঘনিকায়ে দ্রষ্টব্য)।

সুভদ্রের এই উক্তি স্মরণ করে ভাবলেন, "এরূপ পাপী ভিক্ষু নানা স্থানে আরও অনেক আছে, যারা ভাববে যে শাস্তার অনুশাসন গত হয়ে গেছে। এমন পাপ ভিক্ষুর পক্ষ অবলম্বনকারীরা অচিরেই সদ্ধর্মের বিলুপ্তির ব্যবস্থা করাবে। ধর্ম-বিনয় স্থিত থাকলে, শাস্তার অনুশাসনও অনতীত হয়। এজন্যেই ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছে :

"হে আনন্দ, আমার দ্বারা যেই ধর্ম-বিনয় দেশিত এবং প্রজ্ঞাপিত হয়েছে, তাহাই আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা (শিক্ষক) হবে" (দীর্ঘনিকায়)।

যদি আমি ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ না করি, তাহলে এই শাসন কি করে দীর্ঘস্থায়ী হবে? তাই তো ভগবান কর্তৃক আমাকে বলা হয়েছিল :

"হে কাশ্যপ, তুমি আমার পাংশুকুলবস্ত্র ধারণ কর'—এরূপ বলে, তিনি সাধারণ চীবর পরিভোগ দ্বারা এরূপই বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, এ যাবত আমি ইহাই আকাঙ্ক্ষা করছি, তোমরা কামসমূহ হতে দূরে থাক, ... এবং ইচ্ছা কর যে, আমি প্রথম ধ্যান অধিগত হয়ে যেন অবস্থান করি। ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ যা ইচ্ছা করে তা পারে। কাম থেকে বিরত হয়ে, ... প্রথম ধ্যানে উন্নীত হয়ে সে অবস্থান করতে সক্ষম। একই বিধিমতে ষড়ভিজ্ঞা জ্ঞানাদি নববিধ উত্তরিমনুষ্যধর্মে সংমর্শন দ্বারা নিজেকে অনুগৃহীত করতে সক্ষম হয়। কী কারণে ভবিষ্যতে ইহা অনন্যসাধারণ হবে? রাজাসদৃশ ভগবান যদি নিজের কুলরক্ষক, বংশ প্রতিষ্ঠাপকসদৃশ পুত্রকে নিজ উৎপন্ন ধনের রক্ষাবরণরূপ ঐশ্বর্য দ্বারা এই বলে অভিসিক্ত না করতেন, তাহলে কখনই বলতেন না, "এই (কাশ্যপ) ভবিষ্যতে আমার সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠাপক হবে"। "ভগবান আমাকে অসাধারণ অনুগ্রহে অনুগৃহীত করেছেন" এই চিন্তা করে তিনি ধর্ম-বিনয় সংগ্রহার্থে ভিক্ষুগণকে উৎসাহিত করতে আত্মনিয়োগ করলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

"অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে এই বলে আহ্বান করলেন, বন্ধুগণ, একদা আমি পঞ্চশত মহতী ভিক্ষুসংঘসহ পাবা হতে কুশীনগরে আসার পথে ছিলাম। (দীর্ঘনিকায়ে সুভদ্র খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা জ্ঞাতব্য ৫ম পৃ)

অতঃপর উক্ত হয়েছে :

"বন্ধুগণ, আমাদের জন্যে উত্তম হবে, যদি অমরা ধর্ম এবং বিনয় সংগ্রহ করি। অগ্রে অধর্ম প্রদীপ্ত হয়, ধর্ম প্রতিহত হয়, অবিনয় প্রদীপ্ত হয়, বিনয় প্রতিহত হয়। অগ্রে অধর্মবাদীরা বলবন্ত হয়, ধর্মবাদীরা দুর্বল হয়, অবিনয়বাদীরা বলবন্ত হয়, বিনয়বাদীরা দুর্বল হয়। (চূলবর্গ)

ভিক্ষুরা বললেন, তাহলে ভন্তে জ্যেষ্ঠ স্থাবির ভিক্ষুগণকে মনোনীত করুন। (মহাকাশ্যপ) থেরো ভাবলেন, জ্যেষ্ঠ থেরোগণ নবাঙ্গ শাস্তার শাসনে পরিযত্তি ধর হয়ে থাকেন। পৃথগ্‌জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, সূক্ষ্ম বিদর্শক ক্ষীণাসব ভিক্ষু অনেকশত সহস্র আছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে ত্রিপিটক সর্ব পরিয়ত্তি প্রভেদ ধারক প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত মহানুভবগণকে ভগবান কর্তৃক অগ্রস্থানে স্থাপিত করা হয়েছিল বিধায় তাদেরকে অগ্রে রেখে একুন-পঞ্চশতজনসহ ত্রিবিদ্যাদি ভেদে ক্ষীণাসব ভিক্ষুগণকে গ্রহণ করুন। সে কারণে ইহা বলা হয়েছে, "অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ একূনপঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষু মনোনীত করলেন"। (চূলবর্গ)

কী কারণে স্থবির মহোদয় একজন কম গ্রহণ করলেন? আয়ুষ্মান আনন্দ থেরোর সুযোগ থাকার জন্যে। কারণ, সেই আয়ুষ্মানের সাহায্য ছাড়া ধর্মসংগ্রহ (সঙ্গীতি) করা অসম্ভব। অথচ সেই আয়ুষ্মান এখনো পূর্ণজ্ঞান লাভে শিক্ষার্থী (স্রোতাপত্তিলাভী) মাত্র। তাই তাঁর সহায়তা গ্রহণ সম্ভব নয়। সেই আয়ুষ্মানের ভগবান দশবলের দেশিত সুত্ত-গেয়্যাদি এমন কোনো ধর্ম নেই, যা তিনি প্রতিগ্রহণ করেননি। যদি এমন শিক্ষার্থী (সেখ) থেরো দ্বারা ধর্মসঙ্গীতির বহু উপকার হয়, তাহলে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না? পরের নিন্দা সমালোচনা বর্জনার্থে। আয়ুষ্মান আনন্দ একজন অতিশয় বিশ্বস্ত ছিলেন। তদুপরি তাঁর মস্তকে পক্বচুলও জাত হয়েছে। ইহা শুধুমাত্র বয়সের কারণে নয় উত্তম কুমার বলেই অনেকের ধারণা।" (সং. নি.) তিনি সত্যিই রাজকুমারের মতো বাক্যের দ্বারাই উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই আয়ুষ্মান কুমার শাক্যকুলীয় সুত তথাগতের ভাই, ছোট পিতার (কাকা) পুত্র হয়ে থাকেন। তাই ভিক্ষুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভাবতে পারেন যে, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত (সমগ্র বুদ্ধবচনে অভিজ্ঞ) বহু অর্হৎকে (অসেখ) বাদ দিয়ে সামান্য স্রোতাপত্তিলাভী (সেখ) আনন্দকে কেন মনোনীত করা হলো? এরূপ অপবাদ বর্জনার্থেই তাঁকে প্রথমে মনোনীত করা হয়নি। 'আনন্দ ব্যতীত ধর্মসংগ্রহ (সঙ্গায়ন) সম্ভব নয়' ভিক্ষুদের এমন অনুভবের প্রেক্ষিতেই অনুমতি নিয়ে আনন্দকে গ্রহণ করব, এই পরিকল্পনাতেই আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ প্রথমে আনন্দকে গ্রহণ করেননি।

বাস্তবেই দেখা গেল, ভিক্ষুগণই থেরো মহাকাশ্যপের নিকটে আনন্দের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। তাই এরূপ উক্ত হয়েছে : "ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান

মহাকাশ্যপকে বললেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ শিক্ষার্থী (সেখ) বটে, তজ্জন্যে কারো মাঝে ছন্দগামিতা, দ্বেষগামিতা, মোহগামিতা অসম্ভব তিনি ভগবানের নিকটে বহু প্রকারে ধর্ম-বিনয় শিক্ষাকারী। তাই ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দকে মনোনীত করুন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে গ্রহণ করলেন। (চূলবর্গ)

এভাবে ভিক্ষুদের অনুমতিতে গ্রহণ দ্বারা সেই আয়ুষ্মান আনন্দসহ থেরোগণের সংখ্যা পঞ্চশত হয়েছিল।

অতঃপর থেরো ভিক্ষুদের এরূপই চিন্তা হলো—"কোথায় আমরা ধর্মবিনয় সঙ্গায়ন করতে পারি?" থেরো ভিক্ষুগণ এরূপই ভাবলেন, "রাজগৃহ বিশাল পিণ্ডচারণক্ষেত্র (মহাগোচরং), পর্যাপ্ত পরিমাণ শয়নাসনসম্পন্ন । যদি আমরা রাজগৃহে বর্ষায় অবস্থান করে ধর্ম ও বিনয়ের সঙ্গায়ন করি অন্য কোনো ভিক্ষুরা (মনোনয়ন বহির্ভূত) বর্ষাব্রত গ্রহণে আগমন নাও করতে (উপগচ্ছেয্যন্তি) পারেন। কেন তাঁদের এমতো ভাব উৎপন্ন হলো? এই ধর্মবিনয় সঙ্গায়ন আমাদের নিরাপত্তামূলক কর্ম (থাবর কম্মং)। যদি কোনো বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি (বিসভাগপুগ্গলো) সংঘের মধ্যে প্রবেশ করে মীমাংসিত বিষয়কে পুনরুত্থাপিত করে (উক্কোটেয্যাতি)? তাই আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সঙ্গীতি খন্ধকে (অধ্যায়ে) উল্লিখিত মতে জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় (ঞত্তি দুতিয়) কর্মবাক্য দ্বারা (সঙ্গীতি সভ্যগণকে) সুনির্দিষ্ট করে দিলেন।

অতঃপর ভগবানের পরিনির্বাণ হতে সপ্তদিবস পবিত্র উৎসব দিবস (সাধুকীলন দিবসেসু) এবং ধাতুপূজার জন্যে সপ্ত দিবস—এভাবে অর্ধমাস অতিক্রান্তে মহাকাশ্যপ থেরো ভাবলেন এখন গ্রীষ্মঋতুর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ প্রান্তে বর্ষাঋতু সন্নিকটে উপস্থিত (উপকট্ঠা)। অতঃপর 'বন্ধুগণ, চলুন আমরা রাজগৃহে গমন করি' এই বলে (সঙ্গায়নে মনোনীতদের) অর্ধাংশ ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে তিনি এক পথে রওনা দিলেন। অনুরুদ্ধ থেরো অর্ধাংশ নিয়ে একপথে রওনা দিলেন। আনন্দ থেরো ভগবানের পাত্রচীবর গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে শ্রাবস্তী হয়ে রাজগৃহে গমনেচ্ছায় (কুশীনগর হতে) যেদিকে শ্রাবস্তী সেদিকে চারিকায় প্রস্থান করলেন। আনন্দ থেরো কর্তৃক যেখানে যাওয়া হয়, সেখানে সেখানেই এরূপই মহাশোক পরিদেবন উৎপন্ন হয়েছিল, "ভন্তে আনন্দ, শাস্তাকে কোথায় রেখে চলে আসছেন?" ভদন্ত আনন্দ ক্রমে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলে ভগবানের পরিনির্বাণ দিবসতুল্য মহা শোক-পরিদেবন-দৃশ্যের অবতারণা হলো। তদ্ধেতু আনন্দ থেরো অনিত্যতাদি প্রতিসংযুক্ত ধর্মদেশনা দ্বারা মহাজনতাকে সান্ত্বনা দিয়ে (সঞ্ঞাপেতি) জেতবনে প্রবেশ করলেন। দশবলের আবাস গন্ধকুটিরের দ্বার খুলে বিছানাপত্র বের করে আঘাত দ্বারা ধূলি

উড়ায়ে দিয়ে (পপ্‌ফেটেত্বা) গন্ধকুটির সম্মার্জনপূর্বক মজে যাওয়া মালা-আবর্জনাদি ফেলে দিলেন। মহৎ পীঠাদি (শয্যা-চেয়ার) নিজে তুলে নিয়ে এসে (অতিহরিত্বা) পুনঃ যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এভাবে ভগবানের বর্তমানে প্রতিদিনের ন্যায় আপন করণীয় ব্রত সম্পাদন করলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর থেকে বিশ্রাম বহুল থেরো অতঃপর দৈহিক সতেজতা ফিরিয়ে আনতে দ্বিতীয় দিবসে দুগ্ধ-বিরোচন পানপূর্বক বিহারে বসেছিলেন। সেহেতু শুভ মানবক দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তিকে বললেন :

"হে মানবক, আমি ভৈষজ্য পান করেছি বিধায় অদ্য আমার জন্যে অসময়। অল্পকালের মধ্যে আমি স্বয়ং উপস্থিত হতে পারি"। (দী. নি.)

দ্বিতীয় দিবসে চেতক থেরোর সাথে পশ্চাৎগামী রূপে গমন করে শুভমানবক দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দীর্ঘনিকায়ে উক্ত শুভসুত্ত নামক দশম সুত্তটি ভাষণ করেছিলেন।

অতঃপর থেরো আনন্দ, জেতবন বিহারে ভগ্নদশাগ্রস্ত অংশগুলোর মেরামত কর্ম (খণ্ডফুল্লপ্পটিসঙ্খারং) সম্পাদন করিয়ে বর্ষাবাস ব্রত সমাগতে রাজগৃহে গমন করলেন। তথায় মহাকাশ্যপ থেরো এবং অনিরুদ্ধ থেরো সকল ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে রাজগৃহে গমন করেছেন।

সে সময়ে রাজগৃহ নগরে আঠারোটি মহাবিহার ছিল। তাদের প্রায় সকলই আবর্জনাপূর্ণ, পরিত্যক্ত ধুলিময় (উক্কলাপ) হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের পরিনির্বাণের পর সকল ভিক্ষুরা নিজ নিজ পাত্রচীবর গ্রহণ করে বিহার এবং পরিবেণ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তথায় থেরোগণ ভগবানের বাক্যকে গৌরব দানার্থে এবং তির্থীয়দের সমালোচনা মোচনার্থে চিন্তা করলেন, প্রথম মাস জীর্ণতাগ্রস্তগুলোর মেরামত সংস্কারকর্ম সম্পাদন করি। তির্থীয়রা তখন এরূপই বলছিলেন, "শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকেরা শিক্ষকের (শাস্তা) অবস্থানকালেই বিহারে অবস্থান করেছিলেন। শাস্তার প্রবর্তমানে ত্যাগ করলেন"। তাদের এই নিন্দা মোচনার্থেই চিন্তা করলেন বলে উক্ত হয়েছে। তা এভাবেই উক্ত হয়েছে :

"অতঃপর থেরো ভিক্ষুগণের মধ্যে এমন ভাবই ব্যক্ত হলো : 'বন্ধুগণ, ভগবান জীর্ণতার সংস্কার মেরামতির প্রশংসা করেছেন। বন্ধুগণ, আমাদের পক্ষে ইহাই উত্তম, প্রথম মাসে জ্বরাজীর্ণতার মেরামতি করব। মধ্যমাসে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়নে সমবেত হয়ে সংগ্রহকর্ম শুরু করব"। (চূলবর্গ)

তাঁরা দ্বিতীয় দিবসে রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজা অজাতসত্তু আগমনপূর্বক বন্দনা করে, 'ভন্তে, কী উদ্দেশ্যে অগমন করলেন (জানতে চাইলেন)। আমার কোনো করণীয় আছে কি না' প্রতিজিজ্ঞাসা করলেন।

থেরোগণ আঠারোটি মহাবিহারের প্রতিসংস্কারে হস্তকর্ম সম্পাদনের বিষয়ে প্রতিবেদন করলেন। 'সাধু ভন্তে' বলে রাজা হস্তকর্মকারক মানুষদের প্রদান করলেন। থেরোগণ প্রথম মাসে সমস্ত বিহারের সংস্কারকর্ম সম্পাদন করে রাজাকে বললেন, মহারাজ, বিহার সংস্কারকর্ম সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমরা ধর্ম-বিনয় সংগ্রহকর্ম সম্পাদন করব।

"সাধু ভন্তে, আপনারা আমাকে বিশ্বাস (বিস্সযা) করুন। আমাকে আদেশ চক্র (আগ্গাচক্কং) এবং আপনারা ধর্মচক্র হোন। আদেশ করুন ভন্তে, আমি কী করব?" "সংগ্রহকারী ভিক্ষুগণের সমবেত হওয়ার স্থান প্রয়োজন, মহারাজ।" "কোথায় করব ভন্তে?" "বেভার পর্বতে সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে করাই যথোপযুক্ত মহারাজ"। "সাধু ভন্তে" বলে মহারাজ অজাতসত্তু বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত সদৃশ সুবিভক্ত, ভিত্তি, স্তম্ভ ও সোপানাদিসহ নানাবিধ মালাকর্ম, লতাকর্ম বিচিত্র অভিরূপে রাজভবন সদৃশ বিভূতিসম্পন্ন, দেববিমানের শ্রীসৌন্দর্যসম্পন্ন, একনিপাত তীর্থ সদৃশ দেবমানবের নয়ন বিহরাদির সমন্বয়ে (সম্পিণ্ড) লোক রমণীয়, সত্যিকার দর্শনীয় মণ্ডপ তৈরি করলেন।

বিবিধ কুসুমধাম ঝুলিয়ে রাখলেন চৌকাঠসমূহে। চারুবিতান সদৃশ ছাদকে খচিত করলেন বিচিত্র রত্নে। মণিমুক্তা দ্বারা থালা সদৃশ ভূমিভাগকে নানাবিধ পুষ্পে ভূমিকর্ম সম্পাদন করলেন। এভাবে ব্রহ্মাবিমান সদৃশ অলংকৃত করলেন পঞ্চশত ভিক্ষু ধারণযোগ্য মহামণ্ডপটিকে। সেই মহামণ্ডপে পঞ্চশত ভিক্ষুদর জন্যে অনন্য মূল্যের (অনগ্ঘানিক) পঞ্চশত কপ্পিয় (ব্যবহারযোগ্য) আস্তরণ বিছায়ে দিয়ে দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখে থেরোগণের আসন বসালেন। মণ্ডপের মধ্যভাগে ভগবান বুদ্ধের আসন ও ধর্মাসন বসায়ে তথায় (হস্তি) দন্ত খচিত বিজনী স্থাপনপূর্বক ভিক্ষুসংঘকে জানালেন, "ভন্তে, আমার কৃত্য সমাপ্ত হয়েছে।"

সে সময়ে কিছু ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দ সম্পর্কে এরূপই বলছিলেন, "এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে একজন ভিক্ষু পঁচা মৎস্যগন্ধ ছড়িয়ে বিচরণ করছেন"। থেরো ইহা শুনে, এই ভিক্ষুসংঘে পঁচা মাছের গন্ধ (বিস্সগন্ধং) ছড়াবে এমন অন্য কোনো ভিক্ষু নেই, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কেই এমন কদর্য উক্তি হচ্ছে। এই ভেবে তিনি সংবেগপ্রাপ্ত হলেন। কিছু ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "বন্ধু আপনি যদি সমাবেশে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে তো আপনি স্বকরণীয়ে এখনো শিক্ষার্থী পর্যায়ভুক্ত। এমতাবস্থায় সম্মেলনে যাওয়া অনুচিত। আপনি অপ্রমত্ত হোন"।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের ভাবনা হলো, যতক্ষণ আমি শিক্ষার্থী ততক্ষণ সম্মেলনে যাওয়া আমার পক্ষে শোভন নয়। তিনি অধিক রাত পর্যন্ত

কায়গতস্মৃতিতে আত্মনিয়োগ করে রাতের শেষ মুহূর্তে চংক্রমণ স্থান হতে অবতরণ করে বিহারে প্রবেশ করে 'শয়ন করব'—এই ভেবে দেহকে নত করলেন (আবজ্জেসি)। পাদদ্বয় ভূমিমুক্ত, মণ্ডক বালিশ (বিম্বোহন) স্পর্শ করেনি। ইতিমধ্যেই তাঁর চিত্তকে আসবসমূহ হতে বিমুক্ত করলেন। ইতিপূর্বে আয়ুষ্মান চংক্রমণে নিয়োজিত হয়ে বিশেষ ধ্যানে অক্ষম হয়ে চিন্তা করছিলেন, "ভগবান আমাকে কি বলেননি, আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য বীর্যপ্রধান হয়ে নিয়োজিত হলে শীঘ্রই আসবমুক্ত হতে পারবে, (দী. নি.)। বুদ্ধদের কথায় ত্রুটি নামক কিছুই নেই। আমার বীর্য প্রয়োগাধিক্যহেতু চিত্ত ঔদ্ধত্যে সংবর্তিত হয়েছে। আমি অবশ্যই এখন বীর্যসাম্যতা আনয়ন করব" এই ভেবে তিনি চংক্রমণ হতে অবতরণ করে পাদধোবন স্থানে দাঁড়ায়ে পা ধৌত করার পর বিহারে প্রবেশ করে মঞ্চে উপবেশনপূর্বক, অল্প বিশ্রাম করব (বিস্সামী)" মনে করে দেহকে মঞ্চের উপর নিয়ে গেলেন। পাদদ্বয় ভূমিমুক্ত, মণ্ডক বালিশ অপ্রাপ্ত তারই মধ্যে আসবসমূহ হতে চিত্তবিমুক্ত হয়ে চারি ইর্যাপথ বিরহিত অবস্থায় থেরো অর্হৎ হয়েছিলেন। তাই যদি বলা হয়, এই বুদ্ধশাসনে অশয়নে, অনুপবিষ্টে, দণ্ডায়মান হীনে, চংক্রমণে, কোনো ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন কি? তখন আনন্দ থেরোর কথাই আসবে।

অতঃপর থেরো ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় দিবসে ভোজন কৃত্য শেষ করে পাত্রচীবর যথাস্থানে রেখে (পটিসান্তেতি) সংগায়ন সভায় সমবেত হলেন। আনন্দ থেরো নিজের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির বিষয় জ্ঞাত করানোর ইচ্ছায় ভিক্ষুগণের সাথে যাননি। ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপিত আসনে জ্যেষ্ঠ ক্রমে স্ব স্ব আসনে বসতে গিয়ে আনন্দ থেরোর আসন খালি রেখেই বসলেন। সেখানে কোনো একজন এ আসনটি কার? জিজ্ঞাসা করলে, 'ইহা আনন্দ থেরোর আসন' বলা হলো। 'আনন্দ কোথায় গেছেন?' এমন প্রশ্ন সকলের উদয় হলে থেরো চিন্তা করলেন, "এখনই আমার গমনের উপযুক্ত সময়"। তৎমুহূর্তে নিজের ধ্যানজ শক্তি প্রদর্শনে ভূমিতে ডুব দিয়ে নিজ আসনে দর্শন দিলেন এবং শূন্যের উঠে গিয়ে আসনে বসলেন।

এভাবে আসন গ্রহণের পর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ থেরো ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধুগণ, ধর্ম বা বিনয়ের কোনটি প্রথমে সংগ্রহ করব?" ভিক্ষুরা বললেন, "ভন্তে মহাকাশ্যপ, বিনয় হচ্ছে বুদ্ধশাসনের আয়ু বিনয় টিকে থাকলে শাসনও স্থিত হয়। তাই আমরা প্রথমে বিনয়ই সংগ্রহ করি।" "কাকে দায়িত্ব (ধুরং) দেব?" "আয়ুষ্মান উপালীকে"। "আনন্দ কি সক্ষম নয়?" "তিনি অক্ষম নন"। অথচ সম্যকসম্বুদ্ধ ধরায় অবস্থানকালে বিনয় শিক্ষার (পরিয়ত্তিং) ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান উপালীকেই অগ্রে স্থাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমার বিনয়ধর শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে উপালীই অগ্রগণ্য (অ. নি.)। তাই উপালী

থেরোকে জিজ্ঞাসা করেই আমরা বিনয়-সংগ্রহ করলে ভালো হয়।" সেই হতে ভিক্ষুরা বিনয় জিজ্ঞাসার্থে নিজকে নিজে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। এ প্রসঙ্গে পালিতে এভাবেই উক্ত হয়েছে :

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাত করালেন :

"আবুসো (বন্ধু) সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয় তাহলে আমি উপালীকে বিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি"।

আয়ুষ্মান উপালী সংঘকে জানালেন, "ভন্তে সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয়, আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিনয়ের উত্তর প্রদান করতে পারি।"

এভাবে নিজ নিজ সম্মতি প্রদান করে আয়ুষ্মান উপালী আসন হতে উঠে চীবর একাংশ করে থেরো ভিক্ষুগণকে বন্দনাপূর্বক হস্তীদন্ত খচিত বিজনী গ্রহণপূর্বক ধর্মাসনে উপরেশন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান উপালীকে বিনয় জিজ্ঞাসা করলেন :

"আবুসো উপালী, প্রথম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপিত হয়?" "বৈশালীতে ভন্তে"। "কাকে ভিত্তি করে সূচনা হয়"। "কলন্দকপুত্র সুদিন্নকে ভিত্তি করে সূচনা হয়"। " কোন ঘটনায়?" "মৈথুন সেবনধর্মে"।

এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান উপালীকে প্রথম পারাজিকার ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন, নিদান (উৎপত্তি) জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রজ্ঞপ্তি জিজ্ঞাসা করলেন, অনুপ্রজ্ঞপ্তি জিজ্ঞসা করলেন, আপত্তি জিজ্ঞাসা করলেন, অনাপত্তি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথম পারাজিকার অনুরূপ দ্বিতীয় পারাজিকা, তৃতীয় পারাজিকা ও চতুর্থ পারাজিকা ঘটনাদি জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে উপালী থেরো উত্তর প্রদান করলেন। তাতে এই চারি পারাজিকাকে "পারাজিকা খণ্ড" নামে সংগ্রহে স্থাপন করা হল। তেরোটি সংঘাদিশেষকে "তেরসক" রূপে স্থাপন করা হলো। দুই শিক্ষাপদকে "অনিয়ত" রূপে স্থাপন করা হলো। ত্রিশটি শিক্ষাপদকে "নিস্সগগিয় পাচিত্তিয়" রূপে স্থাপন করা হলো। বিরানব্বই শিক্ষাপদকে "পাচিত্তিয়" রূপে স্থাপন করা হলো। চারিটি শিক্ষাপদকে "পটিদেশনীয়" রূপে স্থাপন করা হলো। পঁচাত্তুরটি শিক্ষাপদকে "সেখিয়া" রূপে স্থাপন করা হলো। সাতটি ধর্মকে "অধিকরণ শমথ" রূপে স্থাপন করা হলো।

এভাবে মহাবিভঙ্গ সংগ্রহ আরোপ করে ভিক্ষুণী বিভঙ্গে আটটি শিক্ষাপদ শিক্ষাপদ "পারাজিকা খণ্ড" নামে স্থাপন করা হলো। সতেরোটি শিক্ষাপদকে "সত্তরসক" রূপে স্থাপন করা হলো। ত্রিশটি শিক্ষাপদকে "নিস্সগগিয় পাচিত্তিয়" রূপে স্থাপন করা হলো। একশত ছেষট্টি শিক্ষাপদকে "পাচিত্তিয়"

রূপে স্থাপন করা হলো। অষ্ট শিক্ষাপদকে "পটিদেশনীয়" রূপে স্থাপন করা হলো। পঁচাত্তুরটি শিক্ষাপদকে "সেখিয়া" রূপে স্থাপন করা হলো। সাতটি ধর্মকে "সাত অধিকরণ শমথ" রূপে স্থাপন করা হলো।

এভাবে ভিক্ষুণীবিভঙ্গ আরোপ করে একই উপায়ে "খন্ধক, পরিবার" আরোপ করলেন। একই উপায়ে উভয় বিভঙ্গসহ খন্ধক, পরিবারকে বিনয়পিটক সংগ্রহ আহরণের সমস্তই মহাকাশ্যপ থেরো জিজ্ঞাসা করলেন, আর উপালী থেরো উত্তর প্রদান করলেন। প্রশ্নোত্তরের অবসানে পঞ্চশত অর্হৎ সংগ্রহে আরোপিত মতে গণ-আবৃত্তি অনুষ্ঠান করলেন। বিনয়-সংগ্রহের অবসানে উপালী থেরো দন্তখচিত বিজনী রেখে ধর্মাসন হতে নেমে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করে নিজের জন্যে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করলেন।

বিনয়-সংগ্রহ করে ধর্মসংগ্রহে ইচ্ছুক আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধর্মসংগ্রহ করতে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ববান (ধুরংকত্বা) করে ধর্মসংগ্রহ কর্তব্য?" ভিক্ষুগণ বললেন, "আনন্দ থেরোকে দায়িত্বশীল করে" অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

"বন্ধুসংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। সংঘ যদি সময় উপযুক্ত বিবেচনা করেন, আমি আনন্দকে ধর্ম জিজ্ঞাসা করতে পারি"।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সংঘকে জ্ঞাত করলেন, "ভন্তে সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। সংঘের যদি সময় উপযুক্ত বিবেচিত হয়, আমি মাননীয় (আয়ুষ্মান) মহাকাশ্যপ কর্তৃক ধর্ম বিষয়ে উত্তর প্রদান করতে পারি"।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আসন হতে উঠে চীবর একাংশ করে থেরো ভিক্ষুগণকে বন্দনা করে দন্তখচিত বিজনী গ্রহণ করে ধর্মাসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর মহাকাশ্যপ থেরো আনন্দকে ধর্ম জিজ্ঞাসা করলেন।

"বন্ধু (আবুসো) আনন্দ, 'ব্রহ্মজাল'টি কোথায় ভাষিত হয়েছিল?" "রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যবর্তী রাজাগারের অম্বলট্ঠিকায়।" "ভন্তে, কাকে ভিত্তি করে সূচনা হলো?" "সুপ্রিয় পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মদত্ত মানবককে ভিত্তি করে।" "কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে?" "নিন্দা-প্রশংসাকে ভিত্তি করে।"

এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে ব্রহ্মজালের নিদান (উৎপত্তি) জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, বর্ণিত সমগ্র বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন।

"বন্ধু আনন্দ, শ্রামণ্যফল কোথায় ভাষিত হয়েছিল?" রাজগৃহে জীবকের আম্রবনে ভন্তে।" "কার সাথে?" "বৈদেহীর পুত্র অজাতসত্তুর সাথে।" এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রামণ্যফলের নিদান জিজ্ঞাসা করলেন, পুগ্গল জিজ্ঞাসা করলেন।

এ উপায়ে পঞ্চনিকায়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। পঞ্চনিকায়ের নাম— দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, খুদ্দকনিকায়। তথায় খুদ্দকনিকায়ের নাম হচ্ছে চারি নিকায় বাদে অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ। তথায় বিনয় আয়ুষ্মান উপালী থেরো কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর, এবং চারি নিকায়সহ খুদ্দকনিকায়ভুক্ত অবশিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ থেরো কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর। তদ্ধেতু রসবশে (বিমুক্তিরস) সকল বুদ্ধবচন এক প্রকার (নির্বাণ), ধর্ম-বিনয়বশে দুই প্রকার, প্রথম-মধ্যম-অন্ত (আদিকল্যাণং ...) বশে তিন প্রকার, পিটকবশে তিন প্রকার, নিকায়বশে পাঁচ প্রকার, অঙ্গবশে নয় (নাবঞ্চ সত্থ সাসনং) প্রকার, ধর্মস্কন্ধবশে চুরাশি হাজার জ্ঞাতব্য।

রসবশে কিভাবে এক প্রকার? যেই ভগবান শ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি অভিজ্ঞান আয়ত্ত করে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন, এই দু'য়ের মধ্যবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছর দেব-মনুষ্য-নাগ-যক্ষাদিকে অনুশাসন (ধর্মোপদেশ দান) দ্বারা বা প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা যা ব্যক্ত করেন, তৎসমুদয় সকলই একরস বিমুক্তিরসবিশিষ্ট। এভাবেই রসবশে একরসবিশিষ্ট।

ধর্ম-বিনয়বশে কি প্রকারে দ্বিবিধ? ধর্মই হোক, বিনয়ই হোক, সকলই চেতনা-নির্ভর বিধায় ক্ষয়-ব্যয়ের দিকেই যায় (সঙ্খ্যং গচ্ছতি)। তাতে বিনয়পিটকের বিষয়সমূহ হচ্ছে বিনয়, আর অবশিষ্ট সকল বুদ্ধবচন হচ্ছে ধর্ম। তাই বলা হয়েছে, "চলুন (নুন) বন্ধু, আমরা যাহা ধর্ম-বিনয় তাহা সংগ্রহ করি"। আমি উপালীকে বিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি এবং আনন্দকে ধর্ম জিজ্ঞেস করতে পারি। এভাবে ধর্ম এবং বিনয়বশে দুই প্রকার।

কিভাবে প্রথম, মধ্য এবং অন্তবশে ত্রিবিধ? এখানে সকলই প্রথমেও বুদ্ধবচন, মধ্যেও বুদ্ধবচন, এবং অন্তেও বুদ্ধবচন, এই ভেদে ত্রিবিধ হয়ে থাকে। সেই মতে :

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝগাতি"। (ধ. প.)

বাংলায়

বহু জন্ম ঘুরেছি, পাইনি সন্ধান,
কে তুমি গৃহকারক, এ গৃহ করেছ নির্মাণ?
গৃহকারকের সন্ধান পাইনি কো তবু,

পুনঃ পুনঃ জন্মদুঃখ দিয়েছ যে বহু।
গৃহকারক তোমার দেখা, পেয়েছি এবার,
পুনঃ গৃহ রচিবারে, পারিবে না আর।
বর্গা সব হয়েছে ভঙ্গ, বিচ্ছিন্ন গৃহচূড়াচয়,
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পেয়েছে রে ক্ষয়। (ধম্মপদ)

ইহাই প্রথম বুদ্ধবচন। কেউ কেউ "যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা" খন্ধকের এই উদানগাথাকে প্রথম বুদ্ধবচন বলেন। ইহা কিন্তু প্রতিপদ দিবসে সর্বজ্ঞ ভাব প্রাপ্তিতে সৌমনস্যময় জ্ঞান দ্বারা প্রত্যয়াকারে প্রত্যবেক্ষণ জাত উৎপন্ন উদানগাথা বলে জ্ঞাতব্য।

পরিনির্বাণকালে যেই ভাষণ করেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি এখনো বলছি, 'সংস্কার ধর্মমাত্রই ক্ষয়শীল। অতএব অপ্রমত্তের সাথে তোমরা স্বকর্তব্য সম্পাদন কর (দী. নি.)।" ইহা অন্তিম বুদ্ধবচন।

এই উভয়ের মধ্যবর্তী কথিত সকল বুদ্ধবচনই হচ্ছে মধ্যম (মজ্ঝিম) বুদ্ধবচন। এভাবেই প্রথম, মধ্যম এবং অন্তিমবশে বুদ্ধবাণী ত্রিবিধ।

পিটকবশে বুদ্ধবচন কি প্রকারে ত্রিবিধ? সমগ্র বুদ্ধবচন এখানে বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধর্মপিটক এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে। তথায় প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত এবং অসংগৃহীত সকল (শিক্ষাপদ) একত্রিত করে উভয় পাতিমোক্ষ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী), দুই বিভঙ্গ, বাইশটি খন্ধক, ষোল পরিবারকে বিনয়পিটক বলে।

ব্রহ্মজালাদি ৩৪টি সুত্ত সংগৃহীত হয়েছে দীর্ঘনিকায়ে মূলপর্যায় সুত্তাদি দেড়শত ... সুত্ত সংগৃহীত হয়েছে মজ্ঝিমনিকায়ে, ওঘতরণ সুত্তাদি সপ্ত সুত্ত সহস্র, সাতশত বাষট্টি সুত্ত সংগৃহীত হয়েছে সংযুক্তনিকায়ে, চিত্তপর্যায় দান সুত্তাদি নব সুত্ত সহস্র, পঞ্চশত সাতান্ন সুত্ত সংগ্রহ সমন্বিত অঙ্গুত্তরনিকায়, খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়পিটক, ইত্যাদি পনেরোটির সমন্বয়ে খুদ্দকনিকায়কে নিয়ে সুত্তন্তপিটক।

ধর্মসংগ্রহ (সঙ্গহো), বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক (যুগ্ম), পট্ঠান (প্রধান) ইত্যাদিকে নিয়ে অভিধর্মপিটক। তাই উক্ত হয়েছে :

বিবিধ বিশেষণ হেতু বিনয় হয় কায়ে-বাক্যে,
বিজ্ঞজনে বিনয়ার্থ করে বিনীত বিনয়ে।

এখানে বিবিধ প্রকারে বিনয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : পাতিমোক্ষ উদ্দেসে পারাজিকাদি সপ্ত আপত্তি স্কন্ধ হচ্ছে মাতিকা (সংকেত সুত্র), বিভঙ্গাদি বিভাজন নিয়মে দলাহী কর্ম (দৃঢ়ীকরণ)-কে শিথিলকরণ, যোজনা, অনুপ্রজ্ঞাপ্তি নিয়মে

নিজের কায়-বাক্যাচার নিষেধ হতে কায়িক এবং বচনিক বিনীত হওয়া। তাই বিবিধ নিয়মে, বিশেষ নিয়মে কায় এবং বাক্যের বিনয় হতে 'বিনয়' নামে উক্ত। সেই হেতু, সেই হতে বাক্য কৌশল্যার্থে উক্ত হয়েছে :

"বিবিধ বিশেষণ হেতু বিনয় কায়ে বাক্যে,
বিজ্ঞজনে বিনয়ার্থ করে বিনীত-বিনয়ে।"
[বিবিধ বিসেসনযত্তা বিনযতো চেব কায বাচানং]
বিনযত্থ বিদূহি অযং বিনযো বিনযোতি অক্খাতো'তি।

অপরদিকে, অর্থের সূচনাতে, সুউক্তিতে, শ্রবণ, জিজ্ঞাসে
সুত্ত ও সুত্তের সভাগকেই সুত্ত নামে বলে।
[অত্থানং সূচনতো সুবুত্ততো সবনতো থ সূদনতো।
সুত্তাণা সুত্তসভাগতো চ সুত্তন্তি অক্খাতং।]

সেই হেতু আত্মা, পরার্থাদি ভেদে অর্থের যেই সূচনা, সুপ্রকাশ তা বৈনায়কদের ইচ্ছানুরূপই প্রকাশিত। চেতনা হতে স্রাবিত অর্থে ইহা এরূপই ফল প্রসব করে বলে উক্ত হয়েছে। গাভীর দুগ্ধ দোহন সদৃশ চেতনাকে দোহন করা অর্থে উক্ত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে তাকে রক্ষা করা অর্থে উক্ত হয়েছে। সুত্তের সভাগ যাহা কাষ্ঠ শিল্পীদের (তচ্ছকানং) সুতার ব্যবহার সদৃশ হয়ে থাকে বলে বিজ্ঞদের ধারণা। পুষ্পরাশি সংগ্রহের উদ্দেশ্য যেমন ছড়ানো-ছিটানো বা ধ্বংস করা নয়, ঠিক সুত্তের সংগ্রহ উদ্দেশ্যও তাই। তদ্ধেতু বাক্যার্থ কৌশল হিসেবে উক্ত হয়েছে :

"অর্থের সূচনাতে, সুউক্তিতে, শ্রবণে, জিজ্ঞাসে,
সুত্ত ও সুত্তের সভাগকেই সুত্ত নামে বলে।"

অপরদিকে, যং এত্থ বুড্ঢিমন্তো সলক্খণা পূজিতা পরিচ্ছিন্ন।
বুত্তধিকা চ ধম্মা অভিধম্মো তেন অক্খাতো।
এথায় যাহা বুদ্ধিমন্তের সলক্ষণে পরিচ্ছিন্ন পূজিত,
ব্যক্ত অধিক ধর্ম যাহা অভিধর্ম তাতেই খ্যাত।

'অভি' শব্দটা অন্যত্র এভাবেই 'বুদ্ধি লক্ষণে পূজিত পরিচ্ছিন্ন' দেখতে পাই, " বাল্হা মে আবুসো দুক্খা বেদনা, অভিক্কন্তিনো পটিককমন্তা (ম. নি./সং. নি.)"। অর্থাৎ হে বন্ধু, এই কঠিন (বাল্হা) দুঃখ বেদনারাশি আমাদের দ্বারা অতিক্রম করা (অভিক্কমন্তি), প্রতিহত করা (পটিক্কমন্তী) সম্ভব। "যা তা রত্তিযো অভিঞ্ঞাতা অভিলক্খিতা (ম. নি.) যা রাত্রি ভাগেই অভিজ্ঞাত এবং অভিলক্ষিত (বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট) হয়। যা রাজাদের মধ্যে মহারাজা (রাজাভিরাজা) এবং মুনিদের মধ্যে মহামুনির (মনুজিন্দো) যেভাবে পূজিত হয়। [রাজাভিরাজা মনুজিন্দো পূজিতে]। যা বিশ্লেষিত (পরিচ্ছিন্নে) হয় প্রতিবল দ্বারা

অভিধর্মে, অভিবিনয়ে বিশেষভাবে নত, অবনত করতে [পটিবলো বিনেতুং অভিধম্মে অভিবিনযে] (মহা,ব)।" পরস্পরের মধ্যে ধর্মে ও বিনয়ে সংস্কারমুক্তকরণ অর্থেই বলা হয়েছে, "অভিক্কন্তে ন বন্নে না (বি, ব)" অর্থাৎ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।

এখানে রূপের উৎপত্তির মার্গ মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিকেই স্ফুরিত করে ভাবতে হয় (ধ/স)। এই নিয়মেই বুদ্ধিমানদের ধর্ম ব্যক্ত হয়েছে। রূপালম্বন বা শব্দালম্বন ইত্যাদি নিয়মে আলম্বনসমূহ স্বলক্ষণেই লক্ষণীয়। সেখ ধর্ম, অসেখ ধর্ম, লোকোত্তর ধর্ম, ইত্যাদি নিয়মে এ সকল পূজিত (বিবেচিত), পূজার যোগ্য হয়ে থাকে, ইহাই অভিপ্রেত।

"স্পর্শ হয়, বেদনা হয়" ইত্যাদি নিয়মে স্বভাব পরিচ্ছিন্নতা অর্থেই পরিচ্ছিন্ন (বিশ্লেষিত)। মহদগত ধর্ম, অপ্রমাণ ধর্ম, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম, ইত্যাদি নিয়মে আধিক্য ধর্ম (শ্রেষ্ঠ) রূপে উক্ত হয়েছে। সেহেতু ইহা বাক্য কৌশল্যার্থেই বলা হয়েছে :

"যং এত্থ বুড্‌টি মন্তো সলক্‌খণা .... ।" এখানে যাহা বুদ্ধিমান দ্বারা স্বলক্ষণে পূজিত, পরিচ্ছিন্ন ব্যক্ত, তাই অধিক শ্রেষ্ঠ ধর্মার্থে অভিধর্ম নামে অভিহিত।

এখানে যেটি অবশিষ্ট কথা; তা হচ্ছে : "পিটকং পিটকত্থ বিদূ পরিয়ত্তি ভাজনত্থতো আহু তেন সমোধানেত্বা, তযোপি বিনয়াদযো ঞেয্যা।"

পিটক, বিজ্ঞদের দ্বারা পিটকার্থ এবং পরিয়ত্তি বিভাজন; সেই তিন বিনয়াদি (নিয়ম) জ্ঞাত হলে তদ্‌দ্বারা সব কিছুর সমাধান করা যায়।

পরিয়ত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে : "মা পিটক সম্পদানেন।" (অ/নি) অর্থাৎ অঙ্গুত্তরনিকায়ে কথিত 'পিটক সম্পাদনা দ্বারা নয়' পিটক অধিগত করাই হচ্ছে পরিয়ত্তি।

"অত্থ পুরিসো আগচ্ছেয্য কুদাল পিটকং আদায়" (ম, নি/ অ, নি) । হে পুরুষ, ঝুড়ি কোদল নিয়ে আসুন। অনুরূপ পিটক অর্থকথাকার বিজ্ঞগণ পিটককে পরিয়ত্তি বিভাজন অর্থে উল্লেখ করেছেন।

এখন সেভাবে সমাধান করে বিনয়াদি তিনটিকে জ্ঞাতব্য। সেভাবে দ্বিবিধার্থের পিটক শব্দ দ্বারা সমাসবদ্ধ করে বিনয় এবং সেই পিটক পরিয়ত্তির দিক থেকে তৎ তৎ অর্থের বিশ্লেষণ করা হয় বিনয়পিটককে। যথা উল্লিখিত বিধানে বিশেষিত হয় সুত্তন্তকে এবং সেই পিটকই সুত্তন্তপিটক। অভিধর্ম ও হচ্ছে সেই পিটকভুক্ত যা অভিধর্মপিটক। এরূপেই পিটকত্রয়কে জ্ঞাতব্য।

এভাবে জেনে ও পুনশ্চ সেই পিটকসমূহের মধ্যে প্রদর্শন করা হয়েছে নানা প্রকার কৌশল্যার্থ। যথা :

দেশনা শাসন কথা ভেদে, তাদের মাঝে যথা রহে,
শিক্ষার গভীরতা ত্যাগী ভাবকে তার দীপ্ত করে।
পরিয়ত্তিভেদ, সম্পত্তি, বিপত্তি হয় প্রিয় যাহে,
প্রাপ্তি হয় ভিক্ষু যথা সেই সবেরই পরিচ্ছন্নে (বিভাব)।

তাতে ইহাই পরিদীপন (ব্যাখ্যা) ও বিভাবন (বিশ্লেষণ) করা যাচ্ছে যে, এই তিনটি পিটক প্রায়শ আদেশ এবং বিচার সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে পরমার্থ উপদেশার্থে, যাহা যথা অপরাধ, যথানুকূল এবং যথা ধর্মানুশাসন ও সংযমতা, সংযত দৃষ্টি ও অনাচ্ছাদিত (বিনিবেঠ) নাম-রূপ পরিচ্ছেদ কথা নামে উক্ত।

এই হেতু বিনয়পিটককে ভগবানের একক আদেশ, প্রশাসনিক নির্দেশ-বহুলতা এবং উপদেশরূপেই গ্রহণ কর্তব্য। সুত্তপিটককে ভগবানের বিচার-সিদ্ধান্ত কুশলতা দ্বারা বিচার-সিদ্ধান্ত বহুলতারূপে দেশিত বিচার উপদেশরূপেই জ্ঞাতব্য। অভিধর্মপিটককে ভগবানের পরমার্থকুশলতা দ্বারা পরমার্থ-বহুলতা এবং পরমার্থ উপদেশ বলা হয়েছে।

তথায় প্রথমত, যে সকল ব্যক্তি প্রচুর অপরাধগ্রস্ত তাদেরকে অপরাধ অনুযায়ী এখানে শাসন করা হয়, এই অর্থে 'যথাপরাধ সাসনং' এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত অনেক আকাঙ্ক্ষাবহুল তথা অজ্ঝাসয় অনুশয় চারি অধিমুত্তিক তথা একান্ত আসক্ত যে সকল ব্যক্তি আছে, তাদেরকে এখানে যথানুলোম শিক্ষা দান ও অনুশাসন করা হয়, এই অর্থে 'যথানুলোম সাসনং' বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, 'আমি আমার' এরূপ সংজ্ঞা আরোপকারী যে সকল ব্যক্তি আছে, তাদেরকে এখানে যথাধর্ম শিক্ষা অনুশাসন করা হয়, এই অর্থে 'যথাধম্ম সাসনান্তি' বলা হয়েছে।

তথায় প্রথমত, আকাঙ্ক্ষার প্রতিপক্ষভুক্ত সংবর-অসংবর জাতীয় কথা যেখানে কথিত হয়েছে, তা হচ্ছে 'সংবরকথা'। দ্বিতীয়ত, বাষট্টি প্রকার মিথ্যা দৃষ্টির প্রতিপক্ষভুক্ত দৃষ্টি-আবরণ মুক্তি জাতীয় কথা যেখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে 'দিট্ঠিবিনিবেঠন কথা'। তৃতীয়ত, রাগাসক্তি জাতীয় বিষয়সমূহের প্রতিপক্ষ ভুক্ত নাম-রূপ পরিচ্ছেদ জাতীয় বিষসমূহ যেখানে বলা হয়েছে তা 'নাম-রূপ পরিচ্ছেদ কথা' নামে উক্ত হয়েছে।

তিনটি চেতনার মধ্যে তিনটি শিক্ষাপদ পরিত্যাগযোগ্য, এবং চারটি শিক্ষাপদ গম্ভীর ভাবযুক্ত রূপে জানা কর্তব্য। তাই বিনয়পিটককে বিশেষায়িত করা হয়েছে উচ্চতর অধিশীল শিক্ষাপদ দ্বারা, সুত্তপিটককে উচ্চতর 'অধিচিত্ত-শিক্ষাপদ' দ্বারা এবং অভিধর্মপিটককে উচ্চতর 'অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষাপদ' দ্বারা।

বিনয়পিটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শীলের প্রতিপক্ষকারী পাপ ক্লেশের প্রহাণকে। সুত্তপিটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সমাধির পর্যুত্থানের (উত্থানের) প্রতিপক্ষকারী

বিষয়সমূহের প্রহাণকে। অভিধর্মপিটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রজ্ঞার প্রতিপক্ষকারী অনুশয়ের প্রহাণকে।

প্রথমে ক্লেশসমূহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিহার বুঝায়, অতঃপর বিক্‌খম্ভণ দ্বারা পঞ্চনীবরণাদির সমূলে উচ্ছেদ সাধনমূলক প্রহাণ বুঝায়। প্রথমে দুঃশ্চারিতাদি ক্লেশের পরিহার বুঝায়। অতঃপর তৃষ্ণা-দৃষ্টি-সংক্লেশাদির উচ্ছেদমূলক পরিহার বুঝায়।

এখানে এক একটি চারি ভাগে বিভক্ত। ইহা ধর্মদেশনার প্রতিবেধ তথা অনুধাবন গাম্ভীর্যার্থে জ্ঞাতব্য। তথায় ধর্ম হচ্ছে পালি, তথায় অর্থও হচ্ছে সেই অর্থে। তথায় দেশনা হচ্ছে মানসিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পালিতেই দেশনা। প্রতিবেধ হচ্ছে পালিতে পালি অর্থের যথাযথভাবে অনুধাবন। ইহাতে ধর্মদেশনা প্রতিবেধ তিনটি চেতনার মধ্যে বিদ্যমান, যেমন মহাসমুদ্রকে শশকাদির ন্যায় অল্পবুদ্ধি দ্বারা ধারণা করতে গিয়ে দুঃখের ভাগী হতে হয়। ইহা এমন গম্ভীর যে যাতে অলভ্য বিষয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ সদৃশ। এ কারণেই এখানে এক একটির মধ্যে চারি প্রকারে গম্ভীর্যতায় জ্ঞাতব্য।

অপর একটি নিয়ম, ধর্মতা হেতু হয়ে থাকে। তা এভাবেই উক্ত হয়েছে : "হেতু হতে যেই জ্ঞান, তাহাই প্রতিসম্ভিদা"। অর্থ "প্রখোতি' বলতে হেতুফল। এই হেতুফল সম্পর্কে উক্ত হয়েছে : "হেতুফল সম্পর্কে জ্ঞানই হচ্ছে 'অর্থ প্রতিসম্ভিদা"। 'দেসনা'তি বলতে প্রজ্ঞাপ্তি; যাহা বিধি নিয়মে ধর্মালাপই (অভিলাপ) এখানে অভিপ্রেত। 'প্রতিভেদ' হচ্ছে পরিপূর্ণ উপলব্ধি (অভিসময়তো) যাহা লোকীয় এবং লোকোত্তর বিষয়ে অসম্মোহহেতু অর্থানুরূপ, এবং ধর্মসমূহে ধর্মানুরূপ, অর্থসমূহে প্রজ্ঞপ্তির পথানুরূপ, এবং প্রজ্ঞপ্তিসমূহের পরিপূর্ণ উপলব্ধি জন্মায়।

ইদানিং এ সকল পিটকের মধ্যে যেই যেই ধর্ম এবং অর্থের জন্ম নিচ্ছে সে সমুদয় যথাযথ নিয়মে জানা কর্তব্য। যেমন, অর্থশ্রবণকারীরা জ্ঞান অভিমুখী হয় এবং সেই সেই বিষয়ে দেশনায় এমনভাবে অর্থ প্রকাশে সক্ষম হয়ে থাকেন, যেই অর্থ অবিপরীত অবধারণ (যথার্থ ধারণা) সম্মত হয়ে থাকে। ইহারা সর্বতোভাবে এমনই প্রতিভাত (প্রতিবেদ) হয়ে থাকে যে তাদের আহরিত (অনুপচিত) সমুদয় কুশল সম্ভাবের সম্মুখে দুষ্প্রাজ্ঞরা শশকসদৃশ প্রতীয়মান হয়। যেন মহাসমুদ্রে অতিকষ্টে অবগাহন করা হলো, ইহা এমনই গম্ভীর এক অলভ্য প্রতিষ্ঠা লাভ। ইহাদের এক একটিকে এভাবেই চারিপ্রকার গম্ভীরার্থে জ্ঞাতব্য। তাই এভাবে উক্ত হয়েছে :

দেশনা, শাসন কথা আর ভেদে আহরিত, শিক্ষাপদ ত্যাগে গম্ভীর ভাব তাতে প্রকাশিত। এই গাথায় ইহাই উক্ত হয়েছে :

পরিয়ত্তি ভেদ সম্পত্তি বিপত্তি আর প্রিয় যেথা,
সে সকলকে প্রকাশ করতে ভিক্ষুত্ব প্রাপ্তি যথা।

এখানে তিনটি পিটকে ত্রিবিধ পরিয়ত্তি বিভাগ দ্রষ্ঠব্য। সেই তিনটি পরিয়ত্তি কি? অলগদ্দ (সর্প) উপমা, নিস্‌সরণ (পরিত্যাগ) আর ভণ্ডগারিক (ধর্মধারক) পরিয়ত্তি।

তথায় যাহা অসাবধানে গৃহীত বলে বুঝতে পেরে (পরিযায়) আত্মরক্ষার জন্যে উপক্রমাদি গ্রহণ, তাহাই অলগদ্দ-উপমা। সে কারণেই উক্ত হয়েছে : "যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি সর্পপ্রার্থী, সর্পগবেষী এবং সর্পসন্ধানী হয়ে বিচরণরত হয়ে এক মহাসর্প দেখতে পায়। তাকে সে পেটে বা লেজে ধারণ করে। ফলে এই সর্প পরিবর্তিত হয়ে তাকে হাতে, বাহুতে বা অন্যতর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দংশন করে। সে সেহেতু মৃত্যুবরণ করে, অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পায়। তার হেতু কি? হে ভিক্ষুগণ, এই সর্প অস্থানে গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, এখানে মূর্খ ব্যক্তিরা ধর্মশিক্ষা করতে গিয়ে (পরিয়াপুণাতি) সুত্ত, (বিনয়, অভিধর্ম)... বেদল্যাদি শিক্ষা করে। সে সেই সেই ধর্ম শিক্ষা করে প্রজ্ঞার দ্বারা তার অর্থ উপ-পরীক্ষাদি করে না (তং ধম্মং পরিয়াপুণিত্বা তেসং ধম্মানং পঞ্ঞায় অত্থং ন উপপরিক্‌খন্তি) সেই সেই ধর্ম তাহাদের প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ অনুপরীক্ষা না করেই, তা বুঝেছে বলে আত্মতুষ্টি লাভ করে (নিজ্ঝানং খমন্তি)। তারা গল্প-গুজবের মতো (ইতিবাদ) ধর্মশিক্ষা আরম্ভের উপকারিতা এবং মোক্ষের উপকারিতা দর্শন করে। যেই অর্থে ধর্মকে শিক্ষা করে সেই অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হয় না (নানুভোন্তি)। সে হেতু তাদের দ্বারা ধর্ম অস্থানে গৃহীত হয়ে দীর্ঘকাল অহিত এবং দুঃখের দিকে সংবর্তিত হয়ে থাকে। তা কিসের হেতু? হে ভিক্ষুগণ, ধর্মকে অস্থানে অযথার্থভাবে গ্রহণের কারণে। (মধ্যমনিকায়)।

শীলসমূহ পরিপূরণের অকাঙ্ক্ষায়, শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায়, কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে নয়, ইহা দুঃখমুক্তির জন্যেই; এমন হলেই তা সুগৃহীত হয়। আর সে কারণেই বলা হয়েছে, তাদের সে সকল ধর্ম সুগৃহীত হয়েছে, যা দীর্ঘ রাত্রি (কাল) হিত-সুখে সংবর্তিত হয়। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মসমূহ সুগৃহীত হওয়ার কারণে।" (মধ্যম-নিকায়)

যাহাতে শীলাদি স্কন্ধসমূহ পরিজ্ঞাত, ক্লেশাদি প্রহীনকারী, মার্গসমূহ ভাবিত, অকম্পিত গভীরে প্রবিষ্ট, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, খীণাসব, যারা কেবলমাত্র প্রথাগত নিয়ম রক্ষার্থে (পবেনীপলত্থায়) বংশানুক্রমিকতা রক্ষার্থে শিক্ষাদি করে থাকেন। ইহাকেই ভাণ্ডাগারিক দায়িত্ব বলে।

বিনয়ে সুপ্রতিপন্ন ভিক্ষু শীল-সম্পত্তি অর্জনের জন্যে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করে

থাকেন। তথায় ইহাই প্রভেদবাক্য, সুত্তে সুপ্রতিপন্ন হয় সমাধি সম্পদ ছয় অভিজ্ঞা অর্জনার্থে। তথায় ইহাই প্রভেদবাক্য অভিধর্মে সুপ্রতিপন্ন হলে প্রজ্ঞাসম্পদকে আশ্রয় করে চারি প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়। ইহাই এখানে প্রভেদবাক্য। এভাবে সেই সেই বিষয়সমূহে সুপ্রতিপন্নাদি দ্বারা অনুক্রমে ত্রিবিদ্যা ষড়ভিজ্ঞা চারি প্রতিসম্ভিদাদি ভেদে বিদ্যাসম্পত্তিসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিনয়ে দুষ্প্রতিপন্ন হলে পোষাক, আস্তরণাদির সুখ-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে উহাদের সুখানুভূতি দ্বারা বিপরীত (উপাদিন্ন) ধারণায় গ্রহণ করে নির্দোষ অবর্জনীয় রূপে গ্রহণকারী হয়। এ সম্পর্কে এভাবেই উক্ত হয়েছে :

"ভগবানের দেশিত ধর্মকে আমি এভাবেই জানি যে, যাহা আমার জন্যে অন্তরায়জনক ধর্ম বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে, তার প্রতিসেবন আসলে অন্তরায়জনক নয়।" এমন ধারণা হতেই দুঃশীলতা প্রাপ্ত হয়। (পাচিত্তিয়, ম. নি.)

সুত্তে দুষ্প্রতিপন্ন হলে অঙ্গুত্তরনিকায়ে ভগবান কর্তৃক সে বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চারি প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান আছে... " ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে সুত্তসমূহ অস্থানে বিপরীতভাবেই (দুগ্গহিতং) গৃহীত হয়ে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে, "নিজের দ্বারা বিপরীতভাবে গৃহীত হওয়ার কারণে নিন্দাজনক বাক্য দ্বারা বহু পাপ প্রসব করে নিজেকেই নিজে ক্ষত-বিক্ষত করে। (পাচি./অ. নি.) আর তাতে বহু প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির জন্ম হয়।

অভিধর্মে দুষ্প্রতিপন্ন হলে ধর্ম-চিত্ত অতিধাবিত হয়ে যা চিন্তার অযোগ্য তার চিন্তায় নিমগ্ন হয়। ফলে চিত্ত বিক্ষিপ্তভাব প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই উক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি অচিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করা উচিত নয়। যে চিন্তা করে, সেই উন্মাদকে বহু দুঃখের ভাগী হতে হয়।" (অ. নি.)

এভাবে এ সকল বিষয় অযথার্থভাবে গ্রহণের কারণে অনুক্রমে দুঃশীলতা, মিথ্যাদৃষ্টিতা আর চিত্তবিক্ষেপতাদি বিপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই বলা হয় :

"পরিয়ত্তি ভেদে সম্পত্তি, বিপত্তি যাহা যাহা আছে,
তৎসমূহে জ্ঞাত ভিক্ষুর বিভব প্রাপ্তি অনায়াসে।"

এই গাথায় এরূপই উক্ত হয়েছে : পিটকসমূহ নানাভাবে জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধবচনকে তদনুযায়ী ত্রিবিধভাবে বিনয়, সুত্ত, অভিধর্ম জানা কর্তব্য। নিকায়বশে পঞ্চবিধ কি? দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, খুদ্দকনিকায়, এভাবেই চিহিত করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

তথায় দীর্ঘনিকায় কয় ভাগে বিভক্ত? ইহা তিনটি বর্গে ব্রহ্মজালাদি চৌত্রিশটি সুত্ত দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে। তাই উক্ত হয়েছে :

চতুত্তিংসেব সুত্তন্তা তিবগ্‌গোযস্‌স সঙ্গহো,
এস দীঘনিকাযোতি পঠমো অনুলোমিকো।

অনুবাদ : চতুত্রিংশ সুত্ত এতে, তিন বর্গেতে সংগৃহীত,
প্রথমেতে দীর্ঘনিকায়, তদানুক্রমে ধারিত।

কিভাবে দীর্ঘনিকায় নামে খ্যাত হলো? দীর্ঘ সুত্তসমূহ স্থান পেয়েছে যেই খণ্ডে তা-ই দীর্ঘনিকায় বলে খ্যাত হয়। "ভিক্ষুগণ, আমি ঈদৃশ একটি নিকায় ও দেখছি না যাহা চিত্ত সদৃশ" (সং. নি.)। "যেমন ভিক্ষুগণ, পশু-পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীগণের চিত্ত অতি তরল-পিচ্ছিল, সংযমতা বলতে কিছুই নেই।" এরূপ অর্থেই বুদ্ধশাসনে এই ব্যবহারিক জগৎকে প্রকাশ করে থাকে। অবশিষ্ট নিকায়ের অর্থও এভাবেই জ্ঞাতব্য। মধ্যমনিকায় কত প্রকার? ইহাতে মূলপর্যায়াদি-ভুক্ত দেড়শোটি সুত্ত, পনেরোটি মধ্যম প্রমাণের বর্গে সংগ্রহীত আছে। তাই উক্ত হয়েছে :

দিযড্‌ঢসতং সুত্তন্তা দ্বে চ সুত্তানিযত্থ সো,
নিকাযো মজ্ঝিমো পঞ্চ-দস পরিগ্গহো।

সংযুক্তনিকায় কত প্রকার? দেবতা-সংযুক্তাদিবশে স্থিত, ওঘতারণাদি সাত হাজার সুত্ত এবং সাতশত বাষট্টিটি সুত্তন্ত পর্বে সংগ্রহ দ্বারা সংযুক্তনিকায় সৃষ্ট। তাই উক্ত হয়েছে :

সত্ত সুত্তসহস্‌সানি, সত্ত সুত্তসহস্‌সানি চ,
দ্বাসট্‌ঠি চেব সুত্তন্তা এসো সংযুত্ত সঙ্গহো।

অঙ্গুত্তরনিকায় কত প্রকার? ইহা এক একটি অঙ্গবশে স্থিত চিত্তপর্যায় দানাদি নয় সহস্র সূত্র পাঁচশো সাতান্ন পর্বে বিভক্ত। তাই উক্ত হয়েছে :

নব সুত্ত সহস্‌সানি পঞ্চ সুত্তসতানি চ,
সত্ত পঞ্‌ঞাস সুত্তানি সঙ্খ্যা অঙ্গুত্তরে অয়ং।

খুদ্দকনিকায় কত প্রকার? পূর্বে নির্দেশিত বিনয়পিটক এবং অভিধর্মপিটকসহ চারি নিকায়ের অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ পনেরোটি ভাগে খুদ্দক পাঠাটিবশে খুদ্দকনিকায়ে সংগৃহীত হয়েছে। তাই উক্ত হয়েছে :

ঠাপেত্বা চতুরোপেতে নিকায়ে দীর্ঘ আদিকে,
তদঞ্‌ঞং বুদ্ধবচনং নিকায়ে খুদ্দকো মতোতি।
এভাবে নিকায়বশে পঞ্চবিধ।

অঙ্গবশে নয়বিধ কিভাবে? ১। সুত্ত, ২। গেয়্য, ৩। ব্যাকরণ, ৪। গাথা, ৫। উদান, ৬। ইতিবুত্তক, ৭। জাতক, ৮। অদ্ভুতধর্ম এবং ৯। বেদল্য।

এভাবে অঙ্গবশে নয় প্রকারে বিভক্ত, হয়েছে। তথায় উভতো বিভঙ্গ, নির্দেশ, খন্ধক, পরিবার, সুত্তনিপাতে মঙ্গল সুত্ত, রতন সুত্ত, নালক সুত্ত, এবং তুবট্ট সুত্তসমূহ ও অন্যান্য বুদ্ধবচন সুত্ত নামে জ্ঞাতব্য।

সগাথা নামক সুত্তসমূহ গেয়্য নামে জ্ঞাতব্য। বিশেষ করে সংযুক্তনিকায়ের সকল সুত্তই গেয়্য-অঙ্গের অর্ন্তভুক্ত। অভিধর্মপিটকের সকল নিঘণ্ট (নিগ্গাথকং) সমূহ সুত্ত অঙ্গভুক্ত। এভাবে অপরাপর যেগুলো উক্ত আটটি অঙ্গের সংগৃহীত হয়নি সেই সমুদয় বুদ্ধবচনকে ব্যাকরণ নামে জ্ঞাতব্য।

ধর্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথাসহ সুত্তনিপাতের নো সুত্ত নামক সুদ্ধিগাথাসমূহ 'গাথা-অঙ্গ' নামে জ্ঞাতব্য। প্রীতিযুক্ত জ্ঞানমূলক বিরাশীটি সুত্তন্তকে উদান নামে জ্ঞাতব্য।

'বুত্তঞ্চেতং ভগবতা' এই বলে প্রবর্তিত একশত দশটি (দসুত্তর সত) সুত্তন্তকে ইতিবুত্থক নামে জ্ঞাতব্য। 'অপন্নক' জ্ঞাতকাদি পাঁচশত পঞ্চাশটি জাতককে 'জাতকাঙ্গ' নামে জ্ঞাতব্য।

"চত্তারো মে ভিক্খবে অচ্ছরিয়া অব্ভূতা ধম্মা আনন্দেতি" (দী. নি.) এই নিয়মে প্রবর্তিত সুত্তন্তসমূহের সবই আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম-সংযুক্ত বিষয় বিধায় তৎসমূদয়কে অদ্ভূত ধর্ম নামে জ্ঞাতব্য। চূলবেদল্য, মহাবেদল্য, সম্যক দৃষ্টি সুত্ত, সক্কপ্রশ্ন, সংস্কার ভাজনীয় সুত্ত, এবং মহাপুন্নাম সুত্তাদি সকলই যা অনুভূতির জন্যে, সন্তুষ্টির জন্যে স্থানে স্থানে জিজ্ঞাসার ছলে উপস্থাপিত সুত্তন্ত, তাহাই 'বেদল্য' অঙ্গ নামে জ্ঞাতব্য। এভাবে অঙ্গবশে নববিধকে 'নবাঙ্গ সত্থুসাসন' বলা হয়।

ধর্মাস্কন্ধবশে কিভাবে চুরাশি হাজার হয়ে থাকে? এ পর্যায়ে উক্ত হয়েছে :

দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণহিং দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো,
চতুরাসীতি সহাস্সানি যে মে ধম্মা পবত্তিনো"তি। (থেরগাথা)

অর্থাৎ আমার যেই ধর্ম চুরাশি হাজাররূপে প্রবর্তিত, তা বিরাশিজন বুদ্ধ এবং দুই হাজার ভিক্ষুগণ থেকেই গৃহীত।

এভাবে নির্ধারিত ধর্মস্কন্ধবশে ৮৪ হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। তথায় এক সন্ধিবদ্ধ সুত্ত এক ধর্মস্কন্ধ রূপে গণ্য হয়। যাহা অনেক সন্ধিবদ্ধ তথায় সেই সন্ধির সংখ্যা অনুযায়ী ধর্মস্কন্ধের গণনা হয়। গাথাবদ্ধ পদসমূহের মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় এক ধর্মস্কন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর দানে এক ধর্মস্কন্ধ হয়ে থাকে। অভিধর্মে একবার দুই তিন ভাজনে একবার চিত্তভাজন হয়, ইহাই এক ধর্মস্কন্ধ। বিনয়ে বত্থু আছে, মাতিকা আছে, পরিচ্ছেদ আছে, পদভাজন আছে, অন্তরাপত্তি আছে, আপত্তি আছে, অনাপত্তি আছে, তথায় এক একটি অংশ এক একটি ধর্মস্কন্ধরূপে জ্ঞাতব্য। এভাবে ধর্মস্কন্ধবশে ৮৪ হাজার হয়ে থাকে।

এভাবে ইহা রস ভেদে এক প্রকার, ধর্ম-বিনয় ভেদে দুই প্রকারে মহাকাশ্যপ প্রমুখদের দ্বারা প্রথম থেকে তৃতীয় সঙ্গায়নে সংগ্রহকালে ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা প্রথম বুদ্ধবচন, ইহা মধ্যম বুদ্ধবচন, ইহা অন্তিম (পচ্ছিম) বুদ্ধবচন, ইহা বিনয়পিটক, ইহা সুত্তপিটক, ইহা অভিধর্মপিটক, ইহা দীর্ঘনিকায়, ইহা খুদ্দকনিকায়, ইহা নবাঙ্গ সুত্তাদি, ইহা চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ, কেবল এভাবে ভাজন-বিভজনই নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদান সংগ্রহ, বর্গসংগ্রহ, পর্যায় (পেয্যাল) সংগ্রহ, একনিপতি, দ্বিতীয় নিপাতাদি দ্বারা নিপাত সংগ্রহ, সংযুক্ত সংগ্রহ, পন্নস সংগ্রহাদি বহুবিধ প্রকারে তিনটি পিটকের মধ্যে সাদৃশ্যমান শ্রেণীবিন্যাস দ্বারা সাত মাসব্যাপী সঙ্গীতি অনুষ্ঠান করেন।

"এই মহাকাশ্যপ থেরো দ্বারা দশবল বুদ্ধের শাসন পাঁচ হাজার বছর কাল প্রবর্তনে সক্ষমতা অর্জন করলো"—এই বলে সাধুবাদ দিতেই যেন মহাপৃথিবী জলসদৃশ তারল্যতা ধারণ করে সঙ্গীতির অবসানে অনেক প্রকারে কম্পিত, সংকম্পিত, সংবেদিত হয়ে বহু আশ্চর্য, অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ করলো। ইহারই নাম প্রথম সঙ্গীতি, যা লোকে প্রকাশিত হয়েছে :

শত মাঝে পঞ্চশতে কৃত পঞ্চশতক নামে,
থেরোগণের সমাবেশে ব্যক্ত থেরো সমাগমে।

এভাবে প্রথম মহাসঙ্গীতি শুরু করতে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ দ্বারা প্রথমে বিনয়-বিষয়ে জিজ্ঞাসায় বললেন, বন্ধু উপালি? পারাজিকা কিভাবে প্রজ্ঞাপিত হয়? এভাবে জিজ্ঞাসাও প্রত্যুত্তরের অবসানে, ইহার উৎপত্তি কথা (বত্থু) বিষয়ে জিজ্ঞাসা, নিদান বিষয়ে জিজ্ঞাসা, ব্যক্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো। এভাবে নিদান বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে নিদান বিষয়ে বিস্তারিত বলে, যেভাবে প্রজ্ঞাপিত তাহাও বিস্তারিতভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে আয়ুষ্মান উপালি থেরো কর্তৃক এভাবেই তা উল্লিখিত হলো :

"সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বেরঞ্জায় অবস্থান করছিলেন... " এভাবে সবকিছু বলা প্রয়োজন হলো। একইভাবে জানতে হবে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আয়ুষ্মান উপালি থেরো কর্তৃক সে সকল কথিত হয়েছে। এ যাবত, এই বাক্য কেন বলা হলো? কখন বলা হলো? এভাবে প্রশ্ন দ্বারা বাক্যাংশগুলোর অর্থই মাত্র প্রকাশিত হলো।

'কখন বলা হলো? এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ থেরো কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে আয়ুষ্মান উপালি থেরো কর্তৃক প্রথম মহাসঙ্গীতি কালে নিদানাদি হতে শুরু করে সমস্তই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছিল। এই হেতু এই কারণেই ব্যক্ত বলে জানা কর্তব্য।

'এত্তাবতা চ বুত্তং যেন যদাযস্সাতি'—ইহা দ্বারা মাতিকা তথা স্মারক

বাক্যাংশের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে এভাবেই তা ধারণ করা হয়েছে, যখন যা যেভাবে (ভগবান কর্তৃক) প্রকাশিত যেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত, যেই চেতনায় ব্যক্ত, সেই বিধিমতেই এগুলোর অর্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা কর্তব্য। তাই এভাবে বলা হলো :

"সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বেরঞ্জায় অবস্থান করছিলেন"। এ জাতীয় বচন প্রতিমণ্ডিত নিদান বিনয়পিটকে কার দ্বারা ধারণকৃত, কার দ্বারা প্রকাশিত এবং কখন প্রতিষ্ঠিত? এরূপ প্রশ্নাদি হতেই বলা হয়েছে, ইহা ভগবানের সম্মুখে আয়ুষ্মান উপালি থেরো কর্তৃক ধারিত। তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে মহাকাশ্যপ প্রমুখ অনেক সহস্র ষড়ভিজ্ঞাপ্রাপ্ত ধর্মসংগ্রাহক ভিক্ষুগণের সাথে স্বয়ং তথাগতের সম্মুখেই তা ধারিত হয়েছে। কিভাবে তা বিদ্যমান থাকলো? জম্বুদ্বীপে তা উপালি থেরাদি হতে আচার্যপরম্পরা যাবত তৃতীয় সঙ্গীতি হয়নি তাবত ধারণ করা হয়েছে। সেই আচার্য পরম্পরাটি এভাবেই উক্ত হয়েছে : "জম্বুদ্বীপে তাব উপালি থেরমাদিং কত্বা আচরিয় পরম্পরায় যাব সঙ্গীতি তাব আভতং"—

উপালি দাসক আর সোণক, সিগাব, গুণার্ণবে,
তিস্সমোগ্গলি পুত্র এই পঞ্চের বিজিত গুণীজনে;
পরম্পরায় বিনয় রক্ষা হলো জম্বুদ্বীপে,
অচ্ছেদ্য ভাবিত মনে সংগ্রহ, তৃতীয় সঙ্গীতে।

বিনয়বংশ, বিনয়তন্ত্রী, বিনয়পবেনী—এই আয়ুষ্মান উপালি ভগবান সম্মুখে শিক্ষা করে বহু ভিক্ষুর হৃদয়ে তা প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। সেই আয়ুষ্মানের নিকটে বিনয়বংশ শিক্ষাপূর্বক বিনয়ে দক্ষতাপ্রাপ্তগণের মধ্যে পৃথগ্জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এ সকল অসংখ্য জনের বাইরেও সহস্র প্রমাণ ক্ষীণাসব ও ছিলেন। তারা উপালি থেরোর সম্মুখে শিক্ষা করে তদানুরূপ বিনয় ভাষণ করেছিলেন। তথাপি আয়ুষ্মানের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিনয়ে দক্ষতাসম্পন্ন অসংখ্য পৃথগ্জনের বাইরেও ক্ষীণাসব অর্হৎ ছিলেন সহস্রজন। দসেক থেরো সহবিহারী থেকে উপালী থেরোর সম্মুখে বিনয় শিক্ষা করে আবৃত্তি করেছিলে। আবার সেই দাসক থেরোর নিকট বিনয় শিক্ষা করে দক্ষতা লাভ করেছেন পৃথগ্জন থেকে সহস্র অর্হৎগণ। তন্মধ্যে সোণক থেরো, দাসক থেরোর সহবিহারী ছিলেন। তিনি নিজের উপাধ্যায় দাসক থেরোর সম্মুখে শিক্ষা করে তদনুরূপ বিনয় বিষয়ে ভাষণ করেছিলেন। তার পরেও আয়ুষ্মানের (উপালি) নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করে বিনয়ে বিশারদত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এভাবে বিনয়ে দক্ষতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন গণনাতীত পৃথগ্জন। পৃথগ্জনের মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্ত ছিলেন গণগাতীত, আর ক্ষীণাসবের মধ্যে ছিলেন সহস্র। সিগ্নব থেরো

ছিলেন সোণক থেরোর সহবিহারী। তিনি নিজের উপাধ্যায় সোণক থেরোর নিকটে বিনয় শিক্ষা করে সহস্র অর্হতেরা আচারসম্পন্ন (ধুরগ্গাহো) ছিলেন। তিনি তার (উপাধ্যায়) আয়ুষ্মানের (সোণক) নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করে বিনয়ে বিশারদত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। এভাবে পৃথগ্‌জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং ক্ষীণাসবগণ এত শত, এত হাজার ছিলেন, এভাবে বলার উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে শিক্ষার পরম্পরা বিদ্যমান ছিল। তখন জম্বুদ্বীপে (ভারতে) নাকি অতি উচ্চপর্যায়ের ভিক্ষুসংঘ বিদ্যমান ছিল। আর মোগ্গলিপুত্র থেরোর মতো ভিক্ষুর প্রতিপত্তিতে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এভাবে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) বিনয়পিটক আচার্যপরম্পরা যাবত তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়নি তাবত বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত ছিল, ইহাই জ্ঞাতব্য।

[প্রথম মহাসঙ্গীতি কথা সমাপ্ত]

দ্বিতীয় সঙ্গীতি কথা

দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে এই আনুক্রমিকতা জানা কর্তব্য; যথা :

সদ্ধর্ম সংগৃহীত হয়, যোজিত সর্ব প্রকারে,
পঞ্চশত সংগ্রহকারীর, আজীবন স্থিত কালে।
কাশ্যপাদি ক্ষীণাসব সেই জ্যোতিমানগণ,
অনালয়ে নির্বাপিত, দীপশিখা যেমন।

অতঃপর অনুক্রমে ভগবানের পরিনির্বাণের শত বৎসর দিবা-রাত্রি গতে বৈশালীর বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে এই মতবাদ প্রচার শুরু করলেন যে, "১। শিং-এ লবণ রাখা বিধেয়, ২। পশ্চিমে দুই আঙ্গুল প্রমাণ সূর্য অতিক্রমে আহার বিধেয়, ৩। গ্রামান্তরে না বলে গমন বিধেয়, ৪। আবাস বিধেয়, ৫। অনুমতি বিধেয়, ৬। আচিন্ন বিধেয়, ৭। অমথিত বিধেয়, ৮। জলোগিপাত বিধেয় (তাল-খেজুর রসের মদ পান), ৯। দশ আঙ্গুলের অধিক নয় এমন ঝালর বিহীন বসার আসন বিধেয়, ১০। সোনা-রূপা-মুদ্রা এ সকলের ব্যবহার বিধেয় ইত্যাদি দশটি বিষয় কপ্পিয় তথা গ্রহণযোগ্য বলে প্রচার করছিলেন। আর সুসুনাগপুত্র রাজা কালাশোক নাকি তাদের পক্ষ নিয়েছেন।

সে সময়ে আয়ুষ্মান কাকণ্ডক পুত্র বজ্জীরাজ্যে পিণ্ডচারণে বিচরণকালে শুনতে পেলেন যে, "বৈশালীর বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশটি বিষয় প্রচার করছেন"।

ইহা শুনে তিনি ভাবলেন, দশবল বুদ্ধের ধর্মরাজ্যে (সাসনে) এরূপ বিপত্তির

কথা শুনেও যদি আমি অনুৎসুক হয়ে থাকি তা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। অবশ্যই আমি অধর্মবাদীদের নিগৃহীত করে ধর্মকে প্রদীপ্ত করব"। এরূপ চিন্তা করে যথায় বৈশালী তথায় গমন করলেন। সেখানে বৈশালীর মহাবনের কূটাগারশালয় অবস্থান করছিলেন আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডকপুত্র।

সে সময়ে বৈশালীর বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা তাদের উপোসথ দিবসে কংস-থালা জলে পূর্ণ করে ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থাপনপূর্বক গমনাগমনরত বৈশালীর উপাসকগণকে এরূপ বলছিলেন, "হে বন্ধু, সংঘকে কাহাপণের অর্ধ, অথবা পাদ, অথবা মাসক পরিমাণ হলেও দান দিতে পারেন। সংঘ ইহা দ্বারা দ্রব্য ব্যবহার করবেন"। এভাবে সর্ববিধ বলা কর্তব্য, যদ্বারা এই বিষয়কে উপলক্ষ করে সাতশত ভিক্ষুর অনধিক ভিক্ষুদের নিয়ে বিনয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই ইহাকে সপ্তশতিক দ্বিতীয় সঙ্গীতি নামে অভিহিত করা হয়।

এই সমাবেশে বারোশত সহস্র ভিক্ষু সমবেত হয়ে আয়ুষ্মান যশকে সমুৎসাহিত করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আয়ুষ্মান রেবত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে সব্বকামি থেরো কর্তৃক বিনয়ের বিষয়ে প্রত্যুত্তর প্রদানের মাধ্যমে সেই দশবত্থুসমূহ বিষয়ে অভিযোগের উপশম করা হয়। অতঃপর থেরো মহোদয়, "আমরা পুন ধর্ম-বিনয় সংশোধন করব" এরূপ ইচ্ছা করে প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত ত্রিপিটকধর সপ্তশত ভিক্ষু বাছাইপূর্বক বৈশালীর বালিকারামে সমবেত হলেন। সমবেত হয়ে মহাকাশ্যপ থেরোর সঙ্গায়ন সদৃশ সকল শাসনমল বিশোধনপূর্বক পুনঃ পিটকবশে, নিকায়বশে, অঙ্গবশে, ধর্মস্কন্ধবশে, সমগ্র ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করেছিলেন। এই সঙ্গায়ন আট মাসে সমাপ্ত হয়েছিল, যা লোকে এভাবে প্রকাশিত হয়েছিল :

সপ্তশত জনে কৃত সপ্তশত নামে; দ্বিতীয়তে বলা হলো পূর্বে কৃত মতে। এ সমুদয় হলো :

যেই থেরোগণের দ্বারা সঙ্গীতি হলো সঙ্গীত,
সেই সব্বকামী, সাল্‌হো আর রেবত, খুজ্জ সোভিত।
যশ আর সাণসম্ভতো ছিলেন সহবিহারী,
তথাগতের দৃষ্ট তারা, আনন্দের অনুসারী।
সুমন এবং বাসভগামী, অন্য সহবিহারী,
তথাগতের দৃষ্ট দ্বয়ে অনুরুদ্ধ অনুসারী।
দ্বিতীয় এই সঙ্গীতি সংগ্রহকারী যারা,
কৃতকৃত্য, ভারমুক্ত অনাসক্ত তারা। ইহাই দ্বিতীয় সঙ্গীতি।

এভাবে থেরোগণ এখানে দ্বিতীয় সঙ্গায়ন সমাপ্ত করে ভবিষ্যৎ অবলোকনপূর্বক ভাবলেন, "ভবিষ্যতেও বুদ্ধের শাসনে এরূপ নৈরাজ্য উৎপন্ন

হবে"। আর তারা দেখলেন, এই হতে শতবর্ষ পরে ১৮তম বর্ষে পাটলিপুত্র নগরে ধর্মাশোক নামে এক রাজা আবির্ভূত হয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করবেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিশাল দান-সেবার প্রবর্তন করাবেন। তৎপ্রেক্ষিতে তৈর্থিকগণ এই লাভ-সৎকার প্রাপ্তির আশায় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যার গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করতে থাকবেন। এভাবে বুদ্ধশাসনে মারত্মক নৈরাজ্য দেখা দেবে।" অতঃপর সেই থেরোগণের মনে এই ভাব জাগলো, "আমাদের দ্বারা কি ভবিষ্যতে উৎপন্ন এই নৈরাজ্য প্রতিকারে কিছু করা যাবে, কি যাবে না?" অতঃপর তাদের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব বিদিত হলেন। "তাহলে কে এই সমস্যার সময় সক্ষম হবে?" এই অনুসন্ধানে সমগ্র মনুষ্যলোকসহ কামাবচর দেবলোক পর্যন্ত অবলোকন করে কোনোজনকে পেলেন না। অতঃপর ব্রহ্মলোকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে উত্তরিতর ব্রহ্মলোকে উৎপত্তিতে সমর্থ ভাবিত মার্গসম্পন্ন তিষ্য নামক মহাব্রহ্মার সন্ধান পেলেন। এতে তাঁদের এই চিন্তার উদয় হলো, "যদি আমরা এই ব্রহ্মকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের প্রচেষ্টা করি তিনি মোগ্গলি ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করবেন। তখন মন্ত্রশিক্ষার প্রলোভনে পড়ে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। তিনি এভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সমগ্র বুদ্ধবচন শিক্ষাপূর্বক, প্রতিসম্ভিদা অধিগত করে তীর্থিয়গণকে মর্দন করে এই সমস্যার সমাধান করে বুদ্ধশাসনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন।

অতঃপর তাঁরা ব্রহ্মলোকে গমন করে তিষ্য মহাব্রহ্মাকে এরূপ বললেন, "হে সৎপুরুষ, এই হতে শতবছর পরে ১৮তম বর্ষে বুদ্ধশাসনে মহানৈরাজ্য দেখা দেবে। আমরা সমগ্র দেব-মনুষ্যলোক অবলোকন করে বুদ্ধশাসন রক্ষায় সমর্থ্যবান কাকেও না পেয়ে ব্রহ্মলোকে সন্ধান করতে গিয়ে আপনার সন্ধান পেলাম। হে সৎপুরুষ, ইহা উত্তম হয়, যদি আপনি মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়ে দশবলের শাসনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন"।

এরূপ বলাতে মহাব্রহ্মা ভাবলেন, "আমি নাকি বুদ্ধশাসনে উৎপন্ন নৈরাজ্য দূর করে শাসন শোধন করতে সক্ষম হবো!" এরূপ চিন্তা করে তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল বোধ করে 'সাধু' বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। থেরোগণ ব্রহ্মলোকে সেই কর্তব্য সমাধা করে প্রত্যাগমন করলেন।

সে সময়ে সিগ্গব থেরো এবং চণ্ডবজ্জি থেরো এই দুজন যুব এবং নবাগত ছিলেন। অপরদিকে তাঁরা ছিলেন, ত্রিপিটকধর এবং খীণাসব। তাঁরা এই সমস্যার বিষয় জানতে পারেননি। তাই থেরোগণ বললেন, "বন্ধুরা, তোমরা আমাদের এই সমস্যায় কোনোরূপ সহায়ক হওনি। ইহা তোমাদের দায়িত্বে অবহেলা। তাই এখন এই দণ্ডকর্ম হবে তোমাদের উপর "তিষ্য নামক ব্রহ্মা

মোগ্গলি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করবে। তাকে তোমাদের একজন গৃহত্যাগ করিয়ে প্রব্রজিত করবে, অপরজন বুদ্ধবচন শিক্ষা দেবে"। এরূপ বলে থেরোগণ স্ব স্ব আয়ুষ্মান পর্যন্ত অবস্থানপূর্বক (পরিনির্বাপিত হলেন)। তা এভাবে উক্ত হয়েছে :

সব্বকামী আদি থেরোগণ ঋদ্ধিমান অতি,
অগ্নিস্কন্ধ জ্বালিয়ে লোকে পরিনির্বাণকারী।
শাসন বিশোধন করেন দ্বিতীয় সঙ্গীতে,
সদ্ধর্ম বিশুদ্ধ করেন অনাগতের তরে।
খীণাসব ও প্রতিসম্ভিদা তাঁদের বশীকৃত;
নামেতে স্মারণীয় কিন্তু অনিত্য বশীভূত।
অনতিক্রম্য অনিত্যতা এই জানি লোকেতে;
নিত্য অমৃত পদ লাভে ধীর প্রচেষ্টা করিবে।

[দ্বিতীয় সঙ্গীতি কথা সমাপ্ত]

তৃতীয় সঙ্গীতি কথা

তিষ্য মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে মোগ্গলি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। সিগ্গব থেরোও সেই থেকে সপ্ত বর্ষাযাবত প্রতিদিন ব্রাহ্মণের গৃহে পিণ্ডচারণে গমন করতেন। অথচ একদিনও বড়ো চামচ মাত্র (উলুঙ্ক মত্তম্পি) যাগু বা ছোট চামচ মাত্র (কটচ্ছু মত্তম্পি) ভাত লাভ করেননি। সাত বছর গতে একদিন এই বাক্যমাত্র লাভ করলেন, "মহোদয় অন্যত্র গমন করুন" (অতিচ্ছথ)। সেদিন ব্রাহ্মণ বাইরে কিছু করণীয় সম্পাদন করে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে থেরোকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রব্রজিত, আমাদের গৃহে গমন করেছেন কি?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, গমন করেছি"। "কিছু পেয়েছেন কি?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ পেয়েছি।" তিনি গৃহে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই প্রব্রজিতকে কিছু দিয়েছ কি?" "না, কিছুই দিইনি"। দ্বিতীয় দিন এই ভেবে ঘরের দরজায় গিয়ে বসলেন, "অদ্য প্রব্রজিতকে মিথ্যাবাদের কারণে নিগৃহীত করব"। সেই দ্বিতীয় দিনে থেরো, ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ থেরোকে দেখই এভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, "তুমি গতকাল আমাদের গৃহে কিছু না পেয়েও পেয়েছি বলেছ। এতে তোমাদের দ্বারা কি মিথ্যা বলা হয় না?" থেরো বললেন, "হে ব্রাহ্মণ আমরা আপনাদের গৃহে সাত বছর যাবত, 'অন্যত্র যান' এই মাত্র বাক্যটিও লাভ করিনি। গতকাল 'অন্যত্র গমন করুন' এ মাত্র বাক্যটি লাভ করেছি। সেই সাদর সম্ভাষণটুকু লাভ করেই এরূপ বলেছি।"

ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন, "এরা সম্ভাষণমাত্র লাভ করে 'লাভ করেছি' বলে প্রশংসা করে থাকেন, কিছু খাদ্য-ভোজ্য লাভ করলে কি জানি কেমন প্রশংসা করবেন।" এই ভেবে প্রসাদিত চিত্তে নিজের জন্যে প্রদত্ত ভাত (পটিযাদিত ভত্তো) হতে এক চামচ ভিক্ষা, এবং সে পরিমাণ ব্যঞ্জন প্রদান করে "এ পরিমাণ সব সময়ে আপনি লাভ করবেন' এরূপ বললেন। তিনি পরবর্তী দিবসে একই সময়ে থেরোকে উপস্থিত দেখে অধিক শ্রদ্ধাভরে নিজ ঘরে নিত্য ভোজন গ্রহণের (ভত্তবিসগ্গ) প্রার্থনা করলেন। থেরো অনুমোদনপূর্বক প্রতিদিন ভোজনকৃত্য সমাপ্তে কিছু কিছু বুদ্ধবাক্য বলে চলে যেতেন। এদিকে ব্রাহ্মণ পুত্র (মাণবক) ষোল বছর বয়সে ত্রিবেদে পারদর্শীতা অর্জন করলেন। ব্রহ্মলোক থেকে আগত বিশুদ্ধ ব্যক্তির (সত্ত) উপবেশন ও শয়নাসনাদিতে কেউ বসা বা শোয়া যায় না। তিনি যখন আর্যের ঘরে যান তখন মঞ্চপীঠ শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আবৃত করে ঠেস দিয়ে রেখে যান। থেরো চিন্তা করলেন, "ব্রাহ্মণ পুত্রের এখন প্রব্রজ্যার সময় উপস্থিত। কিন্তু দীর্ঘ কাল এখানে আগমন সত্ত্বেও এখনো মাণবকের সাথে কোনো কথা বলার সুযোগ হয়নি। বেশ, এই পালঙ্ককে হেতু করে সেই সুযোগ উৎপন্ন হবে।" এই ভেবে তৎগৃহে প্রবেশ করে অন্য কোনো আসন না দেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণের ঘরের লোকে থেরোকে তথায় দেখে অন্য কোনো আসন না দেখে থেরোকে মাণবকের পলঙ্ক খুলে তথায় বসতে দিলেন। থেরো পাল্লঙ্কে বসলেন। মাণবক সেই ক্ষণে গুরুগৃহ থেকে আগমন করে থেরোকে নিজের পল্লঙ্কে উপবিষ্ট দেখে কুপিত অসন্তুষ্ট মনে বললেন, কে শ্রামণকে আমার পল্লঙ্কে বসতে দিল?

থেরো ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ পুত্রের চণ্ডভাব উপসমে এরূপ বললেন, "হে মাণবক, তুমি কিছুমাত্রও মন্ত্র জান কি?" মাণবক বললেন, "হে প্রব্রজিত, আমি যদি মন্ত্র না জানি, তবে অন্য কে জানবে?" এই বলে থেরোকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি কোনো মন্ত্র জানেন?" "মাণবক, তুমি জিজ্ঞাসা কর। জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি জানতে সক্ষম কি না"। অতঃপর ব্রাহ্মণপুত্র তিনটি বেদের মধ্যে অভিধানিক নির্ঘন্টসহ, ধ্বনিতত্ত্ব, এবং পঞ্চ ইতিহাসের কঠিন বিষয়সমূহের যেগুলো নিজের এবং গুরুর নিকটেও দুর্বোধ্য সেই সেই বিষয়সমূহ থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন। থেরো পূর্বথেকেই ত্রিবেদে অভিজ্ঞ। উপরন্তু বর্তমানে প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত। ফলে সেই সেই বিষয়সমূহের উত্তর দান মোটেই কষ্টকর ছিল না। জিজ্ঞাসা মাত্রই সে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে ব্রাহ্মণপুত্রকে বললেন, "হে মাণবক, আমি তোমার দ্বারা বহু জিজ্ঞাসিত হলাম, এখন তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেবে তো? "হ্যাঁ প্রব্রজিত, প্রশ্ন করুন, উত্তর দেবো।" থেরো চিত্তযমকের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন,

"যার চিত্ত উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ হয় না, তার চিত্ত নিরুদ্ধ হবে; পুনঃ উৎপন্ন হবে না। অথবা যার চিত্ত নিরুদ্ধ হবে, উৎপন্ন হবে না, তার চিত্ত উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ হয় না।" ইহা কার চিত্ত?

মাণবক উপরে বা নীচে কিছুই বুঝতে অক্ষম হয়ে বললেন, "হে প্রব্রজিত, এই বিষয়ের নাম কি? হে মাণবক, ইহার নাম বুদ্ধমন্ত্র। আপনি কি ইহা আমাকে দিতে সক্ষম? "হ্যাঁ মাণবক, ইহা আমাদের দ্বারা দেয়া সম্ভব, যেজন দ্বারা এই প্রব্রজ্যা গৃহীত হয়"। তাতে মাণবক মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "এই প্রব্রজিত 'বুদ্ধমন্ত্র' নামে এক মন্ত্র জানেন, কিন্তু তৎ নিকটে অপ্রব্রজিতকে দেন না। এজন্যে তৎ নিকটে প্রব্রজিত হয়ে মন্ত্র শিক্ষা করব"।

মা-বাবা ভাবলেন, "আমাদের পুত্র প্রব্রজিত হয়ে মন্ত্রের গ্রহণীয় বিষয় গ্রহণ করে পুনঃ চলে আসবে।" এই মনে করে "শিক্ষা গ্রহণ কর হে পুত্র" বলে অনুমতি দিলেন।

থেরো বালককে প্রব্রজ্যা দান করে বত্রিশ প্রকার অশুভ ভাবনা তাকে শিক্ষা দিলেন। তিনি তথায় ধ্যান উৎপন্ন করে অচিরেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাতে থেরো চিন্তা করলেন, শ্রামণ এখন স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত অতএব শাসন হতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদি আমি কর্মস্থান বৃদ্ধির কথা বলি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হবে। তখন বুদ্ধবচন শিক্ষা করতে অনাগ্রহী হবে। এখন উপযুক্ত সময়, তাকে চণ্ডবজ্জী থেরোর নিকটে প্রেরণ করা। সেই সিদ্ধান্তে বললেন, "হে শ্রামণ, তুমি আস। থেরোর নিকটে গমন করে বুদ্ধবচন শিক্ষা করো। আমার বাক্য দ্বারা তাঁর নিরাময়তা জিজ্ঞাসান্তে এরূপ বলবে, "ভন্তে, উপাধ্যায় আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করেছেন"। "তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি?" বলাতে "ভন্তে, আমার উপাধ্যায়ের নাম সিগ্গব থেরো" এরূপ বলবে। আমার নাম কি? এরূপ জিজ্ঞাসায় বলবে, "ভন্তে, আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন?"

"ভন্তে তাহাই হোক, এই বলে শ্রামণ তিষ্য থেরোকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে অনুক্রমে চণ্ডবজ্জি থেরোর নিকটে গমনপূর্বক বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। থেরো শ্রামণকে জিজ্ঞাসা করলেন, " কোথা থেকে এসেছ? ভন্তে, উপাধ্যায় আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করেছেন। তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি? ভন্তে তাঁর নাম সিগ্গব থেরো। আমার নাম কি? ভন্তে, আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন। পাত্রচীবরাদি যথাস্থানে রাখ। সাধু ভন্তে, বলে শ্রামণ পাত্রচীবর যথাস্থানে রেখে পরবর্তী দিনে পরিবেণ সম্মার্জন করে থেরোর জন্যে জল ও দন্তমার্জন উপস্থাপন করলেন। থেরো শ্রামণ দ্বারা সম্মার্জিত স্থান পুনঃ সম্মার্জন করলেন, তৎ আহরিত জল ছিটায়ে দিয়ে পুনঃ জল আহরণ করলেন, তৎ আনিত দণ্ডকাষ্ঠ সরায়ে অন্য দণ্ডকাষ্ঠ নিলেন। এভাবে ৭দিন যাবত

পরীক্ষার পর সপ্তম দিবসে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রামণও পূর্বের মতো উত্তর দিলেন। থেরো 'এই পুদ্গল ব্রাহ্মণ' ইহা জ্ঞাত হয়ে, বললেন "কি জন্যে এসেছ?" বুদ্ধবচন শিক্ষার্থে, ভন্তে, "শ্রামণ, তোমাকে শিক্ষা দেবো" এই বলে পরবর্তী দিন হতে বুদ্ধবচন শিক্ষাদান শুরু করলেন। তিষ্য শ্রামণের অবস্থায় অট্ঠকথাসহ সমগ্র বুদ্ধবচন শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। উপসম্পদা কালে অবশিষ্ট ত্রিপিটকধরগণের সমকক্ষ ছিলেন। তৎ আচার্য-উপাধ্যায়গণ মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরোর উপর সমগ্র বুদ্ধবচন রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে পরিনির্বাপিত হলেন। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরো অপর সময়ে কর্মস্থান বর্ধন করে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে বহুজনকে ধর্ম-বিনয় ভাষণ করেছিলেন।

সে সময়ে রাজা বিন্দুসারের একশত পুত্র ছিল। অশোক নিজের সাথে এক মাতার এক পুত্র তিষ্যকুমারকে রেখে অপর সকলকে হত্যা করেছিলেন। হত্যার পর চার বছর কাল অভিষেকহীন অবস্থায় রাজ্য শাসনের পর চতুর্থ বর্ষগতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত ১৮বছর পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে একক রাজার অভিষেক সম্পন্ন করলেন। সেই অভিষেকের প্রভাবে তাঁর এমন রাজঋদ্ধি উৎপন্ন হলো যে, মহপৃথিবীর যোজন প্রমাণ নীচে পর্যন্ত তার আদেশ প্রতিপালিত হতো, অনুরূপ প্রমাণ প্রভাব বিস্তৃত ছিল আকাশেও। ফলে রাজার জন্যে প্রতিদিন দেবগণ ৮টি ভারবাহী দণ্ডে ১৬ কলসী পানীয় জল অনোপতত্ত হ্রদ হতে আহরণ করে আনতেন। বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপত্তি হলে রাজা ৮ কলস জল ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেন, ২ কলস দিতেন ৬০জন ত্রিপিটকধর ভিক্ষুগণকে, ২ কলস অগ্রহিষীও সন্ধিহীন মিত্রগণকে দিয়ে অবশিষ্ট ৪ কলস নিজে ব্যবহার করতেন। হিমালয়ে নাগলতা দন্তকাষ্ঠ নামে স্নিগ্ধ, কোমল এবং রসবন্ত দন্তকাষ্ঠ আছে। দেবগণ রাজা, মহিষী, ১৬ হাজার নর্তকী, ৬০ সহস্র ভিক্ষুদের দণ্ড মার্জনে তা প্রতিদিন আহরণ করতেন। দেবগণ প্রতিদিন ওষুধী-আমলকী, ওষুধী হরিতকী, এবং সুবর্ণবর্ণের সুগন্ধ সুবাসসম্পন্ন পাকা আম আহরণ করতেন। তারা ছদ্দন্ত-হ্রদ (ছয় হস্তিদের জল খেলির হ্রদ) হতে পঞ্চবর্ণের ওড়না, পীতবর্ণের হস্তমোচন রুমাল, এবং দিব্যপানীয় আহরণ করতেন। তারা প্রতিদিন স্নান সুগন্ধি, সুগন্ধি লেপন এবং পারুপনের জন্য উত্তম সুমনপুষ্প সদৃশ বস্ত্র, মহার্ঘ অঞ্জন নাগভবন হতে রাজার জন্যে আহরণ করতেন। ছদ্দন্ত-হ্রদে উত্থিত শালীধান্য শুক পাখীরা প্রতিদিন সহস্রবাহু পরিমাণ আহরণ করত। ইদুরেরা এমনভাবে এগুলোকে তুসবিহীন করে দিত যে, কটি চাউলও না ভাঙ্গে। রাজা সব স্থানে এই চাউলই পরিভোগ করতেন। মৌমাছিরা মধু তৈরি করে দিত। কামারশালাসমূহের শব্দ 'অচ্ছাকূট' সদৃশ নিনাদিত হতো। করবীক পক্ষীরা আগত হয়ে মধুর স্বরে রাজার পূজাকর্ম সম্পাদন

করতো। এমন ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন রাজা ৪জন বুদ্ধের অধিগত রূপ দর্শনে একদিন সুবর্ণশৃঙ্খল-বন্ধন প্রেরণ করে আনয়ন করলেন কল্লায়ুকাল নামক নাগরাজকে। তাঁকে মহাসমারোহে শ্বেতছত্রের নীচে পালঙ্কে উপবেশন করিয়ে বহুশত বর্ণের জলজ, থলজ সুবর্ণপুষ্প দ্বারা পূজা করালেন। সর্বালঙ্কারে বিভূষিত ষোল সহস্র নর্তকী দ্বারা পরিবেশিত করে নাগরাজকে অনুরোধ করলেন, "আপনি আমাকে অনন্ত জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সদ্ধর্ম চক্রবর্তী সম্যকসম্বুদ্ধের রূপ এই চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করুন।" এরূপ বলাতে তৎ সর্বশরীরে বিকশিত পুণ্যপ্রভাব দ্বারা নির্মিত বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত অশীতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন শরীর ধারণ করলেন। তাতে প্রস্ফুটিত কমল-উৎপল-পদ্মের রশ্মিমণ্ডিত জলের তলদেশে তারকা জাল যেভাবে শোভাসমুজ্জ্বলতা বিকশিত হয়, আকাশে সুর্যের রশ্মি যেভাবে নীল, পীত লোহিতাদি বিচিত্র বর্ণের রংধনু সৃষ্টি করে, ঠিক সেভাবেই কর্ণকগিরি শিখরে নানা বিরাগ বিমল কেতুমালা সমুজ্জ্বলিত শোভিত মস্তকে বুদ্ধরূপ দর্শনে সমবেত হলেন দেব-ব্রহ্ম-নাগ-যক্ষগণ। রাজা অশোক সপরিষদ ও প্রজাগণ এমন পরিবেশে সাত দিবস এই বুদ্ধরূপকে চক্ষুদ্বারা পূজা করছিলেন।

এই রাজা নাকি অভিষেকপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি বছর ধরে বুদ্ধ ধর্মবিরোধী (বাহিরক পাসণ্ডং) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। চতুর্থ সংবৎসরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হন। রাজা অশোকের পিতা বিন্দুসার না-কি ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মিথ্যা অভিনয়কারী পরিব্রাজকদের ৬০ হাজারকে নিত্য ভোজনদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজা অশোক পিতার এই দানপ্রথায় দানকালে একদিন প্রাসাদের সিংহগহ্বরে স্থিত হয়ে তাদেরকে বাহ্যিক আচারে শান্ত দেখালেও ভোজনকালে অসংযত ইন্দ্রিয় এবং অবিনীত চলাফেরা দেখে চিন্তা করলেন, "ঈদৃশ দান উপপরীক্ষা করা যায় এমন স্থানে দেয়া দরকার। এরূপ চিন্তা করে অমাত্যদের ডেকে বললেন, "ভাইগণ, আপনারা স্ব স্ব সাধুসম্মত শ্রামণ-ব্রাহ্মণগণকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসুন। আমরা দান দেব।" অমাত্যরা, 'সাধুদেব' বলে রাজার আজ্ঞায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মাননীয় পূজনীয়গণ (পণ্ডরঙ্গ পরিব্বাজকাজীবক নিগণ্ঠানয়ো)-কে আনায়ন করে বললেন, "মহারাজ ইহারাই আমাদের অর্হৎ।"

অতঃপর রাজা অন্তঃপুরে মহার্ঘ এবং অল্পমূল্যের (উচ্চাবচা) আসনসমূহ প্রজ্ঞাপিত করে বললেন, "আগমন করুন"। তারা আগমন করলে রাজা বললেন, "আপন রুচি অনুযায়ী উপবেশন করুন"। তাঁদের কেউ কেউ ভদ্র আসনে, কেউ কেউ তক্তার আসনে বসে পড়লেন। তাঁদের এমতাবস্থা দেখে রাজা বুঝতে পারলেন। "এসবের অন্তরে সার কিছুই নেই"। তাই তাদেরকে অনুরূপ খাদ্য-ভোজ্যই প্রদান করে বিদায় দিলেন (উয্যোজেভি)।

এভাবে দিন অতিবাহিতকালে একদিন রাজা সিংহগহ্বরে (জানালায়) দাঁড়ানো অবস্থায় রাজাঙ্গন দিয়ে শান্ত-দান্ত সংযতেন্দ্রিয় ইর্যাপথসম্পন্ন নিগ্রোধ শ্রামণকে যেতে দেখলেন। নিগ্রোধ নামক ইনি কে? রাজা বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমন রাজকুমারের পুত্র। তথায় ইহাই আনুপুর্বিক কথা :

রাজা বিন্দুসার বৃদ্ধ-দুর্বল হয়ে পড়লে অশোক কুমার নাকি আপন লব্ধ উজ্জয়নী রাজ্য ত্যাগ করে আগমনকালে সকল নগর নিজের অধিকারে ভুক্ত করে সুমন রাজকুমারকে হত্যা করেছিলেন। সে দিবসে সুমনরাজ কুমারের স্ত্রী পূর্ণগর্ভা হয়েছিলেন। রাণী ছদ্মবেশে পলায়ন করে অনতিদূরে এক চণ্ডাল গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। গমনকালে চণ্ডাল প্রধানের গৃহ হতে অনতিদূরে এক নিগ্রোধ বৃক্ষের অধিষ্ঠিত দেবতা, "সুমনে, এদিকে আস' শব্দে তৎসমীপে গেলেন। দেবতা নিজের প্রভাবে একটি শালা নির্মাণ করে বললেন, 'এখানে অবস্থান করো'। তিনি সেই শালায় প্রবেশ করলেন। দিনগতে এক পুত্র জন্ম দিলেন। নিগ্রোধ দেবতার দ্বারা রক্ষিত হেতু তাঁরা তার নাম রাখলেন নিগ্রোধ। জ্যেষ্ঠ চণ্ডাল তাদের দেখে পাওয়ার দিন থেকেই নিজের প্রভূ কন্যাতুল্য জ্ঞানে প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করতেন। রাজপুত্রের বয়স তথায় ৭ বছর হলো। তখন মহাবরুণ থেরো নামে এক অর্হৎ এই বালকের হেতু-সম্পদ দর্শন করে, তার সুরক্ষায় তথায় অবস্থান করে "এই কুমারের প্রব্রজ্যাকাল উপস্থিত হয়েছে চিন্তা করে রাজধীতাকে জানালেন এবং কুমারকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। কুমার মস্তকে ক্ষুর স্পর্শক্ষণেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হলেন। তিনি একদিন প্রাতে নিদ্রাজাগ্রত হয়ে আচার্য-উপাধ্যায়ব্রত সমাপ্তির পর পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক, "মাতা উপাসিকার গৃহদ্বারে গমন করব" এই ভেবে বের হলেন। মাতার নিবাসস্থানে যেতে হলে দক্ষিণ দ্বারে নগরে প্রবেশ করে নগরের মধ্য দিয়ে গমন করে, পশ্চিমদ্বারে বের হয়ে যেতে হয়।

সে সময়ে ধর্মরাজ অশোক পশ্চিম অভিমুখী সিংহফটকে পায়চারী করছিলেন। সেই ক্ষণেই নিগ্রোধ শ্রামণ রাজাঙ্গন প্রাপ্ত হলেন শান্তেন্দ্রিয়, শান্তমানস যুগমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ পদবিক্ষেপে। তাই উক্ত হয়েছে, "একদিন রাজা সিংহপঞ্জারে দণ্ডায়মান, আর নিগ্রোধ শ্রামণ রাজাঙ্গন দিয়ে যাচ্ছেন দান্ত, গুপ্ত শান্তেন্দ্রিয় ইর্যাপথ সম্পন্ন হয়ে"। এই দর্শনে রাজার চিত্তভাব এমনই হয়েছিল, "এই জনতার সবাই বিক্ষিপ্তচিত্ত ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় প্রতিভাত। আর এই বালক অবিক্ষিপ্তচিত্ত, তাঁর আলোকন-বিলোকন সংকোচন-প্রসারণ সবই অতিশয় শোভনীয়। নিশ্চই তাঁর অন্তরে লোকোত্তরধর্ম বিরাজ করবে।" রাজা শ্রামণেরকে দর্শনক্ষণেই প্রেম-প্রাসাদে চিত্ত স্থিত হলো। কিভাবে? অতীত জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকালে এই রাজা ছিলেন শ্রামণের জ্যেষ্ঠ বণিক ভ্রাতা। তাই উক্ত

হয়েছে :

"পূর্বের সাহচর্যে হয় বর্তমানের যোগ,
এভাবেই জাগে প্রেম, উৎপল যেমন পায় রে উদক।"

পূর্বসঞ্জাত প্রেমে অভিভূত রাজা এই বলে অমাত্যকে প্রেরণ করলেন, "এই শ্রামণরকে অনুরোধ করে ডেকে আনুন (পক্কোসথ)।" "তারা অতিবিলম্ব করে ফেলেছে" এই চিন্তায় "তুরিক্ষণে নিয়ে আস" এই বলে পুনঃ দুজনকে পাঠালেন। শ্রামণ নিজের নিয়মেই আগমন করলেন। প্রতিরূপ মানস জ্ঞাত হতে শুধু বললেন, "বসুন"। তিনি এদিক-সেদিক দেখলেন। অন্য কোনো ভিক্ষু এখানে নেই দেখে, শ্বেতছত্র উত্তোলিত রাজপালংকের নিকটে উপস্থিত হয়ে পাত্রগ্রহণে রাজাকে ইঙ্গিত করলেন। শ্রামণ সেই পালংকের নিকটে যাচ্ছে দেখে রাজা ভাবলেন, "আজ থেকে এই শ্রামণ এই গৃহে প্রভুত্ব লাভ করবেন। শ্রামণ রাজার হাতে পাত্র দিয়ে পালংকে আরোহণ করে বসলেন। রাজা নিজের জন্যে প্রস্তুত যাগু ও খাদ্য-ভোজ্যের সমস্তই নিয়ে আসলেন। শ্রামণ নিজের প্রয়োজন মতোই গ্রহণ করলেন। ভোজন সমাপনান্তে রাজা বললেন, গুরু কর্তৃক (শাস্তা) আপনাদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ জানেন কি? "হ্যাঁ মহারাজ, একটি দেশনা জানি"। "আমাদেরকে তাই বলেন"। "সাধু মহারাজ" এই বলে সম্মতি দিয়ে রাজানুরূপ ধর্মদেশনার্থে ধম্মপদের 'অপ্রমাদবর্গ' অনুমোদনের জন্যে ভাষণ করলেন।

রাজা "অপ্রমাদ অমৃতের পদ, প্রমাদ মৃত্যুর পদ" এই বাক্যটি শুনে বললেন, "তাত, অজ্ঞাতকে পূর্ণতা দান করলেন।" অনুমোদন শেষে বললেন, "তাত, আমি ৮জনের পরিমাণ নিত্য ভোজন দেবো।" শ্রামণের বললেন, "মহারাজ, এগুলো আমার উপাধ্যায়কে দেবো। "তাত, এই উপাধ্যায় নামক ব্যক্তিটি কে? তিনি বর্জনীয়-অবর্জনীয় দর্শন করে, শাসন-অনুশাসন করেন, পরিচালিত করেন"। তাত, তাহলে অপর ৮জনের জন্য দেবো। মহারাজ এগুলো আমি আচার্যকে দেবো। তাত, এই আচার্য নামক ব্যক্তিটি কে হন? মহারাজ, যিনি এই শাসনে শিক্ষণীয় ধর্মসমূহ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। উত্তম তাত, আমি অপর ৮ জনের জন্যে দেবো। মাহরাজ, আমি এগুলো ভিক্ষুসংঘকেই দেবো। তাত, এই ভিক্ষুসংঘ কারা? মহারাজ যাদেরকে আশ্রয় করে আমাদের আচার্য-উপাধ্যায়গণ আমাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করেন। রাজা অপর ৮ জনের জন্যে দিবো।" শ্রামণের সাধু, বলে প্রতিগ্রহণপূর্বক পরবর্তী ৩২ জন ভিক্ষু গ্রহণ করে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করলেন। রাজা বললেন, আগামীকল্য (স্বো) আপনার সাথে আরও ৩২জন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন। এ উপায়ে দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০ হাজার ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকাদির ভোজন

উচ্ছেদ করে গৃহাভ্যন্তরে ৬০ হাজার ভিক্ষুদের নিত্য ভোজনপ্রথা প্রবর্তন করলেন, এই নিগ্রোধ থেরোর গমণে চিত্তপ্রসন্নতার কারণে। এই নিগ্রোধ থেরো সপরিষদ রাজাকে ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে বুদ্ধশাসনের প্রতি পৃথগ্‌জন তথা সাধারণ ব্যক্তিরূপে বুদ্ধশাসনের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠাদান করেছিলেন। রাজা অশোক পুনঃ অশোকারাম নামক মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত করে ৬০ হাজার ভিক্ষুদের নিত্য ভোজন দানের প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪ হাজার চৈত্য প্রতিমণ্ডিত করিয়েছিলেন ধর্মের জন্যে, অধর্মের জন্যে নয়।

একদিন রাজা অশোকারামে ৬০ হাজার ভিক্ষুসংঘকে মহাদান প্রদান করে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘকে চারি প্রত্যয়ের আমন্ত্রণ করে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, ভগবানের দ্বারা দেশিত ধর্ম কত প্রকার হয়? মহারাজ, অঙ্গ বিচারে নবাঙ্গ, স্কন্ধ বিচারে ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ হয়ে থাকে। রাজা ধর্মে প্রসন্ন হয়ে, "এক এক ধর্মস্কন্ধকে এক একটি বিহার দ্বারা পূজা করব, ভন্তে"। এরূপ বলে একদিন অমাত্যদের আহ্বান করে ৯৬ কোটি ধন হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "ভাইগণ, এই দ্বারা ৮৪ হাজার নগরের একটিতে একটি করে বিহার তৈরি করাও। আর স্বয়ং অশোকারামে অশোক মহাবিহার করতে কাজে লেগে গেলেন। সংঘ ইন্দ্রগুপ্ত থেরো নামক মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব খীণাসবকে নব কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব দিলেন। যা যা কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় থেরো সেই সেই কর্ম আপন প্রভাবে সম্পন্ন করেন। এভাবে তিন বছরের মধ্যে বিহার নির্মাণকর্ম সম্পন্ন হলো। একই দিনে সকল নগর হতে কর্ম সমাপ্তির পত্র আসল।

অমাত্যগণ রাজাকে জ্ঞাত করালেন যে, "হে দেব, ৮৪ হাজার বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে"। রাজা নগরে ভেরি শব্দে ঘোষণা করালেন, "এই হতে সপ্ত দিবস গতে বিহার দানোৎসব হবে। সকলে অষ্টশীল গ্রহণপূর্বক নগরের ভিতরে ও বাইরে বিহার দানোৎসবে অংশ গ্রহণ করুক"। সেই হতে সাতদিন পরে সর্বালঙ্কারে বিভূষিত অনেক শতসহস্র সংখ্যায় চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত হয়ে রাজধানীর শ্রীসৌন্দর্য দেবলোকের অমরাবতী হতে অধিকতর শোভমান হওয়াতে নগরের মহাজনতার উৎসাহ বৃদ্ধি হলো। তারাও অলঙ্কার সজ্জিত হয়ে নগরে বিচরণপূর্বক বিহারে গমন করে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে স্থিত হলেন।

সেই ক্ষণে সমবেত ভিক্ষুর সংখ্যা ৮০ কোটি, এবং ভিক্ষুণীর সংখ্যা ৯৬ শত সহস্র হয়েছিল। তথায় খীণাসবত্ব লাভী ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল শতসহস্র। তাদের এই মনোভব উৎপন্ন হলো—"রাজা যদি তাঁর অধিকারভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ড এক সাথে দেখতে পান, তাতে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি আরও অধিক প্রসাদিত হবে। সেই চিন্তা হতে লোক 'বিবরণ' নামক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করা হলো। ফলে

রাজা অশোকারামে স্থিতাবস্থায় চারিদিক দেখতে গিয়ে অসমুদ্র সমগ্র জম্বুদ্বীপসহ ৮৪ হাজার বিহার মহা উৎসাহে পূজার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি সেই বিভূতি দৃশ্যমান অবস্থায় মহতী প্রীতি-প্রমোদ্য-ভাব সম্পন্ন হয়ে ভাবলেন, "এহেন প্রীতিসুখ পূর্বে আর কোনো সময়ে আমার উৎপন্ন হয়নি।" তিনি ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে আমাদের লোকনাথ দশবল বুদ্ধের শাসনকে সবচেয়ে অধিক যারা দান করেছেন তন্মধ্যে কার দান মহত্তর? ভিক্ষুসংঘ মোগ্গলিপুত্র তিষ্যকে ইহার ভার দিলেন। থেরো বললেন, "মহারাজ তথাগত দশবলের শাসনে প্রত্যয় দায়কের মধ্যে আপনার সদৃশ এই ধরনীতে আর কেউ ছিল না। আপনার দানই মহৎ। রাজা থেরোর বাক্য শুনে প্রবল প্রীতি-প্রমোদ্যবশত নিরন্তর শরীরে শিহরণ অনুভব করছিলেন এই ভেবে— "আমাসদৃশ প্রত্যয় দায়ক মহাপরিত্যাগী আর নাকি কেউই ছিল না। আমি কি এই দানের দ্বারা শাসন ধারণ করলাম? আমি এর দ্বারা শাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছি কি হইনি? তা ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাস করলেন, "ভন্তে, আমি কি শাসনের দায়াদ হইনি?"

তথায় মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরো রাজার এমন বাক্য শুনে রাজপুত্র মহিন্দের প্রব্রজ্যা ও অর্হত্ত্বহেতু (উপানশ্রয় সম্পত্তি) দর্শন করে ভাবলেন, "যদি এই কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, শাসনের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবে"। এই চিন্তা করে রাজাকে বললেন, "না মহারাজ, এভাবে শাসনের উত্তরাধিকারী (দায়াদ) হওয়া যায় না, তবে প্রত্যয় দায়ক বা উপস্থায়ক (সেবক) হওয়া যায়। মহারাজ, আবার যদি কোনো জন পৃথিবী হতে ব্রহ্মলোক পরিমাণ দ্রব্যরাশি দান করেন তা অগণিত বটে, তবুও তিনি প্রত্যয়-দায়ক মাত্র, শাসনের উত্তরাধিকারী নন। "তাহলে ভন্তে, কিভাবে শাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়?" "তিনি ধনী হউন বা দরিদ্রই হউন, 'যদি আপন পুত্রকে প্রব্রজ্যাজীবনে দান করেন', মহারাজ, ইহাকেই বলে শাসনের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী।

এরূপ বলা হলে রাজা অশোক ভাবলেন, "আমি কি এরূপ পরিত্যাগ করে শাসনের দায়াদভাব প্রাপ্ত হতে পারি না?" তিনি শাসনে দায়াদভাব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এদিক-সেদিক অবলোকন করতে গিয়ে অনতিদূরে কুমার মহিন্দকে দাঁড়ানো দেখে ভাবলেন, "তিষ্য কুমারের প্রব্রজ্যাকাল হতে আমি এই কুমারকে উপরাজ্যের ভার দানে ইচ্ছা পোষণ করছি। তথাপি 'উপরাজত্ব হতে প্রব্রজ্যাই উত্তম। এই চিন্তা করে কুমারকে বললেন, "তাত, তুমি কি প্রব্রজ্যা গ্রহণে সক্ষম হবে? কুমার কিন্তু তিষ্য কুমারের প্রব্রজ্যা কাল থেকেই প্রব্রজ্যাকামী। তাই রাজার বাক্য শুনেই অন্তরে অতিশয় প্রীতি-প্রমোদ্য-ভাব উৎপত্তি হওয়াতে বললেন, "দেব, আমি প্রব্রজিত হবো। আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা দান করে

বুদ্ধশাসনের অংশীদার হোন।”

সে সময়ে রাজধীতা সংঘমিত্রা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তার স্বামী অগ্‌গিব্রহ্মা যুবরাজ তিষ্যকুমারের সাথে প্রব্রজিত। রাজা তাকে দেখে বললেন, “মা, তুমিও কি প্রব্রজ্যা গ্রহণে সক্ষম হবে?” “বাবা, ইহা উত্তম। আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণে সক্ষম।” রাজা সন্তানদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে হৃষ্ট-তুষ্ঠ চিত্তে ভিক্ষুসংঘকে বললেন, “ভন্তে, এই সন্তানদের প্রব্রজিত করে আমাকে বুদ্ধশাসনের অংশীদার করুন।” সংঘ রাজবাক্য প্রতিগ্রহণ করে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরোকে উপাধ্যায় এবং মহাদেব থেরোকে আচার্য করে কুমারকে প্রব্রজ্যা দিলেন। কুমারের বিশ বছর পরিপূর্ণ ছিল। তাই মজ্ঝন্তিক থেরোকে আচার্য করে উপসম্পদা দান করা হলো। উপসম্পদার সীমামণ্ডলেই নাকি তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজধীতা সংঘমিত্রার আচার্যা ছিলেন আয়ুপালী থেরী এবং ধর্মপালী থেরী ছিলেন উপাধ্যায়। তখন সংঘমিত্রা ছিলেন আঠারোবর্ষিয়া। তাকে প্রব্রজ্যা দানক্ষণেই সেই সীমামণ্ডলে তিনি স্রোতাপত্তিফলে (শিক্ষায়) প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহিন্দ এবং সংঘমিত্রা উভয়ের প্রব্রজ্যাকালে রাজার অভিষেকের ছয় বছর পূর্ণ হয়।

অতঃপর মহিন্দ থেরো উপসম্পন্ন সময় হতেই নিজের উপাধ্যায়ের নিকটে ধর্মবিনয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণ করতে পূর্বের দুই বছর সঙ্গীতিতে আহরিত ত্রিপিটক সংগ্রহ অট্‌ঠকথাসহ সম্পূর্ণ থেরোবাদ তিন বছরের মধ্যেই আয়ত্ত করে উপাধ্যায়ের হাজার পরিমাণ শিষ্যদের মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করলেন। তখন রাজা অশোকের অভিষেকের নয় বছর পূর্ণ হয়েছে। রাজার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কোন্তপুত্র তিষ্য ব্যধির উপশমে ভিক্ষাচর্যায় বিচরণ করে এক খোস পরিমাণও ঘৃত লাভ না করায় আয়ুসংস্কার বিসর্জনকালে ভিক্ষুসংঘকে অপ্রমত্তের সাথে অবস্থান করার উপদেশ দিয়ে আকাশে আসন গ্রহণপূর্বক তেজধাতু উৎপন্ন করে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। রাজা সেই সংবাদ শ্রবণ করে থেরোকে সৎকারপূর্বক “আমারই রাজত্বে ভিক্ষুদের ওষুধপথ্য দুর্লভ হয়।” এই অনুশোচনায় নগরের চারিদ্বারে পুকুরসদৃশ আধার তৈরি করে ওষুধপথ্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিলেন।

সেই সময় নাকি পাটালিপুত্র নগরের চারিদ্বারে চার লক্ষ সভার মধ্যে এক লক্ষ সভায় প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ রাজ-উপঢৌকন লাভ হতো। তা হতে রাজা নিগ্রোধ থেরোকে প্রত্যহ দান দিতেন এক লক্ষ; বুদ্ধের চৈত্যে সুগন্ধীমালাদি দ্বারা পূজার্থে দিতেন এক লক্ষ; ধর্মের জন্যে দান দিতে গিয়ে ধর্মধর বহুশ্রুতদের চারি প্রত্যয়ের জন্যে দিতেন এক লক্ষ; এবং সংঘের ভৈষজ্যের জন্যে চারি নগরদ্বারে দান দিতেন এক লক্ষ। এভাবে মহালাভ সৎকারের

প্রবর্তন তিনি করলেন।

তৈর্থিকগণের লাভ-সৎকারের পরিহানী এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, সামান্য ঘাস-আচ্ছাদন পর্যন্ত লাভে অক্ষম হয়ে পড়লেন। ফলে সৎকার লাভের প্রত্যাশায় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে স্ব স্ব মিথ্যাদৃষ্টিপ্রসূত মানসিকতা নিয়ে "ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়" এভাবে প্রদর্শন করতে লাগলো। যারা প্রব্রজ্যা লাভে সক্ষম হয় না, তারা নিজে নিজেই মস্তক মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র ধারণ করে বিহারসমূহের মধ্যে বিচরণশীল উপোসথ, প্রবারণা, সংঘকর্ম, গণকর্মে অনুপ্রবেশ করতে লাগলো। প্রকৃত ভিক্ষুরা তাদের সাথে উপোসথ করতেন না। ইহাদের মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরো ভাবলেন, "এখন সংঘে অভিযোগ উৎপন্ন হচ্ছে তা অচিরেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। এদের মাঝে শান্তিতে বসবাস সম্ভব নয়।" তাই তিনি মহিন্দ থেরোর পরিষদকে নিয়ে নিজের নিরুপদ্রব জীবনযাপন কামনায় অহোগঙ্গা পর্বতে চলে গেলেন। সেই তৈর্থিকগণ ভিক্ষুসংঘের দ্বারা ধর্ম-বিনয়ে বুদ্ধশাসনে নিগৃহীত হয়ে ধর্ম-বিনয়ের অনুকূলে প্রতিপত্তি অর্জনে অক্ষম হয়ে অনেক অনেকভাবে বুদ্ধশাসনের বিষফোড়া (অব্বুদ), বিষ্ঠা, এবং কণ্টক উৎপন্ন করেছিল। কেউ অগ্নিকে পরিচর্যা করছে, কেউ পঞ্চ-তাপ দ্বারা নিজেদের তপ্ত করছে, কেউ সূর্যকে অনুপরিবর্তন করছে, কেউ "ধর্ম-বিনয়কে দীর্ণ-বিদীর্ণ করব"(বোভিন্দিস্সামা'তি) এই বলে অত্যুক্তি করছিল (পগ্গণ্হিংসু)। তথাপিও ভিক্ষুসংঘ তাদের সাথে উপোসথ বা প্রবারণা কিছুই করছিলেন না। অশোকারামে সাত বছর উপোসথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (উপচ্ছিজ্জি)। রাজাকে ইহা জানানো হলো। রাজা এক অমাত্যকে আদেশ দিলেন, "বিহারে গিয়ে অভিযোগের উপশম করে উপোসথ করান"। অমাত্য বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে রাজাকে প্রতিপ্রশ্ন করতে অক্ষম হয়ে (অবিসহন্তো) অপর অমাত্যদের নিকটে গিয়ে বললেন, "রাজা আমাকে অভিযোগ সুমীমাংসা পূর্বক উপোসথ করাও বলে আদেশ দিলেন। কিন্তু কিভাবে এই অভিযোগের বিচার মীমাংসা করা সম্ভব? তারা শুনলেন এবং বললেন," আমরা এভাবেই পরামর্শ সিদ্ধান্ত দিতে পারি, যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্যে চোরকে হত্যা করা হয়, অনুরূপ যে উপোসথ করবে না, তাকে মেরে ফেলার জন্যে রাজার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে থাকবে।" অতঃপর সেই অমাত্য বিহারে গমনপূর্বক ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে বললেন," আমি রাজা কর্তৃক উপোসথ করানোর জন্যে প্রেরিত। ভন্তে, এখন আপনারা উপোসথ করুন"। ভিক্ষুগণ বললেন, আমরা তৈর্থিয়গণের সাথে উপোসথ করব না" এই বলাতে অমাত্য অসিদ্বারা থেরাসন হতে মস্তক ছেদন করা আরম্ভ করলেন।

ইহা দেখে তিষ্য থেরো ভাবলেন, "এই অমাত্য নিশ্চয় বিভ্রান্ত"। এই তিষ্য

থেরো হলেন রাজার সহোদর ভাই, যাকে রাজা অভিষেকপ্রাপ্তির পর উপরাজ্যে স্থাপন করেছিলেন। তিনি একদিন বনে বিচরণ করতে গিয়ে বিশাল এক মৃগদলকে উৎফুল্ল মনে ক্রীড়ারত দেখে ভাবলেন" তৃণখদক এই মৃগরা যদি এভাবে খেলতে পারে, তবে এই শ্রামণেরা রাজকুলের এত উত্তম খাদ্য ভোজন করে, কোমল শয্যায় শয়ন করে, না জানি কেমন খোলয় মত্ত হবে।" তিনি অরণ্য হতে ফিরে এসে তার এই চিত্তবিতর্ক রাজাকে প্রকাশ করলেন। ইহা শুনে রাজা ভাবলেন, "এই কুমার নিতান্ত অস্থানে সন্দিহান হলো।" ঠিক আছে, তাকে এভাবেই সত্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে। একদিন কোনো এক কারণে রাজা ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করে কুমারকে বললেন, "এসো, তোমাকে সাত দিন রাজসুখ ভোগ করতে দেবো, অতঃপর হত্যা করব।" মরণ ভয়ে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই এমন তর্জন-গর্জন ও ব্যবস্থাপনা করলেন যে, কুমার সাতদিন পর্যন্ত কেবল 'সপ্তম দিবসে মরবো' এই দুঃশ্চিন্তায় ঘুম-স্নান-আহার কিছুই মনমতো করতে না পেরে অতিশয় ক্ষীণকায়ী হয়ে গেলেন। তখন রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি এমন হয়ে গেলে?" "দেব, মরণ ভয়ে"। "আরে! তুমি তো কিছু পরে মরবে এই ভয়ে এমন ক্লিষ্ট হয়ে পড়লে। আর ভিক্ষুরা প্রতি আশ্বাস-প্রশ্বাসে মরণ প্রত্যক্ষ করে কিভাবে ক্রীড়া মত্ত থাকবে? সেই হতে কুমার বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হলো।

তিনি একদিন মৃগয়ায় বনে বিচরণ করতে গিয়ে যোনক মহাধর্মরক্ষিত থেরোকে এক হস্তি বৃক্ষশাখা দ্বারা ব্যজনরত অবস্থায় দেখলেন। এই দেখে অতিশয় প্রীতি-প্রমোদ্য চিত্তে ভাবলেন কখন যে আমি এই মহাথেরো সদৃশ প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হতে পারবো! সেই শুভদিন আমার কবে হবে? থেরো তাঁর এই চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে, তারই দর্শনপথে আকাশে উঠে গিয়ে অশোকারামে পুকুরের জলে স্থিত হয়ে চীবর, উত্তরাসঙ্গ আকাশে ঝুলিয়ে রেখে স্নান আরম্ভ করলেন।

কুমার, থেরোর এই মহানুভাব দর্শন করে এত অধিক প্রসন্ন হলেন যে, "আজই আমি প্রব্রজ্যা নেবো" এই সিদ্ধান্ত রাজাকে জানালেন, "দেব, আমি প্রব্রজ্যা নেব"। রাজা অনেকভাবে অনুরোধ করেও তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে অসমর্থ হয়ে অশোকারামে গমনীয় পথ সজ্জিত করে কুমারকে উৎসবের বেশভূষা পরিধান করিয়ে অলংকৃত সেনায় পরিবৃত করিয়ে বিহারে নিয়ে গেলেন। "যুবরাজ নাকি প্রব্রজ্যা নিচ্ছেন" ইহা শুনে বহুভিক্ষু পাত্রচীবরাদি প্রদান করেছিলেন। কুমার বিহারের প্রধান ঘরে গিয়ে মহাধম্মরক্ষিত থেরোর নিকটে শতসহস্র পুরুষসহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। কুমারের অনুপ্রব্রজিতদের সংখ্যা গণনা ছিল না। রাজার রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বর্ষে কুমার প্রব্রজিত হয়।

রাজার ভাগ্নে সংঘমিত্রার অগ্নিব্রহ্মা নামে স্বামী ছিলেন। সংঘমিত্রা এই সূত্রে এক পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন। সেই অগ্নিব্রহ্মা যখন শুনলেন যে, "যুবরাজ প্রব্রজিত হচ্ছেন" তিনি তখন রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলেন, "দেব, আমিও প্রব্রজিত হবো"। "তাত, প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করো" বলে রাজা অনুমতি দিলে, সেদিনই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা তিষ্য থেরোর প্রব্রজ্যায়,
ক্ষত্রিয় জনের মাঝে প্রব্রজ্যার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়।

সেই তিষ্যথেরো অমাত্যের এরূপ বিভ্রান্ত আচরণে চিন্তা করলেন, থেরোগণকে হত্যার জন্যে নিশ্চয় তাকে প্রেরণ করেননি। এই অমাত্য নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে থাকবে। এই ভেবে তিনি স্বয়ং তার নিকটবর্তী আসনে গিয়ে উপবেশন করলেন। অমাত্য থেরোকে চিনতে পেরে অস্ত্রাঘাত করতে সাহস না করে রাজাকে গিয়ে জানালেন, "দেব, আমি উপোসথ করতে অনিচ্ছুক এতজন ভিক্ষুদের শিরচ্ছেদ করেছি। অতঃপর আর্য তিষ্যথেরোর পালা, এখন আমি কি করব? এই বাক্য রাজা শোনামাত্র বললেন, "অরে! তুমি কি আমার দ্বারা ভিক্ষু হত্যার জন্যেই প্রেরিত হয়েছ? রাজার গাত্রদাহ উৎপন্ন হলে তিনি দ্রুত বিহারে গিয়ে থেরো ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, এই অমাত্য আমার দ্বারা অদিষ্ট হয়ে এরূপ করেছে। এই কর্মের দ্বারা কাহার পাপ হবে?" কতেক থেরো বললেন, "আপনার বাক্যেই ইহা হয়েছে। তাই পাপ আপনারই হবে।" কতেক থেরো বললেন, "পাপ আপনাদের উভয়েরই হবে"। কতেক থেরো বললেন, "মহারাজ, আপনার কি এই চিত্ত ছিল যে, হে, তুমি গিয়ে ভিক্ষুদের হত্যা কর?" "না ভন্তে, আমি কুশল অভিপ্রায়েই প্রেরণ করেছি যে, সমগ্র ভিক্ষুসংঘই উপোসথ কর্ম করুক!" যদি আপনার অভিপ্রায় কুশলই হয়ে থাকে, কোনো পাপ আপনার হবে না, অমাত্যেরই পাপ হবে। রাজার সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, "ভন্তে, এমন কোনো ভিক্ষু আছেন কি, যিনি আমার সন্দেহের অবসান ঘটায়ে শাসনকে ধারণ করতে সক্ষম?" "মহারাজ, মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স থেরো নামে একজন আছেন। তিনি আপনার সন্দেহকে ছিন্ন করে শাসনকে ধারণে সামর্থ্যবান। এই শুনে রাজা চারজন ধর্মকথিকের এক একজনকে সহস্র পরিষদ পরিবৃত করিয়ে, এবং চারজন অমাত্যের প্রত্যেককে সহস্র পুরুষ পরিবৃত করিয়ে প্রেরণ করলেন, থেরোকে গ্রহণ করে নিয়ে আসার জন্যে। তাঁরা গিয়ে বললেন, "রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন"। থেরো আসলেন না। রাজা দ্বিতীয়বার আটজন ধর্মকথিক ভিক্ষু এবং আটজন অমাত্যকে সহস্র সহস্র পরিষদসহ এই বলে প্রেরণ করলেন, "ভন্তে, রাজা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমাদেরকে পাঠিয়েছেন" এই বলে তুলিয়া নিয়ে আসতে চাইলেন দ্বিতীয়বারও

থেরো আসলেন না। তখন রাজা থেরোগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, আমি দ্বিতীয়বারও পাঠালাম, থেরো কেন আসলেন না"? "রাজা নিয়ে আসতে বলায়, তিনি আসেননি মহারাজ। এভাবে বলতে হবে—"ভন্তে, আমাদের ডুবে যাওয়া শাসনকে উদ্ধারের জন্যে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন, আপনি সহায়ক হোন, আপনি আগমন করতে পারেন।" "তাহাই হোক" বলে রাজা ষোলজন ধর্মকথিক ভিক্ষু এবং ষোলজন অমাত্যকে সহস্র সহস্র পরিষদসহ প্রেরণ করতে গিয়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, থেরো কি তরুন, না বৃদ্ধ?" মহারাজ, বৃদ্ধ। "তিনি রথে বা সিবিকায় আরোহণ করতে পারেন কি? না, মহারাজ, আরোহন করতে পারেন না। "ভন্তে, থেরো কোথায় বাস করেন? উপরিগঙ্গায় বাস করেন, মহারাজ। তাহলে ভন্তে, নৌযান সংঘর্ষ না করে মতো বেঁধে তথায় থেরোকে উপবেশন করিয়ে, দুই তীরে আরক্ষার ব্যবস্থা করে থেরোকে আনয়নের ব্যবস্থা করুন। ভিক্ষু এবং অমাত্যগণ থেরোর নিকটে গমন করে রাজার অভিপ্রায় (সাসনং) জ্ঞাপন করলেন।

থেরো ইহা শুনে ভাবলেন, "আমি বুদ্ধের শাসনকে মূল হতেই সংশোধন করব। আমি অবশ্যই যাব। এখন আমার জন্যে যথার্থ সময় উপস্থিত হয়েছে (অনুপ্পত্তো)। তিনি চর্মখণ্ড গ্রহণ করে উঠলেন। অতঃপর থেরো যেই দিন পাটলিপুত্র নগরে পৌঁছবেন, সেই রাতে রাজা স্বপ্নে দেখলেন, সবত্রই শ্বেতবর্ণের এক হস্তিনাগ। সেটি এসে রাজার মস্তক থেকে স্পর্শ করে (পরামসিত্বা) দক্ষিণ হস্ত ধারণ করলো। পরবর্তী দিন রাজা স্বপ্নতাত্ত্বিককে জিজ্ঞাস করলেন, "আমার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়েছে, এতে আমার কি হবে?" "মহারাজ, এক শ্রামণ মহানাগ (হস্তী) আপনার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করবেন।" অতঃপর রাজা জানতে পারলেন, "থেরো আগমন করেছেন"। এই শুনে গঙ্গাতীরে গমনপূর্বক নদীতে অবতরণ করে আগুবাড়ায়ে নেয়ার জন্যে হাঁটু পরিমাণ জলে রাজা উপস্থিত হরে থেরোকে নাগাল পেলেন। নৌকা হতে থেরোকে অবতরণ করাতে হাত প্রসারিত করলেন। আর থেরো তখন ধারণ করলেন রাজার দক্ষিণ হস্ত। ইহা দেখে অসিধারীগণ, "থেরোর শিরচ্ছেদ করব" বলে কোষ হতে অসি কোষ হতে টেনে বের করলেন (অব্বাহিংসু)। কেন? ইহা নাকি রাজকুলের প্রথা যে, "যে রাজার হস্ত ধরবে, তার শিরচ্ছেদ কর্তব্য"। রাজা ইহাদের ছায়া দেখে বললেন, "পূর্বে আমি ভিক্ষুগণের বিরুদ্ধতার শাস্তিরূপ আস্বাদ ভোগ (অস্সাদনং) করিনি, এখন থেরোকে নিরাশ করবে না (বিরজ্ঝিকত্থা)।" থেরো কেন রাজার হস্ত ধারণ করলেন? যখন রাজার প্রশ্নোত্তর পাওয়ার জন্যেই আনয়ন করেছেন, তখন স্থবির ভাবলেন, তিনি তো আমারই অন্তেবাসী (শিষ্য), তাই রাজা হস্ত ধারণ করেছিলেন।

রাজা থেরোকে আপন উদ্যানে নিয়ে গিয়ে বাইরে তিন পর্যায়ে রক্ষাবেষ্টনী স্থাপন করলেন। নিজেই থেরোর পাদধোবন করে তৈল মালিশ করে থেরোর সন্নিকটে বসে ভাবলেন, "থেরো আমার সন্দেহ নির্মূল করে উৎপন্ন সমস্যার সমাধানপূর্বক বুদ্ধশাসনকে উদ্ধার করতে সক্ষম।" তাই নিজ সন্দেহ দূর করতে বললেন, ভন্তে, আমি আপনার এক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দর্শনে আগ্রহী"। মহারাজ, আপনি কোন ধরনের ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দর্শনে ইচ্ছুক। "ভন্তে, ভূকম্পন"। সমগ্র পৃথিবী কম্পন, না-কি একাংশের কম্পন (পদেস)? ভন্তে, কোনটা দুষ্কর? মহারাজ, জল পরিপূর্ণ কংসঘটের সমস্ত জলকে কম্পিত করা দুষ্কর, না-কি একাংশকে? "একাংশই ভন্তে!" "অনুরূপই মহারাজ, পৃথিবীর অংশবিশেষ কম্পনই দুষ্কর।" "তাহলে ভন্তে, প্রদেশ ভূকম্পনই দর্শন করব" তাহলে মহারাজ, সমান যোজন দূরত্বের পূর্বদিকে রথের একটি চাকা সীমার বাইরে হোক। দক্ষিণ দিকে ঘোড়ার দুই পা সীমার বাইরে রেখে ঘোড়াকে রাখা হোক। পশ্চিম দিকে একজন পুরুষের একপা সীমা অতিক্রম করিয়ে রাখা হোক। এবং উত্তর দিকে একটি জলপূর্ণ ঘটের একাংশ সীমার বাইরে রেখে স্থাপন করা হোক। রাজা তদনুরূপ ব্যবস্থা করালেন।

থেরো অভিজ্ঞাপাদ-এর চতুর্থ ধ্যান সমাপ্ত করে সেই হতে উঠে ইচ্ছা করলেন, "রাজা দর্শন করুক!" এই বলে "যোজন প্রমাণ পৃথিবী কম্পিত হোক!" অধিষ্ঠান করলেন। পূর্বদিকে স্থিত রথের সীমার ভেতরের চাকাটি কম্পিত হলো, অপরটি হলো না। এভাবে দক্ষিণ পশ্চিম দিকসমূহে ও সীমার অভ্যন্তরে অশ্বও পুরুষের পা ও শরীর কম্পিত হলো, বাইরের গুলো কম্পিত হলো না। উত্তর দিকে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘটের একাংশ জল কম্পিত হলো, অপরাংশ নিশ্চল রইলো। রাজা সেই প্রতিহার্য দর্শন করে বলে উঠলেন, "এই থেরো সক্ষম হবেন বুদ্ধশাসনকে সুরক্ষা করতে।" অতঃপর থেরো সমীপে গমন করে আপন সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসায় বললেন, "ভন্তে, আমি এক অমাত্যকে বিহারে এই বলে পাঠিয়ে ছিলাম যে, 'তুমি উৎপন্ন সমস্যার সমাধান করে আস'। সে বিহারে গিয়ে এতজন ভিক্ষুকে হত্যা করে ফেলল। এই পাপ কাহার হবে?। হে মহারাজ, আপনার কি এই চিত্ত ছিল যে, সে বিহারে গিয়ে ভিক্ষু হত্যা করুক? "না ভন্তে, ছিল না।" "যদি মহারাজ, আপনার এমন চিত্ত নাই থাকে, পাপও আপনার হবে না।" থেরো তখন রাজাকে বুদ্ধের এই সূত্রটি দ্বারা এই যৌক্তিকতা প্রদর্শন করলেন :

"চেতনাহং ভিক্খবে, কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি—কায়েন, বচায়, মনসাতি"। (অঙ্গুত্তরনিকায়)

তিনি তার বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করতে 'তিত্তির জাতকটি' বিবৃত

করলেন :

মহারাজ, অতীতে দীপক নামে এক তিত্তির পক্ষী এক তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন :

জ্ঞাত ছিলাম এথায় আগত, উপবিষ্ট বহু জনে,
আমার কোনো আচরণ আঘাত দিয়েছে কিনা, শঙ্কা জাগে মনে।

তাপস তখন বললেন, তোমার মনে কি কখনো এই ছিল আমার শব্দ বা রূপ দর্শনে দ্বারা আগত পক্ষীরা আবদ্ধ হোক বা হত্যা হোক! তিত্তির বললো, "না, প্রভু।" তখন তাপস তাকে বললেন, যদি তোমার চিত্ত না থাকে, কোনো পাপও নেই। চেতনায় থাকলেই পাপ স্পর্শ করে, চেতনায় না থাকলে করে না। যেমন :

প্রদুষ্ট নয় যদি মন, কর্ম তারে ছোঁয় না কখন,
অল্পেচ্ছু ভদ্রজনে পাপ কভু না করে লিম্পন।

থেরো রাজাকে এভাবে যুক্তিপ্রমাণে তৃপ্ত করে (সঞ্ঞাপেত্বা) সপ্তাহকাল রাজ-উদ্যানে অতিবাহিত করার পর রাজকে সময় জ্ঞাপন করালেন। রাজা সপ্তম দিবসে অশোকারামে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে পর্দার বেষ্টনী (সাণিপাকারং) তৈরি করে পর্দার অভ্যন্তরে উপবিষ্ট এক একজন মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন (লদ্ধিকো) ভিক্ষুদেরকে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্যকসম্বুদ্ধ কোনবাদী?

এরূপ জিজ্ঞাসায় শাশ্বতবাদীরা বললেন, বুদ্ধ শাশ্বতবাদী। কেউ বললেন, অন্তানন্তবাদী। কেউ বললেন, অমরাবিক্ষেপবাদী। কেউ বললেন, অধিসমুপ্পন্নিকাবাদী। কেউ বললেন, সংজ্ঞাবাদী। কেউ বললেন, অসংজ্ঞীবাদী। কেউ বললেন, দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদী। এভাবে বলতে থাকলেন।

রাজা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই তিনি বুঝতে পারতেন, "ইনি ভিক্ষু নন, অন্যতীর্থিয়"। এভাবে চিহ্নিত হওয়ামাত্রই তাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়ে প্রব্রজ্যা হতে বহিষ্কার করলেন। এভাবে সংখ্যায় তারা ৬০ হাজার দাঁড়ালো।

অপরদিকে যেই ভিক্ষুগণ, সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী ভন্তে? এই জিজ্ঞাসায় বললেন, "মহারাজ বিভাজ্যবাদী"। এরূপ বলাতে, রাজা থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভন্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কি বিভাজ্যবাদী ? হ্যাঁ মহারাজ। তাতে রাজা বললেন, "ভন্তে, বুদ্ধশাসন এখন পরিশুদ্ধ। মাননীয় সংঘ, উপোসথ করুন"। এভাবে আরক্ষা প্রদান করে রাজা নগরে প্রবেশ করলেন।

সমগ্র সংঘ সমবেত হয়ে উপোসথ করলেন। সেই সমবেত ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। সেই সমাবেশে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরো পরের অপবাদ খণ্ডন

করার জন্যে কথাবত্থু-প্রকরণ দেশনা করলেন। সেই ৬০ হাজার ভিক্ষু হতে ত্রিপিটক পরিয়ত্তিধর, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, ত্রিবিদ্যালাভী এক হাজার ভিক্ষু বাছাই পূর্বক মহাকাশ্যপ থেরো এবং কাকণ্ডকপুত্র যশ থেরো ধর্ম এবং বিনয় সংগ্রহ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ধর্ম এবং বিনয়সংগ্রহ করে সকল শাসনমল বিশোধন পূর্বক তৃতীয় সঙ্গায়ন হয়েছিল। সঙ্গায়ন অবসানে বহুপ্রকারে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। এই সঙ্গীতি ৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছিল। যা পৃথিবীতে এভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

সহস্র ভিক্ষু কৃত, সহস্রিকা তাই প্রকাশিত,
অগ্রে হলো দুই সঙ্গীতি, এখন তাই তৃতীয় সঙ্গীত।
ইহাই তৃতীয় সঙ্গীতি।

এ যাবত কিভাবে রক্ষিত হয়েছিল? এ সকল প্রশ্নে উত্তর দিতে যাহা উক্ত হয়েছে :

"জম্বুদ্বীপে যা উপালী থেরো আদি আচরিয়-পরম্পরা এ যাবত তৃতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে, ইহাই সেই আচার্য-পরম্পরা :

"উপালী, দাসক আর সোণক সিগ্গবে,
তিস্‌স আর মোগ্গলিপুত্র, পঞ্চ এই বিজিত অর্ণবে।
পরম্পরা সুরক্ষিত হয় বিনয় জম্বুদ্বীপে,
অচ্ছেদ্য মনে ছিল সদা তৃতীয় সঙ্গীতি কালে।
ইহার অর্থ এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় সঙ্গীতি হতে ইহা মহিন্দাদির প্রভাবে উর্ধ্বদিকেই গেছে। মহিন্দ হতে শিক্ষা করে কিঞ্চিৎকাল অরিট্‌ঠ থেরোদি দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে। তাঁদের নিকট থেকে আচার্য ও অন্তেবাসী-পরম্পরা ইহা সুরক্ষিত জ্ঞাতব্য। প্রাচীনদের উক্তি এরূপ :

মহিন্দ হতে ইট্টিয়, উত্তিয় আর,
সম্বল ও ভদ্দ নামক পণ্ডিতে,
এ সকল নাগ মহাপ্রাজ্ঞ,
এথায় এলেন জম্বুদ্বীপ হতে।
বিনয় তারা ভাষণ করেন, পিটকে তাম্রপর্ণীতে,
পঞ্চনিকায় ভাষণ করেন, সপ্ত প্রকরণে।
মেধাবী অরিট্‌ঠ হতে তিষ্যদত্ত পণ্ডিতে,
বিশারদ কালসুমন, দীর্ঘ থেরো নামেতে।
আরও ছিলেন দীর্ঘ সুমন এসব মহান পণ্ডিতে।

পুনঃ আর এক কালসুমন, বুদ্ধরক্ষিত থেরোতে,
মেধাবী তিষ্য থেরো, দেব থেরো পণ্ডিতে।
পুনঃ আর এক মেধাবী সুমন, বিশারদ যিনি বিনয়ে,
বহু শ্রুত চুলনাগ উপদ্রব ধ্বংসী হস্তিনাগে।
ধর্মপালি নামে যিনি, রোহণে পূজেন উত্তমে,
তাঁহার শিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষেম নামে ত্রিপিটকে।
দ্বীপে শোভে তারকাসম অতিরোচে প্রজ্ঞাতে,
উপতিষ্য মেধাবী জন, মহাকথিক ফুস্‌সদেবে।
পুনঃ এক মেধাবী সুমন, পুষ্প নামে বহুশ্রুতে,
মহাকথিক মহাসিব, কোবিদ তিনি ত্রিপিটকে।
পুনঃ এক মেধাবী উপালী, বিশারদ যিনি বিনয়ে,
মহানাগ মহাপ্রাজ্ঞ সদ্ধর্ম বংশকোবিদে।
তাহার শিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ, পুষ্প নামক বহুশ্রুতে
শাসনের অনুরক্ষাতে জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠাতে।
মেধাবী চূল অভয়, বিশারদ যিনি বিনয়ে,
মেধাবী তিষ্য থেরো, সদ্ধর্ম বংশকোবিদে।
চূলদেব মেধাবী বিশারদ যিনি বিনয়ে,
সিব থেরো মেধাবী, বিনয়ে সর্বকোবিদে।
এসব নাগ মহাপ্রাজ্ঞ, মার্গকোবিদ বিনয়ে,
দ্বীপে বিনয় প্রকাশ করে পিটকে তাম্রপর্ণীতে।

তথায় ইহাই অনুপূর্বিক কথা—মোদ্গালিপুত্র তিষ্য থেরো নাকি এই তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি করে এরূপ চিন্তা করলেন, কোথায় অনাগতে সম্বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে? অতঃপর তিনি সন্ধান অনুসন্ধান করতে করতে এরূপই ধারণা হলো—প্রত্যন্ত জনপদেই সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তিনি সেই সেই ভিক্ষুদের উপর নির্ভর করে তাঁদেরকে তথায় তথায় প্রেরণ করলেন। মজ্ঝন্তিক থেরোকে কাশ্মীর-গান্ধাররাজ্যে প্রেরণ করলেন এই বলে—"তুমি সেই রাজ্যে গমন করে এই সম্বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত করাও"। মহাদেব থেরোকে অনুরূপ বলে মহিংসক মণ্ডলে প্রেরণ করলেন। রক্ষিত থেরোকে প্রেরণ করলেন বনবাসীতে। যোনক ধর্মরক্ষিত থেরোকে প্রেরণ করলেন অপরান্তকে। মহাধর্মরক্ষিত থেরোকে প্রেরণ করলেন মহারাষ্ট্রে। মহারক্ষিত থেরোকে প্রেরণ করলেন যোনক লোকে (আরবে)। মজ্ঝিম থেরোকে পাঠালেন হিমবন্ত প্রদেশে। সোণ থেরো এবং উত্তর থেরোকে পাঠালেন সুবন্ন ভূমিতে। আপন সহবিহারী মহিন্দ থেরোকে ইটঠিয় থেরো, উত্থিয় থেরো, সুম্বল থেরো, এবং ভদ্দশাল থেরোসহ পাঠালেন তাম্রপর্ণী

দ্বীপে এরূপ বলে—"তোমরা তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়ে সম্বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করো। তাঁরা সকলেই সেই সেই দিকে গমন কালে নিজেরা এই সংকল্পেই গিয়েছিলেন, প্রত্যন্ত জনপদসমূহের মধ্যে পঞ্চবর্গীয়গণ দ্বারা কিভাবে উপসম্পদা কর্ম সম্পাদিত হবে? মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

সে সময়ে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যে শষ্য পাকার সময়। অরবাল নামক নাগরাজ করকবস্‌স নামক শিলাবৃষ্টি ও প্লাবন ঘটিয়ে শষ্য হরণ করিয়ে মহাসমুদ্রে ফেলে দেয়। মজ্ঝন্তিক থেরো পাটলিপুত্র হতে আকাশমার্গে গমন করে হিমালয়ে অরবাল হ্রদের উপরে অবতরণপূর্বক অরবাল হ্রদের পৃষ্ঠে পায়চারি, দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন ইত্যাদি করতে থাকে। নাগপুত্র তা দেখে অরবাল নাগরাজকে জানাল, "মহারাজ, এক ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রধারী মুণ্ডিত মস্তক (ভাণ্ডু) কাষায় বসনী আমাদের জল দূষণ করছে"। নাগরাজ এই বার্তায় মুহূর্তে ক্রোধাভিভূত হয়ে বের হলেন। থেরোকে দেখে অসহ্য নির্মম হৃদয়ে আকাশে বহু প্রকারের ভয়ত্রাস (ভিংসন) জনক নিমিত্ত সৃষ্টি করল। সেই সেই ভীতি-ত্রাসজনক নিমিত্ত প্রদর্শনে প্রবল বাতাস প্রবাহিত করতে থাকল। তাতে বৃক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকল, পর্বত চূড়ার পতন হতে থাকল, মেঘ গর্জাতে লাগল, বিজলী চমকাতে লাগল, বজ্রপাতে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় আকাশতলে জলের প্লাবন সৃষ্টি হলো। তাতে ভয়ানক রূপ নাগকুমারগণ সমবেত হলো আর স্বয়ং ধুমায়িত প্রজ্জ্বলিত হয়ে প্রহার করার ন্যায় বৃষ্টিপাত ঘটাতে লাগল। "কে তুমি হে, মুণ্ডিত মস্তকী ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রধারী" এসব কর্কশ বাক্য দ্বারা থেরকে তর্জন গর্জন করল। একে ধর! হত্যা কর! নিক্ষেপ কর এই শ্রামণকে, এভাবে বলশালী নাগদের আদেশ দিল। থেরো নিজের ঋদ্ধিবলে তাদের সকল ভয়ভীতিকে প্রতিহত করে নাগরাজকে বললেন :

যদি আসে সবে সদেব লোক হতে,
সন্ত্রস্ত করিতে মোরে,
নেই কোনো এমন ভয়-ভীতি জানো,
আমায় প্রতিহত করে।
যদি তুমি চাও আমার উপরে,
নিক্ষেপিত পৃথিবীর যত সমুদ্র পর্বত,
হে মহানাগ, সক্ষম নহ তুমি জানো,
অন্য কোনো বিঘাত, ভীতি ত্রাসিবে আমারে।

এরূপ ব্যক্ত হলে, নাগরাজ হতপ্রভাব, নিষ্ফল প্রয়াসী হয়ে দুঃখিত দুর্মনা ভাব প্রাপ্ত হলো। থেরো তখন তাকে তদানুরূপ ধর্মকথায় সন্তুষ্ট করে, সমাদৃত করে, সমুত্তেজিত করে, সম্প্রহর্ষিত করে ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত

করালেন। সেই সাথে ৮৪ হাজার নাগগণ ও শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হলো। অন্যদের মধ্যে হিমালয়বাসী বহু যক্ষ, গন্ধব এবং কুম্ভণ্ড থেরো হতে ধর্মকথা শুনে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচজন যক্ষ তাদের পত্নী এবং একশত পুত্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর আয়ুষ্মান মজ্ঝন্তিক থেরো সকল নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসকে আহ্বান করে এরূপ বললেন :

এখন থেকে না কর ক্রোধ কোনো জনে,
ঊর্ধ্বে, অধে বা সম্মুখে,
শষ্য হানি না কর কভু,
সুখকামী হও প্রাণীগণে।
মৈত্রী কর সত্ত্ব মাঝে;
বাস করো সবে মনের সুখে।

তারা সবাই 'সাধু ভন্তে!' বলে থেরো মহোদয়ের উপদেশ অভিনন্দিত করে যথা উপদেশ আচরণ করতে থাকলেন। সেই দিবসে নাগরাজের পূজার সময় উপস্থিত হয়েছিল। তাই নাগরাজ থেরোকে অনুরোধ জানালেন আপন রত্নখচিত পালংকে উপবেশন করতে। থেরো পালংকে উপবেশন করলেন। নাগরাজ থেরোকে বীজনীরত হয়ে নিকটে দাঁড়ালেন। সেই ক্ষণে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যবাসী তথায় আগমন করে থেরোকে দেখে বলতে লাগলেন, "আমাদের নাগরাজ হতে থেরোকে দেখছি বহুবেশি ঋদ্ধিসম্পন্ন"। তখন তারা থেরোকে বন্দনাপূর্বক বসে পড়লেন। থেরো তাদেরকে 'আসীবিসোপম সুত্ত' (সর্পবিষসম সুত্ত) বললেন। সুত্তের অবসানে ৮০ হাজার প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল, এবং শতসহস্র কুলপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সেই হতে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যের সর্বত্র কষায় বসনের প্রভায় বায়ুর অনুকূলে প্রতিকূলে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই উক্ত হয়েছে :

কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যে গিয়ে থেরো মজ্ঝন্তিক,
দুষ্ট নাগ তুষ্ট করেন 'আসীবিসোপমে'।

মহাদেব থেরো মহিংসক মণ্ডলে গমন করে 'দেবদূত সুত্ত' বললেন। সুত্তের অবসানে ৪০ সহস্র প্রাণীর ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ হয়েছিল। ৪০ হাজারজন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাই উক্ত হলো :

মহাঋদ্ধির মহাদেব মহিংসকে গিয়ে,
'দেবদূত সুত্ত' দ্বারা বন্ধন বহু মোচে।

রক্ষিত থেরো বনবাসিতে গমন করে আকাশে স্থিত হয়ে 'অনমতগ্গ পরিযায় সুত্তে' র কথা দ্বারা বনবাসিকে প্রসন্ন করেছিলেন। কথার সমাপ্তিতে ৬০ হাজার লোকের ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল। সাত হাজার প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করেছিলেন। পাঁচশত বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই বলা হলো :

মহাঋদ্ধির রক্ষিত থেরো বনবাসি গিয়ে,
'অনমতগগের' দেশনা করেন আকাশেতে থেকে।

যোণক ধর্ম রক্ষিত থেরো (আরববাসী) অপরান্তকে গিয়ে 'অগ্নিস্কন্ধোপম সুত্ত' দেশনা করে অপরান্তবাসীকে প্রসাদিত করে সাত হাজারজনকে ধর্মামৃত পান করিয়েছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুল হতে এক হাজার পুরুষ এবং ছয় হাজার মহিলাকে প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। এভাবে তিনি তথায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

যোণক ধর্মরক্ষিত থেরো অপরান্তে গিয়ে
অগ্নিস্কন্ধ সুত্তে তুষ্ট করেন বহুজনে।

মহাধর্মরক্ষিত থেরো মহারাষ্ট্রে গমন করে 'মহানারদ কাশ্যপ জাতক' কথায় মহারাজবাসীকে প্রসন্ন করে ৮৪ হাজারজনকে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ১৩ হাজারকে প্রব্রজিত করেছিলেন। এভাবেই তিনি তথায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

মহাধর্মরক্ষিত ঋদ্ধি গিয়ে মহারাষ্ট্রে,
জাতক বলে তুষ্ট করলেন তথায় জনগণে।

মহাধর্মরক্ষিত থেরো যোনক রাষ্ট্রে (আবরে) গিয়ে 'কালকারাম সুত্তন্ত' দেশনা করে ৭৩ হাজার যোনক বাসীদের প্রসন্ন করে ৭৩ হাজার জনকে মার্গ ফলে অলংকার প্রদান করেন, এবং দশ হাজার জনকে প্রব্রজিত করেন। এভাবে তিনি তথায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

মহারক্ষিত ঋদ্ধিতে গেলেন যোনক রাজ্যেতে,
প্রসাদিত করেন তথায় কালকারাম সুত্তে।

মজ্ঝিম থেরো হিমবন্ত প্রদেশে কাশ্যপগোত্ত থেরো, অলকদের থেরো, দুন্দুভি থেরো এবং মহাদেব থেরো দ্বারা 'ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্তন্ত' দেশনা করিয়ে জনগণকে প্রসাদিত করে আশি কোটিজনকে মার্গফলরত্ন লাভ করিয়েছিলেন। এই পাঁচজন থেরো পাঁচটি রাজ্যের জনতাকে প্রসাদিত করেছিলেন। তারা একেক জনের নিকটে শত সহস্রজন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তথায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই উক্ত হয়েছে :

মজ্ঝিম থেরো গেলেন হিমবন্ত প্রদেশে,
ধর্মচক্র প্রবত্তন সুত্তে দমিলেন যক্ষ সেনাকে।

উত্তর থেরোকে সাথে নিয়ে সোণ থেরো গেলেন সুবর্ণভূমিতে। সে সময়ে তথায় এক রাক্ষসী সমুদ্র হতে বের হয়ে রাজকুলে যেই যেই শিশু জন্মে তাদের ভক্ষণ করছিল। থেরোদ্বয়ের গমন দিবসে রাজকূলে এক শিশুর জন্ম হলো।

মানুষেরা থেরোকে দেখে 'এটি রাক্ষসেরই সহায়ক' এই মনে করে অস্ত্র নিয়ে থেরোকে প্রহারের ইচ্ছায় আগমন করছিলেন। থেরো বললেন, কেন তোমরা অস্ত্র হাতে আসছ? তারা বললেন, রাজকূলে যেই যেই শিশু জন্মে রাক্ষসী তাদের খেয়ে ফেলে। তোমরা তারই সহায়ক। থেরো বললেন, না, আমাদের দ্বারা রাক্ষসদের সহায়তা হয় না। আমাদের নাম শ্রামণ। আমরা প্রাণীহত্যা থেকে বিরত... মদ্যপান থেকে বিরত, এবং একাহারি শীলবান কল্যাণধর্মী। সেই মুহূর্তে সেই রাক্ষসী সপরিবারে সমুদ্র হতে বের হলো এই বলে, "রাজকূলে শিশু জন্ম নিয়েছে, তাকে খাবো"। মানুষেরা তাকে দেখে, "ভন্তে, এই তো রাক্ষসী আসছে" এই বলে ভয়ার্ত চিৎকার করতে থাকলো। থেরো রাক্ষসী হতে দ্বিগুণ বিশাল হয়ে আত্মভাব নির্মাণ করে সেই রাক্ষসীকে সপরিষদে উভয়ের মধ্যভাগে রেখে বেষ্টন করে ফেললেন। তখন তার পরিষদ ভাবলো, নিশ্চই এদেরকে এই স্থানে নিত্য দেখতে পাবো। আমরা নিশ্চয় তাদের ভোগ্য হবো"। এই ভেবে সকল রাক্ষস ভীত হয়ে বেগে পলায়ন করলো। থেরো এই রাক্ষসেরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদের পলায়ন করিয়ে দ্বীপের চতুর্দিকে রক্ষাবন্ধন স্থাপন করলেন। সে সময়ে সমবেত মহাজনতাকে, তিনি 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' দেশনা করে প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্বক শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করালেন। এতে ষাট হাজার জনতার ধর্মবোধ জাগ্রত হলো। সাড়ে তিন (অড্ঢূড্ঢ) হাজার কুলপুত্র এবং আড়াই হাজার কুলকুমারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি এভাবে তথায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করালেন। সেই থেকে রাজকুলে জাত শিশুদের 'সোণ-উত্তর' নামকরণ প্রথা শুরু হলো। এ বিষয়ে বলা হলো :

মহাঋদ্ধির সোণ-উত্তর গেলেন সুবর্ণ ভূমিতে,
পিচাশে করেন দমন 'ব্রহ্মজাল সুত্তে'।

"মহিন্দ থেরো তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়ে সম্বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করাবে" এই লক্ষ্যে উপাধ্যায়ের ও ভিক্ষুসংঘের সাথে অজ্ঝিট্ঠ চিন্তা করলেন, তাম্রপর্ণীতে গমন করতে এখন সময় উপযুক্ত হয় কি, নয়। এই চিন্তার প্রেক্ষিতে মীমাংসা চিত্ত উৎপন্ন হলো, না, এখনো উপযুক্ত সময় হয়নি। কি দেখে এই সিদ্ধান্ত হলো? মুট শিব রাজের বার্ধক্য ভাব অবগত হয়ে। তাতে চিন্তা করলেন, এই রাজা বৃদ্ধ তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না, এই সম্বুদ্ধশাসনকে গ্রহণ করে উদ্ধার করা। অতঃপর তৎপুত্র দেবানং পিয়তিষ্য রাজত্ব করবেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হবে এই সম্বুদ্ধশাসন গ্রহণ করে উদ্ধার করা। উত্তম, সেই সময় যাবত না আসছে তাবৎ আমরা জ্ঞাতি দর্শনে যেতে পারি। পুনঃ আমরা এই জনপদে আসতে ও পারি, আবার না ও পারি। এরূপ চিন্তা করে তিনি উপাধ্যায় আর ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা

করে অশোকারাম হতে বের হয়ে সেই ইট্টিয়াদি চারজন থেরোসহ সংঘমিত্রার পুত্র সুমণ শ্রামণ এবং ভণ্ডুক উপাসকের সঙ্গে রাজগৃহ নগর পরিভ্রমণান্তে দক্ষিণা জনপদে চারিকায় (ধর্মদেশনায়) বিচরণপূর্বক জ্ঞাতিগণকে দর্শন করতে করতে ৬ মাস অতিক্রম করলেন। অতঃপর আনুপূর্বিক মাতার আবাস স্থান বিদিশা নামক নগরে সম্প্রাপ্ত হলেন। কুমারকালে অশোক না-কি জনপদ লাভ করে উজ্জয়নী গমনপূর্বক বিদিশা নগরের বিদিশা শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। কন্যা সেই থেকে গর্ভধারণ করে উজ্জয়নীতে মহিন্দ কুমারকে জন্ম দিলেন। কুমার চৌদ্দ বছর বয়ঃপ্রাপ্তে রাজা অভিষেক লাভ করেন। তাঁর সেই মাতা সে সময়ে জ্ঞাতিঘরে বাস করতেন। তাই উক্ত হয়েছে : "আনুপূর্বিক তিনি মাতার বাসস্থান বেটিস নগর নামক স্থান সম্প্রাপ্ত হলেন।"

থেরোকে দেখে মাতৃদেবী থেরোর পদবন্দনা পূর্বক ভিক্ষা দান করলেন। অতঃপর থেরোকে নিজের নির্মিত বিদিশাগিরি মহাবিহারে নিয়ে গেলেন। থেরো সেই বিহারে উপবিষ্ট হয়ে চিন্তা করলেন, "আমাদের এখানে কর্তব্য-কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সময়ও এসেছে এখন লংকাদ্বীপে গমন করার। এই চিন্তা করে ভাবলেন, দেবানং প্রিয়তিষ্যকে আমার পিতার প্রভাব-প্রতিপত্তিযুক্ত রত্নত্রয়ের গুণের উৎসব করে অভিষিক্ত হওয়ার সেই বার্তা প্রেরণ করা হোক এবং জানানো হোক যে, তারা নগর হতে বের হয়ে মিস্‌সক পর্বতে আরোহন করুক, তথায় তাঁকে দর্শন করব।" অতঃপর তথায় একমাসকাল অবস্থান করলেন। মাসকাল অতিক্রম করে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে সমবেত সকলকে নিয়ে মন্ত্রণা করলেন, তাম্রপর্ণী গমনে আমাদের উপযুক্ত সময় হয়েছে কি না। তাই প্রাচীনদের উক্তি :

"মহিন্দ নামে সংঘস্থবির তথায় আহ্বানে,
ইট্টিয় উত্তিয় থেরো, ভদ্দসাল, সম্বলে।
মহাঋদ্ধিধর ষড়ভিজ্ঞা শ্রামণের সুমনে,
ভণ্ডুক ছিলেন সপ্তম সত্যদ্রষ্টা উপাসকে।
এই মহানাগ সবে ছিলেন তথা মন্ত্রণাতে।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র থেরোর নিকটে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "ভন্তে মটসিব রাজা প্রয়াত হয়েছেন। এখন মহারাজ দেবানং পিয়তিষ্য রাজত্ব করছেন। আপনি সম্যকসম্বুদ্ধের মুখে প্রকাশিত এই বলে যে, "ভবিষ্যতে মহিন্দ নামে এক ভিক্ষু তাম্রপর্ণী দ্বীপকে সৌভাগ্যবান করবে।" তাই ভন্তে, এই শ্রেষ্ঠ দ্বীপে গমনের ইহাই উপযুক্ত কাল। আমি আপনার সহায় হবো"। কেন দেবরাজ ইন্দ্র এরূপ বললেন? বোধিবৃক্ষমূলে অবস্থানকালে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকন করতে গিয়ে ভবিষ্যতে এই দ্বীপের শ্রীসৌভাগ্য দর্শন করে এরূপ

বলেছিলেন, "তখন তুমি (দেবরাজ ইন্দ্র) সহায় হবে" এভাবে আদেশ দিয়ে ছিলেন। তাই বলা হয়েছে : থেরো তাঁর (দেবরাজ) বাক্যকে অনুমোদন করে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে (অত্তসত্তমো) আকাশ পথে বেটিসক পর্বতে আবির্ভূত হয়ে অনুরাধাপুরের পূর্বদিকে মিস্‌সক পর্বতে অবস্থান করতে থাকলেন। যাহা বর্তমানে চেতিয় পর্বত নামে সকলে জানে। তাই প্রাচীনেরা বলেন :

"রাজগৃহে ত্রিশ রাত পর বেটিস পর্বতমাঝে,
দ্বীপ উত্তমে যাব আমি গমন সময় হলে।
জম্বুদ্বীপের হংসরাজ আকাশপথে উড়ে,
এভাবেই আসেন থেরো নগর উত্তমে।
পুরুষশ্রেষ্ঠের অগ্রে মেঘ সেই পর্বতমাঝে,
শীলাময় পর্বত চূড়ায়, নামেন হংসনাগে।

এভাবে ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬ (দুইশত ছত্রিশ) বছর পরে আয়ুষ্মান মহিন্দ থেরো ইট্টিয়াদিসহ এই দ্বীপে আগমন করে সম্বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইহাই জ্ঞাতব্য। অজাত শত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। সেই বর্ষে তাম্রপর্ণী দ্বীপের রাজা সীংহ কুমারের পুত্র বিজয়কুমার এই দ্বীপে এসে ইহাকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেছিলেন। জম্বুদ্বীপে রাজা উদয়ভদ্রের (অজাতশত্রুর পুত্র) রাজত্বের ১৪তম বর্ষে এখানে রাজা বিজয়কুমার কালগত হন। উদয় ভদ্রের রাজত্বের ১৫তম বর্ষে পণ্ডু বাসুদেব নামক রাজা এই দ্বীপে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তথায় রাজা নাগদাসক এর বিশতম বর্ষে এখানে পণ্ডুবাসুদেব কালপ্রাপ্ত হন। সেই বর্ষে অভয় নামক রাজকুমার এই দ্বীপে রাজত্ব লাভ করেন। তথায় (জম্বুদ্বীপে) রাজা সুসুনাগের রাজত্বের ১৭ তম বর্ষে এখানে রাজা অভয় বিশ বর্ষ পরিপূর্ণ করেন। তারপর অভয়ের বিশতম বর্ষে পণ্ডুকাভয় নামক দামরিক (তামিল?) রাজ্য দখল করেন। তথায় (জম্বুদ্বীপে) কালাসোকের রাজত্বের ১৬ তম বর্ষে এখানে পণ্ডুকের ১৭ বছর পরিপূর্ণ হয়। তারপর আরও এক বছর পরে তথায় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের ১৪ তম বর্ষে এখানে পণ্ডুকাভয় রাজা কালগত হলে মুটসিব রাজা রাজত্বপ্রাপ্ত হন। তথায় ধর্মরাজ অশোকের রাজত্বের ১৭তম বর্ষে এখানে মুটসিব রাজা কালগত হন। তখন দেবানং পিয়তিষ্য রাজত্ব প্রাপ্ত হন। সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অজাতশত্রু ২৪ বছর রাজত্ব করেন, উদয়ভদ্র ১৬ বছর, অনুরুদ্ধ এবং মণ্ডো ৮ বছর, নাগদাসক ২৪ বছর, সুসুনাগ ১৮ বছর, তৎপুত্র কালসোক ২৮ বছর, সেই হতে তৎপুত্র দস ভাতুক রাজার ২২ বছর রাজত্ব করেন। তাদের পরে নব নন্দা ২২ বছর, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বছর, এবং বিন্দুসার ২৮ বছর রাজত্ব করেন। তার অবসানে অশোক রাজত্বপ্রাপ্ত হন। তার

৪ বছর পূর্বে অভিষেক হয়। অভিষেকের ১৮তম বর্ষে এই দ্বীপে মহিন্দ থেরো প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এভাবে রাজবংশানুক্রমে ইহা জানা কর্তব্য যে, সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ হতে ২৩৬ বছর পর এই দ্বীপের বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সে সময়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে জৈষ্ঠমূল নামক নক্ষত্র ছিল। রাজা নক্ষত্রের ঘোষণা করিয়ে অমাত্যদের আদেশ দিলেন 'উৎসব করো"। রাজা চল্লিশ হাজার পুরুষ পরিবৃত হয়ে নগর হতে বের হলেন। তারা মৃগয়া ক্রীড়াকামী হয়ে যেথায় মিস্‌সক পর্বত তথায় গেলেন। সেই পর্বতে অধিষ্ঠিত একদেবী, "থেরোগণকে রাজা দেখে মতো ব্যবস্থা করব" এই ইচ্ছায় নিজে রোহিত মৃগরূপ ধারণ করে অনতিদূরে তৃণপত্রাদি ভক্ষণরত হয়ে বিচরণ করতে থাকল। রাজা ইহাকে দেখে জীবিত অবস্থায় ধরার সংকল্পে অস্ত্র ত্যাগ করে ছুটলেন। মৃগ আম্রকুঞ্জপথে (অম্বফলমগ্ন) পলায়ন আরম্ভ করলে রাজাও পেছনে পেছনে দৌঁড়ে অনুসরণ করে আম্রকুঞ্জে আরোহণ করলেন। মৃগ থেরোগণের অনতিদূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহিন্দ থেরো রাজাকে অদূরে আসতে দেখে "রাজা আমাকে দর্শন করুক, কিন্তু অন্যদের নয়" এরূপ অধিষ্ঠান করলেন এবং বললেন, "তিষ্য, তিষ্য, এদিকে এসো।" এই বাক্য শুনে রাজা চিন্তা করলেন, "এই দ্বীপে জন্মগ্রহণকারী এমন কেউ নাই, আমাকে 'তিষ্য' নামে আহ্বান করে আলাপ করবে। কিন্তু এই ছিন্ন ভিন্ন কাষায় বসনধারী মুণ্ডিত মস্তক আমার নাম ধরে কথা বলছেন, তিনি কে হবেন? তিনি কি মানুষ! না, অমনুষ্য জাতীয়? থেরো বললেন :

"সমণা ময়ং মহারাজ ধম্মরাজসস সাবকা।
তমেব অনুকম্পায় জম্বুদীপা ইধাগতা'তি"।

অনুবাদ : "ধর্মরাজে শ্রাবক হই, হে মহারাজ, আমরা সবাই।
জম্বুদ্বীপ হতে আগত এখানে তোমায় অনুকম্পায়।"

সে সময়ে মহারাজ দেবানং পিয়তিষ্য এবং ধর্মরাজ অশোক উভয়ের মধ্যে অদেখা বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজ দেবানং পিয়তিষ্যের পুণ্যপ্রভাবে ছাত পর্বতের পাদদেশে একটি বাঁশঝাড়ে তিনটি করে বংশদণ্ড রথদণ্ডের প্রমাণ হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। ইহাদের একটির নাম লতাযষ্ঠী, একটির নাম পুষ্পযষ্ঠী এবং একটির নাম পক্ষীযষ্ঠী। তাদের মধ্যে লতাযষ্ঠী রজত বর্ণের হতো। তাকে অলংকৃত করে উৎপন্ন লতা স্বর্ণবর্ণের বলে প্রতীয়মান হতো। পুষ্পযষ্ঠী নীল, পীত, লোহিত, ওদাত এবং কালবর্ণের পুষ্পাদি সুবিন্যস্ত পুষ্পকলি পত্র শোভিত বলে প্রতীয়মান হতো। পক্ষীযষ্ঠী হংস-কুক্কটা নানা পক্ষী জাতীয় এবং চতুষ্পদ জাতীয় জন্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হতো। *দ্বীপবংশ* গ্রন্থে তা এভাবেই উক্ত হয়েছে :

ছাত পর্বত পাদে আছে বংশদণ্ড তিন,
শ্বেত-রজত লতাযষ্ঠী কাঞ্চন সন্নিভ।
নীলাদি পুষ্প যেমন পুষ্পযষ্ঠী তেমন,
পক্ষীযষ্ঠী দেখতে লাগে পক্ষীর মতন।

সমুদ্রে মুক্তা, মণি, বেলুরাদি অনেক প্রকার রত্ন উৎপন্ন হয়ে ছিল। তাম্রপর্ণীতে নাকি আট প্রকার মুক্তা উৎপন্ন হয়েছিল, যেমন—হরমুক্তা, গজমুক্তা, রথমুক্তা, আমলমুক্তা, বলয়মুক্তা, অঙ্গুলিবেঠকমুক্তা, ককুধফলমুক্তা, এবং পাকতিক মুক্তা। তিনি (রাজা) সেই যষ্ঠী এবং মুক্তাসমূহসহ অন্যান্য বহু রত্ন ধার্মিক অশোককে উপহারস্বরূপ (পন্নকারথায়) পাঠিয়েছিলেন। অশোক এতে প্রসন্ন হয়ে তাঁর জন্যে এই পঞ্চ রাজকীয় চিহ্ন (রাজককুধভণ্ডানি) প্রেরণ করলেন, যথা—রাজকীয় ছাতা, ব্যজনী, খড়্গ, শিরাস্ত্রণের ঝুটি (মোলি) এবং রত্নময় পাদুকা। উপরন্তু রাজ অভিষেকের জন্যে আরও বহুবিধ উপহার, যেমন—শঙ্খ, গঙ্গার জল, মূল্যবান পোশাক (বড্ঢমানং) গলার হার (বটংসকং) ভিঙ্গার (সুরাপত্র), শুভলক্ষণযুক্ত দ্রব্য (নন্দিয় বট্টং), সিবিকা, কন্যা, চামচম অধোবিম, দুসসযুগ, হাতমোচন, হরিচন্দন, অরুণবর্ণ মৃত্তিকা, অঞ্জন, হরিতকী আমলকী ইত্যাদি। *দ্বীপবংশ* গ্রন্থে এভাবেই উক্ত হয়েছে :

"বালবী জনিমুন্থীসং ছত্তং খগগঞ্চ পাদুকং,
বেঠনং সাপামঙ্গং ভিঙ্গারং নন্দিবট্টকং।
সিবিকং সঙ্খং বটংসঞ্চ অধোবিমং বত্থকোটিকং,
সোবন্নপাতিং কটচ্ছুং মহগ্ঘং হত্থ পুজ্জনং।
অনোতত্তোদকং কঞ্ঞং উত্তমং হরিচন্দনং,
অরুণ বন্নমত্তিকং অঞ্জনং নাগমাহটং।
হরীতকং আমলকং মহগ্ঘং অমতোসধং,
সট্ঠিবাহ সতং সালিং সুগন্ধং সুবকাহটং।
পুঞ্ঞঞ কম্মাভি নিব্বত্তং পাহেসি অসোকবুযেতি।

কেবলমাত্র এ সকল দ্রব্য উপহারই নয় ধর্ম উপহারও প্রেরণ করেছিলেন। যথা :

অহং বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্গঞ্চ সরণ গতো,
উপাসকত্তং দেসেসিং সক্যপুত্তস্স সাসনে।
ইমেসু তীসু বত্থূসু উত্তমে জিনসাসনে,
ত্বম্পি চিত্তং পসাদেহি সদ্ধা রসণমুপেহী'তি।
অনুবাদঃ বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘের শরণাগত আমি,
শাক্য পুত্রের শাসনে দানে উপাসকের ভূমি।

এই তিন বস্তুর মাঝে উত্তম জিনশাসন,
শ্রদ্ধ-প্রসাদ চিত্তে নেবেন আপনিও শরণ।

রাজা (দেবানং পিয়তিসস) উক্ত দিবসে সকালে রাজা অশোকের প্রেরিত অভিষেকের দ্বারা এক মাসব্যাপী অভিষিক্ত হলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমায় সেই অভিষেক হয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্মৃতিতে জাগ্রত হলো সেই থেরো কর্তৃক উচ্চারিত এই শাসনবার্তা "সমণা ময়ং মহারাজ ধম্মরাজসস সাবকা" মহারাজ, আমরা শ্রামণ, ধর্মরাজের শ্রাবক হই। এই বচন শুনেই ভাবলেন, "আর্যগণ তাহলে কি এসে গেছেন?" তৎক্ষণাৎ অস্ত্র নিক্ষেপ করে একান্তে বসে পড়ে কুশল বাক্যালাপ করতে গিয়ে বললেন :

"একান্তে বসেন রাজা, অস্ত্র নিক্ষেপ করে,
বাক্য বলেন অর্থপূর্ণ প্রীতি সম্বোধনে।"

সম্মোধনীয় সেই বাক্যালাপের মাঝেই সেখানে সপরিবারে উপস্থিত হলেন সেই চল্লিশ হাজার পুরুষ। তখন থেরো অপর ছয়জনকে দর্শনদান করালেন। রাজা তাঁদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহারা কবে আসলেন? আমারই সাথে মহারাজ, এখন জম্বুদ্বীপে এতাদৃশ শ্রামণ আরও আছেন কি? "আছে মহারাজ।" জম্বুদ্বীপে এ জাতীয় ঋষিদের কাষায় বসনের আভা বায়ুর অনুকূল-প্রতিকূলে বিরাজ করছে। তথায় :

ত্রিবিদ্যা ঋদ্ধিপ্রাপ্ত আর চিত্তাচারে বিশারদ,
খীণাসব অর্হৎ বহু বুদ্ধের সেই শ্রাবক।

ভন্তে কিভাবে এসেছেন? মহারাজ, জলেও নয়, থলেও নয়। রাজা বুঝতে পারলেন, আকাশেই আগত হয়েছেন। থেরো ভাবলেন, "এই রাজা প্রজ্ঞাবান কি না"? পরীক্ষা করার জন্যে নিকটস্থ আম্রবৃক্ষকে উপলক্ষ করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করলেন, "মহারাজ, এই বৃক্ষটির নাম কি?" ভন্তে, ইহার নাম আম্রবৃক্ষ। মহারাজ, "এই আম্রবৃক্ষ বাদে অন্য আম্রবৃক্ষ এখানে আছে কি, নাই?" ভন্তে, আরও বহু অন্য আম্রবৃক্ষ আছে। এই আম্রবৃক্ষগুলো বাদ দিলে আর কোনো আম্রবৃক্ষ থাকবে কি, থাকবে না মহারাজ? ভন্তে, আরও অন্য আম্রবৃক্ষ থাকবে। অন্য আম্র এবং অনাম্র বৃক্ষগুলো বাদ দিলে, আরও অন্য আম্রবৃক্ষ থাকবে কি? এরূপ আরও আম্রবৃক্ষ থাকবে ভন্তে। সাধু, মহারাজ আপনি পণ্ডিত। মহারাজ, আপনার জ্ঞাতিস্বজন আছে কি? ভন্তে, বহুজন আছে। তাদের বাদ দিয়ে আপনার অন্য অজ্ঞাতি আছে কি মহারাজ? অজ্ঞাতি ভন্তে, জ্ঞাতি হতে আরও বহু বেশি। মহারাজ, আপনার জ্ঞাতি এবং অজ্ঞাতিকে বাদ দিয়ে অন্য কেউ আছে কি? আমিও তো অজ্ঞাতি ভন্তে, থেরো বুঝলেন, এই রাজা বিজ্ঞ। তিনি সক্ষম হবেন ধর্মকে বুঝতে। তহি তিনি 'ক্ষুদ্র হস্তিপদোপম সুত্ত' বললেন।

কথার অবসানে রাজা চল্লিশ হাজার পরিষদসহ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

সেই ক্ষণে রাজার জন্যে ভোজন নিয়ে আসা হলো। সুত্ত শ্রবণরত রাজা ভাবলেন, "এমন সময়ে ভোজন উচিত নয়। জিজ্ঞাসা না করে ভোজনও অনুচিত"। তাই তিনি বললেন "ভন্তে, আপনারা ভোজন করুন"। মহারাজ, এ সময়ে আমাদের ভোজন বিধেয় নয়। কোন সময়ে ভন্তে বিধেয়?" অরুণোদয় হতে মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত মহারাজ, "চলুন ভন্তে, নগরে গমন করি"। যথেষ্ট (অলং) মহারাজ, এখানেই অবস্থান করব। "যদি ভন্তে, আপনারা থাকেন, এই বালকটি হলেও আসুক।" মহারাজ, এই বালক ফললাভী, এই শাসনে অভিজ্ঞ এবং প্রব্রজ্যাপ্রার্থী। এখনই প্রব্রজিত হবে। রাজা বললেন, "তাহলে ভন্তে, সকালে রথ প্রেরণ করব। তাতে আরোহণ করে আগমন করা হোক!" এই বলে বন্দনাপূর্বক প্রস্থান করলেন।

রাজা প্রস্থানের পর পরই থেরো সুমন শ্রামণকে এই বলে আহ্বান করলেন, "শ্রামণ, তুমি এসো, ধর্ম শ্রবণের কাল ঘোষণা করো"। ভন্তে, কতদূর স্থান পর্যন্ত শ্রবণের ঘোষণা দেবো? "তাম্রপর্ণী দ্বীপের সর্বত্র"। সাধু ভন্তে, বলে শ্রামণ অভিজ্ঞাপাদ চতুর্থ ধ্যান সমাপ্তি পূর্বক উঠে সমাহিত চিত্তে অধিষ্ঠান করলেন, যাতে তাম্রপর্ণী দ্বীপের সর্বত্র শোনা যায়। এভাবে তিন বার ধর্ম শ্রবণের উপযুক্ত সময় ঘোষণা করলেন। রাজা সেই শব্দ শ্রবণ করে থেরোর নিকটে লোক প্রেরণ করলেন, কোনো প্রকার উপদ্রব হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করতে। "না, আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বুদ্ধবচন বলার ইচ্ছুক হয়ে ধর্মশ্রবণের কাল ঘোষণা করানো হচ্ছে"। শ্রামণের সেই শব্দ ভূমিবাসী দেব-মনুষ্যগণের নিকটে পৌঁছে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ধ্বনিত হলো। সেই শব্দে বিশালসংখ্যক দেবতাদের সমাগম হয়েছিল। থেরো দেবতাদের এই মহাসমাবেশ দর্শন করে "সমচিত্ত সুত্ত" ব্যক্ত করলেন। বক্তব্যের অবসানে অসংখ্য দেবতাদের ধর্মাভিসময় ধর্মপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। বহু নাগ এবং সুপর্ণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারিপুত্র থেরো এই সুত্ত ব্যাখ্যা করার কালে যেরূপ দেবগণের সমাবেশ হয়েছিল, মহিন্দ থেরোর ক্ষেত্রেও তাই হলো। অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে রাজা থেরোগণের জন্যে রথ প্রেরণ করলেন। সারথি রথকে একপাশে রেখে থেরোদের জানালেন, "ভন্তে, রথ এসেছে, আরোহণ করুন, আমরা যাবো।" থেরো বললেন, আমরা রথে আরোহণ করব না। তুমি যাও আমরা পরে আসছি। এই বলে, আকাশপথে গিয়ে অনুরাধাপুর নগরের পূর্বদিকে প্রথম চৈত্যস্থানে অবতরণ করলেন। থেরোর প্রথম অবতরণস্থানে সেই চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহাকে 'প্রথম চৈত্য' বলা হয়।

রাজা সারথিকে পাঠায়ে অন্তঃপুরে মন্ডপ তৈরি করতে অমাত্যদের নির্দেশ

দিলেন। অমাত্যগণও অতি শ্রদ্ধা ও আনন্দচিত্তে মণ্ডপ তৈরি করালেন। রাজা পুনঃ চিন্তা করলেন, "গতকাল শীলস্কন্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে থেরো উচ্চাসন মহাসন বিধেয় নয় বলেছেন। আর্যরা এই আসনে বসবেন কি বসবেন না? এরূপ চিন্তা করতে না করতে সারথি নগরদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, থেরোগণ পূর্বে আগমন করে কায়বন্ধন বেঁধে চীবর পারুপন করছেন। তিনি অতিশয় প্রসন্নচিত্ত সম্পন্ন হয়ে দ্রুত আগমন করে রাজাকে নিবেদন করলেন, "দেব, থেরোগণ এসেছেন"। রথে আরোহণ করেছেন কিনা, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। "না দেব, আরোহন করেননি। অথচ আমার পরে নিষ্ক্রমণ করে, আগেই পূর্বদ্বারে স্থিত আছেন"। "রথে আরোহণ করেননি' শুনে 'জানি না আর্যগণের জন্যে এই উচ্চাসন-মহাসন ব্যবহার করবেন কিনা। এই চিন্তা করে বললেন, "ভাইগণ, তাহলে থেরোগণের জন্যে সংক্ষেপে ভূমি আস্তরণের উপর আসন প্রস্তুত করো"। এই বলে, আগমন পথে অগ্রসর হলেন। অমাত্যেরা ভূমিতে চাটাই বিছায়ে তার উপরে নরম বিচিত্র বর্ণের গালিচা স্থাপন করলেন। গালিচার উৎক্ষেপন ভাব দেখে (উপ্পাত পাঠক দিধা) তারা বললেন, "এই ভূমি এখন তাম্রপর্ণী দ্বীপের প্রভুকে গ্রহণ করতে যাবে।" রাজা আগু বাড়াতে গিয়ে থেরোগণকে বন্দনাপূর্বক মহিন্দ থেরোর হস্ত হতে পাত্র গ্রহণ করে মহাপূজা আর সৎকার দ্বারা নগরে প্রবেশ করিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করালেন। থেরো আসন প্রজ্ঞাপ্ত দেখে এই চিন্তা করে উপবেশন করলেন, "আমাদের সম্বুদ্ধশাসন লঙ্কাদ্বীপের সর্বত্র ভূমির মতো বিস্তৃত নিশ্চল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।" রাজা থেরোগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা নিজ হস্ত বারণ না করা পর্যন্ত পরিবেশন করে, অনুলাদেবী প্রমুখ পঞ্চশত স্ত্রীকে আহ্বান করলেন, থেরোগণকে অভিবাদন এবং পূজা-সৎকার করতে। অতঃপর তিনি একপাশে উপবেশন করলেন। থেরো ভোজনকৃত্য সমাপন করে সপরিজন রাজাকে ধর্মরত্ন বর্ষণরত হয়ে প্রেতবত্থু, বিমানবত্থু এবং সত্য-সংযুক্ত বিষয়ে বললেন। থেরোর সেই ধর্মদেশনা শুনে সেই পঞ্চশত পত্নী স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করলেন।

পূর্বদিবসে যে সকল মানুষেরা মিস্‌সক পর্বতে থেরোগণকে দর্শন করেছিলেন তারা স্ব স্ব স্থানে থেরোগণের গুণগান করতে থাকলেন। তাদের এই গুণগান শ্রবণে রাজাঙ্গনে মহাজনতার সমাবেশ হওয়াতে বিশাল শব্দ উত্থিত হচ্ছিল। রাজা জানতে চাইলেন, "এই শব্দ কিসের?" দেব, ইহা নাগরিকদের। থেরোর দর্শন লাভ না হওয়াতে হৈ-চৈ করছেন। রাজা চিন্তা করলেন, "যদি এখানে প্রবেশ করতে দিই, স্থান সংকুলান হবে না"। তাই আমাত্যকে বললেন, "ভাই, যাও হস্তিশালা খালি করে বালুকা আকীর্ণ করে পঞ্চবর্ণের পুষ্প ছিটায়ে দাও। মঙ্গলহস্তির স্থানে উপরভাগ চেলবিতান দ্বারা আচ্ছাদিত করে থেরোগণের

জন্যে আসন প্রস্তুত করাও"। আমাত্যগণ তাহাই করলেন। থেরো তথায় গিয়ে উপবেশন করে দেবদূত সুত্তন্ত' ব্যখ্যা করলেন। কথার অবসানে সহস্র লোক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। হস্তিশালা অতিবিঘ্ন-সংকুল দেখে দক্ষিণদ্বারে নন্দন বন উদ্যানে আসন প্রস্তুত করালেন। থেরো তথায় উপবেশন করে আসীবিষোপম (সর্পবিষ উপমা) সুত্ত' দেশনা করলেন। তা শ্রবণ করে সহস্র লোক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

এভাবে আগত দিবস হতে দ্বিতীয় দিবসে আড়াই হাজার লোকের ধর্মাভিসময় লাভ হলো। থেরোর নন্দনবনে আগত গত কুলাস্ত্রী, কুল পুত্রবধু (সুণ্হ) এবং কুলকুমারীদের সাথে মৈত্রীময় বাক্যালাপে (সম্মোদমান) সন্ধ্যা সমাগত হলো। থেরো সময় অবলোকন করে (সল্লক্খেত্বা) "এখন মিসসক পর্বতে যাব" বলে উঠে পড়লেন। অমাত্যরা জানতে চাইলেন, "ভন্তে, কোথায় যাচ্ছেন?" "আমাদের অবস্থান স্থানে।" "তারা রাজাকে ইহা জানায়ে রাজ অনুমতি নিয়ে বললেন, "ভন্তে, এখন অসময় মিস্সক পর্বতে গমনে। এই নন্দনবনই আর্যদের আবাসস্থান হোক। না, এখন যাই। অমাত্যের পুনঃ রাজ বাক্যে প্রার্থনা করলেন, "ভন্তে রাজা এরূপ প্রার্থনা করেছেন, মেঘবন নামক উদ্যান আমার পিতার সম্পদ।" ইহা নগরের অতি নিকটেও নয়, অতিদূরেও নয় এবং সহজ গমনাগমনসম্পন্ন। থেরোগণ এখানেই বসবাস করুন। অবশেষে থেরোগণ এই মেঘবন উদ্যানেই বসবাস করেছিলেন।

রাজা সেই রাত্রির অবসানে থেরোর নিকট গমন করে সুখে শয়ন ভাব জিজ্ঞাসা গিয়ে করতে বললেন, "ভন্তে, ভিক্ষুসংঘের জন্যে এই আবাস যথাযোগ্য তো? থেরো বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, ইহা যথাযোগ্য। এরূপ বলে, এই সুত্ত উদ্ধৃত করলেন, "অনুজানামি ভিক্খবে! আবাসন্তি... "। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হয়ে সুবর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণ পূর্বক থেরোর হাতে জল ঢেলে মহামেঘ বন উদ্যান দান করলেন। জলধারাসহ পৃথিবী কম্পিত হলো। এই মহাবিহারে ইহাই প্রথম ভূকম্পন ছিল। রাজা ভীত হয়ে থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, কেন ভূকম্পন হচ্ছে?" মহারাজ, ভয় করবেন না। এই দ্বীপে দশবল বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ স্থানই হবে প্রথম বিহারের স্থান। এই ভূকম্পন তারই পূর্বনিমিত্ত। রাজা বিপুলভাবে প্রসন্ন হলেন। রাজা পরবর্তী দিন রাজগৃহে ভোজন করে নন্দন বনে আদি-অন্তহীনতা (অনমতগ্গ)সমূহের উপর দেশনা করলেন। পরবর্তী দিবসে 'অগ্নিস্কন্ধ-উপমা সুত্ত'-এর উপর দেশনা করলেন। এভাবে তিনি সপ্ত দিবসে দেশনা করলেন। এই দেশনার সমাপ্তিতে সাড়ে নয় হাজার মানুষের ধর্মাভিসময় (ধর্মে পূর্ণতা ক্ষণ) লাভ হয়েছিল। সেই হতে নন্দন বন শাসনের জ্যোতি উৎপত্তিস্থান নামে কথিত হয়ে 'জ্যোতিবন' নামে খ্যাত হয়েছিল। সপ্তম

দিবসে রাজ-অন্তঃপুরে 'অপ্রমাদ সুত্ত' দেশনা করে চৈত্যগিরিতে আগমন করেছিলেন।

অতঃপর রাজা অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করলেন "থেরো আমাদেরকে প্রচুর আন্তরিকতার সাথে উপদেশ দান করলেন। এখন তিনি কি চলে গেলেন? অমাত্যরা বললেন, "দেব, আপনার দ্বারা থেরো অপ্রার্থীত হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত গত করলেন। সেই হেতু মনে হয়, না বলেই চলে গেলেন। তাতে রাজা দুই রাণীকে সাথে করে রথে আরোহণ পূর্বক মহারাজ সজ্জায় চৈত্যগিরিতে গমন করলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে রাণীদেরকে রেখে নিজে একাকী অতিশয় ক্লান্তভাবে থেরোর নিকটে উপস্থিত হলেন। এই দেখে থেরো বললেন, "কেন মহারাজ এত ক্লান্ত অবস্থায় এখানে আগমন করলেন? ভন্তে, আপনি আমাকে এত আন্তরিকতার সাথে উপদেশ দিয়ে এখন কি চলে যেতে ইচ্ছুক হলেন? তা জানার জন্যে এসেছি। "না, মহারাজ, আমরা চলে যেতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু এখন বর্ষাব্রত কাল। শ্রামণগণকে বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান স্থান চিহ্নিত করতে হয়"। সেদিন অরিট্ঠ নামক অমাত্য ৫৫ জন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণসহ রাজার সমীপে স্থিত ছিলেন। তিনি রাাজাকে বললেন, "দেব, আমি থেরোর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক"। "সাধু ভ্রাত, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।" রাজা থেরোকে অমাত্যের এই ইচ্ছা অবগত করালেন। থেরো তাদেরকে প্রব্রজ্যা দান করতে গিয়ে ক্ষুরাগ্র স্পর্শ ক্ষণেই অমাত্যরা অর্হত্ত্ব সম্প্রাপ্ত হলেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ কন্টকাকীর্ণ চৈত্যাঙ্গন পরিষ্কার করিয়ে ৬২টি লেন তৈরির কর্মী নিয়োগ করে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই হতে থেরোগণ দশ ভ্রাতৃক রাজকুলকে প্রসন্ন করে মহাজনতাকে উপদেশ দান করতে করতে চৈত্যগিরিতে বর্ষাব্রত উদযাপনে ছিলেন ৬২জন অর্হৎ। বর্ষাব্রত সমাপ্তিতে আয়ুষ্মান মহিন্দ প্রবারণা করে কার্তিকী পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আমাদের দ্বারা সম্যকসম্বুদ্ধ দীর্ঘ কাল অদর্শনকৃত। তাই অনাথের ন্যায় অবস্থান করছি। আমরা জম্বুদ্বীপ গমনে ইচ্ছা করছি। এই শুনে রাজা বললেন, "ভন্তে, আমি আপনাদেরকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সেবা করি। এই মহাজনতা আপনাদের কারণে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত। কেন তবুও আপনারা উৎণ্ঠিত?" মহারাজ, দীর্ঘকাল আমরা সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন পাচ্ছি না। অভিবাদন, প্রত্যোত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্মাদি সম্পাদনের স্থান এখানে নেই। তাই উৎকণ্ঠিত। ভন্তে, আপনি কি বলেননি, "সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনির্বাপিত"? মহারাজ, কিঞ্চিৎ পরিনির্বাপিত। অথচ, বুদ্ধের শারিরীক ধাতু এখনো বিদ্যমান আছে। ভন্তে, বুঝতে পারছি আপনি স্তূপস্থানই আকাঙ্ক্ষা করছেন। ভন্তে, আমি অবশ্যই স্তূপ তৈরি করব। আপনি উপযুক্ত ভূমি চিহ্নিত করুন। অথচ, ধাতু কোথায় পাবো, ভন্তে?

মহারাজ, সুমণের সাথে আলাপ করুন।

'সাধু ভন্তে!' বলে রাজা সুমণ শ্রামণের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, ইদানিং ধাতু কোথায় পাওয়া যায়?" মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন (অপপোসংসুক্কো)। রাস্তা সংস্কার করুন, ধ্বজা-পতাকা এবং পূর্ণঘটাদি দ্বারা তা অলংকৃত করুন, সপরিজন উপোসথ শীল সমাদান পূর্বক সর্ববিধ বাদ্য বাজনা (তালাবচর) উপস্থাপন করে মঙ্গলহস্তিকে সর্বালংকারে শোভিত করে, তদুপরি শ্বেতছত্র ধারণ করে, সন্ধ্যার সময়ে মহানাগবন উদ্যানে গমন করুন। অবশ্যই সেই স্থানে ধাতু লাভ করবেন (লচ্ছসী)। রাজা সাধু, বলে সেই বাক্য অনুমোদন করলেন। থেরো চেতিয়গিরিতে আগমন করলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহিন্দ সুমণ শ্রামণকে বললেন, "শ্রামণের, তুমি জম্বুদ্বীপে গমন কর। তোমার আর্য ধর্মরাজ অশোকের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার বাক্যে এভাবে বলবে : "আপনার সহায়ক মহারাজ 'দেবানংপিয়তিষ্য' বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন। তিনি স্তূপ প্রতিষ্ঠাকামী। আপনার হাতে নাকি ধাতু আছে। আমাকে প্রদান করুন। তা গ্রহণ করে দেবরাজ সক্কের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলবে, "মহারাজ, আপনার হস্তে না-কি দুটি ধাতু আছে। ইহারা হচ্ছে বুদ্ধের দক্ষিণ দন্ত এবং দক্ষিণ আক্ষাস্থি (কণ্ঠাস্থি) তা হতে আপনি দক্ষিণ দন্তকে পূজা করুন এবং দক্ষিণ অক্ষাস্থি আমাকে প্রদান করুন।" আরও এরূপ বলবে, "মহারাজ, আপনি আমাদেরকে তাম্রপর্ণী দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে কেন ভুলে গেছেন?"

শ্রামণের সুমণ 'সাধু' বলে থেরোর বাক্য অনুমোদন করে আপন পাত্র-চীবর গ্রহণ করে আকাশপথে উঠে গিয়ে পাটালিপুত্রের প্রবেশ দ্বারে অবতরণ করে রাজার নিকটে গমন করত: এবিষয় প্রকাশ করলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে শ্রামণের হাত হতে পাত্র গ্রহণ পূর্বক নানা সুগন্ধি দ্বারা আবৃত করে (উব্বট্টেত্বা) উত্তম-শ্রেষ্ঠ ধাতুসমূহ পূর্ণ করে প্রদান করলেন। তিনি (সুমণ) তা গ্রহণ করে দেবরাজ সক্কের নিকট উপস্থিত হলেন। দেবরাজ সক্ক শ্রামণেরকে দেখে বললেন, "ভন্তে সুমন, কি জন্যে বিচরণ করছেন? আপনি মহারাজ আমাদেরকে তাম্রপর্ণী দ্বীপে প্রেরণ করে কেন ভুলে আছেন? না, ভন্তে ভুলিনি। কি করতে হবে বলুন। আপনার হাতে নাকি দুটি ধাতু আছে, ইহা বুদ্ধের দক্ষিণ (বাম পাশের) দন্ত এবং দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি। তা হতে আপনি দক্ষিণ দন্ত পূজা করুন এবং দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি আমাদের প্রদান করুন। 'সাধু ভন্তে' বলে দেবরাজ সক্ক যোজন প্রমাণ মণি স্তূপের মুখ খুলে, দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি ধাতু তুলে নিয়ে সুমনকে প্রদান করলেন। তিনি তা গ্রহণ করে চৈত্যগিরির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অতঃপর মহিন্দ প্রমুখ সকল মহানাগ (অর্হৎ) ধার্মিক রাজা অশোকের প্রদত্ত ধাতু চৈত্যগিরিতে প্রতিষ্ঠিত করে দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি ধাতু গ্রহণ পূর্বক বর্ধমান

কচ্ছের মহানাগবন উদ্যানে আগমন করলেন। রাজা সুমন শ্রামণের কথিত নিয়মে পূজা-সৎকার পূর্বক হস্তীর স্কন্ধবারে ধারণ করে নিজে মঙ্গলহস্তীর মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ অবস্থায় মহানাগবনে উপস্থিত হলেন। অতঃপর রাজা এরূপ সত্যক্রিয়া করলেন, "যদি ইহা সত্যই সম্যকসম্বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু হয়ে থাকে, তাহলে ছত্র অপসারণের সাথে সাথেই মঙ্গল হস্তী জানুদ্বয় দিয়ে ভূমিতে স্থিত হোক এবং ধাতু করণ্ড আমার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হোক।" রাজার এই চিত্ত উৎপত্তির সাথে সাথেই ছত্র অপনমিত হলো, হস্তী জানু দিয়ে ভূমিতে স্থিত হলো, এবং ধাতু করণ্ড রাজার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজা অমৃতে অবগাহনের ন্যায় পরম প্রীতি-প্রমোদ্যসম্পন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, ধাতু কি করব? মহারাজ, তা এখন হস্তি কুম্ভেই রাখুন। রাজা ধাতু করণ্ড গ্রহণ করে হস্তি কুম্ভে রাখলেন। হস্তী ও প্রমোদ্য-প্রীতিতে ক্রোঞ্চনাদে গর্জন করলেন। মহামেঘ উত্থিত হয়ে পুষ্করিণীতে বর্ষণের ন্যায় বর্ষিত হলো। জল তরঙ্গায়িত হওয়ার মতো মহা ভূ-কম্পনও হলো। "প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্যকসম্বুদ্ধের ধাতু প্রতিষ্ঠিত হবে" এ কারণে দেব-মানব প্রমোদিত হয়েছিল। দেব-মানবদের এই প্রীতিতে ঋদ্ধিময় শ্রী সৌন্দর্য প্রকাশার্থে বলা হয়েছে :

চর্তুমাস্য পূর্ণিমাতে বুদ্ধ মহাবীর
দেবলোক হতে এসে হস্তিকুম্ভে স্থির।

অতঃপর সেই হস্তিনাগ অনেক বাদ্য-বাজনা পরিবৃত হয়ে উৎফুল্ল পূজা-সৎকার দ্বারা গৌরবণীয় অবস্থায় পশ্চিম অভিমুখী হয়ে বের হয়ে যেখানে নগরের পূর্বদ্বার সেখানে গমন করলো। পূর্ব নগর দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ পূর্বক নগর বাসী দ্বারা উৎফুল্ল পূজার মাধ্যমে দক্ষিণ দ্বারে বের হয়ে থুপারামের পশ্চিম দিকে 'মহেজবথু' নামক স্থানে গমন করে পুনঃ থুপারাম অভিমুখে প্রস্থান করলো। সে সময়ে থুপারামে পূর্বের তিন সম্যকসম্বুদ্ধের পারিভোগিক চৈত্য বিদ্যমান আছে।

অতীতে এই দ্বীপের নাম নাকি ওজ দ্বীপ ছিল। তখন অভয় নামক রাজার নগরের নাম ছিল অভয়পুর, চেতিয় পর্বতের নাম ছিল দেবকূট পর্বত এবং থুপারামের নাম ছিল পটিয়ারাম। সে সময়ে ভগবান ককুসন্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁহার মহাদেব নামক শ্রাবক সহস্র ভিক্ষুকে নিয়ে দেবকূটে অবতরণ করেছিলেন, মহিন্দ থেরো কর্তৃক চেতিয় পর্বতে অবতরণের ন্যায়। সে সময়ে ওজদ্বীপ বাসীরা পজ্জরক রোগের দ্বারা (পজ্জরকেন) খুবই দুর্দ্দশায় (অনয়ব্যসনং) পতিত হয়েছিল। ভগবান ককুসন্ধ বুদ্ধচক্ষে জগৎ অবলোকন কালে এই জনগণকে দুর্দ্দশায় পতিত দেখে ৪০ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে তথায় গমন করলেন। তার প্রভাবে সেই থেকে পজ্জরকের উপশম হলো। রোগ

উপশম হলে ভগবান ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাতে ৮৪ হাজার লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। ভগবান ধর্মকারক বস্তু (ধর্মকরণং) দান করে প্রস্থান করেছিলেন। শেষে তাহা পটিয়ারামে চৈত্য নিমার্ণ কালে ভিতরে রাখা হয়েছিল। মহাদেব এই দ্বীপে ধর্মদানে অবস্থান করেছিলেন।

ভগবান কোণাগমনের সময়ে এই দ্বীপের নাম ছিল বরদ্বীপ। তখন রাজার নাম ছিল সমেণ্ডী, নগরের নাম ছিল বর্ধমান এবং পর্বতের নাম ছিল সুবর্ণকূট। সে সময়ে বরদ্বীপে অনাবৃষ্টির কারণে শষ্যহীন ও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। জনগণ ছাতক রোগের দ্বারা মহাদুর্দশায় পতিত হয়েছিল। ভগবান কোণাগমন বুদ্ধ চক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনের সময়ে এই জনগণকে দুর্দশা পতিত দেখে ৩০ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে আগমন করেছিলেন। বুদ্ধের প্রভাবে দেবগণ (মেঘ) সম্যক ধারায় বর্ষণ করালে দ্বীপে সুভিক্ষ হয়। ভগবান ধর্মদেশনা করলে ৮৪ হাজার লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। ভগবান একসহস্র ভিক্ষুসহ সুমন থেরোকে কায়বন্ধন দিয়ে বরদ্বীপে রেখে চলে গেলেন। সেই কায়বন্ধন পরবর্তীতে চৈত্য নির্মাণকালে ভিতরে রাখো হয়েছিল।

কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এই দ্বীপের নাম ছিল মণ্ডদ্বীপ। রাজার নাম ছিল জয়ন্ত, নগরের নাম বিশাল এবং পর্বতের নাম ছিল সুভকূট। সে সময়ে মণ্ডদ্বীপে মহাবিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই কলহ-বিবাদের কারণে বহুলোক বিপর্যস্ত হয়েছিল। ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে এই লোকদের জীবন বিপর্যস্ত দেখে ২০ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে এই দ্বীপে আগমন করে বিবাদের উপশম ঘটায়ে ধর্মদেশনা করেছিলেন। এই দেশনায় ৮৪ হাজার লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। ভগবান সহস্র ভিক্ষুসহ সর্বানন্দ নামক থেরোকে দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করে, স্নানবস্ত্র প্রদান করে প্রস্থান করেছিলেন। এই স্নানবস্ত্র পরে চৈত্য নির্মাণকালে তথায় প্রক্ষেপ করা হয়। এভাবে থুপারামে পূর্বের তিনজন বুদ্ধের চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। বুদ্ধশাসনের অবলুপ্তির সময়েই সে সকল চৈত্য ও বিলুপ্ত হবে এবং শুধুমাত্র ভূমিই অবশেষ রূপে থাকবে। তাই উক্ত হয়েছে : "সে সময়ে থুপারাম পূর্বের তিনি বুদ্ধেরও 'পারিভোগিক চৈত্য' ছিল। তদ্ধেতু বিনষ্ট চৈত্যটি দেবতা প্রভাবে নানা বৃক্ষ এবং কণ্টক সমাকীর্ণ হয়েই স্থিত থাকে। কদাপি অসুচি মল-মূত্র এবং আবর্জনায় প্রদুষ্ট হতে পারে না।

অতঃপর হস্তির অগ্রে অগ্রে রাজপুরুষগণ গমন পূর্বক বৃক্ষাদি ছেদন করে ভূমিকে হাতের তালুর ন্যায় সমতল করে শোধন করতে থাকলেন। হস্তিনাগ সেই মহানাগবন উদ্যানকে সম্মুখে রেখে তার পশ্চিম দিকে বোধিবৃক্ষের স্থানে গিয়ে স্থিত হলো। অতঃপর ধাতু মস্তক হতে নামানোর উদ্যোগ শুরু করলে হস্তি

তা নামাতে দিল না। তখন রাজা থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, নাগ কেন ধাতু অবতরণ করাতে দিচ্ছে না?" মহারাজ, আরোহণ করে ধাতু নামানো সম্ভব হবে না। সে সময়ে অভয় নামক দিঘীর জল তীর ছিন্ন করে সমস্ত ভূমি সিক্ত করে দিল। মৃত্তিকাপিণ্ড উদ্ধার করা সহজ হলো। তাতে মহাজনতা অতি সহসা মাটি আহরণ করে হস্তিকুম্ভ প্রমাণ স্তূপ করে ফেললো। তা থেকে স্তূপ তৈরির ইষ্টক (ইট্‌ঠকং) তৈরি আরম্ভ হলো। ইষ্টক তৈরি যতক্ষণ শেষ না হলো, ততক্ষণ হস্তি নাগ দিবাভাগে বোধিবৃক্ষের স্থানে হস্তিশালায় এবং রাতে স্তূপ প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে অবস্থান করে। অতঃপর ভিত্‌গাথুনী (বত্থুংচিনাপেত্তি) করিয়ে রাজা থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, স্তূপ কিরূপ নির্মাণ কর্তব্য? মহারাজ শষ্যের স্তূপ সদৃশ।

'সাধু ভন্তে!' বলে রাজা জঙ্ঘা প্রমাণ স্তূপের ভিত্ তৈরি করে ধাতু অবতরণ করাতে মহাসৎকারের আয়োজন করলেন। সকল নগর জনপদ হতে ধাতুদর্শনে জনতা সমবেত হলো। সেই মহাজনতার এই সমাবেশে ধাতু হস্তিকুম্ভ হতে সপ্ততল (সাত্তালা) প্রমাণ আকাশে উত্থিত হয়ে মহাজনতাকে দশবল বুদ্ধের যমক ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শন করলো। ভগবান শ্রাবস্তীর গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে প্রদর্শীত প্রতিহার্য সদৃশ হয়ে এই ধাতু ও ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করে জলধারা এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবর্তিত করেছিল। তা সম্ভব হলো থেরোর প্রভাবে, দেবগণের প্রভাবে এবং বুদ্ধের প্রভাবে। ভগবান নাকি জীবিত অবস্থায় অধিষ্ঠান করেছিলেন, "আমার পরিনির্বাণের পর তাম্রপর্ণী দ্বীপের অনুরাধাপুরের দক্ষিণভাগে পূর্বের তিন বুদ্ধের পরিভোগিক চৈত্যের স্থানে আমার দক্ষিণ অক্ষাস্থি ধাতু প্রতিষ্ঠার দিবসে এই প্রতিহার্য প্রদর্শিত হোক।

"এমনই অচিন্তনীয় বুদ্ধ, ধর্মও সেই মত,
অচিন্তনীয় গুণের প্রসন্নতায়, বিপাকও হয় অচিন্তনীয়।"

(অপদান/থেরোগাথা)

সম্যকসম্বুদ্ধ নাকি জীবিতকালে এই দ্বীপে তিনবার এসেছিলেন। প্রথম বার একাকী যক্ষ দমনে এসে যক্ষকে দমন করে বলেছিলেন, "আমার পরিনির্বাণের পর এই দ্বীপে শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে"। তাই তাম্রপর্ণী দ্বীপের সুরক্ষায় তিনবার তিনি দ্বীপ প্রদক্ষিণ করেছিলেন। দ্বিতীয়বারও একাকী এসে মামা-ভাগিনেয় নাগরাজাদের দমন করে প্রস্থান করেছিলেন। তৃতীয়বার পঞ্চশত ভিক্ষুসহ এসে মহা চৈত্যস্থান, থুপারামস্থান, মহাবোধি প্রতিষ্ঠাস্থান, মহিয়াঙ্গন চৈত্যস্থান, মুতিয়াঙ্গন চৈত্যস্থান, দীঘবাপি চৈত্যস্থান, এবং কল্যাণী চৈত্যস্থানসমূহে নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে অবস্থান করেছিলেন। এই চতুর্থবারে ধাতুশরীরেই তাঁর আগমন হলো।

ধাতুশরীর হতে নিষ্ক্রান্ত জলরাশি নাকি তাম্রপর্ণী দ্বীপের এমন স্থান নেই স্পর্শ করেনি। এভাবে উৎসারিত জলরাশির পরশে তাম্রপর্ণী দ্বীপের উষ্ণতার প্রশমন ঘটিয়ে, মহাজনতাকে প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করে আকাশ হতে অবতরণ করে রাজার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজার মানব জীবন সার্থক জ্ঞান করে মহা পূজা-সৎকারের মাধ্যমে ধাতুকে প্রতিষ্ঠাপিত করালেন। ধাতু প্রতিষ্ঠাপনের সময়ে মহাভূকম্পন হয়েছিল। ধাতু প্রতিহার্য দর্শনে চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয়ে রাজভ্রাতা রাজকুমার অভয় সহস্র পুরুষের সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। অনুরূপভাবে চৈতরাষ্ট্রগ্রাম হতে পাঁচশো বালক, দ্বারমণ্ডলাদি গ্রামসমূহ হতে নিষ্ক্রান্ত পাঁচ পাঁচশত বালক, এভাবে নগরের ভিতর ও বাহির হতে প্রব্রজিতের সংখ্যা সর্বমোট ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়ে ছিল। স্তূপ নির্মাণ সমাপ্তিতে রাজা, রাজার ভাই, পত্নীগণ, এবং দেব-নাগ-যক্ষগণ প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপকে পূজা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত ধাতুশ্রেষ্ঠকে পূজার পর্ব সমাপ্তিতে মহিন্দ থেরো মেঘবন উদ্যানে গমন করে অবস্থান করতে থাকলেন।

সে সময়ে অনুলাদেবী প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছুক হয়ে, তা রাজাকে নিবেদন করলেন। রাজা তৎ বাক্য শ্রবণ করে থেরোকে বললেন, "ভন্তে, রাণী অনুলা প্রব্রজ্যা গ্রহণকামী। তাকে প্রব্রজিত করবেন কি?" মহারাজ, আমাদের দ্বারা মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যাদান সম্ভব নয়। পাটলীপুত্র নগরে সংঘমিত্রা নামে আমার বোন আছে। তাকে নিয়ে আসেন। মহারাজ এই দ্বীপে পূর্বের তিনজন সম্যকসম্বুদ্ধের বোধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের ভগবানের পরিপূর্ণ রশ্মিজাল বিকীর্ণকারী বোধিকেও এখানে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তাই তথায় সংবাদ দেয়া প্রয়োজন যে, "সংঘমিত্রা বোধি গ্রহণ করেই আগমন করুক।"

"সাধু ভন্তে!" বলে রাজা থেরোর বাক্য সমর্থন করে অমাত্যগণের সাথে মন্ত্রণা করে অরিট্‌ঠ নামক ভাগিনাকে বললেন, "তাত, তুমি কি পারবে পাটলিপুত্র নগরে গমন পূর্বক মহাবোধিসহ আর্যা সংঘমিত্রাকে আনতে?" দেব আমি পারবো, যদি আমাকে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করেন। তাত, তুমি যাও। থেরীকে আনয়ন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো। তিনি রাজা এবং থেরোর উপদেশ গ্রহণ করে থেরোর অধিষ্ঠান প্রভাবে একদিনেই জম্বুকোলপট্টন গমন করে নৌযানে আরোহণ পূর্বক সমুদ্র অতিক্রম করে পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হলেন। অনুলাদেবী পঞ্চশত কন্যা এবং পঞ্চশত অন্তঃপুর চারিকাসহ দশশীল গ্রহণ পূর্বক কাষায়বসন পরিধান করে নগরের একপাশে আবাস স্থান তৈরি করিয়ে অবস্থান করছিলেন। অরিট্‌ঠ সেই দিনেই রাজাকে সংবাদ পৌঁছে দিতে এভাবে বললেন, আপনার পুত্র মহিন্দ থেরো এরূপ বলেছেন যে, আপনার মিত্র রাজা দেবানং প্রিয়তিষ্যের ভ্রাতার পত্নী অনুলাদেবী প্রব্রজ্যা কামী, তাকে

প্রব্রজ্যাদানে আর্য সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করুন। এবং আর্যার সাথে মহাবোধিকেও পাঠাতে হবে। থেরোর সংবাদ প্রদান করে, আর্যা সংঘমিত্রার নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আর্যে, আপনার ভ্রাতা মহিন্দ থেরো আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। দেবানং প্রিয়তিষ্য রাজার ভ্রাতার পত্নী অনুলাদেবী পঞ্চশত কন্যা এবং পঞ্চশত অন্তঃপুরচারিনীকে সাথে নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণকামী। আপনি আগমন করে প্রব্রজিত করুন"। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে গমন করে এরূপ বললেন, "মহারাজ, আমার ভ্রাতা মহিন্দ থেরো এই সংবাদ দিয়েছেন, রাজার ভ্রাতৃবধু অনুলাদেবী পঞ্চশত কন্যা এবং পঞ্চশত পুরনারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রব্রজ্যাকামী। আমার আগমন প্রতীক্ষায় (উদিক্খাত্ত) আছেন। মহারাজ, আমি তাম্রপর্ণী দ্বীপে যাবো।"

রাজা বললেন, "মা, আমার পুত্র মহিন্দ থেরো আমার নাতি সুমণ শ্রামণের আমার হাত ছিন্ন করার ন্যায় তাম্রপর্ণী দ্বীপে গেল। তাদের অদর্শনজনিত উৎপন্ন শোক তোমার মুখ দেখে উপশম করি। যথেষ্ট হয়েছে মা, তুমি যাবে না।" মহারাজ, আমার ভ্রাতার বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত্রিয়া অনুলা সহস্র স্ত্রী পরিবৃত হয়ে প্রব্রজ্যাকে সামনে রেখে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন (পটিমানেতি)। মহারাজ, আমি যাবো।" তাহলে মা মহাবোধি গ্রহণ করেই গমন করো। রাজন, কোথায় মহাবোধি? সুমন শ্রামণের ইতিপূর্বে ধাতু গ্রহণে আগমন করলে রাজা লঙ্কাদ্বীপে ভবিষ্যতে মহাবোধি প্রেরণকামী হয়েছিলেন। কিন্তু, কিভাবে অশ্বত্থবৃক্ষকে আঘাত না করে মহাবোধি প্রেরণ করব?" এর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মহাদেব নামক অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "দেব, বহু পণ্ডিত ভিক্ষু তো আছেন"। ইহা শুনে রাজা ভিক্ষুসংঘকে ভোজন দান করে ভোজনকৃত্য শেষে সংঘকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, ভগবানের মহাবোধি লঙ্কাদ্বীপে গমন উচিত কিনা?" সংঘ মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরোকে ইহা সমাধানের ভার দিলেন। থেরো বললেন, "মহারাজ, মহাবোধি লঙ্কাদ্বীপে গমন কর্তব্য।" তিনি আরও উল্লেখ করলেন, ভগবান পাঁচটি অধিষ্ঠানের কথা বলেছেন। সেই পাঁচটি কি? ভগবান নাকি মহাপরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত হয়ে অধিষ্ঠান করেছিলেন, "লঙ্কাদ্বীপে মহাবোধি প্রতিষ্ঠার্থে অশোক মহারাজা যখন মহাবোধি গ্রহণার্থে গমন করবেন, তখন মহাবোধির দক্ষিণ শাখা স্বয়ং ছিন্ন হয়ে সুবর্ণ কটাহে প্রতিষ্ঠিত হোক!" ইহা একটি অধিষ্ঠান।

তথায় প্রতিষ্ঠাকালে মহাবোধি মেঘের অন্তরালে প্রবেশ পূর্বক অবস্থান করুক! ইহা দ্বিতীয় অধিষ্ঠান।

"সপ্তম দিবসে মেঘের অন্তরাল হতে অবতরণ পূর্বক সুবর্ণ কটাহে প্রতিষ্ঠিত

হোক এবং পত্র ও ফল যুক্ত হয়ে ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করুক। ইহা তৃতীয় অধিষ্ঠান।

থুপারামে দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি ধাতুচৈত্যে প্রতিষ্ঠার দিবসে যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করুক"! ইহা চতুর্থ অধিষ্ঠান।

"লঙ্কাদ্বীপের মহাচৈত্যে দ্রোণ পরিমাণ ধাতু প্রতিষ্ঠাকালে বুদ্ধের রূপ ধারণ করে আকাশে উত্থিত হয়ে যমক প্রতিহার্য প্রদর্শন করুক।" ইহা পঞ্চম অধিষ্ঠান।

রাজা এই পঞ্চ মহা অধিষ্ঠানসমূহ শ্রবণ করে প্রসন্নচিত্তে পাটলিপুত্র হতে যথায় মহাবোধি সেই পথকে সংস্কার করিয়ে (পটিজগ্গাপেত্বা) সুবর্ণ আধার তৈরিতে বহু স্বর্ণ বের করালেন। এতে রাজার চিত্ত জ্ঞাত হয়ে বিশ্বকর্মাদেবপুত্র কর্মীর বেশ ধারণ করে সম্মুখে দাঁড়ালেন। রাজা তাঁকে দেখে বললেন, "তাত, এই স্বর্ণ গ্রহণ করে আধার তৈরি কর"। দেব, পরিমাপ জানতে পারি কি? তাত, তোমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করো। "সাধুদেব, করে দেবো" বলে স্বর্ণ গ্রহণ পূর্বক নিজ প্রভাবে হস্ত-লেপন দ্বারাই নয় হাত বেড় (পরিকখেপং), পাঁচ হাত গভীর (উব্বেধ), তিন হাত ব্যাস বা প্রস্থ (বিক্খম্ভং), আঙ্গুল পরিমাণ পুরু (বহুলং), হস্তি শৌণ্ড পরিমাণ কিনারা (মুখবট্টিং) এই পরিমাপে আধার নির্মাণ করলেন। অতঃপর রাজা সপ্তযোজন দীর্ঘ (আযাম) এবং তিন যোজন বিস্তৃত (বিত্থার) বিশাল সেনাদল নিয়ে পাটলিপুত্র হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আর্যসংঘকে গ্রহণ পূর্বক মহাবোধি সমীপে আগমন করলেন। সেনা উত্তোলিত (সমুস্সিত) ধ্বজা-পতাকা, নানা রত্নখচিত বহু অলংকার-মণ্ডিত, নানা কুসুম সমাকীর্ণ অনেক তূর্য সংঘূঠ্ঠ (উচ্চ-নিনাদী বাদ্য) মহাবোধিকে ঘিরে দাঁড়ালো। রাজা সহস্র পরিমাণ নায়ক মহাথেরোগণকে (গণপমোক্খে) গ্রহণ পূর্বক জম্বুদ্বীপের সর্বত্র অভিষেকপ্রাপ্ত সহস্র রাজার সাথে নিজেকে এবং মহাবোধিকে বেষ্টন করালেন। এবং মহাবোধিমূলে অতিবিনয়ের সাথে (উল্লোকেতি) দাঁড়ালেন। সেই ক্ষণে মহাবোধির স্কন্ধ এবং দক্ষিণ মহাশাখা হতে চারি হস্ত পরিমাণ অংশ (পদেস) থেকে গিয়ে অবশিষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা এই প্রতিহার্য (অলৌকিক দৃশ্য) দর্শন করে উৎপন্ন প্রীতি প্রমোদ্যভাবে গদগদ হয়ে বললেন, "আমি জম্বুদ্বীপের সকল রাজাদের নিয়ে মহাবোধিকে পূজা করছি" এই বলে ভিক্ষুসংঘকে অভিষেক প্রদান করলেন। অতঃপর পুষ্প-সুগন্ধি দ্বারা পূজা করতে তিনবার প্রদক্ষিণ করে অষ্টস্থানে বন্দনা করলেন। হাতজোড় করে স্থিত হয়ে সত্যক্রিয়া দ্বারা বোধি গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে ভূমি হতে মহাবোধির দক্ষিণ শাখার উচ্চতা যতটুকু সেই পরিমাপে উচ্চতাসম্পন্ন সর্বরত্ন-মণ্ডিত পিঁড়ির (পীঠ) উপরে সুবর্ণ আধারকে স্থাপন করে, রত্নপীঠে আরোহণ করলেন। সুবর্ণ তুলিকা গ্রহণ করে মনোসিলায় রেখা দ্বারা চিহ্নিত করে এই

সত্যক্রিয়া উচ্চারণ করলেন, "মহাবোধি যদি লঙ্কাদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করা উচিত হয়, যদি আমি বুদ্ধশাসনে নিঃসন্দেহ হই (নিব্বেমতিকো), মহাবোধি স্বয়ং সুবর্ণ আধারে অবতরণ পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হোক"। এই সত্যক্রিয়ার সাথে সাথেই বোধিশাখা মনোশীলার চিহ্নিত স্থানে ছিন্ন হয়ে সুগন্ধ কর্দমে পূর্ণ (কললপুর) সুবর্ণ আধারের উপর স্থিত হলো। তথায় দশ হস্ত-স্কন্ধ পরিমাণ উচ্চতা (উব্বেধেন) সম্পন্ন হয়ে চারি হস্ত পরিমাণ মহাশাখার চারটি ফলমণ্ডিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র শাখা হয়েছিল সহস্র পরিমাণ। অতঃপর রাজা মূল রেখার উপরে তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থানে অন্য একটি রেখা দ্বারা চিহ্নিত করলেন। তৎক্ষণাৎ সে স্থানে পুষ্পপল্লব যুক্ত হয়ে দশটি মহামূল বের হয়ে আসল। পুনঃ তিন আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল পরিমাণে নতুন রেখা দ্বারা তিনি পরিচিহ্নিত করলেন। সেগুলোও দশ দশটি পুষ্পপল্লব যুক্ত হয়ে নব্বুইটি মূল গজিয়েছিল। প্রথম দশটি মহামূল ছিল চারি আঙ্গুল পরিমাণ নিষ্ক্রান্ত। অপরগুলি গবাক্ষ জাল সদৃশ হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল।

এতগুলো প্রতিহার্য রাজা রত্নপীঠের মাথায় অবস্থানকালেই দর্শন করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে মহানাদে নিনাদিত করলেন। তাতে সহস্র ভিক্ষু সাধুবাদ ধ্বনিতে মুখরিত করলেন। সকল রাজসেনা জয়ধ্বনি (উন্নদিনী) দিতে থাকলেন। শত সহস্র জনতা গাত্র বসন উড়ায়ে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। ভূমিবাসী দেবতা হতে ব্রহ্মকায়িক দেবতা পর্যন্ত সকলেই সাধুবাদ প্রদান করলেন। এমন প্রতিহার্য দর্শন করতে করতে প্রীতিতে রাজার দেহে পুনঃ পুনঃ শিহরণ জাগতে থাকলো। তিনি অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় মহাবোধি শতমূল দ্বারা সুবর্ণ কটাহে প্রতিষ্ঠিত হলো। দশ মহামূল সুবর্ণ আধারের তল পর্যন্ত স্পর্শ করলো। অবশিষ্ট নব্বুইটি ক্ষুদ্র মূল আনুপূর্বিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সুগন্ধ কর্দমের উপরে অবতরণ করে স্থিত হলো।

এভাবে সুবর্ণ আধারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়ামাত্রই মহাপৃথিবী কম্পিত হলো। আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত (মেঘের গর্জন) হলো পর্বতরাজির নৃত্য, দেবগণের সাধুবাদ, যক্ষদের হুঙ্কার, অসুরদের স্তুতিজপ, ব্রহ্মদের অঙ্গুস্ফোটন, মেঘের গর্জন, চতুষ্পদগণের রব, পক্ষীদের কুজন (রত), সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের স্ব স্ব শব্দ ভূতল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত একই কলরবে একই নিনাদে উত্থিত হয়েছিল। পঞ্চশাখার মধ্যে প্রত্যেকটি ফল হতে ষড়বর্ণের রশ্মি নিষ্ক্রান্ত হয়ে চক্রবালের সর্বত্র রত্নময় রংধনু (রতন গোপণসী) সদৃশ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উদ্ভাসিত করেছিল। সেই মুহূর্ত হতে মহাবোধি সপ্ত দিবস পর্যন্ত মেঘের অন্তরালে প্রবেশ করে অবস্থান করেছিল। কেউই মহাবোধিকে দেখতে পায়নি। রাজা রত্নপীঠ হতে অবতরণ করে সাতদিন যাবত মহাবোধির পূজা

করেছিলেন। সপ্তম দিনে মহাবোধি সকল দিকের মেঘসমূহকে ষড়রশ্মি দ্বারা আবৃত করেই মেঘে প্রবিষ্ট হয়েছিল। উজ্জ্বল মেঘসমূহ অপসারিত হলে মহাবোধি চক্রবাল গর্ভেই স্থিত হতো, এবং সে সময়েই ইহা পরিপূর্ণ শাখা-প্রশাখা ও ফলমণ্ডিত হয়েছিল। রাজা মহাবোধিকে দেখে এবং তার ঋদ্ধি প্রতিহার্য-সঞ্জাত প্রীতি-প্রমোদ্যে অভিভূত হয়ে বললেন, "জম্বুদ্বীপের সকল রাজ্য দ্বারা আমি এই তরুণ মহাবোধিকে পূজা করব"। এই বলে অভিষিক্ত করে সাতদিন যাবত মহাবোধির স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মহাবোধি পূর্ব কার্তিক প্রবারণা দিবসে সন্ধ্যাকালে প্রথম সুবর্ণ আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর মেঘগর্ভে সপ্তাহকাল অভিষিক্ত হয়ে অবতরণ করলে রাজা কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ দিবসে একদিনেই পাটলিপুত্রে প্রবেশ করে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দিবসে মহাবোধিকে মহাশালমূলে স্থাপন করলেন। সুবর্ণ আধারে প্রতিষ্ঠা দিবস হতে ১৭তম দিবসে মহাবোধির অভিনব অঙ্কুর উদ্গম হয়েছিল। তৎদর্শনে প্রসাদিত রাজা জম্বুদ্বীপের সকল রাজা দ্বারা মহাবোধিকে পুনঃ পূজা ও অভিষেক প্রদান করালেন। তথায় সুমণ শ্রামণের কার্তিক পূর্ণিমা দিনে ধাতু গ্রহণ করে চলে গেলেন। এখন মহাবোধির জন্যে কার্তিকী পূজার উৎসব (ছন) উপস্থিত হলো (অদ্দস)। এভাবে মহাবোধি মণ্ডপ (বজ্রাসন) হতে আনীত এবং পাটলিপুত্রে স্থাপিত মহাবোধিকে সম্পর্কিত করেই বলা হলো :

"তাহলে মা, মহাবোধি গ্রহণ করেই গমন করো"। আর তিনি ও (সংঘমিত্রা) 'সাধু' বলে সম্মত হয়েছিলেন।

রাজা মহাবোধি রক্ষণার্থে ১৮টি দেবকুল, ৮টি অমাত্যকুল, আটটি ব্রহ্মণকুল, ৮টি গৃহপতিকুল, (কুটুম্বিক), ৮টি গোপকুল (গোয়ালা), ৮টি তরচ্ছ কুল (নেকড়েবাঘ?) এবং ৮টি কালিঙ্গকুল (কলিঙ্গ?) প্রদান করে জল সিঞ্চনার্থে ৮টি সুবর্ণ ঘট, ৮টি রজত ঘট প্রদান করে এই পরিষদের সাথে মহাবোধিকে গঙ্গার মধ্যে নৌযানে রাখলেন। স্বয়ং নগর হতে নিষ্ক্রমণ করে বিজ্বাটবি (?) অতিক্রম করে অনুক্রমে সাত দিনের মধ্যে তাম্রলিপ্তি প্রাপ্ত হলেন। পথিমধ্যে দেব-নাগ-মানবদের স্বতঃস্ফুর্ত পূজাপ্রাপ্ত হলেন এই মহাবোধি। রাজা সমুদ্রতীরে সাত দিন যাবত মহাবোধিকে রেখে দিয়ে জম্বুদ্বীপে সমস্ত রাজ্য প্রদান করলেন। ইহা হলো তৃতীয়বারের মতো জম্বুদ্বীপ প্রদান।

মহারাজ্য দ্বারা এভাবে পূজা করে অগ্রহায়ণ (মাগসির) মাসের প্রথম প্রতিপদ দিবসে ধার্মিক রাজা অশোক মহাবোধিকে উঁচিয়ে ধরে গলাপ্রমাণ জলে অবতরণ পূর্বক জাহাজে স্থাপন পূর্বক সংঘমিত্রা থেরীকে পরিষদসহ জাহাজে তুলে দিয়ে অরিষ্ঠ অমাত্যকে বললেন, "তাত, আমি মহাবোধিকে তিনবার

জম্বুদ্বীপের সকল রাজ্য দ্বারা পূজা করে গলাপ্রমাণ জলে অবতরণ পূর্বক পূজা করলাম। তুমি আমার বন্ধুকে বলবে অনুরূপভাবে মহাবোধিকে পূজা করুন। এভাবে মহাকুলকে সংবাদ দিয়ে, অশ্রুধারা বিগলিত চোখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা পূর্বক এই বলে দাঁড়িয়ে থাকলেন, "অহো! যাচ্ছে এ দশবল বুদ্ধের ষড়রশ্মি জাল-বিমণ্ডিত শ্রীমহাবোধি।" থেরী সংঘমিত্রা মহাবোধিসহ নাবারোহিত হয়ে মহারাজকে দেখতে দেখতে মহাসমুদ্র তলে প্রস্থান করলেন। মহাসমুদ্র চতুর্দিকে যোজন প্রমাণ শান্ত ছিল। তথায় পঞ্চবর্ণের পদ্মরাশি পুষ্পিত হলো, আকাশে দিব্যবাদ্য-তুর্যাদি নিনাদিত হলো। আকাশে, জলে, স্থলে, বৃক্ষাদিতে অধিষ্ঠিত দেবগণ উল্লসিত চিত্তে বিপুল পূজা দিলেন। সংঘমিত্রা থেরী সুপর্ণ রূপ ধারণ করে মহাসমুদ্রের নাগকুলকে সন্ত্রস্ত করে তুললেন। সন্ত্রস্ত নাগগণ আগমন করে তাঁর বিভূতি দেখে থেরীকে প্রার্থনা করে মহাবোধিকে নাগভবনে নিয়ে গিয়ে ৭দিন নাগরাজ্য দ্বারা পূজা করে পুনঃ জাহাজে তুলে দিলেন। সেই দিনেই তারা জম্বুকোলপত্তনে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অশোক মহাবোধির বিয়োগ দুঃখে ক্রন্দন রোদন পূর্বক দর্শনীয় বিষয়াদি অবলোকন করে প্রত্যাগমন করলেন।

মহারাজা দেবানং পিয়তিষ্য সুমণ শ্রামণের কথানুসারে অগ্রাহয়ণ মাসের প্রথম প্রতিপদ দিবস হতে উত্তরদ্বার থেকে জম্বুকোলপত্তন পর্যন্ত পথের সংস্কার কর্ম সম্পাদন ও অংলকৃত করলেন। নগর হতে নিষ্ক্রমণ দিবসে উত্তর দ্বারের নিকটে সমুদ্র সংলগ্ন শালবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেরোর প্রভাবে দেখতে পেলেন, মহাসমুদ্রে আগমনরত বিভূতিসম্পন্ন মহাবোধিকে। সন্তোষ মনে বন হতে বের হয়ে সমস্ত পথে পঞ্চবর্ণের পুষ্প ছিটায়ে দিয়ে মধ্যে মধ্যে ফুলের স্তবকাদি স্থাপন করে একদিনের মধ্যে জম্বুকোলপত্তনে পৌঁছে গেলেন। তথায় গমন করে সর্ব প্রকার বাদ্যযন্ত্র পরিবৃত হয়ে, পুষ্প-ধূপ ও সুগন্ধাদি দ্বারা পূজায় রত হয়ে গল প্রমাণ জলে অবতরণ পূর্বক, "অহো! দশবল বুদ্ধের ষড়রশ্মি জাল বিস্তারকারী শ্রীমহাবোধির আগমন হচ্ছে" এই ভাব জাগ্রত হয়ে প্রসন্নচিত্তে মহাবোধিকে উত্তোলিত করে উত্তম অঙ্গ মস্তকে প্রতিষ্ঠাপিত করলেন। মহাবোধিকে পরিবৃত করে আগত ষোলটি জাতিসম্পন্ন কুলকে সাথে করে সমুদ্র হতে উত্তীর্ণ মহাবোধিকে সমুদ্রতীরে স্থাপন করে তিনদিন ব্যাপী তাম্রপর্ণী দ্বীপের সকল রাজাদ্বারা পূজা করানো হলো এবং জাতিকুলসমূহের রাজ্যে প্রদক্ষিণ করানো হলো। অতঃপর চতুর্থদিনে মহাবোধিকে গ্রহণ করে উত্তম পূজা-সৎকার করতে করতে অনুক্রমে অনুরাধাপুর সম্প্রাপ্ত হলেন। অনুরাধপুরে মহাসৎকার করে দ্রুত বর্ধমান ছায়াসম্পন্ন মহাবোধিকে উত্তর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নগর মধ্যে নিয়ে এসে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণদ্বার হতে পঞ্চশত ধনুর

দূরত্বের যে স্থানে আমাদের সম্যকসম্বুদ্ধ নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে উপবেশন করেছিলেন এবং পূর্বের তিন সম্যকসম্বুদ্ধ ধ্যানসমাপত্তি উপভোগ করেছিলেন, যেখানে ভগবান ককুসন্ধের মহাসিরিস বোধি, ভগবান কোণাগমণের উদুম্বর বোধি, এবং ভগবান কাশ্যপের নিগ্রোধবোধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মহাবন উদ্যান যেখানে সুমন শ্রামণের পরামর্শে প্রথম ভূমি পরিকর্ম সম্পাদন হয়েছিল, রাজার সেই বথুদ্বার প্রকোষ্ঠ স্থানেই মহাবোধি প্রতিষ্ঠা করানো হলো।

কিভাবে? সেই বোধিকে পরিবৃত হয়ে আগত ১৬টি জাতিকুল রাজবেশ ধারণ করেছিলেন। রাজা দৌবারিকের বেশ গ্রহণ করলেন। ১৬টি কুল মহাবোধিকে গ্রহণ করে অবতরণ করালেন। মহাবোধি তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই ৮০ হাত পরিমাণ আকাশে উত্থিত হয়ে ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করলেন। এই রশ্মি দ্বীপের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। মহাবোধির এই প্রতিহার্য দর্শন করে উৎপন্ন চিত্তপ্রসাদকে আনুপূর্বিক বিদর্শনে প্রবর্তিত করে দশহাজার পুরুষ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সূর্যের অস্তগমন না হওয়া পর্যন্ত মহাবোধি আকাশে স্থিত ছিলেন। সুর্যাস্তে রোহিণী নক্ষত্র যোগে ইহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বোধি প্রতিষ্ঠালগ্নে জলসহ ভূমি কম্পিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েও এই মহাবোধি ৭দিন যাবত মেঘের গর্ভে লোকের অদর্শনে চলে গিয়েছিল। ৭ম দিবসে আকাশ মেঘ শূন্য ছিল। তখন ইহা হতে ষড়রশ্মি প্রজ্জ্বলিত ও বিস্ফোরিত হয়ে নিসৃত হয়েছিল। মহাবোধির স্কন্ধ (কাণ্ড) শাখা, পত্র এবং ফলসমূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মহিন্দ থেরো সংঘমিত্রা থেরী এবং রাজা সপরিবারে মহাবোধির স্থানে আগমন করে ছিলেন। সমগ্র দ্বীপবাসী ও বিশাল পরিমাণে সমবেত হয়েছিল। তাদের দৃশ্যমান অবস্থায় উত্তর শাখা হতে একটি ফল ঝড়ে পড়লো। স্থবির হাত উঠালেন। ফলটি থেরোর হাতেই পড়লো। "মহারাজ, ইহা রোপন করুন!" এই বলে থেরো তাহা রাজাকে দিলেন। রাজা তা গ্রহণ করে সুবর্ণ আধারে মধুমিশ্রিত আবর্জনা বিছায়ে এবং সুগন্ধযুক্ত কর্দমে পূর্ণ করে তথায় রোপন করলেন। মাহবোধির সন্নিকটেই তা স্থাপন করালেন। সকলের দৃশ্যমান অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ চারি হাত প্রমাণ ৮টি তরুণ বোধিবৃক্ষ উত্থিত হলো। রাজা সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে ৮টি শ্বেতছত্র দ্বারা তাদের পূজা করে অভিষিক্ত করলেন। তথা হতে একটি বোধিবৃক্ষকে জম্বুকোল পত্তনে রোপন করেছিলেন, মহাবোধিকে নিয়ে আসার সময়ে যেখানে প্রথম রাখা হয়েছিল। অপর একটিকে তবক্ক ব্রাহ্মণের গ্রামদ্বারে, একটিকে থুপারামে, একটিকে ইস্‌সর নির্মাণ বিহারে, একটিকে প্রথম চৈত্যস্থানে, একটিকে চৈত্যপর্বতে, একটিকে রোহণ জনপদের কাজর গ্রামে এবং একটিকে রোহণ জনপদের চন্দন গ্রামে বন্টন করা হলো।

অপর ৪টি ফলের বীজ হতে জাত ৩২টি তরুণ বোধিকে যোজনীয় আরামসমূহে প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন।

এভাবে পুত্র-নাতি-পরম্পরা সমগ্র দ্বীপবাসীর হিতসুখে প্রতিষ্ঠিত দশবল বুদ্ধের ধর্ম পতাকাভুক্ত এই মহাবোধি। ইতিমধ্যে অনুলাদেবী পাঁচশত কন্যা এবং পাঁচশত অন্তঃপুরিকাসহ সহস্র মাতৃজাতিকে সাথে নিয়ে সংঘমিত্রা থেরীর নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাজার ভাগিনা অরিষ্ঠ ও পাঁচশত পুরুষের সাথে থেরোর নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই সপরিষদ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

অতঃপর একদিন রাজা মহাবোধিকে বন্দনা করে থেরোর সাথে থুপারামে যাচ্ছিলেন। তার লৌহপ্রাসাদ স্থানে পৌঁছলে পুরুষেরা পুষ্প নিয়ে আসলেন। রাজা থেরোকে সেই পুষ্পরাশি দান দিলেন। থেরো পুষ্পসমূহ দ্বারা লৌহপ্রাসাদ স্থানে পূজা করলেন। পুষ্পসমূহ ভূমিতে পতনমাত্রই মহাভূকম্পন হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, কেন এই ভূকম্পন?" মহারাজ, এই খালিস্থানে ভবিষ্যতে সংঘের উপোসথাগার হবে। তারই কারণে ইহা পূর্বাভাস।

রাজা থেরোর সাথে আবার যাত্রা করলে আমবাগানের স্থান প্রাপ্ত হলেন। তথায় বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন অতিমধুর রসের এক আম্র আনা হলো। রাজা তা পরিভোগের জন্যে থেরোকে দিলেন। থেরো তথায় ইহা পরিভোগ করে বললেন, "ইহা এখানে রোপন করুন।" রাজা সেই আমের আঁটি তথায় রোপন করে জল সিঞ্চন করলেন। এই আম্রবীজ রোপন দ্বারা ভূকম্পন হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, কেন এই ভূকম্পন?" মহারাজ, ভবিষ্যতে এই খালি স্থানে সংঘের জন্যে 'অম্ব অঙ্গন' নামে এক সম্মেলন স্থান প্রতিষ্ঠিত হবে। ইহা তারই পূর্বাভাষ।

রাজা সেই স্থানে আট মুষ্ঠি পুষ্প ছিটিয়ে দিয়ে বন্দনা করে পুনঃ থেরোর সাথে চলতে গিয়ে মহাচৈত্য স্থান সম্প্রাপ্ত হলেন। তথায় মানুষেরা চম্পক পুষ্প সংগ্রহ করে এনে দিলেন। রাজা তা থেরোকে দিলেন। থেরো মহাচৈত্যস্থানে পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করে বন্দনা করলেন। তৎ মুহূর্তে মহাপৃথিবী সঙ্কম্পিত হলো। রাজা থেরোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ, এই খালিস্থানে অনাগতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অসদৃশ মহাস্তূপ নির্মিত হবে। এই ভূকম্পন তারই পূর্বনিমিত্ত। ভন্তে, আমিই হই করব। উত্তম মহারাজ, কিন্তু আপনার অন্যান্য বহু কর্ম রয়ে গেছে। আপনার নাতি দুট্ঠগামিনী অভয়ই ইহা করবে। এতে রাজা বললেন, "ভন্তে, যদি আমার নাতিই করবে, তাহলে আমার করার কি রইলো?" তখন রাজা বারো হাত প্রমাণ পাষাণস্তম্ভ আনায়ে তথায় লিখে দিলেন, "দেবানং পিয়তিষ্য রাজার নাতি,

দুট্ঠগামিনী অভয় এই প্রদেশে স্তূপ নির্মাণ করুক।" অতঃপর স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত করে থেরোকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে, তাম্রপর্ণীদ্বীপে সম্বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তো? মহারাজ, শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে মূলটা অবতরণ করানো হচ্ছে আপনার দ্বারাই। ভন্তে, তাহলে কখন এই অবতরণ শেষ হবে? মহারাজ, যখন তাম্রপর্ণীবাসী মাতা-পিতাদের তাম্রপর্ণী দ্বীপে জাত সন্তানদের (দারকা) কে তাম্রপর্ণী দ্বীপে প্রব্রজিত করে তাম্রপর্ণী দ্বীপের মধ্যেই বিনয় শিক্ষা করিয়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে ব্যাখ্যাত হবে তখনই হবে শাসন অবতরণের পূর্ণতা। ভন্তে, এতাদৃশ ভিক্ষু এখন আছেন কি? হ্যাঁ মহারাজ, আছে। মহা অরিষ্ট ভিক্ষু এই কর্ম সম্পাদনে সমর্থ। ভন্তে, এখন আমার কর্তব্য কি? মহারাজ, মণ্ডপ প্রস্তুত প্রয়োজন। 'সাধু ভন্তে, বলে রাজা মেঘবর্ণ অভয়ের অমাত্যের পরিবেণ স্থানে রাজা-প্রভাব দ্বারা মহাসঙ্গীতি কালে রাজা অজাতসত্তুর দ্বারা কৃত মণ্ডপতুল্য একটি মণ্ডপ তৈরি করলেন। শিল্পীদেরকে স্ব স্ব বাদ্য বাজনার জন্যে নিয়োজিত করে "আমি শাসনের মূলসমূহের অবতরণ প্রত্যক্ষ করব" এই ভাবনায় অনেক সহস্র জনতা পরিবৃত হয়ে থুপারামে উপস্থিত হলেন।

সে সময়ে থুপারামে ৬৮ হাজার ভিক্ষু সমবেত হয়েছিলেন। মহামহিন্দ থেরোর আসন ছিল দক্ষিণমুখী করে স্থাপিত। মহা অরিষ্ঠ থেরোর ধর্মাসন প্রস্তুত হয়েছিল উত্তরমুখী করে। অতঃপর মহা অরিষ্ট থেরো মহিন্দ থেরো কর্তৃক জিজ্ঞাসিত (অজ্ঝিট্ঠো) হয়ে আনুক্রমিক প্রাপ্তব্য আপন যোগ্য ধর্মাসনে উপবেশন করলেন। মহিন্দ থেরো প্রমুখ ৬৮ জন মহাথেরো ধর্মাসন পরিবৃত হয়ে উপবেশন করলেন। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মত্তাভয় থেরো, "ধুরগ্রাহী হয়ে বিনয় শিক্ষা করব" এই চেতনায় পাঁচশত ভিক্ষুসহ মহা অরিষ্ঠ থেরোর ধর্মাসনকে পরিবৃত করে উপবেশন করলেন। অবশিষ্ট ভিক্ষু স্ব স্ব অঞ্চলের (সরাজিকা) পরিষদ নিয়ে নিজ নিজ প্রাপ্য আসনে উপবেশন করলেন।

আয়ুষ্মান মহা অরিষ্ঠ থেরো এই বলে বিনয় নিদান (উৎপত্তি কথা) ভাষণ শুরু করলেন, "সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বেরঞ্জায় নলেরু পুচিমন্দমূলে অবস্থান করছিলেন। অরিষ্ঠ থেরো কর্তৃক বিনয় নিদানের ভাষণকালে আকাশে এক মহাশব্দ উত্থিত হয়েছিল, অসময়ে বিজলী চমকালো, দেবতারা সাধুবাদ দিলেন, মহাপৃথিবী জল সমেত কম্পিত হলো, এরূপ বহুবিধ ঋদ্ধি প্রতিহার্যের মধ্যে আয়ুষ্মান অরিষ্ঠ থেরো মহামহিন্দ থেরো প্রমুখ ৬৮ জন গণনায়ক খীণাসব মহাথেরোগণের সাথে, অধিকন্তু ৬৮ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে প্রথম কার্তিক প্রবারণা দিবসে থুপারাম বিহার মাঝে শাস্তা ভগবানের করুণা দীপ্তি সতর্কীকরণ মূলক (অনুসিট্ঠিকরাণ) কায়িক ও বাচানক কর্মে সতর্কীকরণমূলক (অনুসট্ঠি) প্রচুর শ্রমসাধ্য (বিপ্ফন্দিত) বিনয় সেই বিনয়পিটক প্রকাশিত হলো। এভাবে

বিনয় প্রকাশের পর বহু দেশনা বহুজনের হৃদয়ে ইহার প্রতিষ্ঠাদান করে যথায়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করে নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন। সেই মহাসমাগমের মহামহিন্দ প্রমুখ সম্পর্কে তাই উক্ত হয়েছে :

"আটষট্টিজন মহাথেরো ধুর গ্রাহী সমাবেশে,
ধর্মরাজের শ্রাবক তারা গণনায়ক প্রত্যেকে।
ঋদ্ধিকোবিদ ত্রিবিদ্য-তারা বশীপ্রাপ্ত খীণাসবে,
অভিজ্ঞানে উত্তমার্থ অনুশাসিত রাজাতে।
আলোক প্রদর্শন করে মহী করে উদ্ভাসিত,
অগ্নিস্কন্ধ জ্বালিয়ে তাঁরা হন নির্বাপিত।"

তাঁদের পরিনির্বাণের পরবর্তীতে তাদের অন্তেবাসী থেরোগণের মধ্যে তিষ্যদত্ত, কালসুমন এবং দীর্ঘ সুমনাদিরা মহা অরিষ্ঠ থেরোর ও অন্তেবাসী ছিলেন। এভাবে অন্তেবাসী, অন্তেবাসীকা পরম্পরা পূর্বোক্ত আচারিয়া পরম্পরা এই বিনয়পিটক এ যাবত (যাবজ্জতনা) নিয়ে এসেছেন। তাই উক্ত হয়েছে :

"তৃতীয় সঙ্গীতি হতে পরবর্তী সময়ে এই দ্বীপে নিয়ে এসেছেন (আভতং) মহিন্দ থেরো প্রমুখ। মহিন্দ থেরো হতে শিক্ষা করে নিয়ে এসেছেন, কিছুকাল অরিষ্ঠ থেরো প্রমুখ। সেই হতে এ যাবত তাদের অন্তেবাসী পরম্পরা এবং আচারিয়া পরম্পরা নিয়ে আসা হয়েছে। কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? পালি ভাষা এবং ইহার অর্থ হতে ঊনতাহীনভাবে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবর্তিত হয়েছে। মনিঘটে প্রক্ষিপ্ত তেলসদৃশ বিন্দুমাত্রও ক্ষরিত হয়নি (পগ্ঘরতি) এরূপ অধিক মাত্রায় স্মৃতি-গতি-ধিতি এই ত্রিমাত্রিক মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে লজ্জীদের মধ্যে, অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে এবং শিক্ষাকামী ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই অর্থে বিনয় প্রতিষ্ঠা। বিনয়কে অধ্যয়নের সুফল উল্লেখ পূর্বক (সল্লক্খেত্বা) শিক্ষাকামী ভিক্ষুরা বিনয় শিক্ষা ও অনুশীলনে পূর্ণতা সাধন কর্তব্য।

তথায় ইহাই বিনয়পরিযত্তি আনিসংস (সুফল) বিনয়পরিযত্তি-কুশল ব্যক্তি সম্বুদ্ধশাসনে সুগভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্র হেতু তিনি মাতাপিতা স্থানীয় হন। সেই হেতু এই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা তার প্রতি তিনি ব্রত-প্রতিব্রত এবং আচার-গোচর সম্পর্কে দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। এতে বিনয় অধ্যয়নকে ভিত্তি করে নিজে শীলস্কন্ধে সুগুপ্ত সুরক্ষিত হন, সন্দিগ্ধ ভিক্ষুদের সন্দেহ নিরসনকারী হন, সংঘের মধ্যে বিচার মীমাংসায় (বোহর) বিশারদ হন, প্রতিপক্ষকে (পচ্চত্থিকে) ধর্মত সুনিগ্রহ নিগ্রহীত করে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব দানে নিবেদিত হন। তাই ভগবান বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, পরবর্তীকালে সুফল অভিজ্ঞ বিনয়ধর ভিক্ষুগণ, আপন শীলস্কন্ধে সুগুপ্ত হবেন, সুরক্ষিত হবেন, এবং সদ্ধর্মের স্থায়িত্বে

নিবেদিত হবেন," (পরিবারো)

ভগবান কর্তৃক যে সকল সংবরমূলক কুশল ধর্ম উক্ত হয়েছে বিনয়ধরগণ তাহাদের উত্তরাধিকারী। তাই বিনয়কে মূল থেকে ধারণই তাঁদের ধর্ম। সেই হেতু ভগবান কর্তৃক এভাবেই উক্ত হয়েছে :

"বিনয় সংযমতার জন্যে, সংযমতা অনুতাপ (বিপ্পটিসার) না থাকার জন্য অনুতাপহীনতা প্রমোদ্যতার জন্যে, প্রমোদ্যতা প্রীতি উৎপত্তির জন্য, প্রীতি প্রশান্তির জন্য (পস্সদ্ধি), প্রশান্তি সুখলাভের জন্য, সুখ সমাধি লাভের জন্য, সমাধি যথাভূত জ্ঞানদর্শনের জন্য, যথাভূত জ্ঞানদর্শন নির্বেদপ্রাপ্তির জন্য, বিমুক্তি বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের জন্য, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উপাদানহীন পরিনির্বাণের জন্য। এই অর্থেই কথা, এই অর্থেই মন্ত্রণা, এই অর্থেই যুক্তি প্রচেষ্টা (উপনিসা), এই অর্থেই শ্রবণ-অবধারণ, যাহা অনুৎপাদ চিত্তের বিমোক্ষ। (পরিবার)

তাই বিনয় শিক্ষার্থীদের (পরিয়ত্তিয়) করণীয় হচ্ছে উদ্যম-উৎসাহী হওয়া (আযোগে)।

এ যাবত সেই বিনয় সংবর্ণনায় যেই মাতিকা স্থপিত তা হচ্ছে :

"আয়ুষ্মানদের বর্ণিত যাহা, ধারিত তা প্রকাশিতে,
যথা প্রতিষ্ঠিত চিত্তে, বর্ণিত তা বিধিমতে।

এই গাথার মাধ্যমে বিনয়ের অর্থ প্রকাশিত হলো এবং বাহির নিদান বর্ণনা যথা অভিপ্রায়ে সংবর্ণিত হলো।

[তৃতীয় সঙ্গীতি কথা সমাপ্ত]

[বাহির উৎপত্তি কথা (নিদান) সমাপ্ত]

বেরঞ্জক অধ্যায় বর্ণনা

১। এখন—

"তাহলে হোক আদিপাঠের নানা প্রকার অর্থবর্ণন,
প্রদর্শিত করব আমি বিনয়ার্থের সংবর্ণন।"

উক্ত হয়েছে, "সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান..." ইত্যাদির অর্থবর্ণনা করছি। যেমন– 'তেনাতি' হচ্ছে অনিয়ম নিদ্দেসবচন। অর্থাৎ যাহা তার স্বরূপ দ্বারা অব্যক্ত; অপরদিকে তা অর্থ দ্বারা সিদ্ধ। এই বাক্য দ্বারাই প্রতিনির্দেশ কর্তব্য। 'অপরভাগ' বলতে যা বিনয়-প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা কার্যকারণ সিদ্ধ নয় তা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পরিবিতর্ক দ্বারা সিদ্ধ। তাই যেই সময়ে সেই পরিবিতর্কের উৎপত্তি সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বেরঞ্জায় অবস্থান করছিলেন। এরূপই অর্থ সম্পর্ক জ্ঞাতব্য। ইহাই হচ্ছে বিনয়ের সর্বত্র যুক্তিযুক্ত এবং যথাযথ।

'তেন' বলতে তৎ তৎ পূর্বে বা পরে যা অর্থ দ্বারা সিদ্ধ। 'যেন' এই বচন দ্বারা প্রতিনির্দেশ কর্তব্য।

তথায় ইহা মুখ্য নিদর্শন, যেমন হয়েছে : "তেনহি ভিক্খবে ভিক্খূনং সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেস্সামি, যেন সুদিন্নো মেথুনং ধম্মং পটিসেবি। যস্মা পটিসেবি তস্মা পঞ্ঞপেস্সামি"তি।

অনুবাদ : তাহলে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; সুদিন্ন দ্বারা যেইমাত্র মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন হয়েছে। তা যখনই যেভাবে প্রতিসেবিত হবে, তখনই আমি প্রজ্ঞাপিত করব।"

এভাবে তা আগে অর্থ হতে সিদ্ধি দ্বারা 'যেনা'তি এই বাক্যে প্রতিনির্দেশ যুক্তিযুক্ত হয়।

সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, যে সময়ে কুম্ভকার পুত্র ধনিয় অদত্ত রাজ কাষ্ঠ গ্রহণ করেছিলেন।

এভাবে 'ইমিনা' এই বচন দ্বারা পরবর্তী অর্থ সিদ্ধ হয়। তাই 'তেন' এই বচনের অর্থ প্রতিনির্দেশ হিসেবে যুক্তিযুক্ত হয়।

'সময়েন' এই বচন দ্বারা সময় শব্দটি এভাবেই ব্যবহার হয়েছে :

যেই 'কাল' হেতু দৃষ্টে 'ক্ষণ'রূপে যুক্ত,
ত্যাগে হয় লব্ধ, গাথার বিশ্লেষণে দৃষ্ট।

যেমন দীর্ঘনিকায়ে উক্ত হয়েছে : "আমি স্বয়ং অল্পকাল অল্প সময়ের জন্যে হলেও উপস্থিত থাকতে পারি" সমবায়ের ইহাই অর্থ। 'ক্ষণ' সম্পর্কে অঙ্গুত্তরনিকায়ে উক্ত হয়েছে "হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য জীবনের জন্যে ইহাই একমাত্র 'ক্ষণ' এবং একমাত্র সময়।" পাচিত্তিয় গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে : "গরমের

সময়, পরিদাহের সময়" ইহাই 'কাল'। 'বায়ুতে মহাসময়' এই অর্থে 'সমূহ'। মজ্ঝিম নিকায়ে হে ভদ্দালি, সময় তোমার অপ্রতিবিদ্ধ। এই বাক্য বলা হয়েছে, যখন ভগবান শ্রাবস্তী অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান বলেছিলেন, "সে আমাকে একসময় জানতে পারবে যে, ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার শাসনে শিক্ষা অপূর্ণকারী। তাই তাকে বলা হয়েছে : 'হে ভদ্দালি, 'যথার্থ সময়' তোমার অপ্রতিবিদ্ধ (অজ্ঞাত)। অর্থাৎ সময়কে কাজে লাগাতে পারনি।" ইহাই হচ্ছে 'হেতু' অর্থে সময় শব্দের ব্যবহার।

মজ্ঝিমনিকায়ে ইহা 'দৃষ্টি' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—"সে সময়ে সমনমুণ্ডিক পুত্র শিক্ষারত পরিব্রাজক 'অল্প সময়' এই বাদী হয়ে (সময়প্পবাদক) তিন্দুকাচীরে একসালকে মল্লিকার আরামে বসবাস করছিলেন।" তাই সংযুক্তনিকায়ে বলা হয়েছে :

দৃষ্ট ধর্মে (বর্তমানে) অর্থ যাহা, ভবিষ্যতেও তাহা,
ধীর ও পণ্ডিত তিনি অর্থাভিসময় যাহা।

'প্রতিলাভ' অর্থেও ইহা জ্ঞাতব্য। "মান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দুঃখের অন্তসাধন করে"। (ম.নি.) এরূপ বাক্য পরিত্যাগ অর্থপ্রকাশক। "দুঃখকের পীড়ন (পীলনটঠো) সঙ্খাতস্বভাব, সন্তাপস্বভাব, বিপরীত পরিণাম স্বভাব, পরিপূর্ণ জ্ঞানদানে অন্তরায়কর স্বভাব এভাবে ইহার অর্থ প্রতিবেধ। এখানেও ইহা কাল (সময়) অর্থের প্রকাশ করছে। তাই আয়ুষ্মান সারিপুত্রের যেই সময়ে বিনয় প্রজ্ঞপ্তি প্রার্থনার কারণ সংশ্লিষ্ট পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল সেই 'কাল'কে এ সকাল অর্থে বিচার্য।

তাই বলা হয়েছে : "অতঃপর কিভাবে এই সুত্তে 'একং সময়ং' এই শব্দটি উপযোগ বাক্য দ্বারা নির্দেশ করা হলো? এবং অভিধর্মে যেমন বলা হলো 'যেই সময়ে কামবচরাদি' এরূপ ভূমি-সংশ্লিষ্ট বচন দ্বারা অনুরূপ অর্থ প্রকাশ না করে 'তেন সময়েন' বচন দ্বারা এখানে কোন ধরনের কারণ নির্দেশ করা হলো?" তথায় এবং এখানে ইহা ভিন্নভাবের অর্থ প্রকাশক হয়েছে। কিভাবে? সুত্তন্তের মধ্যে প্রায়শ নানা প্রকার সংযোগার্থ প্রকাশ হতে দেখা যায়। যেমন "যে সময়ে ভগবান ব্রহ্মজালাদি সুত্তসমূহ দেশনা করছিলেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত করুণা চিত্তে অবস্থান করছিলেন"। তাই সেই পর্যায়ের অর্থ যোজনার জন্যে তদুপযোগী অর্থ নির্দেশ করা হয়েছিল। অভিধর্মে কিন্তু প্রশ্ন মীমাংসা (অধিকরণ) অর্থে এবং ভাব দ্বারা ভাব লক্ষণ প্রকাশার্থে এ সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়। অধিকরণে এই 'সময়'—শব্দটি কাল অর্থজ্ঞাপক এবং সমূহার্থ জ্ঞাপক। তাই ইহা স্পর্শাদি ধর্মসমূহের ক্ষণসমষ্টির হেতু সম্পর্কিত এবং সময়ের ভাবদ্বারা সে সকল ভাবচিহ্নিত। তাই সেই অর্থ যোজনার জন্যে তথায় ভূমি সম্পর্কিত বচন দ্বারা

নির্দেশ করা হয়েছে। ইহাতে হেতু, অর্থ এবং কারণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেই শিক্ষাপদসমূহ প্রজ্ঞপ্তি সময়ে সারিপুত্রাদি দ্বারা যখন শিক্ষাদান দুঃসাধ্য ছিল, ঠিক সে সময়ের অপেক্ষায় থেকে ভগবান তথায় তথায় হেতু এবং কারণ-সংশ্লিষ্ট করে শিক্ষাপদসমূহ প্রজ্ঞাপিত করেন। তাই তদর্থ যোজনার জন্যেই এখানে 'কারণ' বচন দ্বারা নির্দেশকৃত বলে জ্ঞাতব্য। এভাবেই সেই অর্থ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন :

উপযোগ দ্বারা, ভূমি দ্বারা, সেই সেই অর্থের অপেক্ষায়;
অন্যত্র 'সময়' টি ব্যক্ত, কারণ ও সেই ইহায়।

প্রাচীন বর্ণনায় একসময় বা যেই সময় বা সেই সময় এই বাক্যসমূহের সবই ভূমি-সংশ্লিষ্ট অর্থের প্রকাশক শুধু কথাবার্তার প্রভেদ মাত্র। তাই 'সেই সময়' এরূপ বললে 'তৎ সময়ে' এই অর্থে প্রযোজ্য বলে বুঝে নিতে হবে।

'বুদ্ধো ভগবা'তি—এই পদটির অর্থ পরে বর্ণনা করব। এখন 'বেরঞ্জাযং বিহরতি' এ নিয়ে আলোচনা করা হোক। এখানে 'বেরঞ্জযং' সমীপ্যর্থে ভূমিবাচক। 'বিহরতিতী'তি এই পদ দ্বারা (অবিসেসেন) ইর্যাপথ, দেব, ব্রহ্ম, আর্যভাবে অবস্থানসমূহের মধ্যে যেকোনো একটিতে অবস্থান নির্দেশক। এখানে দাঁড়ান, গমন, উপবেশন এবং শয়ন ভেদে এই চারি অবস্থার (ইর্যাপথের) মধ্যে যেকোনো একটিতে অবস্থানকে বুঝানো হচ্ছে। তাই ভগবান দাঁড়ান, গমন, উপবেশন, শয়ন ইত্যাদির মধ্যে অবস্থান করছেন অর্থেই 'বিহরতি' পদটি জ্ঞাতব্য। কারণ তিনি এক ইর্যাপথ পরিত্যাগে অন্য ইর্যাপথ গ্রহণ দ্বারা অবস্থান বিচ্ছিন্ন করত অবিরত (অপরিপতন্ত)ভাবে নিজেকে প্রবর্তিত করছেন, এই অর্থে 'বিহরতি' বলা হয়েছে।

'নলেরু পুচিমন্দ মূলে'তি বলতে এখানে নলেরু নামক পুচিমন্দ যক্ষ যেই নিমবৃক্ষের মূলকে আশ্রয় করে থাকে। 'মূল' শব্দের অন্য একটি অর্থ উসীর বা বেণার মূল বুঝায়, যাহা জালি জালি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র সুগন্ধি জাতীয় শেকড় বিশেষ। (অ.নি.) এভাবেই মূলাদি অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে দীর্ঘনিকায়ে 'লোভাদি অকুশলের মূল' বলতে অসাধারণ হেতু অর্থে এই পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

'রুক্খমূল' বলতে মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষছায়া যখন বিস্তারিত হয়, তখন বায়ুবিহীন অবস্থায় বৃক্ষপত্র ঝড়ে পড়ে যেই পরিমাণ ভূমি দখল করে তাই বৃক্ষমূল। ইহার বাইরে হলে সমীপে বুঝায়। এখানে সামীপ্য অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই নলেরু যক্ষ দ্বারা অধিগৃহীত পুচিমন্দের সমীপে, এই অর্থেই গ্রহণ কর্তব্য।

সেই পুচিমন্দ (নিম্ব) বৃক্ষ নাকি অন্যান্য বৃক্ষদের মধ্যে অধিপতি সদৃশ রমণীয় এবং চিত্তপ্রসাদ উৎপাদক ছিল। ইহা সেই নগরের অনতিদূরে এবং

সহজ গমনাগমনসম্পন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। ভগবান বেরঞ্জায় গমন করে অনুকূল স্থানে অবস্থানে ইচ্ছুক হয়ে তারই নীচে অবস্থান করেছিলেন। তাই উক্ত হয়েছে : "বেরঞ্জায়ং বিহরতি নলেরু পুচিমন্দমূলে।"

তথায় যদি এরূপই বলা হয় যে, ভগবান বেরঞ্জায় অবস্থান করছেন, 'নলেরু পুচিমন্দ মূলে' তারও কিছু বলার নেই। অথবা 'তথায় অবস্থান করছেন যথায় বেরঞ্জায়"—এতেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যুগপৎ উভয়ার্থ বাচক এমন বালা কি সম্ভব যে, সে সময়ে তিনি সত্ত্বরও নয়, বিলম্বেও নয় এমনভাবে অবস্থান করছেন। না, এভাবে দেখা উচিত নয়, এভাবে বলাও উচিত নয়। ইহা সমীপ্যার্থে ভূমিবাচক শব্দ। উপমার্থে যেমন বলা যায়, গঙ্গা-যমুনাদি সমীপে গরুরপাল বিচরণ করছে। এই বাক্যে গঙ্গায়ও বিচরণ করছে, যমুনায়ও বিচরণ করছে বলা চলে। অনুরূপভাবে এখানে বলা যায়, বেরঞ্জার সমীপে নলেরু পুচিমন্দমূল যথায়, তথায় অবস্থান করতে গিয়ে তিনি বেরঞ্জার পুচিমন্দমূলে অবস্থান করছেন। এই বাক্যে বেরঞ্জাকে বিচরণগ্রাম নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তাই নলেরু পুচিলন্দমূল বচনটি প্রব্রজিত অনুকূল অবস্থান স্থান নির্দেশক।

তথায় বেরঞ্জার গুণগান করে আয়ুষ্মান উপালী থেরো ভগবান কর্তৃক গৃহীদের অনুগৃহীতকরণকে প্রদর্শন করেছেন এবং নলেরু পুচিমন্দ মূল এর গুণগান দ্বারা প্রব্রজিতদের অনুগৃহীতকরণ প্রদর্শন করেছেন। তথা পূর্বগুণগান দ্বারা চারি ভোগ্য-উপকরণ গ্রহণ এবং আত্মনিপীড়নমূলক আচরণ বর্জন, আর পরবর্তী গুণগান দ্বারা বস্তুর ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামসুখ বিবর্জনের উপায়কে প্রদর্শন করেছেন। পূর্বটির দ্বারা ধর্মদেশনা সংযোগ এবং পরবর্তীটির দ্বারা বিবেক অধিমুক্তি; পূর্বটি দ্বারা করুণায় উপগমন এবং পরবর্তীটি প্রজ্ঞা দ্বারা অপগমন; পূর্বটি দ্বারা প্রাণীদের হিতসুখ নিষ্পাদন মূলক অধিমুক্ততা, এবং পরবর্তীটি দ্বারা পরহিত-সুখের জন্যে পরের দুঃখ লাঘবে সবিশেষ যত্ন করা (নিরুপলেপন); অগ্রটি দ্বারা ধার্মিকদের সুখ পরিত্যাগের নিমিত্ত অনাসক্ত জীবন যাপন এবং পরবর্তীটি দ্বারা লোকোত্তরধর্ম আয়ত্তকরণ প্রচেষ্টা; প্রথমটি দ্বারা মানবদের উপকার বাহুল্যতা এবং পরবর্তীতে দ্বারা দেবতাদের উপকার; প্রথমটি দ্বারা পৃথিবীতে জন্মজাতদের পৃথিবীতেই সংবর্ধনভাব এবং দ্বিতীয়টিতে লোকের দ্বারা নিষ্কলঙ্কতা সাধন। প্রথমটি দ্বারা অঙ্গুত্তরনিকায়োক্ত বুদ্ধের এই উক্তির অনুধাবন, "ভিক্ষুগণ, এক পর্যায়ের ব্যক্তি আছেন যারা লোকে জন্ম গ্রহণ করার ইচ্ছুক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন বহুজনের হিতের জন্যে, সুখের জন্যে, পৃথিবীর প্রতি অনুকম্পা করে এবং নিজের ও দেব-মানবের হিত-সুখের জন্যে। সেই পর্যায়ের ব্যক্তি কে? তিনি তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ।" এই বাক্য হতে ভগবানের উৎপত্তিতে যেই অর্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেই অর্থ সম্পাদনের জন্যে

পরবর্তীতে উৎপন্নরা তদনুরূপ জীবন যাপন করা। ভগবান প্রথমে লুম্বিনী বনে, দ্বিতীয়ে বোধিমণ্ডপে লোকোত্তরভাবে উৎপত্তির জন্যে বনেই জন্ম এবং বনেই জীবন যাপন প্রদর্শন করলেন, অনুরূপ নিয়মেই অর্থযোজনা জ্ঞাতব্য।

'মহতা ভিক্খুসংঘেন সদ্ধিন্তি' এই পদটি দ্বারা মহত্ত্বাদি গুণমহত্ত্বের মহত্ত্বতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সংখ্যা মহত্ত্ব দ্বারা বলা হয়েছে সেই ভিক্ষ সংঘর গুণে মহত্ত্ব ছিলেন। যৎ দ্বারা যিনি তথায় সর্ব নিম্ন তিনিও স্রোতাপন্ন ছিলেন। আবার তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন মহা, পঞ্চশত। 'ভিক্খুসংঘেন' বলতে ভিক্ষুদের সংঘ দ্বারা। 'সমণ গণেনাতি' অর্থে সংঘাতের দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিকে পরিহার করে চিত্তের সাম্যতা ভাব অর্জন করা। 'সদ্ধিন্তি' বলতে এক সাথে। 'পঞ্চমত্তেহি ভিক্খু সতেহি' এই পদে 'পঞ্চমত্তা' বলতে পাঁচ এর মাত্রায় আছে বুঝানো হচ্ছে। এখানে 'মাত্রা' বলতে পরিমাণ বলা হচ্ছে। যেমন 'ভোজনে মত্তঞ্ঞূ'তি বলতে ভোজনে মাত্রাকে জানে, পরিমাণকে জানে, এরূপ অর্থই হয়ে থাকে। এভাবে এখানে সেই শতজন ভিক্ষুদের পঞ্চমাত্রা বা পরিমাণকে 'পঞ্চপ্পমাণন্তি' বলা হচ্ছে এরূপ অর্থই দ্রষ্টব্য। ভিক্ষুদের শতজন 'ভিক্খুসতানি'। তাদের দ্বারা গঠিত পঞ্চশত পরিমাণ ভিক্ষু। ইহার দ্বারা যাহা বলা হয়েছে তা হচ্ছে "মহতা ভিক্খুসংঘেন সদ্ধিন্তি"। এখানে 'মহতী ভিক্ষুসংঘের' এই পদ দ্বারা সংখ্যা মহত্ত্বতা প্রদর্শিত হয়েছে। পরে বলা হয়েছে, হে সারিপুত্র, ভিক্ষুসংঘ অসংখ্য যারা শুদ্ধসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নিরয়ের উপদ্রব হতে চিরতরে মুক্ত হয়েছে। হে সারিপুত্র, এখানে এই পঞ্চশত ভিক্ষুমধ্যে যেজন সর্বশেষ প্রাপ্তে অবস্থিত, সেজনও স্রোতাপন্ন। এই বাক্য দ্বারা গুণমহত্ত্বতাই প্রকাশিত হবে।

'অস্সোসি খো বেরঞ্জো ব্রাহ্মণেতি' এখানে 'অস্সোসী'তি অর্থে শুনা, উপলব্ধি করা শ্রোত্রদ্বার সম্প্রাপ্ত বাক্য প্রতিশব্দ আকারে জানতে পারলেন। 'খো'তি—ইহা পদ পূরণার্থে বা শ্রুতি মাধুর্য রক্ষার্থে ব্যবহারকৃত শব্দ। ব্যকরণে যাকে নিপাত বলা হয়। তথায় ইহা অবধারণ অর্থে শুনিয়াছিল এবং শ্রবণের পথে কোনোরূপ ব্যাঘাত হয়নি, এই অর্থই জ্ঞাতব্য। ইহা পদপূরণ দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা মাত্র। বেরঞ্জায় জন্ম 'বেরঞ্জায়ং' অথবা বেরঞ্জায় বাসস্থান বলে 'বেরঞ্জো'। মাতা-পিতা দ্বারা প্রদত্ত নামবশে যেমন 'উদয়ো' বলা হয়। ব্রহ্মাকে আহ্বান করে (অণতী) বা মন্ত্র আবৃত্তি করে এই অর্থে 'ব্রাহ্মণো'। কিন্তু এখন ইহা ব্রাহ্মণদের জাতিবাচক বাক্য। অপরার্থে যিনি পাপকে ধৌত করে আর্য হয়েছেন তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলে খ্যাত।

এখন যেই অর্থে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ শুনেছিলেন তা প্রকাশ করতে 'সমণো' বা 'ভো গোতমো' ইত্যাদি সম্বোধনমূলক বচনাদি বলা হয়েছে। তথা পাপ যার

অতিক্রান্ত তিনি 'সমণো' জ্ঞাতব্য। এরূপই উক্ত হয়েছে : 'বাহিত পাপেতি ব্রাহ্মণো (ধ.প.) সমিত পাপত্তা সমণোতি বুচ্চতি' (ধ,প.)। ভগবান শ্রেষ্ঠ আর্যমার্গ দ্বারা পাপজ্বালা প্রশমনকারী। তাই যথাভূত উচ্চ গুণ তাঁর অধিগত, এই অর্থে 'সমণো'। 'খলূতি' অনুশ্রবণার্থক নিপাত। 'ভো' ইহা ব্রাহ্মণ জাতিদের জাতি সমুদয় এর 'সম্বোধনসূচক বাক্য। তাই এরূপ উক্ত হয়েছে : "ভোবাদী নাম সো হোতি, সচে হোতি সকিঞ্চনো" (ধ.প./সু.নি.)।

'গোতমো' ইহা ভগবানের গোত্রবশে পরিকীর্তিত বচন। তাই 'সমণো খলু ভো গোতমো' বলতে এই শ্রমণ নাকি গৌতম গোত্রীয় এরূপ অর্থই দ্রষ্টব্য। শাক্যপুত্রীয় বলতে এখানে ভগবানের উচ্চকুল অর্থই প্রকাশ করে। 'সক্যকুলা পব্বজিতো'—এই বাক্য দ্বারা শ্রদ্ধা প্রব্রজিত ভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ যেই কুল আত্মমর্যাদায় অনভিভূত, অপরিক্ষীণ সেই কুল ত্যাগ করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত বলা হয়। সেই হতে ইহা এই অর্থের প্রকাশক। তাহা ইহজাগতিক ব্যাখ্যাতে উপযোগিতামূলক বচন বিধায় তা 'ভো গৌতম'। 'কল্যাণো'তি বলতে কল্যাণগুণ সমুত্থিত শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। 'কিত্তি সদ্দো'তি বলতে স্তুতিমূলক প্রচার।

'ইতিপি সো ভগবা' ইত্যাদি তার যোজনায় বলা হচ্ছে—তিনি ভগবান, তিনি অর্হৎ, তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ। অর্থাৎ তিনি এই এই কারণে ভগবান নামে খ্যাত।

এখন বিনয়ধরদের সুত্তন্ত মতে বিনয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়ে বুদ্ধগুণ প্রতিসংযুক্ত ধর্মীয় কথায় চিত্তকে প্রসন্ন উৎফুল্লতা এ সকল পদসমূহের উপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। তাই 'সো ভগবা ইতিপি অরহ'ন্তি আদি যা বলা হয়েছে। তাতে 'অরি' তথা শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং অরিদের হত্যাকারী কারণসমূহ যার আছে তিনিই অর্হৎ। ক্ষতিকর কারণ হতে বিরতি ভাব সংযুক্ততা হেতু তিনি ভগবান অর্হৎ, ইহাই জ্ঞাতব্য। সর্ব প্রকার ক্লেশ হতে দূরে বহু দূরে স্থিত অর্থে 'আরকা'। আসবক্ষয়ী মার্গদ্বারা আসবসমূহকে সবিশেষভাবে বিধ্বংসকারী অর্থে 'অরহং'। ক্লেশ ধ্বংসের অনন্য মার্গ দ্বারা অরিদের হত্যা কারীই অর্হৎ। যাহা অবিদ্যা, ভবতৃষ্ণাদি যুক্ত পুণ্য কর্মাদি অভিসংস্কার, জরা-মরণচক্রের প্রাপ্ত, আসবের কারণরূপ অক্ষ দ্বারা ছিদ্র করে ত্রিভব রথে যোজনা পূর্বক অনাদিকাল হতে প্রবর্তিত হচ্ছে ইহাই সংসারচক্র। সেই চক্রকে বোধিমণ্ডপে বীর্যপরাক্রমের দ্বারা চুর্ণবিচুর্ণ করে পাষাণের মতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে শ্রদ্ধারূপ হস্ত দ্বারা কর্মক্ষয়কারক জ্ঞান-কুঠার গ্রহণপূর্বক সকল অরিকে হত করেছেন অর্থে অর্হৎ।

অথবা 'সংসারচক্কন্তি' বলতে আদি অন্তবিরহিত সংসার আবর্তকে বুঝায়

এবং তাতে অবিদ্যা হচ্ছে নাভিমূল, জরা-মরণ হচ্ছে নেমি, যা জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। শেষ দশটি ধর্ম জীবন রথের অর; অবিদ্যা মূল কর্তা, যা জরা-মরণ পর্যন্ত আবর্তিত হয়। তথায় 'অবিদ্যা' হচ্ছে দুঃখাদি সম্পর্কে অজ্ঞানতা। কামভবের মধ্যে অবিদ্যা কামভবে সংস্কারসমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। অরূপভবে অবিদ্যা অরূপভবের সংস্কারসমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। কামভবের সংস্কারসমূহ কামভবে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের প্রত্যয় হয়ে থাকে। ইহাদের মধ্যে ইহাই নিয়ম। কামভবের 'প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান' কামভাবের নাম-রূপের প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপভবেও তাই। অরূপভবে 'নাম' এভাবে নামরূপ-এর প্রত্যয় হয়ে থাকে। কামভবের 'নামরূপ' কামভবে ষড়ায়তনের প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপভবের 'নাম-রূপ' রূপভবে তিনটি আয়তনের প্রত্যয় হয়ে থাকে। অরূপভবের নামরূপ অরূপভবে একটি আয়তনের প্রত্যয় হয়ে থাকে। কামভবের ষড়ায়তন কামভবে ছয় প্রকার স্পর্শের প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপভবের তিনটি আয়তন রূপভবে তিনটি স্পর্শ এবং অরূপভবের এক আয়তন অরূপভবে একটি স্পর্শের হেতু হয়ে থাকে। কামভবে ছয় স্পর্শ কামভবে ছয়টি বেদনার প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপ ভবের তিনটি, তথা তিন অরূপ ভবের এক তথা একটি বেদনার প্রত্যয় হয়ে থাকে। কামভবে ছয় বেদনা তথায় সেই সেই তৃষ্ণা তৎ তৎ উপাদানের প্রত্যয় এবং উপাদানাদির ভবসমূহ হয়।

কিভাবে? এখানে কেউ কেউ 'কামভোগ করব' এমন আকাঙ্ক্ষায় কামোপদান প্রত্যয় সংগ্রহে কায়দ্বারা দুচ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে এবং মনেও দুশ্চরিত আচরণ করে। এভাবে দুশ্চরিত কর্মের পরিপূর্ণতায় অপায়ে উৎপন্ন হয়। তথায় ঔপপাতিক হেতুভূত কর্মভব, কর্মনিবর্তনে স্কন্ধের (পঞ্চস্কন্ধ) ঔপপাতিক ভাব দ্বারা স্কন্ধসমূহের নিবর্তন হয়। ফলে জন্ম হয় এবং দেহের পরিপক্বতায় বার্ধক্য ও মৃত্যু ভেদ হয়।

কেউ কেউ "স্বর্গসম্পত্তি অনুভব করব" এই আকাঙ্ক্ষায় সুচরিত আচরণ করে। সুচরিত কর্মের পুর্ণতায় স্বর্গে উৎপন্ন হয়। তথায় ঔপপাতিক হেতু যেই ভূত কর্ম, সেই কর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ইহার এরূপই নিয়ম।

কেউ কেউ "ব্রহ্মলোকের সম্পত্তি অনুভব করব" এই আকাঙ্ক্ষায় কাম উপাদান প্রত্যয়কে ভিত্তি করে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষায় ভাবিত হয়, এবং ভাবনা পরিপূর্ণ করে ব্রহ্মলোকে নিবর্তিত হন। তথায় নিবর্তনের হেতুভূত কর্মের দ্বারা তারা প্রভাবিত হন। কর্মের এই নিবর্তনে স্কন্ধের উৎপত্তি ভাব হয়, স্কন্ধের নিবর্তনে জন্ম, পরিপক্বতা, বার্ধক্য, ভেদ তথা মৃত্যু হয়। ইহাই নিয়ম। অবশিষ্ট উপাদানমূল যোজনার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এভাবে "এই অবিদ্যাই হেতু, এবং সংস্কার হেতুসমুৎপন্ন। তাই প্রত্যয়

পরিগ্রহণ উভয়েই হেতুসমুৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রজ্ঞা হচ্ছে ধর্মস্থিতিজ্ঞান। অতীতেও দীর্ঘ সময় এবং অনাগতেও দীর্ঘ সময়। এই নিয়মে বিশ্লেষণ কর্তব্য। তথায় অবিদ্যা এবং সংস্কার সংক্ষেপে সকল পদ এক, বিজ্ঞান-নাম-রূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা এক, তৃষ্ণা, এবং ভব উপাদান এক, জন্ম-জরা-মরণ এক। প্রথমটি সংক্ষিপ্ত এই অর্থে, অতীত এবং অনাগত এই দুয়ের মধ্যে বর্তমানের জন্ম-জরা-মরণ নিশ্চিত অনিবার্য (অদ্ধা)। অবিদ্যা সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে' তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এই তিনটি গ্রহণ করে থাকে। এই পাঁচটি অতীত কর্ম-আবর্ত। বিজ্ঞানাদি পাঁচটি ধর্ম ইহাদের বিপাক-আবর্ত। তৃষ্ণা-উপাদান-ভব গ্রহণ দ্বারা অবিদ্যার সংস্কারই গৃহীত হয়ে থাকে। এই পঞ্চধর্ম তাই কর্ম আবর্ত। জন্ম-জরা-মরণ দ্বারা বিজ্ঞানাদি সুনির্দিষ্ট হেতু, এই পঞ্চধর্ম হচ্ছে বিপাক আবর্ত। এভাবে ইহারা বিশ প্রকার হয়ে থাকে। এখানে সংস্কার ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সন্ধি। অনুরূপভাবে বেদনা ও তৃষ্ণার মধ্যে একটি, এবং ভব ও জন্মের মধ্যে একটি সন্ধি। ভগবান এভাবেই চারিটি সংক্ষেপে, তৃতীয়ার্ধকে বিশ প্রকারে, এবং ত্রিসন্ধিতে প্রতীত্যসমুৎপাদকে সর্ব প্রকারে জেনেছেন, দর্শন করেছেন এবং সেই জ্ঞানস্থান দ্বারা জ্ঞানকে এবং প্রজ্ঞাস্থান দ্বরা প্রজ্ঞাকে এবং বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাকে ভেদ করেছেন। তাই উক্ত হয়েছে : "প্রত্যয় পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা হচ্ছে ধর্মস্থিতিজ্ঞান"। এই ধর্মস্থিত জ্ঞান দ্বারা ভগবান সেই ধর্মসমূহকে যথাযথ জেনে সে সকলের মধ্যে নিজেকে নির্বেদপ্রাপ্ত করেছেন, বিচ্ছিন্ন করেছেন (বিরজ্জন্তি), বিমুক্ত করেছেন। উক্ত প্রকারে এই সংসারচক্রের অরিকে হত, বিহত এবং ধ্বংস করেছেন। এভাবে অরিদেরকে হত্যাকারীই অর্হৎ।

'অগ্গদক্খিণেয্যত্তা' অর্থে চীবরাদি প্রত্যয় দ্বারা অর্হৎকে উত্তম পূজাবিশেষ। দেবমানব দ্বারা তথাগতের প্রতি সেভাবে উৎপন্ন মহা লাভ-সৎকারই হচ্ছে পূজা, অন্য অর্থে নয়। এভাবে ব্রহ্মা সহস্পতি সিনেরু পর্বত প্রমাণ রত্নাদি দ্বারা তথাগতকে পূজা করেছিলেন। অন্যান্য দেব-মানব, রাজা বিম্বিসার, কোশলরাজও যথাশক্তি এভাবে পূজা করেছিলেন। পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ভগবানকে উদ্দেশ্য করে অশোক মহারাজ ৯৬ কোটি ধন ত্যাগ করে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪ হাজার বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। অন্যান্য পূজাবিশেষের কথা আর কী বলবো! এরূপ পূজা লাভের যিনি যোগ্য তিনিই অর্হৎ। পৃথিবীতে পণ্ডিত বলে মান্য কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি অসি আর লোকভয়ে গোপনে পাপ করে থাকে। এমন আচর যিনি কদাপি করেন না, এমন পাপাচার হতে যিনি বহু দূরে অবস্থান করেন, তিনিই অর্হৎ। এখানে তাই বলা হয়েছে :

সেই মুনি ক্লেশ-অরি ধ্বংস করে আপনা রক্ষিতে,

হত করেন সংসারচক্র, পূজা লাভের নানা উপচারে।
গোপনেও না করেন পাপ, অর্হৎ খ্যাত তাই এই সংসারে।

সর্বধর্মে যিনি নিজে নিজে সম্যকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত, তিনিই সম্যকসম্বুদ্ধ। সর্বধর্মে নিজে নিজে সম্যকভাবে বুদ্ধত্বের অভিজ্ঞতায়, ধর্মের অভিজ্ঞাতা বুদ্ধ পরিজ্ঞাত হতে গিয়ে ধর্ম পরিজ্ঞাত হলেন। তাই পরিত্যাগযোগ্য ধর্ম তাঁর পরিত্যক্ত হলো, সাক্ষাৎযাগ্য ধর্ম সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হলেন এবং ভাবিত হওয়ার যোগ্য ধর্মে ভাবিত হলেন। এ কারণে বলা হয়েছে :

অভিজ্ঞাতের যোগ্যে অভিজ্ঞাত, ভাবিতের যোগ্যে ভাবিত,
প্রহাণযোগ্যে প্রহাণকৃত, তাই তো বুদ্ধ ব্রাহ্মণ। (ম.নি./সু.নি.)

অথচ, চক্ষু হচ্ছে দুঃখসত্য। তার মূল কারণ দ্বারা তৎসমুত্থিত পূর্ব তৃষ্ণা সমুদয়সত্য। উভয়ের অপ্রবর্তন নিরোধসত্য। নিরোধকে বিশেষভাবে জানার উপায় হচ্ছে মার্গসত্য। এভাবে এক একটি পদ উদ্ধার দ্বারা সকল ধর্মকে সম্যকভাবে আত্মস্থকারী যিনি, তিনিই বুদ্ধ। একই নিয়মে শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। একই নিয়মে রূপাদির ছয় আয়তন; চক্ষুবিজ্ঞানাদির ছয় বিজ্ঞান; চক্ষুস্পর্শাদির ছয় স্পর্শ; চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনাদির ছয় বেদনা; রূপসংজ্ঞাদির ছয় সংজ্ঞা; রূপসঞ্চেতনাদির ছয় চেতনা; রূপতৃষ্ণাদির ছয় তৃষ্ণাকায়; রূপবিতর্কাদির ছয় বিতর্ক; রূপবিচারাদির ছয় বিচার; রূপস্কন্ধাদির পঞ্চস্কন্ধ; দশকসিনাদির দশ অনুস্মৃতি; ঊর্ধ্বস্ফীত সংজ্ঞাদিবশে দশসংজ্ঞা; কেশাদির বত্রিশ আকার; দ্বাদশ আয়তনাদির বারো আয়তন; আঠারো প্রকার ধাতু; কামভবাদির নয়টি ভব; প্রথমাদি চারিটি ধ্যান; মৈত্রীভাবনাদি চারিটি অপ্রমাণ ভাবনা; চারি অরূপ সমাপত্তির প্রতিলোম ইত্যাদি হতে জরা-মরণাদির অনুলোম এবং তথা হতে অবিদ্যাদির প্রতীত্যসমুৎপাদ অঙ্গাদির যোজনা কর্তব্য।

তথায় এই নিয়মে এক এক পদ যোজনা কর্তব্য। যেমন—জরা-মরণ দুঃখসত্য, জন্ম সমুদয়সত্য, উভয় হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া নিরোধসত্য, নিরোধকে বিশেষভাবে জানার উপায় হচ্ছে মার্গসত্য। এভাবে এক এক পদ উদ্ধার দ্বারা সকল ধর্ম সম্যকভাবে আয়ত্তকারীই (সামঞ্চ) হলেন বুদ্ধ, অনুবুদ্ধ এবং প্রতিবিদ্ধকারী। সেহেতু বলা হয়েছে : 'সম্যকভাবে সকল ধর্মের আত্মস্থকারী জনই হলেন বুদ্ধত্বলাভী সম্যকসম্বুদ্ধ।

বিদ্যা দ্বারা, আচরণ দ্বারা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত যিনি, তিনিই বিদ্যাচরণসম্পন্ন। তথায় বিদ্যা হচ্ছে ত্রিবিদ্যা এবং অষ্টবিদ্যা। ত্রিবিদ্যা ভয় ভৈরব সুত্তে (ম.নি) এবং অষ্টবিদ্যা অম্বট্ঠ সুত্তে (দী.নি.) উল্লেখমতে জ্ঞাতব্য। তথায় বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা মনোময় ঋদ্ধিসহ ছয় অভিজ্ঞতা পরিগ্রহণ করে অষ্টবিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে।

আচরণ হচ্ছে শীলসংযমতাদি ইন্দ্রিয়সমূহের গুপ্তদ্বারতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগরণাদি যুক্ত সপ্ত সদ্ধর্ম, চারি রূপাবচর ধ্যানাদি, এই পনেরো প্রকার ধর্ম জ্ঞাতব্য। ইহা সেই পনেরোটি ধর্ম, যা থেকে এই অনুশীলন দ্বারা আর্যশ্রাবকগণ অমৃতের দিকে গমন করেন। তাই এগুলোকে আচরণ বলে। যেমন, বলা হয়েছে : "মহানাম, এখানে আর্যশ্রাবক শীলবান হয়ে থাকে" (ম.নি.) ভগবান এভাবেই বিস্তারিত বলেছেন। এই বিদ্যাসমূহ দ্বারা এই আচরণের দ্বারা সমৃদ্ধবানকে 'বিজ্জাচরণসম্পন্নো' বলা হয়। তথায় ভগবানের বিদ্যাসম্পদ ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করে স্থিত হয়েছে। আর আচরণসম্পদ মহাকারুণিকত্ব প্রদান করেছে। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা সকল প্রাণীর অর্থ-অনর্থ জ্ঞাত হয়ে মহাকারুণিকতা দ্বারা অনর্থকে পরিবর্জন পূর্বক সদর্থে নিয়োজিত করেন, তাই 'বিজ্জাচরণসম্পন্নো'। তৎদ্বারা শ্রাবকগণ সুপ্রতিপন্ন হন, দুষ্প্রতিপন্ন হন না। আত্মনিপীড়নের ন্যায় শ্রাবকগণ কখনো বিদ্যাচরণ বিপন্ন হন না।

শোভনগমন দ্বারা সুন্দর স্থানে গমনকারী বলে 'সম্মগতত্তা'। তাই সম্যকভাবে গমনকারীই হলেন সুগত। গমনের কারণেই গত বলা হয়েছে। তাতে ভগবানের শোভন পরিশুদ্ধ মনও বর্জিত। এটা কোন নিয়মে? আর্যমার্গের কারণে। কারণ, সেই গমনের দ্বার নির্বাণের দিকেই অনাসক্তভাবে (অসজ্জমান) গমনহেতু শোভন গমণে সুগত। সুন্দর যেই স্থানে গমন, তা অমৃতময় নির্বাণ। তেমন সুন্দর স্থানে গমনকারী বলেই সুগত। সম্যকভাবে গত সেই সেই মার্গ দ্বারা যৎদ্বারা বিদূরীত ক্লেশের পুনরাগমন হয় না। তাই উক্ত হয়েছে : "স্রোতাপত্তি মার্গদ্বারা যেই ক্লেশসমূহ বিদূরীত হয়, সেই ক্লেশসমূহ পুনঃ বা পরে প্রত্যাগমন করে না, তাই সুগত। দীপঙ্কর বুদ্ধের পদমূল হতে অনুসন্ধানরত হয়ে (পঙ্‌ক্তি) বোধিমণ্ডপ পর্যন্ত ত্রিশ প্রকার পারমীর পূর্ণতায় সম্যক প্রতিপত্তি দ্বারা সর্বলোকের হিত-সুখ সাধন করে, শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদ, কামসুখ এবং আত্মনিপীড়ন এ সকল অন্তে গমন না করে আগত বলেই সম্যক গমনকারী সুগত। সম্যকভাবে ভাষণ করেন (গদতি), উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বাক্য ভাষণ করেন, তাই সম্যক ভাষণকারী বলে সুগত।

সাধক সুত্তে এরূপই আছে—"যেই বাক্য অসত্য (অভূত), অযথার্থ (অতচ্ছ), অনর্থকর এবং অন্যের অপ্রিয়, অমনোপুত এমন বাক্য তথাগত কখনো বাক্যে ভাষণ করেন না। যাহা সত্য (ভূত) যথার্থ (তচ্ছ) অথচ অনর্থ সৃষ্টিকারী, অপরের অপ্রিয়, অমনঃপুত, তথাগত তেমন বাক্য কদাপি ভাষণ করেন না। তথাগত সেই বাক্য ভাষণ করতে জানেন যাহা সত্য, যথার্থ, এবং অর্থসংযুক্ত এবং যাহা অন্যের প্রিয়, মনঃপুত। তথাগত কালজ্ঞ হন, এবং

তদনুযায়ী ব্যাখ্যাকারী হন। (ম.নি) এরূপ সম্যক বাক্য ভাষণকারীই সুগত বলে জ্ঞাতব্য।

সর্বত্র বিদিত লোকোত্তর হেতু লোকবিদ। সেই ভগবান স্বভাব হতে, কারণ হতে, নিরোধ হতে, নিরোধের উপায় হতে, সর্বত্র লোককে চিনতে পেরেছেন (অবেদি), জানতে পেরেছেন (অঞ্ঞাসি) এবং প্রতিবেধ করেছেন। তাই বলা হয়েছে : "বন্ধু, যদ্দ্বারা জন্ম হয় না, বার্ধক্য (জীয়তি) হয় না, মৃত্যু হয় না (মীয়তি), চ্যুতি হয় না, উৎপত্তিও হয় না। আমি তার গমন দ্বারা লোকের অন্ত জানতে পারি, দর্শন করতে পারি, প্রত্যয় বা ধারণা করতে পারি বলছি। অপিচ আবুসো, এই ব্যামমাত্র দেহে আমি সজ্ঞানে আপন মনে (সম্মক) এই লোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি সেই লোকের কারণ, লোকের নিরোধ এবং লোক নিরোধগামী উপায়কে।

গমন দ্বারা প্রাপ্ত নহে কদাপি এই লোকান্ত,
দুঃখ মোচন হয় না তাই লোকান্ত হয় অপ্রাপ্ত।
তাই তো তিনি লোকবিদ, ছিলেন যিনি সুমেধ,
লোকন্তজ্ঞ হলেন তিনি, উদ্‌যাপিত ব্রহ্মচর্য।
লোকের অন্ত জ্ঞাত হয়ে, হলেন যিনি শান্ত,
চিরন্তন নহে এই লোক, ইহ-পর অন্ত। (অ.নি./ স.নি.)

অথচ, এই লোকের অস্থিত্ব তিন প্রকারে বিদ্যমান; যথা : সংস্কারলোক, প্রাণীলোক এবং আকাশ বা শূন্যলোক। তথায় পটিসম্ভিদামার্গে বলা হয়েছে ইহাই 'এক লোকে' যথা—"সকল প্রাণী আহারের উপরই নির্ভরশীল। (পটি.ম.) আগত স্থানে সংস্কারলোক জ্ঞাতব্য। আবার দীর্ঘনিকায়ে বলা হয়েছে : শাশ্বত লোক, অশাশ্বত লোক। ইহাও আগত স্থানেই প্রাণীকুলের সত্ত্বলোকো।

চন্দ্র সূর্য ছড়ায় আলো, ঘুরে চতুর্দিকে;
তারও চেয়ে সহস্র ধারা, প্রবর্তিত হয় লোকে। (ম. নি.)

এমন আগত স্থানে, শূন্যলোকে সর্বত্র ভগবান স্বজ্ঞানে জেনেছেন। তাতেই তিনি জেনেছেন (হিস্স) ইহাই এক লোক; যথা—প্রাণী মাত্রেই আহারের উপর নির্ভরশীল। ইহাই দুই লোক; যথা—নাম এবং রূপ। ইহাই তিন লোক; যথা—তিন প্রকার বেদনা। ইহাই চার লোক; যথা—চারি আহার। ইহাই পাঁচ লোক; যথা—পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ। ইহাই ছয় লোক; যথা—ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। ইহাই সাত লোক; যথা—সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি। ইহাই অষ্ট লোক; যথা—অষ্ট লোকধর্ম। ইহাই নব লোক; যথা—নব সত্ত্বাবাস। ইহাই দশ লোক; যথা—দশ আয়তন। ইহাই বারো লোক; যথা—দ্বাদশ আয়তন। ইহাই আঠারো লোক; যথা—আঠারো ধাতু। (পটি.ম.) ইহারা সবই সংস্কার লোক বলে সর্বত্ররূপে

বিদিত।

যেভাবে সকল সত্ত্বেরই (প্রাণী) আশয় (আকাঙ্ক্ষা) কে জানা যায়; অনুশয়কে জানা যায়; চরিত্রকে জানা যায়; অধিমুক্তিকে (অভিপ্রায়) জানা যায়; অল্পরজ (লোভ-দ্বেষ-মোহ), মহারজ, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়, মৃদু ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্ব আকারে—দ্বি-আকারে (লোভ-অলোভ), সুবিজ্ঞ উপায়ে, দুষ্ট উপায়ে, ভবে-অভবে, এ সকল সর্ববিধ উপায়ে সত্ত্বকে তিনি জানেন। এভাবেই সত্ত্বলোকের সর্বত্র তিনি জ্ঞাত। যেমন সত্তলোক, তেমনই শূন্যলোক তাঁর জ্ঞাত। তথায় এক চক্রবাল যাহার দৈর্ঘ্য বারো শতসহস্র যোজন, এবং প্রস্থে তিন হাজার চারিশত পঞ্চাশ যোজন তাও তিনি জানেন। তাই উক্ত হয়েছে :

চতুর্দিকে শতসহস্র ছত্রিশ মণ্ডলে,
দশ সহস্র অর্ধশত সর্বত্র বিরাজে।
তাতে দুই শত সহস্র চারি নহুত (একের পিঠে ২৮টি শূন্য) আর,
এত সংখ্যক নদীর স্রোত বসুধায় প্রবাহিত তার।
ততোধিক সন্ধনী চোখে—
নবশত সহস্র বায়ু (মালুত) আকাশে উদ্‌গত,
ততোধিক ষাট হাজার আছে এই লোকে স্থিত।
এভাবেতে স্থিত আছে যোজন প্রমাণ,
চুরাশি সহস্র আছে মহার্ণবে নিমজ্জমান (অজ্‌ঝোগাল্‌হো)।
সিনেরু পর্বতের চেয়ে উচ্চতায় মহান,
তারই অর্ধাংশ দ্বারা যথাক্রমে হয় প্রমাণ,
দিব্যরত্নের নানা চিত্র, ভূষণে হয় নিমজ্জমান।
যুগন্ধর ঈষধর আর সুদর্শন করবীকে,
নেমিধর বিনীতক আর অশ্বকন্ন গিরিশিরে।
আরও আছে, সপ্ত পর্বত সিনেরুর মত,
মহারাজ নামে দ্বারা দেব-যজ্ঞে নিসেবিত।
শত যোজন উচ্চ হতে, হিমবহ পর্বত-পঞ্চেতে;
আয়তনে তিন সহস্র যোজন হয় বিস্তারে।
চুরাশি সহস্র কূটে বিমণ্ডিত সেই পর্বতে,
তিপ্পান্ন স্কন্ধ যোজন, চতুর্দিকে নাগ গুহে।
পঞ্চাশ স্কন্ধ যোজন বিস্তৃত তারই শাখা তাহে,
সপ্ত যোজন বিস্তীর্ণ, তারো অধিক উচ্চতায়;
জম্বুবৃক্ষের প্রভাবে খ্যাত, জম্বুদ্বীপ হয় তাহায়।

বিরাশি সহস্র মহানদী করে যারে নিমজ্জিত,
চক্রাবালের সীলে হয় তদপেক্ষা উচ্চে স্থিত।
লোকধাতু স্থিত আছে, এভাবেতেই হয়ে ব্যাপ্ত॥

তথায় চন্দ্রমণ্ডল ঊনপঞ্চাশ যোজন, সূর্যমণ্ডল পঞ্চাশ যোজন, তাবতিংস ভবন দশহাজার যোজন, তদনুরূপ অসুর ভবন, অবীচি মহানিরয়, এবং জম্বুদ্বীপ। অপরগোয়ান সাত হাজার যোজন, তদনুরূপ পূর্ববিদেহ। উত্তর কুরু আট হাজার যোজন। এভাবে এক একটি মহাদ্বীপের পঞ্চশত পঞ্চশত পরিব্যাপ্ত পরিবার। তারা সকলেই এক চক্রবাল, এক লোকধাতু। তদন্তরে আছে লোকান্তরিক নিরয়। এরূপ অনন্ত চক্রবাল, অনন্ত লোক ধাতু ভগবান অনন্ত বুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত এবং প্রতিবেধ্য। এভাবেই শূন্যলোকাদি সকল জ্ঞাতব্য। এরূপ সর্ব বিদিত লোকাত্তা যিনি তিনিই 'লোকবিদূ'।

নিজের গুণরাশি দ্বারা যিনি বিশিষ্টতর, কোনো ঊনতা যার নেই এমন শ্রেষ্ঠজনই 'অনুত্তর'। শীলগুণরাশি দ্বারা সর্বলোকে প্রভাবিত সমাধি,... প্রজ্ঞা, ... বিমুক্তি ... বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন গুণাদি, শীলগুণাদি অসম, অসমস্স, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিপুদ্গল ...। এ সকলই হলো বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন গুণরাশি। তাই বলা হয়েছে : 'ভিক্ষুগণ, আমি এই সদেবলোকে সমারলোকে ... এমন একজনও দেখছি না দেব-মানবের মধ্যে যেজন আমার চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন"। ইহাই বিস্তারিত বর্ণনা।

একইভাবে অগ্রপ্রসাদ সুত্তাদি (অ.নি./ ইতিবু.)। মজ্ঝিমনিকায়ের মহাবর্গে বলা হয়েছে : "আমার কোনো শিক্ষক নেই" ইত্যাদি গাথাসমূহ বিস্তার কর্তব্য।

পুরুষ দমনে সারথী যিনি তিনিই "পুরিসদম্মসারথি"। দমন করা, বিনীত করা অর্থে বলা হয়েছে। তথায় 'পুরিসদম্ম' বলতে পশু-পক্ষী স্তরের ব্যক্তি, মানব স্তরের ব্যক্তি, অমানবস্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অদম্য তাদের দমনই যুক্তিযুক্ত। তথায় ভগবান তিরচ্ছানদের মধ্যে অপরাজেয় (অপলালো) নাগরাজ চূলোদর-মহোদর, অগ্নি-শিখা, ধূমশিখা, এবং ধনপাল হস্তী ইহাদেরকে দমিত, নিবেদিত করে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানবদের মধ্যে সচ্চনিগণ্ঠ পুত্র, অম্বট্ঠ মাণবক, পোক্খরসতি, সোণদণ্ড, কূটদন্তাদি, এবং অমনুষ্যদের মধ্যে আলবক, সূচিলোম, খরলোম যক্ষ এবং দেবরাজ সক্ককে বিচিত্র বিনয় অনুকূলে দমিত বিনীত করেছিলেন। তাই ভগবান বলেছেন, "আমি কোনো কোনো পুরুষকে উৎপীড়ন করে (সণ্হেন) দমন করেছি, কর্কশতা দ্বারা দমন করেছি, পীড়ন-রুক্ষতা দ্বারা দমন করেছি (অ. নি.)। এই অর্থে সুত্তের ব্যাখ্যা কর্তব্য। অথবা বিশুদ্ধ শীলাদির প্রথম ধ্যানাদি, স্রোতাপন্নাদি, উত্তরিতর মার্গাদি অধিগত করতে দন্ত দ্বারা দন্ত চেপে আত্ম দমনাদি জ্ঞাতব্য।

'অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি' বলতে একাধিক অর্থ জ্ঞাতব্য। ভগবান হচ্ছেন পুরুষদমনে সরথি। যথা এক পায়ের উপর অন্য পা জড়িয়ে বসে (একপল্লঙ্কে) আট দিকে দৃষ্টি রেখে অনাসক্তভাবে (অসজ্জমান) দৌড়ানো। তাই বলা হয়, 'অদম্য পুরুষদমনে শ্রেষ্ঠ সারথি'। মজ্ঝিম নিকায়ে বলা হয়েছে "হে ভিক্ষুগণ, হস্তিদমনকারী দ্বারা দমিত হস্তি যেভাবে একদিকে ধাবিত হয়' এই অর্থে সুত্তের ব্যাখ্যা কর্তব্য।

শাস্তা এই জন্মের পরবর্তী জন্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে (দিট্ঠধম্মসম্পরায়িক) পরমার্থিকভাবে যথাযোগ্য উপদেশই প্রদান করেন। অথচ ভগবান শ্রেষ্ঠ (বিযত্তি) শিক্ষক এবং দলপতি (সাত্থবাহ)। "যেমন দলপতি অস্ত্র হাতে অরণ্য (কন্তার) অতিক্রম করে, চোর উপদ্রুত অরণ্য অতিক্রম করে, দুর্গম (বাল) অরণ্য অতিক্রম করে, দুর্ভিক্ষ তাড়িত কান্তার অতিক্রম করে, জলশূন্য কান্তার অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়, নিস্তার পায়, বেরিয়ে এসে (পতারেতি) শান্ত-প্রশান্ত নিরুদ্বেগ ভূমি সম্প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে শাস্তা ভগবান সত্ত্বগণের দলপতি হয়ে মহা অরণ্য উত্তীর্ণ করেন, জন্ম রূপ অরণ্য উত্তীর্ণ করেন" (মহা. নি.) ইত্যাদি নির্দেশনামূলক অর্থ জ্ঞাতব্য।

'দেবমনুস্সানং' বলতে দেব এবং মানবদের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট (উক্কট্ঠ) পর্যায়বশে এবং ভব্য-সুসভ্য পুদ্গালের পর্যায়বশে উক্ত হয়েছে। ভগবান এমনই শিক্ষক যিনি মানবেতর প্রাণীকে (তিরচ্ছান) পর্যন্ত অনুশাসন প্রদান করেছেন। তারা ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ দ্বারা উপনিশ্রয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ দ্বিতীয় তৃতীয় জন্মান্তরে আত্মভাব দ্বারা মার্গফলের ভাগী হয়েছিলেন। মণ্ডুক (ব্যাঙ) দেবপুত্রাদি তারই প্রমাণ। ভগবান না-কি গর্গরার এক পুষ্করিণীর তীরে চম্পানগরবাসীদের ধর্মদেশনাকালে এক মণ্ডুক (ব্যাঙ) ভগবানের কণ্ঠস্বরের নিমিত্ত গ্রহণ করেছিল (অগ্গহেসি)। তথায় এক রাখাল বালক লাঠি ঠেস দিয়ে (দণ্ডমোলুব্ভ) দাঁড়াতে গিয়ে তার (ব্যাঙ) মাথার উপর রেখে (সন্নিরুম্ভিত্বা) দাঁড়ালো। সে তাতে মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস ভবনে বারো যোজন প্রমাণ কণক বিমানে উৎপন্ন হলো। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার ন্যায় (সুত্তপ্পবুদ্ধো) তথায় নিজেকে অপ্সরাসংঘ পরিবৃত অবস্থায় দেখে, "অরে! আমি যে এখানে এসেছি! কি কাজ করেছিলাম?" এই চিন্তা করতে গিয়ে অন্য কিছু দেখলেন না, শুধু দেখলেন, ভগবানের কণ্ঠস্বরের নিমিত্তই সে কেবল গ্রহণ করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ বিমানসহ আগমন করে ভগবানের পদে নতশিরে বন্দনা জানালো। ভগবান জ্ঞাত থেকেও জিজ্ঞাসা করলেন :

কে আমার পাদে করছ বন্দনা, এমন ঋদ্ধি যশ জালে;
অভিরূপ বর্ণেতে উজ্জ্বল করি সর্বদিকে?

মণ্ডুক আমি ছিলাম আগে, জলেতে জলচর হয়ে;
তব ধর্ম শ্রবণকালে বধিল আমায় রাখাল বালকে। (বিমানবত্থু)

ভগবান তাকে ধর্মদেশনা করলেন। দেশনার অবসানে ৮৪ হাজার প্রাণীর ধর্মসংবেগ (ধম্মাভিসময়ো) উৎপন্ন হয়েছিল। দেবপুত্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্নচিত্ত উৎপাদনপূর্বক প্রস্থান করলেন।

যা কিছু জ্ঞাত হওয়া তার সবই বুদ্ধত্ব লাভের জন্যেই। তাই বিমোক্ষ-জ্ঞানবশেই তিনি বুদ্ধ। যা থেকে চারি আর্যসত্য নিজে বুঝলেন এবং অন্য জনকেও বুঝালেন, এ সকল কারণেও তিনি বুদ্ধ। এই অর্থ প্রকাশার্থে বলা হয়েছে : "সত্যসমূহ বুঝেই তিনি বুদ্ধ। বোধ (বোধেতা) উৎপত্তিতেই বুদ্ধ।" এভাবেই সকল নির্দেশনা প্রবর্তিত (মহা.নি.) এবং প্রতিসম্ভিদামার্গ নিয়মে বিস্তার কর্তব্য। (পটি.ম.)

'ভগবাতি' ইহা সত্ত্বগণের মধ্যে উত্তম গুণবিশিষ্টতাকে গারবতা প্রদর্শনসূচক বচন। প্রাচীনেরা তাই বলেন, ভগবান বচনশ্রেষ্ঠ, ভগবান উত্তম বচনগুরু গারবতাযুক্ত, তাই তিনি ভগবান। চতুর্বিধ বিষয় যথা—আবাথিক, লৈঙ্গিক, নৈমিত্তিক এবং অধিচ্চ সমুপ্পন্নতা। এই 'অধিচ্চসমুপ্পন্ন' তথা অনুধ্যান জাত বিষয়টিকে লৌকিয় ব্যবহারে 'যথা ইচ্ছা' বুঝায়। যেমন বলা হয়, 'বাছুর দমন হয় বলদ বানালে (বচ্ছো দম্মো বলিবদ্দো)। 'অবথিক' অর্থে এমনই বুঝায়। 'দণ্ডধারী, ছত্রধারী, সিখীকারী' এ সকল লৈঙ্গিক শব্দ।

'ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা' এ সকল নৈমিত্তিক শব্দ। 'শ্রীবর্ধক, ধনবর্ধক'—এ সকল বচনের ন্যায় ইহারা অনুধ্যানসম্পন্ন মনোজাত বিষয়রূপেই প্রবর্তিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এখানেও 'ভগবান' এই নামটি নৈমিত্তিক মাত্র। ইহা মহামায়া রাজা শুদ্ধোধন, ৮০ হাজার জ্ঞাতি পরিজনে প্রদত্ত নয় বা দেবরাজ সক্ক আদি দেবতাবিশেষের প্রদত্তও নয়। এ প্রসঙ্গে ধর্মসেনাপতির উক্তি প্রণিধান যোগ্য—"ভগবান' এই নাম মাতা প্রদত্ত নয়, ... ইহা বিমোক্ষ লাভের কারণে। বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রতিলাভের কারণে বুদ্ধ ভগবানগণের প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞপ্তি রূপেই 'ভগবান' বচনটি ব্যবহৃত হয়েছে"। (মহা.নি.)

যেই গুণসমূহকে লক্ষ করে 'ভগবান' বচনটির ব্যবহার হয়ে থাকে সেই গুণসমূহ প্রকাশার্থে এই গাথায় বলা হয়েছে :

"ভগী, ভজী, ভাগী বিভক্ত ভাব এতে,
ভঙ্গ কৃতের, গারবতায় 'ভগবান' তাতে।

বিশাল জ্ঞানে সুভাবিত নিজে তিনি 'ভগবান' ভবের অন্তসাধনে। উক্ত নির্দেশানুসারে সেই সেই পদের অর্থ দ্রষ্টব্য। ইহার অপর বিধানটি এরূপ :

"ভাগ্যবান, মান্যতাযুক্ত ভঙ্গ আর বিভাজনে,

মাননীয় ভাগ্যবান ভাব, 'ভগবা' হয় তাতে।

তথায় বর্ণাগম, বর্ণ বিপর্যয় হয়। এই নিরুক্তি লক্ষণ গ্রহণ করে শব্দবিধি দ্বারা বা সংশোধনাদির প্রক্ষেপ লক্ষণ গ্রহণপূর্বক যেভাবে লৌকিয়-লোকোত্তর সুখ বিশেষভাবে নিবর্তিত হয়, দানশীলাদি সম্পাদনে পারগু (পারপ্পত্ত) দ্বারা ভাগ্যবান হয়, সেই ভাগ্যবানকেই 'ভগবান' বলে জ্ঞাতব্য। যদ্দ্বারা লোভ, দ্বেষ, মোহ এ সকল বিপরীত মানসিকতা, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, ক্রোধ, হিংসা (উপনাহ) প্রতারকতা, ক্ষমাহীনতা (পলাস), ঈর্ষা-কার্পণ্যতা, মায়া-শঠতা (সাঠেয্য), স্বার্থপরতা (দম্ভ) অহংকার (সারম্ভ), মান-অভিমান, মত্ততা-প্রমত্ততা, তৃষ্ণ-অবিদ্যা, ত্রিবিধ অকুশল মূল, দুশ্চরিত্র-সংক্লেশ মল, বিপরীত সংজ্ঞা, বিতর্ক-বিভ্রম (পপঞ্চ), চতুর্বিধ পর্যায়ের আসব গ্রন্থি, ঘুর্ণাবর্ত তৃষ্ণা উপাদান, পঞ্চবিধ মনের আড়ষ্টতা (চেতখীল), আসক্তি (বিনিবন্ধ), নীবরণ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি (অচিনন্দন), ছয় প্রকার বিবাদমূল—তৃষ্ণাকায় (রূপতৃষ্ণাদি ছয় প্রকার), আসক্তি অনুরাগ (সত্তনুশয়), অষ্ট ইচ্ছা, নব তৃষ্ণামূল দশ অকুশল, মিথ্যাদৃষ্টিগত অষ্টশত তৃষ্ণার ভাজন প্রভেদ, সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা (দরথ) পরিদাহ, এসব শতসহস্র ক্লেশকে সংক্ষেপ করে পঞ্চ ক্লেশ-অভিসংস্কার নামক স্কন্ধ-মার, দেবপুত্র মারকে ভোগ করেননি। তাই এ সকল অনিষ্টকারী বিষয় (পরিস্সয়া)কে ভঙ্গকারী অর্থেই 'ভগবান' নামে খ্যাত। এ কারণেই উক্ত হয়েছে :

"রাগ ভঙ্গে, দ্বেষ-ভঙ্গে, মোহ-ভঙ্গে অনাসক্ত জন,
পাপধর্মের ভঙ্গ করে তিনি হন ভগবান"।

ভাগ্যবান হেতু শত পুণ্যলক্ষণধারী রূপকায় সম্পত্তি দীপ্ত হয়েছেন। দ্বেষাদি ভঙ্গকারী হেতু ধর্মকায় সম্পত্তি, তথা লৌকিয় দ্রব্যাদি বহুলভাবে প্রাপ্ত হওয়া, গৃহী প্রব্রজিত উভয়ের দ্বারা আগমন-প্রত্যাগমনে অভিনন্দিত হওয়া, কায়-চিত্তের দুঃখ অপনোদনে প্রতিবলসম্পন্নতা, বস্তুগত দান-ধর্মাদি দ্বরা উপকৃত এবং লৌকিয় লোকোত্তর সুখে সম্প্রযোজন সামর্থ্য দ্বারা তিনি প্রদীপ্ত হয়েছেন। যদ্দ্বারা ইহালোকে ঐশ্বর্য-ধর্ম-যশ-কাম এবং যত্ন (পয়ত্ত) এই ছয় ধর্মকে ভঙ্গকারী শব্দ প্রচারিত এবং স্বচিত্তের অনিমা (স্বদেহকে ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম করার ক্ষমতা), লঘিমাদি (স্বদেহকে ইচ্ছানুরূপ হালকা করার ক্ষমতা) বা লৌকিয় সম্মত সর্বাকারে পরিপূর্ণ পরম ঐশ্বর্য বিদ্যমান আছে, তথা লোকোত্তর ধর্মসমূহ লৌকিকে ব্যাপকভাবে আয়ত্তকরণে যথাযত গুণসমূহ অধিগত হেতু অতিশয় পরিশুদ্ধ যশ-খ্যাতিসম্পন্ন, রূপকায়িক দর্শনে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন (ব্যেবট), জনগণের চোখে প্রসাদ উৎপাদনে সমথ; সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বাকারে পরিপূর্ণ, ইহা দ্বারা আত্মহিত-পরহিত যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তাহা তদনুরূপ

অভিনিষ্পন্ন করতে সমর্থ, ইচ্ছিত-অনিচ্ছিত যাবতীয় বিষয় তথায় ইচ্ছামাত্র নিষ্পত্তিতে সক্ষম, সর্বলোকে গুরুভাব উৎপত্তির হেতুভূত সম্যক প্রচেষ্টা প্রাপ্ত, এ সকল সৌভাগ্য (ভগ) গুণ যার আছে, সেই সেই অর্থে তিনি 'ভগবান' নামে খ্যাত।

কুশলাদি ভেদে যাহা সর্বধর্মে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি দ্বারা অথবা কুশলাদি ধর্মসমূহকে উচ্ছেদকৃত সংস্কার সাধিত, সন্তাপিত, এবং পরিবর্তনশীলতা দ্বারা দুঃখ আর্যসত্যকে উদ্যোগ (আয়ুহন), কারণ সন্ধান, সংযোগ প্রতিরোধ (পালিবোধ) দ্বারা দুঃখের উৎপত্তি দূর করে বিরাগ-সংশ্লিষ্ট অমৃত উপভোগ দ্বারা দুঃখের নিরোধসাধন, নিত্য হেতু দর্শন আধিপত্য দ্বারা মার্গকে বিভক্ত, বিভাজিত করে, বিবৃত করে দেশনা করা হয় বলে উক্ত হয়েছে। এরূপ বিশেষকরণে সমর্থ বলেই 'ভগবান' বলা হয়েছে।

যদ্দারা এই দিব্য-ব্রহ্ম-আর্য-জীবন যাত্রায় কায়-চিত্ত-উপাধি বিবেকসমূহ শূন্য, অপ্রণিহীত অনিমিত্ত বিমোক্ষের মধ্যে অনন্য লোকোত্তর উত্তরিমনুষ্য ধর্মসমূহকে ভজন সেবন এবং ব্যাপকতা দান করেছিলেন। তদনুরূপ পোষণকারী (ভত্তবা) বলে 'ভগবান' বলা হয়।

যদ্দারা ত্রিভবের মধ্যে তৃষ্ণাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গমন মননকে বমন-বর্জন (বন্ত) বুঝায়, সেই ভবসমূহের মধ্যে গমন বর্জন হয়ে থাকে। এই ভাব পোষণকারী ভব-শব্দ হতে ভ-কার, গমন শব্দ হতে গ-কার, এবং বন্ত-শব্দ হতে ব-কারকে দীর্ঘ করে 'ভগবা' বলা হয়ে থাকে। লোকে যেমন "মোহনের (স্ত্রীলোকের) মালাকে মেখলা (কোমরের অলংকার) বলে থাকে।"।

'সো ইমং লোকং' বলতে সেই ভগবান এই লোকে—এরূপ বক্তব্যই নির্দেশ করে। 'সদেবক' বলতে দেবগণসহ। একইভাবে 'সমারকং' বলতে মারগণসহ। 'সব্রহ্মকং' বলতে ব্রহ্মগণসহ। 'সস্সমণ ব্রাহ্মনিং' বলতে শ্রামণ ব্রাহ্মণসহ, 'পজং' বলতে প্রজাত্ব। 'সদেবমুস্সানং' বলতে দেব-মানবসহ। তথায় 'সদেব' এই বচন দ্বারা পঞ্চ কামাবচর দেবগণকে বুঝায়। 'সমার' বচন দ্বারা ছয় কামাবচর দেবগণকে বুঝায়। 'সব্রহ্ম' বচন দ্বারা ব্রহ্মকায়িক দেবগণকে বুঝায়। 'সস্সমণ ব্রাহ্মণ' বচন দ্বারা বুদ্ধের শাসনকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে পরে মিত্রভাবাপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বুঝায়। পাপে সংযত, পাপ বিদূরিত কারীকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ' বলা হয়। 'পজা' বচন দ্বারা সত্ত্ব তথা প্রাণীকুল বুঝায়। 'সদেব-মনুসানং' বচন দ্বারা দেব আর মনুষ্যসম্মতি প্রাপ্তকে বুঝায়। এভাবে তিনটি পদ দ্বারা দুই শূন্যলাকসহ সকল প্রাণীকুলকে সত্ত্বলোক বলে জ্ঞাতব্য।

অপর বিধিমতে 'সদেব' দ্বারা অরূপবচর দেবলোককেও গ্রহণ করা হয়। 'সমার' বচন দ্বারা ছয় কামবচর দেবলোককে গ্রহণ করা হয়। 'সব্রহ্ম' বচন

দ্বারা রূপ-ব্রহ্মলোককে গ্রহণ করা হয়। 'সস্‌সমণ ব্রাহ্মণ' বচন দ্বারা চারি পরিষদবশে সম্মতি দেবাদিসহ মনুষ্যলোক এবং অবশিষ্ট সত্ত্বলোক বা প্রাণীকুলকে গ্রহণ করা হয়।

অথচ এখানে 'সদেব' বচন দ্বারা সর্বলোকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব সাধনকারী সেই ভগবান, এরূপ কীর্তিশব্দ উত্থিত হয়েছিল। এরূপই হলো যে, ছয় কামবচরের মহা প্রতিপত্তিশালী ঈশ্বর মার বললেন, "সে এতই বা কি পেয়েছে?" এই বলে তাঁকে বিধ্বংস করতে (বিধমতো) মার সপরিষদ হুঙ্কার দিল। মহা প্রভাবশালী ব্রহ্মা এক আঙ্গুল দ্বারা এক সহস্র চক্রবালকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তুললেন। দুই আঙ্গুল দ্বারা ... দশ আঙ্গুল দ্বারা দশ সহস্র চক্রবালকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তুললেন। এই বলে, "তিনি অনুত্তর ধ্যানসমাপত্তিসুখ কী আর অধিগত করলেন?"

সপরিষদ ব্রহ্মদের বিমতি উৎপন্ন হয়ে এভাবে আন্দোলিত হলো (বিধমতো)। সেই হতে যে সকল সাধারণ (পুথুজন) শ্রামণ-ব্রাহ্মণ যারা বুদ্ধশাসনের বিরুদ্ধবাদী (পচ্চত্থিক) তারা বললেন, "কী-ই বা তিনি অধিগত করেছেন?" এভাবে সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণদের মনে এরূপ বিরূপভাবের উদয় হলো। দেব-মানব সম্মতদের এরূপ স্তুতি-নিন্দার মধ্যেও আপন অধিগত ভাব প্রকাশ করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন দ্বারা অবশেষে অধিগত বিষয়ের উচ্চ প্রতিষ্ঠার শব্দই বিশেষায়িত হলো। এখানে ইহাই অনুসন্ধিক্রম।

'অভিঞ্ঞাতি' বলতে স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা আয়ত্ত করে প্রবিদ্ধকরণ তথা ধ্বংসকরণ। স্বয়ং নিজে নিজে করা, অপরের দ্বারা পরিচালিত (অপরনেয্য) না হওয়া। অধিক জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হওয়াই 'অভিঞ্ঞা'। 'সচ্ছিকত্বাতি' বলতে প্রত্যবেক্ষণ পূর্বক অনুমানাদি পরিত্যাগ দ্বারা যাহা অর্জিত হয়। 'অবেদেতীতি' অর্থে বোধগম্য হয়, জ্ঞাত হয়, প্রকাশিত হয়। 'সো ধম্মং দেসেতি অদিকল্যাণং ... পরিয়োসন কল্যাণন্তি' অর্থে সেই ভগবান প্রাণিজগতের প্রতি করুণাবশে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বিবেকসুখ শান্তিদায়ক ধর্মদেশনা করেন। তাতে অল্প হোক বা বহু দেশনাই হোক তৎসমুদয় আদিকল্যাণাদি-দায়ক দেশনাই করেন।

কিভাবে? এখানে একটিমাত্র গাথাও সামগ্রিকভাবে ভদ্রতা-নম্রতা প্রতিপাদন পূর্বক ধর্মের প্রথম পদ দ্বারাই আদিকল্যাণ সাধন করে থাকে। দ্বিতীয়, তৃতীয় পদ দ্বারা মধ্যভাগে কল্যাণ এবং পরবর্তী পদ দ্বারা অন্তকল্যাণ সাধন করে থাকে। এক সন্ধিবিশিষ্ট সূত্রের নিদান (উৎপত্তি বস্তু) দ্বারা আদিকল্যাণ, নিগমন দ্বারা মধ্যকল্যাণ এবং সর্বশেষ দ্বারা অন্তকল্যাণ সাধিত হয়। নানা সন্ধিযুক্ত সুত্তটির প্রথম সন্ধি দ্বারা আদিকল্যাণ; পরবর্তী দ্বারা মধ্যকল্যাণ এবং সর্বশেষ দ্বারা অন্তকল্যাণ সাধিত হয়। বুদ্ধশাসনভুক্ত যাবতীয় স্বধর্ম সার্থক কর শীল দ্বারা

আদিকল্যাণ, শমথ-বিদর্শন-মার্গফলাদি দ্বারা মধ্যকল্যাণ এবং নির্বাণ দ্বারা অন্তিমকল্যাণ সাধিত হয়। শীল-সমাধি দ্বারা আদিকল্যাণ, বিদর্শনমার্গ দ্বারা মধ্যকল্যাণ এবং ফলনির্বাণাদি দ্বারা অন্তিমকল্যাণ হয়ে থাকে। বুদ্ধ সুবোধ্যতায় আদিকল্যাণ, ধর্ম সুধর্মতায় মধ্যকল্যাণ, সংঘ সুপ্রতিপত্তিতায় অন্তকল্যাণ হয়ে থাকে। তা শুনে তদনুরূপ প্রতিপন্নতা দ্বারা অভিসম্বুদ্ধ জ্ঞান অধিগমে আদিকল্যাণ, প্রত্যেক বুদ্ধত্ব দ্বারা মধ্যকল্যাণ এবং শ্রাবকবুদ্ধত্ব দ্বারা অন্তকল্যাণ সাধিত হয়। কর্ণ দ্বারা শ্রবণরত হয়ে নীবরণসমূহকে বিধ্বস্ত করে কল্যাণময় বিষয়সমূহ উৎপন্ন করা (আবহতি) আদিকল্যাণ। প্রতিপত্তি কল্যাণধর্মে নিয়েজিত হয়ে শমথ-বিদর্শন সুখের উৎপাদন করাতে মধ্যকল্যাণ। সেই প্রতিপত্তিফলের সমাপ্তিতে এবং এরূপ ভাব দ্বারা উৎপন্ন কল্যাণ ধর্ম হচ্ছে অন্তকল্যাণ। বেশিও নয়, অল্পও নয় এমনভাব (নাথপ্পভাব) হেতু উৎপন্ন প্রভাব শুদ্ধি হচ্ছে আদি কল্যাণ, অর্থশুদ্ধি হচ্ছে মধ্যকল্যাণ, এবং কৃত্যশুদ্ধি হচ্ছে অন্তকল্যাণ। তাই এই ভগবানের অল্প বা বহু দেশনাকে আদিকল্যাণাদি ক্রমে দেশিত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

'সাত্থং সব্যঞ্জনন্তি'—বলতে এই ধর্মদেশনাকালে দেশিত বিষয়সমূহের মধ্যে শাসন ব্রহ্মচর্য, মার্গ ব্রহ্মাচর্য প্রকাশিত হয়, নানাবিধ উপায় প্রদর্শন করে এবং তার যথানুরূপ অর্থ সম্পত্তি দ্বারা, ব্যঞ্জনা সম্পত্তি দ্বারা। কার্যকারণ প্রদর্শন পূর্বক ব্যাখ্যাদান (সঙ্কাসন পকাসন) বিবরণ-বিভাজন-ঘেষিতকরণ, অর্থপদ সমযোগে অর্থপূর্ণ প্রজ্ঞাপিতকরণ, নিরুক্তি নির্দেশাদি সম্পত্তি দ্বারা অক্ষর-পদ-ব্যঞ্জনা আকারে উপস্থাপন করাই হচ্ছে 'সব্যঞ্জনং'। অর্থ গম্ভীরতা, প্রতিভেদ গম্ভীরতা হচ্ছে 'সাত্থং'। অর্থ প্রতিপাদনযুক্ত প্রতিসম্ভিদার বিষয়সমূহ হচ্ছে 'সাত্থং'। ধর্মনিরুক্তি প্রতিসম্ভিদার বিষয়সমূহ হচ্ছে 'সব্যঞ্জনং'। পণ্ডিতদের বোধগম্য, পরীক্ষাকারীদের চিত্তপ্রসাদ উৎপাদন সক্ষমতা হচ্ছে 'সাত্থং'। সাধারণ জনের বিশ্বাসযোগ্য এবং চিত্তপ্রসাদ উৎপাদন সক্ষমতা হচ্ছে, 'সব্যঞ্জনং'। গম্ভীর অভিপ্রায় হচ্ছে—'সাত্থং'। উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতকরণ হচ্ছে—'সব্যঞ্জনং'। উপনীত হওয়ার যোগ্য এমন অবস্থার অভাব সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ভাবই হচ্ছে—'কেবল পরিপুন্নং'। প্রস্থানের যোগ্য—এমন অবস্থার অভাব, এমন নির্দেশ ভাবই হচ্ছে 'পরিসুদ্ধং'। ব্রহ্মসত্ত্বগণের শ্রেষ্ঠ আচরণযোগ্য যেই শিক্ষা, তদনুযায়ী আচরণ ভাবই হচ্ছে—'ব্রহ্মচরিযং'। তদ্ধেতু বলা হয়েছে : "সাত্থং সব্যঞ্জনং—ব্রহ্মচরিযং পকাসেতি"।

অথচ যখন সউৎপত্তিক এবং সনিদানযুক্ত দেশনা হয়, তাতেই আদি কল্যাণ দেশিত হয়। ইহা বৈয়াকরণিকদের অনুকুল অর্থ। হেতু উদাহরণযুক্ততা এবং অবিপরীত ভাবযুক্ততা হচ্ছে 'মধ্যকল্যাণ'। শ্রবণকারীদের শ্রদ্ধা প্রতি লাভ এবং

তদভাবে প্রস্থান দ্বারা 'পরিযোসন' তথা অন্তকল্যাণধর্মী দেশনা হয়। এরূপ দেশনাতেই ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিপত্তি অধিগত করার জন্যে, অর্থপূর্ণ করার জন্যে, পরিয়ত্তি শাস্ত্রকে ব্যঞ্জনাময় করার জন্যে, শীলাদি পঞ্চ ধর্মস্কন্ধকে কেবল পরিপূর্ণতা দান করতে উপক্লেশসমূহ নিবারণ করতে, প্রবর্তিত লোকা মিষ নিরপেক্ষ হতে এবং পরিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য দ্বারা ব্রহ্মসত্ত্বগণের জন্যে বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং শ্রবাকগণের ব্রতকে 'ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। তাই আদিকল্যাণাদি সেই ধর্মসমূহকেই ব্রহ্মচর্য-প্রকাশক বলা হয়েছে।

'সাধু খো পনাতি' শব্দটি সুন্দরকে অর্থবহ, সুখাবহকরণ অর্থে বলা হয়েছে। 'অরহতং' শব্দটি সেই ভগবান গৌতম এভাবেই তদানুরূপ অর্হৎ, যা যথার্থ গুণাদি অধিগতকরণ দ্বারা পৃথিবীতে 'অর্হৎ' নামক শব্দে সম্মানিত হলেন এই অর্থে বলা হয়েছে।

'দস্সনং হোতীতি'—অর্থে শান্ত প্রসন্ন মনে চক্ষু উন্মিলন করে দর্শন। এমন দর্শনমাত্রই উত্তম দর্শন হয়ে থাকে, এরূপ আশায় বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন তথায় উপস্থিত হলেন।

২। 'যেন' শব্দটি ভূমি বা ভিত্তি সৃষ্টিকরণবাচক শব্দ। তাই যেখানে ভগবান সেখানেই উপস্থিত হলেন, এই অর্থই প্রযোজ্য। যেই কারণে ভগবানের নিকটে দেব-মানবগণ উপস্থিত হওয়া কর্তব্য তদনুরূপ কারণেই এই 'উপস্থিতি' এমন অর্থেই গ্রহণ কর্তব্য। তাহলে এক্ষণে সেই (বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের) উপস্থিতি কোন কারণে হলো? নানা প্রকার বিশেষ গুণ অধিগতকরণের অভিপ্রায়ে, সুস্বাদু ফল উপভোগের অভিপ্রায় দ্বারা ব্রাহ্মণগণ হলেন নিত্য ফলন্ত মহাবৃক্ষসদৃশ। 'উপসঙ্কমীতি' অর্থে গমন করা বুঝায়। 'উপসঙ্কমিত্বা' বলতে উপস্থিত হওয়ার পরবর্তী আরও কিছু বুঝায়। অথবা এভাবে গমন করার পরও ভগবানের নিকটতর স্থানে উপনীত হয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করে।

'ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদীতি' ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন, যেভাবে ভগবানের সুস্থতাদি জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য, তিনি তদনুরূপ ভগবানের সাথে আচরণ করেননি। যেমন শীতল জলকে উষ্ণজল দ্বারা গ্রহণে একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই তিনি ভগবানকে কখনো 'ভো গৌতম সুস্থ আছেন তো? সুখে দিন কাটছে তো?' আবার কখনো সম্বোধন করছেন, 'ভবৎ গৌতমের শ্রাবকেরা নির্বিঘ্ন, নিরাতঙ্ক, লঘু স্থানীয় বলসম্পন্ন হয়ে সুখে অবস্থান করছেন তো? ইত্যাদি দেহ-সম্পর্কীয় কথা দ্বারা প্রীতি-প্রমোদ্য ভাবেরই সম্বোধন করেছিলেন। তা প্রীতি-প্রমোদ্য ভাবপ্রকাশক সম্বোধন হিসেবে জেনে, সম্বোধন ভাবযুক্ত বাক্যকে 'সম্মোদনীয়ং' বলা হয়। অর্থ এবং ব্যঞ্জনা মাধুর্যতায় দীর্ঘকাল ধরে স্মরণ করতে, অবিরাম প্রবর্তন করতে, অরহতের স্বরূপ স্মরণযোগ্য ভাবই

হচ্ছে 'সারণীয়'। অথবা শুনতে সুখকর এমন সম্বোধনযোগ্য বাক্য অনুস্মরণ হতে যেই সুখ উৎপন্ন হয় তারই নাম 'সারণীয়ং। তথায় ব্যঞ্জনা পরিশুদ্ধিতাহেতু 'সম্মোদণীয়ং' এবং অর্থ পরিশুদ্ধিতাহেতু 'সারণীয়' বলা হয়েছে। এভাবে অনেক প্রকারে সম্বোধনযোগ্য, স্মরণযোগ্য বাক্যালাপ সমাপন করে, পরিবেশন করে, সমাপ্ত করে যেই অর্থে বা যেই কারণে আগত তা জিজ্ঞাসা করে একপাশে উপবেশ করলেন। এখানে 'একমন্তং' শব্দটি নপুংসক লিঙ্গবাচক চন্দ্র এবং সূর্য এ দুই শব্দের ন্যায় বিপরীত ভাবযুক্ত অর্থাৎ 'চন্দ্র' হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'সূর্য' হচ্ছে পুংলিঙ্গ ভাববাচক (অ. নি.)। তাই যথায় উপবিষ্ট তা একপার্শ্বেই যেন অবস্থান হয় তেমনভাবে উপবেশন এই অর্থই দ্রষ্টব্য। ভিত্তি হিসেবে বা ভূম্যার্থে ইহা উপযোগ তথা সহায়তামূলক বাক্য। 'নিসীদী'তি অর্থে উপবিষ্ট। গুরু স্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হয়ে কোথায় নিজ উপযুক্ত আসন সেই বিবেচনায় উপবেশন করা অর্থে বলা হয়েছে : 'একমন্তং নিসীদন্তি'। সে জাতীয় অন্যান্য স্থানগুলোর একটি উপবেশন অর্থে—'অঞ্ঞতরো' বলা হয়েছে।

কিভাবে উপবেশন করলে একান্তে উপবেশন হয়? ছয়টি উপবেশন দোষকে বর্জন পূর্বক উপবেশন, যথা—অতিদূরে, অতিনিকটে, বায়ুর প্রতিকূলে, উঁচু স্থানে, অতিসম্মুখে, অতিপেছনে উপবেশন করা। অতিদূরে উপবিষ্ট হলে যদি বাক্যালাপে ইচ্ছুক হয় তখন উচ্চশব্দ করতে হবে। অতিনিকটে উপবিষ্ট হলে ঘেষাঘেষি হয়ে যাবে। বায়ুর বিপরীতে উপবিষ্ট হলে দেহের গন্ধ বিঘ্ন ঘটাবে। উঁচু স্থানে উপবিষ্ট হলে অগৌরব প্রকাশক হয়ে থাকে। অতিসম্মুখে উপবিষ্ট হলে যদি দর্শনকামী হয় তাতে পারস্পরিক চোখের অপসারণ (আহচ্চ) দুষ্কর হয়ে পড়ে। অতিপেছনে উপবিষ্ট হলে দর্শনকামী হলে ঘাঁড় প্রসারিত করে দেখতে হয়। তাই এই ছয় উপবেশন অস্থান বর্জন পূর্বক উপবেশন করা। তাই বলা হয়েছে : 'একমন্তং নিসীদি'।

'একান্তে উপবিষ্ট সেই বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন'—এ বাক্যের দ্বারা এই মুহূর্তের বক্তব্য মাত্র প্রকাশকে দেখানো হয়েছে। এখানে পদসন্ধিরূপে দ-কার ব্যবহৃত হয়ে 'এতদবোচাতি' হয়েছে। 'অবোচাতি' অর্থে ভাষণ করা হয়েছে। 'সুতং মেতন্তি' অর্থে আমার দ্বারা ইহা ইহা শ্রুত হয়েছে : এই বক্তব্যমাত্র প্রদর্শিত হয়েছে। 'ভো গোতমাতি' অর্থে ভগবানকে গোত্র দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে।

ইদানিং যা তৎদ্বারা শ্রুত হয়েছে, তা বর্ণনা করতে 'ন সমণো গোতমোতি' এরূপ বলা হয়েছে। তথায় অস্পষ্ট (অনুত্তান) পদ বর্ণনায় 'ব্রাহ্মণ' বলতে ব্রাহ্মণ জাতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'জিন্নেতি' বলতে বার্ধক্যের আক্রমণে গাত্রচর্মাদি ঢিলে হয়ে যাওয়ার মতো জরাভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে বুঝানো

হচ্ছে। 'বুড্‌ঢোতি' বলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বার্ধক্যতা ভাব প্রাপ্তি বুঝায়। 'মহল্‌লকোতি' বলতে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে চিরতরে কানে ভার শ্রবণাদিকে বুঝানো হয়েছে। 'অদ্ধগতেতি' বলতে অতীতে দুই-তিনবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও (রাজপরিবট্টে) ঘুরে ফিরে বেঁচে যাওয়াকে বুঝানো হচ্ছে। 'বযো অনুপ্পত্তেতি' বলতে পড়ন্ত বয়স (পচ্ছিমবযং) সম্পাপ্ত হয়ে একশত বছরের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ জীবনের অন্তিম পর্বকে বুঝানো হচ্ছে। অথচ 'জিন্নেতি' বলতে প্রাচীন কালে চিরকাল অপরিবর্তনীয় বংশ মর্যাদা (কুলন্বয়েতি) বুঝানো হতো; 'বড্‌ঢেতি' বলতে বুঝানো হতো শীলাচার গুণাদিসম্পন্নতা; 'মহল্‌লকেতি' বলতে বিত্ত-সম্পদে সমৃদ্ধতায় মহাধনী মহাভোগী; 'অদ্ধগতে' বলতে ব্রাহ্মণদের ব্রতাচারাদি মার্গের অনুশীলন না করে বিচরণ করা; এবং 'বয়ো অনুপ্পত্তেতি' বলতে জন্ম-লগ্ন থেকে যেই বৃদ্ধি ভাব তার অপ্রাপ্ত, এরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য ছিল।

এখানে 'অভিবাদেতি' বলতে উক্ত প্রকার অর্থ যোজনা পূর্বক বুঝতে হবে যে, শ্রমণ গৌতমকে হাত জোড় করে বন্দনাও করেননি, আসন হতে উঠেও দাঁড়াননি। শুধু বলেছেন, 'মহাশয় এখানে বসুন' এই বলে বসার আসন এগিয়ে দিলেন। ইহা যেন—'রূপ নিত্য না অনিত্য' এরূপ জিজ্ঞাসার ন্যায় স্বতঃবিভাবন অর্থেরই প্রকাশক মাত্র। এভাবে নিজে অভিবাদনাদি না করে ভগবানকে দেখামাত্র বললেন, "তাহলে হে গৌতম, এখন তথায় আছেন। আমার দ্বারা যা শ্রুত হয়েছে, তা কি এখন আমার যা প্রত্যক্ষ কার হচ্ছে তদনুরূপ? এভাবে সাক্ষ্যতালাপ রূপেই ইহা প্রদর্শিত। 'নহি ভবং গোতমো ... আসনেন বা নিমন্তেতী'তি বলতে নিজে শুনে ও দেখে বের হয়ে এসে নিন্দা করতেই যেন বলেছিলেন, "তাহলে ভবৎ গৌতম অভিবাদনাদি করার অযোগ্য নন"।

এতে ভগবান আত্মপ্রশংসা (অত্তুক্কংসন) বা পরনিন্দা (পরবম্ভন) জাতীয় দোষ ত্যাগ করে করুণা শীতল হৃদয়ে তার (ব্রাহ্মণের) অজ্ঞতা দূর করার মনোভাব (বিধানিত্বাযুত্তভাবং) প্রকাশ করার জন্যে ভাবলেন—"যদি আমি এই ব্রাহ্মণের ... তার শির পতিত হবে"। তথায় ইহাই সংক্ষেপার্থ—"আমি এমনই ব্রাহ্মণ যে যার অপ্রতিহত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দেখতে পারি। সদেবলোকে এমন একজনও দেখতে পাচ্ছি না যেজন সদেবাদি ভেদে মাদৃশ অভিবাদন, প্রত্যুত্থান এবং আসনাদির জন্যে আমন্ত্রণযোগ্য হতে পারে। আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর নিত্য সেবাকারী এতাদৃশ একজনও যে দেখিনি। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। অথচ আমি জাতক্ষণে যখন উত্তরাভিমুখে সপ্ত পদবিক্ষেপ গমনকালে যেখানে সমগ্র দশসহস্র লোকধাতু অবলোকন

করেছিলাম। তখন তথায় সদেবাদি ভেদে কোনো লোকে এমন একজনও দেখিনি, যেজন আমা সদৃশ অভিবাদন, প্রত্যুত্থান বা আসনাদির জন্যে নিমন্ত্রণ যোগ্য হতে পারে। তদুপরি ষোল সহস্র কল্প পরমায়ুসম্পন্ন খীণাসব মহাব্রহ্মা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এই বলে প্রীতি উৎপাদন পূর্বক প্রণাম করেছিলেন—"আপনি জগতে মহাপুরুষ, আপনি সদেব লোকে অগ্র, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। আপনার চেয়ে উত্তরিতর আর কেউ নেই।"

তদুপরি আমি নিজেও আমার চেয়ে উত্তরিতর আর কাকেও না দেখে এমন অভিজ্ঞান বাক্য আমার কণ্ঠে নির্গত হয়েছিল—"এই বিশ্বে আমিই অগ্র, আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।" জাতক্ষণে আমার দ্বারা অভিবাদনযোগ্য যেখানে কোনোজন ছিল না, সেই আমি এখন সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে কাকে অভিবাদন করতে পারি বা আসনাদি দ্বারা আমন্ত্রণ জানাতে পারি? তাই হে ব্রাহ্মণ, তুমি তথাগতের উপর এমন অগৌরবযুক্ত আচরণ করো না। যদি ব্রাহ্মণ, কেউ তথাগত হতে অভিবাদন গ্রহণ করে বা ... আসনাদি দ্বারা আমন্ত্রিত হয়, তাহলে রাতের অবসানে তার মস্তক পরিপক্ব তালের মতো গ্রীবাচ্যুত হয়ে সহসা ভূমিতে পতিত হবে।

৩। এরূপ উক্ত হলে দুষ্প্রাজ্ঞতা হেতু ব্রাহ্মণ জগতে তথাগতের শ্রেষ্ঠত্ব ভাব অনুধাবনে অক্ষম হয়ে (অসল্লেক্খন্তো) কেবল তৎ (ভগবানের) বাক্যের প্রতি অসহনীয় হয়ে বললেন, "গৌতম অরসরূপ ভাবসম্পন্ন"। এতে তার কী অভিপ্রায়? জগতে যেই অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম এবং ভদ্রতা কর্মকে 'একাত্মতা' বলা হয়, তা ভবৎ গৌতমের মাঝে নেই। তাই ভবৎ গৌতম অরসরূপসম্পন্ন, অরস জাতীয়, অরসভাবসম্পন্ন।" এতে ভগবানের প্রতি চিত্তের মৃদুভাব উৎপাদনে, বিরুদ্ধভাব (উজু বিপচ্চনীক ভাবং) পরিহার করতে, তৎ কর্তৃক ভগবানের বাক্যের প্রতি বিরূপভাব নিজেই সন্দর্শন করতে "ব্রাহ্মণের ইহাই মৃত্যুর কারণ (পরিযায়)" বলে ব্যক্ত করলেন।

এখানে 'পরিযায়'টি হচ্ছে কারণ। 'পরিয়ায়' শব্দটি অন্যত্র দেশনা পর্যায়ের কারণসমূহের মধ্যেই পড়ে। যেমন মধ্যমনিকায়ে 'মধুপিণ্ডিক' পর্যায়ে তাদের ধারণা করুন' ইত্যাদি বলে দেশনাপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। মধ্যমনিকায়ের খণ্ডে এভাবে 'পরিযাযো' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে যেমন—"হে আনন্দ, কোন পর্যায়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দেবে?"। পারাজিকা খণ্ডে 'পরিয়ায়ো' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এভাবে—"সাধু ভন্তে, ভগবান অন্য পর্যায়ে সন্ধান করুন, যাতে ভিক্ষুসংঘ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।" তাই 'অরসরূপো ভবং গোতমেতি' ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্চারিত এই বাক্যে 'অবিতথবাদী' তথা 'অপ্রিয় সত্যবাদী' সংজ্ঞায় অর্থ নির্দেশ করতেও পর্যায় শব্দটি যথার্থ হতে পারে। তেমন

অর্থ কিভাবে হয়? হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের মাঝে রূপের আস্বাদ ... স্পর্শের আস্বাদ ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়েছে। এতে কি বুঝা গেল? সাধারণজনেরা রূপাদির আস্বাদন দ্বারা তাদেরকে অভিনন্দিত করে কামসুখাদি আসক্তি উৎপাদন করে, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি রস যা এ জগৎকে গ্রীবায় বন্ধন সদৃশ আবদ্ধ করে বস্তু আরম্মনাদির দিকে সামগ্রিকভাবে টেনে নিয়ে যায় (অবিচ্ছন্তি), তথাগতের মাঝে জাতিত্বশে, উৎপত্তিবশে, শ্রেষ্ঠত্বশে সেই আরম্মন রসাদির আস্বাদন সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত এরূপই উক্ত হয়েছে।

'আমার দ্বারা বিদূরীত হয়েছে' এভাবে আমিত্ব আকারে প্রকাশ দ্বারা আত্ম শব্দটি ত্যাগ না করে ধর্মদেশনা করা ভগবানের দেশনা বিলাস মাত্র।

তথায় 'পহীনাতি' বলতে চিত্তসন্ততি হতে অপগত, পরিত্যক্ত বুঝায়। এখানে ইহা উপযোগ তথা কারণ অর্থেই দ্রষ্টব্য। আর্যমার্গের অস্ত্র দ্বারা বিদ্যমান তৃষ্ণার মূলকে উচ্ছেদ করা অর্থে জ্ঞাতব্য। 'তালবত্থুকতা' এই উপমা দ্বারা তৃষ্ণার সমূল উচ্ছেদ বুঝানো হচ্ছে। তাল বৃক্ষের মূল উৎপাটন তুল্য কঠিন হলে ও একবার উচ্ছেদে দ্বিতীয়বার উদ্গম যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি আর্যমার্গ অবলম্বন দ্বারা রূপ-রসাদি পঞ্চকামে গুণজাত তৃষ্ণাকে চিত্তসন্ততি হতে সমূলে চিরতরে উচ্ছেদ বুঝায়। তালবৃক্ষের মস্তক যদি ছিন্ন হয়, তা পুনঃ গজিয়ে উঠা যেমন অসম্ভব, তেমনি আর্যমার্গের অস্ত্র (গুণাবলী) দ্বারা চিত্তসন্ততি হতে উৎপাটিত তৃষ্ণামূলও সেই মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষসদৃশ হয়ে যায়। ইহাই 'তালাবত্থুকতা' তথা ছিন্নতাল মস্তক যেভাবে পরবর্তীতে পুনঃ গজিয়ে না উঠার ভাব প্রকাশক। তাই এখানেও সেই অর্থে 'অনভাবংকতা' তথা পুনরাগম রুদ্ধকৃত বলা হয়। অন্য পর্যায়ে 'অনভাবংগতা' বলতে পদচ্ছেদানুবর্তী অভাব-অর্থের দ্যোতক হয়ে থাকে। তাই 'অনভাবংগতা' এই শব্দের পাঠটি পশ্চাদানুবর্তীতা, অর্থেরও দ্যোতক হয়ে থাকে। এই অর্থে 'অনুভাবংগতা'কে 'অনভাবংগতা' এবং 'অনুচ্ছরিয়া'কে 'অনচ্ছরিয়া' এভাবেও পদচ্ছেদ করা যায়। এভাবেই ইহা অনুৎপাদক ধর্মতাসম্পন্ন হওয়ায়, ভবিষ্যতে ও সেই অনুৎপাদক স্বভাবের হয়ে থাকবে। যাহার মধ্যে এরূপ অভাব বিদ্যমান, তা কিভাবে পুনঃ উৎপন্ন হবে? তাই বলা হয়েছে : "অনভাবংগতা আয়তিং অনুপ্পাদধম্মা'তি" অর্থাৎ এই অনুৎপাদধর্ম স্বভাবতই বিলুপ্তিভাবের অধীন হয়।

হে ব্রাহ্মণ, ইহাই পর্যায়ক্রম, ব্রাহ্মণ, ইহাই কারণ, যা আমার প্রতি যথার্থভাবে কথনীয় বিষয় কথিত হয়েছে যে, "শ্রমণ গৌতম রূপের প্রতি অরসিক।"

তুমি আমার সম্পর্কে যা বলেছ, আর তোমার সম্পর্কেও যা বলা হয়েছে : তা যথার্থ হয়নি, যথাযথ হয়নি।

ভগবান, কেন এমন বললেন? ইহা এজন্যেই যে, ব্রাহ্মণ দ্বারা রসাস্বাদনে সামগ্রিকতাই প্রকাশ পেয়েছে, যাতে আত্মার বিদ্যমানতাকে স্বীকার করা হয়েছে। এমনটি বলা যায় না।

যদি তা সমগ্র রসাত্মকভাবে সম্পাদন করা হতো, তাহলে তৎ অভাবে ইহাকে অরসরূপেই ব্যক্ত করতে হতো। ভগবানের পক্ষে এমনটি অসম্ভব। সে কারণে এই অসম্ভাব্যতা প্রকাশার্থেই বলা হয়েছে :

"নো চ খোয়াং ত্বং সন্ধায় বদেসি" তোমার সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। পর্যায়ভেদে অরসরূপ সম্পর্কে তোমাকে আমার দ্বারা যা বলা হয়েছে, তা আমাদের বক্তব্য নয়।

৪। 'ব্রাহ্মণ এরূপে আমি অরসরূপ' এই অভিযোগ আরোপে অসমর্থ হয়ে, আবার এমন অভিযোগ উত্থাপন করছেন যে ভবৎ গৌতম 'ভোগবিরোধী' ইত্যাদি। এভাবে সর্ব পর্যায়ে বিধিমতে যোজনা করা হয়েছে কি-না তা জ্ঞাত হয়ে সে সম্পর্কে ভাষণমাত্র—এরূপই জ্ঞাতব্য। হে ব্রাহ্মণ, সে কারণে পৃথিবীতে বয়োবৃদ্ধদের প্রতি অভিবাদনাদি কুশলকর্ম সামগ্রিক পরিভোগেরই অন্তর্গত বলে জানতে হবে। তৎ অভাবেই কি ভগবানকে 'নির্ভোগ' বলা হয়েছে? ভগবান তো প্রাণীগণের মধ্যে রূপাদির প্রতি যেই ছন্দ-রাগ পর্যায় ভেদে বিদ্যমান, নিজের মাঝে তার সংস্পর্শতার অভাবটাই প্রকাশ করেছেন, এটাই বুঝতে হবে।

৫। হে ব্রাহ্মণ, আমি আবারও বলি, এই পৃথিবীতে বয়োবৃদ্ধদের প্রতি অভিবাদনাদি সদাচারমূলক কর্ম লৌকিকভাবেই করা হয়। ভগবানের জীবনে সেই কুশলকর্মাদির সাথে সম্পর্কহীনতা হেতু তৎ নিত আর কোনো বিপাক ভোগের হেতু বিদ্যমান নেই, এই অর্থে ভগবানকে 'অক্রিয়াবাদী' বলা হতে পারে।

ভগবানের জীবনে কায়দুশ্চরিতাদি কর্মের সাথে সম্পর্ক হীনতায় তৎ বিপাকও অকার্যকর বলা হয়ে থাকে। তাতেও ভগবানকে 'অক্রিয়াবাদী' বলা যেতে পারে। সেই কায়দুশ্চরিতসমূহ কি? প্রাণীহত্যা, চুরি এবং কামে মিথ্যাচারাদির চেতনা। বাক্যদুঃশ্চরিত কি? মিথ্যাবাক্য, কর্কশবাক্য, ভেদবাক্য এবং অসারবাক্য ভাষণ। মনোদুশ্চরিত কি? অতিলোভ, উদ্ধ্যত স্বভাব এবং মিথ্যা ধারণা বা বিশ্বাস—এসবই জ্ঞাতব্য। এভাবে আরও অনেক প্রকারের পাপ অকুশল ধর্ম ভগবানের চেতনা হতেই বর্জিত বলে জানতে হবে।

৬। পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, ভগবানের নিকটে অভিবাদনাদি কর্ম না দেখে, "এমনটি হলে তো এই ত্রিলোক, প্রাণিলোক উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়" এমন ধারণা হতেই কি ভগবানকে উচ্ছেদবাদী বলা হয়েছে? ভগবান তো বলেছেন, অষ্টবিধ

লোভসহগত চিত্তের মধ্যে পঞ্চকামগুণিক রাগ-চিত্তের দুই অকুশল চিত্তের মধ্যে উৎপদ্যমান দ্বেষচিত্তকে অনাগামীমার্গ দ্বারা উচ্ছেদ করা যায়। সকল অকুশলের মূল উৎপাদক যেই মোহ, সেই মোহ অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারাই নিঃশেষে উচ্ছেদ সম্ভব হয় এমনই বলা হয়েছে। সেই এ দুয়ের অবশিষ্ট পাপ অকুশলধর্ম যথানুরূপ চতুর্বিধ মার্গ দ্বারা উচ্ছেদকৃত হয়, এমনই বলা হয়েছে। আর সেই কারণে অপর এক পর্যায়ে আমাকে 'উচ্ছেদবাদী' মনে করা যায়।

৭। হে ব্রাহ্মণ, "শ্রামণ গৌতম অবজ্ঞাবাদী ঘৃণাবাদী" বলেও ধারণা করা হয়। বয়োবৃদ্ধদের অভিবাদনাদি পুণ্যময় যে আচারকর্ম তা তার দ্বারা করা হয় না বলেই ভগবানকে অবজ্ঞাবাদী ঘৃণাবাদী (জেগুচ্ছী) বলা হয়। ভগবানকে কায়দুশ্চরিতাদি দ্বারা অবজ্ঞাবাদী ঘৃণাবাদী অভিযোগে কেন অভিযুক্ত করা হয়? ত্রিবিধ যেই কায়দুশ্চরিত, চতুর্বিধ বাকদুশ্চরিত, ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত সে সমুদয় হীনস্থানীয় (লামকট্ঠেন) পাপাদি, অনভিজ্ঞতা (অকোসল্ল) সম্ভূত অকুশল ধর্মাদি যা সমাপত্তি দ্বারা সম্পাপ্ত ও সমঙ্গীভূত হয় তা সর্বতোভাবে বিষ্ঠাসদৃশ, যা থের (মণ্ডণক) জাতীয়দের দ্বারা পর্যন্ত ঘৃণা এবং লজ্জাকর সে সকল দুশ্চরিতাদি নিঃশেষরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে জানতে হয়। তথায় 'কাযদুচ্চরিতেন' শব্দটি উপযোগ অর্থে করণকারকীয় বাক্য রূপে দ্রষ্টব্য।

৮। পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, "সংসারে জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শনাদি কর্মে বিনীত করতে হয়। অন্যথায় ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই এ সকল সমুচিতকর্মে বিনীত করতে উদ্যম গ্রহণ কর্তব্য, সমাদরের সাথে গৃহীত হওয়া কর্তব্য ভগবানের নিকটে অভিবাদনাদি কর্ম না দেখেই কি ধারণা করা হয় যে ভগবান অবিনীত? তথায় বাক্যের মধ্যে শব্দগত অর্থকে বিকৃত করে 'বিনয়' অর্থে বিনয়কে ধ্বংসকরণ বলা হয়েছে। 'বিনয়' এভাবে বিনয়কে অবিনায়ক আর 'অরহতী' অর্থে বিনয়কে নিগৃহীতকারীই অর্হৎ বলে উক্ত হয়েছে।

অথচ ভগবান রাগাদিকে বিনীত (দমিত), উপশান্ত করতেই ধর্মদেশনা করে থাকেন, সেই অর্থেই তিনি বিনায়ক। তাই ইহার সঠিক অর্থ হলো—বিনীত করতে যিনি ধর্ম দেশনা করে থাকেন তিনিই বিনায়ক। তদ্ব্যতীত প্রত্যয়ের বিধি বড়ই বিচিত্র। নিজেই তাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে স্বয়ং নিজেকে অপর পর্যায়ে ও তদনুযায়ী জানতে হয়।

৯। পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, যখন অভিবাদনাদি সদাচার কর্মসমূহ বয়োবৃদ্ধদের প্রতি করা হয়, তখন তারা তুষ্ট হন, হাসেন, আর না করলে অসন্তুষ্ট হন, নিন্দা করেন, এবং তাদের দুর্মনা ভাব উৎপন্ন হয়। এ কারণেই ভগবান এ সকল কর্ম করেন না। তাতে বয়োবৃদ্ধরা ক্ষুব্ধ হন এবং ভাবেন যে এই ব্যক্তি সৎপুরুষদের সদাচার ত্যাগকারী উদ্ধ্যত স্বভাবের। তাই ভগবানকে 'তপস্বী' ভাবা হয়।

তথায় ইহাই সেই পদের অর্থ 'তপতীতি' অর্থে তপস্যা, রোষ করে, নিন্দা করে (বিহেসেতী) এরূপই উক্ত হয়েছে, যা সদাচার কর্ম না করার পরিণতি। তপ যার আছে তিনিই তপস্বী। ইহার দ্বিতীয় বিকল্প অর্থ-ব্যঞ্জনা বিচার না করা হেতু লোকে 'তপস্বী' বলতে উগ্রস্বভাবের ব্যক্তি (কপণপুরিসো) বলে থাকেন। এ জীবনকে (লোকে) যে সকল অকুশল ধর্ম তপ্ত-উত্তপ্ত করে বলে ভগবান বলে থাকেন সে সকল প্রহাণ পরিত্যাগ দ্বারা তপস্বী হওয়ায়ই যুক্তিযুক্ত। তাই সেই তপস্বী নিজেকে নিজেই এ সকলের সংস্পর্শ বর্জনে ব্রতী হতে হবে এবং অপরাপর পর্যায়েও একই বিধি জ্ঞাত থাকা কর্তব্য।

তথায় ইহাই সেই বাক্যাংশের অর্থ—এ সকল অকুশল ধর্মকে তপ্ত তথা জ্বেলে দেওয়াই হচ্ছে 'তপস্যা' ইহাই অধিবচন। বিষয়াটি এভাবেই উক্ত হয়েছে : 'ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপ কারী উভয়থ তপ্প'তি পাপকারী ইহলোকে যেমন তপ্ত হয়, পরলোকেও তেমনি তপ্ত-অনুতপ্ত হয়। অর্থাৎ তারা ক্ষুধা-দারিদ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয়, প্রহারদণ্ড ইত্যাদি ভোগ করে (পহাসি) এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১০। পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, সেই অভিবাদনাদি কর্ম দেবলোকের দিব্য ভোগ সম্পত্তি লাভে, দেবলোকে প্রতিসন্ধি (জন্ম) লাভে সংবর্তিত হয়। মনে করা হয় যে, ভগবান এ বিষয়টি অবগত না হওয়ার কারণেই 'জন্মগ্রহণের বিরোধীতা (অপগব্ভো) করেন, এমনই বলা হয়ে থাকে। ভগবান ক্রোধবশেই মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণে দোষদর্শী হয়ে থাকেন, এমনও বলা হয়ে থাকে।

তথায় ইহাই সেই বাক্যাংশের পদার্থ—গর্ভ হতে বেরিয়ে আসাই 'অপ্পগব্ভ' হীনগর্ভ তথা অপগর্ভ। দেবলোকের বাইরেই ইহা বিদ্যমান থাকে। তাই 'হীনগর্ভ প্রতিলাভের ভাগী হয়' এই বাক্যাংশ দ্বারা মাতৃ উদরে হীনভাবে অবস্থানজনিত গর্ভবাসই এখানে নির্দেশ করা হচ্ছে। ভগবান সেই গর্ভাশয় হতে নিজে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাই তিনি অপগর্ভ। অপরাপর পর্যায়েও তদনুযায়ী জানতে। হে ব্রাহ্মণ, যার এই গর্ভাশয়ে পুনরাবর্তন পরিত্যক্ত হয়, তার ক্ষেত্রে বিষয়টি এভাবেই দ্রষ্টব্য : ব্রাহ্মণ, যেই ব্যক্তির গর্ভাশয়ে পুনরাবর্তন অনুত্তর মার্গদ্বারা যথাযথভাবে প্রহীণকৃত হয়, আগামীতে তার পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা আর থাকে না। গর্ভাশয় গ্রহণ দ্বারা জরায়ুজ যোনি গৃহীত হওয়া বুঝায়। পুনঃ অভিনিবর্তন গ্রহণ দ্বারা অন্যান্যদের বিষয় বুঝায়।

অথচ গর্ভের শয্যা বা গর্ভশয্যা এভাবে এক শয্যা থেকে অপর শয্যায় গমনই 'পুনব্ভাভি নিব্বত্তি' এমন অর্থই দ্রষ্টব্য। একইভাবে 'বিঞ্ঞাণট্ঠিতি' বলতে এক চিত্ত বিজ্ঞান হতে অন্য চিত্ত বিজ্ঞানে অবস্থান নয় এবং এক গর্ভ থেকে অন্য গর্ভে অবস্থানও জ্ঞাতব্য নয়। 'অভিনিবর্তন' হচ্ছে জগতে যেখানে

পুনর্জন্ম গ্রহণকারী এবং পুনর্জন্ম অগ্রহণকারী প্রাণী বিদ্যমান তন্মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণকারী প্রাণীর বিষয়ই অভিপ্রেত। তাই উক্ত হয়েছে : এভাবে অভিনিবর্তিত যা তাই "পুনব্ভবাভি নিব্বত্তী"তি।

১১। এভাবে প্রথম থেকে অরসরূপটি আট প্রকার আক্রোশের বিষয় দ্বারা ব্রাহ্মণ ভগবানকে অক্রোশ করলেন। আর ভগবান ধর্মেশ্বর ধর্মরাজ ধর্মস্বামী তথাগতের অনুকম্পায় শীতল চক্ষুতে অবলোকন দ্বারা ব্রাহ্মণকে ধর্মধাতু প্রতিবেধ করিয়ে বুদ্ধের দেশনা-মহনীয়তায় অভিভূত করলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণকে বুদ্ধের ধর্মধাতু—তে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আকাশে মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, শরতের প্রভাবে সূর্যোদয়ের ন্যায়, ব্রাহ্মণের হৃদয় অন্ধকার বিদূরিত করে তার আক্রোশের বিষয়সমূহ সেই সেই পর্যায়ে অসারত্ব প্রদর্শনপূর্বক পুনঃ নিজের করুণা চিত্তকে বিস্ফোরিত করে অষ্ট লোকধর্মে অকম্পিত ভাব দ্বারা প্রতিলব্ধ গুণ লক্ষণাদিসম্পন্ন পৃথিবীর সব চিত্তকে অক্রোধী ধর্মতা প্রকাশ পূর্বক ভাবলেন—এই ব্রাহ্মণ কেবল মস্তকের পাকাচুল, ভাঙ্গা দাঁত, আর কুচকানো চামড়াদি দ্বারাই নিজের জ্যেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাচ্ছে। অথচ নিজে যে জন্মের অধীন, বার্ধক্যের দ্বারা পীড়িত, ব্যাধির দ্বারা কাতর, মরণের কাছে অবারিত দ্বার এবং ভব কষ্টকে আকীর্ণ, অদ্যই মৃত্যুকবলিত হয়ে চিত হয়ে পতন সদৃশ গমনের অধীন তা জানে না। মহা উৎসাহে আমার নিকটে তার আগমন সার্থক হোক। এমন চিন্তা করেই এ জন্মে তার অনন্যসম অগ্রগামী ভাব অবলোকন করে, ব্রাহ্মণাদির বিধি অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণকে তদনুযায়ী ধর্মদেশনা দান করলেন।

তথায় ইহা উপমার্থে নিপাত এবং প্রীতি সম্ভাষণার্থে। উভয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। মুরগীর ডিম আট, দশ, বারো, এভাবে প্রদানের ক্ষেত্রে কমবেশি হতে পারে। একইভাবে বাক্য-সংশ্লিষ্ট অর্থের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতব্য। সংসারে এমন সংশ্লিষ্ট বচন ও বিদ্যমান আছে যে, যা অনিবার্যভাবেই স্বীকার করতে হয় বলে উক্ত হয়ছে। মুরগী ডিমে সম্যকভাবে তা দেয়ার জন্যে ডিমের উপরে পক্ষদ্বয় প্রসারিত করে সম্যকভাবে অবস্থান করে। এখানে 'সম্মা পরিসেদিতানী' তথা যথার্থ পরিশোধন বলতে সময়ে সময়ে ধাতু অনুযায়ী জলীয়করণ, উষ্ণীকরণকে বুঝায়। 'সম্ম পরিভাবিতানীতি' তথা 'সম্যক পরিভাবিত' বলতে সময়ে সময়ে সুচিন্তিতভাবে প্রত্যেকটি ডিমের চতুর্দিকে সমানভাবে কুক্কুটির (মুরগীর) নিজস্ব গন্ধ গ্রহণ করানো বুঝায়।

সেই কুক্কুটি এভাবে ত্রিবিধ উপায়ে তার অণ্ডসমূহকে প্রতিপালন করাতে এগুলো নষ্ট হয় না। এক পর্যায়ে ডিমে ভেজা-তৈলাক্ত (অল্পসিনেহ) ভাব সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। তখন খোসার (কপালং)

ভেতরে দেহ গঠিত হয় এবং পদনখ ও মুখের ঠোঁট তীক্ষ্ণ হয়। এভাবে কুক্কুট বাচ্চা পরিপক্বতার দিকে যায়। খোসার ভেতরে দেহ ক্রমে বাইরের আলো অনুভব করে। তখন মুরগীর বাচ্চার ভাবতে শুরু করে—"অহো! আমি দীর্ঘকাল হস্তপদ সঙ্কুচিত করে দীর্ঘকাল শুয়ে আছি! এই তো বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। এখানের চেয়ে তথায় সুখেই অবস্থান হতে পারে। তাই নিষ্ক্রমণ অভিলাষী হয়ে কুক্কুটি শাবক খোসায় পায়ের দ্বারা প্রহার করে, গ্রীবা প্রসারিত করে সেই খোসা দ্বিখণ্ডিত করে পাখা ঝাপটায়ে তদানুরূপ শব্দ করে বের হয়ে আসে। এভাবে বেরিয়ে আসার মধ্যে যে শাবক অগ্রে বেরিয়ে আসে সেজনকে জ্যেষ্ঠ বলা হয়। ভগবান এই উপমা দ্বারা নিজের জ্যেষ্ঠতা ভাব প্রকাশে ইচ্ছুক হয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই মুরগীর বাচ্চাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠত্ব বিচারে আপনার বক্তব্য কি?" তথায় 'কুক্কুটস্‌স পকাসন্তি' অর্থে মুরগীর বাচ্ছার পূর্ণতালাভ। 'কিন্তি স্বস্‌স বচনীযোতি' বলতে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ এ প্রসঙ্গে তার কোনো কথা বা বক্তব্য আছে কি না। অবশিষ্ট পূর্বে বর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য।

এই উপমা হতে ব্রাহ্মণ বললেন, "ভবৎ গৌতমের বাক্যেই জ্যেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হলো। ভবৎ গৌতমের বাক্যে সেই জ্যেষ্ঠত্ব এভাবেই কি প্রকাশিত হলো যে, সেজনই জ্যেষ্ঠ, যেজন বৃদ্ধতর?"

ব্রাহ্মণের এই উক্তিতে ভগবান উপমাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিতে গিয়েই বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, সেই মুরগীর ছানা যেভাবে জ্যেষ্ঠ হলো, আমিও অনুরূপভাবে অবিদ্যার খোলস মুক্তিতে জগতে সর্বাগ্রগণ্য। এখানে 'অবিজ্জাগতাযাতি'—এই বাক্যাংশে অবিদ্যা বলতে অজ্ঞানতা। তথা হতে চলে যাওয়া 'পজাযাতি' ইহা একটি সত্ত্বাধিবচন তথা প্রাণের অস্থিত্ববাচক শব্দমাত্র। তদ্ধেতু অবিদ্যার অণ্ডকোষের ভেতরে প্রবিষ্ট সত্ত্বসমূহ এমতো অর্থেই দ্রষ্টব্য। 'অণ্ডভূতাযাতি'—বলতে অণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত, জাত, সঞ্জাত ইত্যাদি। যে সকল সত্ত্ব 'ডিমের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাদেরকে অণ্ডজ বলা হয়। এভাবে আমরা সকলেই অবিদ্যার অণ্ডকোষেই নিবর্তিত বিধায়, 'অণ্ডভূতা' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। 'পরিযোনদ্ধাযাতি' বলতে সেই অবিদ্যা অণ্ডকোষ দ্বারা সর্বগ্রাসী রূপে আবৃত (ওনদ্ধ), বদ্ধ বেষ্ঠিত, ইত্যাদি বুঝায়। 'অবিজ্জা অণ্ডকোসং পদালেত্বা'তি' বলতে সেই অবিদ্যাময় অণ্ডকোষকে পদদলিত করে, ভেদ করে। 'একোব লোকেতি' বলতে ত্রিলোকে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমি এক এবং অদ্বিতীয়। 'অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতি' এই বাক্যাংশে 'অনুত্তর' বলতে পরবর্তীহীন সর্বশ্রেষ্ঠ, 'সম্মাসম্বোধিং' বলতে যথার্থভাবে নিজেকে বোধশক্তিতে পূর্ণতা দান করা, অথবা সুন্দর প্রশংসনীয়ভাবে বোধিকে আয়ত্ত করা। 'বোধিতি' বলতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও নির্বাণের বৃক্ষসদৃশ মার্গ বা পথ

বুঝায়। "বোধিরুক্খমূলে পঠমাভি সম্বুদ্ধেতি' (মহাবগ/উদানং) এই বাক্যাংশে গয়া এবং বোধি এ দুইয়ের মধ্যবর্তী আগত স্থানসমূহের মধ্যে বৃক্ষটিকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়। বোধি বলতে চারিটি মার্গ তথা পথের বিষয়ে জ্ঞানে। (চুলনিদ্দেসো খগ্গবিসানো সুত্ত নিদ্দেসো) উপনীত হওয়ার মার্গ। "পাপ্পোতি বোধিং বরভূরি মেধসো" (দীর্ঘনিকায়) বলতে উপনীত হওয়ার স্থানে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। "পত্বান বোধিং অমতং অসংখতং" বলতে আগত স্থানে নির্বাণের উপলব্ধি। এখানে ভগবানের অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানই অভিপ্রেত। ইহাকে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানও বলা হয়। অন্যের অর্হত্ত্ব মার্গ 'অনুত্তর' হয় কি, হয় না? হয় না। কেন? অসাধারণ গুণাধিকারের কারণে। সেসকল গুণাবলী কোনো জনকে অর্হত্ত্বমার্গফল প্রদান করে, কোনো জনকে ত্রিবিদ্যা, কোনো জনকে ষড়ভিজ্ঞা, কোনো জনকে চারি প্রতিসম্ভিদা, কোনো জনকে শ্রাবকপারমী জ্ঞান প্রদান করে প্রত্যেক বুদ্ধগণকে পচ্চেক বোধিজ্ঞান প্রদান করে। আর বুদ্ধগণকে প্রদান করে সর্বগুণ সম্পদ; যেমনটি রাজাকে অভিষেকের মাধ্যমে সর্বৈশ্বর্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই অন্য কোনো জনের ক্ষেত্রে বোধিজ্ঞান কখনো অনুত্তর হতে পারে না। 'অভিসম্বুদ্ধ' হলেন অভিজ্ঞান প্রতিভেদকারী। তাই তাকে প্রাপ্ত অধিগত বলা হয়ে থাকে।

তাই এখানে ভগবান কর্তৃক 'হে ব্রাহ্মণ, আমি এভাবেই' ইত্যাদি বিধিমতে উক্ত উপমা, এ সকল অর্থ প্রকাশের কারণেই প্রদত্ত বলে জ্ঞাতব্য। তথায় যেমন কুক্কুটি নিজের ডিমের উপর অবস্থান করে নিয়ম অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে। একইভাবে বোধিপলঙ্কে উপবেশন পূর্বক বোধিসত্ত্ব ভাবযুক্ত ভগবান নিজের চিত্ত সন্ততিতে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিবিধ অনুদর্শনকৃত্য সম্পাদন করে থাকেন। কুক্কুটি ত্রিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অণ্ড নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষাকরণের ন্যায় বোধিসত্ত্বভূত ভগবান ত্রিবিধ ধর্মানুদর্শন দ্বারা বিদর্শন জ্ঞানকে পরিহানী থেকে রক্ষা করে থাকেন। কুক্কুটি ত্রিবিধাকারে কৃত্য সম্পাদন দ্বারা ডিমসমূহকে যেভাবে ভেজা-তৈলাক্ত ভাব ধারণ করায় (অল্লসিনেহ) তদ্রুপ বোধিসত্ত্বভূত ভগবান ত্রিবিধ অনুদর্শন সম্পাদন দ্বারা ভবানুগত ভাব হতে নিষ্ক্রমণের উপযোগী ভাব উৎপদান করে থাকেন। কুক্কুটি ত্রিবিধ ক্রিয়াকরণ দ্বারা ডিমের খোসাকে ভঙ্গুর ভাব প্রাপ্ত করায়, তদ্রুপ বোধিসত্ত্বভূত ভগবান ত্রিবিধ অনুদর্শন সম্পদান দ্বারা অবিদ্যার ডিম্ব খোসাকে ভঙ্গুরভাব ধারণ করায়। কুক্কুটি ত্রিবিধ ত্রিয়া সম্পাদন দ্বারা মুরগী বাচ্চার পাদ-নখ, ঠোঁটাদিকে যেভাবে শক্ত ও তীক্ষ্ণতা ভাব প্রদান করে, তদ্রুপ বোধিসত্ত্বভূত ভগবান ত্রিবিধ অনুদর্শন দ্বারা বিদর্শন জ্ঞানকে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রসন্ন সুশৃঙ্খলিত ভাব প্রদান করে থাকেন। কুক্কুটি ত্রিবিধ ক্রিয়াকৃত্য সম্পাদন দ্বারা বাচ্ছাদেরকে পরিপূর্ণতা দান সদৃশ বোধিসত্ত্ব ভূত ভগবান ত্রিবিধ

অনুদর্শন দ্বারা বিদর্শন জ্ঞানের পরিপাককাল, বৃদ্ধিকাল, গর্ভগ্রহণকালাদি কর্ম সম্পাদন জ্ঞাতব্য।

অতঃপর কুক্কুটি ত্রিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা মুরগীর বাচ্ছার পদনখ দ্বারা বা মুখচঞ্চু দ্বারা ডিমের খোসাকে পদলিত করে ডানায় ঝাপটিয়ে অভিনির্বেদ জাতীয় স্বস্তি যেভাবে প্রদান করে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে বোধিসত্ত্বভূত ভগবান ত্রিবিধ অনুদর্শন দ্বারা বিদর্শন জ্ঞান গর্ভকে গ্রহণ পূর্বক আনুপূর্বিক অধিগত অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা অবিদ্যার অণ্ডকোষাবরণকে পদদলিত করে অভিজ্ঞানের ডানায় ঝাপটায়ে সকল বুদ্ধগণের সাক্ষাতকৃত মহাস্বস্তিকে অধিগত করেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

হে ব্রাহ্মণ, সেই আমিই এই ত্রিলোকে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, এ কারণে যে, কুক্কুটি-শাবকের মধ্যে যে প্রথমে ডিমের খোসাকে পদদলিত করে অবমুক্ত হতে পারে, সে যেমন জ্যেষ্ঠ হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে যে জন অবিদ্যাকে বিগত পরিত্যক্ত করতে সেই অবিদ্যার অণ্ডকোষাবরণকে পদদলন পূর্বক অভিজ্ঞানের ডানার ঝাপটায় সর্ব প্রথমে আর্যকুলে জন্ম লাভে সক্ষম হয়, তিনিই হয়ে থাকেন জ্যেষ্ঠ এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাই ভগবান এ সকল সর্বপ্রকার গুণে অনন্যসম শ্রেষ্ঠ।

এভাবে ভগবান আপন জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ভাব ব্রাহ্মণের নিকটে প্রকাশ করে বর্তমানে যেই যেই প্রতিপদা তার অধিগমতা এবং সেই প্রতিপদার পূর্বভাগের মহিমা প্রদর্শনকামী হয়ে—'হে ব্রাহ্মণ, আমার দ্বারা এভাবেই তা আরব্ধ হয়েছে'—ইত্যাদি ব্যক্ত করলেন। ভগবান হতে এভাবে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ভাব শ্রবণ করে ব্রাহ্মণের চিত্তে এরূপ প্রশ্ন জাগলো—"দৈহিক কোন প্রতিপদা দ্বারা ইহা পাওয়া যায়? তৎ চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে—"এরূপ প্রতিপদা দ্বারা এরূপ অনুত্তর জ্যেষ্ঠ ভাব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি প্রদর্শনার্থে বলা হলো—"হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্যে আমার বীর্যপরাক্রম অধিগত করতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ আমার এই অনুত্তর জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্ব আলস্যতা দ্বারা, বিস্মৃতি দ্বারা (মুট্‌ঠস্‌সতিনা), দৈহিক চাঞ্চল্য দ্বারা (সারদ্ধ কায়েন), বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্ত দ্বারা অধিগত হয়নি, অধিকন্তু ইহা আমার আরব্ধবীর্য পরাক্রমতা দ্বারাই তা হয়েছে। বোধিমণ্ডপে উপবিষ্ট হয়ে আমার চতুরাঙ্গ সমন্বিত বীর্য আয়ত্ত হয়েছিল। উহা অশিথিল শক্তভাবে ধারিত প্রবর্তিত হয়েছিল"। ইহাই উক্ত হয়েছে। আমার সেই আরব্ধতা অকম্পিত ছিল। কেবলমাত্র বীর্য নয়, স্মৃতি ছিল আমার উপস্থাপিত, এবং আলম্বন অভিমুখী। সেই উপস্থাপন ছিল জাগ্রত (অসম্মুট্‌ঠ)। ইহাতে প্রশান্ত (পস্‌সদ্ধ) দেহ অচঞ্চল (অসারদ্ধ) হয়। দেহ-মনের প্রশান্তিবশে আমার প্রশান্তি বিদ্যমান ছিল। তথায় যখন নাম কায়ে প্রশান্তি আসে তখন রূপকায়ে ও প্রশান্তি ভাব

বজায় থাকে। তদ্ধেতু নামকায় রূপকায়ে ভেদ না রেখেই কায়প্রশান্তি বলা হয়ে থাকে। 'অসারদ্ধো' বলতে সেই প্রশান্তি হেতু উৎকণ্ঠা বিহীন (বিগত দরথো) দৈহিক শান্ত দান্ত অবস্থান বলা হয়েছে। সমাহিত চিত্ত বলতে একাগ্রতা ভাব যুক্ত আমার চিত্ত সম্যকভাবে, সুষ্ঠুভাবে আহরিত ও স্থাপিত এবং অর্পিত সদৃশ: বিদ্যমান ছিল। 'সমাহিত' অর্থে একাগ্র, অচঞ্চল, অকম্পিত ভাব। এ সকল অবস্থাকে ধ্যানের পূর্বভাগ কৃত্য (পটিপদা) বলে কথিত হয়।

প্রথম ধ্যান কথা

এখন এখানে এই প্রতিপদা দ্বারা প্রথম ধ্যানাদি অধিগত করে বিদ্যাত্রয় অন্বেষণের বিশেষত্ব প্রদর্শনার্থে—"সো খো অতন্তি—সেই আমি... " ইত্যাদি উক্ত হয়েছে। তথায় কাম-অকুশল ধর্মসমূহ হতে কিঞ্চিৎ মুক্তির লক্ষ্যে বলা হয়েছে : কাম কত প্রকার? ছন্দ কাম, অনুরাগ কাম, ছন্দ-রাগ কাম, সংকল্প কাম, সংকল্প-রাগ কাম—এদেরকে বলে কাম। তথায় অকুশল ধর্ম কত প্রকার? কামছন্দ, ব্যাপাদ, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা—এগুলোকে বলা হয় অকুশল ধর্ম। এই কাম, এই অকুশল ধর্মসমূহ হতে মুক্ত-বিমুক্ত বলেই কথিত হয়েছে : "বিবিচ্চেহি ব কামেহি, বিবিচ্চেহি ব অকুসলেহি ধম্মেহি"। ইত্যাদি বিধি অনুযায়ী বিভঙ্গের অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। তথাপি অট্‌ঠকথা বিধি ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় না বিধায় অট্‌ঠকথার রীতিতেই প্রকাশ করব।

যেমন 'বিবিচ্চেহি ব কামেহীতি' বলতে কামসমূহকে অপসারণ না করে মুক্ত হওয়া। ইহা এখানে এ প্রকারে, এ নিয়মে ইহার অর্থ জ্ঞাতব্য। এ নিয়মে যখন হতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হয়ে অবস্থানকালে অবিদ্যমান কামসমূহকে সেই প্রথম ধ্যানের প্রতিপক্ষ হিসেবেই পরিত্যাগপূর্বক প্রথম ধ্যান অধিগত করতে হয়। কিভাবে? কামসমূহ হতে চিত্তকে মুক্ত করে। এ নিয়মেই কৃত্য সম্পাদনে ইহা প্রজ্ঞাপিত। এরূপ ধ্যানে কামের প্রতিপক্ষভূত যেই স্মৃতি তাহা তখন প্রবর্তিত হয় না বিধায় কামসমূহের উদ্ভব ঘটে। অথচ স্মৃতি অবিদ্যার অন্ধকারে প্রদীপ তুল্য। তৎ দ্বারাই পরিত্যাগশক্তি অধিগত হয়। সংসারদুঃখ নদীর এপাড় পরিত্যাগ করে ওপাড়ে যেতে সেই নিয়মেই কৃত্য সম্পাদন করতে হয়।

তথায় অকুশল ধর্মসমূহ পূর্বপদে না পরপদে অপরিত্যক্ত অবস্থায় ধ্যানে উপনীত হয়ে অবস্থান করে? ইহা এভাবে দ্রষ্টব্য নয়। ইহার ত্যাগ (নিস্‌সরণ) পূর্ব পদেই করতে বলা হয়েছে। এই ধ্যানের প্রতিপক্ষ যেই কামরাগ সেই কাম ধাতুকে সমতিক্রম কেই বলা হয়েছে : "কামানমেতং নিস্‌সরনং যদিদং নেক্‌খমন্তি" (ইতিবুত্তক)। পরপদে ইহাই প্রতিপাদ্য—"এখানেই প্রথম শ্রামণ, এখানেই দ্বিতীয় শ্রামণ" (ম. নি.) এ প্রকারেই এই বক্তব্য আনয়ন কর্তব্য। নীবরণভুক্ত অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ না করে ধ্যানে উপনীত হয়ে অবস্থান

করা, অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। তাই "কাম পরিত্যাগ, অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ" এই পদদ্বয় এখানে প্রণিধানযোগ্য। পদদ্বয়ে 'বিবিচ্চা' ইহা সাধারণ বাক্য দ্বারা তদঙ্গবিবেক এবং কায়বিবেক এ সকল সংগ্রহের অনুগামী করা হয়েছে। তথাপি কায়বিবেক, চিত্তবিবেক এবং বিক্খম্ভন বিবেকত্রয় ও একইভাবে দেখা কর্তব্য। 'কামেহি' এই পদ দ্বারা যেই নির্দেশ তাতে বস্তুকাম কি প্রকার? মনোজ্ঞ রূপসমূহই বস্তুকাম (মহানি, বিভ)। ইত্যাদি বিধিমতে যাকে 'বস্তুকাম' বলা হয়েছে, বিভঙ্গে তাকে বলা হয়েছে : 'ছন্দকাম'। মহানির্দেশাদি মতে বলা হয়েছে 'ক্লেশকাম'। এ সকল সংগ্রহ ইচ্ছা হলে দেখা কর্তব্য। এভাবেই 'বিবিচ্চেব কামেহি' বলতে বস্তুকামসমূহ পরিত্যাগ অর্থেই যুৎসই হয়। এভাবেই অর্থ প্রযোজ্য। সেভাবে কায়বিবেকও উল্লেখ কর্তব্য।

'বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহী'তি' বলতে ক্লেশকামাদি সর্ব অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিমুক্ত। চিত্তবিবেক এভাবেই লাভ হয় বলা হয়েছে; যেমন—প্রথমত বস্তু কামসমূহ হতে চিত্তবিবেক লাভের জন্যে কামসুখ বর্জন করতে হয়। দ্বিতীয়ত, ক্লেশ কামসমূহ হতে চিত্তবিবেক লাভের জন্যে নৈষ্ক্রম্যসুখ পরিগ্রহণ দ্বারা চিত্তকে বিশেষভাবে ভাবিত করতে হয়। এভাবে বস্তুকাম, ক্লেশ কামসমূহে চিত্ত বিবেক লাভ করতে হলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বস্তু ত্যাগ, দ্বিতীয়ত সংক্লেশ ত্যাগ, প্রথমে লোলুপ্য ভাবের কারণ পরিত্যাগ, দ্বিতীয় মুর্খতা পরিত্যাগ, প্রথমে প্রয়োগশুদ্ধি, দ্বিতীয়ে আশয় অন্বেষণে প্রভাবিত হতে হবে। ইহাই বিজ্ঞপ্তি, ইহাই বিধি। 'কামেহী'তি' বলতে এখানে ব্যক্ত কামসমূহের মধ্যে বস্তুকামের পক্ষেই বলা হয়েছে।

ক্লেশকামের পক্ষে ইচ্ছা, ছন্দ এবং রাগ ইত্যাদি অনেক অনেক ভেদে কামছন্দসমূহের মধ্যে কামই অভিপ্রেত। সেই অকুশল পর্যায়ে সমাসম বিষয়গুলো কি, ইহা প্রকাশ করতেই বিভঙ্গের বিধিমতে প্রশ্ন করা হয়েছে : "তত্থ কতমো কামছন্দো কামোতি" ইত্যাদি ধ্যানের প্রতিপক্ষভুক্ত বিষয়সমূহকে পৃথকভাবে ব্যক্ত করে। ক্লেশকামকে পূর্বভাগে এবং অকুশল পর্যায়ভুক্তকে দ্বিতীয় ভাগে ব্যক্ত করা হয়েছে। কামের অনেকানেক প্রভেদ হতেই 'কামেহীতি' এই বাক্যাংশ ব্যক্ত হয়েছে। অকুশলভাবে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মসমূহকে বিভঙ্গের বিধিমতে ব্যক্ত করতে বলা হয়েছে "তত্থ কতমে অকুসলা ধম্মা কামছন্দোতি?" ইহা উপরি ধ্যানাঙ্গের প্রত্যয় হিসেবে প্রতিপক্ষভাব প্রদর্শন করতেই নীবরণাদি রূপে উক্ত হয়েছে। নীবরণাদি ধ্যানাঙ্গসমূহের প্রতিপক্ষভুক্ত প্রত্যয় যা ধ্যানাঙ্গকে বিধ্বংস করে বলে উক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে সমাধি কামছন্দের প্রতিপক্ষ; 'প্রীতি' ব্যাপাদের প্রতিপক্ষ; 'বিতর্ক' স্ত্যানমিদ্ধের প্রতিপক্ষ; 'সুখ' উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ -এর প্রতিপক্ষ এবং 'বিচার' বিচিকিৎসা বা

সন্দেহের প্রতিপক্ষ বলে পিটকে ব্যক্ত হয়েছে।

এই অর্থে 'বিবিচ্চেব কামেহী'তি ইহা দ্বারা কামচ্ছন্দের আলোড়ন (বিক্খম্ভন) মুক্ত চিত্তপ্রশান্তির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 'বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহী'তি এই বাক্য দ্বারা পঞ্চনীবরণের অগৃহীত বিষয় প্রথমে কামচ্ছন্দ, দ্বিতীয়ে অবশিষ্ট নীবরণসমূহ গ্রহণ বুঝায়। তথায় প্রথম দ্বারা তিন অকুশলমূলের মধ্যে পঞ্চ কামগুণাদি বিষয়ের 'লোভ' এবং দ্বিতীয়ের দ্বারা আঘাত বস্তু ভেদাদি বিষয়ের মধ্যে দ্বেষ এবং মোহকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'ওঘাদি' ধর্মসমূহের মধ্যে প্রথমটি দ্বারা কামওঘ, কামযোগ, কামাসব, কাম-উপাদান, অভিধ্যা কায়গ্রন্থি কামরাগ এবং সংযোজনাদি; দ্বিতীয়টি দ্বারা অবশিষ্ট ওঘ, যথা যোগাসব উপাদান-গ্রন্থি-সংযোজনাদি নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা তৃষ্ণা ও তৎসম্প্রযুক্ত বিষয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা অবিদ্যা-সম্প্রযুক্ত বিষয় নির্দেশিত হয়েছে। অথচ প্রথমটি দ্বারা লোভ-সম্প্রযুক্ত অষ্টচিত্ত উৎপাদন, দ্বিতীয়টি দ্বারা অবশিষ্ট চারি অকুশল চিত্ত উৎপাদন বিমুক্ত অবস্থাকে বিক্খম্ভন বিবেক (প্রশান্তি) বলে উক্ত হয়েছে। ইহাই জ্ঞাতব্য। এভাবেই "বিবিচ্চে'ব কামেহি, বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহী" এই অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

এভাবে প্রথম ধ্যানের পরিত্যাগ প্রদর্শন করে বর্তমানে সম্প্রয়োগ অঙ্গ প্রদর্শনার্থে সবিতর্ক (ধ্যান বির্ত চিন্তা করা) সবিচার (ধ্যান বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা) ইত্যাদি উল্লিখিত হচ্ছে। তথায় বিতর্কাদির বিতর্ককে ব্যাঘাত (ঊহনন্তি) ব্যক্ত হয়েছে। স্বয়ং আরম্মণে চিত্তের অভিনিরূপণ লক্ষণযুক্ত আহরণ পর্যবেক্ষণ রসসম্পন্নতা তথায় 'অনুরূপ যোগাবচর আরম্মণকে বিতর্ক (চিন্তা) দ্বারা আঘাত এবং বিতর্ক দ্বারা পর্যাঘাত করে থাকে'—ইহাই ব্যক্ত হয়েছে। আরম্মণে চিত্তের আনয়নকে 'প্রত্যুপস্থান' এবং তাতে বিচরণ, অনুসঞ্চরণকে 'বিচার' (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) বলা হয়। স্বয়ং আরম্মণে অনুমজ্জন লক্ষণটি তথায় সহজাত অনুযোজনা রস যাহা চিত্তের অনুৎপাদ বন্ধন এবং প্রত্যুপস্থান জাত। সে সকল বিষয় এভাবেই আছে, যেমন সংলগ্ন ধাতুর দণ্ড দ্বারা ঘন্টাকে আঘাতের শব্দ সদৃশ হয়ে চেতনায় প্রথম অভিনিপাতকে 'বিতর্ক' এবং কোমল দন্ডাঘাতের অনুরব সদৃশ অনুৎপাদ বন্ধনকে 'বিচার' বলা হয়। বিস্ফোরিত যেই বিতর্ক তা চিত্তের এমন স্পন্দনশীল অবস্থা যা আকাশে উড্ডয়নমুখী পাখীর পক্ষ বিক্ষেপ সদৃশ:, পদ্মের সুখ সদৃশ: এবং সুগন্ধিতে আকৃষ্ট চিত্তসম্পন্ন কিন্তু অতিস্ফূরণ ভাবসম্পন্ন চিত্ত নয়। ইহা আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর পক্ষ অল্প প্রসারণ সদৃশ পদ্মের অভিমুখে, পদ্মের উপরি ভাগে ভ্রমরের পরিভ্রমণ সদৃশ। চিত্তের এমন অবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানস্তরেই প্রকটিত হয়ে থাকে। বৃক্ষের পুষ্প ও ফল সদৃশ এই বিতর্ক এই বিচার দ্বারা ইহারা প্রবর্তিত হয়। ধ্যানে

ইহাকে সবিতর্ক, সবিচার বলা হয়। বিভঙ্গমতে এই বিতর্কের দ্বারা এবং এই বিচারের দ্বারা উপস্থিত হয়, সমুপস্থিত হয় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে। তাই বিভঙ্গমতে ইহা পুদ্গল অধিষ্ঠান দেশনাকৃত। অর্থগতভাবে তথায় এরূপই দ্রষ্টব্য।

'বিবেকজন্তি' বলতে নীবরণমুক্ত শান্ত-প্রশান্ত অবস্থা। 'বিবিত্তোতি' বা বিবেক বলতে নীবরণ-বিমুক্ত ধ্যান-সম্প্রযুক্ত ধর্মরাশী। তদ্ধেতু সেই বিবেক বা বিবেকে যাহা জন্ম হয় তাহাই 'বিবেকজ'। 'পীতিসুখন্তি' এখানে 'পিনয়তী'তি পীতি'। তা সম্পৃক্ত (সম্পিসায়ন) লক্ষণসম্পন্ন এবং কায়চিত্তে পীননরস, স্ফূরণরস আর সর্বোচ্চ (ওদগ) প্রত্যুপস্থাপন লক্ষণসম্পন্ন। সুখীর সুখ হয় সুষ্ঠ খাদ্য গ্রহণে, কায়চিত্তকে অবাধ সুখ দানে। তাই ইহার কমনীয় (সাত) লক্ষণ সম্প্রযুক্ত সম্প্রসারণ (উপব্রুহণ) রসযুক্ত এবং অনুগ্র প্রত্যুপস্থান লক্ষণ যুক্ত। স্মৃতি কোনো কোনো সময় সংলগ্নতাবশত মনোজ্ঞ আরম্মণ প্রতিলাভে তুষ্টতা হেতু প্রীতিরসযুক্ত এবং তা প্রতিলাভে রসানুভূতিজনিত সুখ লাভ করে। যথা প্রীতি তথায় সুখ কিন্তু যথায় সুখ তথায় প্রীতি সব সময় লাভ হয় না। সংস্কারস্কন্ধের সংগৃহীত প্রীতি, বেদনাস্কন্ধের সুখে পরিণত হয়। অরণ্যে পিপাসার্থ ব্যক্তির বনান্তে জলের প্রশ্রবণ দর্শন সদৃশ 'প্রীতি' এবং বনের ছায়ায় উপবেশন পূর্বক জলপান সদৃশ 'সুখ'। সেই সেই সময়ে তীব্রভাবে উৎপন্ন চিত্ত বৃত্তিই জ্ঞাতব্য। উহা প্রীতি, ইহা সুখ এই এই ধ্যানে এই এই প্রীতি এই এই সুখ—ইহাকে 'পীতিসুখং' বলে। অথবা ধর্ম-বিনয়াদি অনুশীলন সদৃশ প্রীতি এবং সুখই 'প্রীতি-সুখ'। বিবেকজ প্রীতি-সুখ ধ্যানের মধ্যে যেই সুখ আছে ইহাই 'বিবেকজ প্রীতি-সুখ'। ধ্যান যেমন, প্রীতি-সুখ ও তেমনিভাবে বিবেকজ (প্রশান্তি হতে জন্ম) হয়ে থাকে। তদ্ধেতু সেই একপদেই 'বিবেকজ প্রীতিসুখ' এর বিষয় যুক্ত হয়ে থাকে। বিভঙ্গে এ নিয়মেই উক্ত হয়েছে যে, "এই সুখ এই প্রীতিরই সমজাত" তথায় এভাবেই অর্থ দ্রষ্টব্য।

'পঠমন্তি' বলতে পূর্বাপর গণনায় প্রথম। ইহা প্রথমেই অর্জিত হয় (সমপজ্জতি) বলেই 'পঠমং'। প্রতিপক্ষ বিষয়কে (পচ্চানক ধম্মে) জ্বালিয়ে দেয় (ঝাপেতি) বলেই ধ্যান। সাধকগণ ইহা দ্বারা জ্বালিয়ে দেয় বলেই ধ্যান। ধ্যানের প্রতিকূল বিষয়কে জ্বালিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে ধ্যানের বিষয়েই কেবল চিন্তা নিবদ্ধ রাখে। ধ্যান করে, ধ্যেয় বিষয়ের উপর চিত্ত নিবদ্ধ রাখে (উপনিজ্ঝয়তি) এই অর্থে ধ্যান 'উপনিজ্ঝায়ন' লক্ষণসম্পন্ন বলা হয়ে থাকে। তাই ইহা আরম্মণ উপনিধ্যান এবং লক্ষণ উপনিধ্যান ভেদে দ্বিবিধ হয়ে থাকে। তথায় আরম্মণ-উপনিধ্যান বলতে উপাচার ও অষ্টসমাপত্তি বুঝায়। কিভাবে? কসিন ধ্যানাদি আরম্মণ-উপনিধ্যান থেকে। লক্ষণ উপনিধ্যান বলতে বিদর্শন ও

মার্গফলাদিকে বুঝায়। কিভাবে? লক্ষণ উপনিধ্যান হতে। এতে বিদর্শনের অনিত্য লক্ষণাদি ধ্যানচিত্তে নিবিষ্ট করতে হয়। বির্দশনে উপনিধ্যান কৃত্য বলতে মার্গ দ্বারা অর্জিত (অনিত্যাদি) লক্ষণসমূহের উপর উপনিধ্যান তথা পুনঃ পুনঃ চিন্তন ও মনন বুঝায়। আর ফল বলতে নিরোধলক্ষণকে উপনিধ্যান তথা পুনঃ পুনঃ চিন্তন-মনন-জনিত লক্ষণ উপনিধ্যান বুঝায়। এই অর্থে আরম্মণ উপনিধ্যানই এখানে অভিপ্রেত।

এ কারণেই বলা হয়েছে : "সেই ধ্যান কি প্রকার, যা সবিতর্ক সবিচারাদি সহ অর্হত্ত্ব লাভের কারণ (অপদেসং) হয়ে থাকে?" যেমন বলা হয়ে থাকে— ধনবান (সধনো) সপরিজনাদির মধ্যে অবস্থানকারী এবং ধনপরিজন ত্যাগের কারণেই অর্হত্ত্ব হয়ে থাকেন, একইভাবে বিতর্কাদি ধর্ম পরিত্যাগ ব্যতীত অর্হত্ত্ব লাভের অন্য কোনো উপায় নেই। রথিক, পদাতিক অঙ্গসমূহের দ্বারা সমন্বিত দলকে যেমন সেনাদল বা সেনাবাহিনী বুঝায়, তেমনি পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত হলেই তাকে ধ্যান বলা হয়। সেই পঞ্চ কি? বিতর্ক, বিচার প্রীতি, সুখ এবং চিত্তের একাগ্রতা এদেরই সমন্বয়। এদের অঙ্গভাব তথা লক্ষণ অনুভূতিই সবিতর্ক, সবিচারাদি নামে খ্যাত। এখানে একাগ্রতাকে পূর্বোক্ত অঙ্গ-ভাবে (সবিতর্ক)-সমূহের সাথে ব্যক্ত করা হয়নি (অবুত্তত্তা)। কেন? তা এভাবেই উক্ত হয়েছে : বিভঙ্গমতে যেহেতু বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, এই ধ্যানাঙ্গসমূহের প্রত্যেকটি চিত্তের একাগ্রতা সাথে সংশ্লিষ্ট হলেই ধ্যান পূর্ণতা লাভ করে, ইহাই জ্ঞাতব্য। ইহা ভগবানের অভিজ্ঞতা (অধিপ্পায়েন) দ্বারাই বিবৃত হয়েছে, বিভঙ্গে তেমনই প্রকাশিত হয়েছে।

'উপসম্পজ্জতি' বলতে উপনীত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। উপসম্পাদন করে বা নিষ্পন্ন করে এরূপ অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিভঙ্গে কিন্তু 'উপসম্পজ্জতি' বলতে প্রথম ধ্যান লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি (পত্তি), সম্প্রাপ্তি, (সম্পত্তি), অধিগম, (ফুসমা), বিশেষাধিগম (সম্ফুসনা), সাক্ষাৎকৃত হওয়া (সচ্ছিকিরিয়া)-কে 'উপসম্পজ্জাতি বলে। ইহার এরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য। 'বিহাসিন্তি' অর্থে বোধিবৃক্ষ চত্বরে অবস্থান সংশ্লিষ্ট উপবেশন, দাঁড়ান, চংক্রমণাদি ইর্যাপথাদিতে অবস্থান, যাহা ইতি পূর্বে ব্যক্ত ধ্যান সমন্বিত হয়ে স্ব ইচ্ছাধীন ইর্যাপথভুক্ত পালন, যজন, যাপন, বিচরণ, অবস্থান ইত্যাদি অভিনিস্ফাদন অর্থ প্রকাশ করে। বিভঙ্গে তা এভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে :

"বিহরতীতি ইরিয়তি বত্ততি পালেতি যপেতি যাপেতি চরতি বিহরতি তেন বুচ্চতি বিহরতী'তি" (বিভ)।

কি করে ভগবান এই ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করতেন? কর্মস্থান ভাবনা করে। কোন প্রকার কর্মস্থান? আনাপানস্মৃতি কর্মস্থান। ধ্যান উৎপাদন

প্রত্যাশীদের পক্ষে কোন কর্মস্থান কর্তব্য? অন্যেরা এই কর্মস্থান ভাবনাও করতে পারেন, অথবা পৃথিবী কসিনাদি অন্যান্য কর্মস্থান ভাবনাও করতে পারেন। সে সকল ভাবনা-বিধি বিশুদ্ধিমার্গে উক্ত নিয়মেই জ্ঞাতব্য। বর্তমান আলোচ্য বিষয় বিনয় সংশ্লিষ্ট বিষয় তাই ধ্যান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রযোজ্য। অতএব পালি শব্দের অর্থ প্রকাশের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তৎমাত্রই প্রকাশ করলাম।

প্রথম ধ্যান কথা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ধ্যান কথা

'বিতর্ক-বিচারসমূহ সুসম্পন্ন করতে হয়' এই অর্থে বিতর্ক এবং বিচার এই দুই ধ্যানাঙ্গকে সুসম্পন্ন, সমতিক্রম বুঝায়। দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্নক্ষণে ইহারা উৎপন্ন হয় না, বলা হয়। প্রথম ধ্যানের সকল ধর্ম কিছুমাত্র দ্বিতীয় ধ্যানে থাকে। তবে প্রথম ধ্যানের স্পর্শানুভূতি আদি অন্য কিছুও দ্বিতীয় ধ্যানে বিদ্যমান থাকে। কারণ যে সকল বিষয় স্থূল, সেই স্থূল বিষয়সমূহ বিশেষভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হলেই প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানাদি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়টি বোধগম্য করতেই "বিতক্ক বিচারানং বূপসমা'তি" এমনটি বলা হয়েছে। 'অজ্ঝত্তন্তি' অর্থে এখানে নিজের মধ্যেই বুঝতে হবে। বিভঙ্গে ইহাকে 'অজ্ঝত্তং পচ্চত্তং'তি অর্থাৎ একান্ত (পচ্চত্তং) নিজের মধ্যে বলা হয়েছে। তাই যাহা একান্ত নিজের মধ্যেই বলা হয়েছে, সেহেতু নিজের মধ্যেই জন্ম, নিজের চিত্তসন্ততির মধ্যেই প্রবর্তিত নিবর্তিত এই অর্থেই জ্ঞাতব্য।

'সম্পসাদন্তি' বলতে সম্প্রসারিত শ্রদ্ধা বুঝায়। সম্প্রসাদন ইহা ধ্যানে নীল বর্ণযুক্ত নীলবস্তু সদৃশ। যখন সেই ধ্যানকে সম্প্রসাদন প্রয়োজন হয় তখন বিতর্ক বিচারের দ্বারা নিমিত্তের আলোড়ন (অকখোভ)-কে বিশেষভাবে শান্ত-উপশান্ত করে চিত্তকে সম্প্রসাদযুক্ত করতে হয়। তদ্ধেতু 'সম্পসাদন্তি' বলা হয়েছে। 'সম্প্রসাদিত চিত্ত' এরূপ পদসম্বন্ধ ইহার বিকল্পার্থ প্রকাশার্থে জ্ঞাতব্য। তাই এই অর্থ বিকল্পে চিত্তকে পূর্বভাগে রেখে উদয় ভাবযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। তথায় ইহাই অর্থ যোজনা—'একো উদেতী'তি একোদি' অর্থাৎ বিতর্ক বিচারাদি আরোহণ না করে (অনজ্ঝারুল্হত্তা) একাকী অগ্র শ্রেষ্ঠ হয়ে উত্থিত, (উদি) ইহাই অর্থ। 'সেট্ঠা' বলতে ত্রিলোকে একক ভাবই বুঝায়। অথবা বিতর্ক বিচার বিরহিত এই একাকীত্বে অসহায়ও বুঝায়। অথবা সম্প্রযুক্ত ধর্মের উপর ভিত্তি করে উৎপত্তি, উদয়, উপস্থাপন এ সকল অর্থের ও প্রকাশ করে। শ্রেষ্ঠ স্থানে সে একাই উদিত হয়, এই একাকীত্ব সমাধিরই অধিবচন। ইহা এখানে একাকীই ভাবিত হয়, বর্ধিত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানের ইহাই একাকীত্ব ভাব। তাই

সেই একক উদয় যেই চেতনা, তাহা কোনো সত্ত্ব বা জীবের নয়; এই অর্থেই 'একক উদয়' বলা হয়েছে।

এই শ্রদ্ধা তথা সম্প্রসাদন ভাব প্রথম ধ্যানে একাকী উদয়ের নাম কি সমাধি, না-কি শুধু চিত্তের একক উদয় ভাব কেই বলা হয়েছে? এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : প্রথম ধ্যানে বিতর্ক বিচার দ্বারা যেই আলোড়ন তাতে সমুদ্রকূলের তরঙ্গবহুল ঘোলাটে জলের ন্যায় অবস্থা বিদ্যমান থাকে বিধায়, শ্রদ্ধার সম্প্রসাদিত ভাব স্মৃতির দ্বারা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এই সুসম্পন্নতার অভাবে সমাধি পরিপূর্ণভাবে প্রকট হতে পারে না। তাই তথায় সমাধির একক ভাব বলা যাচ্ছে না। এই ধ্যানে বিতর্ক-বিচারের দ্বারা উৎপন্ন প্রতিবন্ধকতা ভাব দ্বারা (পলিবোধ) লব্ধ যেই অবকাশ তাহা বলবতী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তবে সেই বলবান শ্রদ্ধার সহায়তায় সমাধি প্রকটিত হয় না। সেই হেতু এরূপ বলা হয়েছে, ইহাই জ্ঞাতব্য। বিভঙ্গে 'সম্পসাদন্তি' বলতে যাহা শ্রদ্ধা, বিশ্বাস (সদ্দহনা), আস্থা বা নিবদ্ধমনা (ওকপ্পনা), অভিপ্রসাদিত চিত্ত, চিত্তের সেই গুণযুক্ত একাগ্র ভাবকে সম্যক সমাধি বলা হয়েছে। এরূপ প্রকাশ দ্বারা এই অর্থ বর্ণনার সাথে যেমন বিরোধিতা (বিরুজ্ঝতি) করা হয় না, অন্যান্য অর্থকেও যুক্ত করে (সংসন্দতি) না বা একত্রিত (সমেতি) করে না। ইহাই জ্ঞাতব্য।

'অবিতক্কং অবিচারন্তি' বলতে ভাবনায় বিতর্ক-বিচার (চিন্তন-পরীক্ষণ) এ-দুইয়ের মধ্যে ইহার বিতর্ককে পরিত্যাগ করতে 'বিতর্ক নেই' ইহাই বুঝায়। একই নিয়মে অবিচারকে বুঝতে হয়। বিভঙ্গে তা এভাবেই উক্ত হয়েছে : "এই বিতর্ক, এই বিচারে শান্ত (সন্ত) স্বভাব যুক্ত থাকে, এই অর্থে, একত্রে (সমিতা) উপশান্ত (বূপসন্তা), অদৃশ্য বা অস্তমিত (অত্থঙ্গতো) মেঘ-অপসৃত (অব্ভত্থঙ্গতো), অর্পিত, ব্যাপ্ত শোষিত, বিশোষিত, মোচন কৃত (ব্যন্তিকতা) এ সকল ভাবের দ্বারাই অবিতর্ক-অবিচার বুঝায়। এজন্যেই বলা হয়েছে : যদি বিতর্ক-বিচারাদির সুউপশান্ত বললে এ সকল অর্থ সিদ্ধ হয়; তবে কেন আবার বলতে হয় অবিতর্ক-অবিচার কথাটি আসে? বলা হয়েছে অনুশীলনার্থেই এ সকল সিদ্ধ হয়, তৎ অর্থ প্রকাশার্থে (তদত্থদীপকং) নয়। তারা এরূপ বলার জন্যে নয় (অবচুম্হা) কি—যে, "প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানে উত্তীর্ণ হতে (অধিগমো) স্থূল স্থূল অঙ্গ সমতিক্রমার্থ প্রকাশ করতেই বিতর্ক-বিচারাদির সুউপশম তথা বিশেষভাবে পরিত্যাগ বুঝাতে এরূপ বলা হচ্ছে?

অথচ বিতর্ক বিচারাদির সুউপশম বলাটা ইহার প্রীতি-প্রশান্তির উৎপত্তি তথা সম্প্রসাদনার্থে, ক্লেশধ্বংসার্থে নয়। বিতর্ক এবং বিচারের সুউপশম—ইহা উৎপত্তি ভাবযুক্ত উপাচার ধ্যান দ্বারা নীবরণ পরিত্যাগের বিষয় যেমন নয়, প্রথম ধ্যানাঙ্গসমূহের উৎপত্তিভাব-যুক্ততাও নয়। তাই ইহারা প্রীতি-প্রশান্তি

(সম্পসাদন) উৎপত্তির হেতু প্রকাশক বাক্যমাত্র। অতএব বিতর্ক-বিচারাদির সু-উপশম বলতে অবিতর্ক-অবিচারকেই বুঝায়। তৃতীয় চতুর্থ ধ্যানে চক্ষুবিজ্ঞানাদি লুপ্ত হওয়া সদৃশ নয়। কারণ অবিতর্ক-অবিচারভাবের হেতু-প্রকটিতকরণবলতে বিতর্ক-বিচারের অভাব তথা অনুপস্থিতি কখনো বুঝায় না। এই বাক্যদ্বারা অবিতর্ক-বিচারের সামান্য অনুপস্থিতি মাত্রই প্রকাশ করে থাকে। তাই 'অবিতর্ক-অবিচার' এই বাক্যটি সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ হলেও পুনঃ একই অর্থে এখানে উল্লিখিত হলো।

'সমাধিজন্তি' ইহা প্রথম ধ্যান সম্প্রযুক্ত সমাধি হতে জাত বা উৎপন্ন অর্থে ব্যবহার্য। তথায় কিছু কিছু প্রথম ধ্যান সম্প্রযুক্ত ধ্যান হতে উৎপন্ন হয়। তাই ইহাকে 'সমাধি' বলা হয়। অর্হতের নিকটে এই সমাধি বিতর্ক-বিচারের চঞ্চলতা ভাব মুক্ত হয়ে অতিশয় অচলা সুপ্রসন্নতা ভাব যুক্ত হয়ে থাকে। তাই এই অবস্থার প্রকাশার্থেই 'সমাধিজন্তি'—এই শব্দ ব্যবহারকৃত হয়েছে। 'প্রীতি-সুখ' সম্পর্কেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

''দুতিয়ত্তি' বলতে পূর্বের গণনা হতে দ্বিতীয়। ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ (সমাপজ্জতি) হওয়া অর্থে দ্বিতীয় 'ঝানন্তি' অর্থে এখানে প্রথম ধ্যানের বিতর্কাদি হতে পঞ্চাঙ্গিক হয়ে থাকে। এভাবে এখানে প্রীতি-প্রশান্তি আদি দ্বারা ধ্যানের চতুরাঙ্গিক স্তরই জ্ঞাতব্য। যেমন বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে : "ঝানন্তি সম্পসাদো পীতিসুখং চিত্তস্সেকগ্গতা'তি" ধ্যান হচ্ছে প্রীতি-প্রশান্তিযুক্ত চিত্তের একাগ্রতা।

পর্যায় ভেদেই এরূপ বলা; কিন্তু এই সম্প্রসাদন তথা প্রীতি-প্রশান্তিকে পর্যায়হীনভাবে রাখলে ইহা তিন আঙ্গিকই হয়ে থাকে। তাই ধর্মসঙ্গনীতে উক্ত হয়েছে :

"সে সময়ে ত্রিকাঙ্গিক ধ্যান কি প্রকারে হয়ে থাকে? প্রীতি, সুখ এবং চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাই হয়ে থাকে।' অবশিষ্ট যথা উক্ত মতেই জ্ঞাতব্য।

দ্বিতীয় ধ্যান কথা সমাপ্ত।

তৃতীয় ধ্যান কথা

প্রীতির প্রতি বিরাগ তথা অনাসক্তি এই অর্থেই এখানে 'প্রীতি'। 'বিরাগোতি' বলতে তৎ প্রতি অনাসক্ত হয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়া। 'চ' এই শব্দ সংযোগার্থে বিতর্ক-বিচারকে সুউপশান্তের সাথে একত্রিত করণে ব্যবহার করা হয়েছে। তথায় সুউপশমযুক্ত প্রীতিতে বিরাগ এবং কিঞ্চিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুউপশমতা বুঝায়; এবং দুয়ের যোজনাই এখানে জ্ঞাতব্য। এই যোজনা বিরাগ এবং অনাসক্তি এই অর্থেই হয়েছে। তাই প্রীতিতে বিরাগ এবং

অনাসক্তিজনিত সুউপশম এই অর্থই দ্রষ্টব্য। যখন বিতর্ক-বিচারের সাথে সুউপশম যুক্ত হয়, তখন প্রীতি এবং বিরাগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়ে বিতর্ক এবং বিচারের সুউপশম হয়ে থাকে। ইহাই জ্ঞাতব্য। এই যোজনার দ্বারা বিরাগকে সমতিক্রম অর্থই প্রকাশিত করা হয়ে থাকে। তাই প্রীতিকে সমতিক্রম দ্বারা বিতর্কও বিচার সুউপশান্ত হয়, এই অর্থই দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় ধ্যানে কামের প্রতি যেই বিতর্ক-বিচার তারই সুউপশম হয়। এই ধ্যানের মার্গ পরিদীপনার্থে এবং প্রশংসার্থে উক্ত হয়েছে। 'বিতর্ক বিচারের সুউপশম' বলতে এখানে ইহাই প্রজ্ঞপ্তি যে, "এই ধ্যানমার্গে বিতর্ক-বিচারের সুউপশম কি নেই? যেমনটি তৃতীয় আর্যমার্গে অপ্রহীণকৃত সক্কায়দৃষ্টি আদি পঞ্চ নিম্নভাগীয় সংযোজন পরিত্যাগ হয়? (ম.নি.) এরূপ পরিত্যাগের স্বীকৃতিতে তা অধিগমে উৎসুক্য এবং উৎসাহ উৎপাদনের প্রশংসাই হয়ে থাকে। এভাবেই এখানে অউপশান্ত বিতর্ক বিচারের 'সুউপশম' বলে প্রশংসা করা হলো। সেই অর্থেই উক্ত হয়েছে : "প্রীতির সমতিক্রমে বিতর্ক ও বিচারের সুউপশম"।

'উপেক্খকো চা বিহাসিন্তি' বলতে এখানে সমভাবে দর্শনের অবস্থায় উপনীত হতে চেষ্টা করা (ইক্খতি) অথবা পক্ষপাতিত্বহীন হয়ে দর্শন করতে থাকাই ইহার অর্থ। এভাবে দর্শনকে বিশেষভাবে বিপুলতা দানের জন্যে, সুপ্রতিষ্ঠা দানের জন্যে প্রচেষ্টা (সমন্নাগত) তৃতীয় ধ্যান-সংশ্লিষ্ট যোগীকে 'উপেক্ষাসম্পন্ন যোগী বা 'উপেক্খকো' বলা হচ্ছে। উপেক্ষা দশ প্রকারের হয়ে থাকে, যথা : ১। ষড়াঙ্গ উপেক্ষা (ছলঙ্গূপেক্খা), ২। ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা, ৩। বোধ্যঙ্গ উপেক্ষা, ৪। বীর্য উপেক্ষা, ৫। সংস্কার উপেক্ষা, ৬। বেদনা-উপেক্ষা, ৭। বিদর্শন-উপেক্ষা, ৮। তত্রমধ্যস্থতা-উপেক্ষা, ৯। ধ্যান উপেক্ষা, এবং ১০। পরিশুদ্ধ উপেক্ষা। এই দশবিধ উপেক্ষা যথায় যেই নিয়মে ভূমি, পুদ্গল, চিত্ত এবং আরম্মণবশে প্রদর্শিত হয়েছে তা স্কন্ধ সংগ্রহে একটি ক্ষণের কুশল থাকে? সংক্ষেপে এবং অর্থশালিনী ও ধর্মসংগ্রহ অট্ঠকথায় বর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য। এখানে বিনয় বিধানকে অতিভারী না করার উদ্দেশ্যে ব্যখ্যাত হলো না। লক্ষণাদি হতে এখানে অভিপ্রেত উপেক্ষাটি হলো তত্রমধ্যস্থতা-উপেক্ষা—যা অভোগ রসসম্পন্ন, অনাঘাত প্রত্যয় প্রসূত এবং প্রীতি বিরাগ পদস্থানীয়।

তাই উক্ত হয়েছে : এই তত্রমধ্যস্থতা-উপেক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানসমূহেও কি আছে, যেই জন্যে তথায় উক্ত হয়েছে : 'উপেক্খকো চ বিহাসি? অথচ এভাবে বলার পরও কেন স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করা হলো না? অপরিব্যাপ্ত কৃত্যে কারণেই তা হয়নি। সেই অপরিব্যপ্ততার কৃত্যটি সেখানে রয়ে গেছে চিত্ত বিতর্কাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ার কারণে। আর এই তৃতীয় ধ্যানে চিত্ত বিতর্ক-বিচার-প্রীতি এ সকল দ্বারা অনভিভূত হওয়াতে উত্তোলিত শিরসদৃশ হয়ে

পরিব্যাপ্ত হওয়ার কৃত্যটি উৎপন্ন হলো; এরূপই বলা হচ্ছে।

'উপেক্‌খকো চ বিহাসি'ন্তি—এই বাক্যের সার্বিক অর্থবর্ণনা এখানে সমাপ্ত হলো।

এখন 'সতো চ সম্পজানোতি' এই বাক্যের অর্থ বর্ণনা করা হচ্ছে : এখানে 'সরতীতি সতো' অর্থাৎ স্মরণ করা, মনে রাখা অর্থেই স্মৃতি এবং সম্পজানাতীতি সম্পজানো' বিশেষভাবে জানাই সম্প্রজ্ঞান। ব্যক্তির দ্বারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান এই দুই ব্যক্ত হয়। তথায় স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ, অমূঢ়তা তথা সচেতনতা ইহার রস, সুরক্ষা ইহার প্রত্যুপস্থান (পচ্চুপট্‌ঠান)। সম্প্রজ্ঞানের অমোহ, বা অমূঢ়তা লক্ষণ। অনুধাবনক্ষমতা (তীরণ) ইহার রস। অনুসন্ধান (পবিচয়) ইহার প্রত্যুপস্থান। তথায় পূর্বের ধ্যানস্তরসমূহে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল, কিন্তু তা অমনযোগিতায় ভরা। তাই এই অসম্প্রজ্ঞানহেতু উপচার ধ্যানমাত্রও সম্প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না, অর্পণা সমাধি তো দূরের কথা। মোদ্দা কথায় (ওলারিকত্তা) সে সমুদয় ধ্যানসমূহের ভূমি সদৃশ যোগীর যেই চিত্ত, সেই চিত্তের গতিকে স্মৃতি তখন সুখাবহ করে অব্যক্তভাবে। তথায় ইহাই স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের কৃত্য। স্থূল ধ্যানাঙ্গসমূহ পরিত্যাগ দ্বারা সুখ অধিগমে এই ধ্যানস্তরের যোগীকে ক্ষুরধার সদৃশ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান-কৃত্য পরিগ্রহণের জন্যে চিত্তের গতি ইচ্ছা করা কর্তব্য। ইহাই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। আরও বেশি কিছু আছে কি? যেমন গাভীর নিকটে উপস্থিত বাছুর গাভী হতে সরিয়ে নিয়ে অবন্ধিত অবস্থায় রেখে দিলে ইহা পুনরায় গাভীর নিকটে উপস্থিত হয়ে থাকে, একইভাবে তৃতীয় ধ্যানস্তরের 'সুখ' প্রীতি হতে দূরে ঠেলে রাখলেও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সুরক্ষিত না হলে পুনরায় প্রীতির নিকট উপস্থিত হয়ে সুখ-প্রীতি-সম্প্রযুক্তসম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রাণীগণ সচরাচর যেই সুখে অনুরক্ত হয়; ধ্যানজ এই সুখ কিন্তু সেই ভবসুখ হতে অতিশয় মধুর। স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান দ্বারা এই সুখে অসারত্ব দর্শন করতে হয়। ইহার অন্যথা নাই। এই বিশেষার্থ প্রদর্শন করতেই এখানে এ সকল বর্ণিত বলে জ্ঞাতব্য।

এখন 'সুখঞ্চ কায়েন পটিসংবেদিস্‌সন্তি'—এই বাক্যে এখানে তৃতীয় ধ্যান-সংশ্লিষ্ট সুখবেদনা অননুভূত হয় এমন কিছুই থাকে না। যদি তেমন কিছু থাকে তা হচ্ছে নাম-কায় সংযুক্ত সুখ। যাহা সেই নাম-কায় সম্প্রযুক্ত সুখ, তাহা সমুত্থানের সময়ে রূপ-কায়কে পরিব্যাপ্ত (ফুটো) করে অতি প্রণীততর হয়ে থাকে সেই ধ্যানোত্থিত (ঝানবুট্‌ঠিতো) প্রতিসংবেদি সুখ। তাই ইহার পরিমাণ প্রদর্শন করতেই "সুখঞ্চ কায়েন পটিসংবেদেসিন্তি" বলা হয়েছে ।

১। এখন ইহাই অভিপ্রায় যে, আর্যগণ তৃতীয় ধ্যানের অঙ্গীভূত থাকা অবস্থায় "উপেক্‌খকো সতিমা সুখবিহারীতি" বলতে যা বুঝায় সেই 'স্মৃতি

সম্প্রযুক্ত উপেক্খকের সুখ বিহার'—নামক ধ্যান স্তরে ধ্যানের যেই হেতু যেই কারণ, তা বুদ্ধাদি আর্যপুদ্গলগণ কিভাবে বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপিত করেন, প্রতিষ্ঠাপিত করেন, বিবৃত করেন, বিভাজিত করেন, উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেন, প্রকাশ করেন, প্রশংসা করেন, ইহা অবগত করানো। মূলত ইহা—'ততিয়ং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহাসিন্তি'—অর্থাৎ তৃতীয় ধ্যান উৎপাদন করে অবস্থান করা—এই অর্থযোজনাই জ্ঞাতব্য।

কেন তারা তাকে এরূপ প্রশংসা করে থাকেন? অনিবার্যতাবশেই এই প্রশংসা। ইহা এমনই যে, অতিমধুর, পারমীপ্রাপ্ত যেই সুখ, তা তৃতীয় ধ্যান অধিগমকারী উপেক্খকেরই লভ্য। যতক্ষণ প্রীতি উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ এই সুখ অচ্ছেদ্য সঙ্গীর ন্যায় আকর্ষিত হয় না। এভাবে উপস্থাপিত স্মৃতি যাহা আর্যগণের উপভোগ্য (অরিয়কন্ত), আর্যগণ সেবিত, এবং অসংক্লিষ্ট নাম-কায় দ্বারা প্রতিসংবেদিত সুখ, বিধায় ইহা প্রশংসার্হ। এভাবে প্রশংসার হেতু সমন্বিত গুণে গুণান্বিত প্রশংসা যাহা, তাহাই প্রকাশ করতে "উপেক্খকো সতিমা সুখাবিহারী"—বলে প্রশংসিত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

'ততিযন্তি' ইহা পূর্বের গণনানুসারে সংখ্যা ক্রমে বাচক তৃতীয়। ইহা তৃতীয় স্তর সম্প্রাপ্ত অর্থেই তৃতীয়। 'ঝানন্তি' অর্থাৎ ধ্যান বলতে এখানে দ্বিতীয় ধ্যান সম্প্রহর্ষাদি চতুরাঙ্গিক এবং অনুরূপভাবে উপেক্ষাদি পঞ্চাঙ্গিক। যেমন বিভঙ্গে বলা হয়েছে : "ঝানন্তি উপেক্খা সতি সম্পজঞ্ঞং সুখং চিত্তস্স একগ্গতা'তি" অর্থাৎ ধ্যান হচ্ছে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত সুখময় চিত্তের একাগ্র ভাব। পর্যায়ভেদে উপেক্ষা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানসমূহকে যথাস্থানে রেখে পর্যায়ভেদ হীনভাবে তা মাত্র দুই আঙ্গিকই হয়ে থাকে। ধর্মসঙ্গণীতে (সংগ্রহে) তাই উক্ত হয়েছে : "সে সময়ে ধ্যান কি প্রকারে দুই আঙ্গিক হয়ে থাকে? সুখ এবং চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাই হয়ে থাকে"। অবশিষ্ট যথা—উক্তানুক্রমে হয়ে থাকে।

তৃতীয় ধ্যান কথা সমাপ্ত।

চতুর্থ ধ্যান কথা

"সুখস্স চ পহানা দুখ্খস্স চ পহানাতি" বলতে কায়িক সুখকে, এবং কায়িক দুঃখকে পরিত্যাগ বুঝায়। 'পুব্বে বাতি' বলতে সেই পূর্বের নয়, ইহা সেই চতুর্থ ধ্যান ক্ষণে চিত্তের সৌমনস্য সুখ এবং চৈতসিকের দুঃখ—এই দুইকে আগেভাগে অস্তমিত করা, পরিত্যাগ করার ইচ্ছাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সকল কখন পরিত্যাগ হয়? চতুর্থ ধ্যানের উপচার সমাধি অর্জন ক্ষণে। সৌমনস্য চতুর্থ ধ্যানের উপচারক্ষণে পরিত্যাগ হয়, আর দুঃখ-দৌর্মনস্য-সুখাদি

প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানের উপচার সমাধি উৎপত্তি ক্ষণে পরিত্যাগ হয়ে থাকে। এভাবে প্রহান ক্রমের দ্বারা উক্ত না হয়ে ইন্দ্রিয় বিভঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির উদ্দেশ্য ক্রমেই এখানে সুখ-দুঃখ-সৌমনস্য-দৌর্মনস্যাদি পরিত্যাগ, উক্তমতে জ্ঞাতব্য।

যদি সে সকল সেই সেই ধ্যানের উপচার সমাধি উৎপত্তিক্ষণে পরিত্যাগ হয়, তাহলে সংযুক্তনিকায়ে কিভাবে বলা হলো—"কোথায় উৎপন্ন দুঃখ ইন্দ্রিয়সমূহ অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু কাম্য বিষয়সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ... প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে তাতে অবস্থান করেন। এখানেই উৎপন্ন দুঃখ ইন্দ্রিয়সমূহ অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয়। কোথায় উৎপন্ন দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয়, সুখ ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয়, অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয়? চতুর্থ ধ্যানে উন্নীত হয়ে অবস্থান করলে তথায় উৎপন্ন সৌমনস্য ইন্দ্রিয়াদি অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয়।

এরূপ ধ্যান 'নিরোধ' কেন বলা হয়? নিরোধের আতিশয্যবশত। নিরোধের আতিশয্য হচ্ছে প্রথম ধ্যানাদির মধ্যে নিরুদ্ধ হয় না বলে। নিরোধ হয় উপচার সমাধিক্ষণে তাই ইহাকে 'নাতিসয় নিরোধো'ও বলা হয়। তথায় নানান বর্জন দ্বারা প্রথম ধ্যানের উপচার সমাধিতে দুঃখ-ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হওয়ার কারণে ডংস-মশকাদির সংস্পর্শ দ্বারা বা অসহনীয় বায়ু-তাপাদি দ্বারা কোনো দুঃখ উৎপন্ন হয় না, অর্পণা সমাধির অভ্যন্তরীণ অবস্থান হেতু। উপচার সমাধিতে দুঃখান্দ্রিয়াদির নিরোধ সুষ্ঠুভাবে হয় না, প্রতিপক্ষ বিনষ্ট (অবিহতত্তায়) না হওয়ার কারণে। অভ্যন্তরীণ অর্পণা প্রীতি বিস্তারের মাধ্যমে কায়সুখ সর্বত্র পরিব্যপ্ত করে রাখে। সুখাভিভূত দেহে দুঃখ-ইন্দ্রিয় সুষ্ঠুভাবে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, প্রতিপক্ষ বিনষ্ট হওয়ার কারণে। নানা বর্জন দ্বারা এভাবে দ্বিতীয় ধ্যান উপচারে পরিত্যক্ত দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয়ের যা বিতর্ক-বিচার প্রত্যয়াদি যোগে এভাবে কায় কৃচ্ছতা এবং চিত্ত উপঘাত দ্বারা স্মৃতি উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু বিতর্ক-বিচারের অভাবে এরূপ উৎপত্তি হয় না। দ্বিতীয় ধ্যান উপচারে এরূপ অপ্রহীণ বিতর্ক-বিচার তথায় উৎপন্ন হয় অপ্রহীণ হওয়ার প্রত্যয়ে। প্রহীন হওয়ার প্রত্যয়যুক্ত দ্বিতীয় ধ্যানে ইহা হয় না। তৃতীয় ধ্যান উপচারে প্রহীনকৃত সুখ-ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সমুত্থান অনেক উন্নততর রূপে দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, অথচ যা তৃতীয় ধ্যানে হয় না। তৃতীয় ধ্যানে সুখের প্রত্যয়ভূত প্রীতি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ ধ্যান উপচারে পরিত্যক্ত সৌমনস্য ধ্যান-ইন্দ্রিয়ের আসন্নতাহেতু অর্পণায় উৎপন্ন উপেক্ষা সম্যকভাবে অতিক্রমে ব্যর্থ হয়। অথচ চতুর্থ ধ্যানে তেমনটি হয় না। তাই সেই সেই অপরিশেষ গ্রহণে কথিত হয়েছে : "এত্থুপ্পন্নং দুক্খিন্দ্রিয়ং অপরিসেসং নিরুজ্ঝতী'তি"—অর্থাৎ এথায় উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় (অপরিশেষরূপে) নিরুদ্ধ হয়।

এ কারণে প্রশ্ন করা হয়েছে, "অতঃপর সেই সেই ধ্যান উপচারে পরিত্যক্ত

এই অনুভূতি (বেদনা) এখানে কেন নিয়ে আসা হলো (সমাহরী)? সুখে গ্রহণার্থে। যা কিনা ইহা 'অদুক্খমা সুখং'—সুখও নয়, দুঃখও নয়। এই অদুঃখ অসুখ বেদনা তাকে বলা হয়েছে অতিসূক্ষ্ম, অতি দুর্বিজ্ঞেয়। ইহা সুখানুভূতি দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন এথা সেথা ধাবমান দুষ্ট বৃষকে ধরতে অক্ষম হয়ে গোপলক সকল গরুকে এক খোয়াড়ে (বজে) সমবেত করে এবং তথা হতে সারিবদ্ধভাবে এক একটি করে বের হয়ে আসার সময়ে বলা যায় এই সেই বৃষ যাকে ধরা সম্ভব হয়নি, তাকে ধর। ভগবানও এভাবে সুখে গ্রহণার্থে সবকিছু এখানে একত্রিত করেছেন। এই সমাহারকে এভাবে প্রদর্শন করে "যাহা নয় সুখ, নয় দুঃখ, নয় সৌমনস্য নয় দৌর্মনস্য ইহাই 'অদুক্খমাসুখং বেদনা'। এভাবে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

অথচ সুখদুঃখহীন চিত্তবিমুক্তির প্রত্যয় প্রদর্শনার্থেই এ সকল ব্যক্ত হয়েছে ইহাই জ্ঞাতব্য। সুখত্যাগাদিই ইহার প্রত্যয়। যেমন মজ্ঝিমনিকায়ে বলা হয়েছে, বন্ধু, সুখদুঃখহীন চিত্তবিমুক্তি সমাপত্তির জন্যে চারি প্রত্যয় বিদ্যমান। বন্ধু, এখানে ভিক্ষু সুখ এবং দুঃখকে ত্যাগ করে চতুর্থ ধ্যানে উন্নীত হয়ে অবস্থান করেন। বন্ধু, সুখদুঃখহীন চিত্তবিমুক্তির সমাপত্তি লাভে ইহাই চারি প্রত্যয়। প্রহীণ তথা এই পরিত্যাগ অন্য অর্থের বাহকও হয়ে থাকে। যেমন তৃতীয় আর্যমার্গের গুণ বর্ণনায় (বন্নভাণখং) সৎকায়দৃষ্টি আদি পরিত্যাগের বিষয়ও উক্ত হয়ে থাকে। একইভাবে এখানে ধ্যানস্তরের গুণবর্ণনার্থেই ইহার প্রয়োগ হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য। অথবা প্রত্যয় নষ্ট দ্বারা (পচ্চঘাতেন) রাগ-দ্বেষাদির অতিদূর ভাব প্রদর্শনার্থেও ইহা উক্ত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য। ইহাদের মধ্যে সুখকে সৌমনস্যের এবং সৌমনস্যকে রাগের (আসক্তি) প্রত্যয়, দুঃখকে দৌর্মনস্যের এবং দৌর্মনস্যকে দ্বেষের প্রত্যয়। এভাবে সুখাদি নষ্টের দ্বারা এবং ইহাদের স্বপ্রত্যয় রাগ-দ্বেষাদি হত করা অতিদূরবর্তী হয়ে থাকে।

'অদুক্খমসুখন্তি' ইহাতে দুঃখভাব দ্বারা অদুঃখ এবং সুখভাব দ্বারা অসুখ বুঝায়। এই অর্থে দুঃখ এবং সুখ প্রতিপক্ষভুক্ত। দুঃখ এবং সুখ এ দুয়ের অভাব ক্ষণেই তৃতীয় বেদনার অস্থিত্ব প্রকাশ পায় (দীপেতি)। তৃতীয় বেদনার নাম সুখও নয়, দুঃখও নয় (অদুক্খমসুখং) একে উপেক্ষা বেদনা বলা হয়। ইহা ইষ্ট-অনিষ্ট বিপরীতের অভাব লক্ষণসম্পন্ন মধ্যরসবিশিষ্ট, অভিভূত প্রত্যয়-এর উপস্থাপন এবং সুখ-নিরোধপদ স্থানীয় বলে জ্ঞাতব্য।

'উপেক্খাসতি পারিসুদ্ধিন্তি' বলতে উপেক্ষা ভাবজাত স্মৃতির পরিশুদ্ধিতা। এই ধ্যানে স্মৃতির পরিশুদ্ধিতা আসে। যাহা সেই স্মৃতির পরিশুদ্ধিতা তাহা উপেক্ষার দ্বারাই কৃত হয়, অন্য কোনোভাবে নয়। তাই ইহাকে 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' বলা হয়ে থাকে। বিভঙ্গে তা এভাবেই উক্ত হয়েছে, "এই স্মৃতি এই

উপেক্ষা দ্বারা নির্মল (বিসদা) পরিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়, বিশোধিত (পরিযোদত) হয়। তাই বলা হয় 'উপেক্খাসতিপরিসুদ্ধি'। যেই উপেক্ষা দ্বারা এই স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। সেই অর্থে তত্রমধ্যস্থতাই জ্ঞাতব্য। তথায় কেবল স্মৃতির এই পরিশুদ্ধিতাই নয়, অধিকন্তু জানা কর্তব্য যে, এগুলো সর্বই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ধর্ম। তবে স্মৃতিকে শীর্ষস্থানে রেখেই এই দেশনা ব্যক্ত হয়েছে।

তথায় এই ত্রিবিধ ধ্যানের মধ্যে উপেক্ষা নিম্নস্তরেও কিন্তু বিদ্যমান থাকে। যেমন, দিবা ভাগে সূর্য যেভাবে নিজের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে থাকে রাত্রে কিন্তু দিনের সেই আভা দান সম্ভব হয় না। তাই চন্দ্রের মাধ্যমে প্রদত্ত সেই আলো হয়ে থাকে অপরিশুদ্ধ, অরিশোধিত। অনুরূপভাবে তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা চন্দ্রালো সদৃশ বিতর্ক-বিচারাদি বিরুদ্ধ ধর্মের (পচ্চনিকধম্মং) তেজ প্রথম ধ্যানাদিতে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকাতে সূর্যসদৃশ উপেক্ষা বেদনার আলো তথায় অশোধিত, অপরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। দিনে তাদের সেই অপরিশুদ্ধ চন্দ্রের আলো সদৃশ বিতর্ক-বিচার-প্রীতি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যানস্তরে স্মৃতির সহজাত থাকে বিধায় তথায় 'উপেক্খা স্মৃতি পরিশুদ্ধি উল্লিখিত হয়নি। কারণ এখানে বিতর্কাদি বিরুদ্ধ ধর্মের (পচ্চনিকধম্ম) প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে রাতসদৃশ উপেক্ষা বেদনার সাথে বিদ্যমান থাকে। অথচ এই তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা দিবাভাগের সূর্যালো সদৃশ অতিশয় পরিশুদ্ধ। তার সেই পরিশুদ্ধিতা পরিশুদ্ধ সূর্যালোর প্রভা সদৃশ সহজাত বিধায় স্মৃতি আদি বিশোধিত পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। তাই এখানে 'উপেক্ষা সতি পরিসুদ্ধন্তি' এই বাক্য উক্ত হয়েছে। ইহাই জ্ঞাতব্য।

'চতুত্থন্তি' পূর্বের গণনা হতেই চতুত্থ। ইহা চতুর্থ স্তর লাভ (সমাপজ্জতী) অর্থে চতুর্থ। 'ঝানন্তি' বলতে এখানে তৃতীয় ধ্যান উপেক্ষাদিকে এক পর্যায়ে পঞ্চ আঙ্গিক অপরপর্যায়ে ত্রি-আঙ্গিকরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে : "ঝানন্তি উপেক্খা, সুতি, চিত্তস্সেকগ্গতা'তি" অর্থাৎ উপেক্ষা, স্মৃতি এবং চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান। পর্যায় ভেদেই এমন বলা হয়ে থাকে। স্মৃতিকে রেখে দিয়ে শুধু উপেক্ষা, একগ্রতাকেই গ্রহণ করে অপর এক পর্যায়ে ইহাকে দ্বি-আঙ্গিক করা হয়েছে। যেমন ধর্মসঙ্গনীতে বলা হয়েছে : "সে সময়ে কি প্রকারে ধ্যান দ্বি-আঙ্গিক হয়ে থাকে? উপেক্ষা এবং চিত্তের একাগ্রতাকে ভিত্তি করে। অবশিষ্ট যথা উক্তমতে জ্ঞাতব্য।

[চতুর্থ ধ্যান কথা সমাপ্ত]

পূর্বনিবাস কথা

১২। এই চারি ধ্যানসমূহের কিছু দ্বারা (কেসঞ্চি) চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয়ে থাকে, কিছু দ্বারা বিদর্শনের পদাদি লাভ হয়ে থাকে, কিছু দ্বারা অভিজ্ঞা পদাদি লাভ হয়ে থাকে, কিছু দ্বারা নিরোধ পদাদি লাভ হয়ে থাকে, কিছু দ্বারা 'ভবোক্ক মনাত্থানি' তথা ভবে (জন্মান্তরে) প্রবেশের (ওক্কমন) সহায়ক হয়ে থাকে। তথায় খীণাসবদের চিত্ত একাগ্রতা লাভ হয়। তাঁরা 'একাগ্রতাযুক্ত চিত্ত সুখে দিবস অতিবাহিত করব' এমন ইচ্ছা দ্বারা কসিন পরিকর্ম (ধ্যানালম্বন ভিত্তি করে) সম্পাদন পূর্বক অষ্ট সমাপত্তিতে উপনীত হন। আর্য-মার্গে অনারোহী জনদের ক্ষেত্রে—'সমাপত্তি লাভের জন্যে সমাহিত চিত্ত দ্বারা বিদর্শন অনুশীলন করব'—এরূপ সংকল্পে উপনীত হওয়াতে বিদর্শন পদাদি লাভ করে থাকেন। যারা অষ্ট সমাপত্তিতে উপস্থিত হয়ে অভিজ্ঞাপদ ধ্যান সমাধা পূর্বক সমাপত্তি হতে উঠে—'একজন বহুজনে পরিণত হোক' এরূপ বলে অভিজ্ঞা দ্বারা প্রার্থনা পূর্বক চিত্তকে পরিচালিত করেন। এভাবে তাদের অভিজ্ঞাপদ লাভ হয়। যারা অষ্ট সমাপত্তিতে চিত্তকে পরিচালিত করে—"নিরোধসমাপত্তি অধিগম পূর্বক সপ্তাহকাল চিত্ত-শূন্য হয়ে প্রত্যক্ষ জীবনে নিরোধ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে সুখেই অবস্থান করব"—এ ইচ্ছায় চিত্তকে পরিচালিত করেন, তাদের নিরোধপদ লাভ হয়। যারা অষ্ট সমাপত্তিতে চিত্তকে পরিচালিত করে—"ধ্যান অপরিত্যাগহীন হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবো"—এমন ইচ্ছায় চিত্তকে পরিচালিত করেন, তাদের 'ভবোক্কমনত্থানি' তথা ভবান্তরে উৎপন্ন হওয়ার শক্তি লাভ হয়।

ভগবান এস্থলে বোধিবৃক্ষমূলে চতুর্থ ধ্যানে উপস্থিত হয়ে তাকে বিদর্শন পদভুক্ত করেছিলেন। অতঃপর অভিজ্ঞাপদ, নিরোধপদ, সর্বকৃত্য সাধক লোকিয়-লোকোত্তর গুণদায়ক সর্ববিষয়ে সেই ধ্যান চিত্তকে পরিচালিত করেছিলেন, ইহাই জ্ঞাতব্য।

এ সকল স্তরসমূহ যে সকল গুণাবলীর দাতা ছিল, সে সমুদয় ছিল একদেশদর্শী। তাই বলা হয়েছে : 'সো এবং সমাহিতে চিত্তে'তি—অর্থাৎ তিনি এরূপ সমাধিস্থ চিত্তেই তা করেছিলেন।

তথায় 'সেতি' বলতে সেই আমি। 'এবন্তি' বলতে এতদ্বারা চতুর্থ ধ্যান ক্রম নির্দেশ বুঝায়। এই ক্রমে চতুর্থ ধ্যান প্রতিলাভ করে—এরূপই ব্যক্ত হয়েছে। 'সমাহিতে'তি বলতে এই চতুর্থ ধ্যান সমাধি দ্বারা সমাহিত হওয়া বুঝায়। 'পরিসুদ্ধে'তি ইত্যাদি দ্বারা উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি ভাব দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পরিশুদ্ধ হয়ে, পরিশোধিত হতে উজ্জ্বল প্রভাস্বরিত হওয়া বুঝায়। সুখাদি প্রত্যয় ধ্বংসকরণ দ্বারা আসক্তি আদির প্রাঙ্গণ (অঙ্গণ) নিষ্কলঙ্ক (অনঙ্গণ) হল।

সুপরিশুদ্ধ হলে উপক্লেশসমূহ বিগত হওয়াতে রাগাদি অঙ্গণ দ্বারা চিত্ত অবশ্যই উপক্লিষ্ট হবে। 'সুভাবিতত্তা' বলতে মৃদুভূত হতে হতে বশীভাব প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। 'বসে' অর্থে বর্তমানের 'চিত্ত-মৃদুতা' বুঝায়। 'মৃদুত্তায়েব চ কম্মনিয়ং' বলতে কর্মক্ষম, কর্মযোগ্য ইত্যাদি বুঝায়। চিত্ত মৃদু ও সুকর্মনীয় উত্তমরূপে শোধিত হয় (সুধন্ত) সুবর্ণ সদৃশ হয়, আর তারা উভয়েই হচ্ছে সুভাবিত। যেমনটি উক্ত হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, আমি এমন একটি ধর্মও দেখছি না, যাহা এভাবে ভাবিত বহুলীকৃত মৃদু ও কর্মনীয় হয়, যেমন ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত হয়ে থাকে।" (অঙ্গু. নি.)

এ সকল পরিশুদ্ধি ভাবসমূহের মধ্যে স্থিত হওয়ার যোগ্য হলে স্থিত হয়। এই স্থির অবস্থাকে বলা হয় শূন্য বা স্থিরতা প্রাপ্ত (আনেঞ্জপ্পত্তে) নিশ্চল (নিরিঞ্জনে), অচল ইত্যাদি। মৃদু, কর্মনীয় ভাব দ্বারা বা নিজের বশে স্থিতাবস্থায় এই স্থির শূন্যাবস্থা শ্রদ্ধাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়। শ্রদ্ধা পরিগৃহীত অর্থে এই চিত্ত।

১। অশ্রদ্ধা দ্বারা বিচলিত করা (ইঞ্জতি) সম্ভব হয় না, ২। বীর্য পরিগৃহীত চিত্তকে আলস্য-তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় না। ৩। স্মৃতি পরিগৃহীত চিত্তকে প্রমত্ততা দ্বারা নিমজ্জিত করা সম্ভব হয় না, ৪। সমাধি পরিগৃহীত চিত্তকে ঔদ্ধত্য-চঞ্চলতা দ্বারা বিচলিত করা সম্ভব হয় না, ৫। প্রজ্ঞা পরিগৃহীত চিত্তকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় না, এবং ৬। প্রভাস্বর চিত্তকে ক্লেশ অন্ধকার দ্বারা আবৃত করা সম্ভব হয় না। এই ছয়টি ধর্মদ্বারা পরিগৃহীত চিত্তকে 'আনেঞ্জপ্পত্তং চিত্তং' বলা হয়।

এরূপ অপর বিধিমতে অপরাঙ্গসম্পন্ন চিত্ত নির্বাণ অভিজ্ঞান সাক্ষাৎকরণের ধর্মসমূহ আয়ত্তকরণে নিম্নোক্ত পর্যায়ে দৃঢ় সঙ্কল্পসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্খাসম্পন্ন (অভিনীহারক্খম) হয়ে থাকে। যথা : ১। চতুর্থ ধ্যান সমাধি দ্বারা চিত্তের সমাধিতে, ২। নীবরণ দূরীভাব দ্বারা চিত্তের পরিশুদ্ধি লাভে, ৩। বিতর্কাদি সমতিক্রম দ্বারা চিত্ত শোধনে, ৪। ধ্যান প্রতিলাভ প্রত্যয়জাত পাপেচ্ছায় বিচরণ অভাব দ্বারা নিষ্কলঙ্কতা লাভে (অনঙ্গণে), ৫। অতিলোভাদি (অভিজ্ঝা) চিত্ত উপক্লেশ বিগতকরণ দ্বারা উপক্লেশ মুক্ত হয়ে (এই উভয়চিত্ত মধ্যমনিকায়ের অনঙ্গণ বত্থুসুত্ত মতে জ্ঞাতব্য), ৬। বশীভূত শক্তিতে চিত্তকে মৃদু অনুগতকরণে, ৭। ঋদ্ধিপাদ ভাব অধিগম দ্বারা চিত্তকে কর্মঠকরণে, এবং ৮। ভাবনা পরিপূরণে প্রণীত উচ্চতর ভাব অধিগম দ্বারা স্থির নিষ্কম্প শূন্যভাব প্রাপ্তিতে। এরূপ স্থিতির অর্থই হচ্ছে, নিষ্কম্প শুন্যতা প্রাপ্ত (আনেঞ্জপ্পত্তং) হওয়া। এমন অষ্টাঙ্গ সম্পন্নগত চিত্ত অভিজ্ঞানে সাক্ষাৎযোগ্য ধর্মসমূহ অধিগমে স্থির সংকল্প (অভিনীহারক্কম)সম্পন্ন হয়ে থাকে। 'পদট্ঠানভূতন্তি' অর্থে অভিজ্ঞান সাক্ষাতের

স্তর বা পদ স্থানীয়।

'পুব্বেনিবাসানুস্সতি ঞাণায়াতি' অর্থে এরূপ অভিজ্ঞান স্তরের চিত্তে উৎপন্ন পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। তথায় 'পুব্বে নিবাসোতি' অর্থে অতীত জন্মসমূহে লব্ধ পঞ্চস্কন্ধ (দেহ-মন)। 'নিবুত্থাতি' বলতে আবাস গৃহ (অজ্ঝাবুত্থা) যেখানে নিজের কুলে উৎপন্ন হয়ে মৃত্যু তথা নিরুদ্ধ বা নিবৃত ধর্ম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, সেই গ্রাম-আবাস দ্বারা, নিজের চিত্ত বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাত, পরিচ্ছিন্ন, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, এবং ছিন্ন জন্মান্তরমার্গ অনুস্মরণাদি বুঝায়। 'পুব্বে নিবাসানুস্সতী'তি" বলতে যেই স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্বজন্মের নিবাস স্মরণ করা যায় তাই পূর্বনিবাসানুস্মৃতি।

'ঞাণন্তি' বলতে সেই স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞান যথার্থভাবে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান দ্বারা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞান অধিগমে প্রবর্তিত করে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। 'অভিনিন্নেমেসিন্তি' অর্থে নমিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করানো।

"সোতি" বলতে সেই আমি। 'অনেক বিহিতন্তি' বহুবিধ, অনেক উপায়ে বা প্রকারে। সংবর্ণিত অর্থে প্রবর্তিত। 'পুব্বেনিবাসন্তি' বলতে অব্যবহিত (সমনন্তরা) পূর্ববর্তী জন্মসমূহের সেই সেই আবাস বা জীবনসমূহ। 'অনুস্সরামীতি' অর্থে এক জন্ম, দুই জন্ম এভাবে জন্মের পর জন্ম অনুগমন করে করে স্মরণ করি বা পশ্চাদ্গমন করে স্মরণ করি। চিত্তকে তৎপ্রতি অভিনমিত করা মাত্রেই (অভিনিন্নমিতমত্তে) এভাবে স্মরণ করে দর্শন করি। মহাপুরুষদের পরিপূর্ণ পারমী গুণে পূর্বপ্রস্তুতির (পরিকম্ম) প্রয়োজন হয় না, তদ্দ্বারা চিত্তকে তৎ প্রতি নমিত ক্ষণেই সব কিছু স্মরণে চলে আসে। প্রাথমিক অনুশীলনকারী কুলপুত্রগণের কিন্তু পরিকর্ম করেই স্মরণ করতে হয়। তাই সেই বশেই পরিকর্মের বিষয় ব্যক্ত করতে হয়। কিন্তু সে বিষয়ে বলতে গেলে বিনয় নিদানকে অতিশয় ভারী করা হয়। তদ্ধেতু আর বলবো না। যারা জানতে ইচ্ছুক তারা বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে উল্লিখিতমতে গ্রহণ কর্তব্য। এখানে শুধু পালিই বর্ণনা করব (পালিমেব বন্নয়িস্সাম)।

'সেয্যথিদন্তি' ইহা প্রকারভেদ প্রদর্শনার্থে শুরু করণ নিপাত বিশেষ। পূর্বনিবাস বিষয়ে যেই আলোচনা পূর্বে শুরু করা হয়েছে এক্ষণে তার প্রকার ভেদ দর্শনার্থে এক জন্ম, দুই জঙন্মাদি বলা হয়েছে। তথায় 'একম্পি জাতিন্তি' বলতে একটি প্রতিসন্ধি মূল, যাহা চ্যুতি তথা মৃত্যুর পর স্কন্ধপ্রবাহ বজায় রাখতে, অনুসন্ধান করতে একটি ভবের (লোকে) অন্তর্ভুক্ত করায় (পরিয়াপন্নং) ইহাই বিধান দ্বিতীয় তৃতীয় প্রতিটি জন্মে। 'অনেকেদি সংবট্টকপ্পেতি' ইত্যাদি বলতে ক্ষয়িষ্ণু (পরিহায়মান) কল্পকে সংবট্ট কল্প এবং বর্ধিষ্ণু কল্পকে বিবট্টকল্প

বলে জ্ঞাতব্য।

তথায় সংবর্তদ্বারা সংবর্তন গৃহীত হয় মূল কর্তারূপে। বিবর্ত দ্বারা বিবর্তই গৃহীত হয়। এভাবে স্মরণ করতে তাকে বলা হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি কল্প, ইহারা অসংখ্য। এই চারটি কী কী? সংবর্তমান, সংবর্তিত, এবং বিবর্তমান, বিবর্তিত বলে উক্ত হয়। ইহাদের সকলই গতিময় হয়ে থাকে (পরিগ্গহিতা)।

তথায় সংবর্ত ৩টি, যথা : তেজসংবর্ত, জলসংবর্ত, বায়ুসংবর্ত। এই সংবর্তের ৩টি পরিধি সীমা, যথা : আভস্বর, শুভকিন্হ, বেহপ্ফল পর্যন্ত অগ্নি সংবর্তিত হয় যখন কল্প তেজদ্বারা সংবর্তিত হয়। তখন আভস্বর হতে নিম্নে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়। যখন জলদ্বারা সংবর্তিত হয়, তখন শুভ কিন্হ হতে নিম্নে জলে নিমজ্জিত হয়। যখন বায়ুদ্বারা সংবর্তিত হয়, তখন বেহপ্ফল হতে নিম্নে বায়ু দ্বারা ধ্বংস হয়। বিস্তৃত হয়ে এক বুদ্ধক্ষেত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

বুদ্ধক্ষেত্র ত্রিবিধ; যথা : জন্মক্ষেত্র, আদেশক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। তথায় জাতি বা জন্মক্ষেত্র দশসহস্র চক্রবাল পর্যন্ত পরিবাপ্ত হয়ে থাকে, যাহা তথাগতের জন্ম ক্ষণে কম্পিত হয়ে থাকে। আদেশ (আণা) ক্ষেত্র কোটিশত সহস্র চক্রবাল পর্যন্ত পরিবাপ্ত হয়ে থাকে। রতন পরিত্রাণ, খন্ধপরিত্রাণ, ধজগ্গ পরিত্রাণ, আটানাটিয়া পরিত্রাণ, ময়ূর পরিত্রাণ এ সকল পরিত্রাণের প্রভাব কোটিশত সহস্র চক্রবাল পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়ে থাকে। বুদ্ধগণের কর্ম তথা কর্মক্ষেত্র হয়ে থাকে অনন্ত-অপ্রমাণ, "ইহা যতদূর পর্যন্ত ইচ্ছা করা হয়, ততদূর পর্যন্ত (অঙ্গুত্তরনিকায়) বিস্তৃত হয়। এই তিন বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আদেশ ক্ষেত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তা বিনাশ হলে জন্মক্ষেত্রও বিনষ্ট হয়। তবে বিনাশ হলে একত্রেই বিনাশ হয়, স্থিত থাকলে একত্রেই স্থিত থাকে। সেই বিনাশ ও স্থিতি সম্পর্কে বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণিত হয়েছে। অনুসন্ধীরা তথা হতে গ্রহণ কর্তব্য।

যখন সংবর্ত-বিবর্ত বলা হয়েছে, তখন ভগবান বোধিমণ্ডপে সম্যক সম্বোধিকে অভিসম্বোধি ধ্যানে অধিগমার্থে উপবিষ্ট অবস্থায় অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প স্মরণ করছিলেন কিভাবে? 'অমুত্রাসিন্তি' অর্থাৎ অমুক অমুক বিধিমতে। তথা 'অমুত্রাসিন্তি' বলতে অমুক সংবর্তকল্পে আমি অমুক ভবে বা অমুক গতিতে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান চিত্তের স্থিতিতে বা সত্ত্বাবাসে বা জনগণ মধ্যে (সত্তনিকায়ে) আমি ছিলাম। আমার এরূপ নাম ছিল—বেস্সান্তর বা জ্যোতিপাল। এরূপ গোত্র ছিল—ভার্গব বা গৌতম। এরূপ বর্ণছিল—শ্বেত (ওদাত) বা কালো (সামো)। এরূপ আহার ছিল—শালি মাংসের ভাত বা পর্বতের ফলভোজন। এরূপ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনেক প্রকারে কায়িক-মানসিক, সামিষ-নিরামিষাদি সুখ-দুঃখ অবগত হতে

পারেন। এতকাল পরামায়ু শেষে বা এত বর্ষশত অতিক্রান্তে বা চুরাশি কল্পসহস্র পরমায়ু পর্যন্ত আয়ুষ্কাল ছিল।

সেই আমি তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হলাম। তথা হতে, ভব যোনি হতে, গতি হতে, বিজ্ঞানের স্থিতি হতে, সত্ত্বাবাস হতে, সত্ত্বনিকায় হতে, চ্যুত হয়ে পুনঃ অমুক নামে, ভবে, যোনিতে, গতিতে, বিজ্ঞানের স্থিতে, সত্ত্ববাসে, বা সত্ত্বনিকায়ে পুনঃ জন্ম নিলাম। তখন এই নাম ছিল ইত্যাদি উল্লেখিত মতে জ্ঞাতব্য।

অতঃপর যখন অমুকস্থানে ছিলাম—ইহা আনুপূর্বিক জ্ঞাত হতে ধ্যানে আরোহণ পূর্বক যথেচ্ছ, স্মরণে সক্ষম হয়ে তিনি পূর্বজন্ম তথা হতে চ্যুত হয়ে প্রত্যাবর্তনকে প্রত্যবেক্ষণ করেন। তদ্ধেতু বলা হয় এখানে অমুক স্থান হতে তুষিত ভবনে উৎপন্ন হলো। এভাবে সংযোজন পূর্বক (সন্ধায়) জ্ঞাতব্য।

'তত্রাপাসিং এবং নামেতি' অর্থে তুষিত ভবনে শ্বেতকেতু দেবপুত্র নাম ছিল। এরূপ গোত্র দেবতাদের সাথে একগোত্র; এরূপ বর্ণ—সুবর্ণ বর্ণ; এরূপ আহার দিব্য সুধাহার। এরূপ সুখ-দুঃখ, এরূপ দিব্যসুখানুভব। দুঃখ হচ্ছে, সংস্কার দুঃখ মাত্র। এরূপ পরমায়ু, সাতান্ন বর্ষ কোটি বর্ষশত সহস্রায়ু পর্যন্ত। সেই তথা হতে চ্যুত আমি অর্থাৎ তথায় তুষিত ভবন হতে চ্যুত। 'ইধূপ্পন্নেতি' বলতে এখানে মহামায়া দেবীর গর্ভে উৎপত্তি।

এভাবে 'সাকার সউদ্দেসন্তি' বলতে নামগোত্রবশে উল্লেখসহ, বর্ণাদিবশে আকৃতিসহ। নাম-গোত্রবশে বলতে সত্তের নাম—দত্ততিষ্য, গৌতম ইত্যাদি উল্লেখ। বর্ণাদি দ্বারা শ্বেত-কালো আদি নানাবর্ণের। তদ্ধেতু নাম-গোত্র-আকার ইত্যাদি উল্লেখ শুধু কি বুদ্ধই পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানে স্মরণ করে থাকেন? বলা হয়েছে : না, শুধু বুদ্ধ নন, পচ্চেক বুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক, এমনকি তৈর্থিকগণেরও কোনো কোনো জন তা পারেন। তীর্থিয়গণের মধ্যে এমনকি চল্লিশ কল্প পর্যন্ত স্মরণ করতে পারেন। এর চেয়ে বেশি নয়। কেন? দুর্বল প্রজ্ঞার কারণে। তারা নাম-রূপ-পরিচ্ছেদ-জ্ঞান বঞ্চিত বলেই দুর্বল প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। শ্রাবকগণের মধ্যে অশীতি মহাশ্রাবকগণ কল্পশত সহস্র স্মরণ করতে পারেন। দুই অগ্রশ্রাবক এক অসংখ্যশত সহস্র, পচ্চেক বুদ্ধগণ দুই অসংখ্য শতসহস্র, ইহা তাঁদের সংকল্প দৃঢ়তারই (অভিনাহারো) ফলশ্রুতি। বুদ্ধগণের কোনো সীমারেখা নেই, যত ইচ্ছা তত স্মরণ করতে সক্ষম। তির্থীয়গণ দেহ পরম্পরা স্মরণ করতে সক্ষম। কিন্তু পরম্পরাবিচ্ছিন্ন স্মরণ করতে অক্ষম। তারা অন্ধের মতো, ইচ্ছা মাত্রই স্থান অতিক্রমে অক্ষম। শ্রাবকগণ উভয় ক্ষেত্রে সক্ষম, তেমনই পচ্চেক বুদ্ধগণ। বুদ্ধ দেহ-পরম্পরা যেমন, চ্যুতি-প্রতিসন্ধিবশে, সীংহ-উত্থানবশে অনেক কোটি কল্প উপরে, নীচে যেক্ষণে যেস্থানে ইচ্ছা মাত্রই

সবকিছু স্মরণ করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

'অযং খোমে ব্রাহ্মণাতি আদিসু' বলতে আমাতে, আমার দ্বারা। 'বিজ্জাতি' বলতে বিদিতকারণ স্থানে বিদ্যা। কী জ্ঞাত করে থাকে? পূর্বনিবাস 'অবিজ্জাতি' বলতে সেই পূর্বনিবাস অজ্ঞাতকরণার্থে তৎপ্রতিচ্ছাদক মোহকে বলা হয়। 'তমোতি' বলতে সেই মোহ তার প্রতিচ্ছাদন স্বভাবে 'তমো' বা অন্ধকার বলে গণ্য হয়। 'আলোকোতি'—সেই বিদ্যা, উজ্জ্বলতা স্বভাবে তা 'আলো' বলে উক্ত হয়। এতে আলো অধিগত হয়, ইহা প্রশংসাবাক্য। সংযোজন অর্থে আমার দ্বারা এই বিদ্যা অধিগত হয়েছে। আমার দ্বারা বিদ্যা অধিগত হওয়ায় অবিদ্যা বিদূরিত, বিনষ্ট হল। ইহাই অর্থ। কিভাবে? যখন বিদ্যা উৎপন্ন হল তখন। এই পদদ্বয়ের ইহাই নিয়ম।

'যথাতন্তি এথ যথাতি' অর্থাৎ এখানে যথা : এই নিপাতপদটি উপমা অর্থে ব্যবহৃত। স্মৃতির উপস্থিতি দ্বারা (অবিপ্পবাসেন) অপ্রমাদের, বীর্যতাপ দ্বারা উদ্যমশীলের (আতাপিনো) দেহ এবং জীবনের প্রতি নিরপেক্ষতাবশে স্থিরসংকল্প-হেতু 'পোষিত চিত্তসম্পন্নতা' এই অর্থের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে ইহাই উক্ত হয়েছে : "অপ্রমত্ত উদ্যমশীলের স্থিরসংকল্পে অবস্থানে যেমন অবিদ্যা বিদূরীত হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হতে পারে, অন্ধকার বিদূরিত হতে পারে, আলো উৎপন্ন হতে পারে, অনুরূপভাবে আমার অবিদ্যা বিগত, বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিগত, আলো উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে আমার সম্যক প্রধান প্রয়োগে অনুরূপ ফলই লাভ হয়েছে।

হে ব্রাহ্মণ, এভাবেই আমার প্রথম জাগতিক বিষয়ে বিরাগ অনাসক্তি (অভিনিব্বিদা) ভাব এসেছে। হে ব্রাহ্মণ, কুক্কট শাবকমুখ তুণ্ডদ্বারা যেভাবে অন্ডকোশ হতে বেরিয়ে আসে সেরূপ আমার পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান পূর্বে অধিকৃত (নিবুত্থ) স্কন্ধ-প্রতিচ্ছাদক অবিদ্যার অন্ডকোশকে পদদলিত করে প্রথম অভিনির্বেদপ্রাপ্ত, প্রথম নিষ্ক্রান্ত এবং প্রথম আর্যকুলে উৎপন্ন হয়েছি। যেমন কুক্কুট শাবকগণ মুখতুণ্ড দ্বারা বা পদনখাগ্রের দ্বারা অন্ডকোশ পদদলিত করে সেই অন্ডকোশ হতে বিরাগবশে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং নতুনভাবে স্ব-অস্তিত্ব প্রকাশ করে (পচ্চাজাতী'তি) থাকে।

[পূর্বনিবাস কথা সমাপ্ত]

দিব্যচক্ষু জ্ঞানকথা

১৩। 'সো এবং... চুতুপ্পাত্তি ঞাণায়ানীতি' বলতে চ্যুতি এবং ঔপপাতিক জন্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। সেই অর্থই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 'চিত্তং

অভিনিন্নেমসিন্তি' চিত্তকে সম্মুখস্থ বিষয়ে নমিত করা। এখানে চিত্তকে পরিকর্ম তথা ধ্যাননিমিত্তে পরিচালিত করা। 'সো দিব্বেন ... পস্সামীতি'—এখানে পূরিত পারমীর মহাসত্ত্বগণের পরিকর্মকৃত্য নামক কিছুই থাকে না। তারা চিত্তকে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট মাত্রই এরূপ দিব্যচক্ষুদ্বারা প্রাণীগণকে দর্শন করে থাকেন। আদিকর্মীক কুলপুত্রগণকে কিন্তু পরিকর্মকৃত্য সম্পাদন করেই দিব্যচক্ষু লাভ করতে হয়। তাই সেই কারণেই পরিকর্ম কৃত্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তা বর্ণনা করতে গেলে বিনয়নিদানকে অতি ভারী করা হয়। তাই এ প্রসঙ্গে বলছি না। সন্ধানীরা বিশুদ্ধিমার্গে উক্তমতে গ্রহণ কর্তব্য। এখানে কেন পালিই বর্ণনা করব (ইঠপন পালিমেব বন্নয়িস্সাম, অত্থিকেহি পন বিসুদ্ধিমগ্গে বুত্তনয়েন গহেতব্বো)—(১২০পৃ. পারা.অ.)

'সোতি' বলতে সেই আমি। 'দিব্বেনাতি আদিসু' বলতে দিব্য দেবতা সদৃশ প্রাণী। দেবগণের নাকি সুচরিত কর্মবিপাকহেতু পিত্ত-শ্লেষ্মা-রক্তাদি অলিপ্ত (অপলিবুদ্ধং) উপক্লেশ বিনিমুক্ততায় দূরের বস্তু বা বিষয়সমূহ দর্শনে সক্ষম দিব্যপ্রসাদ চক্ষু উৎপন্ন হয়ে থাকে। যাহা বীর্য ভাবনাশক্তি নিবর্তিত জ্ঞানচক্ষুও তাদৃশ হয়ে থাকে। এখানে কিন্তু দিব্য সদৃশ সত্তা হেতু দিব্য, দ্বিব্যবিহারবশে প্রতিলব্ধ-হেতু দিব্য, দিব্যবিহার সন্নিশ্রিত সত্তা হেতু দিব্য, আলো পরিগ্রহণ দ্বারা মহাজ্যোতিসম্পন্নতা হেতু দিব্য, দেয়াল-প্রাচীরাদির ভেতরে অবস্থানরত ব্যক্তি বস্তু (তিরোকুট্ঠা) আদি দর্শন দ্বারা মহাগতিসম্পন্নতা হেতু দিব্য। এ সকল শব্দ সত্ত-প্রাণী অনুসারে জ্ঞাতব্য। যেমন দর্শনস্থান দ্বারা চক্ষু, চক্ষু কৃত্যকরণ দ্বারা চক্ষু সদৃশ হেতু চক্ষু। চ্যুতি উৎপত্তি দর্শন দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধিতা হেতু বিশুদ্ধ। যেজন কেবল চ্যুতি তথা মৃত্যুমাত্র দেখে থাকে উৎপত্তি তথা পুনঃজন্মকে দর্শনে অক্ষম, তেমন ব্যক্তিরা উচ্ছেদদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেজন ঔপপাতিক জন্মকেই শুধু দেখে থাকে, চ্যুতিকে দেখে না, সে নবসত্ত প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগত হয়ে থাকে। যেজন উভয় অবস্থাকে দেখে থাকে এবং সে যখন উভয় পরিণতির প্রতি দর্শনশক্তিকে প্রবর্তিত করে, তখন তার দৃষ্টিবিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ভগবান কর্তৃক উভয় অধিগমকৃত। তাই উক্ত হয়েছে : "চুতুপ্পাতদস্সনেন দিট্ঠিবিসুদ্ধি হেতুত্তা বিসুদ্দ'ন্তি"—অর্থাৎ চ্যুতি-উৎপত্তি দর্শন দ্বারা দৃষ্টিবিশুদ্ধি-হেতুতেই দৃষ্টিবিশুদ্ধি।

এগারো প্রকার উপক্লেশ-বিরহিত বিধায় বিশুদ্ধ। ভগবান তো সেই এগারো প্রকার উপক্লেশ বিরহিত দিব্যচক্ষুসম্পন্ন। তাই মধ্যমনিকায়ে উক্ত হয়েছে : "হে অনুরুদ্ধ, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) চিত্তের উপক্লেশ, ইহা জ্ঞাত হয়ে ১। বিচিকিৎসা নামক চিত্তের উপক্লেশকে ত্যাগ করেছি, তেমনই ২। অমনোযোগিতাকে, ৩। থিনমিদ্ধ তথা দেহ-মনের জড়তাকে, ৪। ভয়-ত্রাস (ছম্ভিতত্তং)-কে, ৫।

উৎপীড়নকে (উপ্পিলং), ৬। দুষ্টাচারকে (দুট্‌ঠিল্লং), ৭। (সীমাতীতি) বীর্যকে, ৮। অতিসমৃদ্ধ বীর্যকে, ৯। বিড়বিড় করে জপ করাকে (অভিজপ্পনা), ১০। নানা সংজ্ঞাকে, ১১। অতিশিথিলতা (অতিনিজ্ঝায়িতত্ত) ইহারা চিত্তের উপক্লেশ, ইহা বিদিত হয়ে চিত্তের এই উপক্লেশকে ত্যাগ করেছি। হে অনুরুদ্ধ, সেই আমি অপ্রমত্ত উদ্যমশীল দৃঢ়সংকল্পী হয়ে অবস্থান করে, উজ্জ্বল আলো (ওভাস) কে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়েছি, কোনো বস্তু (রূপ)-কে দর্শন করিনি। রূপকে দেখলে আলোকে দেখিনি (অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো ওভাস ঞিহ খো সত্তানামি ন চ রূপানি পস্‌সমিহি রূপানি খো পস্‌সমি, ন চ ওভাসং সত্তগমামি)।" এভাবে এগারো প্রকার উপক্লেশ বিশেষভাবে রহিত করাই বিশুদ্ধিতা।

মনুষ্যসান্নিধ্য অতিক্রম করে শুধু রূপদর্শন দ্বারা অতিক্রান্ত মনুষ্য। মনুষ্য বা মাংসচক্ষু অতিক্রান্ত 'অতিক্রান্ত মনুষ্য'। ইহাই জ্ঞাতব্য। অনুরূপভাবে দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধি দ্বারা—অতিক্রান্ত মনুষ্য।

'সত্তে পস্‌সামীতি' বলতে মাংসচক্ষু সদৃশ সত্ত্বকে দেখি, দর্শন করি, অবলোকন করি। 'চবমানে উপপজ্জমানেতি' অর্থে এখানে চ্যুতিক্ষণে বা উৎপত্তিক্ষণে দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন সম্ভব নয়। যেজনের মৃত্যু অত্যাসন্ন, এখন মরছে সে মৃতমান (চবমানা)। যেজন প্রতিসন্ধিগ্রাহী বা সম্প্রতি (সম্পতি) নিবর্তিত তাকে উৎপত্তিমান বলা যায়। এইরূপে তাকে মৃত্যুমান এবং উৎপত্তিমান দেখি, দর্শন করি। 'হীনোতি' বলতে মোহযুক্ত হীনদের জন্মকুল ভোগাদিবশে ঘৃণিত (হীনিতে), অতিঘৃণিত (ওহীলিতে), অপমানিত (উঞ্ঞাতে), অবজ্ঞাকৃত (অবঞ্ঞাত)। 'পনীতেতি' বলতে অমোহ-গুণযুক্ততা শ্রেষ্ঠ উচ্চতর মোহের বিপরীতে। 'সুবন্নেতি' বলতে নির্দোষ গুণযুক্ততা 'দুব্বন্নেতি' বলতে দোষযুক্ত, বিশ্রী অবয়ব, অমনোজ্ঞ বর্ণযুক্ত। 'অভিরূপেতি' বলতে এখানে বিরূপার্থ প্রকাশক। 'সুগতেতি' বলতে সুগাতিতে অলোভ গুণযুক্ততা বা ধনী-মহাধনী। 'দুগ্গতেতি' বলতে দুর্গতিগত লোভ সম্বন্ধ যুক্ততা বা অন্ন-পানে দারিদ্রতা। 'যথাকম্ম পগেতি' বলতে যেই যেই কর্ম উপস্থিত, সেই সেই কর্মে উপস্থিত জন। তথায় পূর্বে মৃত্যুমানাদি এবং দিব্যচক্ষু কৃত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এক্ষণে এই পদদ্বারা যথা কর্ম-উপযোগী জ্ঞানকৃত্য সম্পর্কে বলা হলো।

সেই জ্ঞানের ইহাই উৎপত্তিক্রম : তিনি নীচে নিরয় অভিমুখে আলো বর্ধন করে নিরয়ী সত্ত্বগণকে মহাদুঃখে অবস্থানরত দেখেন। তাঁর এই দর্শন 'দিব্যচক্ষু কৃত্য'। তিনি মনে মনে ভাবেন, কি প্রকার কর্ম করে এই সত্ত্বগণ এত দুঃখ ভোগ করছে? ইহাতে এই নামে তাঁর 'কর্ম-আরম্মণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতঃপর

উপরে দেবলোক অভিমুখে আলো বর্ধন করে নন্দবন মিস্‌সকবন ফারুসুক বনাদিতে সত্ত্বগণকে মহাভোগ-সম্পদ ভোগরত অবস্থায় দেখতে পান। এই দর্শনকে 'দিব্যচক্ষুকৃত্য' বলে। তিনি মনে মনে ভাবেন, "কি কর্ম করে এই সত্ত্বগণ এত সম্পদ ভোগ করছে? এই নামে ইহার কর্ম-আরম্মণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাই যথাকর্ম উপযোগী জ্ঞান। ইহার জন্যে পৃথক পরিকর্ম নামে কিছুই করতে হয় না। অনাগত জ্ঞান সম্পর্কেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য। 'দিব্যচক্‌খু পাদকেনেব' অর্থে এই দিব্যচক্ষুসহ সমৃদ্ধি লাভ হয় (ইজ্ঝতি) বুঝায়।

কায়দুশ্চরিতাদির মধ্যে দুষ্ট চরিত অর্থাৎ চরিত্রকে ঘৃণ্য ক্লেশযুক্ত করাই দুশ্চরিত। দেহ হতে উৎপন্ন দুশ্চরিতকে কায়দুশ্চরিত বলে। অনুরূপ বাক্য এবং মনোদুশ্চরিতাদি সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। 'সমন্নগতাতি' বলতে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবকগণ আর্য সর্বশেষ পর্যায়ে গৃহী স্রোতাপন্নকে ও তাঁদের অনিষ্টকারী হয়ে পারাজিকা তথা অন্তিমবত্থু দ্বারা বা গুণ ধ্বংস দ্বারা বা অপবাদ দ্বারা বা আক্রোশ বাক্যে অপদস্থ করাকে (গরহতি) বুঝায়। যেমন 'ইহাদের কোনো শ্রামণ্যধর্ম নাই, তারা অশ্রমণ'—এই বলে অন্তিম বত্থু দ্বারা অপদস্থ করা। "ইহাদের কোনো ধ্যান, বিমোক্ষ, মার্গ বা ফল কিছুই নাই" এরূপ গুণধ্বংসী বাক্যে অপদস্থ করা। সে জেনে বা না জেনে হোক, এভাবে অপবাদ দ্বারা আর্যনিন্দা হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুকর্ম যা স্বর্গ অন্তরায়কর ও মার্গ অন্তরায়কর হয়। তবে ইহা সংশোধন তথা ক্ষমাযোগ্য কর্ম হিসেবে গণ্য। তার গভীরার্থ প্রতিপাদনে এই গল্প উদারহণরূপে প্রদত্ত হলো :

"এক গ্রামে এক থেরো এবং এক যুব ভিক্ষু পিন্ডচারণ করতেন। তারা প্রথম ঘরে চামচ মাত্র (উলুঙ্কমত্তং) উষ্ণ যাগু লাভ করেন। থেরো মহোদয়ের উদররোগ ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, এই যাগু আমার জন্যে উপযোগী। শীতল না হওয়ার আগেই তা পান করব।' তিনি লোকের আহরিত দরজার চৌকাঠের (উম্মারত্থায়) স্তূপে বসে তা পান করলেন। অন্যজন তাকে ঘৃণা করে বললেন, 'অতিলোভী (অতিচ্ছাতো) এই বৃদ্ধ আমাদের লজ্জার কারণ (লজ্জিতব্বকং) হলো।' থেরো গ্রামে বিচরণপূর্বক বিহারে গমন করে যুব ভিক্ষুকে বললেন, 'হে বন্ধু, তোমার এই শাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ (মার্গফলাদি) হয়েছে কি? 'হ্যাঁ ভন্তে স্রোতাপন্ন হয়েছি।' তাহলে বন্ধু, উপরি মার্গ লাভে আর প্রচেষ্টার দরকার নেই। কারণ, তুমি খীণাসবকে নিন্দা করেছ'। যুব ভিক্ষু তজ্জনে ক্ষমা চাইলেন। তজ্জন্যে তার স্বাভাবিকত্ব (পাকতিকং) লাভ হলো। " তদ্ধেতু, যে অন্য আর্যকে নিন্দা করে, তার নিকটে গিয়ে যদি অপরাধী জ্যেষ্ঠতর হন, তখন বলতে হবে, 'আমি আয়ুষ্মানকে এই এই অবাক্য ভাষণ করেছি, তা আমাকে ক্ষমা কর'। এভাবে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা দেয়া কর্তব্য। যদি অপরাধী কনিষ্ঠতর হয়,

বন্দনাপূর্বক, উৎকুটিকভাবে বসে, হাত জোড় করে বলতে হবে : ভন্তে, আমি আপনাকে এই এই অবাক্য ভাষণ করেছি। তা আমাকে ক্ষমা করুন।' এরূপ বললে, ক্ষমা দান কর্তব্য। যদি তিনি ক্ষমা না দেন, তবে অন্যদিকে গিয়ে বা যে বিহারে ভিক্ষুবাস করেন, তাদের নিকট গমন করে নিজের চেয়ে যদি জ্যেষ্ঠতর হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে, কনিষ্ঠতর হলে উৎকুটিকপদে হাত জোড় করে, "ভন্তে, আমি অমুক নামক ভিক্ষুকে এই এই নিন্দাবাক্য ভাষণ করেছি সেই আয়ুষ্মান আমাকে ক্ষমা করুক। এরূপ বললে ক্ষমা দান কর্তব্য। যদি তিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন, তাহলে পরিনির্বাণ মঞ্চস্থানে গিয়ে, এমনকি শ্বশানে গিয়ে হলেও ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য। এমন করলে স্বর্গ-অন্তরায়, মোক্ষ-অন্তরায়, মার্গ-অন্তরায় হয় না, স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করা যায়।

'মিচ্ছা দিট্‌ঠিকাতি' অর্থে বিপরীত দর্শন বা বিশ্বাস। 'মিচ্ছা দিট্‌ঠিকম্ম সমাদামাতি' বলতে মিথ্যা ধারণাবশে সম্পন্ন নানাবিধ কর্ম, যেগুলো মিথ্যা ধারণামূলক কায়কর্মাদি অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করায়। অনুরূপভাবে বাক্যদুশ্চরিত দ্বারা আর্যনিন্দা, মনোদুশ্চরিত দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত (সঙ্গহিত) হয়। এই দুটি পুনরাবৃত্তিতে মহাদোষনীয় (মহসাবজ্জ) স্বভাবসম্পন্ন বলে জ্ঞাতব্য। মহাদোষনীয়তা হেতু আর্যনিন্দা আনন্তরীয় সদৃশ। যেমন মধ্যমনিকায়ে বলা হয়েছে : "যেমন হে সারিপুত্র, ভিক্ষু শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন হলে ইহ জীবনে (দিট্‌ঠেব ধম্মে) সে অন্যের আরাধ্য হয়ে থাকে। হে সারিপুত্র, আমি বলছি, ইহা এমনই সম্পদ তাকে বাক্যে ত্যাগকারী, চিত্তে ত্যাগকারী ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু যথানিয়মে (যথাভতং) নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

মিথ্যাদৃষ্টি হতে মহাদোষনীয়তর অন্য কিছু নাই (মিচ্ছাদিট্‌ঠিতো চ মহসাবজ্জতরং নাম অঞ্‌ঞং নত্থি)। যেমন, অঙ্গুত্তরনিকায়ে উক্ত হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একটি ধর্মও ইহা সদৃশ দেখছি না, যা মিথ্যাদৃষ্টির ন্যায় মহাদোষনীয় তর। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি বর্জন পরম লাভ।"

'কায়স্‌স ভেদাতি' অর্থে উৎপন্ন ভৌতিক দেহ (স্কন্ধ) পরিত্যাগ। 'পরং মরণাতি' অর্থে মৃত্যুর পরে বা তদন্তর স্কন্ধ গ্রহণে চলে যাওয়া বা অভিনিবর্তিত হওয়া। অথবা 'কায়স্‌স ভেদাতি' বলতে জীবিতেন্দ্রিয় (প্রাণ) সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। 'পরং মরণাতি' চ্যুতিচিত্ত হতে উর্ধদিকে। 'অপায়ন্তি' এগুলো সবই নিরয় বাচক শব্দ। নিরয় হচ্ছে স্বর্গ-মোক্ষ-হেতুসম্পন্ন পুণ্যসম্মত সুখের অলাভ (অয়া), অপ্রাপ্তি (অপেতত্তা) বা লাভের অভাব অপায়। দুঃখের গতিকে আশ্রয় দুর্গতি (দুক্‌খস্‌স গতি পটিসরণন্তি) অথবা দোষবহুল দুষ্টকর্ম দ্বারা নিবর্তিত গতিই দুর্গতি। 'বিবসা নিপতন্তি' এখানে দুষ্কার্যকারীর (দুক্‌খটকারিনো) দুর্গতি স্থানে পতিত হওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া। এখানে

'নিপতন্তি' অর্থে সংবিদ্যমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দুঃখ-দুর্গতিপূর্ণ স্থানে পতিত হওয়া। আস্বাদসংজ্ঞা এখানে লভ্য (অয়োতি) নয় অর্থে নিরয়।

অপরার্থে অপায় গ্রহণ দ্বারা তির্যগ্প্রাণীতে জন্ম বুঝায়। তির্যগ্যোনিতে সুগতি অপ্রাপ্তিহেতু অপায়। তবে মহাশক্তিধর (মহেসক্খা) নাগরাজাদির জন্যে তিরচ্ছানযোনি অপায় দুর্গতি নয়। দুর্গতি দ্বারা এখানে প্রেতবিষয়কে বুঝানো হয়েছে। সেই অপায়দুর্গতি এবং সুগতি এই অর্থে বিবেচিত না হয়ে দুঃখের অপ্রাপ্তিতে এবং গতি ভূতার্থেই বিবেচ্য। তাই বিনিপাত অসুরসদৃশের জন্যে বিনিপাত না হয়ে অবিনিপাত হয়ে থাকে। প্রেতরাও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন বিমানাদিতে উৎপন্ন হয়। বিনিপাত গ্রহণ দ্বারা অসুরদেহই এখানে নির্দেশ করা হয়। তাই যথোক্ত নিয়মে অপায় আর দুর্গতি সর্বসাকুল্যে দুঃখপূর্ণ স্থানে পতিত হওয়া অর্থেই বিনিপাত বলা হয়ে থাকে। 'উপপন্নতি' অর্থে উপস্থিত হওয়া, তথা অভিনিবর্তিত হওয়া ইহাই অভিপ্রায়। উক্তির বিপর্যয়ে (বিপরিযাযেন) উপযুক্ত অর্থই (সুক্কপকখো) গ্রহণ কর্তব্য।

এখানে ইহাই বিশেষার্থ যে, সুগতি গ্রহণ দ্বারা মনুষ্যগতিই সংগৃহীত হয়। স্বর্গগ্রহণ দ্বারা দেবগতি। তাই সুন্দর গতি অর্থে সুগতি। রূপাদি বিশেষ দ্বারা সুষ্ঠ অর্থে স্বর্গ বুঝায় (সুট্ঠু অগ্গোতি সগ্গো)। এই লোক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় (লুজ্জন পলুজ্জনটঠেন'তি লোকো) এই অর্থে লোক। ইহাই সর্বোতভাবে এই বাক্যের অর্থ। 'বিজ্জাতি' অর্থে দিব্যচক্ষু, জ্ঞান, বিদ্যা। 'অবিজ্জাতি' অর্থে সত্ত্বগণের চ্যুতি প্রতিসন্ধি আচ্ছাদনকারীই অবিদ্যা। অবশিষ্ট উক্ত বিধিমতে জ্ঞাতব্য। এখানে ইহাই সবিশেষ পূর্বনিবাস কথা। পূর্বনিবাসস্মৃতি স্মরণ জ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের ঠোঁট দ্বারা পূর্বে বাসকৃত (নিবুত্থ) বা গৃহীত দেহ (স্কন্ধ) আছাদক অবিদ্যার অন্ডকোশ পদদলিতকরণ। অনুরূপ চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের ঠোঁট দ্বারা চ্যুতি উৎপত্তি প্রতিচ্ছাদক অবিদ্যার অন্ডকোশ পদদলিতকরণ। ইহাই বক্তব্য।

[দিব্যচক্ষু জ্ঞানকথা সমাপ্ত]

আসবক্ষয় জ্ঞানকথা

১৪। "এরূপ সেই সমাহিত চিত্তে" বলতে এখানে বিদর্শন স্তরে চতুর্থ ধ্যানচিত্ত জ্ঞাতব্য। 'আসবক্ষয়-জ্ঞান' বলতে অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানার্থ। অর্হত্ত্বমার্গ হচ্ছে আসব বিনাশে আসবসমূহের ক্ষয় করা। তথায় 'অপ্পরিয়াপন্নত্তিতি' বলতে চিত্ত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। 'চিত্তং অভিনিন্নেমেসিন্তি' বলতে বিদর্শন চিত্তকে বৃদ্ধিকরণে উদ্যমশীল হওয়া। 'সো ইদং দুক্খন্তি' বলতে 'এই পরিমাণই দুঃখ, এর চেয়ে অধিক নয়' এরূপ বলা। সবই দুঃখসত্য—এই সারলক্ষণ প্রতিভেদ দ্বারা যথার্থভাবে ব্যাপক জ্ঞানে জানা, প্রতিভেদ করা। সেই দুঃখে নিবর্তিত তৃষ্ণাকে

'ইহা দুঃখের কারণরূপে চিহ্নিতকরণ। এই উভয় স্থান প্রাপ্ত হয়ে নিরোধ হওয়া' 'অয়ং দুক্খ নিরোধোতি' ইহা সেই অপরিবর্তিত নির্বাণ। 'অয়ং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদাতি' বলতে তাহা সম্প্রাপ্ত হওয়ার আর্যমার্গ। সারলক্ষণ প্রতিভেদ দ্বারা যথার্থভাবে, ব্যাপক জ্ঞানে জানা, প্রতিভেদ করা, এই অর্থে জ্ঞাতব্য।

এভাবে স্ব-রূপ হতে সত্যসমূহ দর্শন করিয়ে এখন ক্লেশবশে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনার্থে 'এই আসবসমূহ' ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় "আমার দ্বারা এভাবে জানা, এভাবে দর্শন করা হয়েছে। তথায় আমাদের দ্বারা এভাবে জানা, এভাবে দর্শন করাসহ বিদর্শনের অন্তিম সীমার মার্গ (কেটিপ্পতং) কথিত হয়েছে। 'কামাসবাতি'—কাম-আসব হতে 'বিমুচ্চিত্থাতি' মুক্তি বা বিমোচন—ইহা দ্বারা ফললক্ষণ প্রদর্শন করা হয়েছে। মার্গক্ষণে চিত্ত বন্ধন মুক্ত হয় এবং ফলক্ষণে বিমুক্ত হয়। বিমুক্তির মধ্যে বিমুক্তজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান প্রদর্শিত হয়। জন্মের বীজ ক্ষীণাদি তার ভূমি। সেই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের জন্মের ক্ষীণত্ব প্রকাশ করলেন (অব্ভঞ্ঞাসিং)। কি প্রকারে ভগবান জন্মের এই ক্ষীণত্ব প্রকাশ করলেন? বলা হয়েছে : "তার অতীত জন্মের ক্ষীণত্ব বা পূর্বের ক্ষীণত্ব নয়, ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা ভাব প্রকাশেও নয়; বর্তমানের বিদ্যমানতায় যাহা মার্গের উৎকর্ষতা-হেতু উৎপন্ন হতে পারে। পাঁচ ভাগের এক চতুর্থাংশ (বোকার/ভয়াগ্ন) অর্থে পঞ্চস্কন্ধের এক চতুর্থাংশ প্রভেদে জাতি বলতে মার্গের ভাবনায় সেই অনুৎপাদ ধর্মকে প্রাপ্ত হওয়া দ্বারা (আপজ্জনেন) ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হওয়া। তাঁকে সেই মার্গভাবনায় বিদূরীত ক্লেশকে প্রত্যবেক্ষণ (পুনঃ নিরীক্ষণ) করে—'ক্লেশের অভাবে বিদ্যমান কর্ম এখন প্রতিসন্ধি রহিত হয়েছে' ইহা জেনে তা প্রকাশ করেন।

'বুসিতন্তি' বলতে আচরিত, অনুশীলিত, কৃত, চর্চিত, সমাপ্ত। 'ব্রহ্মচরিয়ন্তি' বলতে মার্গ ব্রহ্মচর্য যা কল্যাণ পৃথগ্জনসহ সাধারণ সত্ত্ব ও শৈখ্যগণ। 'ব্রহ্মচরিয় বাসং বসন্তি' বলতে খীণাসবগণের জীবন যাপন। তাই ভগবান নিজের ব্রহ্মচর্য বাসকে প্রত্যবেক্ষণ করে—'বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং' আমার ব্রহ্মচর্য উদ্যাপিত হয়েছে বলে প্রকাশ করলেন। 'কতং করণীয়ন্তি' বলতে চারি সত্যের মধ্যে চারিমার্গ দ্বারা প্রহাণ পরিজ্ঞান (লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় জ্ঞান) অর্জন করে ভাবনাভিসময়বশে ষোল প্রকার কৃত্য সমাপ্ত বুঝায়। কল্যাণ-পৃথগ্জনদেরকে এ সকল কৃত্য সম্পন্ন করতে হয়, আর ক্ষীণাসবত্ব দ্বারা এই কৃত্য সমাপ্ত হয়। তাই ভগবান নিজের করণীয়কে প্রত্যবেক্ষণ পূর্বক 'কতং করণীয়ন্তি' অর্থাৎ আমার দ্বারা করণীয় কৃত হয়েছে—এমন ভাব প্রকাশ করলেন। 'নাপরং ইত্থত্তায়তি' বলতে এখন, ইহ জন্মে পুনঃ ষোল প্রকার কৃত্য সম্পাদনে বা

ক্লেশক্ষয়ার্থে মার্গভাবনা কৃত্য আমার নেই, ইহা প্রকাশ করলেন।

এখন এভাবে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান পরিগৃহীত হয়ে সেই আসবসমূহের ক্ষয়জ্ঞানাধিগাম ব্রাহ্মণকে প্রদর্শনার্থে 'অযং খো মে ব্রাহ্মণাতি' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। তথায় 'বিজ্জাতি' বলতে অর্হত্ত্ব মার্গজ্ঞান বিদ্যা। 'অবিজ্জাতি' বলতে চারিসত্য প্রতিচ্ছাদনকারী অবিদ্যা। অবশিষ্ট বর্ণিতমতে জ্ঞাতব্য। ইহাই কিন্তু এখানে বিশেষার্থ : হে ব্রাহ্মণ, ইহা ছিল আমার তৃতীয় বিমুক্তি (অভিনিব্বিদা)। এ পর্যায়ে হে ব্রাহ্মণ, আমার আসবসমূহের ক্ষয়জ্ঞানের চঞ্চু (ঠোঁট) দ্বারা চারিসত্য প্রতিচ্ছাদক অবিদ্যা অন্ডকোশকে পদদলিত করে আমি চূড়ান্তভাবে (তৃতীয়বার) অভিনির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছি, চূড়ান্তভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি, অন্তিমবার আর্যজন্ম গ্রহণ করেছি। যেমন কুক্কুট শাবক মুখচঞ্চু দ্বারা বা পদমুখাগ্র দ্বারা ডিমের খোলসকে পদদলিত করে সেই অন্ডকোশ হতে মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কুক্কুটকুলে নব জন্ম বা স্বাভাবিক জীবন (পচ্চাজাতীয়তি) লাভ করে।

ইহাতে হে ব্রাহ্মণ, কী দেখো গেল? ব্রাহ্মণ, কুক্কুট শাবক অন্ডকোশ পদদলিত করে তথা হতে বের হয়ে সে স্বয়ং জন্ম নিল। আমিও পূর্বে বাসকৃত (নিবুথ) দেহ-মন (স্কন্ধ) প্রতিচ্ছাদনকারী অবিদ্যার অন্ডকোশ ভেদ করে প্রথমবার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ জ্ঞান বিদ্যা দ্বারা জন্ম হলাম। তথা হতে সত্ত্বগণের চ্যুতি-প্রতিসন্ধি আচ্ছাদনকারী অবিদ্যা-অন্ডকোশকে পদদলন করে দ্বিতীয়বার দিব্যচক্ষু জ্ঞান বিদ্যায় জন্ম হলাম। পুনঃ চারিসত্য আচ্ছাদনকারী অবিদ্যা অন্ডকোশকে পদদলিত করে তৃতীয়বার আসবক্ষয়জ্ঞান বিদ্যায় জন্ম হলাম। এভাবে এই তিনটি বিদ্যাদ্বারা তিনবার জন্ম হলাম। আমার সেই জন্ম আর্য সুপরিশুদ্ধ—ইহাই দর্শন কর। এভাবে দর্শনে পূর্বনিবাসজ্ঞান দ্বারা অতীতের সমস্ত জ্ঞান, দিব্যচক্ষু দ্বারা এই মুহূর্তে সংঘটিত বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান, এবং আসবক্ষয় দ্বারা লোকিয়-লোকোত্তর সমস্ত গুণাবলী অর্জন, এরূপ ত্রিবিদ্যা দ্বারা সর্বক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ গুণে প্রকাশিত হয়ে নিজে আর্যকুলে জন্মের জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ভাব ব্রাহ্মণকে প্রদর্শন করলেন।

[আসবক্ষয় জ্ঞানকথা সমাপ্ত]

দেশনা অনুমোদন কথা

১৫। 'এবং বুত্তে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণোতি' অর্থে ভগবান কর্তৃক লোকানুকম্পা দ্বারা, ব্রাহ্মণকে অনুকম্পা দ্বারা, বিনয় অভিজ্ঞদের হিতার্থে বিদ্যাত্রয় প্রকাশ দ্বারা, ধর্মদেশনা দ্বারা নিজের আর্যজন্মের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করলেন। এ

সকল উল্লিখিত হলে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রীতিপূর্ণ চিত্তে ভগবানের আর্যজন্মের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠ সর্বগুণসম্পন্ন সর্বজ্ঞকে অন্যে অভিবাদনাদি করবে না! অথচ কুবাক্য বলবে? ধিক তোমার অজ্ঞান-মূর্খতাকে (ধীরত্থু বতরে অঞ্ঞাণ)। এভাবে নিজেকে ভর্ৎসনা করে—"এই লোকে এখন আর্যকুলে অগ্রে জাত, সর্বগুণের দ্বারা অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বলে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভবৎ গৌতম জ্যোষ্ঠ, ভবৎ গৌতম শ্রেষ্ঠ।" এরূপ বলে পুনঃ ভগবানের দেশনাকে প্রকাশ্যে অনুমোদনার্থে "অভিক্কন্তং ভো গোতমো! অভিক্কন্তং ভোগতমো!—অপরূপ গৌতম, অভিরূপ হে গৌতম!" আদি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন।

তথায় 'অভিক্কন্ত' শব্দটি দ্বারা ক্ষয় সুন্দর (আসবক্ষয়) অভিরূপকে প্রকাশ্য অনুমোদন দেয়া হয়। অপরদিকে 'অভিক্কন্তা' ভন্তে রত্তি'—ভন্তে, রাত এগিয়ে যাচ্ছে, 'অভিক্কন্ত' অতিক্রান্ত হচ্ছে। ভিক্ষুসংঘ দীর্ঘক্ষণ উপবিষ্ট আছেন। অঙ্গুত্তরনিকায়ে ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে ক্ষয় লক্ষণটি প্রদর্শিত হয়েছে। "অয়ং মে পুগ্গলো মতি, ইমেসং চতুন্নং পুগ্গলানং অভিক্কন্ততরো চ পনীততরো চাতি—অঙ্গুত্তরনিকায়ের এই বাক্যে 'অভিক্কন্ত' শব্দটিকে আবার সৌন্দর্য প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়েছে এই বলে "এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত কোমল। এ জাতীয় চারি প্রকার ব্যক্তি অতিসুন্দরতর এবং শ্রেষ্ঠতর হয়ে থাকে।"

"কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিসা যসসা জলং। অভিক্কন্তেন বন্নেন স্বা ওভাসয়ং দিসা'তি"।

বিমানবত্থুগ্রন্থে ইত্যাদির মধ্যে 'অভিক্কন্ত' শব্দটি অভিরূপাদি সৌন্দর্য্য প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘনিকায়ে "অভিক্কন্তং ভন্তেতি" ইত্যাদির মধ্যে উদাত্ত প্রকাশ্য অনুমোদনার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও প্রকাশ্য অনুমোদনার্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হলো। যেহেতু ইহা প্রকাশ্য অনুমোদন তদ্ধেতু 'উত্তম! উত্তম! হে গৌতম'—এভাবে বলা হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

"ভয়েকোধে পসংসায়ং তুরিতে কোতূহলচ্ছরে।
হাসে সোকে পসাদে চ করে আমেতিতং বুধো'তি"

এই বাক্যদ্বারা এবং এই লক্ষণদ্বারা এখানে আত্মপ্রসাদবশে এবং প্রশংসাবশে দুইভাবে ভাব প্রকাশ হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

অপরদিকে 'অভিক্কন্তন্তি' এই শব্দ অতি শুভ, অতি মনোজ্ঞ, অতিসুন্দর ইত্যাদি অর্থেও উক্ত হয়েছে। তথায় একই 'অভিক্কন্ত' শব্দদ্বারা একস্থলে প্রশংসা করা (থেমেতি), একস্থলে আত্মপ্রসাদ ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে ইহাই অভিপ্রেত (অধিপ্পয়ো)—"অভিক্কন্তং ভো গোতম, যদিদং ভোতো গোতমস্স ধম্মদেসনা অভিক্কন্তং যদিদং ভোতো গোতমস্স ধম্মদেসনং আগম্ম মম পসাদো'তি" ভগবানের প্রতি এই বাক্য দ্বারা দুই অর্থে প্রশংসা করা হয়।

যেমন—'ভোতো গোতমস্স বচনং' এই বাক্যটি তে 'অভিক্কন্তং' শব্দটি দেশনা এবং গুণ অধিগমতায় ব্যবহার করা হয়েছে। তথা শ্রদ্ধা উৎপাদনে, প্রজ্ঞা উৎপাদনে, অর্থ পূর্ণতায়, ব্যঞ্জনাময়তায়, উৎসাহ বর্ধনে, গম্ভীরতা প্রকাশে কর্ণসুখরতায়, হৃদঙ্গমতায়, অনাত্মভাব বর্ধনতায় (অনত্তুক্কংসনতো), বিশৃঙ্খলা মুক্ততায় (অপর বম্ভনতো), করুণাশীতলতায়, প্রজ্ঞাবাদতায়, পথের সৌন্দর্যতায় (পাথরমনীয়তো), বিমর্দন ক্ষমতায়, নিবেদিত সুখতায় (সুয্যমানসুখতো), গবেষণায় (বীমংসিয়মান), এভাবে যোজনা কর্তব্য।

অতঃপর চারি উপমা দ্বারা দেশনার প্রশংসা করা হয়। তথায় 'উক্কুজ্জিতন্তি' অর্থে অধোমুখে স্থাপিত বা হেট্ঠমুখে জাত। 'উক্কুজ্জেয়্যাতি' অর্থে উপরমুখি করে দেয়া। 'পটিচ্ছন্নন্তি' তৃণপত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। 'বিবরেয়্যাতি' খুলে দেয়া বা উন্মোচিত করা। 'মূল্হস্সাতি' দিগ্ভ্রান্ত বা কী করা উচিত তা বুঝতে অক্ষমতা। 'মগ্গং আচিকখেয়্যাতি' হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ইহাই মার্গ এরূপ বলা। 'অন্ধকারেতি' অমাবস্যার চতুর্দশী, অর্ধরাত্রি, গভীর বনখণ্ড এবং ঘনমেঘ এই চতুরঙ্গ সমন্বিত অন্ধকার। এই পর্যন্ত তবুও অনুত্থান তথা প্রকৃত উদ্যমহীনতার ভাব যুক্ত অর্থ এবং অভিপ্রায় (অধিপ্পায় ভাব সংযুক্ত। যেমন—কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করলে, অনুরূপভাবে সদ্ধর্মবিমুখীকে, অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিতকে আমার দ্বারা অসদ্ধর্ম হতে উদ্ধার করা হলো। যেমন আবৃতের আবরণ উন্মোচনে ভগবান কাশ্যপের শাসন অন্তর্ধান হতে প্রভূত মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ দ্বারা শাসন আচ্ছাদিত হলে তা উম্মোচন করা। পথভ্রান্তকে যেমন মার্গ সন্ধান দেয়া হয়, তেমনি কুমার্গ মিথ্যামার্গ প্রতিপন্ন আমাকে স্বর্গ-মোক্ষমার্গ প্রদর্শন। অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ যেমন, অনুরূপ মোহ অন্ধকারে নিমগ্ন আমাকে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়রূপ অদর্শন হেতু যেই অজ্ঞতার মোহ অন্ধকারে আবৃত ছিলাম তা দেশনারূপ প্রদীপ ধারণে বিদূরিত করা। আমাদের ভগবান গৌতম কর্তৃক এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করা হলো।

[দেশনা অনুমোদন কথা সমাপ্ত]

প্রসন্নকারক কথা

এভাবে দেশনাকে প্রশংসা করে এই দেশনা দ্বারা রত্নত্রয়ে অপ্রসন্ন চিত্তকে প্রসন্নতাসম্পন্ন করতে 'এসাহ' আদি বলা হলো। তথায় 'এসাহন্তি' অর্থে এই আমি। 'ভবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামীতি'—ভবৎ গৌতমের শরণে গমন করছি। আমার দ্বারা মহান গৌতমের শরণাপন্নতায় বিপদের ত্রাতা, এবং হিতের বিধাতা হবেন। এই অভিপ্রায়ে মহান গৌতমের আশ্রয়ে যাচ্ছি, ভজনা করছি, সেবা করছি, বন্দনা করছি। এভাবেই জানছি বা বুঝছি। ক্রিয়াপদের যেই গতি,

যেই অর্থ বোধগম্য তদনুযায়ী সেগুলোর অর্থ হয়ে থাকে। তদ্ধেতু 'গচ্ছামীতি ইহার অর্থ জানি, বুঝি এরূপই উক্ত হয়েছে। 'ধম্মঞ্চ ভিক্খুসংঘঞ্চা'তি—এখানে অধিগত মার্গে নিরোধ সাক্ষাৎ করে যথাক্রমে অভিনিবিষ্ট হওয়াতে চারি অপায়ে পতনহীনভাবে ধারণকারীই ধর্ম (চতূসু অপায়েসু অপতমানে ধারেতীতি ধম্মো)। সেই অর্থে আর্যমার্গই হচ্ছে নির্বাণ (অরিয়মগ্গো চেব নিব্বানঞ্চ)। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এভাবেই তা উক্ত হয়েছে : "যাবতা ভিক্খবে ধম্মাসঙ্খতা অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগগো, তেসং অগ্গমক্খাযতী'তি—অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, যাহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-সংশ্লিষ্ট ধর্ম সেগুলো শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য (অগ্গং অক্খায়তি অগ্গমক্খায়তি)। ইহাই বিস্তারিত। কেবল আর্যমার্গই নির্বাণ নয়, অধিকন্তু আর্যফলসহ পরিয়ত্তিধর্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ছত্তমানবক বিমানে এভাবেই তা উল্লিখিত হয়েছে :

"রাগ বিরাগমনেজমসোকং ধম্মমসঙ্খতমপ্পটিকূলং।
মধুরমিমং পগুনং সুবিভত্তং ধম্মমিমং সরণত্থমুপেহি। (বি.ব.)

এখানে 'রাগ-বিরাগ' হচ্ছে মার্গ। 'অনেজমসোক' হচ্ছে ফল। 'ধম্মমসঙ্খত' হচ্ছে নির্বাণ। 'অপ্পটিকুলং মধুরমিমংপগুনং সুবিভত্ত'ন্তি হচ্ছে পিটকত্রয়ের দ্বারা বিভক্ত সকল ধর্মস্কন্ধ।

মিথ্যাদৃষ্টি-যুক্ত শীলসংযমতাকে আঘাত বা হত্যা করতে সংহত বা ঐকবদ্ধ হওয়াই সংঘ। দিট্ঠিসীল সঙ্ঘাতেন সংহতোতি সঙ্ঘো)। সেই অর্থে অষ্ট আর্য পুদ্গালসমূহই সংঘ। সেই বিমানে ইহা এভাবেই উক্ত হয়েছে :

"যত্থ চ দিন্ন মহপ্ফল মাহু চতূসু সুচীসু পুরিসযুগেসু।
অট্ঠ চ পুগ্গল ধম্ম দসাতে সংঘমিমং সমণত্থ মুপেহি। (বি.ব.)

'ভিক্খূনং সংঙ্ঘো ভিক্খুসঙ্ঘো' ভিক্ষুদের সংঘই ভিক্ষুসংঘ। এতদ্বারা ব্রাহ্মণটির শরণগমনই জ্ঞাত হলো।

[প্রসন্নকারক কথা সমাপ্ত]

শরণগমন কথা

এখন সেই ত্রিশরণ শব্দটির মধ্যে বুৎপত্তিগত (কোসল্ল) অর্থেই যে শরণ, তা প্রদর্শিত হচ্ছে। 'সরণগমনং' যে শরণ গমন করে। শরণগমনে প্রভেদ, শরণগমনে ফল, সংক্লেশ-ভেদ এই বিধি জ্ঞাতব্য। সেগুলো এখানে বলা বাহুল্যতা বিধায় বিনয়-নিদানের কর্তব্যে ব্যক্ত হলো না। অনুসন্ধিৎসুরা পপঞ্চসূদনি বা মধ্যমনিকায় অট্ঠকথায়—'ভয়-ভৈরব সুত্ত বর্ণনা হতে অথবা সুমঙ্গলবিলাসিনী বা দীর্ঘনিকায় অট্ঠকথার শরণ বর্ণনা হতে গ্রহণ কর্তব্য।

[শরণগমন কথা সমাপ্ত]

উপাসকত্ব প্রতিবেদন কথা

'উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতূতি'—আমাকে ভবৎ গৌতমের উপাসক বলে গ্রহণ করুন, ইহাই অর্থ। উপাসকত্বের বিধির বুৎপত্তিগত অর্থকে এখানে কে উপাসক? কী প্রকারে উপাসক বলা হয়? তার শীল কী? কী তার জীবিকা? কী তার বিপত্তি? তার সম্পত্তিই বা কী? ইহাই তার জ্ঞাতব্য বিষয় (পকিন্নকং)। তার ব্যাখ্যা বাহুল্যতা বোধে এখানে উল্লেখ করা হলো না। অনুসন্ধিৎসুরা মধ্যমনিকায় অট্ঠকথা পপঞ্চসূদনিতে উক্তমতে জ্ঞাতব্য। 'অজ্জতগ্গেতি' এখানে এই অগ্ন বা অগ্র শব্দটি আদি, শেষ সীমা, অংশ শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি অর্থের মধ্যে দেখা যায়। যেমন মজ্ঝিমনিকায়ের এই উক্তিতে "অজ্জতগ্গে সম্মদোবারিক আবরামি দ্বারং নিগণ্ঠানং নিগথীন" ইত্যাদির মধ্যে আদি আদি অর্থে ব্যবহার দেখা যায় 'অজ্জতগ্গে অজ্জ+অগ্গে'-এর 'অগ্ন' শব্দটিকে অপরদিকে "তেনেব অঙ্গুলগগেন তং অঙ্গুলগ্গং পরামসেয্য উচ্ছগ্গং বেলগ্গ'ন্তি—এই বাক্যে অগ্রভাগ বা চুকড়া অর্থে ব্যবহার দেখা যায় [অঙ্গুলগ্গেন = অঙ্গুল+অগ্গেন (অঙ্গুলের অগ্রভাগ)]।

আবার সংযুক্তনিকায়ে 'অম্বিলগ্গং বা মধুরগ্গং বা তিত্তিকগ্গং বা এবং চূলবগ্গ অনুজানামি ভিক্খবে বিহারগগেন বা পরিবেণগগেন বা ভজেতু'তি এই বাক্যদ্বয়ে 'অগ্ন' শব্দটি অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অম্বিলগ্গং বা মধুরগ্গং বা তিত্তিকগ্গং বা মধুর বা তিক্তের অংশ এবং বিহারগগেন বা পরিবেণগ্গেন বিহার বা পরিবেণের অংশ)।

আবার অঙ্গুত্তরনিকায়ের এই উক্তিতে—"যাবতা ভিক্খবে সত্তা অপদা বা দ্বিপদা বা ... তথাগতো তেসং অগ্গমক্খাযতী'তি—এই বাক্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠার্থে 'অগ্ন' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। যেমন—অগ্গমক্খাযতি-অগ্গং+অক্খাযতি অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, অপদী বা দ্বিপদী যত প্রাণী আছে তাদের মধ্যে তথাগতই শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত। এখানে 'আদি' বা প্রথম এই অর্থেও 'অগ্র' শব্দটিকে গ্রহণ করা যায়।

তদ্ধেতু 'অজ্জতগ্গেতি' হতে 'অজ্জতং শব্দটিকে সন্ধি বিচ্ছেদ দ্বারা অগ্ন শব্দটির অর্থ গ্রহণ কর্তব্য। 'অজ্জতান্তী অজ্জভাবন্তি' এভাবেও উক্ত হয়। এমনকি ইচ্ছা করলে সন্ধিবিচ্ছেদে 'দ'-এর আগম ঘটিয়েও একই অর্থ পাওয়া যায়। যেমন অজ্জং+অগ্গং= অজ্জদগ্গং। পানুপেতন্তি পাণেহি উপেতং অর্থাৎ যতক্ষণ আত্মার জীবন আছে (প্রবর্তিত হয়) ততক্ষণ সেই অনন্য শাস্তার (অনঞ্ঞসত্থকং) নিকট সান্নিধ্যে থাকবে।

'তীহি সরণ গমনেহি' ত্রিশরণ গমন দ্বারাও উপাসকত্বের আবেদন করা

যায়। যেমন—"সরণগতং মং ভবং গোতমো ধারেতু'—আমি ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা শরণাগত হচ্ছি। মহান গৌতম আমাকে শরণাগত রূপে ধারণ করুন। এভাবে 'ধারেতু, জানাত' (অহঞ্হি) এই বাক্য দ্বারা বুঝায় যে, আমি তিতিক্ষা গুণ দ্বারা যদি আমাকে অসিদ্বারা মস্তক ছিন্ন করে তবুও আমি বুদ্ধ নাই, ধর্ম নাই, সংঘ নাই—এ কথা জীবনান্তেও বলবো না।

হে ব্রাহ্মণ, এভাবেই জীবনের বিনিময়ে শরণাগত হয়। পুনঃ শরণগমন বলতে আত্মসমর্পণ (অত্তসন্নিয্যাতন) ভাব ও প্রকাশ হয় ইহাই জ্ঞাতব্য।

এভাবে নিজেদের সমর্পিত করে (নিয্যাতেত্বা) ভগবানকে সপরিষদে অভিবাদনকামী হয়ে বললেন, "অধিবাসেতু চ মে ভবং গোতমো বেরঞ্জয়ং বস্সাবাসং সদ্ধিং ভিক্খু সংঘেনা'তি"—আমরা আকাঙ্ক্ষা করছি মহান গৌতম ভিক্ষুসংঘসহ বেরঞ্জায় বর্ষাবাস যাপন করুন।

এখানে কী বলা হয়েছে? ভবৎ গৌতম আমাকে উপাসকরূপে ধারণ করুন, এবং আমাদেরকে অনুগ্রহার্থে বেরঞ্জাতে আশ্রয় করে বর্ষার তিনমাস অবস্থান অনুমোদন করুন।

'অদিবাসেসি ভগবা তুণ্হীভাবেনা'তি বলতে তার বাক্য শ্রবণ করে ভগবান কায়িক অঙ্গ, বাচনিক অঙ্গ ত্যাগ করে (অচোপেত্বা) আভ্যন্তরিক শান্তভাব ধারণ করে মৌনতার মাধ্যমে অনুমোদন করলেন। ইহাকে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহার্থে মানসিক অনুমোদন বলা হয়েছে।

'অথ খো বেরঞ্জো ব্রাহ্মণো ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা'তি—এই বাক্যে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন যদি শ্রমণ গৌতম আমার বাক্য অনুমোদন না করতেন তাহলে কায়ে বা বাক্যে প্রতিক্ষেপণ করতেন। যেহেতু প্রতিক্ষেপন না করে আভ্যন্তরিক শান্তভাব ধারণ করেছেন। তাই আমাকে মানসিকভাবে অনুমোদন দিয়েছেন। এভাবে আকার লক্ষণ-কুশলতায় ভগবানের অনুমোদন জ্ঞাত হয়ে নিজের উপবিষ্ট আসন হতে উঠে ভগবানকে সগৌরবে চতুর্দিকে বন্দনা করে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। আগত কাল হতে পূর্বে বয়োবৃদ্ধতা-হেতু যে সকল ব্রাহ্মণ ভগবানকে অভিবাদনাদি করেননি এখন তারা বুদ্ধগুণ জ্ঞাত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ভগবানকে বন্দনা করতে দশনখসম আবদ্ধ করে উজ্জ্বল অঞ্জলিবদ্ধ করে মস্তকে স্থাপন পূর্বক অনেক প্রকারে কায়ে বাক্যে ও অতৃপ্ত মনে বন্দনা পূর্বক দেখা যাওয়া পর্যন্ত ভগবানকে সম্মুখভাগে রেখে দর্শনের শেষ প্রাপ্তে পুনঃ বন্দনা পূর্বক প্রস্থান করলেন।

[উপাসকত্ব নিবেদন কথা সমাপ্ত]

দুর্ভিক্ষ কথা

১৬। সে সময়ে বেরঞ্জায় দুর্ভিক্ষ হলো। ভগবান বেরঞ্জাকে আশ্রয় করে বর্ষাবাস যাপনের জন্যে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে সময়ে প্রার্থিত হয়েছিলেন সে সময়েই দুর্ভিক্ষ হলো। 'দুব্‌ভিক্‌খ' বলতে ভিক্ষার দুর্লভতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। ভিক্ষার দুষ্প্রাপ্যতা-হেতু মানুষও অশ্রদ্ধা, অপ্রসন্নপরায়ণ হয়ে গেল। সুশস্য কালে কিন্তু পূর্বাহ্ন-অপরাহ্নে অতিথি-সৎকারাদি (সমগ্‌গ) পূজা যথেষ্ট হয়ে থাকে। এখন বেরঞ্জায় তা হচ্ছে না। অধিকন্তু শস্যহীনতার কারণে ক্ষুধার তীব্র পীড়ন দোষ উৎপন্ন হয়েছি। তাই এমন অবস্থা প্রকাশে 'দ্বীহিতিক' আদি উক্ত হয়েছে। তথায় 'দ্বীহিতিক' অর্থে দুইভাবে প্রবর্তন প্রয়াস (পবত্ত ঈহিতিকা)। ঈহিতং হচ্ছে দুইভাবে জীবন যাপন উপায় (ইরিয়া)। যথা : চিত্ত ইর্যাপথ, এবং চিত্ত উদ্যম। অর্থাৎ "এখানে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লাভ করব কী, করব না" "প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হবো কি, হবো না" এখানে ইহাই অভিপ্রায়।

অথবা দুইভাবে দুজ্জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ, বা উদ্যম প্রচেষ্টা গ্রহণ। 'জীবিতন্তি' আদি সমূহ একার্থবোধক। তদ্ধেতু দুঃখের মাধ্যমে বাঁচার উপায় প্রবর্তন দ্বীহিতিকাতি' শব্দে ইহাই পদগত অর্থ। 'সেতট্‌ঠিকাতি'—শ্বেতবর্ণের অস্থিসমূহই 'সেতট্‌ঠিকা'। সারাদিন যাঞ্চা করেও কিঞ্চিৎ লাভ না করা। 'মতানং' সাপ বা ব্যাঙ-এর ছাতা (অহিছত্তক) বর্ণের অস্থিকঙ্কাল পরিকীর্ণ নিঃস্ব ব্যক্তিদের যত্রতত্র দৃশ্যমান হচ্ছে ইহাই ব্যক্ত হয়েছে। মূল গ্রন্থে শ্বেত-অস্থি দেখা যায়। তার অর্থ এখানে যা শ্বেত-অস্থি তা-ই 'সেতট্‌ঠিকা'। 'অট্‌ঠীতি' বলতে আতুরতা, ব্যাধিগ্রস্ততা, রোগা। তথায় কারো গর্ভে উৎপন্নকালে শ্বেতরোগ দ্বারা দূষিত হলে (উপহতমেব) বমিত দুগ্ধবর্ণ, অগ্নিতপ্ত তন্ডুলবর্ণ, পান্ডুর ফেকাশে বর্ণ শালী ধান্য বর্ণ, বায়ুতাড়িত গোধূম শিখাবর্ণ ধারণ করে। এরূপ ভাব প্রকাশেই 'শ্বেত অস্থি' বলা হয়েছে। বপনকালে ক্ষেত্র পুনঃ সংস্কার করে (অভিসঙ্খারোতি) বীজ বপন সদৃশ শলাকা ফেলাকে 'শলাকাবুত্তা' বলা হয়। অথবা খাদ্যবণ্টন শলাকা দ্বারা জীবন যাপন করাকে বলা হয় 'শলাকাবুত্তা'। কি বলা হয়েছে? তথায় নাকি ধান্য বিক্রয়কারীদের নিকটে ক্রয় করতে যাওয়া দুর্বল মানুষদের ঠেলে ফেলে (অভিভবিত্বা) বলবান মানুষেরা ধান্য কিনে চলে যায়। দুর্বল মানুষেরা ধান্য না পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। ধান্য বিক্রয়কারী 'সকলকে শান্ত করব' (সঙ্গহং করিস্‌সামি) এই ভেবে ধান্য প্রস্তুত স্থানে ধান্য পরিমাপককে বসায়ে একপাশে বণ্টনকারীকে (বন্নজ্ঝক্‌খং) বসালেন। ধান্যার্থীগণ বন্টনকারীর নিকটে গেল। তিনি আগতদের নিকট থেকে পর্যায়ক্রমে মূল্য গ্রহণ করে 'এই ব্যক্তিকে এই পরিমাণ দেওয়া কর্তব্য' বলে

শলাকা লিখে দিতে থাকলেন। তারা তা গ্রহণ করে ধান্য-পরিমাপকের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত পর্যায় ক্রমে ধান্য গ্রহণ করতে থাকল। এভাবে শলাকা দ্বারা জীবন ধারণকে বলে 'সলাকাবুত্তা'।

'ন সুকরা উঞ্ছেন পগ্গহেন যাপেতুন্তি' অর্থে উদ্যমযুক্ত ভিক্ষাচারণে যেই জীবনযাপন তা সুখকর নয়। পাত্র গ্রহণ করে আর্যরা যেই ভিক্ষা চারণে বিচরণ করেন, তেমন ভিক্ষান্ন জীবন যাপন সুখকর নয় বলা হয়েছে। তখন সাত-আট গ্রামে পিন্ডচারণ করেও নাকি একদিবস যাপন পরিমাণ পিণ্ডলাভ হতো না।

সে সময়ে উত্তরা পথের এক অশ্ববণিক ... ভগবান উদুক্খলের (ধান্যপেষার কাষ্ঠ যন্ত্র বা ঢেঁকি) শব্দ শুনলেন। এখানে যেই সময়ে ভগবান বেরঞ্জকে আশ্রয় করে বর্ষা যাপনে উপস্থিত হলেন সে সময়ে। 'উত্তরা পথবাসিকা' উত্তরাপথ হতে আগত ব্যক্তি। এরূপ লাভপ্রত্যাশী (লদ্ধবোহার) অশ্ববণিক উত্তরা পথে উন্নত স্থানের অশ্বদের পাঁচশত অশ্ব গ্রহণ করে দ্বিগুণ লাভপ্রত্যাশী হয়ে দেশান্তরে গমন পূর্বক সেগুলোর সাথে নিজের উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীসহ পঞ্চশত অশ্ব নিয়ে বেরঞ্জায় বর্ষা যাপনের জন্যে উপস্থিত হলো। সেই দেশে বর্ষাকালে দীর্ঘপথ (অদ্ধানমগ্গং) পর্যটন করা সম্ভব নয় বিধায়। নগরের বাইরে উপগমন করে জলে প্লাবিত হয় না এমন স্থানে (অনজ্জোত্থরনীয়েঠানে) নিজের আবসঘর, আসন এবং মন্দির তৈরি করিয়ে ঘেরা দিয়ে দিলেন। তাই তাদের বাসস্থানসমূহকে 'অশ্বমন্ডল' নামে লোকে আখ্যায়িত করতো। এ কারণে উক্ত হয়েছে : 'তেহি অশ্ব মন্ডলসু ভিক্খূনং পত্থপত্থপুলকং পঞ্ঞত্তং হোতি"।

'পত্থ পত্থ পুলকন্তি' বলতে ভিক্ষুদের এক একজনকে এক সের (পত্থ) করে শুষ্ক শষ্য (যবপলক)। 'পত্থো' হচ্ছে একনালি (একসের) পরিমাণ, যা একজন পুরুষের দিন যাপন করা চলে। এ বিষয়ে বলা হয়েছে : "পত্থোদমো নালময়ং দুবিন্ন'ন্তি" (জাতক)। এক নালিমাত্র প্রাপ্ত ভাত দুজনে ভাগ করে। 'পুলক' তথা যবকে তুষ বা খোসাহীন করে খাদ্যের উপযোগী করে গৃহীত যব তন্ডুল। যদি তুষসম্পন্ন হয়, তাতে পোকা থাকে। দীর্ঘ সময় রাখা সম্ভব হয় না। তদ্ধেতু সেই অশ্ববণিকেরা দীর্ঘদিন রাখার উপযুক্ত করে যবতন্ডুল সহ দীর্ঘপথে বের হয়। যখন অশ্বগুলোর জন্যে তৃণ ব্যবহার করা যাবে।

কিভাবে তা ভিক্ষুদের জন্যে ব্যবহার করা হলো? উক্ত হয়েছে : "তাঁরা দক্ষিণ পথের লোকদের ন্যায় অপ্রসন্ন, অশ্রদ্ধাপরায়ণ নন। তাঁরা শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন এবং বুদ্ধগত, ধর্মগত, সংঘগত প্রাণ। তাঁরা সকালে কোনো উপলক্ষে নগরে প্রবেশ করলে দুই-তিন দিন দেখতে পেলেন সাত-আট (অত্তট্ঠ) ভিক্ষু সু-আচ্ছাদি সুপারুপিত এবং শান্ত-দান্ত ইর্যাপথসম্পন্ন হয়ে পিন্ডচারণার্থে নগরের

সর্বত্র বিচরণ করেও কিছুই লাভ করলেন না। ইহা দেখে তারা ভাবলেন, 'আর্যগণ এই নগরকে আশ্রয় করে বর্ষা যাপনে আগত। তাঁরা মনে হয় ক্ষুধার্ত। কিন্তু কিছুই পাননি, অতিশয় ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মনে হচ্ছে। আমরাও এখানে অগন্তুক তাঁদেরকে প্রতিদিন যাগু-ভাত দান সম্ভব নয়। আমাদের অশ্বগুলো দিনে সকাল-সন্ধ্যায় দুইবার ভাত পায়। যদি আমরা এক এক অশ্বের প্রাতরাশ হতে এক এক জন ভিক্ষুকে এক নালি করে যবতন্ডুল দান করি, তাতে আর্যগণও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হবেন না, অশ্বগুলোও বেঁচে থাকবে। তাঁরা ভিক্ষুদের নিকটে গমন করে ইহা প্রকাশ করে বললেন, "ভন্তে, আপনারা এক এক নালি যবতন্ডুল গ্রহণ করে ইচ্ছেমতো পরিভোগ করুন"। এভাবে প্রার্থনা করে প্রতিদিন এক এক নালি যবতন্ডুল ভিক্ষুদের জন্য ব্যবস্থা হলো।

'পঞ্ঞত্তন্তি' অর্থে সংক্ষেপে নিত্য ভাত দানের ব্যবহারকরণ। 'এখন ভিক্ষুরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে' ইত্যাদির মধ্যে 'পুব্বণ্হসমযন্তি' বলতে দিনের পূর্বভাগ সময়কে পূর্বাহ্ন সময় বুঝায়। পূর্বাহ্নের সময় পুব্বাণ্হসময়ং। পুব্বণ্হ দ্বারা একটি ক্ষণ বুঝায়। এরূপ 'চরমতা' সংযোগ উপযোগ বচন লাভ হয়। 'নিবাসেত্বা'তি বলতে বিহারে ব্যবহার্য চীবর পরিবর্তন পূর্বক পরিধেয় বস্ত্র পরিধান জ্ঞাতব্য। কারণ, তারা ইতিপূর্বে বস্ত্রহীন ছিলেন না। 'পত্তচীবর মাদাযাতি' বলতে হস্ত দ্বারা পাত্রকে, কায়ের দ্বারা চীবরকে গ্রহণ করে দেহ আচ্ছাদন করে পাত্র ধারণ করে ইহা বুঝায়। যেনতেন প্রকারে গ্রহণ করা, বা ইচ্ছামতো গ্রহণ করাকে বলে 'সমাদা-যেব পক্কমতী' (দী.নি.)। 'অলভমানাতি' বলতে বেরঞ্জনগরের সর্বত্র বিচরণ করে 'অপেক্ষা করুন পিন্ডদিতে পারি কিনা দেখি' (তিট্ঠতু পিন্ডু))" এমনকি 'অন্যত্র গমন করুন! (অতিচ্ছথা) এরূপ বাক্য মাত্রও লাভ না করা।

"পত্থ পত্থ পুলকং গহেত্ব আরামং আহরিত্বা'তি" বলতে যেই স্থানে যা লাভ হলো তা এক একজন পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করে আবাসে নিয়ে গিয়ে। 'উদুক্খলে কোট্টেত্বা কোট্টেত্বা পরিভূঞ্জন্তী'তি" বলতে থেরোগণ কোনো কপ্পিয়কারক না থাকায় যা নিয়ে গেলেন তা গ্রহণ করে ভাত বা যাগু পাক করতে পারতেন। কিন্তু তা নিজে পাক করা শ্রামন্যের শোভনীয় নয় বলে গণ্য। তারা বাস্তবিকই এমন অল্পেচ্ছুতাসম্পন্ন যে, নিজে নিজে পাক না করে আট আটজন, দশ দশজন একত্রিত হয়ে পেষণ যন্ত্রে (উদুক্খলে) গুড়া করে স্ব স্ব প্রয়োজন পরিমাণ জলে ভিজায়ে পরিভোগ করেন। এভাবে পরিভোগ করে অল্পেচ্ছু মনোভাব নিয়ে শ্রামণ্যধর্ম প্রতিপালন করেন। সেই অশ্ববণিকেরা ভগবানকেও নালি পরিমাণ যবতন্ডুলসহ ঘৃত মধুগুড় দান করতেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তা গ্রহণ করে সিলায় পেষণ করতেন। পুণ্যবান বিজ্ঞপুরুষের দ্বারা কৃত

সেবাকর্ম মনোজ্ঞই হয়ে থাকে। তিনি সেগুলো পেষন করে ঘৃতাদি যথাযথভাবে সংমিশ্রণ করে ভগবানের নিকটে নিয়ে গেলেন। দেবগণ তথায় দিব্যওজ প্রক্ষেপ করলেন। ভগবান তা পরিভোগ করলেন। পরিভোগ করে ফলসমাপত্তি ধ্যানে সময় অতিবাহিত করলেন। সেই থেকে পিন্ডচারণ বন্ধ হলো।

তখন কি আনন্দ থেরো ভগবানের সেবক (উপট্ঠাকো) ছিলেন? না, তখনো তিনি সেবকের পদ লাভ করেননি। ভগবানের বোধি লাভের প্রথম বিশবছরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সেবক নামে কেউ ছিলেন না। কখনো নাগসমাল থেরো ভগবানকে সেবা করতেন, কখনো নাগিত থেরো, কখনো মেঘিয় থেরো, কখনো উপবাণ থেরো, কখনো সাগত থেরো, কখনো সুনক্ষত্র লিচ্ছবিপুত্র সেবা করতেন। তারা নিজের রুচিমতো সেবা করে যখন ইচ্ছা তখন চলে যেতেন। আনন্দ থেরো সেই সেই জনের সেবায় হতাশাগ্রস্ত (অপ্পোস্সুক্কোতি) হতেন। তারা চলে গেলে নিজেই ভগবানের প্রতি ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করতেন। ভগবান অন্য কিছু না হলেও আমার জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠ, অথচ এখনো পর্যন্ত সেবকদের কাকেও স্থায়ীভাবে পেলেন না। অতএব এমন স্থানে আমিই তাঁকে আনুকূল্যতা দান করব। তাই উক্ত হয়েছে : "আয়ুষ্মান আনন্দ প্রাপ্ত যব-তন্ডুল শিলায় পেষন করে ভগবানের নিকটে নিয়ে গেলেন। ভগবান তা পরিভোগ করলেন।

দুর্ভিক্ষকালে মানুষ অতি উৎসাহের সাথে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কি? নিজেরা অভুক্ত থেকে ভিক্ষুদের দেওয়া কর্তব্য, এমনটি ভাবে কি? তাহলে কি করে তারা এক চামচ ভিক্ষাও দেয় না। এই বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ মহা উৎসাহে ভগবানকে বর্ষাবাসের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। অথচ কেন তিনি ভগবান যে বেরঞ্জায় আছেন, তা জানতে পারলেন না? বলা হয়েছে : মারের দ্বারা অভিভূত হয়ে। বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট থেকে প্রস্থানের পর নগরের চারিদিকে যোজন পরিমাণ স্থানে যেখানে পূর্বাহ্নে ভিক্ষুদের পিন্ডচরণকালে গমন করে জনগণকে দান দিতে বলতে পারতেন, তার এই কর্তব্যজ্ঞান মারের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে তার কিছুই চিন্তা না করে (অসন্নক্খন ভাবংত্বা) চলে গেলেন। তদ্ধেতু সামান্যমাত্র করণীয়-কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়টিও ভাবলেন না। ভগবানকেও কি মার অভিভূত করা হেতু না জেনেই তিনি তথায় বর্ষা যাপনে উপস্থিত হলেন? কিছুই না জেনে? অথচ কেন তিনি চম্পা-শ্রাবস্তী-রাজগৃহাদির অন্যতর যেকোনো স্থানে বর্ষা যাপনে গেলেন না? রাখেন চম্পা-শ্রাবস্তী বা রাজগৃহ যদি ভগবান উত্তরকুরু বা স্বর্গে (তিদসপুরং) প্রতি বছর গমন করে বর্ষা যাপন করতেন, তাতেও কি মার প্রভাব বিস্তার করতো? সে নাকি সারা বছরই আঘাত চেতনা পোষণ করে থাকতো। এখানে কিন্তু, ভগবান অতিরিক্ত অন্য এক কারণেই অবস্থান করেছিলেন। তা হচ্ছে, অশ্ববণিকেরা ভিক্ষুদের পরিচর্যা

করবে। তাই বেরঞ্জায় বর্ষা যাপনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মার বণিকদের কেন অভিভূত করতে সক্ষম হলো না? সক্ষম হতো না। কারণ তারা মারের অভিভূতকরণ প্রভাবের অবসানের পরেই আগমন করেছিলেন। মার পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে অভিভূত করলো না কেন? অসম্ভব বিধায়। সে তথাগতের উদ্দেশ্যে আনীত ভিক্ষায়, নির্দিষ্ট দানে, অর্পিত দায়িত্বে অন্তরায় সৃষ্টিতে অক্ষম তথাগতের চারিটি বিষয়ে মার বাধাদানে অক্ষম। সেই চারিটি কী কী? তথাগতের জন্যে আনীত ভিক্ষা সংকোচিত করিয়ে, নির্দিষ্ট কৃত দানের অর্পিত ব্রত সংক্ষিপ্ত করিয়ে চারি প্রত্যয় পরিত্যাগ করিয়ে। বুদ্ধের জীবনকালে এই চারিটি বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি অসম্ভব। বুদ্ধের অশীতি অনুব্যঞ্জনের অন্তরায় ঘটানোও প্রভায় ম্লান হয়ে যায়। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অন্তরায়। এই চারিটির অন্তরায় ঘটানো অসম্ভব। তাই মারের দ্বারা অন্তরায়বিহীন ভিক্ষা ভগবান শ্রাবকসংঘসহ তখন পরিভোগ করেছিলেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

"এভাবে পরিভোগকালে একদিন ভগবান উদুক্খলের শব্দ শুনলেন"— ইহার অর্থ ভগবান ভিক্ষুদের প্রাপ্ত যব-তন্ডুল কুটি কুটি করে উদুক্খলে ভাঙ্গার সময়ে মশুলের সাথে উদুক্খলের সংঘাতে শব্দ শুনেছিলেন। সেই শব্দ শুনার পরেই কি ভগবান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আনন্দ, এই উদুক্খলের শব্দ কিসের? বলা হয়েছে : ভগবান জেনেও তেমনটি জিজ্ঞাসা করলেন (পরিহার দস্সনত্থং) এ প্রসঙ্গে ইহাই সংক্ষেপ বর্ণনা : তথাগত নাকি জেনেও অদৃশ্য কোনো কারণ হেতু সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। কোনো কারণ না থাকলে জেনেও জিজ্ঞাসা করতেন না। বুদ্ধগণের অজ্ঞাত নামে যেহেতু কিছুই নেই, তাই না জেনে বলেননি। উপযুক্ত সময় জ্ঞাত হয়েই জিজ্ঞাসা করেন। যদি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসার সঠিক সময় হয় এরূপ উপযুক্ত সময় জ্ঞাত হয়েই জিজ্ঞাসা করেন, যদি জিজ্ঞাসার সময় এখনো হয়নি জ্ঞাত হন তখন জিজ্ঞাসা করেন না। এই জিজ্ঞাসা সদর্থপূর্ণ হলেই তথাগত জিজ্ঞাসা করেন। যখন অর্থও থাকে, কারণও থাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন। অনর্থের জন্যে নয়। কেন? কারণ অনর্থকর হলে তা তথাগতগণের জন্যে সেতু ভেঙে দেয়া সদৃশ হয়। সেতু বলতে মার্গ। নির্বাণমার্গে আঘাত করে এমন বাক্য তথাগতগণের সমুচ্ছেদ কৃত বলে উক্ত হয়েছে।

এখানে 'অত্থসংহিতন্তি' বলতে যাহা অর্থ পূর্ণ বাক্য তাই তথাগতগণ জিজ্ঞাসা করেন—ইহা প্রদর্শনার্থে 'দ্বীহাকারেহী'তি আদি বলা হয়েছে। তথায় 'আকারেহী'তি, বলতে কারণ দ্বারা। 'ধম্মং বা দেসেস্সামাতি' জাতক বলবো, বুঝায়। শ্রাবকগণের জন্যে শিক্ষাপদ (বিধিবিধান) প্রজ্ঞাপিত করব অথবা সেই

জিজ্ঞাসা দ্বারা দোষ প্রদর্শন করে গুরু-লঘু শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করব। অথবা আদেশ প্রতিষ্ঠিত করব।

'অথখো ভগবা... এতমত্থং আরোচেসী'তি—এ বাক্যে বলা কিছু নেই। কারণ ইতিপূর্বে ভিক্ষুগণের পৃথকভাবে যব-তন্ডুল প্রতিলাভ, অল্পেচ্ছুতা, নিজের রান্না করার ইচ্ছা দমন, এ সকল বর্ণনা করে এই পর্যন্ত বলা হয়েছে বলে উক্ত হলো। "সাধু সাধু আনন্দা'তি" এই বাক্য ভগবান কর্তৃক আনন্দকে সমুৎসাহিত করতেই বলা। সাধুবাদ প্রদান করে দুই প্রকারের একটি গ্রহণ পূর্বক ধর্মদেশনান্তে বললেন, "হে আনন্দ, তোমাদের মতো সৎপুরুষগণ দ্বারা বিজিতকে পরবর্তী জনতা শালী-মাংসের ভাত দ্বারা অবজ্ঞা (অতিমঞ্ঞেতি)" করবে। তথায় ইহাই অভিপ্রায় : হে আনন্দ, তোমাদের মতো সৎপুরুষগণ দ্বারা এরূপ দুর্ভিক্ষে, কদাচিৎ প্রাপ্ত পিন্ডেও অল্পেতুষ্টিতা দ্বারা, উচ্চতর জ্ঞান দ্বারা (সল্লকখেন কৃচ্ছতা দ্বারা) জয়কৃত। কি জয়কৃত? দুর্ভিক্ষ জয়কৃত, লোভ জয়কৃত, ইচ্ছাধীনতা (ইচ্ছাচারো) বিজিত। কিভাবে? "এই বেরঞ্জায় দুর্ভিক্ষ সাম্য হওয়ার পর গ্রাম-নিগমসমূহ এখানে শস্যফল ভারে নমিত, সুভিক্ষ, সুলভ পিণ্ডসম্পন্ন। এমতাবস্থায় কোনো ভিক্ষু ভাবেন ভগবান এখানে আমাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণে শিক্ষা দেয়ার জন্যেই (নিগ্গণহিত্বা) বসবাস করাচ্ছেন, অমঙ্গলকামী হয়ে (বিঘাতং) নন। এভাবে তারা দুর্ভিক্ষকে জয় করে, অভিভূত করে নিজের বশে চিত্তকে চালিত করেন।

কিভাবে লোভ বিজিত হয়? বেরঞ্জায় দুর্ভিক্ষ এখন দুর্ভিক্ষের উপশম হয়েছে। গ্রাম-নিগম শস্য এখন ফলভারে নত, সুভিক্ষ, সুলভ পিণ্ডসম্পর্ন্ন। আমাদের ইহাই উত্তম হয়, তথায় গমন করে তা পরিভোগ করা। কোনো ভিক্ষু লোভের বশে রাত্রিচ্ছেদ করে বা তথায় দ্বিতীয় তথা পরবর্তী বর্ষাযাপনে উপস্থিত হই। তাতে বর্ষাচ্ছেদ হয় না। এভাবে লোভ বিজিত হয়।

কিভাবে স্বেচ্ছাচার বিজিত হয়? এই বেরঞ্জায় এখন দুর্ভিক্ষ। আমরা দুই বা তিনমাস অবস্থান করলেও লোকে কিছু মনে করবেন না, যদি আমরা গুণ-বাণিজ্য করে বলি যে, "অমুক ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, ... অমুক ষড়ভিজ্ঞ।" এভাবে একে অন্যকে প্রচার করে উদরসেবা (পটিজগ্গিত্বা) পূর্বক পরে শীল অধিষ্ঠান করতে পারি। ভিক্ষু ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন করে। এভাবে স্বেচ্ছাচারী তাকে জয় করে, অভিভূত করে এবং সে নিজ চিত্তবশেই চালিত হয়।

ভবিষ্যতে ভিক্ষুরা আরামদায়ক বিহারে অবস্থানের সুযোগ লাভ করে, "এগুলো কেমন আধাসিদ্ধ ভাত? কেমন ঘনযাগু? কেমন আনুনি, বেশি নুনি ব্যঞ্জন? কেমন বেশি অম্বল, অতিঅম্বল, এমন রান্নার অর্থ কি? এভাবে সালি-

মাংস ভাতকেও তারা অবজ্ঞা করবে। অথচ জনপদসমূহে সর্বকাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষ থাকে না। কোনো সময় সুভিক্ষু হয়, কোনো সময় দুর্ভিক্ষ হয়। যখন সুভিক্ষ হয়, তখন তোমাদের মতো সৎপুরুষদের ধর্ম-বিনয় অনুশীলনজাত প্রতিপত্তিতে প্রসন্ন লোকেরা ভিক্ষুদেরকে যাগু-খাদ্যাদি অনেক প্রকার সালি মাংসের ভাত দানের মনোভাব পোষণ করবে (মঞ্ঞিস্সন্তি)। তোমাদের কারণে উৎপন্ন এই লাভ সৎকার তোমাদেরই মধ্যে অবস্থানকারী সব্রহ্মচারী নামের কেউ কেউ ভোগ করে (অনুভবমানাব) এগুলোকে অবজ্ঞা করবে, তৎকারণে অহংকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে। আর বলবে, এগুলো কী? এগুলো কেমন রান্না? তোমাদের কি রান্নার ভাজন নেই যে, যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করে থাক?

[দুর্ভিক্ষ কথা সমাপ্ত]

মহামোগ্গলানের সিংহনাদ কথা

১৭। 'অথ খো আযস্মা মহামোগ্গল্লানোতি' ইত্যাদির মধ্যে 'আযস্মাতি' ইহা একটি প্রিয়বাক্য। বিনয়ী (সপ্পতিস্স) গুরুগারবতা-সম্পন্ন বাক্য। 'মহামোগ্গল্লানো'তি—তাঁর গুণমহত্ত্বতা-হেতু মোগ্গল্লান নামক গোত্রের সাথে 'মহা' যুক্ত হয়েছে। 'এদবোচ'তি—এতং অবোচ, অর্থাৎ এরূপ বলা হয়েছে। এখন বক্তব্য হচ্ছে—'এতরহি ভন্তে'তি—আদি বাক্যের অর্থ প্রদর্শন করা। থেরো নাকি প্রব্রজিত হয়ে সপ্তম দিবসে শ্রাবক পারমীর সর্বোচ্চ (মত্থকং) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাঋদ্ধির কারণে শাস্তা সর্বাগ্রস্থানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি নিজের সেই লব্ধ মহাঋদ্ধির কারণে চিন্তা করলেন :

"এই বেরঞ্জায় এখন দুর্ভিক্ষ এবং ভিক্ষুরাও কষ্টে আছেন। যদি আমি পৃথিবী পরিবর্তন (উল্টিয়ে) করে দিই ভিক্ষুরা 'পপ্পটকোজং' (ওজশক্তিসম্পন্ন নুঁড়িপাথর) পরিভোগ করতে পারেন"। অতৎপর তাঁর মনে এরূপ ভাবনা এলো : "যদি আমি ভগবানের নিকটে থেকেও তৎ অনুমতি না নিয়ে এরূপ করি, তা আমার পক্ষে শোভনীয় হবে না। অন্যেরা ভাববেন যে, আমি ভগবানের সাথে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা করছি।" তাই অনুমতিপ্রার্থী হয়ে ভগবানের নিকটে এসে এরূপ বললেন :

"হেট্ঠিমাতলং সম্পন্নন্তি"—এই পৃথিবীর নাকি নিম্নভাগের তলদেশে মাটির মন্ড, মাটির ওজশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড (পপ্পটকো) বিদ্যমান আছে। এ কারণেই এরূপ বলা। 'তত্থ সম্পন্নন্তি' অর্থে মধুর সুস্বাদুরস যুক্ত। যেমন—মধ্যমনিকায়ে "তত্রস্স রুক্খো সম্পন্ন ফলো চ উপপন্ন ফলো চ তি" বলতে মধুর ফল আছে—এই অর্থ বুঝায়। অনুরূপভাবে এখানে :

'সম্পন্নন্তি' বলতে মধুর সুস্বাদু রস অর্থে জ্ঞাতব্য। যেমন 'খুদ্দমধুং অনীলকন্তি'—এখানে 'মধুং' মিষ্টতার উপমা। 'খুদ্দক' ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত। 'অনীলকন্তি' মধুকে মক্ষিকাশূন্য করা। এভাবে তৈরি মধু সকল মধু হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, সুরস, এবং ওজ তথা শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে "সেয্যথাপি খুদ্দমধুং অনীলকন্তং এবসম্মাদ'তি"।

"সাধাহং ভন্তেতি" বলতে 'উত্তম ভন্তে আমি...।' এখানে 'সাধূতি' ইহা প্রার্থনা বা অনুরোধসূচক বাক্য। পৃথিবী পরিবর্তনের জন্যে অনুমতিদানে অনুরোধরূপে থেরো ভগবানকে এভাবে বলেছিলেন। 'পরিবত্তেয্যন্তি' বলতে নীচের তলা উল্টায়ে উপরে আনয়ন করা। কেন? এমনটি করলে ভিক্ষুগণ সুখে ওজবন্ত শিলাখণ্ড, মাটির মণ্ড পরিভোগ করতে পারবেন। তখন ভগবান অননুমতি প্রকাশে সিংহনাদে নাদিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মোগ্গল্লান, যে সকল প্রাণী পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে তাদের কি করবে?। এই অর্থে যে সকল প্রাণী পৃথিবীকে আশ্রয় করে চলাচল করে তারা তো পৃথিবী উল্টানোর সময়ে আকাশে স্থিত হতে অক্ষম হলে তাদের কি করবে? কোথায় রাখবে? তখন ভগবানকে অগ্রস্থানে রেখে থেরো নিজের ঋদ্ধিবিভূতি প্রকাশার্থে—'একাহং ভন্তে'তি'—এরূপ বললেন। তার অর্থ হচ্ছে—ভন্তে, আমি হাতকে এই মহাপৃথিবী যত দূর প্রসারিত সেই পরিমাণ প্রসারিত করব। এরূপ করে এক হাতের তালুতে স্থিত প্রাণীসমূহ যাতে দ্বিতীয় হাতের তালুতে যাতে চলে যায় সেভাবে কম্পন করব।

তখন ভগবান এই প্রার্থনা প্রতিক্ষেপ করতে—'অলং মোগ্গল্লানা'তি এরূপ বাক্য উচ্চারণ করলেন। তথা 'অলন্তি' প্রতিক্ষেপ বাক্য। 'বিপন্নাসম্পি সত্তা পটিলাভে যুগন্তি' বলতে প্রাণীগণ বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে (বিপল্লাস) যে, তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারবে কিনা। কিভাবে? এই পৃথিবী বৃদ্ধি হবে কিনা। অথবা আমাদের এই অবিকল থাকবে কিনা। অনুরূপভাবে নিগম, জনপদ, ক্ষেত্র আরামাদির কি হবে? এ সকল বিভ্রান্তি অচিন্ত্যনীয়। ইহা ঋদ্ধিমানের দুর্ভিক্ষ হেতু এমনভাবে ঋদ্ধি দ্বারা সমাধান হচ্ছে। ভবিষ্যতেও অনুরূপ দুর্ভিক্ষ হলে এমন ঋদ্ধিমান সব্রহ্মচারী কোথায় পাওয়া যাবে? তারা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী সূক্ষ্ম বিদর্শক ধ্যানলাভী। প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত খীণাসব বা সম ঋদ্ধিবলের অভাবে পরগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যাবে। তথায় মানুষের এই মনোভাব উৎপন্ন হতে পারে—"বুদ্ধকালের ভিক্ষুরা শিক্ষা উপদেশ পরিপূরণকারী ছিলেন। সেই গুণে দুর্ভিক্ষকালে পৃথিবী পরিবর্তন করে ওজ পরিভোগ করেছিলেন। ইদানিং শিক্ষা পরিপূরণকারী নেই। যদি থাকতেন তেমনই করতেন। এখন আমরা এই যৎকিঞ্চিত প্রাপ্ত অপক্ব বস্তু খেতে দিতে

পারি না। 'তাদের মধ্যে এরূপ আর্য পুদ্গল নেই'—এমন বিরূপ ধারণা উৎপন্ন হতে পারে। বিরূপ ধারণাবশে আর্য পুদ্গলদের অপবাদ দিয়ে অপায়ে উৎপন্ন হতে পারে। তদ্ধেতু পৃথিবী পরিবর্তন করতে রুচি উৎপন্ন করো না।

অতঃপর থেরো এই অনুমতি লাভ না করে অন্য বিষয়ে আবেদন করতে—'সাধু ভন্তেতি' আদি ব্যক্ত করলেন। তাও ভগবান প্রতিক্ষেপ করতে 'অলং মোগ্গল্লনোতি ইত্যাদি বাক্য বললেন। তথায় প্রাণীগণের বিভ্রান্তিগ্রস্ততা সম্পর্কে কিছুই নেই। তাই পূর্বোক্তমতেই গ্রহণ কর্তব্য। পূর্বোক্তমতে অর্থও গ্রহণ কর্তব্য। যদি ভগবান অনুমোদন দিতেন থেরো তখন কী করতেন? এক পদক্ষেপে মহাসমুদ্র অতিক্রম করার ন্যায় জলপ্রবাহের সামান্য খাত (মাতিক) হোক এরূপ অধিষ্ঠান করে নলেরু পুচিমন্দ হতে উত্তরকুরু অভিমুখী মার্গকে সম্প্রসারিত করে (নীহরিত্বা) উত্তরকুরুকে গমনাগমন উপযোগী স্থানে পরিণত করে প্রদর্শন করতেন। ভিক্ষুগণও বিচরণগ্রাম সদৃশ যথাসুখে পিন্ডচারণে প্রবেশ পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হতেন।

[মহামোগ্গল্লানের সিংহনাদ কথা সমাপ্ত]

বিনয়-প্রজ্ঞাপ্তি যাঞ্চা কথা বর্ণনা

১৮। এখন আয়ুষ্মান উপালি বিনয়-প্রজ্ঞাপ্তির জন্যে মূল হতে পরবর্তী (পভূতি) নিদান (আদি কারণ) প্রদর্শন করতে সারিপুত্র থেরোর শিক্ষাপদ-সংশিষ্ট বিতর্ক উৎপাদনকে প্রদর্শন করাতে "অথ খো আয়স্মতো সারিপুত্তস্স' ইত্যাদি বলেছেন। তথায় 'রহোগতস্সাতি' বলতে নির্জনে অবস্থানকারীর 'পটিসল্লীনস্সাতি' বলতে নির্জনে একাকী অবস্থানকারী। 'কতমেসনান্তি' বলতে অতীতে বিপস্সী আদি বুদ্ধগণের মধ্যে কতজন। অস্সতিট্ঠীতি' বলতে ইহার চিরস্থিতি কল্পে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ সহজবোধ্য।

ইহা কী প্রকার যে থেরো নিজের পরিবিতর্ক নিজে বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষম? বলা হয়েছে : কিছু সক্ষম ছিলেন এবং কিছু সক্ষম ছিলেন না। এই বুদ্ধগণের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, ইহাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এতদূর পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম এই কারণে চিরস্থিতি হয়নি, শুধু এই পর্যন্ত বলতে পারতেন। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত স্থিত ছিল তা বলতে সক্ষম ছিলেন না। মহাপদুম থেরো বলেছিলেন—"এই ১৬ প্রকার প্রজ্ঞায় শীর্ষত্ব প্রাপ্ত অগ্রশ্রাবকের জন্য ইহা এতো ভার নয়। বুদ্ধের সাথে অবস্থানরত অবস্থায় স্বয়ং বিচার-বিশ্লেষণের তুলনা ছেড়ে দিয়ে হাত দ্বারা তুলনাসদৃশ হতো যদি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো।" অথচ ভগবান তা বিসর্জন দিয়ে—"ভগবান এবং

সারিপুত্তের বিশেষদর্শী আদি বলা হলো। ইহা সহজবোধ্য।

১৯। থেরো পুনঃ কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইহার হেতু কি বলা হলো। তথায় 'কোনুখো ভন্তে'তি—অর্থে ইহার কারণ কত প্রকার তা জিজ্ঞাসা করা 'হেতু পচ্চয়োতি' অর্থে উভয়ের কারণে ইহাই অধিবচন। কারণ হচ্ছে যাহা তৎ দ্বারা প্রবর্তিত তারই ফল। তাই ইহা হেতু বলা হয়। যখন ইহা তৎ আশ্রয়ে (প্রত্যয়ে) প্রবর্তিত তখন তাকে প্রত্যয় (পচ্চয়ো) বলা হয়। এরূপ অর্থ হতে একটি ব্যবহারিকবশে এবং অপরটি বাক্য-সংশিষ্টতায় উভয়ের মধ্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ সহজবোধ্য।

ইদানিং তা হেতু এবং প্রত্যয়বশে প্রদর্শন করতে "ভগবান এবং সারিপুত্র বিশেষদর্শী" ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় 'কলাসুনো অহেসুন্তি' বলতে আলস্যতা ক্লেশ নেই। তথাগতগণের আলস্যতা বা দুর্বলতা প্রযুক্ত (ওসন্ন) বীর্য চার নেই। বুদ্ধ ধর্মদেশনাকালে এক বা দুই চক্রবালের জন্যে ধর্মদেশনারত অবস্থায় পরিষদের সংখ্যা স্বল্পতা দর্শনে নিস্প্রভ অনুৎসহী বীর্যপরায়ণ (ওসন্নবীরিয়া) আর বিশালত্ব দর্শনে উজ্জ্বল অত্যুৎসাহী বীর্যপরায়ণ (উস্সন্নবীরিয়া) থাকেন না, সমান উৎসাহ নিয়েই তাঁরা ধর্ম দেশনা করেন। যেমন পশুরাজ সিংহ সাত দিন পর পর বিচরণকালে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেকোনো প্রাণীর প্রতি একই বেগে ধাবিত হয়ে থাকে। এর কারণ কি? "আমার দ্রুত গমনশীলতার যেন পরিহানী না হয়"। অনুরূপভাবে বুদ্ধগণও পরিষদ অল্পই হোক বা বিশালই হোক, সম উৎসাহেই ধর্মদেশনা করে থাকেন। তার কারণ কি? "আমার ধর্মগারবতার যেন পরিহানী না হয়"। ধর্মের প্রতি গৌবর প্রদর্শনের জন্যেই বুদ্ধ। তা-ই ধর্মগারতা।

যেমন আমাদের ভগবান মহাসমুদ্র পূর্ণ করা সদৃশ বিস্তারিতভাবে ধর্মদেশনা করতে পারতেন (করেন) তৎ দ্বারা কিন্তু এরূপ দেশনা হয়নি কেন? সত্ত্বগণের অল্পদোষযুক্ততা হেতু। তাঁদের কালে দীর্ঘায়ুসম্পন্ন সত্ত্বগণ অল্পরজ (দোষ)সম্পন্ন ছিলেন। তারা চারিসত্য প্রতিসংযুক্ত একটি মাত্র গাথা শ্রবণ করেই ধর্ম আয়ত্ত করতে সক্ষম হতেন (অভিসমেতি)। তাই বিস্তারিতভাবে ধর্মদেশনা করেননি। সে কারণে সুত্ত-দেবল্লাদি নবাঙ্গ শাস্তার শাসন ধারকের সংখ্যা অল্প ছিল না। তথায় সুত্তাদি ভেদে (নানত্ত) প্রথম সঙ্গীতি বর্ণনায় উক্ত মতে জ্ঞাতব্য।

'অপঞ্ঞত্তং সাবকানং সিক্খাপদন্তি'—বলতে শ্রাবকগণের দোষহীনতার জন্যে দোষানুরূপ যা প্রজ্ঞাপিত করা উচিত তা সপ্ত আপত্তি স্কন্ধবশে আজ্ঞা-শিক্ষাপদে অপ্রজ্ঞাপিত। 'অনুদ্দিট্ঠং পাতিমোক্খন্তি'—বলতে প্রতি অর্ধমাসে আদিষ্ট-পাতিমোক্ষ উদ্দেস তথা আবৃত্তিহীন ছিল। শুধু উপদেশ পাতিমোক্ষই আবৃত্তি হয়েছিল। তাকে অর্ধমাস অন্তর বলে। ভগবান বিপস্সী ছয় ছয় বর্ষে

এক একবার মাত্র (সকিং সকিং) ওবাদ পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেছিলেন। তা-ও আবার নিজে নিজে (সামং)। শ্রাবকগণ নিজ নিজ বাসস্থানের মধ্যেও আবৃত্তি করেননি। সমগ্র জম্বুদ্বীপে শুধু একটি মাত্র স্থানে, সেই বন্ধুমতির রাজধানী ক্ষেম-মৃগদাবে ভগবান বিপস্সীর বাসস্থানে সকল ভিক্ষুসংঘ উপোসথ করেছিলেন। তা ছিল সংঘ-উপোসথ, গণ-উপোসথ, পুদ্গল-উপোসথ, পরিসুদ্ধি-উপোসথ বা অধিষ্ঠান উপোসথের কোনোটাই নয়। তখন জম্বুদ্বীপে নাকি চুরাশি হাজার বিহার ছিল। এক একটি বিহারে না-কি দশ হাজার বিশ হাজার বা ততোধিক ভিক্ষু বাস করতেন। উপোসথ আরোচনকারী দেবতা সেই সেই বিহারে গিয়ে বলতেন—"মারিস, এখন এক বছর অতিক্রান্ত দুই বছর অতিক্রান্ত, তিন, চার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন ৬ষ্ঠ বর্ষে আগমনীয় পূর্ণমাসীতে বুদ্ধ দর্শনার্থে, উপোসথ করতে গমন করা উচিত। আপনাদের সমবেত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের সম্ভব তারা নিজ নিজ ঋদ্ধিপ্রভাবে গমন করতেন। অন্যেরা দেবঋদ্ধির প্রভাবেই যেতেন। কিভাবে? তারা নাকি পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে স্থিত হয়ে গমন-ব্রত পূরণ করে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক 'এখন যাই' এরূপ চিত্ত উৎপন্ন করতেন। চিত্ত উৎপত্তিমাত্রই উপোসথ স্থানে চলে যাওয়া হতো। তাঁরা বিপশ্বী সম্যকসম্বুদ্ধকে অভিবাদন পূর্বক বসতেন। ভগবান উপবিষ্ট পরিষদকে এই বলে উপদেশ (ওবাদ) পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতেন।

১। খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা।
নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতি
ন সমণো হোতি পরং বিহেঠ যন্তো।
২। সব্বপাপস্স অকরনং কুসলসস উপস্পেদা
সচিত্ত পরিযোদ পনং এতং বুদ্ধান সাসনং।
৩। "অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্ত সিনং পন্তঞ্চ সয়নাসনং।
অধিচিত্তে চ আযোগো এতং বুদ্ধান সাসনন্তি।"

(দী.নি./ধ.প.)

বঙ্গানুবাদ :

১। সহ্যগুণ পরম তপঃতিতিক্ষায় অর্জন,
নির্বাণই পরম সুখ বলেন বুদ্ধগণ।

প্রব্রজিতের ধর্ম নহে পরকে আঘাত
শ্রমণ নহে সে, অন্যে যে করে উৎপাত।
২। সকল পাপ পরিহার, পুণ্য উৎপাদন,
নিজ চিত্তের শোধন কর বুদ্ধদের শাসন।
৩। নহে অপবাদ, নহে রে আঘাত, সংযত পাতিমোক্ষের
ভোজনে হও মাত্রাজ্ঞ, শয্যা হোক বিবেক নির্জনে।
চিত্তে একাগ্রতা আন, বুদ্ধের শাসনে।

এ উপায়েই এ সকল বুদ্ধগণের পাতিমোক্ষ উদ্দেস জ্ঞাতব্য। এই তিনটি গাথার মাধ্যমেই সকল বুদ্ধগণের ওবাদ পাতিমোক্ষ তথা উপদেশ-পাতিমোক্ষ আবৃত্তি সম্পাদনা হতো। দীর্ঘায়ুসম্পন্ন বুদ্ধগণের শাসন পর্যন্ত এভাবে পাতিমোক্ষ উদ্দেস সম্পন্ন হয়ে এসেছে। আর অল্পায়ু বুদ্ধগণের হয়েছে প্রথম বোধি লাভ হতে। শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তিকাল হতে শুরু হয়েছে আদেশ তথা 'আণা-পাতিমোক্ষ উদ্দেশ। ইহা ভিক্ষুরাই উদ্দেশ তথা আবৃত্তি করেন, বুদ্ধ নন। তা আমাদের ভগবান প্রথম বোধিলাভ থেকে বিশ বছর পর্যন্ত এই ওবাদ পাতিমোক্ষই উদ্দেশ করেছেন। একদিন মিগার মাতার প্রাসাদ পূর্বরামে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বলেন, "এই হতে ভিক্ষুগণ, আমি আর পরবর্তী উপোসথ করব না, পাতিমোক্ষ উদ্দেশ আর করব না, ভিক্ষুগণ, তোমরাই উপোসথ করবে, পাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে।

ভিক্ষুগণ, ইহা অস্থান, ইহা অবকাশহীন যে, অপরিশুদ্ধ পরিষদে তথাগত উপোসথ করবে, পাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে (চূলবর্গ) সেই হতে ভিক্ষুগণ আণা তথা আদেশ পাতিমোক্ষ আবৃত্তি (উদ্দেস) করে থাকেন। এই আণা পাতিমোক্ষ আবৃত্তিই তাদের জন্যে আবৃত্তি বন্ধ ছিল। তাই উক্ত হয়েছে : "অনুদ্দিট্‌ঠং পাতিমোক্‌খং"।

'তেসং বুদ্ধানন্তি' বলতে সেই বিপস্‌সী আদি তিনজন বুদ্ধের। 'অন্তরধানেনাতি' বলতে 'স্কন্ধ" অন্তর্ধান (অর্থাৎ সপ্ত আপত্তি স্কন্ধ) আবার পরিনির্বাণকেও অন্তর্ধান বলা হয়েছে। 'বুদ্ধানুবুদ্ধানন্তি' বলতে সেই বুদ্ধগণের অনুবুদ্ধগণ, সম্মুখ শ্রাবকগণের 'দেহ-চিত্ত' (পঞ্চস্কন্ধ) অন্তর্ধান দ্বারা। 'যেতে পচ্ছিমসাবকা'তি বলতে সেই সম্মুখ শ্রাবকগণের নিকটে প্রব্রজিত পরবর্তী শ্রাবকগণ। 'নানা নামাতি' বলতে বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত ইত্যাদি নামবশে বিবিধ নাম। 'নানা গোত্তোতি' বলতে গৌতম, মোগ্গল্লায়ন ইত্যাদি গোত্রবশে বিবিধ গোত্র। 'নানা জচ্চাতি' বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি নানা জাতিবশে। 'নানা কুলা পব্বাজ্জিতা'তি বলতে ক্ষত্রিয় কুলাদিবশে। কিন্তু উচ্চ-নীচ, বহুবিত্ত-অল্পবিত্ত কুলবশে নয়। এভাবে নানাকুল হতে বেরিয়ে আসা প্রব্রজিতগণ।

'তেতং ব্রহ্মচরিয়ন্তি' বলতে সেই পরবর্তী শ্রাবকগণ যখন একনাম, একগোত্র, একজাতি, এককুলে প্রব্রজিত হন, তখন বলেন—'অম্হাকং সাসনং তন্তি পবেণী' অর্থাৎ নিজের উপর দায়িত্ব নিয়েই ব্রহ্মচর্যকে রক্ষা করেন, এবং পরিয়ত্তি ধর্মকে দীর্ঘকাল বহন করে নিয়ে যায়। ইহাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদৃশ হয়নি। তাই তারা পরস্পরকে উৎপীড়ন করে, পরস্পর বিরোধীতা করে বলতে থাকেন—'অমুক থেরো তা জানে অমুক থেরো তা জানে'। এভাবে ব্রহ্মচর্যকে শিথিল করে দ্রুত অন্তর্ধান করিয়েছিলেন। সংগ্রহ দায়িত্ব সম্পাদিত করে সুরক্ষা করেন নি। 'সেয্যথাপী'তি বলতে সেই অর্থের উপমানিদর্শন। 'বিকিরতী'তি বলতে বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ছিটানো অবস্থা। 'বিধমতী'তি বলতে স্থানান্তরে নেয়া। 'বিদ্ধংসেতী'তি বলতে স্থিত স্থান হতে সরিয়ে নেয়া। 'যথা তং সুত্তের অসঙ্গ হিতত্তা'তি বলতে সুত্ত দ্বারা যে সকল অসংগৃহীত হেতু, গ্রন্থিহীন হেতু, বন্ধনহীন হেতু। 'এবং বিকিরতি' অর্থাৎ এভাবে তা অসংগৃহীত, অগ্রথিত বলা হয়েছ। 'এবমেবখোন্ত' ইহা উপাম প্রতিপাদনার্থে। 'অন্তরধাপেসুন্তি' বলতে এক জাতীয় সংগ্রহ (বগ্গ/বিভাগ) পঞ্চাশটির গুচ্ছ (পন্নস) সংগ্রাদিতে সংগৃহীত না হওয়ায় যা যা তা তা নিজেদের রুচিমতো গ্রহণ করে সেগুলোকে বিনাশ সাধন করেছিলেন, অদর্শনের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'অকিলাসুনো চ তে ভগবান্তো সাবকে চেতসা, চেতোপরিচ্চ ওবাদিতুন্তি' বলতে বুদ্ধ নিজের চিত্ত দ্বারা শ্রাবকগণের চিত্ত বিচার করে, বিশেষভাবে লক্ষ করে উপদেশ দিতে ক্লান্ত হতেন না। পরচিত্ত জ্ঞাত হয়ে বাঁধা-বিঘ্ন ভারবোধ অগ্রাহ্য করেই তিনি দেশনা করতেন। অথচ সারিপুত্র নন। 'ভূতপুব্বং সারিপুত্তাতি' ইত্যাদি উক্ত হয়েছে অক্লান্তভাব অপ্রকাশার্থে । 'ভিংসনকেতি' বলতে ভয়ানক ভয়জনক কে বলা হয়েছে। 'এবং বিতক্কয়িত্থাতি' বলতে নৈষ্ক্রম্য বিতর্কাদি তিনটি বিতর্ক মনোভাব উৎপন্ন করো 'মা এবং বিতক্কয়িত্থাতি'—কাম বিতর্কাদি ত্রিবিধ বিতর্ক নিয়ে মনে পর্যালোচনা করো না। 'এবং মনসিকরেত্থাতি' এতেই মনযোগ নিবদ্ধ করো—"অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অশুভ' ইত্যাদি। 'মা এবং মনসা কত্থাতি, এভাবে চিত্ত উৎপন্ন করো না– 'নিত্য, সুখ, আত্মা, শুভ ইত্যাদি। 'ইদং পজহত্থাতি' বলতে অকুশলকে ত্যাগ করো। 'ইদং উপসম্পজ্জ বিহরত্থাতি' বলতে পুণ্য চেতনা ও কর্ম প্রতিলাভ করো, কর্ম সম্পাদন করে অবস্থান করো।

"আসবসমূহের প্রতি অনাসক্ততা দ্বারা চিত্তসমূহ বিমুক্ত হয়" বলতে গ্রহণ না করেই বিমুক্ত হতে হয়। সেই চিত্তসমূহ যেই আসবসমূহ দ্বারা বিমুক্ত হয়, সে সকল গ্রহণ করলে বিমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। উৎপত্তি-নিরোধ দ্বারা নিরুদ্ধমানকে অগ্রহণ করে বিমুক্ত হতে হয়। তাই উক্ত হয়েছে : "অনুপদায়

আসবেহি চিত্তানি বিমুচ্চিংসু'তি"। তারা সকলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে পদ্মবনে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরণ সদৃশ বিকসিত চিত্তে অবস্থান করেছিলেন।

'তত্র সুদং সারিপুত্ত ভিংসনকস্স বন্ডসন্ডস্স ভিংসনকতস্মিং হোতীতি'— এই বাক্যে 'তত্র' অর্থ তথায়। এই অপেক্ষার্থে পূর্বস্থিত পদ 'সুদন্তি' অর্থে বাস্তবিক। ইহা পদপূরণার্থে নিপাতপদ। 'সারিপুত্তাতি' ইহা হে সারিপুত্র, আলাপনপদ। এই বাক্যটির ইহাই অর্থ যোজনা : 'তত্রাতি' যা উক্ত হয়েছে, 'অঞ্ঞতরস্মিং ভিংসনকে বনসন্ডে'তি– তথায় তীক্ষ্ণ ভীতিকর সেই বনাঞ্চল বলে উক্ত সেই ভীতিকর বনাঞ্চলের। 'ভিংসন কতস্মিং হোতি' অর্থে ভীতিকর ঘটনাদি হয়ে থাকে। কি হয়ে থাকে? ইহাই হয়, যারা লোভযুক্ত অবীতরাগ... তাদের লোমহর্ষ হয়। অথবা 'তত্রা'তি এই শব্দ বোধগম্যতার জন্যে প্রভুত্ববাচক শব্দ। 'সু' শব্দটি এখানে নিপাতপদ। যেমন, 'কিংসা নামতে ভেন্তো সমণ ব্রাহ্মণা' ইত্যাদি (ম.নি.)। 'ইদন্তি' ইহা ইচ্ছার্থক প্রত্যক্ষ করে দর্শন বাচক। 'সুইদন্তি' ইহা সন্ধিবশে ইকার লোপপ্রাপ্ত বলে জ্ঞাতব্য। এই সন্ধি চক্খুন্দ্রিয়ং ইত্থিন্দ্রিয়ং, অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতি' এগুলো সদৃশ সন্ধিযুক্ত পদ। 'কিংসূধ বিত্তং' ইহা ও তাদৃশ সন্ধিবদ্ধ পদ (সং.নি./সু.নি.) ইহাই এখানে অর্থযোজনা : হে সারিপুত্র, সেই ভীতিকর বনাঞ্চলের ভয় উৎপাদক ঘটনাসমূহ এখানেও ঘটে থাকে। 'ভিংসনকতস্মিন্তি' অর্থ ভীতিকর ভাব। এখানে ত-কার লোপ দ্রষ্টব্য। ইহার পাঠ হবে : ভিংসনকত্তস্মিন্তিযে। 'ভিংসনকতায়'– এই বক্তব্য লিঙ্গপল্লস হয় নিমিত্তার্থে ইহা বোধগম্যতাবাচক বাক্য (ভুম্ম)। তাই এরূপ পদসম্বন্ধই জ্ঞাতব্য : 'ভিংসনকভাবে ইদংসুহোহ' অর্থাৎ ভীতিকর ভাব নিমিত্ত, ভয়ঙ্কর ভাব হেতু, ভয়জনক ভাবের আশ্রয়ে ইহা হয়ে থাকে। যারা আসক্তি দোষযুক্ত অবস্থায় সেই বনাঞ্চলে প্রবেশ করে তাদের যথেষ্ট লোমহর্ষ হয়ে থাকে, বহুতর লোমহর্ষ হয়ে থাকে, তাদের দেহ-লোম ঊর্ধ্বমুখী সূচসদৃশ কাঁটা সদৃশ হয়ে স্থিত হয়। যাদের আসক্তি ভাব অল্প তাদের এরূপ লোমহর্ষ হয় না। সত্ত্বগণের বেশির ভাগেই লোমহর্ষ হয়ে থাকে। অতি অল্প সৎপুরুষগণের তা হয় না।

এখন 'অয়ং খো সারিপুত্ত হেতূতি' অর্থাৎ– 'হে সারিপুত্র, ইহাই কারণ— এই বাক্যাংশটি সমাপ্তিবাক্য (নিগ্গনং)। ইহা এখানে দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থার বাক্য নয়। তা সহজবোধ্য । তাই পালি অনুক্রমে জ্ঞাতব্য। যা বলা হয়েছে তা সব সময়ে একই থাকবে, এমনটি নয়। তা পুরুষ যুগলবশে বলা হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য। বর্ষগণনায় ভগবান বিপশ্বীর আয়ু আশি হাজার বছর। তৎ সময়ে উপস্থিত ভিক্ষুগণের আয়ুও সেই পরিমাণ। এরূপ সর্বশেষ শ্রাবকের সাথে যুক্ত হলে (ঘটেত্বা) সেই বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য শাসন ষাট শতসহস্র বর্ষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। 'পুরিসযুগবসেন' বলতে যুগ পরম্পরা আগত হয়ে দুই পুরুষ পর্যন্ত স্থিত

ছিল। তাই চিরকাল স্থিত নয় বলা হয়েছে। ভগবান শিখির আয়ু ছিল সত্তুর হাজার বছর। তাঁর প্রত্যক্ষ শ্রাবকগণের আয়ুও ছিল সে পরিমাণ। ভগবান বেস্‌সভূর আয়ু ছিল ষাট হাজার বছর। প্রত্যক্ষ শ্রাবকগণে আয়ু ও ছিল একই। এভাবে তাঁদের পরবর্তী শ্রাবকগণ পরম্পরা এই ব্রহ্মচর্য শাসন শত সহস্র হতে ঊর্ধ্বে চল্লিশ সহস্র বিশ সহস্র পর্যন্ত স্থিত ছিল। 'পুরিসযুগবসন' বলতে যুগপরম্পরা আগত হয়ে দুই দুই পুরুষের যুগে স্থিত হয়েছিল। তাই ইহাকে চিরস্থিতি হয়নি বলা হয়েছে।

২০। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এভাবে তিনজন বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য শাসনে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার কারণ অবগত হয়ে সেই তিন বুদ্ধের ব্রহ্মচর্যের দীর্ঘস্থিতির কারণ জানতে ইচ্ছুক হয় ভগবানকে "কো পন ভন্তে হেতূ"তি আদি ক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান তা ব্যক্ত করলেন। সেই সমস্ত বক্তব্য প্রতিপক্ষবশেই জ্ঞাতব্য। 'চিরট্‌ঠিতিক ভাবেপি' বলতে এখানে সেই বুদ্ধগণের আয়ুর পরিমাণ হতে, পুরুষযুগ এই উভয়ের চিরস্থিতিতা জ্ঞাতব্য। ভগবান ককুসন্ধের আয়ু ছিল চল্লিশ হাজার বছর। ভগবান কোণাগমণের আয়ু ছিল ত্রিশ হাজার বছর এবং ভগবান কাশ্যপের আয়ু ছিল বিশ হাজার বছর। তাঁদের প্রত্যক্ষ শ্রাবকগণেরও সেরূপ। তাঁদের বহু শ্রাবকযুগল পরম্পরা ব্রহ্মচর্য প্রবর্তিত ছিল। অনুরূপভাবে তাঁদের আয়ুর পরিমাণ এবং শ্রাবকযুগ উভয় পরম্পরা পরম্পরা ব্রহ্মচর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

আমাদের বুদ্ধ, ভগবান কাশ্যপের আয়ুর অর্ধেক দশ হাজার বছর পরিমাণ আয়ু হওয়া উচিত ছিল। তা সম্ভব না হলে পাঁচ হাজার বছর হওয়া উচিত ছিল। তাও সম্ভব না হলে এক হাজার বছর, তাও সম্ভব না হলে পাঁচশত বছর হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানের জ্ঞানকে পরিপক্ক (পরিপাচেন্ত) করার জন্যে গর্ভ ধারণের জন্য শতবর্ষ যুগকালই ছিল পরিপক্ব হওয়ার উপযুক্ত সময়। তাই তিনি অতি অল্প সময়ের যুগে উৎপন্ন হলেন। সেই হেতু শ্রাবকপরম্পরাবশে এবং আয়ুর পরিমাণে বর্ষগণনায় ব্রহ্মচর্য শাসনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয় বলেই উক্ত হয়েছে।

২১। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি অনুসন্ধান করলেন? তিনি এভাবে তিনজন বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য শাসনের দীর্ঘস্থিতির কারণ শুনে শিক্ষা-প্রজ্ঞপ্তিই যে দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ তা অনুধাবণ করলেন। ভগবানের বক্তব্যের সমাপ্তিতে ভগবানের নিকটে গমন করে ভগবানও শাসনের দীর্ঘস্থিতি ইচ্ছা করুক, এই জন্যে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে শিক্ষাপদ-প্রজ্ঞপ্তির জন্যে প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনার নিয়ম প্রদর্শনার্থে এরূপ উক্ত হয়েছে : "অথ খো সারিপুত্তো উট্‌ঠাযাসনা ... চিরটঠিতিকন্তি"। তথায় 'অদ্ধনিযন্তি' বলতে দীর্ঘস্থিতিতে

সক্ষম, দীর্ঘকালিক বলা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ সহজবোধ্য।

অতঃপর ভগবান 'এখনো শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তির সময় যথাযত নয়' ইহা প্রকাশ করতে 'আগমেহি ত্বং সারিপুত্ত'—সারিপুত্র, তুমি আস' বলে আহ্বান করলেন। তথায় 'আগমেহি ত্বন্তি' বলতে 'সারিপুত্র তুমি থাম! তুমি আরও অপেক্ষাকর (অধিবাসেহি) ইহাই বলা হয়েছে। আদরভাব প্রকাশে এখানে দুইবার উক্ত হয়েছে। এতদ্বারা ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি শ্রাবকগণের অভিপ্রায়কে প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ কর্মক্ষেত্র নিয়মেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করতে 'বুদ্ধবিসযোব সিক্খাপদ পঞ্ঞঞত্তী'তি—ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে 'তথাগতো বা' ইত্যাদি ব্যক্ত করলেন। এখানে 'তত্থা'তি ইহা শিক্ষাপদ-প্রজ্ঞপ্তি প্রার্থনার (ভুম্মবচনং)। তথায় ইহাই যোজনা : যেই উক্তিতে 'সিক্খাপদং পঞ্ঞঞপেয্যা'তি তথায় তাঁহার শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তিতে তথাগত উপযুক্ত সময় জ্ঞাত হয়ে থাকেন। এভাবে বলে তাতে অসময় প্রদর্শনার্থে "ন তাব সারিপুত্তা'—সারিপুত্র, এখনো সময় হয়নি" আদি ব্যক্ত করেছেন।

তথায় 'আসবা তিট্ঠন্তি' এতেসূতি আসবট্ঠনিয়া'—এই বাক্যে মৃত্যুর পরে যে সকল দুঃখ আসব, ক্লেশ আসব এবং পরনিন্দা, মর্মপীড়াদায়ক (বিপ্পটিসার) বধ-বন্ধনাদি দ্বারা অপায়দুঃখ ভোগ-সংশিষ্ট সেই আসবসমূহে স্থিত থাকা, যাহা সেই দুঃখ-ভোগান্তির কারণরূপে গণ্য, ইহাই অর্থ। সেই আসব স্থানীয় বিধি বিধান লঙ্ঘিত ধর্ম (বীতিক্কমধম্মা)-সমূহ সংঘের মধ্যে যাবৎ প্রাদূর্ভাব ঘটায় তাবৎ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত না, ইহাই অর্থযেজনা। যদি প্রজ্ঞাপ্ত করা হয়, তাহলে পরিনিন্দ (পরূপবাদ), কোন্দল (পরূপরন্ত) গর্হিত কর্মাদি বিশেষভাবে মুক্ত হওয়া যাবে না।

কিভাবে? সকল প্রজ্ঞপ্তিযোগ্য বিষয় যেমন "যো পন ভিক্খু মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্যা" ইত্যাদি ব্যতিক্রমদোষ না দেখে বা না ঘটার আগেই যদি প্রজ্ঞাপিত করেন পরবর্তীকালে এমন অপবাদ, এমন কোন্দল, এবং এমন দুর্নাম রটবে যে, "শ্রমণ গৌতমের ভিক্ষুসংঘের এ কেমন আচরণ? কেন তারা আমাকে পারাজিকা আরোপ করে শিক্ষাপদ দ্বারা ঘেরাও করবে বলে অন্যায় বাক্য ব্যবহার করছে? এই কুলপুত্রগণ কি মহাভোগ ঐশ্বর্য বহু জ্ঞাতি-পরিজন এবং হস্তগত রাজ্য পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়ে ঘাস আচ্ছাদনে পরম সন্তুষ্ট? তাঁরা কি শিক্ষা-উপদেশে গভীর শ্রদ্ধাশীল, দেহ ও জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে অবস্থান করেন না? তারা কেমন করে লোকামিষভুক্ত মৈথুন প্রতিসেবন করবে, পরদ্রব্য হরণ করবে বা ইষ্ট-কান্ত-অতিমধুর এই জীবনকে ধ্বংস করবে, বা অধিগত হয়নি এমন গুণকথায় মিথ্যাবাদী জীবন যাপন করবে? পারাজিকা প্রজ্ঞাপিত না করাতে প্রব্রজ্যাকে কি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় না? তথাগতের

স্থৈর্য ও শক্তি সত্ত্বগণ জানতে অক্ষম। প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদকে অবজ্ঞা করলে যথাস্থানে স্থিত থাকতে পারবে না। যেমন পাপচিত্তপরায়ণ চিকিৎসক অনুৎপন্ন ফোঁড়াহীন এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে বলে যে, "হে পুরুষ, তোমার দেহের এই অংশে মহা এক ফোঁড়া উৎপন্ন হয়ে তোমাকে অসহনীয় ভোগান্তির শিকার করবে তাহা আগেভাগে (পটিকচ্চে) চিকিৎসা করাও।" এরূপ বললে উত্তম আচার্য (গুরুদেব)! আপনি তার চিকিৎসা করেন" বলতে তার নিরোগ দেহাংশ চিড়ে, রক্ত বের করে লেপন বন্ধনাদি দ্বারা সেই অংশকে আবৃত করে দিয়ে সেই ব্যক্তিকে বললো, "সেই মহারোগের চিকিৎসা আমার দ্বারা হয়ে গেল। এখন আমার প্রাপ্য দাও।" আহত ব্যক্তি তাকে বললো, "এই মূর্খ চিকিৎসক! তুমি কি বলছ? আমার কোন ধরণের রোগের চিকিৎসা করলে? আমার রক্তক্ষয় করে কেমন তরো দুঃখের ভাগী আমাকে করেছ জান কি?" এভাবেই অপবাদ, তিরস্কার, অভিযোগ এবং অগুণ প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে যদি অনুৎপন্ন ব্যতিক্রম আচরণ দোষের কারণে শাস্তাশ্রাবকদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন পরনিন্দাদির কারণে সেই দোষ মোচন-নির্মূল হবে না, সত্তপন শাস্তার বল, স্থৈর্য জ্ঞাত হবে না, প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদকে অবজ্ঞা করবে, তা যথাস্থানে স্থাপিত রাখবে না। তাই উক্ত হয়েছে "ন তাব সারিপুত্ত! সত্থা সাবকানং ... পাতুভবন্তী"তি।

এভাবে অসময় প্রদর্শন করে পুনঃ উপযুক্ত সময় প্রদর্শন করতে– "যতো চ খো সারিপুত্তা'তি" ইত্যাদি বললেন। তথায় 'যতোতি, যদা, যস্মিং' ইত্যাদি সময় জ্ঞাপন অর্থে বলা হয়েছে। অবশিষ্ট বর্ণনা অনুসারে জ্ঞাতব্য। এখানে ইহাই সংক্ষেপার্থ : যে সময়ে 'আসবস্থায়ীয় ধর্মসমূহ' উল্লেখযোগ্যভাবে সংঘের মধ্যে ব্যতিক্রম দোষের প্রাদুর্ভাব ঘটায়, তখন শাস্তা শ্রাবকদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেস করেন। কেন? সেই আসব স্থানীয় ধর্ম তথা ব্যতিক্রম দোষসমূহ উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্যে। এভাবেই তা করা হয়, যেমন কুশল চিত্তসম্পন্ন চিকিৎসক (বেজ্জো) উৎপন্ন ফোঁড়া কর্তন ওষুধ প্রয়োগ, বন্ধন, ধোবনাদি দ্বারা চিকিৎসা করে রোগের উপশম করে চর্ম মসৃণতা আনায়ন করায় অপবাদ প্রাপ্ত হন না, উপরন্তু চিকিৎসক গুরুরূপে বিধি মতো লাভ-সৎকারাদি প্রাপ্ত হন। একইভাবে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি বিষয়েও অপবাদ রহিত হয় পূজা-প্রশংসা ধন্য হয় যদি সর্বজ্ঞতা বিষয়ে জ্ঞাত অনুভবসম্পন্ন হয়ে প্রজ্ঞাপ্তি প্রদান করা হয়। সেজন্যে শিক্ষাপদও অবজ্ঞার শিকার হয় না, যথাস্থানে স্থিত থাকে।

এভাবে আসব স্থানীয় ধর্মসমূহের অনুৎপত্তিতে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তিকে 'অকাল' এবং উৎপত্তিতে 'কাল' বা যথাসময় বলে, এখন সেই ধর্মসমূহের অনুৎপত্তি

কাল এবং উৎপত্তি কাল প্রদর্শন করতে– "ন তাব সারিপুত্ত ইধেকচ্চে"তি ইত্যাদি বলা হয়েছে। সহজবোধ্য পদের অর্থসমূহ মূল পালি অনুসারে জ্ঞাতব্য। দুর্বোধ্য পদের বর্ণনা এরূপই হয়, যেমন "রত্তিয়ে জানন্তীতি রত্তঞ্ঞূ" অর্থাৎ নিজে প্রব্রজিত দিবস হতে বহুরাত্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ (ধ্যান-সমাধিতে), অথবা দীর্ঘকাল প্রব্রজিত অর্থে এরূপ বলা হয়। যেমন 'রত্তঞ্ঞূহি মহত্তং রত্তঞ্ঞূমহত্তং' অর্থাৎ দীর্ঘকাল প্রব্রজ্যাজীবন যাপন দ্বারা মহৎভাব প্রাপ্ত হওয়া। তথায় রাত্রি মহত্ত্বতা প্রাপ্তদের মধ্যে সংঘে উপসেন, বঙ্গান্তপুত্ত থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি জ্ঞাতব্য। সেই আয়ুষ্মানগণ ভিক্ষুগণ দশবর্ষা পূর্ণ না হতেই উপসম্পদা প্রদান করতে দেখে এক বছরের এক সহবিহারীকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। এতে ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করলেন এই বলে : "ন ভিক্খবে উনদসবস্সেন উপসম্পাদেতব্বো যো উপসম্পাদেয্য আপত্তি দুক্কটস্সা"তি। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, দশবর্ষ পূর্ণ না হলে কেউ উপসম্পদা দিতে পারবে না। যে উপসম্পদা দান করবে তার দুক্কট আপত্তি হবে। (মহাবর্গ)। এরূপ শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হলে কোনো কোনো মূর্খ অদক্ষ ভিক্ষু 'আমি দশবর্ষা হয়েছি' আমি দশবর্ষা হয়েছি' বলে বলে উপসম্পদা দিতে থাকলো। এতে ভগবান অপর শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপ্তি করলেন, "ন ভিক্খবে বালেন অব্যত্তেন উপসম্পাদেতব্বো। যো উপসম্পাদেয্য আপত্তি দুক্কটস্স। অনুজানামি ভিক্খবে ব্যত্তেন ভিক্খুনা পটিবলেন দসবস্সেন বা অতিরেক দসবস্সেন বা উপসম্পাদেতুন্তি। (মহাবর্গ) এভাবে রাত্রি অভিজ্ঞ মহত্ত্বতাপ্রাপ্তি পর্বে দুটি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

'বেপুল্লমহত্তন্তি' অর্থে বিপুলভাবে মহত্ত্বতা প্রাপ্তি। সংঘের মধ্যে থেরো-নব-মধ্যমবশে বিপুল মহত্ত্বতা প্রাপ্ত হয় না। এমনকি প্রভূত শয়নাসন প্রাপ্তিতেও নয়। বুদ্ধশাসনে আসার পর এক সাথে বহু আসব স্থানীয় ধর্মসমূহ উৎপন্ন যাদের হয়নি বিপুল মহত্ত্বতা তাঁদেরই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অতঃপর শাস্তা শ্রাবকদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন। তথায় বিপুল মহত্ত্বতা প্রাপ্ত সংঘের জন্য প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদসমূহ হলো : ১। যো পন ভিক্খু অনুপসম্পন্নে ন উত্তরি দিরত্ত তিরত্তং সহসেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয়ং" (পাচি.)। যেই ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সাথে দুই-তিন রাতের অধিক অবস্থান করবে, তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

২। "যা পন ভিক্খুনী অনুবস্সং বুট্ঠাপেয্য পাচিত্তিয়ং। যেই ভিক্ষুণী প্রতিবছর উপসম্পদা প্রদান করো, (বুট্ঠাপেয্য) তার পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। (পাচি.) ৩। "যাপন ভিক্খুণী একং বস্সং দ্বে বুট্ঠাপেয্য, পাচিত্তিয়ং"—যেই ভিক্ষুণী এক বছরে দুইবার উপসম্পদা প্রদান করে, তার পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। (পাচি...)

এই ক্রমে জ্ঞাতব্য। 'লাভ মহত্তন্তি' অর্থে লাভের জন্যে অগ্রমহত্ত্বতা। যে লাভ-সৎকার প্রাপ্তিতে অগ্র, উত্তম, মহত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়। 'লাভেন বা অগ্রামহত্তাপ্তি' অর্থে লাভের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বতা প্রাপ্তি। সংঘের মধ্যে যাবৎ লাভাগ্র মহত্ত্বতা প্রাপ্ত না হন তাবৎ লাভকে ভিত্তি করে আসব স্থানীয় ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। 'পত্তে' অর্থে উৎপন্ন হয়। এতে করে শাস্তা শ্রাবকদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন, "যো পন ভিক্খু অচেলকস্স বা পরিব্বাজকস্স বা পরিব্বাজিকায় বা সহত্থা খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা দদেয্য পাচিত্তিয়ন্তি" (পাচি.) যেই ভিক্ষু স্বহস্তে অচেলক, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে খাদ্য বা ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করবে, তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে। (পাচি.) এভাবে লাভাগ্রমহত্ত্বতা প্রাপ্তিতে সংঘে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়।

'বাহুসচ্চ মহত্তন্তি' অর্থে বহুসত্যের মহত্ত্বভাব। সংঘ যতদিন পর্যন্ত বহু সত্যের মহত্ত্ব প্রাপ্ত হবে না। ততদিন পর্যন্ত আসব স্থানীয় ধর্ম উৎপন্ন হবে না। 'বহুসত্যের মহত্ত প্রাপ্ত' অর্থে যখন সুত্তপিটকের এক নিকায়, দুই নিকায় ... পঞ্চ নিকায় শিক্ষা করে তাতে অমনোযোগিতার কারণে ভাসা ভাসা জ্ঞানের ব্যক্তিরা (উম্মুজ্জমানা) এক রসের সাথে অন্যরসে মিশ্রণ ঘটিয়ে (সংসন্দিত্বা) মিথ্যা শিক্ষা (উদ্ধম্মং), বিনয় বহির্ভূত শিক্ষা শাস্তার শাসনে প্রকাশ করে (দীপেন্তি)। এতে শাস্তা এই নিয়মে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন, "যো পন ভিক্খু এবং বদেয্য– তথাহং ভগবতা ধম্মং দেসিতং আজানামি... সমনুদ্দেসোপি চে এবং বদেয্যা'তি আদিনা (পাচি.)। যেই ভিক্ষু এরূপ বলে যে, আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এভাবেই জানি ...। ইত্যাদি।

এভাবে ভগবান আসব স্থানীয় ধর্মসমূহের অনুৎপত্তি কাল, উৎপত্তি কাল প্রদর্শন করে সেই সময়ে সর্বোতভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে বললেন, "নিরব্বুদোহি সারিপুত্তা"—হে সারিপুত্র, দুঃখ হতে মুক্ত হও। তথায় 'নিবব্বদোতি' অর্থে অব্বুদ তথা দুঃখ-বিরহিত 'অব্বুদা' বলতে চোর চুরিত্যাগ করা। 'চোরাতি' এখানে দুঃশীল অর্থে ব্যবহৃত। তারা অশ্রমণ হয়ে শ্রমণের পরিচয়ে পরের দ্রব্য চুরি করে। তদ্ধেতু 'নিরব্বুদোতি' বলতে অর্বুদ বিরহিত, চোর; এখানে চোর নয় অর্থে। নিরাদিনবোতি' বলতে নিরুপদ্রব, নিরুপসর্গ (ভূকম্পনের মতো উৎপাত) বুঝায়। এক কথায় ইহাকে দুঃশীলদের আদীনব তথ উপদ্রব পরিত্যাগ বুঝায়। 'অপগতকালকোতি' এখানে 'কালকা' বলতে দুঃশীলদের বুঝায়। তারা বাইরে স্বর্ণবর্ণ সদৃশ প্রতীয়মান হয়েও দুশীলযুক্ত হেতু দুঃশীল বলেই জ্ঞাতব্য। সেই দুঃশীলতার অভাবই 'অপগতকালকো'। ইহা 'অপহতকালকোতি' এরূপ ও পাঠযোগ্য। 'সুদ্ধোতি' বলতে দুঃশীলতা, পরিত্যাগের কারণে শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, প্রভাস্বর। 'সারে পতিটঠিতোতি' বলতে

শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিমুক্তি গুণসমূহ। সেই সারগুণসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভই হচ্ছে 'সারে পরিট্‌ঠিতো'।

এরূপ সারে প্রতিষ্ঠিত ভাবকে উল্লেখের পর পুনঃ সেই সারে প্রতিষ্ঠা ভাব প্রদর্শন করতে– 'ইমেসঞহি সারিপুত্তাতি'—সারিপুত্র, ইহাই সেই ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় ইহাই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এখানে বেরঞ্জায় যেই বর্ষাবাস তাতে পঞ্চশত ভিক্ষু অবস্থান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি গুণের বিচারে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সকল পরিয়ত্তিগুণসহ তিনি ছিলেন স্রোতাপন্ন। "স্রোতাপন্নোতি সোতং আপন্নো"—এখানে স্রোত হচ্ছে মার্গের সেই অধিবচন। 'সোতাপন্নোতি' বলতে সেই মার্গ দ্বারা অসিক্ত ব্যক্তি। যেমন বলা হয়েছে : "সারিপুত্র বললেন, স্রোত স্রোতই"। ভগবান বললেন, হে সারিপুত্র, সেই স্রোত কত প্রকার? ভন্তে, ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অয়মেব হি ভন্তে অরিয়ো অট্‌ঠহকো মগগো) যেমন : সম্যক দৃষ্টি, ... সম্যক সমাধি। সারিপুত্র কর্তৃক 'সোতাপন্নো সোতাপন্নোতি—স্রোতাপন্ন স্রোতাপন্নই'– এরূপ বলা হলে ভগবান জানতে চাইলেন, হে সারিপুত্র, সেই স্রোতাপন্ন কি প্রকার? "ভন্তে, যিনি এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভিষিক্ত (সমন্নাগতো) তাঁকেই বলা হয় স্রোতাপন্ন, তিনি আয়ুষ্মানের অমুক নাম, অমুক গোত্র"।(সং.নি.) এখানে মার্গ দ্বারা ফলেরও নামকরণ হয়। তাই ফলে স্থিত জনই 'স্রোতাপন্ন' বলে জ্ঞাতব্য। 'অবিনিপাত ধম্মোতি'—ইহা বিনিপাত ধর্ম অবিনিপাত ধর্ম নয়, আবার নিজের অপায়সমূহের মধ্যে বিনিপাতন ভাব না থাকতে পারে এরূপ বলা হয়েছে। কেন? যেই ধর্মসমূহ অপায়ের দিকে গমনশীল সেগুলোর পরিকর্ষণ স্বভাবের জন্যে। বিনিপতন বা বিনিপাত ইহার মধ্যেও বিনিপাত ধর্ম বা স্বভাবটি না থাকতে পারে। অবিনিপাত ধর্মটি অপায়সমূহের বিনিপাত ভাবের মধ্যে থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। 'সম্মত্তনিয়মের' অর্থে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা নিয়ত নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা। 'সম্বোধিপরায়ণ' হচ্ছে সম্বোধির অভিমুখে অব্যাহত গতি বিদ্যমান থাকা। উপরি মার্গত্রয় অবশ্যই সম্প্রাপ্ত হওয়া, ইহাই অর্থ কেন? প্রথম মার্গ প্রতিলাভ-হেতু।

[বিনয়-প্রজ্ঞপ্তি যাঞ্চা কথা সমাপ্ত]

বুদ্ধ-স্বভাব (আচিন্ন) কথা

২২। এভাবে ধর্মসেনাপতিকে জানিয়ে বেরঞ্জায় সেই বর্ষাবাস অতিবাহিত করে বর্ষাশেষে মহাপ্রবারণায় প্রবারিত করে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন। 'আমন্তেসীতি' অর্থে আলাপ, ভাষণ, সম্বোধন ইত্যাদি করেছিলেন। কিভাবে? 'আচিন্নং খো পনেতন্তি' এভাবে। 'আচিন্নন্তি' হচ্ছে চরিত্র, ব্রত,

অনুধর্মতা। এই আচিন্ন দ্বিবিধ হয়ে থাকে, যথা : বুদ্ধ-আচিন্ন, এবং শ্রাবক-আচিন্ন। বুদ্ধ-আচিন্ন কি প্রকার? ১। ইহা এক প্রকার যেমন দৃক্‌পাত না করে, আমন্ত্রণকারী বা অন্য কাকেও জিজ্ঞাসা না করে স্বেচ্ছায় জনপদ বিচরণে প্রস্থান করেন। অপরদিকে শ্রাবকগণ দৃকপাত করে বা দৃষ্টিপাত না করে, আমন্ত্রণকারীকে জানায়ে যথাসুখে প্রস্থান করেন।

২। অপর বুদ্ধ-আচিন্ন হলো, বর্ষাবাস উদ্‌যাপন শেষে প্রবারণা করে জনকল্যাণে (জনমঙ্গহত্থায়) জনপদ বিচরণে প্রস্থান করা। জনপদ বিচরণকালে মহামন্ডল (মহাপ্রদেশ), মধ্যমন্ডল, অন্তিম মন্ডল—এই প্রকার মন্ডলের যেকোনো একটিতে বিচরণ করতেন। তথায় মহামন্ডল বলতে নয়শত যোজন পরিমাণ স্থান, মধ্যমন্ডল বলতে ছয়শত যোজন, এবং অন্তিম মন্ডল বলতে তিনশত যোজন বুঝায়। যখন তিনি মহামন্ডল বিচরণে ইচ্ছুক হতেন, তখন মহাপ্রবারণায় প্রবারিত করে প্রতিপদ দিবসে মহাভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে নিষ্ক্রমণ করে পিন্ডাদি দানীয় বস্তু গ্রহণ দ্বারা (আমিসপটিগ্গহেন) জনগণকে অনুগৃহীত করে ধর্মদান দ্বারা তাদের সংসার আবর্তন-দুঃখ মোচনে বিবর্তগামী (বিবট্টূপনিস্‌সিতং) কুশল বর্ধনরত হয়ে নয় মাসে জনপদ বিচরণ সমাপ্ত করেন। বর্ষার মাঝে ভিক্ষুদের শমথ-বিদর্শন যদি অপরিপক্ব দৃষ্ট হয়, তখন মহাপ্রবারণার অপ্রবারণ করে অগ্রহায়ণ মাসের (মাগসিরস্‌স) প্রথম দিবসে মহাভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পূর্বোক্ত ক্রমে মধ্যমন্ডলে আট মাসে বিচরণ সমাপ্ত করেন।

যদি তাঁদের সমাপ্তিতে ইন্দ্রিয় অপরিপক্ব (সংযমে অদক্ষ) অথচ ধর্মজ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন সত্ত্ব (বেমেয্যসত্তা) যদি থাকে তাদের ইন্দ্রিয় পরিপক্বতা আগমনে অগ্রহায়ন মাস পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে পৌষ মাসের (ফুস্‌সমাসস্‌স) প্রথম দিবসে মহাভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেন। অতঃপর পূর্বোক্ত ক্রমে অন্তিম মন্ডলে (তিনশত যোজনব্যাপী) সাত মাসের মধ্যে বিচরণ সমাপ্ত করেন। সেই মন্ডলসমূহের মধ্যে এথায়-সেথায় বিচরণ পূর্বক সেই সেই সত্ত্বগণকে ক্লেশ হতে মুক্ত করে স্রোতাপত্তিফলাদির সাথে যুক্ত করে বিনীতদের ধর্মজ্ঞাত করিয়ে উদ্যান হতে নানবর্ণের পুষ্পচয়নকারী সদৃশ হয়ে বিচরণ করেন।

৩। বুদ্ধদের অপর স্বভাব (আচিন্নং) হলো : প্রতিদিন প্রত্যুষে শান্তি-সুখ-নির্বাণকে আরম্মন করে ফলসমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া। অতঃপর ফলসমাপত্তি হতে উত্থিত হয়ে প্রতিদিন মহাকরুণা-সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া। তথা হতে উত্থিত হয়ে দশ সহস্র চক্রবালের ধর্ম-বোধসম্পন্ন সত্ত্বগণকে সমভাবে অবলোকন করা।

৪। বুদ্ধগণের অপর স্বভাব হলো : আগত ব্যক্তির সাথে সর্বগ্রে সম্ভাষণ করা। অষ্ট উৎপত্তিবশে ধর্মদেশনা এবং দোষে অবতীর্ণদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করা। ইহাই বুদ্ধগণের স্বভাব।

শ্রাবকদের স্বভাব (আচিন্নং) কি প্রকার? বুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় (বুদ্ধস্স ভগবতো কালে) দুইবার সমবেত হওয়া। বর্ষাবাস সমাগত হওয়ার প্রাক্কালে সমবেত হয়ে বুদ্ধের থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করা। আবার বর্ষাবাস সমাপ্তিতে বুদ্ধের নিকটে সমবেত হয়ে স্ব স্ব অধিগত গুণ প্রকাশ করা। ইহা শ্রাবক আচিন্ন বা স্বভাব।

এভাবে বুদ্ধ-আচিন্ন প্রকাশ করে ভগবান বললেন, "আচিন্নং খো পনেতং আনন্দ তথাগতানন্তি"। আনন্দ, ইহাই তথাগতগণের স্বভাব।

'আযামতি' বলতে আগত প্রহর। 'অপলোকেস্সামাতি' বলতে ভিক্ষাচর্যায় গমনের সময় জিজ্ঞাসা করছি। 'এবন্তি'—ইহা সম্প্রতিচ্ছন্ন অর্থ নিপাতপদ। 'ভন্তেতি ইহা গারবতা প্রকাশক বাক্য। 'সত্থুনো' ইহা প্রতিবচন দানমূলক পদ। 'ভগবতো পচ্চসেসাসী'তি অর্থে ভগবানের বাক্য তৎ অভিমুখি হয়ে শোনা এবং বিশেষভাবে গ্রহণ এভাবেই এ সকল বাক্যদ্বারা প্রতিগ্রহণ করা হয় বলে উক্ত হয়ে থাকে।

'অথখো ভগবা নিবাসেত্বা'তি—এখানে পূর্বাহ্ন সময় বা সায়াহ্ন সময় তা উল্লিখিত হয়নি। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে ভগবান ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে মধ্যাহ্ন সময় অতিবাহিত করে (বীতিনামেত্বা) আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাৎ অনুগামী শ্রামণ হিসেবে সাথে নিয়ে নগরদ্বার হতে পর্যায়ক্রমে নগরবীথি দিয়ে সুবর্ণবর্ণের পিণ্ডের মতো রশ্মিকে জ্যোতির্ময় করে যেখানে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের আবাস, তথা উপস্থিত হলেন। ঘরের দ্বারে স্থিত হওয়ামাত্রই সেই ভগবানকে দেখে পরিবার-পরিজনকে জানালেন। ব্রাহ্মণের স্মৃতি ফিরে আসলে সংবেগ জাগ্রত হলো। তিনি সহসা উঠে মহার্ঘ আসন প্রজ্ঞাপিত করে আগু বাড়ায়ে গিয়ে ভগবানকে বললেন, ভগবান, এখানেই উপবেশন করুন। ভগবান তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করলেন। ভগবানের নিকটে উপবেশনে ইচ্ছুক হয়ে নিজের স্থিতস্থান হতে যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। এরপর থেকে সমস্তই সহজবোধ্য।

ব্রাহ্মণ যা বললেন, "অপিচ যো দেয্য ধম্মো সো না দিন্নো'তি। তথায় যাহা অভিপ্রায়—বর্ষাযাপনের জন্যে আমার দ্বারা আমন্ত্রিত। আপনাদের তিন মাসকাল প্রতিদিন সকালে যাগু-খাদ্য, মধ্যহ্নে খাদ্য-ভোজ্য, সায়াহ্নে অনেক প্রকার পানীয় সুগন্ধী পুষ্পাদি দ্বারা পূজা-সৎকারাদি এবম্বিধ যেই দেয়্যধর্ম দান কর্তব্য তিনি তা দেননি। 'তঞ্চ খো নো অসন্তন্তি' তা ছিল না নয়, এই বাক্যে

লিঙ্গবিপল্লাস জ্ঞাতব্য। "সো চ খো দেয্য ধম্মো অম্হাকং নো অসন্তো'তি— সেই দানযোগ্য বস্তু আমাদের নেই এমন নয়"– এখানে ইহাই অর্থ। অথবা যা দানবস্তু আমাদের দ্বারা আপনাদেরকে দেয়া যেত তা ছিল না এমন নয়, এভাবেই অর্থটি জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

'নোপি অদাতু কম্যতা'তি—ইহাতে দান না দেয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই, যেমন প্রভূতবিত্ত সম্পদের অধিকারী কৃপণদের থাকে। কর্মবহুল গৃহবাসে তা কিভাবে লাভ হবে? তথায় ইহাই যোজনা : যেহেতু গৃহবাসে বহুকৃত্য, সেহেতু এখানে দানীয় বস্তু থেকেও দানীয় বস্তু দানের ইচ্ছাও বা কিভাবে লাভ হবে, তার সৎকারও বা হবে কিভাবে? যাহা আমাদের দ্বারা আপনাদেরকে দানীয় বস্তুরূপে দান দেয়া যেতো গৃহবাসে তা গর্হিত বলা হয়েছে। তিনি না-কি মারের দ্বারা যে আচ্ছন্নভাব প্রাপ্ত হয়ে বুঝতে পারেননি যে, "গৃহবাস প্রতিবন্ধকতা হেতু আমার স্মৃতিবিহ্বলতা জন্মেছে" তাই এমন বাজে কিছু বলেছেন। অথচ 'তং কুতেত্থ লব্ভা'তি—এই তিন মাসের মধ্যে যা আমি আপনাদের দিতাম তা কোথা হতে লাভ করতাম? 'গৃহবাসে বহুকৃত্য'—এরূপ অর্থই এখানে যোজনা কর্তব্য।

অতঃপর ব্রাহ্মণ ভাবলেন, "আমার দ্বারা তিন মাসে যা দাতব্য ছিল তা একদিনেই দেয়া যেতে পারে"। এরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণ 'অধিবাসেতু মে ভবং গোতমোতি'—ভবৎ গৌতম আমার দান গ্রহণ করুণ" ইত্যাদি বললেন। তথায় 'স্বাতনায়াতি' বলতে আমার দ্বারা আপনাদেরকে সৎকারাদি হলো তা পুণ্য এবং প্রীতি-প্রমোদ্যার্থে ইহাই অর্থ।

অতঃপর তথাগত ভাবলেন, "যদি আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ না করি তারা ভাববে যে, এই তিন মাসে কিছুই না পেয়ে মনে হয় আমাদের প্রতি কোপিত হয়েছেন। সেহেতু আমার প্রার্থীত একবেলার ভাতও গ্রহণ করছেন না। ইহাদের ক্ষমা সহিষ্ণুতা নেই। তিনি সর্বজ্ঞ নন। এভাবে ব্রাহ্মণ আর বেরঞ্জবাসীরা দুর্নাম রটনা করে বহু অপুণ্য প্রসব করতে পারে। তাদের সেই দুর্ভাগ্য না হোক"। তাই তাদের প্রতি অনুকম্পা করে ভগবান মৌনভাবে অনুমোদন করলেন।

ভগবান বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেখলেন যে, 'এই ব্রাহ্মণ তার গৃহবাসের বিঘ্নতা নিয়ে চিন্তা করছে'। ইহা অবগত হয়ে তদনুরূপ প্রত্যক্ষ জীবনে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সবিশেষ প্রদর্শন করে কুশলধর্ম সম্পাদন, গ্রহণে সমুত্তেজিত করলেন। এভাবে তাকে সমুৎসাহিত করে তার অন্যান্য বিদ্যমান গুণাবলী দ্বারা তাকে সম্প্রহর্ষিত করে ধর্মরত্ন বর্ষণের ন্যায় বর্ষণ পূর্বক আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রস্তানান্তে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রদের আহ্বান করে বললেন, "ভদ্রগণ, আমরা ভগবানকে তিন মাসের জন্যে নিমন্ত্রণ

করে একদিন একবেলা ভাতও দিইনি। যাই হোক এখন সেই দান প্রদান কর (পটিয়াদেখ), যাতে তিনমাসের দানীয় বস্তু এক দিনেই দান করা সম্ভব হয়।" তা উত্তম দান প্রদান করতে যে দিন ভগবান নিমন্ত্রিত হলেন, সেই রাত গত করে আসন স্থান অলংকৃত করিয়ে মহার্ঘ আসন প্রজ্ঞাপিত করে সুগন্ধি ধূম কুসুমে মহাপূজা সাজায়ে ভগবানকে উপযুক্ত সময় জ্ঞাপন করালেন। তাই উক্ত হয়েছে : "অথ খো বেরঞ্জো ব্রাহ্মণো তস্স রত্তিয়া অচ্চয়েন ... নিট্‌ঠিত ভত্তন্তি'।

২৩। ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে তথা আগমন করলেন। তাই উক্ত হয়েছে : "অথ খো ভগবা ... নিসীদি সন্ধিং ভিক্‌খসংঘেনা"তি। অতঃপর বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ 'বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্‌খুসঙ্ঘন্তি' বলতে বুদ্ধকে মূখ্য করে , বুদ্ধকে নায়ক করে, বুদ্ধকে সংঘস্থবির করে উপবিষ্ট হলেন, এরূপই উক্ত হয়েছে। 'পণীতেনাতি' বলতে উত্তম বস্তু দ্বারা। সহত্থাতি বলতে নিজের হাতে। 'সন্তপ্পেত্বা'তি অর্থে সুষ্ঠুভাবে তৃপ্ত করে, প্রদত্ত বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করে (সুহিতং যাবদত্থং) 'সম্পবারেত্বা'তি অর্থে সুষ্ঠভাবে প্রবারিত করে। 'অলন্তি' ইহা হস্তসংজ্ঞা, সুখ-সংজ্ঞা দ্বারা এবং বাক্য ভেদে প্রত্যাখ্যান করে। 'ভুত্তাবিন্তি' অর্থে পরিভোগ করে। ওনীতপত্ত পাণিন্তি' পাত্র হতে হাত উঠায় নেয়া, অপসারিত হাত, ইহাই উক্ত হয়েছে। 'তিচীবরেন অচ্ছাদেসীতি' ত্রিচীবরকে ভগবানের নিকটে দিলেন। ইহা ব্যবহারিক বাক্যমাত্র হয়ে থাকে। বস্তুত ইহা হবে 'ত্রিচীবর দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন'। সেই ত্রিচীবরের একটি কাপড়ের মূল্য এক হাজার মুদ্রা (সহস্‌স অগ্‌ঘতি)। ইহাতে ব্রাহ্মণ ভগবানকে তিন হাজার মূল্যের উত্তম কাশীর বস্ত্র দ্বারা ত্রিচীবর দান করলেন। এক একজন ভিক্ষুকে 'একমেকেন দুস্‌সযুগেনা'তি এক এক জোড়া শ্বেতবস্ত্র দ্বারা তথায় একটি বস্ত্রের মূল্য পাঁচশো মুদ্রা। এভাবে পঞ্চশত ভিক্ষুকে পঞ্চশত হাজার মূল্যের শ্বেতবস্ত্র দান করেছিলেন। এতেও অতৃপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পুনঃ সাত হাজার মূদ্রা মূল্যের অনেক রক্ত কম্বল এবং রেশমী বস্ত্র দ্বারা তলে পট্টপন্নপত্তপটে) এভং ছিঁড়ে ছিঁড়ে অংশবন্ধনী, একটি বন্ধনী, জল ছাকুনি প্রভৃতি তৈরি করে আত্মহিতে দান করলেন। সাতপাক সহস্র পাকের ভেষজ তৈল লাউ-এর খোলে (তুম্ব) পূর্ণ করে এক একজন ভিক্ষুকে তৈলমদন করার জন্যে (অবভঞ্জনত্থায়) সহস্রমুদ্রার তৈল দান করলেন। শ্রমণদের পরিভোগ্য চারি প্রত্যয় নামক কি আর বাকি আছে যে অদত্ত রয়ে গেল? কিন্তু পালি মূলে কেবল চীবর দানই উল্লেখ আছে (পালিয়ং পন চীবর মন্ডমেব বুত্তং)।

এরূপ মহাযজ্ঞে পূজা করে (যজিত্বা) স্ত্রী-পুত্রসহ বন্দনা পূর্বক উপবেশন করলে, ভগবান এই বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ যে মারের দ্বারা অভিভূত হয়ে তিন মাস কাল

ধর্মশ্রবণ নামক অমৃতরস পরিভোগে বঞ্চিত ছিলেন, ভগবান তা একদিনেই ধর্মামৃত বৃষ্টি বর্ষণ তুল্যবর্ষণ করে তৎসংকল্পকে পরিপূর্ণতা দানে ধর্মকথায় সম্প্রহর্ষিত করে... আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ব্রাহ্মণও স্ত্রী-পুত্রসহ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা পূর্বক "ভন্তে, আমাদেরকে পুনঃ অনুগ্রহ করবেন" এরূপ বলতে বলতে পুনঃ পুনঃ বন্দনান্তে অশ্রুমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন।

"অথ খো ভগবা বেরঞ্জায় যথাভিরন্তং বিহরিত্বা'তি বলতে যতদিন ইচ্ছা, যথারুচি, আবাসে অবস্থান করে বেরঞ্জ হতে বের হয়ে মহামন্ডলে চারিকায় বিচরণকালে বুদ্ধ বীথি (বুদ্ধবিধান) ত্যাগ করে দুর্ভিক্ষ দোষে ক্লান্ত ভিক্ষুসংঘকে সোজা পথ গ্রহণপূর্বক গমনে ইচ্ছুক হয়ে সোরেয্যাদীতে না গিয়ে প্রয়োগের প্রতিষ্ঠানে গমন করে তথায় গঙ্গানদী পার হয়ে বারণসীতে প্রস্থান করলেন। 'তেন অবসনি তদবসরি'– তৎদ্বারা সরে পড়া'। তথায় যথা ইচ্ছা অবস্থান করে বৈশালীতে আগমন করলেন। তাই উক্ত হয়েছে : "অনুপগম্ম সোরেয়্যং ... বেসলিয়ং বিহরতি মহাবনে কুটাগার সালায়ন্তি"।

[বুদ্ধের আচরণ কথা সমাপ্ত (বুদ্ধাচিন্ন কথা)]

[সমন্ত পাসাদিকার বিনয় বর্ণনার বেরঞ্জ-খণ্ড বর্ণনা সমাপ্ত।]

তথায় সামন্ত পাসাদিকার সমন্ত প্রসাদাদি করতে,
আচার্য-পরম্পরা হতে নিদানবত্থু উপভেদ দীপনে
পরের জন্যে সময় না দিয়ে স্ব-বিশুদ্ধিতে সময় দানো।
ভাব-ব্যঞ্জনা পরিশোধন, পদর্থ আর পালি যোজনা সক্ষমে
শিক্ষাপদ-নিশ্রয় হতে বিভঙ্গমতে ভেদ দর্শনে।
সম্পর্কতার নাহি দেখি, অপ্রসাদ, কিঞ্চিৎ আছে এতে,
বিজ্ঞানই তাই নমিত হয়, সমন্তপাসাদিকার বর্ণনাতে।
বিনয় সংবর্ণনা প্রবর্তিত, বিনীত জনে দমন কৌশলে
লোকনাথের উক্তি ইহা, লোকানুকম্পা মানসে।

[বেরঞ্জ খণ্ডবর্ণনা সমাপ্ত]

১। পারাজিকা অধ্যায়

১। প্রথম পারাজিকা

সুদিন্ন পরিচ্ছেদ বর্ণনা

২৪। অতঃপর 'তেন খো পন সমযেন বেসালিযা অবিদূরেতি' অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুপদ (আবৃত্তির এক প্রকার নিনাদিত, যাতে গাথার প্রথম পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করা হয়) বর্ণনা বাদ দিয়ে যেসব বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে, সেসব ঠিক রেখে সেভাবেই বর্ণনা করব। 'কলন্দকগামোতি' অর্থ কালো বর্ণের কাঠবিড়ালীকে বলা হয় কলন্দক, সেসব কাঠ বিড়ালীর বসবাসের কারণে সে গ্রাম এই নামে প্রসিদ্ধ। 'কলন্দপুত্তোতি' অর্থে সেই কলন্দ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে চল্লিশ কোটি বিভব-সম্পদশালী রাজসম্মত কলন্দশ্রেষ্ঠীর পুত্র। যেহেতু সেই গ্রামে আরও ব্যক্তি ছিলেন, তদ্ধেতু কলন্দপুর বলতে আগের উল্লিখিত শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বলা হয়েছে।

'সম্বহুলেহীতি' বলতে বহুসংখ্যক বুঝায়। 'সহাযকেহীতি' অর্থ সুখ-দুঃখের সময় সমীপবর্তী হয়, সহায় হয় বলে সহায়ক। সেসব সহায়কের দ্বারা 'সদ্ধিন্তি' বলতে একত্রে বঝায়। 'কেনচিদেব করনীয়েনাতি' বলতে দ্রব্য-সামগ্রী বেচাকেনার জন্য, কেউকে স্মৃতিগোচর হওয়ার কারণে, কার্তিকের নক্ষত্র পূজা এরূপ কোনো কার্যের উপলক্ষে গমন বঝায়। ভগবান সেই কার্তিকের জ্যোৎস্নরাতে বৈশালিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেবারে কার্তিকের নক্ষত্রপূজা জমজমাট হয়। সে স্থানে গমন করা জ্ঞাতব্য।

'অদ্দস খোতি' অর্থে কিভাবে দেখেছিলেন। সে সময় মহাজন-সাধারণ প্রাতঃরাশ সেরে উত্তম বস্ত্র পরিধান করে মালা-গন্ধ-বিলেপনাদি ধারণ করে বুদ্ধদর্শনে এবং ধর্মদেশনা শ্রবণার্থে নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। নিষ্ক্রমণরত সেই মহাজনসাধারণকে দেখে তিনি "কোথায় যাচ্ছেন"? বলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জনসাধারণ "বুদ্ধ দর্শনার্থে, ধর্মদেশনা শুনার্থে" বলে উত্তর প্রদান করলেন। তা শুনে "আমিও যাবো" বলে গমন করে তিনি চারি পরিষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রহ্মস্বরে ধর্মদেশনারত ভগবান দেখেছিলেন। সে কারণে বলা হয়েছে : "অদ্দস খো ... দেসেন্ত"তি। 'দিস্বানস্সাতি' বলতে তাকে দেখে বুঝায়। 'এতদহোসীতি' অর্থে পূর্বে কৃতপুণ্য সম্পাদনকারী উক্ত কুলপুত্রের

এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল। কী চিন্তা উদয় হয়েছিল? তাহলে আমিও ধর্মশ্রবণ করব এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল। তথায় 'যন্নুনাতি' বলতে এরূপ চিন্তা উদয় হওয়া বুঝায়। তার এ চিন্তা উদয় হয়েছিল—"যার এই পরিষদে আছেন, তারা একাগ্রতা চিত্তে ধর্মশ্রবণ করতেছেন। অহো। আমিও যদি সে ধর্মশ্রবণ করতে পারি, তাহলে উত্তম হবে।"

'অথ খো সুদিন্নো কলন্দপুত্তো যেন সা পরিসাতি' অর্থে এখানে কেন "যেখানে ভগবান" না বলে "যেখানে সেই পরিষদ" বলা হয়েছে? শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠজনের মহতী পরিষদ ভগবানকে পরিবেষ্টিত করে উপবিষ্ট রয়েছেন, তদ্ধেতু পশ্চাতে আগমনকারী (সুদিন্ন) ভগবানের সামনে গিয়ে উপবেশন করতে সক্ষম হলেন না। পরিষদের একপার্শ্বে উপবেশন করা সম্ভব বলে তিনি সেই পরিষদে উপস্থিত হলেন। তাই বলা হয়েছে : "অথ খো সুদিন্নো কলন্দপুত্তো যেন সা পরিসা"তি।' 'একমন্তং নিসিন্নস্স খো সুদিন্নস্স কলন্দপুত্তস্স এতেহোসীতি' বলতে উপবিষ্ট হওয়ামাত্রই তাঁর চিন্তা উদয় হয়নি, পরবর্তীতে ভগবানের 'সিত্তযূপসংহিং' ধর্মকথা সামান্যমাত্র শ্রবণ করে একপার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর এ চিন্তা উদয় হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : "একমন্তং নিসিন্নস্স খো সুদিন্নস্স কলন্দপুত্তস্স এতদহোসী"তি। কী চিন্তার উদয় হয়েছিল? পূর্বে (পারাজিকা খণ্ড) যা যা উল্লেখ করা হয়েছিল।

তার সংক্ষিপ্ত কথা : আমি যেভাবে ভগবানের দেশিত ধর্ম উপলব্ধি করেছি, তা আমার দ্বারা এভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। এই ধর্মরসে সিক্ত ব্রহ্মচর্য, যা এক দিসবমাত্র অখণ্ডভাবে পালন করতে পারলে চিত্ত চরম পর্যায় প্রাপ্ত হয়ে একান্ত পরিপূর্ণ এবং এক দিবসের জন্যও ক্লেশমল দ্বারা মলিন না হলে চরম পর্যায়ে প্রাপ্ত হয়ে একান্ত পরিশুদ্ধি হবে। এভাবে মসৃণ খোদিত, চিত্রিত শঙ্খের ন্যায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে হবে। ইহা গৃহে বসাবাসকারীর পক্ষে একান্ত পরিপূর্ণ... প্রতিপালন করা সহজসাধ্য নয়। তাহলে এখন আমি কেশ, শ্মশ্রুমুণ্ডন করে রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ কাষায়বস্ত্র যথোপযুক্তভাবে পরিধান করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। এ সংসারে গৃহবাসের হিতকর কর্মাদি হচ্ছে কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য; যাকে আগারিক বলা হয়। প্রব্রজ্যায় এগুলো নেই, তদ্ধেতু প্রব্রজ্যা অনাগারিক বলে জ্ঞাতব্য। সেই অনাগারিককে প্রব্রজ্যা বুঝানো হয়েছে। 'পব্বজেয্যন্তি' বলতে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

২৫। 'অচিরবুট্ঠিতায পরিসায যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমীতি' বলতে পরষিদ না উঠা পর্যন্ত সুদিন্ন ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন না। কেন? যেহেতু তাঁর বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। তারা "তুমি মা-বাপের

একমাত্র পুত্র, 'তোমার প্রব্রজিত হওয়া ঠিক হবে না' বলে বাহুতে ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে, এতে প্রব্রজ্যার অন্তরায় হবে।" তাই তিনি পরিষদ হতে উঠে কিছু দূর গিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ (শরীরকৃত্য) করার ভান করে পুনঃ ফিরে এসে ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তাই বলা হয়েছে : "অথ খো সুদিন্নো কলন্দপুত্তো অচিরবুট্ঠিতায পরিসায... পব্বজেতু মং ভগবা"তি।

যেহেতু ভগবান রাহুলকুমারের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর হতে মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্রকে প্রব্রজিত করান না, তদ্ধেতু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুঞ্ঞাতোসি পন ত্বং সুদিন্ন মাতাপিতূহি... পব্বজ্জায"তি।

২৬। এরপর পাঠানুসারে অগ্রসর হয়ে 'তং করণীযং তীরেত্বাতি' এখানে ইহার অর্থ এরূপ জ্ঞতব্য : কাক থেকে বোম নিক্ষেপতুল্য সব দায়-দায়িত্ব ত্যাগ করে যা করণীয় তা সমাপ্ত করা। তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের ত্রিবিধ ছন্দ তথা অতিশয় আগ্রহের কারণে যে ব্যক্তি প্রয়োজনের সময়ে দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে এমন উপকারী ব্যক্তিদের প্রতিও উপেক্ষা ভাব আসলো, এমনকি নক্ষত্রপূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের প্রতিও চিত্ত নমিত হয়নি। 'অম্ম তাতাতি' বলতে এখানে 'অম্মাতি' বলতে মাকে সম্বোধন করা; 'তাতাতি' বলতে পিতাকে সম্বোধন করা বুঝায়। 'ত্বং খোসীতি' বলতে তুমি হও। 'একপুত্তকো'তি' বলতে একমাত্র পুত্র; তার অন্য কোনো জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ট ভাই নেই। এখানে "একপুত্তো"তি বলা উচিত, কিন্তু স্নেহবশে "একপুত্তকো"তি বলা হয়েছে। 'পিযোতি' বলতে প্রীতি উৎপাদক। 'মনাপোতি' বলতে আনন্দবর্ধক। 'সুখোধিতোতি' বলতে সুখে বর্ধিত, সংবর্ধিত—এ অর্থে জ্ঞাতব্য। 'সুখপরিহতোতি' বলতে সুখে প্রতিপালিত; জন্মের পর হতে ধাত্রীদের কোলে কোলে আদরনীয় হয়ে, শিশু খেলনা অশ্বরথাদি দ্বারা খেলা খেলে, সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে সুখে প্রতিপালিত হয়েছ।

'ন ত্বং, তাত সুদিন্ন, কিঞ্চ দুক্খস্স জানাসীতি' এ অর্থে বৎস সুদিন্ন, তুমি ক্ষুদ্রাংশের ভাগ (কালভাগং) প্রমাণ সামান্য মাত্রও দুঃখ যে কী তা জানে না; সামান্যের জন্যও দুঃখ অনুভব করনি। কার্য সম্পাদনার্থে প্রভুর আদেশ, অভিজ্ঞতা লাভ অর্থে জ্ঞান; কার্য প্রয়োগার্থে প্রভুর আদেশ, মনে রাখার অর্থে জ্ঞান। এগুলো কী অর্থে দুঃখ তা তুমি বুঝতে পারবে না। দ্বিবিধ অভিমত পরবর্তী পদের সাথে পূর্বপদের বিভক্তি সমানভাবে লুপ্ত হয়, ইহা দ্রষ্টব্য। সেসব শব্দশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞাতব্য। 'মরণেনপি মযং তে অকামকা বিনা ভবিস্সামাতি' বলতে যদি আমাদের জীবদ্দশায় তোমার মরণ হয়, সেরূপ মরণ যেমন আমোদের কদাপি কাম্য নয়, তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণও আমাদের তেমনই অকাম্য, অরুচিকর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আমাদের মৃত্যু হয় তবেই তোমার

নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবো। 'কিং পন মযং তন্তি' অর্থে এরূপ হলে কিভাবে, কি কারণে আমরা তোমাকে সেই (প্রব্রজ্যা) জীবনে অনুমতি প্রদান করব? 'অথবা কিং পন মযং তন্তি কেন পন কারণেন মযং তং জীবন্তং অনুজানিস্সামাতি এবমেত্থ অত্থো দট্ঠবো।' অর্থে অথবা কিভাবে, কি কারণে আমরা তোমাকে সেই (প্রব্রজ্যা) জীবনে অনুমতি প্রদান করব, এভাবে এরূপ অর্থ দ্রষ্টব্য।

২৭। 'তত্থেবাতি' বলতে যেই স্থানে তাকে মা-বাবা অনুমতি প্রদান করেননি, সেই স্থানে। 'অনন্তরহিতাযাতি' অর্থ অন্ন-পান্নাদি বর্জন করে স্বচ্ছোয় মৃত্যুবরণাদির মতো অনিষ্টসাধনের জন্য শয্যাহীন স্থানে শয়ন করা।

২৮। 'পরিচারেহীতি' অর্থ সঙ্গত, নর্তক, নাটকাদির আয়োজন করে তথায় বন্ধুদের সাথে যথাসুখে অবস্থান করে ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত কর এবং সর্বত্র বিচরণ কর, এরূপ ব্যক্ত হয়েছে। 'অথবা পরিচারেহীতি' অথবা সঙ্গীত, নর্তক, নাটকাদি বন্দোবস্ত করে বন্ধুদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা, আমোদ-প্রমোদে রত হও এবং পঞ্চকামগুণে অভিরমিত হয়ে চিত্তবিনোদন কর, এরূপ ব্যক্ত হয়েছে। 'কামে পরিভুঞ্জন্তোতি বলতে নিজের স্ত্রী-পুত্রের সাথে ভোগ-সম্পত্তিতে রত হও। 'পুঞ্ঞানি করোন্তোতি' বলতে ত্রিশরণ গ্রহণ করে, দান-দক্ষিণাদি দ্বারা সুগতি স্বর্গ লাভের জন্য কুশলকর্মাদি সম্পাদন কর। 'তুণ্হী অহোসীতি' বলতে কিভাবে অবিরাম বাধা-বিপত্ত অতিক্রম করা যায়, এ মানসে নীরবতা অবলম্বন করলেন। অনন্তর তাঁর মাতা-পিতা তিনবার বলার পরও কোনো প্রতিউত্তর না পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরকে ডেকে "তোমাদের এ বন্ধু প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাকে তোমরা বারণ কর" এরূপ বললেন। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলা সত্ত্বেও তাদের কথায় কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে নীবর রইলেন। তাই বলা হয়েছে : "অথ খো সুদিন্নস্স কলন্দপুত্তস্স সহাযকা... তুণ্হী অহোসী"তি।

২৯। অতঃপর তাঁর বন্ধু-বান্ধবের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল, "যদি ইনি প্রব্রজ্যা লাভ করতে না পারেন, তাহলে মৃত্যুবরণ করবেন। তাতে কারো লাভ হবে না। প্রব্রজিত হলে (তাঁর) মা-বাবা তাঁকে মাঝেমধ্যে দর্শন করতে পারবেন। আমরাও দেখতে পাবো। প্রব্রজ্যাজীবন খুবই কষ্টকর বলা হয়। প্রতিদিন মাটির পাত্র গ্রহণ করে পিণ্ডচারণ করতে হয়। তা ছাড়া একশয্যা, একাহারী হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা খুবই দুষ্কর। ইনি হলেন সুকোমল এবং (অজন্মা) নগরবাসী। তাই সেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে হয়ে পুনরায় গৃহে ফিরে আসতে পারেন। অতএব তাঁর মাতাপিতা যেন অনুমতি প্রদান করেন সে ব্যাপারে আমরা উৎসাহিত করবো।" অনন্তর তারা সেরূপ করলেন। তাতে মাতাপিতা তাঁর প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করলেন।

৩০। 'হট্‌ঠোতি' বলতে তুষ্টো হওয়া বুঝায়। 'উদগ্গোতি' বলতে প্রীতিবশে দেহ-মন উৎফুল্ল হওয়া বুঝায়। 'কতিপাহন্তি' বলতে কয়েকদিন বুঝায়। 'বলং গাহেত্বাতি' অর্থ উপযুক্ত খাদ্য-ভোজ্য ভোজন করে সুগন্ধ দ্রব্যাদি দিয়ে কয়েকদিন যাবত দেহের যত্ন করে, দৈহিক শক্তি সঞ্চার করে মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অশ্রুসিক্ত জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'পব্বজেততু মং ভন্তে ভগবাতি'—ভন্তে ভগবান, আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন। ভগবান তাঁর পাশে স্থিত জনৈক পিণ্ডচারিক ভিক্ষুকে আহ্বান করে বললেন, "তাহলে, হে ভিক্ষু, সুদিন্নকে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা প্রদান কর।" "উত্তম ভন্তে" বলে সে ভিক্ষু ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে কলন্দপুত্র সুদিন্নকে বুদ্ধপ্রদত্ত সহবিহারী হিসেবে বিবেচনা করে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করলেন। তাই বলা হয়েছে : "অলত্থ খো সুদিন্নো কলন্দপুত্তো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, অলত্থ উপসম্পদা"তি—ভগবানের নিকটে কলন্দপুত্র সুদিন্নের প্রব্রজ্যা লাভ হলো, উপসম্পদা লাভ হলো।

এখানে সব অট্‌ঠকথায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ একই অর্থে কথিত হয়েছে। পালিতে যেভাবে রয়েছে, তেমনিভাবে আমরা অধ্যায়সমূহ বর্ণনা করব। কেবল তা নয়, অন্যত্র অট্‌ঠকথা আচর্যগণ দ্বারা খন্ধক, পরিবার এবং বিভঙ্গে যেভাবে কথিত হয়েছে সেভাবে বলা কর্তব্য। আমরাও সেসব বিষয় সেভাবে বর্ণনা করব। এরূপে বর্ণনা করলে পালি ক্রমে করা হয়। তথায় সেই সেই বিধি অনুযায়ী পালি ক্রমানুযায়ী বিনয় সংবর্ণনা দেখে সেই সেই বিধি অনুযায়ী আলোচিত হবে।

'অচিরূপসম্পন্নোতি' এ অর্থে অচিরে উপসম্পন্ন হয়ে, উপসম্পদা লাভের পর কাল বিলম্ব করেননি বুঝায়। 'এবরূপেতি' বলতে এরূপ, এ জাতীয় বুঝায়। 'ধূতগুণেতি' বলতে ক্লেশ ধ্বংসকরণের গুণ বুঝা। সমাদায বত্ততীতি বলতে নিজে কার্যভার গ্রহণ করে তা সম্পাদন, অভ্যাস করে অবস্থান করা বুঝায়। 'আরঞ্ঞিকো হোতীতি' অর্থ গ্রামস্থ শয়নাসন পরিত্যাগ করে আরণ্যিক ধুতাঙ্গবশে অরণ্যবাসী হন। 'পিণ্ডপাতিকোতি' অর্থ অতিরিক্ত লাভ চৌদ্দ প্রকার ভত্ত (ভাত) পরিত্যাগ করে পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ বলে পিণ্ডপাতিক হন। 'পংসুকূলিকোতি' অর্থ গৃহপতিপ্রদত্ত চীবর পরিত্যাগ করে পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গবশে পাংশুকুলিক হন। 'সপদানচারিকোতি' অর্থ লোলুপাচার পরিত্যাগ করে সপদানচারিক ধুতাঙ্গবশে সপদানচারিক হন; প্রতি ঘরে ঘরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। 'বজ্জিগামন্তি' বলতে বজ্জীদের গ্রাম বুঝায়। 'অড্‌ঢা মহদ্ধনাতি' বলতে উপভোগ, পরিভোগের উপকরণ বিপুলতায় কারণে মহাধনী। যা কিছু উপভোগ্য বা ভোগের উপকরণ রয়েছে, সেগুলো তাদের কাছে বিপুল এবং

বহুল সারবস্তু বলে ব্যক্ত হয়েছে। রক্ষিত ধনের বিপুলতায় মহাধনী। 'মহাভোগাহি' বলতে প্রতিদিনের অর্জিত, সংগৃহীত বিপুলতায় 'মহাভোগা'। অন্যান্য উপভোগ্য সম্পত্তিতে সোনা-রূপা তার বিপুল হওয়ায় 'পহূতজাতরূপরজতা'। প্রভূত অলংকার, ধনের উপকরণ, প্রীতি-আনন্দিত করণের বিপুলতায় 'পহূতবিত্তূপকরনা'। ব্যবহারবশে ধন ও ধান্যের বিপুলতায় 'পহূতধনধঞ্ঞতি' বলে জ্ঞাতব্য।

'সেনাসনং সংসামেত্বাতি' বলতে শয্যাসন সামলায়ে রাখা; যাতে বিনষ্ট না হয়, তা সুন্দরভাবে গুছায়ে রাখা। 'সট্ঠিমত্তে থালিপাকেতি' বলতে গণনা পরিসরে ষাটটি থালা পরিমাণ পাককৃত (ভোজন)। প্রতিটি থালায় যদি দশজন ভিক্ষুর ভোজন রাখা হয়, তাহলে সেসব থালায় ছয়শতজন ভিক্ষুর ভোজন রাখা হয়েছে। 'ভত্তাভিহারং অভিহরিংসূতি' এখানে পাঠিয়ে দেওয়া অর্থে অভিহারো। কী পাঠিয়ে দেওয়া হয়? ভোজন। ভোজন পাঠিয়ে দেওয়া অর্থে 'ভত্তাভিহারো'। সেই পাঠিয়ে দেওয়া ভোজন। 'অভিহরিংসূতি' বলতে অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ গ্রহণ করে নিকটে এসেছিল। এখানে কী পরিমাণ ভোজন রয়েছে? ষাট পাত্র পরিমাণ। তাই বলা হয়েছে : "সট্ঠিমত্তে থালিপাকে ভত্তাভিহারং অভিহরিংসু"তি। 'ভিক্খূনং বিস্সজ্জেত্বাতি' বলতে নিজে উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিক হওয়ায় সপদানচারী ইচ্ছুক হয়ে ভিক্ষুদের পরিভোগার্থে দান দিতে বলেন, এই আয়ুষ্মান ভিক্ষুগণ, ইচ্ছা করলে আমার লব্ধ আহার গ্রহণ করতে পারেন; আমি পিণ্ডাচরণে ক্লান্ত হবো না।" এ অর্থে আমি (এখানে) আগমন করেছি। এভাবে নিজের আগমনের কারণ জ্ঞাত করিয়ে ভিক্ষুদেরকে দান দিয়ে নিজে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন।

৩১। 'ঞাতিদাসীতি' বলতে জ্ঞাতিদের দাসী। 'আভিদোসিকন্তি' বলতে একরাত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া নিষ্কৃষ্ট, বাসি খাবার। তার পদ অর্থ এই যে– দুর্গন্ধ ভাব দোষে দূষিত বলে অভিদোষ। আভিদোষই আভিদোষিক। ইহাই একরাত অতিক্রান্ত নামসংজ্ঞা। যা 'আভিদোতি' তাই আভিদোষিক। কুম্মাসন্তি বলতে যবের মাড়। 'ছড্ডেতুকামা হোতীতি' বলতে ইহা দাস-দাসীদের পক্ষে পরিভোগের অযোগ্য; এমনকি গো-মহিষের পক্ষের পরিভোগের যোগ্য নয়। সেহেতু তা আবর্জনার ন্যায় বাইরে ফেলে দিতে ইচ্ছুক হয়। 'সচেতন্তি' বলতে যদি ইহা। 'ভগিনীতি' বলতে আর্য ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞাতি দাসীকে সম্বোধন করা বুঝায়। 'ছড্ডনীযধম্মন্তি' বলতে প্রকৃতপক্ষে ত্যাগের যোগ্য বা ত্যাগ করা উচিত বুঝায়। তাই এরূপ বলা হয়েছে : "ভগিনি, এতং সচে বহি ছড্ডনীযধম্মং নিস্সট্ঠপরিগ্গহং, তং ইধ মে পত্তে আকিরা'তি।" ভগিনী, যদি সেগুলি ফেলে দেয়ার যোগ্য হওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তাহা এখানে আমার পাত্রে

ঢালুন। এভাবে বললে কী বুঝা যায়? উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ হয় নি বুঝি? না, হয়নি। কেন হবে না? পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্যকে গ্রহণের কারণে। যা বর্জনীয়, পরিত্যক্ত, যা স্বামীর আশ্রয় বা অধিকারমুক্ত, সে সবই এনে দিয়ে এ পাত্রে ঢেলে দাও বলে বলা হয়েছে। সেরূপে আয়ুষ্মান অগ্র আর্যবংশীয় রাষ্ট্রপালও বলেছেন, "পরিত্যক্ত ভাতের মাড় আমার এ পাত্রে ঢেলে দাও"। সেই কারণে এরূপে পরিত্যাজ্য এবং অপরের অনধিকৃত বনজ ফলমুল ভেষজ্যাদি আহরণ করে সেসব যথাসুখে পরিভোগ করা উচিত, মর্মপীড়া অনুভব করা উচিত নয়। 'হত্থানন্তি' বলতে ভিক্ষা গ্রহণের পাত্রে লাগানো দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত। 'পাদানন্তি' বলতে অন্তর্বাসের শেষ হতে নিম্নে দু-পা পর্যন্ত। 'সরস্সতি' বলতে "ভগিনি, যদি ইহা" বলে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর। 'নিমিত্তং অগ্গহেসীতি' বলতে গৃহীকালে দর্শিত পূর্বের হাবভাব (আকার) লক্ষণ চিনতে পেরে অবলোকন করল। সুদিন্ন ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বার বছরে নিজের বিশ বছর বয়সে প্রব্রজিত হয়ে প্রব্রজ্যার আট বছরে জ্ঞাতিকুলে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। সেই কারণে জ্ঞাতিদাসী তাকে চিনতে না পেরে তাঁর (হাত পায়ের) নিমিত্ত লক্ষ করল।

'সুদিন্নস্স মাতরং এতদবোচাতি' বলতে একদিকে প্রব্রজিত, অন্যদিকে গৃহপতির পুত্র; তাই দাসী অতি গৌরবের সাথে "ভন্তে, আপনি সত্যিই কি আমাদের আর্য সুদিন্ন?" এরূপ বলতে অসমর্থ হয়ে দ্রুতবেগে ঘরে প্রবেশ করে সুদিন্ন মাতাকে এ বিষয় জ্ঞাত করাল। 'যগ্ঘেতি' কিছু প্রকাশার্থে নিপাত। 'সচে জে সচ্চন্তি' এখানে 'জেতি' বলতে আলাপ করার্থে নিপাত। এভাবে সেই দেশে দাসীকে সম্বোধন করে। তদ্ধেতু "হে প্রিয় দাসী, তুমি সত্যকথা বল" এখানে এরূপ অর্থ দ্রষ্টব্য।

৩২। 'অঞ্ঞতরং কুট্টমূলন্ত' বলতে সেই দেশে দানপতিদের গৃহে বিশ্রামাগার থাকতো। তথায় সুসজ্জিত আসন, পানীয় জল এবং যাগু প্রস্তুত থাকতো। প্রব্রজিতগণ পিণ্ডচারণে তথায় উপবেশন করে ভোজন করতেন। যদি কারোর ইচ্ছা হয়, দানপতির নিকট হতে প্রয়োজনীয় চেয়ে নিতে পারতেন। তদ্ধেতু তা কোনো এক কুলের ঈদৃশ বিশ্রামাগারের অন্যতর বিশ্রামাগার বলে জ্ঞাতব্য। প্রব্রজিতগণ নিঃস্ব মানুষের ন্যায় অনুপযুক্ত স্থানে বসে ভোজন করেন না।

'অত্থি' বলতে তথায় বিদ্যমান বুঝায়। 'নামাতি' বলতে জিজ্ঞসা, অভিপ্রায় অর্থে নিপাত। এখানে ইহাই বক্তব্য : "তাত সুদিন্ন, আমাদের ধন আছে, আমার নির্ধন নই বলার যোগ্য। যাদের ধন নেই, তাদের ন্যায় তুমি ঈদৃশ স্থানে বসে বাসি যবের যাগু পরিভোগ করতেছ।" অধিকন্তু তাত সুদিন্ন, আমরা

জীবিত রয়েছি, মরে যায়নি, বলার যোগ্য। যারা অনাথ, তাদের ন্যায় তুমি ঈদৃশ স্থানে বসে বাসি যবের মাড় পরিভোগ করতেছ।" অধিকন্তু "তাতা সুদিন্ন, আমার মনে হয় তোমার ভেব্যর বুদ্ধশাসনে আশ্রয়-হেতু শ্রমণগুণ প্রতিলব্ধ হয়েছে। যার কারণে তুমি সুস্বাদু আহার ভোজন করে সংবর্ধিত হয়েও এ ঘৃণিত বাসি যবের মাড় অমৃতবৎ নির্বিকার চিত্তে পরিভোগ করতেছ।" সেই গৃহপতি দুঃখাভিভূত হয়ে এবিষয় সবিস্তারে বলতে অসমর্থ হয়ে "তাত সুদিন্ন, তুমি বাসি যবের মাড় পরিভোগ করতেছ" এতটুকু পর্যন্ত বললেন। বৈয়াকরণিকেরা এখানে এই লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন যে 'অনো'—এই উপসর্গ নামপদের সাথে ব্যবহার উপযোগিতাবশে 'অত্থি' নামক উপপদে পরিণত। 'পরিভুঞ্জস্সসী'তি এই ভবিষ্যতসূষক বাক্য গঠিত হয়েছে। তার ইহাই অর্থ। 'পরিভোগ করবে?'—ইহা প্রত্যাখ্যানমূলক বাক্য। হেতু বলা হয়েছে : "এই পরিভোগে আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাই প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি মরণময্যায় শায়িত হলাম"।

'ততাযং আভিদোসিকোতি' বলতে তথায় তোমার গৃহ হতে এই বাঁসি যবের মাড় লব্ধ হয়েছে এ অর্থ বুঝায়। ইহার পাঠ এভাবেই বুঝতে হবে। তারপরও এই পাঠ তত উপযুক্ত বা সুন্দর নয়। 'যেন সকপিতু নিবেসনন্তি' বলতে যেখানে স্বীয় পিতার ভবন (নিবাস)—এ অর্থ বুঝায়। স্থবির পিতার প্রতি দয়াপরবশ ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। 'অধিবাসেসীতি' বলতে স্থবির উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিক হয়েও "যদি এক ভত্ত গ্রহণ না করি, তাহলে তাদের অত্যন্ত দৌর্মনস্য ভাব উৎপন্ন হবে" এরূপ জ্ঞাতিদের অনুকম্পায় সম্মতি প্রদান করেছিলেন।

৩৩। 'ওপুঞ্জাপেত্বাতি' বলতে লেপন করিয়ে বুঝায়। 'একং হিবেঞ্ঞঞস্সাতি' এখানে 'হিরঞ্ঞন্তি' বলতে মুদ্রা বলে জ্ঞাতব্য। 'পুরিসোতি' বলতে দীর্ঘও নয় হ্রস্বও নয়, মধ্যম প্রমাণ বলে জ্ঞাতব্য। 'তিরোকরণীযন্তি' বলতে কামরা করণার্থে পর্দা দিয়ে চতুর্দিকে বেষ্টন করা। অথবা বহির্পার্শ্ব সজ্জিত করার পর্দা, তা দিয়ে চতুর্দিক পরিবেষ্টন করা—এ অর্থ বুঝায়। 'তেন হীতি' বলতে যেহেতু আজ সুদিন্ন আগমন করবে, সেই কারণে। 'ইতি' অর্থ পদ পূরণার্থে নিপাত। 'তেনাতি' বলতে প্রেরণা অর্থে নিপাতের ন্যায়।

৩৪। 'পুব্বণ্হসমযন্তি' বলতে এখানে পালি মূলপিটকে সময় জ্ঞাপনার্থে কিছুই বলা হয়নি। তারপরও তিনি প্রকাশিত সময়ে গিয়েছেলেন বলে এখানে জ্ঞাতব্য। 'ইদং তে তাতাতি' বলতে হে পুত্র, এই দুই স্তূপ তোমারই' দেখানোর সময় বললেন। 'মাতূতি' বলতে জননী বুঝায়। 'মত্তিকন্তি' বলতে মাতৃকুল হতে আনিত, ইহা তোমার মাতামহীর প্রদত্ত ধন, যা তোমার মা এ গৃহে

আগমনকালে এনেছিলেন। 'ইত্থিকায়' বলতে স্ত্রীজাতির ধন এরূপ বললেন। 'ইত্থিকায' হচ্ছে স্ত্রীপরিভোগের জন্য স্নানের সাবানাদি প্রয়োজনে লব্ধ ধনের কি পরিমাণ ব্যয় হবে। তবুও তার পরিমাণ কত বিশাল, তা দর্শন করে। অথবা তাত সুদিন্ন, ইহা তোমার মাতার ধন, যা মাতৃকুল হতে আনিত। আমার কর্তৃক প্রদত্ত নয়। তোমার মাতারই সম্পত্তি। ইহা কৃষি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে লব্ধ নয়। অধিকন্তু, স্ত্রীর ধন। যা তোমার স্ত্রী পিতৃকুল হতে স্বামীকুলে আসার সময় স্নানের সাবানাদির প্রয়োজনে লব্ধ স্ত্রীধন। তার পরিমাণই এরূপ।

'অঞ্ঞং পেত্তিকং অঞ্ঞং পিতামহন্তি' বলতে এই অপরগুলো তোমার পিতা ও পিতামহের ধন। অন্যদিকে নিহিত, উৎপাদিত ধন এর চেয়ে অত্যধিক। এখানে 'পিতামহন্তির' (তদ্ধিত) বাদ দিয়ে 'পেতামহন্তি' পাঠ করা জ্ঞাতব্য। 'লব্ধ তাত সুদিন্ন হীনাযাবাত্তিত্বাতি' বলতে তাত সুদিন্ন উত্তম আর্য লক্ষণসম্পন্ন প্রব্রজিতাবস্থা ত্যাগ করে হীন গৃহীকুলে পুনরায় ফিরে এসো। লব্ধ, অলব্ধ ভোগসম্পত্তি পরিভোগ করতে থাক। তুমি রাজভয়ে প্রব্রজিত নও, ঋণ দ্বারা আবদ্ধ হয়েও নও। 'তাত ন উস্সহামতি' এখানে 'তাতাতি' বলতে গৃহোচিত স্নেহবশে বললেন, ভিক্ষুত্বের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে না। 'ন উস্সহামীতি' বলতে সক্ষম হবো না। 'ন বিস্সহামীতি' বলতে সমর্থ হবো না, আগ্রহী হবো না।

"বদেয্যাম খো তং পহপতী"তি বলতে হে গৃহপতি, আপনি ইহা কী বলছেন! ভিক্ষুত্বের দৃঢ়তা দ্বারা এ বাক্য বললেন। 'নাতিকড্ঢয্যাসীতি' বলতে আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ রয়েছে, তাতে ক্রোধবশে টানা-হেঁচড়া করতে পারেন; যদি ক্রুদ্ধ না হন, এরূপ বলা হয়েছে। তখন শ্রেষ্ঠীর "আমার পুত্র মনে হয় ধনস্তূপ সম্বন্ধে কিছু করতে ইচ্ছুক" এ ভেবে উৎসুকচিত্তে বললেন, "তাত সুদিন্ন, নিঃসন্দেহ বলতে পার।" 'তেনহীতি' বলতে প্রেরণা অর্থে বিভক্তির ন্যায় হলেও নিপাত। 'ততোনিদানন্তি' বলতে সেই কারণে সেই হেতুতে বিশেষ বাক্যে তার আদেশ বলে জ্ঞাতব্য। সমাস-বাক্য দ্বারা তার লুপ্ত হয়। 'ভযং বাতি' বলতে কিভাবে আমার ভোগ-সম্পত্তি কি রাজাগণ হরণ করবেন না? এই নিয়মে রাজাদি ভয় ব্যক্ত হয়েছে। ইহা ত্রাস উৎপাদন অর্থে। 'ছম্ভিতত্তন্তি' বলতে রাজা ও চোর-ডাকাত কর্তৃক "ধন দাও" এরূপ বললে প্রদানকারীর প্রতিক্রিয়ায় পীড়িত, কায় উত্তেজনা, কায়কম্পন এবং হৃদয়মাংসে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। 'লোমহংসোতি' বলতে উৎপন্ন ভয়ে লোম খাড়া হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়। 'আরক্খোতি' বলতে ভেতরে, বাইরে ও দিনে, রাতে সর্বদা ধনরক্ষণে নিয়োজিত থাকেন।

৩৫। 'তেন হি বধূতি' বলতে গৃহপতি শ্রেষ্ঠী নিজের পুত্রকে ধন দর্শন

করিয়ে গৃহীকুলে প্রলুব্ধ করতে অক্ষম হয়ে "এক্ষণে স্ত্রী সদৃশ পুরুষের বন্ধন নেই" ভেবে সুদিন্নের পূর্ব্বে স্ত্রীকে আহ্বান করেন, "হে বৌমা।" 'পুরাণদুতিযিকন্তি' বলতে পর্ব স্ত্রী অর্থাৎ গৃহীকালের স্ত্রী; গৃহাচিত সুখ পরিভোগের সঙ্গীনি আগের ভার্যা। 'তেন হীতি' বলতে যেই কারণে স্ত্রীসদৃশ বন্ধন নেই। 'পাদেসু গহেত্বাতি' বলতে পাদদ্বয় গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য সাধনার্থে শ্বশুরের আদেশে, পাদদ্বয় অথবা তাকে (সুদিন্নকে) গ্রহণ বা জড়িয়ে ধরতে। "কীদিসা নাম তা অয্যপুত্ত অচ্ছরাযো"তি" আর্যপুত্রের এ কেমন আশ্চর্য আচরণ? সে সময় অনেক ক্ষত্রিয়পুত্র, ব্রাহ্মণপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র মহাভোগসম্পদ ত্যাগ করে প্রব্রজিত হতে দেখে প্রব্রজ্যাগুণের অজানাকথা উদ্ভূত হয়েছিল "কেন তারা প্রব্রজিত হচ্ছে"? অনেকে বললো, "দেব অপ্সরা, দেব নর্ককী লাভের কারণে"। সেই চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ল। তাই (সেই কথা) গ্রহণ করে তারা এরূপ বললেন। স্থবির তা আপত্তি জানিয়ে, 'ভগিনী, আমি সেসব লাভের জন্য নই' বললেন। 'সমুদাচরতীতি' বলতে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বলা। 'তথেব মুচ্ছতা পপতাতি' বলতে 'ভগিনী' বলে সম্বোধন করতে দেখে "আর্যপুত্র আমাকে এক্ষণে অগ্রহ্য করে নিজের সাথে এক মাতৃগর্ভে শায়িতা বালিকা ভাবতেছেন" এমন করে মর্মপীড়া উৎপন্ন হয়ে সেখানেই মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। পড়ে যাওয়ার অর্থ বুঝায়।

'মা নো বিহেঠযিত্থাতি' বলতে আমাকে ধন দেখিয়ে ও স্ত্রীতে প্ররোচিত করিয়ে উৎপীড়ন করবেন না। এসব বিষয় প্রব্রজিতদের জন্য অনিষ্টকর। 'তেন হি তাত সুদিন্ন বীজকম্পি দেহীতি' এখানে 'তেন হীতি' বলতে আসক্তিতে প্ররোচিত করা। যদি অভিরমিত হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, তাহলে উন্মুক্তস্থানে উপবেশন করে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবে, তাই আমাদের কুলবংশের বীজসদৃশ একটি পুত্র লাভের উপায় দাও। 'মা নো অপুত্তকং সাপতেয্যং লিচ্ছবযো অতিহরাপেসুন্তি' বলতে আমরা লিচ্ছবী রাজগণের রাজ্যে বাস করতেছি। তোমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা আমাদের কুলধন রক্ষাকারী পুত্র না থাকায় এ অপুত্রক মহা বিভবসম্পত্তি স্বীয় রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেন। তারা যেন এ সম্পত্তি নিয়ে যেতে করতে না পারেন। তারা এ সম্পত্তি হরণ না করুক, এ উপায় করে দাও। 'এতং খো মে, অম্ম, সক্কা কাতুন্তি' বলতে 'অবশ্য আমার দ্বারা এমনটি সম্ভব'। কেন এরূপ বললেন? তিনি চিন্তা করলেন, "আমিই একমাত্র এদের সম্পত্তির মালিক, আমি ছড়া অন্য কেউ নেই। তারা সম্পত্তি রক্ষার্থে সর্বদা আমার নিকট আগমন করতে পারেন। তদ্ধেতু আমি উৎকণ্ঠাবিহীন চিত্তে শ্রামণ্যধর্ম পালন করতে পারবো না। পুত্র লাভ করলে তারা অন্যকিছু করবেন না। তখন আমি যথাসুখে শ্রামণ্যধর্ম পালন করতে পারবো"

ইহা ভেবে এরূপ বললেন।

৩৬। 'পুপ্ফন্তি' বলতে ঋতুমতিকালে জাতরক্ত। স্ত্রীলোকের ঋতুমতি কালে গর্ভপ্রতিষ্ঠস্থান রক্তবর্ণ ভ্রূণ উৎপন্ন হয়ে সাতদিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙে যায়। সে তখন হতে রক্ত নির্গত হয়, তার নামই ফুল। তা যাবত বলবান থাকে এবং বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিসন্ধি উপস্থিত হলেও স্থিত থাকে না। দূষিত রক্তের সাথে নিঃসৃত হয়। দূষিত রক্ত নিঃসৃত হলে ত্রুটিহীন স্থানে স্বীকৃত প্রতিসন্ধি সত্ত্ব উপস্থিত হয়। 'পুপ্ফংসা উপ্পজ্জীতি' বলতে তার ফুল উৎপন্ন হোক। অ-কার লুপ্ত হবার কারণে সন্ধি। 'পুরানদুতিযিকায বাহ্যযং গহেত্বাতি' বলতে পূর্ব্বের স্ত্রীর যে বাহুদ্বয়, তথায় তাকে ধরার অর্থে এ কথা বলা হয়েছে।

'অপঞ্ঞত্তে সিক্খাপদেতি' বলতে প্রথম পারাজিকা শিক্ষাপদ অপ্রজ্ঞাপ্ত বুঝায়। ভগবান জ্ঞান লাভের প্রথম বিশ বছর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ চিত্তকে সংযত রেখেছিলেন, এরূপ অসদাচরণ করেন নি। তাই এ সম্পর্কে সূত্রে বলা হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিক এক সময় আমার ভিক্ষুগণ চিত্তকে সংযত রেখেছিলেন।" (ম.নি. ১.২২৫) অতঃপর ভগবান অসদাচরণ করতে না দেখে পারাজিকা, সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন নি। সেই সেই স্থানে অবশেষে পাঁচ স্কন্ধ খন্ধক আপত্তি স্কন্ধে এসব প্রজ্ঞাপ্ত করেন। তাই এরূপ বলা হয়েছে : "অপ্রজ্ঞাপ্তে শিক্ষাপদ।"

'অনাদীনবদস্সোতি' এ অর্থে ভগবান এখন যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করা হবে তার আদীনব দর্শন করেও, তা করতে না দেখে নির্দোষ সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে নীরব রয়েছিলেন। যদি "জানে ইহা করণীয় নয়, এতে (প্রব্রজিত জীবনের) মূল উচ্ছেদ হবে" এই হেতুতে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্র জীবন অবসানের শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করতো না। এখানে অসদাচরণের আদীনব দেখেও তা সংঘটিত হতে না দেখে নির্দোষ সংজ্ঞায় নীরবে ছিলেন। তাই বলা হয়েছে : "অনাদীনবদস্সো"তি। 'পুরাণদুতিযিকাযাতি' ইহা ভুম্মবচন। 'অভিবিঞ্ঞাপেসীতি' বলতে প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রবর্তন উত্তেজনার কারণে কায়বিজ্ঞপ্তি আলোড়ন-হেতু "বিঞ্ঞাপনা"তি বলা হয়েছে। তিনবার কামাচার করে গর্ভসংস্থান পূর্ণতাপ্রাপ্ত করেছিলেন।

'সা তেন গব্ভং গণ্হীতি' বলতে সে (সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রী) সেই কামাচারে গর্ভবতী হয়েছিলেন, অন্য কারণে নয়। অন্য কারণে কি গর্ভবতী হতে পারে। পারে। কিভাবে? কায়সংসর্গ দ্বারা, বস্ত্রগ্রহণের দ্বারা, অশুচি (বীর্য) পান দ্বারা, নাভী স্পর্শ দ্বারা, রূপ দর্শনের দ্বারা, শব্দ শ্রবণের দ্বারা, গন্ধ দ্বারা। কোনো কোনো স্ত্রীলোক ঋতুমতীর সময়ে ছন্দরাগ (কাম) উৎপন্ন হয়ে পুরুষের হাত,

চুল গ্রহণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে আস্বাদ অনুভব করলে গর্ভবতী হয়ে থাকে। এভাবে কায়সংসর্গ দ্বারা গর্ভবতী হয়।

উদায়ী স্থবিরের পূর্ব স্ত্রী সেই অশুচি (বীর্য্য) কিছু পান করেছিলেন, কিছু বস্ত্রের সাথে অঙ্গজাত (স্ত্রীলিঙ্গে) লেপন করেছিলেন। তিনি সেই কারণে গর্ভবর্তী হয়েছিলেন। এভাবে বস্ত্রগ্রহণের দ্বারা গর্ভবতী হয়।

মৃগশৃঙ্খ তাপসের মা মৃগী ঋতুমতীসময়ে তাপসের প্রস্রাব স্থানে আগমন করে যথাসম্ভব প্রস্রাব পান করেছিল। সেই মৃগী সেই কারণে গর্ভবতী হয়ে মৃগশৃঙ্খকে প্রসব কলল। এভাবে অশুচিপান দ্বারা গর্ভবর্তী হয়।

শ্যাম বোধিসত্ত্বের মাতা পিতার চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয় জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পুত্রপ্রদানকামী হয়ে দুকুলপণ্ডিতকে বলেছিলেন, আপনাদের মৈথুনধর্ম সেবন করা প্রয়োজন নয় কি? ইহা আমাদের অনর্থক, আমরা ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত।" তাহলে উনি ঋতুমতী হলে আপনি আঙ্গুল দ্বারা উনার নাভী স্পর্শ করবেন। তিনি সেরূপ করলেন। তাপসী তদ্দ্বারা গর্ভ ধারণ করে যথাসময়ে শ্যাম নামক বালক তাপসকে প্রসব করলেন। এভাবে নাভী স্পর্শের দ্বারা গর্ভবতী হয়। এই নিয়মে মণ্ডব্য ও চণ্ড প্রদ্যোতের কাহিনী দৃষ্টব্য।

কিভাবে রূপদর্শন দ্বারা গর্ভবতী হয়? ইহজগতে স্ত্রীলোক ঋতুমতী সময়ে পুরুষের সংসর্গ না পেয়ে কামরাগবশে অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকের ন্যায় ঘরের ভেতর হতে পুরুষকে অপলক দৃষ্টিতে দর্শন করে, তদ্দ্বারা সে গর্ভবতী হয়। এভাবে রূপ দর্শনের দ্বারা গর্ভবতী দ্বারা গর্ভবতী হয়। বলাকাদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই। তারা ঋতুমতী সময়ে মেঘের গর্জন শুনে গর্ভ ধারণ করে। মুরগীও কখনো কখনো একটি মোরকের ডাক শুনে বহু মুরগী গর্ভ ধারণ করে। সেরূপে গাভীও বৃষের শব্দ শুনে গর্ভ ধারণ করে। এভাবে শব্দশ্রবণের দ্বারা গর্ভবতী হয়। কখনো কখনো গাভী বৃষের গন্ধের দ্বারা গর্ভ ধারণ করে। এভাবে গন্ধের দ্বারা গর্ভবতী হয়।

এখানে এভাবেই গর্ভ ধারণ হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "মাতাপিতার মিলন, মাতা ঋতুমতী, গন্ধর্ব উপস্থিত—এ তিনের সংযোগ হলে গর্ভসঞ্চার হয়।

'ভুম্মা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসন্তি' বলতে যেখানে লোকজন নেই এরূপ নির্জনস্থানে পাপকর্ম সম্পাদন করলেন। সর্বপ্রথম সেরূপ তিনি নিজে জানলেন, তা হতে আরক্ষদেবতা, অতঃপর পরচিত্তজ্ঞ দেবতা। সেই হেতুতে পরচিত্তজ্ঞ তরুবীথিতে অবস্থিত ভূমিবাসী সব দেবতা সেই অসৎ আচরণ দেখে উচ্চশব্দে দোষীর দোষ প্রচার করলেন। অন্য দেবতাগণ তা শুনতে পেয়ে তারাও সেভাবে প্রচার করলেন। কিভাবে? নিরব্বুদো বত, ভো ... আদীনবো উপ্পাদিতোতি।

তার অর্থ এই বৈরঞ্জকাণ্ডে বর্ণিত নিয়মে জ্ঞাতব্য।

'ভম্মাং দেবনাং সদ্দং সুত্বা চাতুমহারাজিকাতি' বলতে এখানে ভূমিবাসী দেবতাগণের আকাশবাসী দেবতাগণ শ্রবণ করলেন; আকাশবাসী দেবতাগণের চতুর্মহাজিক দেবতাগণ শ্রবণ করলেন, এভাবে অনুক্রমে জ্ঞাতব্য। 'ব্রহ্মকাযিকাতি' বলতে অসত্ত্ব এবং অরূপাবচর ব্রহ্মলোককে বাদ দিয়ে সব ব্রহ্মগণ শ্রবণ করলেন; শ্রবণ করে তাঁরাও উচ্চশব্দে দোষীর দোষ প্রচার করলেন। 'ইতিহ তেন খনেনাতি' বলতে এভাবে সুদিন্নের সেই অসদাচরণের ক্ষণে। 'তেন মুহূত্তেনাতি' বলতে সেই অসদাচরণের মুহূর্তে। 'যাব ব্রহ্মলোকাতি' বলতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। 'অব্ভুগ্গচ্ছীতি' বলতে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে এক মহা কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিল।

'পুত্তং বিজাযীতি' বলতে সুবর্ণবিম্ব সদৃশ অন্তিম ভাবীসত্ত্ব জন্ম দিয়েছিলেন। 'বীজকোতি বলতে নামকংসূতি' বলতে "বীজ দাও" বলে মাতামহীর ব্যক্তভাব প্রকটিত হলে "এর নাম বীজকই হোক' বলে "বীজক" নাম রাখলেন। পুত্রের নামবশে মাতাপিতাকে তার নামে ডাকা হতো। 'তে অপরেন সমযেনাতি' বলতে বীজক এবং বীজকমাতাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। বীজকের বয়স সাত বছর পূর্ণ হলে তার মাতা ভিক্ষুণীদের নিকট এবং বীজক ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজিত হয়ে উভয়ে কল্যামিত্রের আশ্রয়ে থেকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে : "উভো অগারম্মা অনগারিযং পব্বজিত্বা অরহত্তং সচ্ছাকংসূ"তি।

৩৭। এভাবে মাতা-পুত্রের প্রব্রজ্যা সফল হয়েছিল। পিতা অনুতাপগ্রস্ত হয়ে অবস্থান করতেছিলেন। তাই বলা হয়েছে : "অথ খো আযস্মতো সুদিন্নস্স অহুদেব কুক্কচ্চ"ন্তি ইত্যাদি। তথায় 'অহুদেবাতি' বলতে 'অহু + এব' দ-কার আগমনে সন্ধি। ইহার অর্থ হয়েছিল। তারই নাম অনুতাপগ্রস্ত হওয়া। তিনি বিজ্ঞগণ কর্তৃক ইহা অকরণীয় ও ঘৃণ্যকার্য বলে জানলে তাঁর অনুশোচনা উৎপন্ন হয়েছিল। কৃত অসদাচরণ বর্জন করতে অসমর্থ হবার কারণে বিরূপ শরণভাব হেতু অনুতাপগ্রস্ত হওয়া বুঝায়। 'অলাভা বত মেতি' বলতে নিশ্চয়ই আমার অলাভ হয়েছে; যেই ধ্যানাদি গুণ ছিল, তা আমার নাশ হয়েছে, অন্য কাররো নয়, ইহাই অভিপ্রায়। 'ন বত মে লাভাতি' বলতে আমার প্রতিলব্ধ প্রব্রজ্যা শরণগমন শিক্ষা সমাদান প্রভৃতি যে গুণ বদ্যমান ছিল, তা' অসদাচারণের লিপ্ত হওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়েছে। 'দুল্লদ্ধং বত মেতি' বলতে এই শাসন লাভ করেও আমার কর্তৃক দুর্লব্ধ হয়েছেন। 'ন বত মে সুলদ্ধন্তি' বলতে অন্যান্য কুলপুত্রদের নিশ্চয় আমার ন্যায় দুর্লব্ধ হয়নি, সুলব্ধ হয়েছে। কেন? 'যমহং এবম স্বাকখাতো ধম্মবিযে ... ব্রহ্মচারিযং চরিতুন্তি।

'ব্রহ্মচরিযন্তি' বলতে ত্রিশিক্ষায় সংগৃহীত মার্গযুক্ত ব্রহ্মচর্য বুঝায়। 'কিসো অহোসীতি' বলতে খাইতে, ভোজন করতে অসমর্থ হয়ে রক্ত-মাংস শুষ্ক হয়ে কৃশ হয়েছিলেন। 'উপ্পণ্ডুপ্পণ্ডুজাতোতি' বলতে বৃক্ষের জীর্ণপত্রের সদৃশ উৎপন্ন পাণ্ডুবর্ণ ভাব বুঝায়। 'ধমনিসন্থতগত্তোতি' বলতে রক্ত-মাংস ক্ষয়িত হয়ে দেহের ধমনীজাল প্রকটিত হয়েছিল। 'অন্তোমনোতি' বলতে অনুশোচনাবশে স্থির চিত্তের অভ্যন্তর। হৃদয়বস্তুতে আশ্রয় করে প্রবর্তনবশে সর্ব বিষয় বুঝায়। 'নীলমনোতি' বলতে লক্ষ্যকরণ প্রশ্নে কর্মস্থানে, অধিশীলে, অধিচিত্তে, অধিপ্রজ্ঞায় ব্রত-প্রতিব্রত পূরণে মন দায়িত্বহীন, অবিকাশিত, সব দিক দিয়ে উৎসাহহীন, নিস্তেজ, সংকুচিত হওয়াই লীনমন। 'দুক্খীতি' বলতে চিত্ত দুঃখে দুঃখী। 'দুম্মনোতি' বলতে দোষের কারণ দুষ্ট এবং দৌর্মনস্য অভিভূত কুৎসিত মন। 'পজ্ঝাযীতি' বলতে অনুতাপবশে দলপতিহীন গাধার ন্যায় সেই সেই চিন্তা করেছিলেন।

৩৮। 'সহাযকা ভিক্খূতি' বলতে এভাবে তাকে বহুজনের মধ্যে থাকার অভিপ্রায়ে আবিষ্ট হয়ে সময় কাটাতে দেখে যাকে বিশ্বাস করে, কথা বলতে প্রীতিজন্মে সেই ভিক্ষুগণকে এরূপ বলা হয়। পীনিন্দ্রিযোতি' বলতে চিত্তপ্রসাদ লাভের সুযোগহীনের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। 'সো দানি ত্বন্তি' এখানে 'দানীতি' হল নিপাত, সে-ই তুমি। 'কচ্চিনো ত্বন্তি' বলতে কখন হতে তুমি? 'অনভিরতোতি' বলতে উৎকণ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ গৃহী জীবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণই অর্থ। তাই সেই অনভিরতিকে প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয়েছে : "বন্ধু" আমি প্রব্রজ্যায় অনুরাগহীন নহি। বরঞ্চ "আমি অতি উৎকৃষ্ট ধর্মের ভাবনায় অভিরত আছি"। 'অত্থি মে পাপকম্মং কতন্তি' বলতে আমার দ্বারা এক পাপকর্ম কৃত হয়েছে; তা অনুভূত হয়, স্মরণ হয়। সম্মুখবর্তী হবার ন্যায় সব সময় আমার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অতঃপর তা প্রকাশ করতে "পুরানদুতিযকাযা"তি ইত্যাদি বললেন।

'অলঞ্হি তে, আবুসো সুদিন্ন, কুক্কুচ্চাযাতি' বলতে আবুসো সুদিন্ন, তোমার এরূপ পাপকর্মে অবশ্যই অনুশোচনা করা যুক্তিযুক্ত; তাই তীব্রভাবে অনুশোচনা উৎপন্ন কর—এরূপ বলা হয়েছে। 'যং ত্বন্তি' বলতে যেই পাপের কারণে তুমি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে সমর্থ হলে না, সেই পাপের প্রতি অবশ্য অনুশোচনা করা উচিত—এ সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞাতব্য। অতঃপর অনুশোচনা করে "ননু আবুসো ভগবতা"তি ইত্যাদি বলেছিলেন। তথায় 'ননূতি' বলতে অনুমতি গ্রহণার্তে নিপাত। 'অনেক পরিযাযেনতি' বলতে নানা কারণে। 'বিরাগাযাতি' বলতে বিরাগ অর্থে। 'নো সরাগাযাতি' বলতে আসক্তিতে অনুরাগ উৎপাদনের জন্য নয়। ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে : "আমার এই ধর্মশ্রবণ করে সত্ত্বগণ

সর্ব ভবভোগের প্রতি নিরুৎসাহী হবে, উৎসাহী হবে না" এই অর্থে ধর্ম দেশিত হয়েছে। ইহাই অভিপ্রায়। সর্বপদে এই নিয়ম। এখানে এই পর্যায়ে উপদেশ মাত্র। 'বিসংযোগাযাতি' বলতে সংযুক্ত হবার জন্য নয়। 'অনুপাদানাযাতি' বলতে অগ্রহণার্থে। 'নো সউপাদানাযাতি' বলতে সংগ্রহণার্থে নয়।

'তত্থ না ত্বন্তি' বলতে তাতে তুমি। 'সরাগায চেতেস্সসীতি' বলতে আসক্তির সাথে কেন তুমি বর্তমান মৈথুনধর্মের চিন্তা, কল্পনা, পরিকল্পনা করবে; এভাবে এ বিষয়ে সচেষ্ট হবে, এ অর্থে। সর্বত্র এ নিয়ম। রাগ-বিরাগাদি নিবৃত্তি করে নব লোকোত্তর ধর্ম নির্বাণের সম্বন্ধে পুনঃ বলা হয়েছে। সে কারণে 'রাগ-বিরাগ' অহংকার-নিরহংকার ইত্যাদির উল্লেখ নির্বাণ অর্থেই দৃষ্টব্য। যেহেতু সেই নির্বাণ যার উপস্থিতিতে, সংস্রবে এবং হেতুতে রাগের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়। রাগের অস্তিত্ব থাকে না। তদ্ধেতু 'রাগ-বিরাগোতি' বলা হয়েছে। যেহেতু তার উপস্থিতিতে মানমদে প্রমত্ত পুরুষের মত্ততা সংযমিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু 'মদ নিম্মদনন্তি' বলা হয়েছে। যেহেতু তার উপস্থিতিতে সব কামপিপাসা বিনষ্ট হয়, লুপ্ত হয়; তদ্ধেতু 'পিপাসবিনযোতি' বলা হয়েছে। যেহেতু তার উপস্থিতিতে পঞ্চকামগুণের আলয় সমুৎপাটিত হয়; তদ্ধেতু 'আলযসমুগ্ঘাতোতি' বলা হয়েছে। যেহেতু তার উপস্থিতিতে ত্রিভূমিক বর্তকে ধ্বংস করা হয়; তদ্ধেতু 'বট্টুপচ্ছেদোতি' বলা হয়েছে। যেহেতু তার উপস্থিতিতে সব তৃষ্ণাক্ষয় করা হয়; তদ্ধেতু 'তণ্হক্খযো বিরাগো নিরোধোতি' বলা হয়েছে। যেহেতু এই চার প্রকার যোনি, পঞ্চগতি, সপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি, নব সত্ত্ববাসসহ অন্যান্যভব আশ্রয়ের বন্ধন হতে, (বিনমতো), আবদ্ধ হতে, তীব্র হতে আকাঙ্ক্ষা হতে, লব্ধ সংস্রব হতে এবং ত্যাগ হতে ত্যাগ, মুক্ত, বিমুক্ত; তদ্ধেতু 'নিব্বানন্তি' বলা হয়েছে।

'কামানং পহানং অক্খাতন্তি' বলতে বস্তুকাম এবং ক্লেশকামের প্রহীনকে বলা হয়েছে। 'কামসঞ্ঞানং পরিঞ্ঞাতি' অর্থে সর্ব প্রকার কামসংজ্ঞার জ্ঞাতধারণা প্রহীনবশে ত্রিবিধ পরিজ্ঞানকে বলা হয়েছে। 'কামপিপাসানন্তি' বলতে কামজ্বালা নিবারণের জন্য কাম পরিভোগের ইচ্ছা। 'কামবিতক্কানন্তি' বলতে কামসংযুক্ত বিতর্ক। 'কাম পরিলাহনন্তি' বলতে পঞ্চকামগুণযুক্ত আসক্তিবশে উৎপন্ন অন্তর্দাহ পরিদাহকে বুঝায়। এই পঞ্চবিধ স্থানে ক্লেশের বিনাশসাধনের পন্থাকে লোকোত্তর মার্গ বলা হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম তিন স্থানের মধ্যে লৌকিক-লোকোত্তর মিশ্রিত মার্গর উল্লেখ হয়েছে। এরূপই জ্ঞাতব্য।

'নেতং আবুসোতি' বলতে আবুসো, এরূপ হবে না। তোমার এ পাপকর্মের ফলে অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসাদ বৃষ্টির কারণও হবে

না। 'অথ অথখ্বেতন্তি' বলতে অতঃপর এরূপ। 'অথখ্বেতন্তি' হচ্ছে 'অথ খো এতং'। তবে 'অথ খো তন্তি পি' পাঠ করা যুক্তিযুক্ত। 'অঞ্ঞথত্তাযাতি' বলতে চিত্তপ্রসাদ উৎপন্নকারীদের মনে অন্যথাভাব তথা মনস্তাপ উৎপন্ন হবে। যারা মার্গজ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যতে প্রসন্ন হবেন, তাদেরও মনস্তাপ উৎপন্ন হতে পারে যে "আমরা ঈদৃশ ধর্মবিনয়ে প্রসন্ন, অথচ ভিক্ষুগণ এরূপ কুপথে প্রতিপন্ন।" তবে মার্গজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন যাদের শ্রদ্ধা তাদের ঈদৃশ বিষয়ে, এমনকি তদপেক্ষা নিদারুন ঘটনাতেও তাদের সেই প্রবল বায়ু দ্বারা অবিচলিত সুমেরু পর্বতের ন্যায় অটল অবিচলই থাকে। তাই বলা হয়েছে : "একচ্চানং অঞ্ঞথত্তাযা"তি।

৩৯। 'ভগবতো এতমত্থং আরোচেসুন্তি' বলতে ভগবানের নিকট এ বিষয় প্রকাশ করলেন, জ্ঞাত করালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জ্ঞাত করানোর অর্থ সেই আয়ুষ্মানের প্রতি প্রিয়ভাবাপন্ন হয়ে যেমন নয়, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্যেও নয়; অথবা অগুণ প্রকাশ করার জন্যে বা দোষ আরোপনের জন্যে ও নয়। এমনকি "এই বিষয় শুনে ভগবান তাকে এ শাসনে প্রতিষ্ঠিত না দেখে বহিষ্কার করবেন" এরূপ ধারণায়ও নয়। অতঃপর "এ শাসনে ক্ষত (উৎপন্ন) হয়েছে জেনে ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করে যথাসময়ে অনুজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করবেন" এই বলেই জ্ঞাত করালেন।

'এতস্মিং নিদানে এতস্মিং পকরণেতি' বলতে এখানে সুদিন্নের কামাচারজনিত পাপকর্ম শিক্ষাপদ-প্রজ্ঞপ্তির প্রয়োজন মনে হওয়াতে নিদান, প্রকরণ বলে হয়েছে। যেহেতু স্বীয় সম্পাদিত কার্যের বিপাক উৎপন্ন হয়। "এভাবেই তা তোমরা গ্রহণ কর"। দর্শনকারীর ন্যায় মনোনিবেশ করা, উৎপন্ন করা, (তা) করতে চেষ্টা করা এবং সেভাবে সম্পাদন করা—তদ্ধেতু নিদান, প্রকরণ বলা হয়। 'বিগরহি বুদ্ধো ভগবাতি'—এ অর্থে ভগবান সুদিন্নকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা, নিন্দা করলেন। অগ্রপুদ্গল ভগবান প্রশংসার যোগ্য ভিক্ষুকে প্রশংসা এবং নিন্দার যোগ্য ভিক্ষুকে নিন্দা করে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। শীল লঙ্ঘনকারী পুদ্গলকে দেখে ভগবান এমন ভাবেন না যে, "ইনি (উচ্চ) জাতি, গোত্র, কুলপুত্র, গ্রন্থধুর, ধুতাঙ্গধারী, জ্ঞাতযশস্বী, ঈদৃশ পুদ্গল। তাই তাকে রেখে ঢেকে বলা দরকার।" অথবা উদ্যমশীল গুণবান দেখে, তার গুণ ঢেকে রাখাতে চিত্ত করে থাকেন। বস্তুত তিনি নিন্দার যোগ্যকে নিন্দা অকম্পিত চিত্তে এবং প্রশাংসার যোগ্যকে প্রশংসাই করে থাকেন। তাই তদনুরূপ লক্ষণে তাকে স্থিত দেখে ভগবান "অননুচ্ছবিকং" ইত্যাদি বচন দ্বারা ভর্ৎসনা করলেন।

তথায় অর্থবর্ণনা হল : মোঘপুরুষ, তোমার কর্তৃক যে হীন মনুষ্যকর্ম কৃত

হয়েছে, তা শ্রমণের করণীয় বা নির্বাণযুক্ত শাসন সদ্ধর্মের উপযুক্ত নয়, তাই 'অনুচ্ছবিকং'। ধর্মসমূহের দেহাবরণ দেহছায়া সুন্দরভাবে উৎপন্ন না হলে পশ্চাদ্‌গামী হয় না। অতঃপর ধর্ম হতে অতি দূরে সরে যাওয়ার ন্যায় হয়। অনুপযোগীর ন্যায় বলেই 'অননুলোমিকং'। সেই ধর্মসমূহের অনুরূপ হয় না। বলেই অসঙ্গতভাবে অনুচিত কার্য সম্পাদিত হয়। অননুরূপ হওয়াতেই 'অপ্পতিরূপ'। প্রতিরূপসদৃশ তথা অনুরূপ আকৃতি হয় না। বলেই অতঃপর তাহা অসদৃশ অপ্রতিরূপের ন্যায় হয়। অপ্রতিরূপ হওয়াতেই 'অস্‌সামণকং'। যা ভিক্ষু-শ্রামণের কর্ম নয়। অশ্রমণোচিত হওয়াতেই 'অকপ্পিযং'। যা শ্রমণের কর্ম নয়, তা তাদের পক্ষে অসঙ্গত হওয়াতেই 'অকরণীযং'। যা শ্রমণের পক্ষে অনুচিত, তা তারা সম্পাদন করে না। তোমার দ্বারা এ অনুপযুক্ত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, তদ্ধেতু অকরণীয়ই কৃত হয়েছে। তাই উক্ত হয়েছে, "মোঘপুরিস, কতং ... অকরণীযন্তি"। 'কথঞ্হি নামাতি' বলতে কী কারণে, কী কারণ দেখে? এরূপ বলা হয়েছে। তখন হতে কর্মজনিত দুঃখ দর্শন করানোর পর "ননু মযা মোঘপুরিসা" ইত্যাদি বললেন। সেই সবই পূর্বে ব্যক্ত অর্থের ন্যায়।

যেহেতু তাঁর (সুদিন্নের) দ্বারা এখন যে পাপকর্ম কৃত হয়েছে, তা ফল প্রদান করার সময় অতিশয় দুঃখবিপাক প্রদান করবে; সেহেতু তিনি (ভগবান) সুদিন্নের সেই বিপাক দর্শন করে কৃতঅপরাধী পুত্রের ন্যায়, অনুকম্পাপরায়ণ মাতাপিতার দয়ালুচিত্তের ন্যায় সুদিন্নকে ভর্ৎসনা করে "বরং তে মোঘ পুরিসো"তি ইত্যাদি বললেন। অতি শীঘ্রই এদের বিষ বেরিয়ে আসে, সে কারণে 'আসীবিষ'। ভয়ানক উগ্র সর্পের যে বিষ, তা-ই ঘোরবিষ। তাই উগ্র সর্পের ভয়ানক বিষই 'আসীবিসস্‌স ঘোরবিসস্‌স'। "প্রক্ষিপ্ত" শব্দের সাথে "শ্রেয়" শব্দের সম্বন্ধ রয়েছে। ঈদৃশ অসিবিষ, ঘোরবিষসম্পন্ন সর্পের মুখে অঙ্গজাত (পুরুষ লিঙ্গ) প্রক্ষিপ্ত করা শ্রেয়। যদি প্রক্ষিপ্ত করা হয়, সেটাই শ্রেয়, সুন্দর, উত্তম, মঙ্গলজনক হবে না। সর্বত্র এই নিয়ম। 'কণ্হসপ্পাতি' বলতে কালন্তর সাপ। 'অঙ্গারকাসুযাতি' বলতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অথবা অঙ্গরস্তূপে। 'আদিত্তাযাতি' বলতে জ্বলন্ত অগ্নির অধিকৃত অগ্নিশিখা। 'সম্পজ্জলিতাযাতি' বলতে চতুর্দিক হতে প্রজ্জ্বলিত নির্গত শিখা। 'সজোতিভূতাযাতি' বলতে স্বপ্রভায়। চতুর্দিক হতে উত্থিত অগ্নিশিখা দ্বারা উৎপন্ন এক প্রকার আলোকরাশিকে বলা হয়েছে।

'তং কিস্‌স হেতুতি' বলতে যা আমার বলা হয়েছে তাহাই"শ্রেয়"। কিসের হেতুতে, কোন কারণে? 'মরণং বা নিগচ্ছেয্যাতি' অর্থাৎ তথায় অঙ্গজাত যে প্রক্ষিপ্ত করবে, সে মৃত্যু কিংবা মরণতুল্য দুঃখ ভোগ করবে। 'ইতো নিদানঞ্চ খো ---- পে ---- উপপজ্জেয্যাতি' বলতে স্ত্রীজাতির অঙ্গজাতে স্বীয় অঙ্গজাত

প্রক্ষিপ্ত করবে, সেই হেতুতে প্রক্ষিপ্তকারী পুদ্গল নিরয়ে উৎপন্ন হবে। এরূপ কর্মের মহাদোষ দর্শন করে (ভগবান) তাকে নিন্দা করলেন; তার সেই দুঃখ লাভের ইচ্ছুক হয়ে নয়। 'তথা নাম ত্বন্তি' বলতে তোমার সেই কর্ম এরূপই মহাদোষের সমতুল্য। 'যং ত্বন্তি' এখানে 'যন্তি' অবজ্ঞার্থে নিপাত বাক্য। 'ত্বন্তি' এখানে তং-এর সমান অর্থবাচক শব্দ। 'যং বা তং' এ শব্দদ্বয়ের দ্বারা অবজ্ঞা, ঘৃণার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 'আসদ্ধম্মন্তি' বলতে অসৎ, নীচজনদের দ্বারাই সেবন যোগ্য ধর্মকে বুঝায়। 'গামধম্মন্তি' অর্থ গ্রামদের ধর্ম তথা গ্রামবাসী মানুষেদেরই ধর্ম বলে ব্যক্ত হয়েছে। 'বসলধম্মন্তি' বলতে পাপধর্মে জীবন ধারণ ও বিচরণ করে বলে বৃষল (অধম); সেই অধম এবং হীনপুরুষদের আচরিত ধর্মকে বৃষল বা ক্লেশ (দুঃখ) প্রসারকারী ধর্ম বলা হয়। 'দুট্ঠুল্লন্তি' অর্থে অন্যায়, ক্লেশদূষিত, অশিষ্ট, নিকৃষ্ট অধম বলে ব্যক্ত হয়েছে। 'ওদকন্তিকন্তি' বলতে জলকৃত্যের নিকটস্থ সীমাই হচ্ছে 'ওদকন্তিকো'। তাই জলের নিকটস্থ স্থান। 'রহস্সন্তি' বলতে নির্জনের অনুকূলে গোপনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া। এ ধর্ম অশোভনীয় হওয়াতে লোকজনের সামনে খোলাখুলিভাবে সেবন করা সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, "রসস্স"ন্তি। 'দ্বযংসমাপত্তিন্তি' অর্থে উভয় উভয়ের সাথে সমর্পিত। 'দ্বযং সমাপত্তিন্তিপি'-এর স্থলে 'দ্বীহি সমাপজ্জিতব্বং' পাঠ করা উচিত। অবশ্য 'দ্বযং দ্বযং সমাপত্তিন্তিপি' বলেও পাঠ করা যায়। তবে তা সুন্দর হয় না। 'সমাপজ্জিস্সসীতি' বলতে "তথায় তুমি", ইহা এখানে কথিত নামশব্দের সাথে "সমাপজ্জিস্সসি নামা"তি সংযুক্ত করা উচিত।

"বহূনং খো ... আদিকত্তা পুব্বঙ্গমোতি"—ইহা শাসন সংরক্ষণের জন্যেই বলা। এই শাসনে তুমি বহু পুদ্গলের, অকুশলধর্মের আদি কর্তা—সর্বপ্রথমে এ পাপকর্ম সম্পাদন করার কারণে। সর্বপ্রথম এ মার্গে প্রতিপন্ন হয়ে তুমি পূর্বগামী, পথপ্রদর্শক, উপায়দর্শিতা। তোমার এ কাজের রেশ ধরে অনুশিক্ষামনা বহু পুদ্গল এমনকি বানরীর সাথেও মৈথুন প্রতিসেবন ইত্যাদি অকুশলধর্ম সম্পাদন করবে। এখানে ইহাই অভিপ্রায়।

'অনেক পরিযাযেনাতি' বলতে ইহা দ্বারা "অনুপযুক্ত" ইত্যাদি নিয়মে বহু প্রকারে ব্যক্ত। 'দুব্ভরতায ... কোসজ্জস্স অবন্নং ভাসিত্বাতি' বলতে দুর্ভরতা ইত্যাতি কারণে অসংবরণের জন্য ভর্ৎসনা, নিন্দা, তিরস্কারের সাথে ভাষণ করেন এ অর্থে। যেহেতু অসংবরণে স্থিতপুদ্গলের চিত্ত অরক্ষণীয় (দুর্ভরতায়) এবং দুর্পোষ্যতা প্রাপ্ত হয়। সেহেতু অসংবরণই "দুব্ভরতা, দুপ্পোসতা'তি" বলে ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু অসংবরণে স্থিত পুদগলের চিত্ত চারি প্রত্যয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হয়ে সিনেরু-পর্বত প্রমাণ চারি প্রত্যয় লাভ করেও সন্তুষ্ট হয় না। সেহেতু অসংবরণই "মহিচ্ছতা, অসন্তুট্ঠিতা" বলে ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু

অসংবরণে স্থিত পুদ্গালের চিত্তগণের সাথে বসবাসের দিকে, ক্লেশসংসর্গের দিকেই সংবর্তিত হয়, কর্তব্যকর্মে উদাসীন হয় এবং আট প্রকার হীন বিষয়ে পূর্ণতার দিকে সংবর্তিত হয়; সেহেতু 'অসংবরো' "সঙ্গনিকা, চেব কোসজ্জঞ্চ" তথা সংসর্গপ্রিয়তা, চোর এবং কুৎসিত ইত্যাদি বলা হয়েছে।

"সুভরতায ... বীরিযারম্ভস্স বণ্ণং ভাসিত্বাতি" বলতে সুপোষ্য-সুভরতাদির কারণে সংবরণের প্রশংসা করে ভগবান এরূপ ভাষণ করেন। যেহেতু অসংবরণ ত্যাগ করে সংবরণে স্থিত পুদগলের চিত্ত সুভরতা, সুপোষ্যতাপরায়ণ হয়, চারি প্রত্যয়ে অল্পেচ্ছুতা এবং তৃষ্ণা-বিরহিতভাব-পারয়ণ হয়, প্রত্যেকটি প্রত্যয়ে যথালাভ, যথাবল, যথোপযুক্তবশে উক্ত তিন প্রকারে সংবর্তিত হয়, সেহেতু সংবরণই "সুভরতা চেব সুপোসতা চ অপ্পিচ্ছো চ সন্তুট্ঠো চা"তি বলে ব্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু অসংবরণ ত্যাগ করে সংবরণে স্থিত পুদ্গালের চিত্ত ক্লেশসংযম ও ক্লেশ-ধুননে সংবর্তিত হয়, সেহেতু সংবরণই "সল্লেখো চ ধুতো চা'তি বলে ব্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু অসংবরণ ত্যাগ করে সংবরণে স্থিত পুদগলের নিজ কায়-বাক্যে অসন্তোষজনক অপ্রসাদনীয় অসৎ, কায়-বাক্য দুশ্চরিত্রের অযোগ্য হওয়াতে চিত্তের অসন্তোষজনক অপ্রসাদনীয়, অসৎ, অযোগ্যভাবে অকুশল বির্তকত্রয়ের সমীপবর্তী হয় না। অধিকন্তু তদ্বিপরীতে কায়-বাক্য সুচরিত কুশল বির্তকত্রয়ের দ্বারা সন্তোষজনক প্রসাদনীয় সৎ, যোগ্য কর্মের পরিপূর্ণতা সাধনের দিকে সংবর্তিতে হয়; সেহেতু সংবরণই "পাসাদিকো"তি বলে ব্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু অসংবরণ ত্যাগ করে সংবরণে স্থিত পুদগলের চিত্ত সব ক্লেশরাশি ধ্বংস এবং আট প্রকার বিষয়ে বীর্য্যের পরিপূর্ণতা সাধন করে সংবর্তিব হয়, সেহেতু সংবরণই "অপচযো চেব বীরিযারম্ভো চা"তি বলে ব্যক্ত হয়েছে।

'ভিক্খুনং তদনুচ্ছবিকং তদনুলোমিকন্তি' বলতে তথায় সমবেত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে ভগবান এখন যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবেন তা ভিক্ষুসংঘের জন্য উপযুক্ত এবং অনুকূল হবে। তিনি যে সুভরতাদি দ্বারা সংবরণের বিষয় ব্যক্ত করেছেন। তা ভিক্ষুসংঘের জন্য উপযুক্ত, অনুকূল, সংবরপ্রধান—সংযুক্ত, সুত্তন্তের বহির্ভূত (অসুত্তন্তবিনিবদ্ধ), পালি বিনিমুক্ত এবং উদ্বেলিত ধর্মদেশনা এ অর্থে। যারা উদ্দেশ্যহীন হয়ে অসংযমে রত ভগবান তাদেরকে পরলোককের সংসারববর্ত ভয় দেখিয়ে তর্জন-গর্জন করে অনেক প্রকারের উপদ্রব দেখিয়ে যারা অভিরমিত সংযত তাদের জন্যে এ শাসনে পঞ্চবর্ণের ফুলমালা তৈরি কিংবা রত্নমালা সজ্জিত করার ন্যায় কোনো কোনো জনকে অর্হত্ত্বফলে, অনাগামী-সকৃদাগামী-স্রোতাপত্তিফলে এবং যাদের স্বর্গমার্গের হেতু আছে।

তাদের স্বর্গমার্গের হেতুতে প্রতিষ্ঠাপিত করাতে দীর্ঘ ও মধ্যমনিকায়ে এ উপায়ে ধর্মদেশনা করেন। তাই এ সম্পর্কিত দেশনা "ভিক্ষুগণের তদনুযায়ী, তদনুরূপ ধর্মদেশনা প্রদান" করা বলা হয়।

'তেন হীতি' বলতে সুদিন্নের সেই অসৎ আচরণের কারণে। 'সিক্খাপদন্তি' বলতে ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য বলে শিক্ষা এবং ইহা দ্বারা পদ প্রকাশিত হয়, তদ্ধেতু শিক্ষার পদই শিক্ষাপদ। ইহা শিক্ষা অধিগমের উপায় অর্থেও শিক্ষাপদ। অথবা মূল বিষয়কে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত বলে এরূপ ব্যক্ত হয়েছে। মৈথুন বিরতির মৈথুন সংবরণের ইহাই অধিবচন। এই মৈথুন সংবরণই হচ্ছে অপর সকল শিক্ষাসম্মত শীল-বিদর্শন-ধ্যান-মার্গ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এ শাসনে ব্যক্ত অর্থবশে প্রদত্ত বলে "শিক্ষাপদ"। ইহাই অভিপ্রেত। এই অর্থে 'শিক্ষাপদ বিভঙ্গে' ব্যক্ত অনুসারে এই নিয়ম জ্ঞাতব্য। অধিকন্তু তৎপ্রদত্ত অর্থের দীপক-বচন 'শিক্ষাপদ' জ্ঞাতব্য। এখানে ব্যক্ত এই "শিক্ষাপদই হল তথায় বর্ণিত নামকায়, পদকায়, নিরুক্তিকায়, ব্যঞ্জনকায়"। অথবা যেখানে "লোভহীন ধর্মপদ" বলতে লোভহীনতামূলক এক প্রকার ধর্মপ্রকোষ্ঠ বুঝায়। সে অর্থেই "শিক্ষাপদ" এখানে শিক্ষার প্রকোষ্ঠ; যা শিক্ষার এক অংশ, এ অর্থেও জ্ঞাতব্য।

'দস অত্থবসে পটিচ্চাতি' বলতে দশ কারণবশে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তিহেতু অধিগমনীয় জনের হিতবিশেষ সম্বন্ধে উল্লেখ করে, দশ হিত-বিশেষের নিষ্পত্তি সম্পন্ন বলে ব্যক্ত হয়েছে। এখন সেই ভিক্ষুদেরকে দশ অর্থবশে দর্শন করিয়ে "সংঘসুট্ঠুতাযা" ইত্যাদি বললেন। তথায় "সংঘসুট্ঠুতা" বলতে সংঘের সুষ্ঠুভাব। "উত্তম, দেব" বলে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হবার ন্যায় "উত্তম ভন্তে" বলে সম্মতিসূচক বাক্য প্রয়োগ। যে তথাগত বচনে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তাতে তার দীর্ঘকাল হিতসুখের কারণ হয়। তদ্ধেতু "উত্তম, ভন্তে" এরূপ বলে সংঘের মধ্যে আমার হিত-উপদেশ অননুমোদনার্থে প্রজ্ঞাপ্ত করব। অননুমোদনে আদীনব এবং অনুমোদনে অনিশংস (সুফল) প্রদর্শন করিয়ে, জোরপূর্বক বশীভূত না করে "সংঘসুষ্ঠুতার জন্য" এ বিষয় প্রদর্শন করিয়ে বললেন। 'সংঘফাসুতাযাতি' বলতে সংঘের স্বাচ্ছন্দ্যভাবের জন্য; জীবনযাত্রার সাথে সুখবিহারের জন্য।

'দুম্মঙ্কূনং পুগ্গলানং নিগ্গহায়াতি' বলতে দুষ্ট প্রকৃতির দুর্মুখদের নিগ্রহের জন্যে। এখানে দুঃশীল পুদ্গল। 'দুর্মুখ' বলতে যারা দুঃশীল হয়ে পাপকর্ম সম্পাদন করে তারা দুঃখে নিমজ্জিত হয়। তারা পাপকর্ম সম্পাদনকালে কিংবা পাপকর্ম করে লজ্জাবোধ করে না তেমনজনদের—নিগৃহার্থেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত। যদি শিক্ষাপদ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তারা "আমরা কী করেছি, তা কী তোমরা দেখেছ বা শুনেছ? কোন বিষয়ে, কোন আপত্তিতে অভিযুক্ত করে

আমাদেরকে নিগৃহ করতেছ?" এই বলে সংঘকে উৎপীড়ন করবে। যদি শিক্ষাপদ বিদ্যমান থাকে, তাহলে ভিক্ষুসংঘ তাদেরকে শিক্ষাপদ দর্শন করিয়ে শাস্তাশাসনে ধর্ম বিনয় দ্বারা নিগ্রহ করবে। তাই বলা হয়েছে : "দুম্মঙ্কূনং পুদগলানং নিগ্গহাযা"তি।

"পেসলানং ভিক্খূনং ফাসুবিহারাযাতি" বলতে শীলবান, প্রিয়শীল ভিক্ষুদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে অবস্থান করার জন্য। প্রিয়শীল ভিক্ষুগণ কর্তব্য-অকর্তব্য, দোষ-নির্দোষের বিধি, উপায় না জানলে শিক্ষাত্রয় পরিপূরণের চেষ্টা করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে সন্দেহ পরায়ণ হয়েও উদ্বিগ্ন হতে পারে। কিন্তু কর্তব্য-অকর্তব্য, দোষ-নিদোর্ষের বিধি, উপায় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষাত্রয় পরিপূরণে চেষ্টা করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে স্বয়ংদর্শী হয়ে সন্দেহমুক্ত হবে। তদ্ধেতু ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপন—তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের কারণে। যা দুষ্ট প্রকৃতি ভিক্ষুদের নিগৃহ করার জন্য এবং শীলবান ভিক্ষুদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যে অবস্থানের জন্য। কারণ, দুঃশীল ভিক্ষুদের আশ্রয়ে উপোসথ, প্রবারণা, সংঘকর্ম, ভিক্ষুসম্মেলন হতে পারে না। কারণ তাদের সমক্ষে শীলগুণে শ্রেষ্ঠ অনেক ভিক্ষু উদ্দেশ—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-কর্মস্থানাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হন না। দুঃশীল ভিক্ষুগণ নিগ্রহীত হলে এসব উপদ্রব হবে না। সে কারণে শীলবান ভিক্ষুগণ সুখ-সাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারবেন। এভাবে "পেসলানং ভিক্খূনং ফাসু বিহারাযা"তি ইহা দুই প্রকার অর্থে জ্ঞাতব্য।

"দিট্ঠধম্মিকানং আসবানং সংবরাযাতি" বলতে অসংযমে স্থিত হবার কারণে বর্তমান আসবসমূহ ইহজন্মে হস্ত দ্বারা প্রহার, দণ্ড দ্বারা প্রহার, হস্তচ্ছেদ-পদচ্ছেদ-অকীর্তি-অযশ-মনস্তাপ প্রভৃতি দুঃখবিশেষ প্রদান করবে। তাই ইহজীবনে (দিট্ঠম্মে) এসব আসবের সংযমের জন্য, নিবারণের জন্য এবং আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য, এরূপ অর্থে বলা হয়েছে।

"সম্পরাযিকানং আসবানং পটিঘাতাযাতি" বলতে অসংযমে স্থিত হবার কারণে অনাগত আসবসমূহ পরজন্মে নরকাদিতে কৃতপাপ কর্মসমূহ বিশেষ দুঃখ প্রদান করবে। তাই সেসব আসবের প্রতিঘাতের জন্য, দমন করার জন্য এবং চিরতরে উপশম করার জন্য বলা হয়েছে।

"অপ্পসন্নানং পসাদাযাতি" বলতে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যমান থাকলে তা জ্ঞাত হয়ে অথবা যথাপ্রজ্ঞাপ্তি অনুসারে ভিক্ষুগণকে আচরণ করতে দেখে যেসব অপ্রসন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, তাঁরা "জগতে যেসব ব্রত মহাজনতা তথা সাধারণের জন্যে মলিনতা, দূষণ এবং জ্ঞানভ্রংশ স্থানীয় এসব ব্রত হতে এ শাক্যপুত্রিয় শ্রামণগণ বহুদূর এবং তা হতে বিরত থেকে অবস্থান করে কষ্টসাধ্য ব্রত সম্পাদন করেন" এই ভেবে শ্রদ্ধান্বিত হন (বিনয়পিটকের পুস্তক দেখে

মিথ্যাদৃষ্টিক ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায়)। তাই বলা হয়েছে : "অপ্পসন্নানং পসাদাযা"তি।

"পসন্নানং ভিয্যোভাবাযাতি" বলতে যেসব কুলপুত্র বুদ্ধশাসনে সুপ্রসন্ন হয়ে (বুদ্ধের) শিক্ষাপদ প্রতিপালন করতে দেখে "অহো! আর্য ভিক্ষুগণকে দুষ্করকার্য সম্পাদনকারী, যাবজ্জীবন একাহারী, ব্রহ্মচারী, বিনয়-সংযম রক্ষাকারী" এরূপ চিন্তা করে তারা অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হন। তাই বলা হয়েছে : "পসন্নানং ভিয্যোভাবাযা"তি।

"সদ্ধম্মাট্‌ঠিতিযাতি" বলতে ত্রিবিধ সদ্ধর্ম; যথা : পরিয়ত্তি সদ্ধর্ম, পটিপত্তি সদ্ধর্ম, অধিগম সদ্ধর্ম। তথায় ত্রিপিটক সংগৃহীত সমস্ত বুদ্ধবচনকে পরিয়ত্তি বলে। তের প্রকার ধুতাঙ্গ, চৌদ্দপ্রকার খন্ধকব্রত বিরাশি প্রকার মহাব্রত, শীল-সমাধি-বিদর্শন—একেই বলা পটিপত্তি-সদ্ধর্ম। চারি মার্গ, চারি শ্রামণ্যফল ও নির্বাণ—একেই বলা হয় অধিগম-সদ্ধর্ম। যেহেতু এসব শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যমান থাকলে ভিক্ষুগণ স্বীয় জীবন আলোকিতকরণের অভিপ্রায়ে শিক্ষাপদ, বিভঙ্গ এবং ত্রিপিটকের অন্য কোনো বুদ্ধবচন শিক্ষা করেন। আর যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ আচরণ করে প্রতিপত্তি পূরণ (ধর্মাচরণ) করে প্রতিপত্তি প্রাপ্তিতে লোকোত্তর ধর্মে অধিষ্ঠিত হন। তদ্ধেতু এ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা সদ্ধর্ম সুদীর্ঘকাল স্থিতি হয়। তাই বলা হয়েছে : "সদ্ধম্মট্‌ঠিতিযা"তি।

"বিনযানুগ্‌গহাযাতি" বলতে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যমান থাকলে সংযম-বিনয়, প্রহান-বিনয়, শমথ-বিনয়, প্রজ্ঞপ্তি-বিনয়—এ চার প্রকার বিনয় অনুগৃহীত, রক্ষিত এবং সুরক্ষিত থাকবে। তাই বলা হয়েছে : "বিনযানুগ্গহাযা"তি।

"শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব" এই বাক্যের সাথে এসমস্ত পদ সংযোজন করা উচিত। "সংঘের সুষ্ঠুতার জন্য বা বিনয় অনুগ্রহের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব" উহা প্রথম ও শেষ পদযোজন। যেখানে সংঘের সুষ্ঠুতা সেখানেই সংঘের সুখ-শান্তি। যেখানে সংঘের সুখ-শান্তি সেখানেই দুষ্ট প্রকৃতি ভিক্ষুদের নিগ্রহ করণার্থে এরূপ প্রতিবন্ধকতামূলক উপদেশ। যেখানে সংঘের সুষ্ঠুতা সেখানেই সংঘের সুখ শান্তি। যেখানে সংঘের সুষ্ঠুতা সেখানে দুষ্ট প্রকৃতির ভিক্ষুদের নিগ্রহকরণার্থে এরূপ এক একটি মূলপদকে দশবার সংযোজনপূর্বক পরিবার গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। (পরি. ৩৩৪)।

"অর্থশত ধর্মশত, দুইশত নিরুক্তিতে,
জ্ঞানে চারি শত, এই অর্থবশে প্রকরণে।

এসব ব্যাখ্যা এভাবে জ্ঞাতব্য। যেহেতু ইহা *পরিবার* গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে, তুদ্ধেতু ইহা এখানে বর্ণনা করা হয়নি।

এভাবে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তির সুফল দর্শন করিয়ে সেই শিক্ষাপদসমূহ ভিক্ষুদের জন্য কর্তব্য-কৃত্যরূপে ব্যাখা করতে ভগবান "এবঞ্চ পন, ভিক্খবে, ইমং সিক্খাপদং উদ্দিসেয্যাথা"তি বললেন। কী কারণে বললেন?

"হে ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা শিক্ষাপদ সুফল প্রদর্শিত হয়েছে। তাই এভাবে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে, শিক্ষা করে আয়ত্ত করবে, ধারণ করবে এবং অন্যদেরকেও শিক্ষাদান করবে।" এখানে অধিক আনয়নার্থে এ উপদেশ, তদ্ধেতু এরূপ অর্থ জ্ঞাপন করা হয়েছে। "এই শিক্ষাপদ" এখানে যা ব্যক্ত হয়েছে তা দর্শন করিয়ে "যো পন ভিক্খু মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্য, পারাজিকো হোতি অসংবাসো"তি বললেন। এভাবে মূল উচ্ছেদবশে, দৃঢ় করে প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত হলে পরবর্তীতে অনুপ্রজ্ঞাপ্তি জন্য বানরী উপাখ্যানের উৎপত্তি হয়। সেই বানরী উপাখ্যানের উৎপত্তি বর্ণনাতে ইহা বলা হয়েছে : 'এবঞ্চিদং'। ভগবতা ভিক্খূনং সিক্খাপদং পঞ্ঞত্তং হোতীতি। তার অর্থ ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়। উহা পরবর্তীতে উৎপন্ন উপাখ্যান।

[প্রথম প্রজ্ঞপ্তি কথা সমাপ্ত]

[সুদিন্ন পরিচ্ছেদ বর্ণনা সমাপ্ত]

বানরী উপাখ্যান কথা

৪০। এখানে যা কিছু অন্য উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে, তা দর্শন করাতে "তেন খো পন সমযেনা"তি ইত্যাদি বললেন। তথায় এর যৎসামান্য পদ বর্ণনা এই : 'মক্কটিং আমিসেনাতি' বলতে মহাবনে ভিক্ষুগণের ক্ষান্তি মৈত্রীগুণ প্রভাবে নিঃশঙ্ক চিত্তে অনেক হরিণ, ময়ূর, মোরগ, বানর প্রভৃতি তির্য্যক প্রাণী তাদের ধ্যানসাধনার স্থান বিচরণ করতো। তথায় এক বানরীকে যাগু, ভাত ইত্যাদি নানা আমিষ জাতীয় খাদ্য-ভোজ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করে তার সাথে প্রতিসেবন করে বলে উক্ত হয়েছে। ইহা তার পটভূমি। 'পটিসেবতী'তি বলতে প্রচুরভাবে সেবিত হওয়া। প্রচুর অর্থে ইহা বর্তমান বাক্য। 'সো ভিক্খূতি' বলতে সেই মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনকারী ভিক্ষু। 'সেনাসনচারিকং আহিণ্ডন্তাতি' বলতে সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ বুদ্ধদর্শনার্থে আসলে সকালে আগন্তুক ভোজন লাভ করে ভোজনকৃত্য শেষে ভিক্ষুদের নিবাসস্থানাদি পরিদর্শন করব এই মনস্থ করে চারদিক বিচরণ করতে লাগলেন। তাই বলা হয়েছে : "সেনাসনচারিকং আহিণ্ডন্তা"তি। 'যেন তে ভিক্খূ তেনুপসঙ্কমীতি' বলতে তির্য্যগ্জাতীয় প্রাণীরা সংসর্গপ্রাপ্ত এক ভিক্ষুর প্রতি যেরূপ বিশ্বাস, অন্য ভিক্ষুদের প্রতিও সেরূপ চিত্ত পোষণ করা। তদ্ধেতু সেই বানরী সে ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয়

বিশ্বাসী ভিক্ষুকে যেভাবে বিরূপ চাঞ্চল্যভাব দেখাতো ঠিক সেভাবে অপর ভিক্ষুদেরকেও প্রদর্শন করতে লাগল।

'ছেপ্পন্তি' বলতে লেজ। 'ওড্ডীতি' বলতে অভিমুখে স্থাপন করা বুঝায়। 'নিমিত্তম্পি অকাসীতি' বলতে যেভাবে এবং যে কার্যে মৈথুন সেবনের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়ে বলে তারা (ভিক্ষুগণ) জানতেন, তা (বানরী) প্রদর্শন করেছিল। 'সো ভিক্খূতি' বলতে যার এই বিহার। 'একমন্তং নিলীযিংসূতি' বলতে এক স্থানে লুকিয়ে ছিলেন।

৪১। 'সচ্চং, আবুসোতি' বলতে চুরি করা মালসহ ধৃত চোরের ন্যায় স্বচক্ষে দেখে জিজ্ঞাসা করায় "আমার দ্বারা কী এরূপ সম্পাদিত হতে পারে?" ইত্যাদি বলতে অসমর্থ হয়ে "আবুসোগণ, ইহা সত্যি" এরূপ বললেন। 'ননু, আবুসো, তথেব তং হোতীতি' বলতে আবুসো, মনুষ্যস্ত্রীর সাথে মৈথুন সেবনে যে শিক্ষাপদ, তির্য্যগ্জাতীয় স্ত্রীর সাথে মৈথুন সেবনেও সেই শিক্ষাপদ নয় কি? মনুষ্যস্ত্রীকে লোভচিত্তে দর্শন, যেকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গ্রহণ, আলিঙ্গন, স্পর্শ করলে অথবা ধাক্কা দিলে দুট্ঠল্ল আপত্তি হয়। আর তির্য্যগ্জাতীয় স্ত্রীর সাথেও এসব দ্বারা একই অপরাধে অপরাধী হতে হয়। এখানে পার্থক্য কোথায়? তুচ্ছ বিষয়ে তুমি অসামান্য বিষয় অগ্রাহ্য করেছ।

৪২। 'অন্তমসো তিরচ্ছানগতাযাপি পারাজিকো হোতি অসংবাসোতি' বলতে সর্বনিম্ন তির্য্যগ্জাতীয় স্ত্রীর সাথেও মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে পারাজিকা হবে এ বলে শিক্ষাপদ দৃঢ়তর করলেন। দুই প্রকার শিক্ষাপদ—মানসিক অপরাধ (লোকবজ্জং) সম্পর্কিত এবং প্রজ্ঞপ্তি (পন্নত্তিবজ্জং) লঙ্ঘনে অপরাধ সম্পর্কিত। তন্মধ্যে যার কারণে চিত্তে নিজ চিত্তপক্ষীয় অকুশল কর্ম উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় মানসিক সম্পর্কিত অপরাধ। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধকে বলা হয় প্রজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনে অপরাধ সম্পর্কিত শিক্ষাপদ। তথায় মানসিক অপরাধ সম্পর্কিত শিক্ষাপদ উৎপদ্যমান অনুপ্রজ্ঞপ্তির প্রতিরোধকরণ, রুদ্ধকরণ, স্রোতবন্ধকরণ, নিবৃতকরণ—এসব অভিমত প্রকাশিত হয়। 'অঞ্ঞত্র অধিমানা, অঞ্ঞত্র সুপিনন্তাতি' বলতে অপরপক্ষে ধ্যানীর উৎপন্ন অধিমান এবং স্বপ্নদোষে বিনয়সম্মত অপরাধ হয় না বলে ব্যক্ত হয়। প্রজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনে অপরাধ সম্পর্কিত শিক্ষাপদে এবং আপত্তিদ্বার প্রদর্শনকরণ হেতু অপরাপর আপত্তি উৎপন্ন হয়। গণভোজন ও পরস্পর ভোজনাদিতে অনুপ্রজ্ঞপ্তির বিষয় জ্ঞাতব্য। "অন্তমসো তঙ্খনিকাযপী'তি বলতে এরূপ কৃত অপরাধ উৎপন্ন হওয়ায় পক্ষান্তরে প্রজ্ঞপ্তি করার প্রয়োজন হয়। যেহেতু এ প্রথম শিক্ষাপদ সামান্য অপরাধ সম্পর্কিত, প্রজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনে অপরাধ সম্পর্কিত নয়, সেহেতু এই অনুপ্রজ্ঞপ্তির প্রতিরোধকরণ, আপত্তিদ্বার রুদ্ধকরণ স্রোতবন্ধকরণ, নিবৃতকরণার্থে উৎপন্ন হয়।

এরূপে দুই বিষয় সংযুক্ত করে মূল উচ্ছেদবশে দৃঢ়তর করে প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত হলে অপরাপর অনুপ্রজ্ঞাপ্তকরণের জন্য বজ্জিপুত্র উপাখ্যানের উৎপত্তি হয়েছিল। তার উৎপত্তি দর্শনার্থে এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, "এভাবে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে।" তার অর্থ এই : ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এই শিক্ষাপদ এভাবে প্রজ্ঞাপ্ত হয় এবং এইজন্য এই উপখ্যান উৎপন্ন হয়েছিল।

[বানরী উপাখ্যান কথা সমাপ্ত]

বিস্তৃত পরিচ্ছেদ
বৃজিপুত্রক উপাখ্যান বর্ণনা

৪৩-৪৪। এখানে যা কিছু অন্য উপখ্যান পূর্বে উৎপন্ন হয়েছে, তা দর্শন করাতে "তেন খো পন সমযেনা"তি ইত্যাদি বললেন। তথায় এর যৎসামান্য পদবর্ণনা এই : 'বেসালিকাতি' বলতে বৈশালীবাসী। 'বজ্জিপুত্তকাতি' বলতে বৃজিরাজ্য বৈশালীর কুলপুত্রগণ। বুদ্ধশাসনে যেই যেই উপদ্রব, আদীনব, ক্ষত উৎপন্ন করেছিল, সেসব বৃজিপুত্র ভিক্ষুদেরকে ভিত্তি করে। অধিকন্তু দেবদত্ত বৃজিপুত্র ভিক্ষুদেরকে স্বীয় পক্ষে এনে সংঘভেদ করেছিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের শত বছর পরেও বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ মিথ্যা ধর্মবিনয় দ্বারা শাস্তশাসনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে এ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি হলেও ইচ্ছামতো আচরণ করেছিলেন ... মৈথুনধর্মও প্রতিসেবন করেছিলেন।

'ঞাতিব্যসনেনপীতি' বলতে এখানে দুর্গতি, নাশ, বিক্ষেপ, ধ্বংস, বিনাশ—এসবই একাত্মবোধক শব্দ। জ্ঞাতির বিনাশই হচ্ছে জ্ঞাতিব্যসনং, রাজদণ্ড-ব্যাধি-মরণ দূরে অবস্থান এ সকল কারণ দ্বারা জ্ঞাতি বিনাশ হয়। দ্বিতীয় পদেও এই নিয়ম। তৃতীয় পদে—আরোগ্য বিনাশকই হচ্ছে 'রোগব্যসনং'। সেই রোগ দ্বারা বিনাশই আরোগ্য নাশ। বিক্ষেপ-বিনাশ করে বলে ব্যসনং। রোগ দ্বারা বিনাশই রোগব্যসনং। সেই রোগ বিনাশ দ্বারা 'ফুট্ঠাতি' বলতে প্রবিষ্ট, অভিভূত, সমাগত এ অর্থ বুঝায়।

'ন মযং, ভন্তে আনন্দ, বুদ্ধগরহিনোতি' বলতে ভন্তে আনন্দ, আমরা বুদ্ধকে নিন্দা করছি না, বুদ্ধকে দোষারোপ করছি না। ধর্মকে নিন্দা করছি না, সংঘকেও নিন্দা করছি না। 'অত্তগরহিনো মযন্তি' বলতে আমরা নিজেরই নিন্দা করছি, নিজেরই দোষ দিচ্ছি। 'অলক্খিকা'তি বলতে শ্রীহীনতা, অশোভনীয়। 'অপ্পপুঞ্ঞাতি' বলতে সামান্য পুণ্য। 'বিপস্সকা কুসলানং ধম্মানন্তি' বলতে

আটত্রিশ প্রকার আরম্মণে বিভক্ত কুশল ধর্মসমূহের বিদর্শক। সেই সেই আরম্মণ হতে উত্থিত হয়ে সেই ধর্মসমূহ বিশেষভাবে দর্শন করে, এ অর্থে। 'পুব্বরত্তাপররত্তন্তি' বলতে রাতের প্রথমভাগ, পূর্বরাত; রাতের শেষভাগ, শেষরাত। অর্থাৎ প্রথম যাম, শেষ যাম বলে ব্যক্ত হয়েছে। 'বোধিপক্খিকানন্তি' বলতে জ্ঞানের পক্ষে মঙ্গলদায়ক এবং অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানের উপকারার্থে। 'ভাবনানুযোগন্তি' বলতে মনোনিবেশ বৃদ্ধি করা। 'অনুযুত্তা বিহরেয্যামাতি' বলতে গৃহী প্রতিবন্ধক এবং আবাস পরিত্যাগ করে নির্জন শয়নাসনে ব্যাপৃত থেকে অন্য কৃত্য সম্পাদন না করে অবস্থান করব বুঝায়।

'এবমাবুসোতি' বলতে স্থবির এদের ইচ্ছা না জেনে তাদের গাম্ভীর্যবাক্য শুনে "যদি ইহাদের এরূপ হয়, অতিশয় উত্তম হবে" এরূপ ভেবে "এবমাবুসো"তি বলে মেনে নিলেন। 'অট্ঠানমেতং অনবকাসোতি' বলতে ইহাদের উভয় বাক্যই কারণ সংযুক্ত প্রত্যাখ্যান বাক্য। কারণ হচ্ছে যখন তথায় আয়ত্ত আচরণ দ্বারা ফলকে দাঁড় করায়; যখন তৎ আয়ত্ত আচরণ দ্বারা তার সুযোগ উৎপন্ন হয় তখনই "স্থান, অবকাশ হয়" বলা হয়েছে। ভগবান ইহা প্রত্যাখান করে বললেন যে, "আনন্দ, ইহা অনবকাশ।" এখানে কোনো স্থানও নেই সুযোগও নেই। 'যং তথাগতোতি' বলতে যে কারণে তথাগত বৃজিপুত্র ভিক্ষুদেরকে বা ... অপসারণ করবে, সেই কারণ বিদ্যমান নেই। ইহাই অর্থ। "আমরা উপসম্পদা গ্রহণ করব" এই প্রার্থনাকারীদেরকে ভগবান যদি উপসম্পদা প্রদান করেন, তাহলে সেই সূত্রে "পারাজিকো হোতি অসংবাসো"তি এই প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের সমুচ্ছেদ হবে। যেহেতু ইহা সমুচ্ছেদ উদ্দেশ্যে নয়, সেহেতু ইহা "অবস্থান" ইত্যাদি বললেন।

'সো আগতো ন উপসম্পাদেতব্বোতি' বলতে "এভাবে আগত হয়ে সে যদি উপসম্পদা লাভ করে, তাহলে শাসনে অগারবী হবে। এই শ্রামণ্যভূমির অবস্থান হচ্ছে শাসনের প্রতি গারবী হওয়া, আত্মহিত লাভে সমর্থ হওয়া। এ সকল জ্ঞাত হয়ে অনুকম্পাপরায়ণ ভগবান বলে থাকেন যে, "সো আগতো ন উপসম্পাদেতব্বো"তি সে আসলে উপসম্পদা প্রদান অনুচিত। আবার কোনো জনকে বলেন, "সো আগতো উপসম্পাদেতব্বোতি" সে আসলে উপসম্পদা দেয়া উচিত। এভাবে আগত হয়ে ভিক্ষু অবস্থায় থেকে বিশুদ্ধ শীলগুণের মাধ্যমে শাসনে সগারবী হবে; এবং অর্হত্ত্বহেতু বিদ্যমান থাকায় অচিরেই সে পরম প্রাপ্তি লাভে সমর্থ হবে। এ বিষয় জ্ঞাত হয়েই 'উপসম্পদা প্রদান করা উচিত' বলে থাকেন।

এভাবে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করে আগতদের মধ্যে কোনো কোনো জনকে উপসম্পদা প্রদান করা অনুচিত; আবার কোনো কোনো জনকে উপসম্পদা

প্রদান করা উচিত; ইহা দেখে তিনি তিনটি ঘটনার সংশ্লিষ্টতা, পূর্ণতা প্রদর্শন করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তকামী হয়ে 'হে ভিক্ষুগণ, এভাবে এ শিক্ষাপদ উদ্দেশ করব' বলে "যো পন ভিক্খূ ... অসংবাসো"তি পরিপুন্নং সিক্খাপদং পঞ্ঞপেসি। ইত্যাদি প্রকারে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করালেন।

[বৃজিপুত্রক উপাখ্যান বর্ণনা সমাপ্ত]

চতুর্বিধ বিনয় কথা

৪৫। (এক্ষণে) তার অর্থ বিভাজন করতে "যো পনাতি, যা যাদিসো"তি ইত্যাদি বললেন। এই শিক্ষাপদ, শিক্ষাপদ বিভঙ্গ, (শিক্ষাপদ) সমগ্র ও বিনয় বিনিচ্ছয়ে দক্ষতা ও প্রার্থনা দ্বারা চতুর্বিধ বিনয় জানা উচিত। তাই, বিনয় চতুর্বিধ হয় মহাঋদ্ধির মহাথেরো,বাইরে এসে প্রকাশিত ধর্ম-সংগ্রহকপুরে। সেই চতুর্বিধ কী কী? সূত্র, সূত্রানুলোম, আচার্য্যবাদ এবং স্বীয় মত। এই সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে "পরস্পরাগত প্রচলিত প্রথা, উৎকৃষ্ট সারাংশ আচার্য্যবংশ এবং অভিপ্রায়। এখানে 'আহচ্চপদন্তি' বলতে সূত্র অভিপ্রেত, 'রসোতি' বলতে সূত্রানুলোম, 'আচরিযবংসোতি' বলতে আচার্য্যবাদ, 'অধিপ্পাযোতি' বলতে স্বীয় মত বুঝায়।

তথায় 'সূত্র' বলতে বিনয়পিটকের সব উপদেশ। 'সূত্রানুলোম' বলতে চার প্রকার মহা উপদেশ; যা ভগবান কর্তৃক এরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

(১) "হে ভিক্ষুগণ, যা আমার কর্তৃক 'ইহা উপযোগী নয়' বলে গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি অনুপযোগী বিষয়ের সহায়ক করা হয়; এবং উপযোগী বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তোমাদের জন্য সেটা উপযুক্ত নয় বলে জানবে।

(২) 'হে ভিক্ষুগণ, যা আমার দ্বারা 'ইহা অনুপযোগী' বলে গৃহীত হয়েছে, তা যদি উপযোগী বিষয়ের অনুকূল হয়, এবং অনুপযোগী বিষয়ের প্রতিবন্ধক হয়; তা তোমাদের জন্যে কপ্পিয় তথা উপযুক্ত বলেই জানবে।

(৩) 'হে ভিক্ষুগণ, যা আমার দ্বারা 'কপ্পিয় তথা উপযুক্ত' বলে গৃহীত হয়নি, তা যদি অকপ্পিয় তথা অনুপযুক্ত বিষয়ের সহায়ক হয় তার উপযুক্ত বিষয়ের সহায়ক না হয়; তা তোমাদের জন্যে কপ্পিয় নয় বলেই জানবে।

(৪) 'হে ভিক্ষুগণ, যা আমার দ্বারা "ইহা কপ্পিয়" (উপযোগী) বলা হয়নি; যদি তা কপ্পিয় বিষয়ের সহায়ক হয় এবং অকপ্পিয়কে প্রতিহতকারী হয়, তা তোমাদের জন্যে উপযুক্ত বলেই জানবে।

'আচার্য্যবাদ' বলতে ধর্মসংগ্রাহক পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু কর্তৃক রক্ষিত পালি বহির্ভূত আগত বিনিশ্চয় তথা বিচারসিদ্ধান্ত সম্পর্কিত অট্ঠকথাসমূহ।

'অত্তমোমতি' বলতে সূত্র , সূত্রানুলোম, আচার্য্যবাদ এ সকল ত্যাগ করে নিজের অনুমান, অন্ধবুদ্ধি এবং মত অনুযায়ী গ্রহণ দ্বারা উপযুক্ত যুক্তিসম্পর্কিত কথা। উপরন্তু সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম অট্‌ঠকথায় আনিত (উল্লিখিত) সকল স্থবিরবাদ 'অত্তনোমতি' তথা স্বীয় মতের অন্তর্গত। এরূপ স্বীয় মত গ্রহণ পূর্বক বর্ণনাকারী, তা সরাসরি গ্রহণ না করে, ব্যবহারিক উপযোগিতাবশেই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া উচিত। কারণ অবলোকন তথা অনুসন্ধান করে পালি মূলের সাথে মিল রেখে উপদেশ প্রদান করা উচিত। স্বীয় মত আচার্য্যবাদ অবতারণ করা তথা আচার্যবাদের সাথে যাচাই করা উচিত। স্বীয় মত যদি আচার্য্যবাদের সাথে যাচাই করা না হয়, এবং তদানুরূপও না হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি আচার্যবাদের সাথে যাচাইকৃত হয়ে তদনুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। 'স্বীয়মত' দুর্বল বলেই গণ্য হয়। স্বীয় মত অপেক্ষা আচার্য্যবাদই শ্রেষ্ঠতর। আচার্য্যবাদকে সূত্রানুলোমে তথা সূত্র অনুকূলে অবতারণ করা উচিত। তথায় আচার্য্যবাদ সূত্রানুলোমের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদানুরূপ হলে গ্রহণ করা উচিত। ইহা ছাড়া গ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, আচার্য্যবাদ অপেক্ষা সূত্রানুলোম শ্রেষ্ঠতর।

সূত্রানুলোম তথা চারি মহাপ্রদেশ সূত্রে অবতারণ করা উচিত। তথায় সূত্রানুলোম সূত্রের সাথে যাচাইকৃত এবং তদানুরূপ হলে গ্রহণ করা উচিত। ইহা ছাড়া গ্রহণ করা অনুচিত। কারণ সূত্রানুলোম অপেক্ষা সূত্র শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু সূত্রই হচ্ছে বুদ্ধগণের স্থিতিকালের অপরিবর্তনীয় কারক সংঘসদৃশ।

(১) সেহেতু দুজন ভিক্ষু যখন আলাপ-আলোচনায় রত হন তখন তন্মধ্যে একজন বিজ্ঞ মতের স্বপক্ষে সূত্রকে গ্রহণ করে, অপরজন বিরুদ্ধবাদী হয়ে সূত্রানুলোমকে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে কর্তব্য হবে পরস্পরের যুক্তিকে ক্ষেপন কিংবা নিন্দা কোনোটাই না করে সূত্রানুলোম এবং সূত্রে অবতারণ করা উচিত। যদি সূত্রানুলোমও সূত্রের পর্যালোচনায় হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি না হয়, গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(২) অতঃপর একজন সূত্রকে গ্রহণ করে এবং অপরজন আচার্য্যবাদকে গ্রহণ করে। যদি যুক্তি প্রদর্শন করে, তাদের মধ্যে পরস্পরের যুক্তিকে ক্ষেপণ কিংবা নিন্দা কোনোটাই না করে আচার্য্যবাদ ও সূত্রে অবতারণ করা উচিত। যদি আচার্য্যবাদ সূত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও তদানুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি অবতরণ না করা হয় এবং সম্পর্কিতও না হয়, তাহলে আচার্যবাদ গর্হিত। তাই গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৩) অতঃপর একজন সূত্রানুসারে এবং অপরজন স্বীয় মত গ্রহণ করে যুক্তি

প্রদর্শন করে। তাদের মধ্যে উভয়ের যে যুক্তি প্রদর্শন, তা ক্ষেপণ কিংবা নিন্দা কোনোটাই না করে স্বীয় মতকে সূত্রে অবতারণ করানো উচিত। যদি স্বীয় মত সূত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি না হয় গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৫) অতঃপর একজন সূত্রানুলোম অনুসারে এবং অপরজন সূত্রানুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন সূত্রকে সূত্রানুলোমে অবতারণ করা উচিত। যদি সূত্র ও সূত্রানুলোমে একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে তিন সঙ্গীতিতে সম্পাদিত, পালি হতে আগত এবং দৃষ্ট হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি সেরূপ দৃষ্ট না হয় পর্যায়ভুক্ত এবং তদানুরূপ না হয়, তাহলে সেই সূত্রটি অন্য ধর্মাবলম্বীদেরই সূত্র। অথবা তা সূত্র বা লোকের মোড়কে (সিলোক) অন্য কোনো নিন্দিত সূত্র অথবা গোপন জনশ্রুতি (বেস্‌সন্তার), গোপন বিনয়, বেদল্লাদির যেকোনো একটি হতে আগত সূত্র হবে। তাই তা গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রানুলোমের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৫) অতঃপর একজন সূত্রানুলোম অনুসারে এবং অপরজন আচার্য্যবাদ অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন আচার্য্যবাদকে সূত্রানুলোমে অবতারণ করা উচিত। যদি আচার্য্যবাদ সূত্রানুলোমে পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদানুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি না হয়, তাহলে গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রানুলোমের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৬) অতঃপর একজন সূত্রানুলোম অনুসারে এবং অপরজন স্বীয় মত অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন স্বীয় মতকে সূত্রানুলোমে অবতারণ করা উচিত। যদি স্বীয় মত সূত্রানুলোম পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদানুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি না হয়, তাহলে গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল সূত্রানুলোমের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৭) অতঃপর একজন আচার্য্যবাদ অনুসারে এবং অপরজন সূত্রানুলোম অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন সূত্রানুলোমকে আচার্য্যবাদে অবতারণ করা উচিত। যদি সূত্রটি আচার্য্যবাদের সাথে সম্পর্কিত ও তদনুরূপ হলে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় ইহা গর্হিত সূত্র বলে গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল আচার্যবাদের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৮) অতঃপর একজন আচার্য্যবাদ অনুসারে এবং অপরজন সূত্রালোমে অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন সূত্রানুলোমকে আচার্য্যবাদে অবতারণ করা উচিত। যদি সূত্রানুলোম আচার্য্যবাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় ইহা গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল আচার্যবাদের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(৯) অতঃপর একজন স্বীয় মত অনুসারে এবং অপরজন স্বীয়মত অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন স্বীয় মতকে আচার্য্যবাদে অবতারণ করা উচিত। যদি স্বীয় মত আচার্য্যবাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। আর যদি না হয়, তাহলে গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল আচার্য্যবাদের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(১০) অতঃপর একজন স্বীয় মত অনুসারে এবং অপরজন সূত্র অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন সূত্রকে স্বীয় মতে অবতারণ করা উচিত। যদি স্বীয়মত সূত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় ইহা গর্হিত সূত্র বলে তা গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল স্বীয় মতের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(১১) অতঃপর একজন স্বীয় মত অনুসারে এবং অপরজন সূত্রানুলোম অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন সূত্রানুলোমকে স্বীয় মতে অবতারণ করা উচিত। যদি স্বীয়মত সূত্রানুলোমের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে গ্রহণ করা উচিত। ইহা ছাড়া গ্রহণ করা অনুচিত। কেবল স্বীয় মতের মধ্যেই স্থিত থাকা উচিত।

(১২) অতঃপর একজন স্বীয় মত অনুসারে এবং অপরজন আচার্য্যবাদ অনুসারে যুক্ত প্রদর্শন করে। তখন আচার্য্যবাদকে স্বীয় মতে অবতারণ করা উচিত। যদি স্বীয় মত আচার্য্যবাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয় তাহলে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় ইহা অন্য কোনো নিন্দিত আচার্যবাদ বলে তা গ্রহণ করা অনুচিত। তখন কেবল স্বীয় মতের মধ্যে স্থিত থাকা উচিত। স্বীয় মত গ্রহণকে সবলে ধারণ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে ক্ষেপন কিংবা নিন্দা কোনোটাই গ্রহণ করা উচিত নয়।

(১৩) অতঃপর একজন 'উচিত' (কপ্পিয়ং) এ অনুসারে এবং অপরজন 'অনুচিত' (অকপ্পিযং) এ অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন উভয়ের যুক্তি প্রদর্শন সূত্রে ও সূত্রানুলোমে অবতারণ করা উচিত। যদি উচিত—এর যুক্তি প্রদর্শন সূত্র ও সূত্রানুলোমে পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে উচিত তথা কপ্পিয়ের পক্ষে স্থিত থাকা কর্তব্য। আর যদি অনুচিত তথা অকপ্পিয়ের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন সূত্র ও সূত্রানুলোমের পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদনুরূপ হয়, তাহলে অনুচিত তথা অকপ্পিয়ের যুক্তির মধ্যে স্থিত থাকা কর্তব্য।

অতঃপর যেজন তার কপ্পিয় ধারণা বলবৎকারী হয়ে সূত্র অনুসারে বহু কারণ, বিনিচ্চয় দর্শন করে অপরজন সেসব কারণ না জেনে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন কপ্পিয় পক্ষের যুক্তির মধ্যে স্থিত থাকা উচিত। অতঃপর অকপ্পিয় পক্ষ স্বধারণা বলবৎকরণে যদি সূত্র অনুসারে বহু কারণ-বিনিচ্চয় দর্শন করে

যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন কিন্তু অপরজনের দ্বারা নিজের গৃহীত ধারণাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা অনুচিত। তখন 'সাধু' বলে অনুমোদন করে অকপ্পিয় পক্ষে স্থিত হওয়া উচিত।

অতঃপর উভয়ের কারণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন দৃষ্ট হলে পরিত্যাগ করাই উত্তম। তখন অনুচিত তথা অকপ্পিয় ধারণাকেই গ্রহণ করা উচিত। এভাবে বিনয় শিক্ষা করে উচিত-অনুচিত (কপ্পিয়-অকপ্পিয়) সম্পর্কে বিচারদ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করা উচিত, নিরুদ্ধ করা উচিত, স্রোতা বন্ধ করা উচিত ও পারস্পরিক বিনয়গারবতা বজায় রাখা করা উচিত।

অতঃপর একজন 'অনুচিত' (অকপ্পিয়) বলে গ্রহণ করে এবং অপরজন সেটিকে 'উচিত' (কপ্পিয়) বলে যুক্তি প্রদর্শন করে। তখন উভয়ের যুক্তিকে সূত্রে ও সূত্রানুলোমে অবতারণ করা উচিত। যদি কপ্পিয় এর যুক্তি প্রদর্শন সূত্র ও সূত্রানুলোমে পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদানুরূপ হয়, তাহলে কপ্পিয় ধারণায় স্থিত থাকা কর্তব্য। আর যদি অকপ্পিয়-এর যুক্তি সূত্র ও সূত্রানুলোমে পর্যায়ভুক্ত হয়ে তদানুরূপ হয়, তাহলে অকপ্পিয় পক্ষের যুক্তির মধ্যে স্থিত থাকা কর্তব্য।

অতঃপর একজন বহু সূত্র, বিনিচ্চয় কারণ দ্বারা অকপ্পিয়ের পক্ষের যুক্তি দর্শন করে। অকপ্পিয় পক্ষের অপরজন সেসব যুক্তির মধ্যে স্থিত থাকা উচিত। অতঃপর কপ্পিয় পক্ষের ও অন্যজন বহু সূত্র, বিনিচ্চয় কারণ দ্বারা কপ্পিয়ভাব দর্শন করে। তখন অপরজন সেসব না জেনে অকপ্পিয় পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় কপ্পিয় পক্ষের যুক্তকে গ্রহণ করা উচিত।

অতঃপর উভয়ের কারণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন দৃষ্ট হলে তখন স্বীয় গ্রহণকে (যুক্তি প্রদর্শন) ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ করা অনুচিত। এভাবে উচিত অনুচিতে, অনুচিত উচিতে এই বিনিচ্চয় ব্যক্ত হয়েছে, সেভাবে অনাপত্তি আপিত্তবাদ, আপত্তি অনাপত্তিবাদে এবং লঘু-গুরু আপত্তিবাদে, গুরু-লঘু আপত্তিবাদে বিনিশ্চয় জ্ঞাতব্য। এখানে নামমাত্রই এসবের পার্থক্য, একত্রীকরণ নিয়মে কোনো পার্থক্য নেই। তদ্ধেতু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এভাবে কপ্পিয়-অকপ্পিয় তথা উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিনিশ্চয় উৎপন্ন হলে যিনি সূত্র, সূত্রানুলোম, আচার্যবাদ এবং স্বীয় মত অনুসারে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা করেন, তার যুক্তিতেই নির্ধারণ করা উচিত। অপরপক্ষে সর্বতোভাবে কারণ বিনিশ্চয় সম্পর্কে অবগত না হলে সূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। সূত্রের মধ্যেই যুক্তি নির্ধারণ করা উচিত। ইহা শিক্ষাপদ, শিক্ষাপদ বিভঙ্গ, সমগ্র (শিক্ষাপদ) এবং বিনয় বিনিশ্চয়—এ চার প্রকার জ্ঞান আকাঙ্ক্ষাকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য।

এই চার প্রকার বিনয় জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ধর পুদগলের ত্রিবিধ লক্ষণে সমন্নগত হওয়া উচিত। অর্থাৎ বিনয়ধর পুদগলের ত্রিবিধ লক্ষণে স্পৃহা থাকা

উচিত। সেই ত্রিবিধ লক্ষণ কী কী? "সূত্র ও অনুব্যঞ্জন অনুসারে তার সূত্র মুখস্থ হয়ে সুপ্রবর্তন, সুবিবেচিত হয়" ইহা প্রথম লক্ষণ। "বিনয়ে স্থিত হওয়ায় তার বিনয় লঙ্ঘন করা অসম্ভব হয়" ইহা দ্বিতীয় লক্ষণ। "আচার্য-পরম্পরা তার সুগৃহীত, সুচিন্তিত এবং সুপরিজ্ঞাত হয়" ইহা তৃতীয় লক্ষণ।

তথায় সূত্র বলতে সব বিনয়পিটককে বুঝায়। 'তঞ্চস্সসাগতং হোতীতি' বলতে তাহা উত্তমরূপে আরম্ভ করতে হয়। 'সুপ্পবত্তীতি' বলতে উত্তমরূপে প্রবর্তিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুর তুলে পঠিত, সুবিবেচিত হতে হয়। 'সুত্ততো অনুব্যঞ্জনতোতি' মূল পালি, প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং অর্থকথা অনুসারে সুবিবেচিত হয়ে, সন্দেহমুক্ত হয়ে শিক্ষা করা।

বিনয়ে স্থিত হয়ে বিনয়ের লঙ্ঘনে লজ্জাশীলতার দ্বারা ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে যে ভিক্ষু বিনয়ে লজ্জাশীল না হয়ে বহুশ্রুত হয়ে লাভ সৎকারের আশায় পালি শিক্ষা করে সেই ভিক্ষু শাস্তার শাসনে মিথ্যাধর্ম, মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করে, শাসনে মহা উপদ্রব সৃষ্টি করে। সংঘভেদ এবং সংঘের মধ্যে কলহ-বিবাদ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে পাপে লজ্জা, পাপে ভয়শীল ভিক্ষু শিক্ষাকামী হয়ে ধর্ম এবং বিনয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে জীবনান্তেও মিথ্যা না বলে ধর্ম-বিনয় যথাযথভাবে প্রকাশ করে বুদ্ধের শাসনে গৌরব বৃদ্ধি করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই কারণে পূর্বের মহাস্থবিরগণ এ বাক্য তিনবার উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "লজ্জাশীল, লজ্জাশীল, লজ্জাশীল ভিক্ষুরাই বুদ্ধের শাসন রক্ষা করবে।" এভাবে যিনি লজ্জাশীল, তিনি বিনয় লঙ্ঘন না করে, বিপদগামী না হয়ে, পাপে লজ্জার কারণে বিনয়ে স্থিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হন। 'অসংহীরোতি' বলতে 'সংহীরো'কে জানতে হয়। সংহীরো হচ্ছে : যিনি পালি, অর্থকথা, অনুলোম-প্রতিলোম কিংবা পদ পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধানরত হয়ে বিশেষভাবে কষ্ট পায়, সবিশেষ উদ্বিগ্ন হয়, সন্তোষ লাভে অক্ষম হয়। তিনি পরের দ্বারা যা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা সেভাবে সত্য বলে স্বীকার করেন এবং স্বীয় যুক্তি পরিত্যাগ করে পরবাদ গ্রহণ করেন; একেই বলা হয় 'সংহীরো'। যিনি পালি, অর্থকথা, অনুলোম-প্রতিলোম কিংবা পদ পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধানী হয়ে কষ্ট ভোগ করে না, উদ্বিগ্নও হন না। এক একটি লোম চিমটি দ্বারা তোলার ন্যায় "এভাবে আমাদের দ্বারা বলা হয়েছে; এভাবে আমাদের আচার্যগণ বলেন" বলে প্রকাশ করেন। যা দ্বারা পালি, পালি বিনিচ্চয় সুবর্ণপাত্রে প্রক্ষিপ্ত সিংহচর্বির ন্যায় পরিক্ষয়, পরিসমাপ্তি না হয়ে স্থায়ী হয়। একেই বলা হয় "অসংহীরো"তি।

'আচরিযপরম্পরা খো পনস্স সুগ্গহিতা হোতীতি' বলতে স্থবির-পরম্পরা, বংশ-পরম্পরা সুগৃহীত হয়। 'সুমনসিকতাতি' বলতে উত্তমভাবে মনস্কৃত; যা

মনোযোগ দেওয়ামাত্রই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো স্মরণ হয়। 'সুপধারিতাতি' বলতে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত; যা পূর্বাপর অনুসন্ধিত, অর্থ ও কারণ দ্বারা পরিক্ষীত। স্বীয়মত পরিত্যাগ করে আচার্য-মতের গুরুত্ব প্রতিপাদনে বলে থাকে যে, "আমার আচার্য অমুক আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তিনি (তাঁর আচার্য) অমুক আচার্যের নিকট। এভাবে সমস্ত আচার্য-পরম্পরা, স্থবিরবাদ অঙ্গ আহরণ করে যেই পর্যন্ত উপালী স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তা উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করেন। সেভাবে আহরণ করে উপালী স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দাসক স্থবির স্বীয় উপাধ্যায় উপালী স্থবিরের নিকট, সোণক স্থবির স্বীয় আপন উপাধ্যায় দাসক স্থবিরের নিকট; সিগ্গব স্থবির স্বীয় উপাধ্যায় সোণক স্থবিরের নিকট, মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির স্বীয় উপাধ্যায় সিগ্গব স্থবিরের নিকট, এভাবে চণ্ডবজ্জি থেরাদি আচার্য চণ্ডবজ্জি পরম্পরা, স্থবিরবাদ আহরণ করে স্বীয় আচার্য পর্যন্ত উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপে আচার্য-পরম্পরা শিক্ষা গ্রহণ সুগৃহীত হয়। এভাবে সম্ভব না হলে দুই, তিন পরিয়ত্তি অবশ্যই শিক্ষা করা কর্তব্য। সর্বশেষ নিয়মে আচার্য আচার্যের আচার্য-পালি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় যেই পদ্ধতিতে যেভাবে বলেন, সেভাবে শিক্ষা করা উচিত।

এই তিন লক্ষণ বিনয়ধর কর্তৃক বত্থুবিনিশ্চয়ের জন্যে সমবেত সংঘে উত্থাপিত হলে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত দ্বারা সেই বিষয় বলা উচিত। তখন সহসা মীমাংসা না হলে ছয় প্রকার বিষয় অবলোকন করা উচিত। সেই ছয় প্রকার কী কী? বিষয় অলোকন করা উচিত, মাতিকা (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) অবলোকন করা উচিত, পদ বিভাগকরণ অবলোকন করা উচিত, তিন প্রকার পরিচ্ছেদ অবলোকন করা উচিত, অন্তরে আপত্তি অবলোকন করা উচিত, অনাপত্তি অবলোকন করা উচিত।

বত্থু অবলোকন কালে "তৃণ বা পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে আগমন করা উচিত, তবুও নগ্নভাবে আগমন করা অনুচিত। যে নগ্নভাবে আগমন করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে।" এভাবে যেকোনো আপত্তি দর্শন করে তিনি এ সূত্র উদ্ধৃত করে এ অধিকরণ (বিবাদ) মীমাংসা করবেন।

মাতিকা অবলোকনকালে "সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বললে পাচিত্তিয় হয় (পাচি.২)। ইত্যাদি নিয়মে পাঁচ প্রকার আপত্তির মধ্যে অন্যতর আপত্তি দর্শন করে তিনি এ সূত্র উদ্ধৃত করে এ অধিকরণ মীমাংসা করবেন।

পদ বিভাগকরণ অবলোকনকালে "অক্ষয়িত শরীরে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করলে পারাজিকা আপত্তি হয়। অধিকাংশ ক্ষয়িত শরীরে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়" (পারা.৫৯ আদযো, অত্থতো সমানং)। ইত্যাদি

নিয়মে সাত প্রকার আপত্তির মধ্যে অন্যতর আপত্তি দর্শন করে তিনি এ পদবিভাগকারণ দ্বারা সূত্র উদ্ধৃত করে এ অভিযোগ (অধিকরণ) মীমাংসা করবেন।

তিন প্রকার পরিচ্ছেদ অবলোকনকালে তিন প্রকার সংঘাদিশেষ, তিন প্রকার পাচিত্তিয়, তিন প্রকার দুক্কট বা অন্যতর আপত্তি তিন পরিচ্ছেদে দর্শন করে, তিনি ইহাতে সূত্রে উদ্ধৃত করে এ অধিকরণ মীমাংসা করবেন।

অন্তর আপত্তি অবলোকনকালে "আপত্তিগ্রস্ত হয়ে তা উপেক্ষা করলে দুক্কট আপত্তি হয় (পাচি.৩৫৫)। এভাবে শিক্ষাপদন্তরের মধ্যে যে অন্তর আপত্তি তা দর্শন করে তিনি এ সূত্র উদ্ধৃত করে এ অধিকরণ মীমাংসা করবেন।

অনাপত্তি অবলোকনকালে "সুখানুভূতি উৎপন্ন না হলে চৌর্যচিত্তে গ্রহণ না করলে, না জেনে হত্যা করলে, সৎ অভিপ্রায়ে প্রকাশ করলে, মোচনের অভিপ্রায়ে না হলে, সৎজ্ঞানে না করলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও করলে, অজ্ঞাতসারে করলে ভিক্ষুর অনাপত্তি হয়"। এভাবে সেই সেই নির্দিষ্ট অনাপত্তি দর্শন করে তিনি এ সূত্র উদ্ধৃত করে এ অধিকরণ মীমাংসা করবেন।

যে ভিক্ষু চতুর্বিধ বিনয়ে দক্ষ এবং ত্রিবিধ লক্ষণসম্পন্ন তিনি এই ছয় বিষয় অলোকন করে অধিকরণ মীমাংসা করবেন। যথা : (১) তার বিচার সিদ্ধান্ত (বিনিচ্চয়) অপ্রবর্তিত, স্বয়ং উপবিষ্ট বুদ্ধ কর্তৃক মীমাংসা করার ন্যায় হয়; (২) যদি সেই বিনিচ্চয়কুশলী ভিক্ষুর নিকট কোনো কৃত শিক্ষাপদ লঙ্ঘনকারী ভিক্ষু উপস্থিত হয়ে স্বীয় পাপকার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তাহা উত্তমরূপে বিচার করে যদি অনাপত্তি হয়, "অনাপত্তি" বলা কর্তব্য; (৩) আর যদি আপত্তি হয় "আপত্তি" বলা কর্তব্য; (৪) যদি তা দেশনাগামী হয়, 'দেশনাগামী' বলা কর্তব্য; (৫) যদি উত্থানগামী হয়, "উত্থানগামী" বলা কর্তব্য; (৬) তবে তার পারাজিকা সাদৃশ আপত্তি দর্শন হলে, তাতে "পারাজিকা আপত্তি" বলা উচিত নয়। কেন? মৈথুনধর্ম ও উত্তরি মনুষ্যধর্ম-জনিত শীল লঙ্ঘন নিকৃষ্ট অপরাধ। আর অদত্তবস্তু গ্রহণ ও মনুষ্যহত্যা-জনিত শীল লঙ্ঘন সূক্ষ্ম অপরাধ। যা চিত্ত চঞ্চল তা বশত ঘটে। সেসব অপরাধ সূক্ষ্মভাবেই পাপকার্য সম্পাদন করা হয়, সূক্ষ্মভাবে রক্ষা করা হয়। তদ্ধেতু এই পাপকর্ম বিষয়ে তার সন্দেহকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা হলেও "আপত্তি" না বলে, যদি বিচারকের আচার্য থাকে, তাহলে তদ্দ্বারা বিচার মীমাংসায় সেই ভিক্ষুকে "আমাদের আচার্যের নিকট জিজ্ঞাসা কর" এ বলে প্রেরণ করা কর্তব্য। যদি সে পুনরায় আগমন করে "আপনাদের আচার্য সূত্র হতে নিয়ম অবলোকন করে 'মার্জনীয়' বলে আমাকে বলেছেন" এরূপ বললে; "আচার্য যা বলেছেন তা উত্তমরূপে সম্পাদন কর", এরূপ বলা উচিত। অতঃপর তেমন আচার্য না থাকলে একসাথে শিক্ষা করা

স্থবির থাকলে তা নিকট এ বলে প্রেরণ করা উচিত : "আমাদের সাথে যে স্থবির শিক্ষা করেছেন তিনি সকলের প্রশংসিত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর"; এই বলে প্রেরণ কর্তব্য। তার দ্বারা "মার্জনীয়" বলে মীমাংসিত হলে "তার বাক্যকে উত্তমভাবে রক্ষা কর" এরূপ বলা কর্তব্য। অতঃপর একসাথে শিক্ষা করা স্থবির না থাকলে, বিচারকের পণ্ডিত অন্তেবাসিক কোনো ভিক্ষু থাকলে তার নিকট এ বলে প্রেরণ করা উচিত– "অমুক তরুণ ভিক্ষুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর"। তার দ্বারা "মার্জনীয়" বলে মিমাংসিত হলে, "তার বাক্যকে উত্তমভাবে সম্পাদন কর"; এরূপ বলা কর্তব্য।

অনন্তর তরুণ কোনো ভিক্ষুর পারাজিকা হয়েছে এমন ধারণা উৎপন্ন হলে তদ্বারা "পারাজিকা হয়েছে" বলা অনুচিত। জগতে বুদ্ধ-উৎপত্তি দুলর্ভ, তদপেক্ষা দুলর্ভতর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ। তাই এভাবে বলা কর্তব্য, "তুমি নির্জনস্থানে গমন করে দিবাবিশ্রামে উপবেশন করে শীলসমূহ বিশুদ্ধ করে (আপত্তি দেশনার মাধ্যমে) বত্রিশ প্রকার অশুভ ভাবনায় মনোযোগ দাও।" যদি তার শীল ভঙ্গ না হয়, তাহলে কর্মস্থান ভাবনা সঠিক হবে, সংস্কারসমূহ প্রকটিত হয়ে উৎপন্ন হবে, উপচার, অর্পণা ধ্যানের ন্যায় চিত্তের একাগ্রতা হবে এবং দিবস অতিক্রান্ত হলেও বুঝতে পারবে না। সে দিবস অতিক্রমে আচার্যের সেবায় আসলে তাকে এরূপ বলা উচিত : "তোমার চিত্ত এখন কিরূপে প্রবর্তিত হচ্ছে? চিত্তের প্রকর্তিত অবস্থা সম্পর্কে বলা হলে, এরূপ বলা উচিত : "প্রব্রজ্যা হচ্ছে চিত্তবিশুদ্ধির জন্য, তদ্ধেতু তুমি অপ্রমত্তভাবে শ্রমণধর্ম পালন কর।"

যার শীল ভঙ্গ হয়, তার কর্মস্থান সঠিক হয় না। বেত্রাঘাতে জল উৎক্ষিপ্ত ও কপিত হওয়ার ন্যায় চিত্ত প্রকম্পিত হবে, অনুতাপের অনলে দগ্ধ হবে এবং তপ্ত পাষাণে উপবিষ্ট হবার ন্যায় তৎক্ষণাৎ কর্মস্থান ভেঙে গাত্রোত্থান করবে। সে কর্মস্থান ভেঙে আগমন করলে "তোমার চিত্ত কিরূপে প্রবর্তিত হচ্ছে" এরূপ জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। চিত্তের অবস্থা সম্পর্কে বলা হলে, এরূপ বলা উচিত : "জগতে পাপকর্ম সম্পাদনকারীর পাপ কখনো গোপন থাকে না। পাপকর্ম সম্পাদন করলে সর্বপ্রথমে নিজে জ্ঞাত হয়, অতঃপর তার রক্ষাকারী দেবতা, পরচিত্তজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দেবতাগণ তা জানেন। তুমিই এখন তোমাকে স্বস্তিদানের উপায় অন্বেষণ কর।

চতুর্বিধ বিনয়কথা, বিনয়ধর ও লক্ষণাদি কথা সমাপ্ত।

ভিক্ষুপদ বিভাজনীয় বর্ণনা

এখন শিক্ষাপদ বিভঙ্গের অর্থ বর্ণনা করব। এ সম্পর্কে যা ব্যক্ত হয়েছে : "যো পনাতি যো যাদিসোতি" ইত্যাদি। এখানে 'যো পনাতি' হচ্ছে বিভাজিতব্য

পদ। 'যো যাদিসোতি' ইত্যাদি হচ্ছে তার শ্রেণী বিভাগকরণ পদ। যেহেতু এখানে 'পনাতি' হচ্ছে নিপাতপদ মাত্র; 'যোতি' হচ্ছে অর্থপদ; সেই অনির্দিষ্টতাবাচক পদ দ্বারা পুদ্গলকে বর্ণনা করা হয়েছে। সেহেতু তার অর্থ দর্শন করে অনির্দিষ্ট কোনো পুদগলকে 'যো' শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব এখানে এ অর্থে এভাবে জানা উচিত : 'যো পনাতি' বলতে যেকোনো ব্যাক্তিকে বলা হয়েছে। যেহেতু যেকোনো ব্যক্তি বলতে সে অবশ্যই লিঙ্গ-যুক্ত-জাতি-নাম-গোত্র-শীল-বিহার (অবস্থান)-বিচরণক্ষেত্র-বয়স একেকটি অবস্থাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হবে। তথায় 'যদিসেতি' বলতে লিঙ্গবশে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হোক। নবকর্মে যুক্ত বা উদ্দেসকর্মে যুক্ত বা সাধারণকর্মে যুক্ত ইত্যাদি অর্থ। 'যথাজচ্চোতি' বলতে জাতিবশে যেই জাতিতে জন্ম হওয়া উচিত সে জাতিতে হোক! যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি অর্থে। 'যথানামোতি' বলতে নামবশে যেরূপ নাম হওয়া উচিত সেরূপ হোক! যথা : বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত ইত্যাদি অর্থে। 'যথাগোত্তোতি' বলতে বলতে গোত্রবশে যেরূপ গোত্র হওয়া উচিত সেরূপ হোক; যথা : কাত্যায়ণ, বশিষ্ঠ, কোশিয় ইত্যাদি অর্থে। 'যথাসীলোতি' বলতে শীলবশে যেরূপ শীল হওয়া উচিত সেরূপ হোক! যেমন : নবকর্ম শীল বা উদ্দেসশীল, বা নিজে ধারণকৃত শীল ইত্যাদি অর্থে। 'যথাবিহারীতি' বলতে বিহারসমূহে অবস্থানবশে যেরূপে অবস্থান করা উচিত সেরূপ অবস্থান করা হোক! যেমন : নবকর্মে অবস্থান, উদ্দেশার্থে অবস্থান বা নিজ নিয়মে অবস্থান ইত্যাদি অর্থে। 'যথাগোচরোতি' বলতে বিচরণক্ষেত্রবশে যেরূপে বিচরণ করা উচিত সেরূপে বিচরণ করা হোক! যেমন : নবকর্মে বিচরণ, বা উদ্দেসে বিচরণ, বা নিজস্ব নিয়মে বিচরণ ইত্যাদি অর্থে। 'থেরোবাতি' বলতে স্থবির বা বয়োবৃদ্ধ যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবেই হোক! যেমন : দশবর্ষা পরিপূর্ণকারী ভিক্ষুকে স্থবির বা পাঁচ বর্ষার কম ভিক্ষুকে নবীন, পাঁচ বর্ষার অধিক ভিক্ষুকে মধ্যম ইত্যাদি অর্থে। অতঃপর সর্বক্ষেত্রে একই অর্থে ইহা বলা হয়েছে "যো পনা"তি।

ভিক্ষু নিদ্দেসে 'ভিক্খতী'তি বলতে ভিক্ষা করে বলে ভিক্ষুক। লাভ-অলাভ না ভেবে আর্যসম্মত যাচঞায় ভিক্ষা করে অর্থে ভিক্ষুক। বুদ্ধগণ কর্তৃক আচরিত ভিক্ষাচর্যায় আত্মসমর্পণ করাকে 'ভিক্খাচরিযং অজ্ঝুপগতো' বলা হয়েছে। যে কেউ অল্প বা মহা ভোগসম্পত্তি পরিত্যাগ করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিতভাবে হয়ে কৃষি ও গোপালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ত্যাগ করে উপসম্পদা গ্রহণে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে (লিঙ্গ সম্পত্তিই) অনিবার্যভাবে ভিক্ষাচর্যায় আত্মসমর্পন করা অর্থে ভিক্ষু। পরনির্ভরশীল হয়ে বা বিহারের মধ্যে কাঁধে করে আনা ভাত (কাজভত্তং) সুব্যবস্থা থাকলেও ভিক্ষাচার্যায় আত্মসমর্পণ করা অর্থে ভিক্ষু।

ভিক্ষা লব্ধ (অল্প পরিমাণ) ভোজন গ্রহণ করে প্রব্রজ্যায় উৎসাহ উৎপাদন বা ভিক্ষাচর্যায় আত্মসমর্পণ করা অর্থে ভিক্ষু। "অগ্‌ঘ-ফস্‌স-বণ্ণ ভেদন' তথা মূল্য, সৌন্দর্য ও স্পর্শসুখ (ভেদক) নষ্টকারী বলতে ছিন্নবস্ত্র ধারণ করে বলে ছিন্নবস্ত্রধারী। তথায় শস্ত্র দ্বারা ছেদিত হওয়ার কারণে মূল্য নষ্টকারী (ভেদক) বলে জ্ঞাতব্য। সহস্র মূল্যের বস্ত্র হলেও শস্ত্র দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করার কারণে মূল্য ভেদক ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় হয়। পূর্বমূল্যের অর্ধেকও হয় না। (মোটা) সুতা দিয়ে সেলাই করার কারণে স্পর্শ (সুখ) ভেদক বলে জ্ঞাতব্য। সুখস্পর্শ বস্ত্র হলেও মোটা সুতা দিয়ে সেলাই করা কারণে সুখস্পর্শ হয় না। ব্যবহারকালে খসখসে স্পর্শ হয়। সূচের দাগে সৌন্দর্যের পরিহানী হয় বলে জ্ঞাতব্য। পরিশুদ্ধ হলেও বস্ত্র সেলাই করার সময় সূচের দাগ, হাতের স্বেদমল, দেহের ঘাম এবং সর্বশেষে রং করার অদক্ষতায় সৌন্দর্যের পরিহানী হয়। স্বাভাবিক রং ফুটে ওঠে না। এভাবে তিন প্রকারে ছিন্নবস্ত্র ধারণ করে বলে ছিন্নবস্ত্রধারী ভিক্ষু। গৃহীবস্ত্রের বিপরীত বা কাষায়বস্ত্র ধারণ বলেই ছিন্নবস্ত্রধারী ভিক্ষু।

'সমঞ্ঞাযাতি' বলতে প্রজ্ঞাপ্তির ব্যবহারিক অর্থ। এই প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা কেউ কেউ সীমা-সম্মুতি প্রাপ্ত ভিক্ষু বলে পরিগণিত হয়। নিমন্ত্রণাদিতে ভিক্ষুগণকে গণনা করার সময় শ্রামণেরদেরকেও গণনা করে "শত ভিক্ষুকে সহস্র ভিক্ষু" বলে থাকে। 'পটিঞ্ঞাতি' তথা প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা কেউ কেউ স্বীয় অঙ্গীকারবশে প্রতীক্ষা দ্বারা ভিক্ষু বলে পরিগণিত হয়। "এক্ষণে আপনি কি?" বলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তদূত্তরে তিনি বলেন "আবুসো, আমি এখন ভিক্ষু। এভাবে এসবের উৎপত্তি দ্রষ্টব্য। ইহা আনন্দ স্থবির কর্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্মত প্রতিজ্ঞা। দুঃশীল স্বভাবের পুদ্‌গলেরাও রাতে সম্মুখবর্তী পথে আগমনকালে "এখানে আপনারা কারা?" বলে জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তারা ধর্মবিনয়-বিরুদ্ধ মিথ্যাভাবে প্রতিজ্ঞা দ্বারা "আমরা ভিক্ষু" বলে থাকে।

'এহি ভিক্‌খূতি' বলতে ভগবান "এসো ভিক্ষু বলে" আহ্বান করা মাত্রেই ঋদ্ধিময় উপসম্পদায় ভিক্ষুত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান ঋদ্ধিময় ভিক্ষু করার অভিপ্রায়ে অর্হৎ গুণসম্পন্ন পুদ্গালকে দেখে রক্তবর্ণ পাংসুকূল চীবর অভ্যন্তর হতে দক্ষিণ হাত বের করে ব্রহ্মস্বরে "এসো ভিক্ষু, দুঃখ অন্তসাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ কর" এরূপ বলেন। ভগবানের বচন মাত্রই তার গৃহীচিহ্ন অন্তর্ধান হয়। প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদায় উত্তীর্ণ হয়। মাথার কেশ ছেদিত, কাষায়বস্ত্র অধিকৃত হয়। তখন তার অর্ন্তবাস পারুপন, উত্তরাসঙ্গ আচ্ছাদন, সাংঘাটি স্কন্ধে স্থাপিত হয়। এবং নীলোৎপল বর্ণ মৃত্তিকাপাত্র বামস্কন্ধে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

ত্রিচীবর পাত্র-ক্ষুর, সুচ্ কটিবন্ধ;
জলছাকুনী এই অষ্ট ধ্যানীর উপযুক্ত'।

এভাবে বর্ণিত অষ্টপরিষ্কার দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে ষাট বছর বয়স্ক বিজ্ঞ আচার্য, উপাধ্যায় ও স্থবিরের ন্যায় ঈর্যাপথসম্পন্ন হয়ে তিনি সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা করে স্থিত থাকেন। ভগবান বোধিজ্ঞান লাভের প্রথম দিক হতে সময়ে সময়ে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদায় উপসম্পদা প্রদান করতেন। এভাবে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদালাভী ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত একচল্লিশজন। যেমন পঞ্চবর্গীয় স্থবির, কুলপুত্র যশ, তাঁর চুয়ান্নজন সহচর, ভদ্রবর্গীয় ত্রিশ জন, এক হাজার জন পুরানো জটিল, দুই অগ্রশ্রাবকের সাথে আড়াই শত পরিব্রাজক এবং অঙ্গুলিমাল স্থবির। ইহা অট্ঠকথায় বলা হয়েছে :

তিন শত চত্বারিশ মহাপ্রাজ্ঞ;
সবে তাঁরা ঋদ্ধিময়ী উপসম্পন্নে গণ্য।

কেবল তাঁরা নন, আরও অনেকে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষু হয়েছেন। যেমন– তিনশত শিষ্যসহ শেল ব্রাহ্মণ, সহস্রজন অনুচরসহ মহাকপ্পিন, কপিলবাস্তুবাসী দশ হাজার কুলপুত্র, ষোল হাজার অনুচরসহ পারায়নিক ব্রাহ্মণ উল্লেখযোগ্য। পালি বিনয়পিটকে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদাপ্রাপ্ত সবাই নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র এঁদেরকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তবিংশ সহস্র আরও তিন শত;
এরা সবি ঋদ্ধিময়ী ভিক্ষু সংখ্যাত।

'তীহি সরণগমনেহি উপেসম্পন্নোতি' বলতে "আমি বুদ্ধের শরণ করছি" ইত্যাদি তিনবার জ্ঞাপন করে বাক্যের মাধ্যমে ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা উপসম্পদা। এভাবে উপসম্পদা আট প্রকার। যথা : ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা, ত্রিশরণ গ্রহণে উপসম্পদা, উপদেশ গ্রহণে উপসম্পদা, প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উপসম্পদা, গুরুধর্ম প্রতিগ্রহণে উপসম্পদা, দূতের দ্বারা উপসম্পদা, অষ্টবাচিক উপসম্পদা, জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাচা উপসম্পদা। তন্মধ্যে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা এবং ত্রিশরণ গ্রহণে উপসম্পদা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'উপদেশ গ্রহণে উপসম্পদা' হচ্ছে "হে কাশ্যপ, তদ্ধেতু তোমার এভাবে শিক্ষা করা উচিত : 'পাপের প্রতি আমার লজ্জা, ভয় তীব্রভাবে উৎপন্ন হলে নবীন, মধ্যম, স্থবিরেরও হবে।" হে কাশ্যপ, এভাবে তোমার শিক্ষা করা উচিত।

হে কাশ্যপ, তদ্ধেতু তোমার এভাবে শিক্ষা করা উচিত : "আমি যা কিছু ধর্ম শ্রবণ করব; জ্ঞানসহগত চিত্তেই শ্রবণ করব। এসবই সারবস্তু ভেবে সর্বচিত্তে পুঞ্জীভূত করে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করব। হে কাশ্যপ, এভাবে তোমার শিক্ষা করা উচিত।"

হে কাশ্যপ, তদ্ধেতু তোমার এভাবে শিক্ষা করা উচিত : "অতৃপ্ত আস্বাদ

সহগত কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা আমার ত্যাগ করা উচিত হবে না। হে কাশ্যপ, এভাবে শিক্ষা করা উচিত।" (সং.নি. ২,১৫৪) এ উপদেশ প্রতিগ্রহণ দ্বারা মহাকাশ্যপ স্থবিরের অনুজ্ঞাত উপসম্পদা লাভ হয়।

প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উপসম্পদা বলতে সোপাকের অনুজ্ঞাত উপসম্পদা বুঝায়। ভগবান পূর্বারামে চংক্রমণরত সোপাক শ্রামণেরকে "হে সোপাক, "স্ফীত সংজ্ঞা' বা 'রূপ সংজ্ঞা' এই ধর্মসমূহ নানা অর্থ, নানা ব্যঞ্জন? নাকি এক অর্থ ও নানা ব্যঞ্জন?" এভাবে দশ অশুভ আশ্রিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সোপাক সেসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান তার উত্তরে সাধুবাদ প্রদান করে "হে সোপাক, এখন তোমার বয়স কত"? "ভগবান আমার বয়স এখন সাত বছর"। "হে সোপাক, তুমি আমার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের ন্যায় যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছ।" এ বলে ভগবান দৃঢ়চিত্তে তাকে উপসম্পদার অনুমতি প্রদান করেন। ইহা প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উপসম্পদা।

গুরুধর্ম প্রতিগ্রহণে উপসম্পদা বরতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অষ্ট গুরুধর্ম প্রতিগ্রহণের দ্বারা অনুজ্ঞাত উপসম্পদা বুঝায়। দূতের দ্বারা উপসম্পদা বলতে অড্ডকাশি গণিকার জন্যে অনুজ্ঞাত উপসম্পদা বুঝায়।

অষ্টবাচিক উপসম্পদা বলতে ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ হতে দুইবার জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাচা গ্রহণে উপসম্পদা। ঞাত্তি চতুর্থ কর্মে উপসম্পদা বলতে বর্তমান সময়ে ভিক্ষুদের উপসম্পদাকে বুঝায়। এই আট প্রকার উপসম্পদার মধ্যে "হে ভিক্ষুগণ, আমার কর্তৃক ত্রিশরণ গমন দ্বারা যে অনুজ্ঞাত উপসম্পদা, তা আজ হতে প্রত্যাখান করছি। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাচার মাধ্যমে উপসম্পদা দানের অনুজ্ঞা প্রদান করছি"। (মহাব. ৬৯) এভাবে এই অনুজ্ঞাত উপসম্পদায় উপসম্পন্ন বলে ব্যক্ত হয়।

'ভদ্রোতি' বলতে নিষ্পাপ। কল্যাণ পৃথগ্জনেরা যাবত অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত না হন, তাবত পরিশুদ্ধভাবে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনে সমন্নাগত হলে "নিষ্পাপ ভিক্ষু" বলে পরিগণিত হন। 'সারোতি' বলতে সেই শীল সারাদিতে সমন্নগত হওয়ায় নীলবর্ণে রঞ্জিত ন্যায় "উৎকৃষ্ট ভিক্ষু" বলে জ্ঞাতব্য। ক্লেশ-উপাদানহীন ক্ষীণাস্রবকে "উৎকৃষ্ট" বলে জ্ঞাতব্য। 'সেখোতি' বরতে কল্যাণ পৃথগ্জন সপ্ত আর্যধন ও ত্রিবিধ শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করে বলে শৈক্ষ্য। তাদের মধ্যে যেকোনো ভিক্ষুই "শৈক্ষ্য ভিক্ষু" বলে জ্ঞাতব্য। আর যাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, তাঁরা অশৈক্ষ্য। শিক্ষণীয় বিষয় অতিক্রমে শ্রেষ্ঠফলে স্থিতি হয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের অতীত ক্ষীণাস্রব "অশৈক্ষ্য" বলে ব্যক্ত। 'সমগ্গে সংজ্ঞেনাতি' বলতে সর্বশেষ পর্যায় দ্বারা পঞ্চবর্গ করণীয় কাজে যে সব ভিক্ষু কর্মপ্রাপ্ত, তারা অভিমত প্রদানের যোগ্যদের থেকে অভিমত আনয়ন করে (আগত) সম্মুখস্থ

ভিক্ষুসংঘের সম্মুতিতে এককর্মে সমগ্রভাবে স্বীকৃতি প্রদান বুঝায়। 'ঞত্তিচতুত্থেনাতি' বলতে একবার জ্ঞাপ্তি, তিনবার অনুশ্রবণ করানো বুঝায়। 'কম্মেনাতি' অর্থ বিধিসম্মত বিনয়কর্মের দ্বারা। 'অকুপ্পেনাতি' অর্থে বিষয়বস্তু, জ্ঞাপ্তি অনুশ্রবণ, ধারণা উপযুক্ত সীমা, উপযুক্ত ভিক্ষুপরিষদ ইত্যাদি সম্পদ সম্পন্ন হলে নিঃসন্দেহে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকৃতি প্রদান বুঝায়। 'ঠানারহেনাতি' বলতে শাস্তাশাসনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত উত্তম কার্যকে বুঝায়। 'উপসম্পনো'তি বলতে উচ্চতর গুণ-মর্যাদা লাভ করা বা প্রাপ্ত হওয়া অর্থে বুঝায়। ভিক্ষুত্বই হচ্ছে উচ্চতর অবস্থা। তিনি উচ্চতর অবস্থাকে যথাব্যক্ত কর্ম দ্বারা লাভ করার হেতুতে "উপসম্পন্ন" বলে অভিহিত হন। এখানে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাচা একবার বলা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থিত থেকে চার প্রকার সংঘকর্ম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত বলে সব অট্ঠকথায় বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : "অপলোকনকর্ম (অনুমতি কর্ম), জ্ঞাপ্তি কর্ম, দ্বিতীয় জ্ঞাপ্তিকর্ম, এবং চতুর্থ জ্ঞাপ্তিকর্ম"—এ চার প্রকার সংঘকর্ম অনুক্রমে স্থাপন করে বিস্তারিতভাবে খন্ধক এবং কর্মবিভঙ্গ হতে পরিবার গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এখন আমরা পরিবার গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেসব ব্যাখ্যা করব। যদি এভাবে প্রথম পারাজিকা বর্ণনা বিদ্যমান থাকে এবং পরিবর্তিত না হয়, তাহলে যথাস্থিত পালি বর্ণনা সহজে বুঝা যাবে। এসব বিষয় পরিপূর্ণ হবে; তদ্ধেতু অনুপদের বর্ণনাই করছি।

'তত্রাতি' বলতে "ভিক্খবো"তি ইত্যাদি নিয়মে বর্ণিত সেই ভিক্ষুগণের মধ্যে বুঝায়। 'য়ায়ং ভিক্খূতি' বলতে যেই ভিক্ষু। 'সমগ্গেন সংঘেন ... উপসম্পন্নোতি' বলতে আট প্রকার উপসম্পদার মধ্যে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাচা দ্বারা উপসম্পন্ন। 'অযং ইমস্মিং অত্থে অধিপ্পেতো ভিক্খূতি' বলতে ইনি "মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনে পারজিকা হয়" এ অর্থে "ভিক্খূতি" অভিপ্রেত। অপরদিকে "ভিক্খুকো"তি ইত্যাদি নিরুত্তিবশে ব্যক্ত হয়েছে। "সমঞ্ঞায ভিক্খু, পটিঞ্ঞায ভিক্খূ"তি এই দুই ভিক্ষু বাক্যবশে ব্যক্ত। এই "ভিক্খূ"তি উপাধ্যায় বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিলব্ধ উপসম্পদাবশে ব্যক্ত। শরণে গমন ভিক্ষু অনুৎপন্ন কর্মবাচায় উপসম্পদাবশে ব্যক্ত। "ভদ্রো"তি ইত্যাদি গুণবশে ব্যক্ত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

[ভিক্ষুপদ বিভাগকরণ সমাপ্ত]

শিক্ষার নীতিপদ বিভাজন বর্ণনা

এখন "ভিক্খূন"ন্তি বলতে এই পদ, বিশেষ অর্থভাব হতে বিভক্ত না করে যেই শিক্ষা ও শিক্ষাপদে সমাপন্ন হয়ে ভিক্ষুদেরকে শিক্ষাপদে স্থিত বলা হয়; তা

বর্ণনা করতে 'সিক্খাতি' ইত্যাদি বললেন। অতএব শিক্ষা করা উচিত বলে 'সিক্খা'। 'তিস্সোতি' বলতে গণনা দ্বারা নির্ণয়করণ। 'অধিসীল সিক্খাতি' বলতে উচ্চতর উত্তম শীলই হচ্ছে অধিশীল। শিক্ষনীয় বিষয় হতে সেই অধিশীল শিক্ষা করাকে বলে অধিশীল শিক্ষা। এ নিয়মে অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষাই জ্ঞাতব্য। এস্থলে শীল কী? অধিশীল কী? চিত্ত কী? অধিচিত্ত কী? প্রজ্ঞা কী? অধিপ্রজ্ঞা কী? এভাবে বলা হয়েছে : পঞ্চশীল, অষ্টশীল হলই শীল। এসব বুদ্ধের উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি সময়ে জগতে প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধের উৎপত্তিতে এসব শীল পালনে বুদ্ধ এবং তার শ্রাবকগণ মহাজনসাধারণকে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে এসব শীল পালনে পচ্চেক বুদ্ধ, কর্মবাদী ও ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী মহারাজা এবং মহাবোধিসত্ত্বগণও উৎসাহিত করেন। পণ্ডিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই এসব শীল পালনে উৎসাহিত হয়। তাঁরা সেই কুশলধর্ম পরিপূরণ করে দেব-সম্পত্তি, মনুষ্যসম্পত্তি পরিভোগ করেন। প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীলকে "অধিশীল" বলা হয়েছে, তা উজ্জ্বলতার মধ্যে সূর্যের ন্যায়, উচ্চতার মধ্যে সুমেরু পর্বতের ন্যায় সব লৌকিক শীলের চেয়ে অধিক উত্তম; যা বুদ্ধের উৎপত্তিতে প্রবর্তিত হয়, অনুৎপত্তিতে হয় না। প্রজ্ঞপ্তি উদ্ধার করে অন্য কোনো সত্ত্ব তাহা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয় না। বুদ্ধগণই কায়-বাকদ্বারের এসব অসদাচারের স্রোত বন্ধ করতে সেই সেই অশোভনীয় কর্ম অনুসারে সংবরণ শীল প্রজ্ঞাপ্ত করেন। প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল মার্গফলসংযুক্ত শীল বলেই অধিশীল; এখানে এরূপ ধারণা অনভিপ্রেত অধিশীল শীলসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করতে পারে না।

আট প্রকার কামাবচর কুশলচিত্ত এবং আট প্রকার লৌকিক সমাপত্তি চিত্তকে একত্রিত করে তাদের প্রবর্তনকে চিত্ত বলে জ্ঞাতব্য। বুদ্ধের উৎপত্তি, অনুৎপত্তি সর্ব সময়ে চিত্ত প্রবর্তিত হয়। সেই সব চিত্তের প্রবর্তন, এসব চিত্ত বর্ণিত হয়। সমাপন এবং সমাদান লাভকরণ শীল পূর্বে ব্যক্ত নিয়মে জ্ঞাতব্য। বিদর্শন উৎপাদক অষ্ট সমাপত্তি চিত্তকে "অধিচিত্ত" বলা হয়। শীলসমূহের মধ্যে অধিশীলের ন্যায় তাহা সব লৌকিক চিত্তের মধ্যে অধিক উত্তম; যা কেবলমাত্র বুদ্ধের উৎপত্তি সময়ে ব্যাখ্যাত হয়, অনুৎপত্তি সময়ে হয় না। সেই হেতু মার্গফল চিত্ত মাত্রই অধিচিত্ত এমন ধারণা এখানে অভিপ্রেত। কারণ চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করতে পারে না (তার অধিশীলের কারণে)। "দানে ফল আছে, পূজার ফল আছে (ধ.স. ১৩৭১; বিভ. ৭৯৩. ম.নি. ৩৯১) ইত্যাদি বিশ্বাসে প্রবর্তিত (আদিনযপবত্ত) কর্মফল সম্পর্কে জ্ঞানই হচ্ছে প্রজ্ঞা; যা বুদ্ধের উৎপত্তি, অনুৎপত্তি সময়ে জগতে প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধের উৎপত্তি সময়ে বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবকগণ এসব জ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধের অনুৎপত্তি

সময়ে পচ্চেক বুদ্ধ কর্মবাদী ও ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী মহারাজা এবং মহাবোধিসত্ত্বগণও তাতে উৎসাহিত করেন। সমগ্র পণ্ডিত সত্ত্বগণ নিজেরা জ্ঞান লভে করতে এতে উৎসাহিত হয়। অংকুর সেভাবে দশ সহস্র বছর মহাদান দিয়েছিলেন। বেলাম ব্রাহ্মণ, বেসান্তর রাজা এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মহাদান দিয়েছিলেন। তাঁরা সেই কুশলধর্ম পরিপূরণ করে দেব-সম্পত্তি, মনুষ্য-সম্পত্তি পরিভোগ করেছিলেন। ত্রিলক্ষণের স্বরূপ বিশ্লেষক বিদর্শন জ্ঞানকে "অধিপ্রজ্ঞা" বলা হয়। শীল চিত্তসমূহের মধ্যে অধিশীল এবং অধিচিত্তের ন্যায় সব লৌকিক প্রজ্ঞার চেয়ে অধিক উত্তম; যা বুদ্ধের উৎপত্তি বিনা জগতে প্রবর্তিত হয় না। উপরন্তু মার্গফল প্রজ্ঞাও অধিপ্রজ্ঞা। তাই বলে এখানে ইহা বলা অনভিপ্রেত যে, এ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করতে পারে কারণ ভিক্ষুত্ব অধিশীলে প্রতিষ্ঠিত। 'তত্রাতি' বলতে সেই তিন শিক্ষার মধ্যে 'য্বায়ং অধিসীলসিক্খাতি' বলতে যা এই প্রাতিমোক্ষ-শীল সংখ্যাত, তা-ই 'অধিশীল শিক্ষা। 'এতং সাজীবং নামাতি' বলতে এগুলো সবই ভগবান কর্তৃক বিনয়ে প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ। যেহেতু এখানে নানা দেশ, জাতি, গোত্রাদিভেদে বহু ভিক্ষু একসাথে জীবন-যাপন করে একজীবিকা ও সম আচরণে অভ্যস্ত হয়; যেহেতু "সাজীব"ন্তি বলা হয়। 'তস্মিং সিক্খতীতি' বলতে এ শিক্ষাপদ চিত্তকে এভাবেই অধিকার করে, "আমি কী যথাশিক্ষা আচরণ করছি? নাকি করছি না?" এভাবে স্বীয় চিত্তকে অবলোকন করে শিক্ষা করা। ইহা কেবল এই নীতিমূলক শিক্ষাসংখ্যাত শিক্ষাপদে যা আছে তাহাই শিক্ষা করা হয় না, ত্রিশিক্ষা দ্বারাই শিক্ষা করা হয়। "এতং সাজীবং নামা"তি এই শিক্ষাপদের অনন্তর পদবশে শিক্ষা করা হয় বলে "তস্মিং সিক্খতী"তি বলা হয়। তাহা কিছুমাত্র এভাবে বলে, অতঃপর এখানে ইহার অর্থ এভাবেই দেখা উচিত : সেই ত্রিশিক্ষায় শিক্ষা পরিপূরণ করতে শিক্ষা করা এবং সেই শিক্ষাপদ লঙ্ঘন না করে শিক্ষা করা। 'তেন বুচ্চতি সাজীবসমাপন্নোতি' তাই বলা হয়ে থাকে অনন্তর এই শিক্ষানীতিসমূহ এভাবে স্বীয় জীবনে আয়ত্ত করতে হয়। যেহেতু এই শিক্ষাসমাপন্ন, সেহেতু তা 'শিক্ষাসমাপন্ন' এ অর্থে জ্ঞাতব্য। এভাবে বিদ্যমান থাকলে "সিক্খসাজীবসমাপন্নো"তি এ পদের পদবিভাগকরণ পরিপূর্ণ হয়।

[শিক্ষার নীতিপদ বিভাকরণ বর্ণনা সমাপ্ত]

শিক্ষা প্রত্যাখ্যান বিভঙ্গ বর্ণনা

'সিক্খং অপ্পচ্চক্খায দুব্বল্যং অনাবিকত্বাতি' বলতে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান না করে বা দুর্বলতা প্রকাশ না করে। দুর্বলতা প্রকাশ না করলে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান

করা হয় না। সেহেতু "দুব্বল্যং অনাবিকত্বা"তি এ পদ দ্বারা ইহা ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষ অর্থ (লাভ) হয় না। যেমন "দিরত্ততিরত্তং সহসেয্যং কপ্পেয্যা"তি ব্যাখ্যায় দুই রাত বাক্যের কোনো বিশেষ অর্থ (লাভ) হয় না। কেবল লোক ব্যবহারবশে ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্ট, (মুখারূলতায) মুখে মুখে প্রচলিত কথায় ইহা বলা হয়েছে। এভাবে ইহা ব্যবহারবশে ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্ট মুখে মুখে প্রচলিত কথায় বলা হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

যেহেতু ভগবান অর্থসহ ব্যঞ্জনাসহ ধর্মদেশনা করেন, সেহেতু "সিক্খং অপ্পচ্চক্খাযা"তি এ অর্থকে সমাপন করতে "দুব্বল্যং অনাবিকত্বা"তি এ ব্যঞ্জনায়তার পূর্ণতা প্রদান করেন। পরিষদ ছাড়া শুধুমাত্র অর্থপদ বলা হলে সে বাক্য তেমন শোভনীয় হয় না, যেমনটি অনুচরবিহীন রাজা, বস্ত্রালংকারহীন পুরুষ শোভনীয় নয়। পরিচারক দ্বারা বলতে এখানে অর্থের আনুকূল্যতা দ্বারা, সহায়ক পদ দ্বারা তাকে (বাক্যকে) শোভনীয় করা। যেহেতু শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যানকারীর কিছু দুর্বলতা প্রকাশজাতীয় অর্থবাচক হয়, সেহেতু 'সিক্খং অপ্পচ্চক্খাযা"তি এই পদের অর্থ বর্ণনায় শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে" এই বাক্য ব্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু তথায় শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করলে সব দুর্বলতা প্রকাশ হয় না, সেহেতু "দুব্বল্যং অনাবিকত্বা"তি প্রথমে বলে তার অর্থ স্থিরকরণার্থে "সিক্খং অপ্পচ্চক্খাযা"তি বলা কর্তব্য। তবে তা (এখানে) হয়নি; কেন? অর্থ অনুক্রমের কারণে। "সিক্খাসাজীবসমাপন্নো"তি ব্যক্ত হলে যেই শিক্ষাপদে সমাপন্ন হয়, তা প্রত্যাখ্যান না করে বলা হলেও অনুক্রমের অর্থ বলা হয়, অন্য অর্থে নয়। তদ্ধেতু ইহা প্রথমে বলা হয়েছে।

তবুও এখানে অনুক্রমে এ অর্থ জ্ঞাতব্য। কিভাবে? "সিক্খাসাজীবসমাপন্নো"তি বলতে এখানে যেই শিক্ষাপদে সমাপন্ন তা প্রত্যাখ্যান না করে এবং শিক্ষানীতিতে সমাপন্ন হয়ে তথায় দুর্বলতা প্রকাশ না করে।

এখন শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যানে দুর্বলতা বর্ণনার মিল-অমিলে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যানের লক্ষণ প্রদর্শন করতে "অত্থি ভিক্খবে" ইত্যাদি বললেন। তথায় 'অত্থি ভিক্খবোতি' বলতে দুই মাতিকাপদে সেগুলো বিভাজন করতে "কথঞ্চ ভিক্খবে"তি ইত্যাদি বললেন। তথায় অব্যাখ্যাত বর্ণনা এই : 'কথন্তি' বলতে কোনো প্রকারে। 'দুব্বল্যাবিকম্মঞ্ঞাতি' বলতে দুর্বলতা বর্ণনা। 'ইধাতি' বলতে এই বুদ্ধের শাসনে। 'উক্কণ্ঠিতোতি' বলতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ শাসনে অরুচিকর, কষ্টকর জীবন-যাপন। অথবা আজ (গৃহীজীবনের ফিরে) যাবো, আগামীকাল যাবো, এখনই যাবো—এভাবে যাবো যাবো উচ্চস্বর তোলে অবস্থান করাতে

বিক্ষিপ্তভাবে, একাগ্রতাবিহীনভাবে অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে। 'অনভিরতোতি' বলতে বুদ্ধের শাসনে অনুৎসাহী অভিরমিত না হওয়া বুঝায়।

'সামঞ্ঞা চবিতুকামোতি' বলতে শ্রামণ্যজীবন পরিত্যাগ করে গমনেচ্ছুক বুঝায়। 'ভিক্খুভাবন্তি' বলতে ভিক্ষুত্বভাবে দ্বারা। করণার্থে প্রয়োগ বচন। "গলায় যদি দুঃখ ঝুলে থাকতো" এই ইত্যাদি (পারা. ১৬২) যথালক্ষণযুক্ত বচন দ্বারা এভাবে ব্যক্ত। 'অট্টীযমানো' বলতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, পীড়িত, দুঃখিত বলে নিজেকে জানার ন্যায় ভিক্ষু দ্বারাও সেরূপ আচরণ অর্থে। 'হরাযমানোতি' বলতে লজ্জিত হওয়া। 'জিগুচ্চমানোতি' বলতে অশুচির ন্যায় তা অত্যন্ত ঘৃণা করা। 'গিহিভাবং পত্থযমানোতি' তথা গৃহীজীবনে ফিরে যেতে প্রত্যাশিতাদি নিরুৎসাহজনক ভাব (উত্তানত্থানিযেব)। 'যংনূনহিং বুদ্ধ পচ্চক্খেয্যন্তি' এখানে 'যং নূনাতি' বলতে পরিবির্তক প্রদর্শনে নিপাত। ইহাতে ব্যক্ত হয়েছে : "যদি আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমার নিশ্চয়ই উত্তম হবে।" "বদতি বিঞ্ঞাপেতী"তি বলতে এ বিষয়ে দ্বারা অথবা অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি দ্বারা বাক্য ভেদ করে যার নিকট বলবে, সে তা অন্যকে জ্ঞাত করাকে, জানাবে। 'এবম্পীতি' বলতে উপরে বর্ণিত অর্থানুসারে। এভাবে দুর্বলতা প্রকাশিত না হলে শিক্ষাপদ সমাপন্ন হলে অন্যথায় পারাজিকা হয়ে থাকে।

এখন তা অন্যভাবে দুর্বলতা প্রকাশের দ্বারা শিক্ষাপদের অপ্রত্যাখ্যান প্রদর্শন করতে "অথ বা পন' ইত্যাদি বলা হয়েছে। সেসব অর্থ হতে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয়। এখানে পদ অনুসারে প্রথম হতে "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখান করছি, অনুরূপভাবে ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, বিনয়, প্রাতিমোক্ষ, উদ্দেশ, উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী, সম উপাধ্যায়, সমআচার্য, সব্রহ্মচারী প্রত্যাখ্যান করছি" এই চৌদ্দ প্রকার পদ, প্রত্যাখ্যানবশে ব্যক্ত।

'গিহী অস্সন্তি' ইত্যাদি বলতে "গৃহী, উপাসক, সেবক, শ্রামণের, তীর্থিয়, তীর্থিয়শ্রাবক, অশ্রমণ, অশাক্যপুত্র হবো" এ আট প্রকার পদ। "অস্স"ন্তি বলতে ইহা অভিপ্রায়বশে ব্যক্ত। এভাবে "যংনূনাহ"ন্তি ইহা দ্বারা বাইশ প্রকার প্রতিসংযুক্ত পদ ব্যক্ত হয়েছে।

৪৬। যেভাবে এসবের উল্লেখ হয়েছে সেভাবে : "যদি আমার দ্বারা বিরোধিতা করা হয়, অস্বীকার করা হয়, পরিত্যাগ করা হয় ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যেকটিকে বাইশটি পদের সাথে প্রতিসংযুক্ত করে সব মিলিয়ে একশত দশ প্রকার হয়।

৪৭। অতঃপর সরে যাওয়াদি বিষয় প্রদর্শনের নিয়ম দ্বারা প্রবর্তিত 'মাতাকে সরায়ে দিচ্ছি' ইত্যাদি সতের প্রকার পদ সংঘটিত হয়। তথায় 'খেত্তন্তি' বলতে শালিক্ষেত্রাদি। 'বত্থুন্তি' বলতে তৃণ-পত্র, শাক-সবজি নানাবিধ ফল-মূল

উৎপাদনের স্থান। 'সপ্পিন্তি' বলতে কুম্ভকার, তাঁতী প্রভৃতি শিল্পবিদ্যা।

৪৮। অতঃপর স্বকীয় বিষয়সম্পত্তির সাথে সংসার আসক্তভাবে দর্শনবশে "আমার মা আছে, তাঁকে প্রতিপালন করা উচিত" ইত্যাদিবশে নয় প্রকার পদ, সংঘটিত হয়।

৪৯। অতঃপর নিশ্রয়ের সাথে ভরণপোষণভাব দর্শনবশে "আমার মা আছেন, তিনি আমাকে ভরণপোষণ করবেন" ইত্যাদি বশে ষোল প্রকার পদ সংঘটিত হয়।

৫০। অতঃপর একাহার, একশয্যা ব্রহ্মচর্যায় দুষ্করভাব প্রদর্শনবশে প্রবর্তিত দুষ্করাদি আটটি পদ। তথায় 'দুক্করন্তি' বলতে একাহার করার কারণে দুষ্করতা দর্শন করা। 'ন সুকরন্তি' বলতে সুখকরভাব প্রত্যাখ্যান করা। এভাবে এখানে (বুদ্ধশাসনে) কষ্টদায়ক, সুখদায়ক নয়। 'ন উস্সহামীতি' বলতে তথায় উৎসাহভাব উৎপন্ন করা অসম্ভব বলে প্রদর্শন করা। 'ন বিসহামীতি' বলতে অসহনীয়তা দর্শন করা। 'ন রমামী'তি' বলতে আনন্দের অভাব দর্শন করা। 'নাভিরমামীতি' বলতে সুখের অভাব দর্শন করা। এভাবে এই পঞ্চাশ এবং পূর্বের একশত দশপদ মিলে একশত ষাট পদ দুর্বলতা প্রকাশের সময় ব্যক্ত হয় বলে জ্ঞাতব্য।

৫১। শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান সময়েও "কথঞ্চ ভিক্খবে"তি ইত্যাদি সব অর্থ অনুসারে সহজে বোধগম্য হয়। এখানে পদ অনুসারে "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি; ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, বিনয় প্রাতিমোক্ষ, উদ্দেশ, উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী, সম উপাধ্যায়, সম আচার্য, সব্রহ্মচারী প্রত্যাখ্যান করছি" এই চৌদ্দ প্রকার শিক্ষাপ্রত্যাখ্যান বচন সম্বন্ধে প্রবর্তিত। সব পদের মধ্যে "বদতি বিঞ্ঞাপেতী'তি বচনের এই অর্থ যে, বাক্যে প্রকাশ করে বললে, যাকে বলা হবে, সে এ বাক্যের দ্বারা "ইনি বুদ্ধের শাসন ত্যাগ ইচ্ছুক, শাসন হতে মুক্ত হতে ইচ্ছুক, ভিক্ষুজীবন বিসর্জনে ইচ্ছুক হয়ে এ বাক্যে প্রকাশ করে" অন্যকে জ্ঞাত করাবে, শ্রবণ করাবে, জানাবে।

যদি ইনি "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করব", বলতে ইচ্ছুক হয়ে বাক্যে প্রকাশ করে "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলে; অমার্জিত ভাষার মধ্যে অন্যতর ভাষায় তাদৃশ বলে; "বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলতে ইচ্ছুক হয়ে নীতি-বিরুদ্ধভাবে "ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি" অথবা "সব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলে; যেমন উত্তরিমনুষ্যধর্ম প্রতিষ্ঠায় "আমি প্রথম ধ্যান লাভ করেছি" বলতে ইচ্ছুক হয়ে "আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেছি" বলে; যাকে বলে সে "ইনি ভিক্ষু জীবন পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলছেন, শুধুমাত্র এতটুকুই জানে, অন্যভাবে জানে না; তাহলে সেই ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব অবস্থান হতে

বিচ্যুত হয়, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান হয়। ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব হতে চ্যুত সত্ত্বের ন্যায় বুদ্ধের শাসন হতে চ্যুত হয়।

যদি "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করেছি", "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করব" বা, "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি" এভাবে অতীত, অনাগত বা পরিকল্পনার সম্ভাব্য বচন দ্বারা বলে, বা দূত প্রেরণ করে বা সংবাদ প্রেরণ বা আকারাদি ছিন্ন করে অথবা হস্ত সংকেতে সে বিষয় প্রকাশ করে তাহলেও শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। উত্তরিমনুষ্যধর্ম আরোচনকালে হাতের সংকেতই চূড়ান্ত হয়। মানুষ্য জাতীয় সত্ত্বের নিকট (মানুষের নিকট) চিত্তসম্প্রযুক্ত শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের বাক্যে প্রকাশেই চূড়ান্ত হয়। বাক্য প্রকাশ করে জ্ঞাত করার সময় যদি "ইনি জানুক" বলে কোনো একজনকে লক্ষ করে প্রকাশ করে, এবং সে যদি তা বুঝতে পারে তাহলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়। তবে সে যদি সে সময় না জানে, পরবর্তীতে অন্যের নিকট উপস্থিত হয়ে জানলেও শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় না। অতঃপর দুজনের স্থিতস্থানে দুজনকে লক্ষ করে "এদের নিকট প্রকাশ করব" বলে প্রকাশ করে, তন্মধ্যে একজন বা বহুজনের মধ্যে প্রকাশ করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়। এভাবে বহুজনের মধ্যে প্রকাশ করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় বলে জ্ঞাতব্য।

যদি অভিরমিত না হওয়াতে পীড়িত হয়ে সকলের মনযোগ আকর্ষণে (আবজ্জন) ভিক্ষুসংঘের 'সম্মুখে গিয়ে সবাই জানুক' বলে উচ্চশব্দ করে "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলে এবং অনতিদূরে স্থিত নরকম্মিক বা সভার মধ্যে উপস্থিত অন্য কোনো ব্যক্তি তা শুনে "এই শ্রমণ উৎকণ্ঠিত হয়ে গৃহীজীবন কামনা করছে, সে বুদ্ধের শাসন হতে চ্যুত" এ বলে জানে, তাহলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়। যদি অনুমানপূর্বক পূর্বেও নয়, পরেও নয় সে ক্ষণেই জানে; যেমন– এই লোকে সাধারণত মানুষেরা বাক্য শুনে জানতে পারে, তদ্রুপ হলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়। অতঃপর পরবর্তীতে "ইনি কি বলছেন?" এ বলে সন্দিহান হয়ে পরে জানতে পারে, তাহলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় না। এই শিক্ষা প্রত্যাখ্যান এবং অলব্ধ ধ্যান মার্গাদির প্রকাশসহ কামাত্মক বাক্যলাপ ইত্যাদি এক পরিচ্ছেদভুক্ত। মনোযোগ আকর্ষণ সময়ে জ্ঞাত হলে ইহা চূড়ান্ত (সীমং) হয়। "ইনি কি বলছেন"? এরূপ সন্দিহান হয়ে পরবর্তীতে জ্ঞাত হলে চূড়ান্ত হয় না। ইনি যেভাবে "বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলে পদবিনিশ্চয় ব্যক্ত করেন, সেভাবে সব পদের মধ্যে জ্ঞাতব্য।

যেহেতু যখন শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান হয়, তখন "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি" ইত্যাদি বিষয় পরিপূর্ণ হয়ে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। তদ্ধেতু সব পদের শেষে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে : "এবম্পি ভিক্খবে, দুব্বল্যাবিকম্মঞ্চেব

হোতি সিক্খা চ পচ্চক্খতা"তি।

অতঃপর 'গিহীতি মং ধারেহীতি' এখানে যদি "আমি গৃহী হব, বা "আমি গৃহী হই" বা আমি গৃহীকুলে আবির্ভূত" বা "আমি গৃহী" বলে, তাতেও শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় না। যদি "আজ হতে আমাকে গৃহী বলে ধারণা কর" অথবা "গৃহী বলে জান", অথবা "গৃহী বলে জ্ঞাত হও" অথবা "গৃহী বলে মনে কর"– এভাবে মাজিত বা অমার্জিত ভাষায় বললে এভাবে অর্থ ব্যক্ততায় যাকে বলে, সে যদি জানতে পারে, তাহলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়। এ নিয়মে "উপাসক" ইত্যাদি সাত প্রকার পদের মধ্যে জ্ঞাতব্য। এভাবে এই আট, পূর্বের চৌদ্দ এবং বাইশ প্রকার পদ ব্যক্ত হয়।

৫২। অতঃপর পূর্বে ব্যক্ত চৌদ্দ প্রকার পদে "আমার হোক, কেন আমার, আমার প্রয়োজন নেই, আমি মুক্ত"—এ চার প্রকার পদ সংযুক্ত (গুণন) করে ব্যক্ত হলে ছাপ্পান্ন প্রকার পদ হয়। তথায় 'অলন্তি' অর্থ হোক; ইহা পর্যাপ্ত অর্থে। 'কিংনু মেতি' বলতে আমার কৃত্য কী? করণীয় কী? কী সম্পাদন করা উচিত? এ অর্থে। 'না মমত্থোতি' অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। 'সুমুত্তাহন্তি' বলতে আমি মুক্ত। এখানে শেষোক্ত নিয়মে জ্ঞাতব্য। এভাবে এই ছাপ্পান্ন, পূর্বে ব্যক্ত বাইশ প্রকার পদ মিলে আটাত্তর প্রকার পদ হয়।

৫৩। যেহেতু তাদের গুণবাচক বাক্য দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়, সেহেতু "যানি বা পনঞ্ঞানিপী"তি ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় 'যানি বা পনঞ্ঞানিপীতি অর্থ পালিতে "বুদ্ধ"ন্তি ইত্যাদি আগত পদ স্থাপন করে যে অন্যান্য পদ আছে, সেগুলো স্থাপন করা। বুদ্ধবচন বা বুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত নাম ... বা অশাক্যপুত্রের। তথায় বর্ণ প্রস্থান হতে আগত সহস্র নাম, উপালিগাথায় (ম.নি, ২৭৬) শতনাম এবং গুণ হতে লব্ধ অন্যান্য নাম এভাবে "বুদ্ধবচন" বলে জ্ঞাতব্য। সব ধর্মের নাম ধর্মবচন বলে জ্ঞাতব্য। সর্বত্র এ নিয়ম।

এখানে সংযোজন এই 'বুদ্ধং পচ্চক্খামীতি' শুধু একবচন দ্বারা যথাযথরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। "সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি; অনন্ত জ্ঞান, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, বোধিজ্ঞান, প্রাজ্ঞ, মোহশূন্য, রাগ-দ্বেষ-মোহ ভঙ্গকারী এবং জয়-পরাজয় বিজয়ীকে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে ইত্যাদি বুদ্ধ প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'ধম্মং পচ্চক্খামীতি' শুধু বচন দ্বারা যথার্থরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। "সুব্যাখ্যাত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি; সান্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, ঔপানায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যাক্ষীভূত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি। অসংখত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি; বিরাগ, নিরোধ, অমৃত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি; দীর্ঘনিকায়কে প্রত্যাখ্যান করছি; ব্রহ্মজাল, মধ্যমনিকায়ে মূলপর্যায়,

সংযুক্তনিকায়, সংসার উত্তীর্ণ, অঙ্গত্তরনিকায়, চিত্তবিশুদ্ধ, খুদ্দকনিকায়, জাতক, অভিধর্ম, অকুশলধর্ম, অবকৃতধর্ম, সতিপট্ঠান, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গ, ফল এবং নির্বাণকে প্রত্যাখ্যান করছি"। চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে এক ধর্মস্কন্ধের নাম ধর্মবচন। এভাবে ধর্ম প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'সঙ্ঘং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা প্রত্যাখ্যান হয় না। "সুপ্রতিপন্ন সংঘকে প্রত্যাখ্যান করছি; সোজা (সরল) প্রতিপন্ন, ন্যায়পতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন সংঘ, চারি পুরুষযুগল সংঘ, অষ্ট প্রকার ব্যক্তি যুগল সংঘ, সাদর আহ্বান যোগ্য, বসার উত্তম আসন দানের যোগ্য, উত্তম দানের যোগ্য, করজোড়ে বন্দনার যোগ্য অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘকে প্রত্যাখ্যান করছি—এভাবে সংঘ প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'সিক্খং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় না। "ভিক্ষু শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করছি; ভিক্ষুণী শিক্ষা, অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করছি"—এভাবে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'বিনয়ং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয় না। "ভিক্ষু বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করছি; ভিক্ষুণী বিনয়, প্রথম পারাজিকা, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ পারাজিকা, সংঘাদিশেষ, থুল্লচ্চয়, পাচিত্তয়, পাটিদেশনীয়, দুক্কট এবং দুর্ভাষিতকে প্রত্যাখ্যান করছি"—এভাবে ইত্যাদি বিনয় প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'পাতিমোক্খং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ এবং ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ প্রত্যাখ্যান করছি"—এভাবে প্রাতিমোক্ষ প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'উদ্দেসং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ, সম্যকসম্বুদ্ধ উদ্দেশ, অনন্ত জ্ঞান উদ্দেশ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান উদ্দেশ, বোধিজ্ঞান উদ্দেশ, প্রাজ্ঞ উদ্দেশ, মোহশূন্য উদ্দেশ, রাগ-দ্বেষ-মোহভঙ্গ উদ্দেশ এবং জয়-পরাজয় বিজয়পদে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে ইত্যাদি উদ্দেশ প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'উপজ্ঝাযং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। 'যিনি আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেছেন, যিনি আমাকে উপসম্পন্ন করলেন, যাঁর মূলে আমার প্রব্রজ্যা, যাঁর মূলে আমার উপসম্পদা, তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে উপাধ্যায় প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'আচরিযং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "যিনি আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেছেন, যিনি আমাকে অনুশ্রাবণ করিয়েছেন, যাঁর আশ্রয়ে আমি অবস্থান করছি, যাঁকে আমি অনুসরণ করছি, যাঁকে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, যিনি আমাকে অনুশাসন করেন, যিনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে আচার্য প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়।

'সদ্ধিবিহারিকং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "যাকে আমি প্রব্রজ্যা প্রদান করেছি, যাকে আমি উপসম্পদা প্রদান করেছি, আমার মূলে যে প্রব্রজিত, আমার মূলে যে উপসম্পন্ন, আমার মূলে যার প্রব্রজ্যা, আমার মূলে যার উপসম্পদা, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি" এভাবে সহবিহারী বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'অন্তেবাসিকং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "যাকে আমি প্রব্রজ্যা প্রদান করেছি, যাকে আমি অনুশ্রবণ করিয়েছি, যে আমার আশ্রয়ে অবস্থান করছে, যে আমাকে অনুসরণ করে, যে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যাকে আমি অনুশাসন করি, যাকে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাকে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে অন্তেবাসী প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'সমানুপজ্ঝাযকং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমার উপাধ্যায় যাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেছেন, যাকে উপসম্পদা প্রদান করেছেন, যে তাঁর মূলে প্রব্রজিত, যে তাঁর মূলে উপসম্পন্ন, তাঁর মূলে যার প্রব্রজ্যা, তাঁর মূলে যার উপসম্পদা, তাকে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে সম উপাধ্যায় প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'সমানচরিযকং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমার আচার্য যাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেছেন, যাকে অনুশ্রবণ করিয়েছেন, যে তাঁর আশ্রয়ে অবস্থান করেছ, যে তাঁকে অনুসরণ করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যাকে আমার আচার্য অনুশাসন করেন, যাকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাকে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে সম আচার্য প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'সব্রহ্মচারিং পচ্চক্খামীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমি যাঁর সাথে অধিশীল শিক্ষা করছি, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করছি, তাকে প্রত্যাখ্যান করছি" এভাবে সব্রহ্মচারী প্রত্যাখ্যান বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'গিহীতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না।

"আমাকে আগারিক হিসেবে আমাকে ধারণা কর, কৃষক, ব্যবসায়ী, গো-পালক ও (ঘাস বিক্রেতা) মুকুট প্রস্তুতকারী (মোলিবদ্ধ), পঞ্চকামগুণযুক্ত পুরুষ হিসেবে ধারণা কর" এভাবে গৃহীভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'উপাসকোতি মং ধারহৌতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে দ্বিবাচিক উপাসক হিসেবে ধারণা কর, ত্রিবাচিক উপাসক, বুদ্ধ শরণগামী, ধর্ম-সংঘ শরণগামী, পঞ্চশীলধারী, দশশীলধারী উপাসক হিসেবে ধারণা কর" এভাবে ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'আরোমিকোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে কপ্পিয়কারক হিসেবে আমাকে ধারণা কর, সেবক, শুষ্ক তৃণ সংগ্রহকারী (অপ্পহরিতকারক), যাগু পরিবেশনকারী, ফল পরিবেশনকারী, পিষ্ঠক পরিবেশনকারী হিসেবে ধারণা কর" এভাবে আরামিক ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'সামণেরোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে কুমার হিসেবে ধারণা কর, পতাকা বহনকারী (কর্মচারী), ভৃত, স্কুল শিক্ষার্থী শ্রমণ হিসেবে ধারণা কর" এভাবে শ্রামণ ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'তিত্থিযোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে নির্গ্রন্থ হিসেবে ধারণা কর, আজীবক তাপস, পরিব্রাজক, পণ্ডরঙ্গ শ্রাবক হিসেবে ধারণা কর" এভাবে তীর্থিয় বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'তিত্থিযসাবকোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে নির্গ্রন্থ শ্রাবক হিসেবে ধারণা কর, আজীবক, তাপস, পরিব্রাজক, পণ্ডরঙ্গ (বিচিত্র রং-এ রজিত) শ্রাবক হিসেবে গ্রহণ কর" এভাবে তীর্থিয় ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'অস্সমণোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে দুঃশীল হিসেবে ধারণা কর; পাপী, অপবিত্র, দুষ্টাচারী, শ্রমণরূপী অশ্রমণ, ব্রাহ্মণরূপী, কলুষিতমনা, লোভী, হীনচরিত্র, অধর্মী হিসেবে ধারণা কর" এভাবে অশ্রমণ ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'অসক্যপুত্তিযোতি মং ধারেহীতি' শুধু এ বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। "আমাকে সম্যকসম্বুদ্ধের পুত্র হিসেবে ধারণা কর না। অনন্ত জ্ঞানীর পুত্র হিসেবে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র হিসেবে বোধিজ্ঞানীর পুত্র হিসেবে, প্রাজ্ঞের পুত্র হিসেবে, মোহশূন্যের পুত্র হিসেবে, রাগ-দ্বেষ-মোহ-ভঙ্গকারীর পুত্র হিসেবে, জয়-পরাজয় বিজয়ীর পুত্র হিসেবে ধারণা কর না" এভাবে ইত্যাদি

অশাক্যপুত্রীয় ভাব প্রকাশক বচন দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

'তেহি আকারেহি তেহি লিঙ্গেহি, তেহি নিমিত্তেহী তেহি' ইত্যাদি নিয়মে ব্যক্ত বুদ্ধাদির গুণবাচক (বেবচন) সেই বচন দ্বারা বেবচনসমূহ হচ্ছে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের কারণ প্রদর্শনার্থে বর্ণিত আকারাদি। বুদ্ধাদির গুণগত অবস্থান প্রকাশ করে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব প্রকাশ হচ্ছে 'লিঙ্গ'। শিক্ষা প্রত্যাখ্যানকারীর সংজ্ঞা জানন হেতু হতে মানুষদের দেহের কিলকাদি সদৃশ হচ্ছে 'নিমিত্ত'সমূহ। 'এবং খো ভিক্খবেতি' বলতে অতঃপর শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের অন্যান্য কারণের অভাব হতে 'নিযমেন্তা' বলা হয়েছে। এখানে ইহাই অর্থ : এভাবেই শিক্ষা প্রত্যাখ্যানে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়; অন্য কোনো কারণে হয় না।

৫৪। এভাবে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান লক্ষণ প্রদর্শন করে অপ্রত্যাখ্যানে অসম্মোহার্থে এবং তার শিক্ষা প্রত্যাখ্যান লক্ষণসম্পন্ন পুদ্গালাদিবশে বিপত্তি প্রদর্শনার্থে তথায় 'যেহি আকারেহীতি' ইত্যাদি পূর্বোক্ত নিয়মে জ্ঞাতব্য 'উম্মত্তকো'তি বলতে যক্ষ-উন্মাদবশে, চিত্ত-উন্মাদবশে অথবা যেকোনো বিপরীত সংজ্ঞায় সে যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে (তার) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয় না। 'খিত্তচিত্তোতি' বলতে যক্ষ-উন্মাদ বুঝায়। পূর্বপদে এ উন্মাদ সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে : যক্ষ-উন্মাদ, পিত্ত-উন্মাদ। উভয়ের অনাপত্তি ধরণবিশেষে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এভাবে উন্মাদ চিত্তে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে, প্রত্যাখ্যাত হয় না। আর উন্মাদের নিকট প্রত্যাখ্যান করলে তার অজানার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয় না।

'বেদনাট্টোতি' বলতে তীব্রদুঃখ বেদনায় বিচলিত, মূর্ছিত; তদ্দ্বারা বিলাপরত অবস্থায় প্রত্যাখ্যান করলে, প্রত্যাখ্যাত হয় না। আর তেমন বেদনাগ্রস্তের নিকট প্রত্যাখ্যান করলেও তার অজানার হেতুতে প্রত্যাখ্যাত হয় না।

'দেবতায সন্তিকেতি' বলতে ভূমিবাসী দেবতা হতে আরম্ভ করে অকনিষ্ঠ দেবতাগণের নিকট প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয় না। 'তিরচ্ছানগতস্সাতি' বলতে নাগমাণবক, সুপর্ণমাবক কিন্নর-হস্তি-বানরাদির যে-কারোর নিকট প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয় না। তথায় না জানার হেতুতে উন্মাদাদির নিকট প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয় না বললেন। অতি দ্রুত জানার কারণে দেবতাদের নিকট প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয় না। দেবতাগণ মহাপ্রাজ্ঞ, ত্রিহেতুক সসাংস্কারিক হওয়ায় অতি দ্রুত জানেন, এদের চিত্ত লঘু পরিবর্তনশীল। তদ্ধেতু লঘু চিত্তসম্পন্ন পুদ্গালের বশে "অতি দ্রুত বিনাশ না হতে" দেবতাগণের নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে বারণ করেন।

মনুষ্যগণের মধ্যে এ নিয়ম নেই। সম-অসম, গৃহী-প্রব্রজিত, বিজ্ঞ যে কারোর নিকট প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয়। যদি সে না জানে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হয় না। এ বিষয় দর্শন করে "অরিযকেনা"তি ইত্যাদি বললেন। তথায় 'অরিযকং' বলতে আর্য ব্যবহারিক মাগধীভাষা। 'মিলক্খকং' বলতে অন্ধ-আমিল ইত্যাদি যেকোনো অনার্য ভাষা। 'সো চ ন পটিবিজানাতীতি' বলতে ভাষান্তরে অনভিজ্ঞতায় বা বুদ্ধসময়ে দক্ষতাহীনতায় "ইহা এ অর্থে এভাবে বলছেন" ইত্যাদি বিশেষভাবে না জানা 'দবাযাতি' বলতে দ্রুত অন্য কিছু বলতে ইচ্ছুক হয়ে হঠাৎ "বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলা বুঝায়। 'রবাযাতি' বলতে উচ্চস্বরে দ্রুত বলার সময় "একটি বিষয় বলবো" বলে অন্য একটি বিষয় বলা। পূর্বের থেকে এখানে পার্থক্য কোনটি? পণ্ডিতের সম্মুখে দ্রুত বলতে গিয়ে ভিন্নবাক্য বলা। ইহা নিবুর্দ্ধিতা, মূঢ়তা, অকৃতজ্ঞতা হেতু ভুল করা ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক "অন্য একটি বিষয় বলবো" বলে ঠিক অন্য একটি বিষয়ই বলা।

'অসাবেতুকামো সাবেতীতি' বলতে এই শিক্ষাপদের মূল পালিকে শিক্ষা দেওয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, শিক্ষা করা, অধ্যয়ন করা, ব্যাখ্যা করা—একে বলা হয় "অসাবেতুকামো সাবেতীতি"। 'সাবেতুকামো না সাবেতীতি' বলতে দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের সময় মূল পালি অনুসারে বাক্যে প্রকাশ না করা—একে বলা হয় "অসাবেতুকামো সাবেতীতি"। 'সাবেতুকামো না সাবেতীতি' বলতে দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের সময় মূল পালি অনুসারে বাক্যে প্রকাশ না করা—একে বলা হয় "সাবেতুকামো না সাবেতীতি"। 'অবিঞ্ঞুস্স সাবেতীতি' বলতে দুর্বল দেহধারী বৃদ্ধ, যজ্ঞে অভিজ্ঞ পুরোহিত, অল্পবয়স্ক গ্রাম্য বালকের নিকট প্রকাশ করা। 'বিঞ্ঞুস্স ন সাবেতীতি' বলতে জানতে সমর্থ পণ্ডিতের নিকট প্রকাশ না করা। 'সব্বসো বা পনাতি' বলতে "বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি" ইত্যাদি ভাবে যেই যেই পর্যায়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়, তা হতে একটি বাক্যও মুখে প্রকাশ না করা। 'এবং খো'তি ইহা প্রত্যাখ্যান না করার লক্ষণ অনুসারে বলা। এখানে ইহাই অর্থ : "এভাবেই শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যাত হয়, অন্য কোনো কারণে হয় না।

[শিক্ষা প্রত্যাখ্যান বিভাগকরণ সমাপ্ত]

মূল প্রজ্ঞপ্তি বর্ণনা

৫৫। এখন "মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্যা"তি ইত্যাদি অর্থ প্রদর্শনার্থে "মেথুনধম্মো নামা"তি বলা হয়েছে। 'তত্থ মেথুনধম্মো নামাতি' বলতে ইহা

নির্দেশিত মৈথুনধর্মের উদ্দেশ তথা প্রকাশবাচক পদ। 'অসদ্ধমোতি' বলতে অসৎ হীনজনের ধর্ম। 'গামধম্মোতি' বলতে গ্রাম্যদের সেবনীয় ধর্ম। 'বসলধম্মোতি' বলতে বৃষলদের ধর্ম; ক্লেশ নিঃসরণ হেতু নিজে পাপধর্মে ক্লিষ্ট হতে হয় বলে বৃষল ধর্ম। 'দুট্‌ঠল্লন্তি' বলতে ক্লেশ দ্বারা প্রদুষ্ট হওয়াতে দোষযুক্ত এবং স্থূল অদক্ষতাভাব যুক্ত নিকৃষ্ট পাপচার। এই হতে তিন পদের মধ্যে "যো সো"তি একে 'দুট্‌ঠল্লং, যং তং ত"ন্তি করে সংযুক্ত করা উচিত। যথা : "যং তং দুট্‌ঠল্লং, যং তং ওদকন্তিকং, যং তং রহস্‌স"তি। ইহা সেই পাপাচার যাহা একে অপরের সন্নিকটস্থ হওয়া এবং গোপনীয় স্থানে হতে হয়। যেহেতু এখানে সেই কর্মের শ্রেণীভুক্ত দর্শন, গ্রহণ, স্পর্শকরণ, সুখানুভূতি এবং মিলনই হচ্ছে পাপাচার; সেহেতু সে-কর্ম নিকৃষ্ট পাপাচার। ইহা যা সেই নিকৃষ্ট পাপাচার, তাহা সেই মৈথুনধর্ম। 'উদকং অস্‌স অন্তে সুদ্ধ থং আদিযতী'তি বলতে যেমন জলে অবতরণ, জলের নৈকট্য লাভ ইত্যাদি সেভাবে (স্ত্রী-পুরুষ) একে অপরের সন্নিকটস্থ হওয়াই মৈথুনধর্ম নির্জনস্থানে গোপনে (উপভাগ) করার প্রয়োজনে হয় বলে গোপন-রহস্যময় যা সেই গোপনীয়, তাই মৈথুনধর্ম। এভাবে সংযোজন জ্ঞাতব্য।

একে অপরকে দেহ সমর্পণ করা—'দ্বযংদ্বয সমাপত্তি'। তথায় সংযোজন এই : যার জন্যে তারা একে অপরকে দেহ সমর্পণ করে, তাই মৈথুনধর্ম। এখানে এসব একত্রিত করে এ সম্বন্ধে বলা হলো "এসো মৈথুনধম্মো নামা"তি। কী কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়? উভয় সমানভাবে কামে উত্তেজিত, কামে অনুরক্ত, কামলালসায় পূর্ণ ও কামরাগে অভিভূত হয়। এ ধর্ম উভয়ের কাছে সমান। এ কারণে বলা হয় মৈথুনধর্ম।

'পতিসেবতি নামাতি' বলতে এই "প্রতিসেবন" যেই প্রকারে প্রটিসেবন বলা হয়, সেই প্রকারের দর্শনার্থে মাতিকাপদ। 'যো নিত্তেন নিমিত্তন্তি' বলতে ইত্যাদিতে যে ভিক্ষু নিজের লিঙ্গ তথা চিহ্নকে স্ত্রীচিহ্নের সাথে অর্থাৎ স্ত্রীর অঙ্গজাতে স্বীয় অঙ্গজাত অন্ততপক্ষে তিলবীজ প্রমাণ ব্যাপ্ত অস্পর্শিত, শিথিলে প্রশস্ত প্রদেশে প্রবষ্টি করায় তাহাই হচ্ছে প্রতিসেবন। এতটুকুতে শীল ভঙ্গ হয়, পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। এখানে স্ত্রীচিহ্নে চার প্রকার প্রদেশ। মধ্যস্থানসহ পাঁচ প্রকার প্রদেশ হয়। পুরুষচিহ্নে চার প্রকার প্রদেশ। মধ্য এবং উপরের অংশসহ ছয় প্রকার প্রদেশ হয়। তদ্ধেতু স্ত্রীচিহ্নে নিম্নভাগে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। উভয় প্রদেশে প্রবষ্টিকালে চার প্রদেশ ব্যতীত মধ্যস্থানে প্রবষ্টি করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। পুরুষচিহ্ন দ্বারা অধোভাগে স্পর্শ হয় মতো করে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। উভয় প্রদেশে স্পর্শ হয় মতো করে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। মধ্যভাগে স্পর্শ হয় মতো করে প্রবিষ্ট হলে পারাজিকাপ্রাপ্ত

হয়। একত্রে নত আঙ্গুলের (সমঞ্জিত ঙ্গুলিং) ন্যায় মধ্য অংশ উপর অংশ দ্বারা সঙ্কুচিত করে উপরিভাগে স্পর্শ হয় মতো করে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়। তথায় তুলা সম প্রবিষ্টকালে চার প্রদেশ, মধ্যস্থানসহ পাঁচ প্রদেশ, সঙ্কুচিত করে প্রবিষ্টকালে চার প্রদেশ, উপরিভাগের মধ্যস্থানসহ পাঁচ প্রদেশ—এভাবে সমস্ত চিহ্নে দশ প্রদেশ হয়।

অক্ষয়িত দেহে স্ত্রীচিহ্নের ছিদ্র বা ব্রণাদিতে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকা আপত্তি হয়। দেহচর্মের বিবর্ণতাপ্রাপ্ত স্থান যেখানে চর্ম মৃত বা শুষ্ককোড়া জাতীয় স্থান, তাতে প্রবেশ করালে দুক্কট আপত্তি। মৈথুন আস্বাদ গ্রহণে লোম বা আঙ্গুল বীজাদি প্রমাণ প্রবিষ্ট করালে দুক্কট আপত্তি হয়। যেহেতু এ মৈথুন-বিষয়ক কথা পাপাচার সম্পর্কিত বা কামজনক। সেহেতু ইহা অন্যকে বলার সময়, বিনয়শিক্ষা দেওয়ার সময় ভিক্ষু-শ্রামণের করণীয় মনে করে কামের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন ও পাপের প্রতি লজ্জা, ভয় উৎপাদন করে সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনপূর্বক অদ্বিতীয় লোকনাথ মহাকারুণিকের করুণার গুণ স্মরণ করে বলা উচিত। সেই ভগবান কাম হতে সর্বপ্রকারে মুক্ত হয়ে সত্ত্ব এবং লোকের অনুকম্পায় জীবগণের প্রতি করুণাঘন চিত্তে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপনার্থে এ উপদেশ দিয়েছেন। "আহো! শাস্তা করুণা গুণাধার" এভাবে লোকনাথ বুদ্ধের করুণাগুণ স্মরণ করে বলা উচিত। যদি ভগবান প্রকাশ্যে এ উপদেশ না দিতেন তাহলে কে জানতো যে, "এ নিয়ম লঙ্ঘনে পারাজিকা, এ নিয়ম লঙ্ঘনে থুল্লচ্চয় এবং এ নিয়ম দুক্কট আপত্তি,"। তদ্ধেতু শিক্ষা প্রদানকারী বিনয় শিক্ষা দেওয়ার সময় পাখা দ্বারা মুখ আবৃত করে বা দন্ত দেখা যায় মতো হেসে হেসে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। "সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ব্যক্ত এ উপদেশ" এভাবে পর্যবেক্ষণ করে শ্রদ্ধাশীল ও (পাপের প্রতি) লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন হয়ে শাস্তার ন্যায় বলা উচিত।

[মূল প্রজ্ঞপ্তি সমাপ্ত]

অনুপ্রজ্ঞপ্তি পর্ব

অনুপ্রজ্ঞপ্তি পর্বে "অন্তমসোতি" বলতে সর্বশেষ পরিচ্ছেদ। 'তিরচ্ছানাগতাযাপীতি' বলতে প্রতিসন্ধিবশে তির্য্যগ্‌কুলে গমনকারী। 'পগেব মনুস্‌ষ্থিযাতি' বলতে প্রথমত মনুষ্যস্ত্রীর সাথে। এখানে পারাজিকা বিষয়ভূত তির্য্যগ্‌প্রাণী বলতে তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীকে ধরে নেওয়া উচিত, তির্য্যগ্‌প্রাণীর সবাইকে নয়। তথায় এই পরিচ্ছেদ :

পদহীন সর্প, মৎস্য আর কুক্কটি দ্বিপদে,
চতুর্পদে বিড়াল বত্থুয় পারাজিকা আছে।

তথায় সর্প আলম্বনে অজগর ও বিশধর সর্পাদি দীর্ঘায়ু প্রাণীর অন্তর্গত। তদ্ধেতু দীর্ঘায়ু প্রাণীর তিনমার্গের মধ্যে যেকোনো একটিতে (স্বীয় অঙ্গজাত) তিল প্রমাণ প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া যায়—সে-সবই পারাজিকার আওতাভুক্ত। অবশিষ্ট দুক্কট অন্তর্ভুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। মৎস্য আলম্বনে সব মৎস্য, কচ্ছপ, ব্যাঙাদি জলজ প্রাণীর অন্তর্গত। তথায় দীর্ঘায়ু প্রাণীর ব্যক্ত নিয়মেই পারাজিকা। অবশিষ্ট দুক্কট আওতাভুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। তবে পার্থক্য এই : পতঙ্গমুখসদৃশ কিছু ব্যাঙ রয়েছে। তাদের মুখাকৃতি বড়, মুখগহ্বর ছোট। তথায় (পুরুষচিহ্ন) প্রবিষ্ট করা যায় না। মুখগহ্বর ব্রণের ন্যায় ক্রমে সরু হয়ে যায়, সেখানে প্রবিষ্ট করলে থুল্লচয় বলে জ্ঞাতব্য। কুক্কুটী আলম্বনে সব কাক, কবুতরাদি পক্ষীজাতীর অর্ন্তগত। এ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়মে পারাজিকা। অবশিষ্ট দুক্কট অপরাধের বিষয়ভুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। বিড়ারী অলম্বনে সব (রুক্‌খসুণখ) কাঠবিড়ালী, বেজি, গুইসাপদি চতুর্পদী শ্রেণীতে অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়মে পারাজিকা ও অবশিষ্ট দুক্কট অপরাধের বিষয়ভুক্ত বলে জ্ঞাতব্য।

'পারাজিকোতি' বলতে পরাজিত, পরাজয়ে পতিত। এখানে 'পারাজিকা' শব্দটি শিক্ষাপদে আপত্তিগ্রস্ত উদ্দেশ্যে ব্যক্ত। তথায় "হে আনন্দ, ইহা অস্থান। ইহার কোনো সুযোগ নেই যে, তথাগত কর্তৃক বজ্জী বা বজ্জীপুত্রদের কারণে শ্রাবকদের জন্যে যেই পারাজিকা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি হয়েছে তাহা সমুচ্ছেদ করা (পারা. ৪৩)। এভাবে শিক্ষাপদপ্রজ্ঞপ্তি বিদ্যমান বলে জ্ঞাতব্য। এরূপ আপত্তিতে "হে ভিক্ষ, তুমি পারাজিকা আপত্তি দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছ।" (পারা. ৬৭)। "আমরা পারাজিকাগ্রস্ত হইনি; যে চুরি করেছে তার 'পারাজিকা' হয়েছে (পারা. ১৫৫)। এভাবে পুদগল বিদ্যমানতায় জ্ঞাতব্য। "পারাজিকেন ধম্মেন অনুদ্ধংসেয্যা"তি—"সেভাবে পারাজিকাধর্মে আভিযুক্ত করলে" বলতে এগুলি পারাজিকাবশে প্রবর্তিত হয় বলে বলা হয়েছে।

যেহেতু তথায় ধর্ম শব্দটি যেকোনো আপত্তিতে, যেকোনো শিক্ষাপদে উল্লিখিত, সেহেতু ধর্ম শব্দটি পৃথগ্‌ভাবে বলা উচিত নয়। তথায় যেজন শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে, সে পরাজিত হয়। তদ্ধেতু পারাজিকা বলা হয়। আপত্তি বলতে, যেজন সেই আপত্তিগ্রস্ত হয়, সে পরাজিত হয়। তদ্ধেতু পারাজিকা বলা হয়। যেহেতু সেই পুদ্গল পরাজিত, পরাজয়গ্রস্ত হয়, তদ্ধেতু পারাজিকা বলা হয়। এভাবে অর্থ মিল রেখে পরিবার বিনয়গ্রন্থে ও বলা হয়েছে :

"শুন তাহা যথাযথ পারাজিকা যেভাবে বর্ণিত,
সদ্ধর্ম বিনাশে হয় বিচ্যুত, নিন্দিত।

এতে তার সাথে ভিক্ষুদের সংবাস বর্জিত হয়, তদ্ধেতু উহা এরূপে বলা হয়েছে" বলে ব্যক্ত হয় (পরি. ৩৩৯)।

এখানে অর্থ এই : এ শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে ভিক্ষু আপত্তিগ্রস্ত হয়ে শাসন হতে চ্যুত হয় বলে সর্বক্ষেত্রেই ইহা সংযোজন করা কর্তব্য।

'তেন বচ্চুতীতি' বলতে যে কারণে শাসন হতে পতিত, ছিন্ন, পরাজিত হয়ে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় হয়, তদ্ধেতু ইহা বলা হয়েছে। কিভাবে? "পারাজিকাপ্রাপ্ত" হওয়াতে এখানে একত্রে বাস করা অর্থে 'সংবাসো'। তা নির্দেশ করতে "সংবাসো নামা"তি বলে "এক কম্ম"ন্তি ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় সংযোজন বর্ণনা এরূপ চারি প্রকার সংঘকর্মের মধ্যে সীমা পরিচিহ্নিত করতে পরিশুদ্ধ ভিক্ষু একত্রিত করা—ইহা একটি সংঘকর্ম। সেভাবে পাঁচ প্রকার প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য একত্রিত হয়ে আবৃতি নাম একুদ্দেসো। প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সব লজ্জী ভিক্ষু কর্তৃক সমানভাবে শিক্ষা করার নাম 'সমসিক্খতা' বা সমশিক্ষা। যেহেতু এখানে সব লজ্জী ভিক্ষু এসব কর্মাদিতে একত্রে সম্মিলিত হয়, একজনও এর বহির্ভূত থাকে না; তদ্ধেতু এ সকল সব কিছুতে অংশ গ্রহণ করাকে "এসো সংবাসো নামা"তি বলা হয়। উক্ত প্রকার কর্মসমূহ সেই পারাজিকাগ্রস্ত পুদ্গালের সাথে সম্পাদন করতে নেই। সে কারণে সে পারাজিকাগ্রস্তকে (ভিক্ষুকে) 'অসংবাসো' বলে ব্যক্ত হয়।

৫৬। এভাবে নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহকে পদানুক্রমে বিভক্ত করে এক্ষণে যাহা সেই "পটিসেবেয্যা"তি তাহা এখানে যে আকারে প্রতিসেবন বলা হয়েছে, তার কারণ প্রকাশার্থে "পটিসেবতি নামা" এই মাতিকাপদ স্থাপন করে 'নিমিত্তেন নিমিত্তং' তথা অঙ্গজাত দ্বারা অঙ্গজাত এই বাক্য বলা হয়েছে। তথায় (এ সম্বন্ধে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্মিত্ত স্ত্রী চিহ্নিত নয়, কেবল মনুষ্যস্ত্রীসহ অন্যজাতীয় স্ত্রী চিহ্নই পারাজিকার বিষয়। সেহেতু যে যে বিষয়ে বলা হয়েছে, সে সে বিষয় বর্ণনা করতে "তিস্সো ইত্থিযো" ইত্যাদি নিয়মে যাদের চিহ্ন বিষয়াদি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই প্রাণীদেরকে উল্লেখ করে "মনুস্সিত্থি যা তয়ো মগ্গে"তি ইত্যাদি নিয়মে সেসব বিষয় ব্যক্ত হয়ে হয়েছে।

তথায় তিন প্রকার স্ত্রী, তিন প্রকার উভয় ব্যঞ্জনক, তিন প্রকার নপুসংক, তিন প্রকার পুরুষের চিহ্নের আশ্রয়ে পারাজিকা বিষয়ে দ্বাদশ প্রকার প্রাণী তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের চিহ্ন প্রকট হয়। নপুংসক, উভয় ব্যঞ্জক প্রভেদে প্রব্রজ্যাস্কন্ধ বর্ণনায় প্রকাশিত হবে।

'মনুস্সিত্থিযা তযো মগ্গে মৈথুন ধম্মং পটিসেবন্তস্সান্তি' বলতে এখানে মনুষ্য স্ত্রীর তিন মার্গ এই অর্থ জ্ঞাতব্য। এরূপে সব স্ত্রীর তিন মার্গে। মনুষ্য স্ত্রীর তিন মার্গ, অমনুষ্যস্ত্রীর তিন মার্গ, তির্যগ্জাতীয় স্ত্রীর তিন মার্গ—সব মিলে স্ত্রী জাতীয় নয় মার্গ। মনুষ্য-অমনুষ্য-তির্যক-নপুংসকদের দুই দুই করে ছয় মার্গ। এভাবে মনুষ্য-অমনুষ্য-তির্যক-পুরুষাদির দুই দুই করে ছয় মার্গ—

সর্বমোট ত্রিশ মার্গ। ইহাদের মধ্যে নিমিত্ত বলে চিহ্নিত যেগুলো তন্মধ্যে স্বীয় অঙ্গজাত তিলপ্রমাণ প্রবিষ্ট করিয়ে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করলে পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত হয়।

প্রথম চার বিষয় বর্ণনা

৫৭। যেহেতু সম্পাদনকালে সেবনচিত্ত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়; সেবনচিত্ত বিনা করা হয় না; সেহেতু সেই লক্ষণকে প্রদর্শন করতে ভগবান "ভিক্খুস্স সেবনচিত্তং উপট্ঠিতে"তি ইত্যাদি বললেন। তথায় 'ভিক্খুস্সাতি' বলতে মৈথুন সেবনকারী ভিক্ষুর। 'সেবনচিত্তং উপট্ঠিতেতি' বলতে বোধগম্য অর্থে বিশেষ বচন, যা সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয় অর্থে ব্যক্ত 'বচ্চমগ্গং অঙ্গজাতং পবেসেন্তস্সাতি' বলতে যে মার্গ দ্বারা পায়খানা করা হয়, সে মার্গ অঙ্গজাত তথা পুরুষচিহ্ন তিলপ্রমাণ প্রবিষ্টকারী। 'আপত্তি পারাজিকস্সাতি' বলতে তা পারাজিকা আপত্তি হয় অর্থে। অথবা 'আপত্তীতি' বলতে আপত্তিগ্রস্ত হয়। 'পারাজিকাস্সাতি' বলতে পারাজিকা ধর্মের।

৫৮। এভাবে সেবনচিত্তে প্রবিষ্টকারীর আপত্তি প্রদর্শন করে, এক্ষণে বলা হচ্ছে কেবল স্বীয় উপক্রমে তাতে প্রবিষ্ট হয় না, পরের উপক্রমেও হয় থাকে। তথায় প্রতিসেবনচিত্তের সাথে আস্বাদ অনুভূতি থাকলে পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত হয়। অন্যথায় অনাপত্তি। তদ্ধেতু যারা শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্র সম্যক প্রতিপন্ন তারা পরের উপক্রমে প্রবিষ্ট করালে আস্বাদ অনুভূতি উৎপন্ন করবে না। তাদের রক্ষনার্থে "ভিক্খুপচ্চত্থিক মনুস্সিত্থি"ন্তি ইত্যাদি বললেন।

তথায় প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনা করে বলে 'পচ্চত্থিকা'; অনিষ্টকামী ভিক্ষুরাই হলো 'ভিক্খুপচ্চত্থিকা'। ইহা বিরুদ্ধবাদী বৈরী ভিক্ষুদের অধিবচন। 'মনুস্সিত্থিং ভিক্খুস্স সন্তিকে আনেত্বাতি' ঈর্ষাকাতরতা বশত সেই ভিক্ষুকে অনিষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রলোভন দ্বারা প্ররোচিত করে বা বন্ধুর সাথে মিলনবশে "ইহা আমাদের কৃত্য, তা সম্পাদন করা।" এ বলে কোনো এক মানুষ্যস্ত্রীকে রাতে সেই ভিক্ষুর বাসস্থানে আনয়ন করে। 'বচ্চমগ্গেন অঙ্গজাতং অভিনিসীদেন্তীতি' বলতে সেই ভিক্ষু হাত-পা-মাথা দৃঢ়ভাবে ধরে ভীত অবস্থায় সেই স্ত্রীর গুহ্যমার্গে তার অঙ্গজাত প্রবেশ করিয়ে দেয়; ইহা সংযোজন করায় এ অর্থে।

'সো চেতি' বলতে সেই ভিক্ষু যদি মলদ্বারে স্বীয় অঙ্গজাত প্রবেশকালে আস্বাদ, সুখ উপভোগ করে, অথবা সেই ক্ষণে সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়; প্রবিষ্টকালে আস্বাদ সুখ উপভোগ করে, সেই ক্ষণে সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। স্থিতকালে আস্বাদ সুখ উপভোগ করে শুক্র স্খলিত হলে, সেই ক্ষণে

সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়। উত্তোলন কালে আস্বাদ, সুখ উপভোগ করে, সে ক্ষণে সেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়। এভাবে চারি সময়ে আস্বাদ করলে "আমার বৈরীসম্পন্ন ভিক্ষুগণ কর্তৃক ইহা করা হলো এরূপ বলার চিত্ত লাভ হলো না। এতে করে পারাজিকা আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়।

যেভাবে এই চারি সময়ে আস্বাদ গ্রহণ করলে পারাজিকাপ্রাপ্ত হয়; সেভাবে পূর্বোক্ত যেকোনো সময়ে আস্বাদ গ্রহণ না করে অপর তিন সময়েও আস্বাদ গ্রহণ না করে, অপর দুই সময়ে আস্বাদ গ্রহণ করলে, তিন সময়ে আস্বাদ গ্রহণ না করে, এক সময়ে আস্বাদ গ্রহণ করলে পারাজিকাগ্রস্ত হয়। যেকোনো সময়ে আস্বাদ গ্রহণ না করে বিষাক্ত সর্পের মুখ অথবা জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ গর্তের ন্যায় স্থানে অঙ্গজাত প্রবিষ্ট মনে করলে অনাপত্তি। তদ্ধেতু বলা হয়েছে : "পবেসনং ন সাদিযাতি ... উদ্ধারণং ন সাদিযতি অনাপত্তী"তি। এরূপে ইহা আরব্ধ বিদর্শক কায়জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ করে সব আয়তনকে একাদশ প্রকার সম্প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ন্যায়, পঞ্চকামগুণকে ঘাতকের উত্তোলিত অসির ন্যায় দর্শনকারী পুদ্গলকে রক্ষা করতে ভগবান অনিষ্টকারীর ইচ্ছা বিনাশ করতে এই "পবেসনং ন সাদিযতী"তি ইত্যাদি চার বিষয় ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠা করেন।

[প্রথম চার বিষয় কথা সমাপ্ত]

দুইশত ঊনসত্তর চতুষ্ক কথা

৫৯-৬০। এভাবে প্রথম চার বিষয় বর্ণনা এখানে এখন বর্ণনা হচ্ছে যে, বৈরী ভিক্ষুগণ কোনো স্ত্রীকে কেবল গুহ্যমার্গে কেবল (অঙ্গজাত) প্রবেশ করিয়ে দেয় না, অতঃপর প্রস্রাবমার্গ, মুখমার্গেও প্রবেশ করিয়ে দে। 'ইত্থিং আনেত্বাপি' বলতে কোনো কোনো স্ত্রীকে জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে আসে; কোনো কোনো স্ত্রীকে নিদ্রা অবস্থায়, কোনো কোনো স্ত্রীকে মত্ত অবস্থায়, কোনো কোনো স্ত্রীকে উন্মত্ত অবস্থায়, কোনো কোনো স্ত্রীকে প্রমত্ত, হতবুদ্ধি বিক্ষিপ্তচিত্ত অবস্থায় নিয়ে আসে এ অর্থে। আবার, কোনো কোনো মৃতদেহ অক্ষয়িত যা কুকুর, শিয়াল দ্বারা ক্ষত হয়নি; কোনো কোনো মৃতদেহ অধিকাংশ অক্ষয়িত যা গুহ্যমার্গ, প্রবাসমার্গে, বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত, অল্পই অক্ষত রয়েছে, এমনতর অবস্থায় নিয়ে আসে। কেবল মনুষ্য স্ত্রীকেও নিয়ে আসে তা নয়; অমনুষ্যস্ত্রী ও তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীকেও নিয়ে আসে। কেবল উক্ত প্রকারের স্ত্রীকে নিয়ে আসে তা নয়, উভয় ব্যঞ্জক এবং নপুংসক পুরুষকেও নিয়ে আসে। তদ্ধেতু তাদের অবস্থাভেদে অন্যান্য চার বিষয় বর্ণনা করতে "ভিক্‌খুপচ্চত্থিকা মনুস্‌সিত্থিং জাগরন্তি" ইত্যাদি বললেন।

তথায় পালিতে অসম্মোহার্থ উল্লিখিত চতুষ্ক এভাবে জ্ঞাত হওয়া উচিত যে,

মনুষ্যস্ত্রীর তিন মার্গবশে তিন প্রকার শুদ্ধিক চতুষ্ক, জাগ্রত চতুষ্ক তিন প্রকার, নিদ্রিত চতুষ্ক তিন প্রকার, মত্ত চতুষ্ক তিন প্রকার, মৃত অক্ষয়িত চতুষ্ক তিন প্রকার, অধিকাংশ অক্ষয়িত চতুষ্ক তিন প্রকার, অধিকাংশ ক্ষয়িত চতুষ্ক তিন প্রকার, চার বিষয়—এভাবে সাতাশ প্রকার চতুষ্ক। অনুরূপভাবে অমনুষ্য স্ত্রী তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রী ভেদে সমস্ত স্ত্রীর একাশি প্রকার চতুষ্ক। যেভাবে স্ত্রীপর্বে ব্যক্ত সেভাবে উভয়ব্যঞ্জনকের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম জ্ঞাতব্য। নপুংসক পুরুষাদি ক্ষেত্রে দুই মার্গবশে প্রত্যেকের (স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক হিসেবে) চুয়ান্ন। এভাবে সব চার বিষয়ের সংখ্যা হলো দুইশত সত্তুর। এগুলো সুষ্টষ্টকরণার্থে এভাবে ব্যাখ্যাত।

এখানে সকল পর্বে একই অর্থে– "মতং যেভুয্যেন অক্‌খায়িতং খায়িত"ন্তি বলা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে—তাম্রপর্ণী দ্বীপের দুই সমচারিক বিনয়ধর উপতিষ্য স্থবির ও অপরজন ফুশ্যদেব স্থবির তারা মহাভয় উৎপন্ন সময়ে বিনয়পিটককে ধারণ করে রক্ষা করেছিলেন। তাদের মধ্যে উপতিষ্য স্থবির অভিজ্ঞতর। তার দুজন ছিলেন—মহাপদুম স্থবির এবং মহাসুম স্থবির নয়বার বিনয়পিটক শ্রবণ করেছিলেন। মহাপদুম স্থবির তার সাথে নয়বার এবং পৃথকভাবে একাকী নয়বার, মোট আঠারবার বিনয়পিটক শ্রবণ করেছিলেন। সেজন্য ইনি তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতর। মহাসুম স্থবির নয়বার বিনয়পিটক শ্রবণ করে আচার্যকে ত্যাগ করে গঙ্গার অপরতীরে গমন করেছিলেন। তখন মহাপদুম স্থবির বললেন, ওহে! এ বিনয়ধর নিশ্চয় সাহসী তিনি বিনয় ধারণ মাত্রই আচার্যকে ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করা উচিত মনে করেছেন। আচার্যের জীবিত অবস্থায় তাঁর নিকট অনেকবার বিনয়পিটক একং অট্‌ঠকথা শিক্ষা করার পরও তাঁকে ত্যাগ করা উচিত কি? নিত্য শ্রবণ করা উচিত, প্রতিবছর আবৃত্তি করা উচিত।

এভাবে বিনয়ে গৌরবকারী ভিক্ষুদের সময়ে একদিন উপতিষ্য স্থবির মহাপদুমপ্রমুখ পাঁচশত অন্তেবাসীকে প্রথম পারাজিকা শিক্ষাপদের এই প্রদেশ বর্ণনা করতে উপবিষ্ট হন। তখন অন্তেবাসীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভন্তে, অধিকাংশ অক্ষয়িত শরীরে (মৈথুনসেবনে) পারাজিকা, অধিকাংশ ক্ষয়িত শরীরে থুল্লচ্চয়, তাহলে অর্ধেক ক্ষয়িত শরীরে কোন আপত্তি হওয়া উচিত? স্থবির বললেন, "আবুসো, বুদ্ধগণ পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্তকরণ সময়ে কোনো কিছু অসম্পূর্ণ না রেখেই প্রজ্ঞাপ্ত করেন। এ শিক্ষাপদ লোকবজ্জ হলেও প্রজ্ঞপ্তি বর্জনীয় নয়। তদ্ধেতু যদি অর্ধেক ক্ষয়িত শরীরে (মৈথুন সেবনে) পারাজিকা হতো, তাহলে সম্যকসম্বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত করতেন। এখানে পারাজিকা ছায়াও দর্শিত হয় না, থুল্লচ্চয়ই দর্শিত হয়।"

উপরন্তু মৃত শরীরে পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্তিকালে ভগবান অধিকাংশ ক্ষয়িতদেহে প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন "এরপর পারাজিকা বিষয় নেই" ইহা বর্ণনা করে থুল্লচ্চয় প্রজ্ঞাপ্তকালে অধিকাশে ক্ষয়িত দেহে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। "এরপরে থুল্লচ্চয় বিষয় নেই" ইহা বর্ণনা করেন বলে জ্ঞাতব্য। ক্ষয়িত-অক্ষয়িত বলতে মৃত শরীর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য, জীবন্ত শরীর সম্পর্কে নয়। জীবন্ত শরীরে যদি নখপৃষ্ঠ প্রমাণ দেহমাংস, স্নায়ু থাকে, তাতে মৈথুনসেবন করলে পারাজিকা হয়। আর যদি চিহ্ন সর্বপ্রকারে ক্ষয়িত হয়ে দেহচর্ম অবশিষ্ট না থাকে তবে তখনও চিহ্নের স্থানে বোধগম্য হয়, তাতে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকা হয়। চিহ্নের স্থানও অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত চিহ্ন ছেদন করে (চিহ্নের) চারপাশ কেটে তুলে ফেলে (চিহ্নের) ব্রণপুঞ্জবশে প্রবিষ্ট করলে থুল্লচ্চয়। চিহ্ন হতে পতিত মাংসপেশিতে উপক্রম করলে দুক্কট। যদি মৃত শরীর সব ক্ষয়িত (হয়ে যায়) তাহলে প্রয়োগে দুক্কট। 'যদি পি অক্খায়িতং' বলতে তিনমার্গ ক্ষয়িত হয় না, সেসবে উপক্রমে করলে পারাজিকা। অধিকাংশ অক্ষয়িত দেহে উপক্রম করলেও পারাজিকা। অর্ধেক ক্ষয়িত বা অধিকাংশ ক্ষয়িত দেহে উপক্রম করলে থুল্লচ্চয়।

মনুষ্য জীবিত শরীরের চোখ, নাক, কানের ছিদ্র এবং শস্ত্র দ্বারা কর্তিত বস্তিকোষের (গুহ্যদ্বার ব্যতীত পাছার ফাঁকে) এবং অস্ত্রোপাচার করা দেহের গর্তে (ব্রর্ণে) কামরাগে তিলবীজ প্রমাণ অঙ্গজাত প্রবিষ্ট করলে থুল্লচ্চয়। শরীরের সর্বশেষে বগলাদিতে পারাজিকা, থুল্লচ্চয়ক্ষেত্রে থুল্লচ্চয়, দুক্কটক্ষেত্রে দুক্কট। শরীর স্ফীত হয় বিকৃত, নীলমক্ষিকা সমাকীর্ণ, ক্রিমিকুল পরিপূর্ণ এবং নবদ্বারের মুখে পূঁজ বিগলিত হয়ে দুর্গন্ধ, পঁচায় পরিণত হওয়ায় সমীপবতী হওয়া অসম্ভব, সে অবস্থা পারাজিকা্ এবং থুল্লচ্চয় বিষয় বিবর্জিত। সেরূপ শরীরের যেকোনো স্থানে উপক্রম করলে দুক্কট। হাতি, ঘোড়া, গুরু, গাধা, উট, মহিষ ইত্যাদি তির্যগ্প্রাণীর নাকে উপক্রম করলে থুল্লচ্চয়। বস্তিকোষেও থুল্লচ্চয় অপর সমস্ত তির্যগ্প্রাণীর চোখ, কান ও ব্রণে উপক্রম করলে দুক্কট। শরীরের অন্যান্য স্থানেও দুক্কট। সদ্যমৃত শরীরে পারজিকাক্ষেত্রে পারাজিকা, থুল্লচ্চয়ক্ষেত্রে থুল্লচ্চয়, দুক্কটক্ষেত্রে দুক্কট। গলিত মৃতদেহ পূর্বোক্ত নিয়মে সর্বত্র দুক্কট। কায়সংসর্গ কামনায় বা মৈথুন সেবনের চিত্তে জীবিত পুরুষের বস্তিকোষে প্রবিষ্ট না করে পুরুষচিহ্ন দ্বারা পুরুষচিহ্নকে স্পর্শ করালে দুক্কট। মৈথুন সেবনের চিত্তে স্ত্রী চিহ্নে প্রবিষ্ট না করে (স্ত্রী চিহ্নে) পুরুষ চিহ্ন স্পর্শ করালে থুল্লচ্চয়। মহা অট্ঠকথায় "মৈথুন সেবনের চিত্তে স্ত্রীচিহ্ন মুখ দ্বারা স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয়" বলে ব্যক্ত হয়েছে। চর্মস্কন্ধবর্গে "ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অচিরবতী নদী অতিক্রমরত গাভীদের শিং, কান, গ্রীবা, লেজ গ্রহণ করতো এবং পিঠে আরোহন করতো আসক্ত চিত্তে অঙ্গজাত স্পর্শ করতো" (মহাব.২৫২)"। এ

অষ্ট আপত্তি উৎপত্তি অবিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, আসক্ত চিত্তে অঙ্গজাত স্পর্শ করবে না, যে স্পর্শ করবে, তার থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে" (মহা.ব. ২৫২)"। এসব বিষয় বিশেষভাবে দর্শন করে গ্রহণ করে যাতে বিরোধ না হয় সেভাবে গ্রহণ করা উচিত।

কিভাবে বিরোধিতা করা হয় না? যেমন, অট্ঠকথায় যা ব্যক্ত হয়েছে : "মৈথুন সেবনের চিত্তে মুখদ্বারা স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয়।" তথায় স্ত্রী চিহ্ন মুখই মুখ বলে অভিপ্রেত। "মৈথুন সেবনের চিত্ত দ্বারা" ব্যক্ত হওয়াতে ইহাই অভিপ্রায় বলে জ্ঞাতব্য। ভিক্ষুর মুখ দ্বারা স্ত্রী চিহ্নে মৈথুন উপক্রম করা যায় না। খন্ধকে যেই গাভীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে মৈথুন সেবনের চিত্তে অঙ্গজাত স্পর্শ করেছিল তাদের সম্বন্ধে থুল্লচ্চয় বলা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে দুক্কট বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছিলেন, "খন্ধকে বলা হয়েছে, মুখদ্বারা স্পর্শ অশ্লীল বিষয়ক হওয়ায় সে কর্ম থুল্লচ্চয়। অট্ঠকথায়ও সে ভাষ্য গ্রহণ করে মৈথুন সেবনের চিত্তে মুখদ্বারা স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় হয় বলে ব্যক্ত হয়েছে। সে কারণে উত্তমরূপে বিবেচনা করে যেটি যথোপুযক্ত সেটি গ্রহণ করা উচিত। বিনয়াচার্যগণ পূর্ব বর্ণিতকে প্রশংসা করেন। কায়সংসর্গ কামনায় স্বীয় মুখ অথবা চিহ্নমুখ দ্বারা স্ত্রী চিহ্ন করলে সংঘাদিশেষ। তির্যগ্জাতীয় স্ত্রীর প্রস্রাবমুখ, পুরুষচিহ্নমুখ দ্বারা স্পর্শ করলে ব্যক্ত নিয়মে থুল্লচ্চয়। অন্য প্রকারে দুক্কট।

[দুইশত ঊনসত্তর (চতুষ্ক) কথা সমাপ্ত]

আচ্ছাদিত চার বিষয় (চতুষ্ক) প্রভেদ কথা

৬১-৬২। এভাবে ভগবান সুপ্রতিপন্ন ভিক্ষুর রক্ষণার্থে দুইশত সত্তরটি চতুষ্ক ব্যাখ্যা করে "এখন বলা হচ্ছে যে, অনাগতে সেসব পাপী ভিক্ষু 'এ বিষয়ে আবৃত করে আসক্তকারী দ্বারা আসক্তকারীকে স্পর্শ করে না, তাহলে এখানে কে দোষী' এভাবে পৃথকভাবে তুচ্ছ, অগ্রাহ্য করবে। তাদের কারণে শাসনে প্রতিষ্ঠিত হবে না" দেখে তাদের মধ্যে দুইশত সত্তরটি চার বিষয়ের প্রত্যেক চার বিষয়কে চার প্রকার আবৃতাদি ভেদে ভাগ করে বর্ণনা করার সময় "ভিক্খুপচ্চত্থিকা মনুস্সিত্থিং ভিক্খুস্স সন্তিকে আনেত্বা বচ্চমগ্গেন প্রস্সাবমগ্গেন মুখেন অঙ্গজাতং অভিনিসীদেন্তি সন্থতায় অসন্থতস্সান্তি' ইত্যাদি বললেন।

তথায় 'সন্থতায় অসন্থতস্সতি' ইত্যাদিতে স্ত্রী আবৃত গুহ্যমার্গ, প্রস্রাবমার্গ এবং মুখমার্গে। ভিক্ষুর অনাবৃত অঙ্গজাত প্রবেশ করা এ নিয়মে সংযোজন জ্ঞাতব্য। তথায় 'সন্থত' বলতে যার ৬তিন মার্গের মধ্যে যেকোনো মার্গ আবৃত

করে অথবা বস্ত্র, পাতা বাকপট্টেন, চর্ম বা ছাল-বাকলের বস্ত্র, সীসাদির পাতলাপাত এসবের যেকোনো একটি দ্বারা আবৃত করে প্রবেশ করানো 'সন্থতো' বলতে যার অঙ্গজাত সেই বস্ত্রাদির যেকোনো একটি দ্বারা আবৃত করে তথায় আসক্তের দ্বারা অনাক্তকে মর্দন, অনাসক্তের দ্বারা আসক্তকে, অনাসক্তের দ্বারা অনাসক্তকে, আসক্তের দাবারা আসক্তকে মর্দন করায়। যতটুকু প্রবিষ্ট হলে পারাজিকা হয় বলে ব্যক্ত; যদি ততটুকু প্রবিষ্ট হয়, তাহলে সবস্থানে আস্বাদ অনুভবকারীর পারাজিকাক্ষেত্রে পারাজিকা, থুল্লচ্চয়ক্ষেত্রে থুল্লচ্চয় এবং দুক্কটক্ষেত্রে দুক্কট হয়। যদি স্ত্রীচিহ্ন সামান্য উঁচু করে আবৃত পুংচিহ্নও সামান্য উঁচু করে ঘর্ষণ করলে দুক্কট। যদি পুরুষচিহ্ন সামান্য উঁচু করে, আবৃত স্ত্রীচিহ্নও সামান্য উঁচু করে প্রবেশ করায় তাহলে দুক্কট। যদি উভয় সামান্য উঁচু করে আবৃত এবং সামান্য উঁচু অবস্থায় ঘর্ষণ করা হয়, তাহলে দুক্কট। যদি স্ত্রীচিহ্নে বাঁশের নালি পর্বাদি কিঞ্চিৎ প্রক্ষিপ্ত করে তার নিম্নভাগে স্ত্রীযোনি স্পর্শ করে তিলপ্রমাণ পুংলিঙ্গ প্রবিষ্ট হয় তাহলে পারাজিকা। উপরিভাগ অথবা উভয়পার্শ্বের একপার্শ্বে স্পর্শ করে প্রবিষ্ট করলে পারাজিকা। চারিপার্শ্বে স্পর্শ না করে যদি স্ত্রীযোনির তলদেশ স্পর্শ করে, তাহলে পারাজিকা যদি কোনো পার্শ্ব বা তলদেশ স্পর্শ না করে শূন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার ন্যায় প্রবেশ করে এবং বের করে, তাহলে দুক্কট। বাইরের গোঁজায় স্পর্শ করলে দুক্কট। যেভাবে স্ত্রীচিহ্নে ব্যক্ত, সেভাবে সব চিহ্নে জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুশত্রু চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা

৬৩-৬৪। এরূপে সন্থতবস্ত্র চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা করবার পর এখন যেহেতু কেবলমাত্র মনুষ্যস্ত্রী প্রভৃতিকে ভিক্ষুর নিকট আনয়ন করে না, অধিকন্তু ভিক্ষুকেও মনুষ্যস্ত্রী প্রভৃতির নিকটে আনয়ন করে; তদ্ধেতু সেই সমস্ত প্রভেদ দেখাতে গিয়েই "ভিক্ষুশত্রু (শত্রুতাবশত) ভিক্ষুকে মনুষ্যস্ত্রীর নিকটে" প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে সকল প্রকার চতুষ্ক বারবার উল্লেখ করে প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলিকে বিশ্লেষণ পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

[ভিক্ষুশত্রু চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা সমাপ্ত]

রাজশত্রু প্রভৃতি চতুষ্ক প্রভেদ বর্ণনা

৬৫। যেহেতু শুধুমাত্র ভিক্ষুশত্রুরাই এভাবে করছিলেন না, রাজশত্রু প্রভৃতিও তেমন করছিলেন। সে কারণে সেই সমস্ত প্রভেদ দেখাতে গিয়ে "রাজশত্রুরা" প্রভৃতি বলা হয়েছে। তথায় "রাজশত্রুরা" বলতে রাজার ন্যায়

শত্রুরা, বিরোধীরা, প্রতিপক্ষরা। তারা নিজে আনয়ন করুক অথবা আনয়ন করবার জন্য অন্য কাউকে আদেশ করুক, সমস্তই আনয়ন করে অর্থে জ্ঞাতব্য। চুরি করে এমন শত্রুরা, বিরোধীরা তথা প্রতিপক্ষরাই হচ্ছে "চোরশত্রু"। "ধূর্ত" বলতে মৈথুন প্রতিসেবনে তথা যৌনসহবাসে অতি আসক্ত ব্যক্তি, নাগরিকদের সাথে প্রবঞ্চনাকারী পুরুষ অথবা স্ত্রীধূর্ত-সুরাধূর্ত প্রভৃতি ব্যক্তি। এই সমস্ত শত্রুপক্ষীয় বিরোধী প্রতিপক্ষ ধূর্তরাই "ধূর্তশত্রু"। 'গন্ধ' অর্থে হৃদয়। আর হৃদয়কে বিদীর্ণ করে অর্থেই হৃদয়বিদারক। এমন হৃদয়বিদারক শত্রুরাই হচ্ছে "উৎপলগন্ধশত্রু"। তারা কৃষিকর্ম, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম করে জীবন ধারণ করতো না। তারা গ্রামের লোকজনকে ও পথিককে হত্য করে আপন স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতো। তারা আপন কর্মসিদ্ধির জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করতো। তাদের উদ্দেশে বলিকর্ম করবার জন্য তারা মানুষদের হৃদয় উৎপাটন করতো অর্থাৎ মানুষ বলি দিত। সব সময় মানুষ পাওয়া তো কঠিন; কিন্তু ভিক্ষুগণ অরণ্যে বসবাস করায় তাঁদের পাওয়া অত্যন্ত সহজ। তারা শীলবান ভিক্ষুকে ধরার পর "শীলবানকে হত্যা করা মহাপাপ" এই ভেবে সেই ভিক্ষুকে শীলভ্রষ্ট করবার জন্য মনুষ্যস্ত্রী প্রভৃতিকে ভিক্ষুর নিকট আনয়ন করতো অথবা সেই ভিক্ষুকে তথায় নিয়ে যেতো। ইহাই এখানে বিশেষত্ব। অবশিষ্টাংশ পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য। ভিক্ষুশত্রু বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় রাজশত্রু প্রভৃতি এই চারি বিষয়েও চতুষ্কবশে জ্ঞাতব্য। কিন্তু পালিশাস্ত্রে এই সমস্ত সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে।

[সমস্ত প্রকারে চতুষ্ক প্রভেদ কথা সমাপ্ত]

আপত্তি-অনাপত্তি বিষয় বর্ণনা

৬৬। "মনুষ্যস্ত্রীর তিনটি মার্গের যেকোনো একটিতে মৈথুনধর্ম (কামসেবন) প্রতিসেবন করলে" প্রভৃতি বলা হয়েছে। এক্ষণে যা বলা হলো; তৎসমস্তের আরও শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্যই "মার্গ দ্বারা মার্গে" প্রভৃতি বলিয়াছে। তথায় "মার্গ দ্বারা মার্গে" বলতে স্ত্রীজাতির প্রস্রাবমার্গ, গুহ্যমার্গ ও মুখমার্গ এই তিনটি মার্গের মধ্যে কোনো একটি মার্গে নিজের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো অথবা পৃথক দুটি মার্গের মধ্যে প্রস্রাবমার্গ দ্বারা গুহ্যমার্গে বা গুহ্যমার্গ দ্বারা প্রস্রাবমার্গে প্রবেশ করানো। "মার্গ দ্বারা অমার্গে" বলতে প্রস্রাবাদি মার্গ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে তার চতুর্পার্শ্বস্থ ব্রণ-প্রমাণ ছিদ্র দিয়ে বের করা। "অমার্গ দিয়ে মার্গে" বলতে ত্রিবিধ মার্গে চতুর্পার্শ্বস্থ ব্রণ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে প্রস্রাব বা গুহ্যমার্গ দিয়ে বের করা। "অমার্গ দিয়ে অমার্গে" বলতে দুটি পৃথক ব্রণের মধ্যে একটি ব্রণ দিয়ে

প্রবেশ করিয়ে দ্বিতীয়টি দিয়ে বের করা। এই নিয়মে ব্রণ সংক্ষেপের সর্বত্রই "থুল্লচ্চয়" জ্ঞাতব্য।

ইহার পরে যা বলা হলো তা হচ্ছে "না জানলে, সুখানুভূতি না হলে অনাপত্তি।" তথায় ইহার শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্যই "ভিক্ষু ভিক্ষুকে নিদ্রিত অবস্থায়" (পভেতি) বলেছিলেন। ইহার অর্থ হচ্ছে এই : যেই ভিক্ষু নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে চিত্তে সুখানুভব করে। সেই ভিক্ষু যদি বলে "নিদ্রিত অবস্থায় আমি এই পাপ করেছি, আমি মোটেই জানি না" তাহলেও আপত্তি হতে মুক্তি পায় না। "উভয়কেই নাশিত করতে হবে" বলতে এখানে দুজনকেই লিঙ্গনাশে নাশিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দুষকের স্বীকারোক্তি নেওয়ার প্রয়োজনই নেই; শুধু দূষিতকে জিজ্ঞাসা করে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই নাশিত করতে হবে। যদি চিত্তে সুখাসুভব না হয়, তাহলে নাশিত করবে না। শ্রামণের বিষয়েও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

এরূপে বিভিন্ন জায়গায় সেই সমস্ত আপত্তি ও অনাপত্তি দেখিয়ে দিয়ে এক্ষণে শুধু অনাপত্তিই দেখিয়ে দিতে "না জানলে অনাপত্তি" প্রভৃতি বলেছিলেন। তথায় "না জানলে" বলতে যেই ভিক্ষু গভীর নিদ্রা যাওয়ার সময় পরের দ্বারা কৃত উপক্রম জানে না। বৈশালীর মহাবনে দিবাবিহারের জন্য যাওয়া ভিক্ষুর ন্যায় এই ভিক্ষুরও অনাপত্তি। এতে বলা হয়েছে : "ভগবান, আমি জানি না।" অতঃপর ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, না জানলে অনাপত্তি।" "চিত্তে সুখানুভব না হলে" বলতে পারাজিকা গ্রন্থে বর্ণিত সত্বর উত্থিত ভিক্ষুর ন্যায় যেই ভিক্ষুর জানা থাকা সত্ত্বেও চিত্তে সুখানুভব হয় না। এতে বলা হয়েছে যে, "ভগবান, আমি সুখানুভব করিনি।" অতঃপর ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, সুখানুভব না হলে অনাপত্তি।"

"উন্মাদ" বলতে এখানে পিত্তোন্মাদের কথাই বলা হয়েছে। পিত্ত দুই প্রকার, যথা—বদ্ধপিত্ত ও অবদ্ধপিত্ত। তথায় অবদ্ধপিত্ত রক্তের ন্যায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তৃত। অবদ্ধপিত্ত কোপিত হলে তীব্র ক্রোধ ও উত্তেজনাবশত সত্ত্বগণের সমস্ত শরীরে কম্পনের সৃষ্টির হয়। তবে তা ওষুধ সেবনে উপশম হয়। বদ্ধপিত্ত কিন্তু পিত্তকোষে থাকে। বদ্ধপিত্ত কুপিত হলে সত্ত্বগণ উন্মাদ হয়, পাগল হয়। তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, লজ্জা-ভয় বলতে কিছুই থাকে না, নানা অশোভন আচরণ করে। তারা লঘু শিক্ষাপদ, গুরু শিক্ষাপদ মর্দন (লঙ্ঘন) করলেও জানে না। ইহা ওষুধ সেবনেও সহজে উপশম হয় না। বুদ্ধ উন্মাদের ক্ষেত্রে অনাপত্তি বলেছেন।

"ক্ষিপ্তচিত্ত" বলতে বিক্ষিপ্তচিত্ত, যক্ষোন্মাদকেই বলা হয়। যক্ষগণ নাকি নানা প্রকার জীবিত দৃশ্য দেখিয়ে মুখ দিয়ে হস্ত প্রবেশ করিয়ে হৃদয় মর্দন করে

সত্ত্বগণকে বিক্ষিপ্তচিত্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। এমন বিক্ষিপ্তচিত্ত ভিক্ষুর ক্ষেত্রে অনাপত্তি। উপরোক্ত পিত্তোন্মাদ ও যক্ষোন্মাদের বিশেষত্ব হচ্ছে এই : "পিত্তোন্মাদ সব সময় উন্মাদ অবস্থায় থাকে। তার সমান্যতমও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আর যক্ষোন্মাদ মাঝেমধ্যে জ্ঞান ফিরে পায়। তবে এখানে পিত্তোন্মাদই হোক বা যক্ষোন্মাদই হোক, যেই ভিক্ষু কিছুই স্মরণ করতে পারে না; জানতে পারে না; অগ্নি, সোনা, বিষ্ঠা, চন্দন সবকিছু একইভাবে মর্দন করে বিরচণ করে, এমন ভিক্ষুর ক্ষেত্রে অনাপত্তি। তবে মাঝেমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সজ্ঞানে (জেনেশুনে) করলে আপত্তি।

"বেদনার্ত" বলতে যেই ভিক্ষু অতিমাত্রায় দুঃখ বেদনা দ্বারা পীড়িত হওয়ায় কোনো কিছুই জানে না, এমন ভিক্ষুর ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

"আদিকর্মিক" বলতে যেই ভিক্ষু যেই সমস্ত কর্ম প্রথম সম্পাদনকারী, তেমন সত্ত্ব বা প্রাণী। এখানে সুদিন্ন স্থবিরই শুধু আদিকর্মিক, তার ক্ষেত্রেই অনাপত্তি। অবশিষ্ট বানর, শ্রামণ বজ্জিপুত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে আপত্তি।

[পদভাজনীয় বর্ণনা সমাপ্ত]

প্রকীর্ণক কথা

এই শিক্ষাপদে ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের জন্যই এই প্রকীর্ণক জ্ঞাতব্য। সমুত্থান; ক্রিয়া, সংজ্ঞা, সচিত্তক এই চতুষ্টয়ে, লোকবদ্য, কর্ম কুশল ও বেদনা প্রকীর্ণক হয়। এক্ষেত্রে "সমুত্থান" বলতে সর্বসংগ্রহবশে শিক্ষাপদ সমুত্থান ছয়টি। সেগুলো পরিবার গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। এখানে শুধু শিক্ষাপদের মধ্যে সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে যে, ছয়টি সমুত্থান আছে, চারিটি সমুত্থান আছে, তিনটি সমুত্থান আছে, কঠিন সমুত্থান আছে, এলকলোম (মেষলোম) সমুত্থান আছে, ধুরনিক্ষেপাদি সমুত্থান আছে। সেক্ষেত্রে আবার কিছু ক্রিয়া হতে সমুত্থিত হয়, কিছু অক্রিয়া হতে সমুত্থিত হয়, কিছু ক্রিয়া-অক্রিয়া হতে সমুত্থিত হয়। কিছু ক্রিয়া ও অক্রিয়া হতে সমুত্থিত হয়ে থাকবে; আবার কিছু ক্রিয়া ও ক্রিয়া-অক্রিয়া হতে সমুত্থিত হয়ে থাকবে।

সেক্ষেত্রেও সংজ্ঞাবিমোক্ষ আছে, না-সংজ্ঞাবিমোক্ষ আছে। তথায় যেটি চিত্তকে অঙ্গস্বরূপ লাভ করে, সেটি সংজ্ঞাবিমোক্ষ, অন্যটি নাসংজ্ঞাবিমোক্ষ। পুনরায় সচিত্তক আছে, অচিত্তক আছে। যা স্বচিত্তে আপত্তি প্রাপ্ত হয়, সেটি স্বচিত্তক; আর যা বিনা চিত্তে (চেতনা-বিরহিত হয়ে) আপত্তি প্রাপ্ত হয়, সেটি অচিত্তক। সেসব আবার লোকবদ্য ও পন্নত্তিবদ্য ভেদে দুই প্রকার। সেগুলোর লক্ষণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।।

এখানে কর্ম, কুশল ও বেদনাবশে এবং কায়কর্ম ও বাককর্মবশে শিক্ষাপদ আছে। তথায় যেটি কায়দ্বারে করা হয় সেটি কায়কর্ম; আর যেটি বাক্যদ্বারে করা হয় সেটি বাক্যকর্ম বলে জ্ঞাতব্য। কুশল, অকুশল, অব্যকৃতবশেও শিক্ষাপদ আছে। বত্রিশ প্রকার আপত্তি সমুত্থাপক চিত্তগুলি হচ্ছে, অষ্ট কামাবচর কুশল চিত্ত, দ্বাদশ অকুশল চিত্ত, দশ কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত এবং কুশল ও ক্রিয়া হতে দুই অভিজ্ঞা চিত্ত। তন্মধ্যে যেটি কুশলচিত্তে আপত্তি প্রাপ্ত হয়, সেটি কুশল। বাকীগুলিও তদ্রুপ বিচার্য। ত্রিবেদনা, দ্বিবেদনা ও একবেদনা শিক্ষাপদও আছে। তথায় আপত্তি প্রাপ্ত হবার সময় সেটি তিন প্রকার বেদনার মধ্যে কোনো একটি বেদনা সমন্বিত হলে আপত্তি প্রাপ্ত হয়, সেটি ত্রিবেদনা। আপত্তি প্রাপ্ত হবার সময় যেটি সুখ ও উপেক্ষা বেদনা সমন্বিত হয়, সেটি দ্বিবেদনা। আর আপত্তি প্রাপ্ত হবার সময় যেটি শুধু দুঃখ বেদনা সমন্বিত হয়ে আপত্তি প্রাপ্ত হয় সেটি একবিধ বেদনা বলে জ্ঞাতব্য। এরূপেই :

সমুত্থান, ক্রিয়া, সংজ্ঞা, স্বচিত্তক এই চতুষ্টয়,
লোকবদ্য, কর্ম, কুশল ও বেদনা প্রকীর্ণক হয়।

এভাবে এই প্রকীর্ণক জানার পর যেই সমুত্থানাদির মধ্যে এই শিক্ষাপদ সমুত্থানবশে এক সমুত্থান। অঙ্গবশে দুই সমুত্থান, যা কায় ও চিত্ত হতে সমুত্থিত হয়। ক্রিয়া সমুত্থান করবার সময়ই ইহা আপত্তি প্রাপ্ত হয়। মৈথুন প্রতিসংযুক্ত কামসংজ্ঞায় অপরে (পুরুষাঙ্গ) মুক্ত করিলেই ইহা সংজ্ঞাবিমোক্ষ। তাই বলা হয়েছে, "না জানলে, সুখানুভব না হলে অনাপত্তি।" মৈথুনচিত্তেই তাকে আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়, বিনাচিত্তে তথা চেতনা-বিরহিত হয়ে নয়, এই অর্থে স্বচিত্তক। রাগ (আসক্তিবশে আপত্তি প্রাপ্ত হলেই লোকবদ্য। কায়দ্বারে সমুত্থিত হলেই কায়কর্ম। এক্ষেত্রে চিত্ত এখানে অঙ্গমাত্র; তৎপ্রভাবে কর্মভব লাভ হয় না। লোভচিত্তে আপত্তি প্রাপ্ত হলে অকুশল চিত্ত। সুখ বেদনা বা উপেক্ষা বেদনা সমন্বিত হয়ে আপত্তি প্রাপ্ত হলে দ্বিবেদনা জ্ঞাতব্য। উক্ত সমস্ত প্রকারেই আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। সমস্ত অর্থকথাগুলিতেও শিক্ষাপদ শিরোনাম দিয়েই দেশনা করা হয়েছে। তাই এভাবে বলা হয়েছে।

[প্রকীর্ণক কথা সমাপ্ত]

বিনীত বত্থু বর্ণনা

"বানরী ও বজ্জীপুত্র—বৃদ্ধ প্রব্রজিত, মৃগশাবক" এগুলোর অর্থ কী? এই সমস্ত হচ্ছে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক বিশ্লেষিত সেই সেই বিনীত বত্থুর (কাহিনীর) উদানগাথা। সেই সমস্ত বত্থু তথা কাহিনীগুলি "বিনয়ধরগণ সুখে শিক্ষা করিবেন" এই ভেবে ধর্মসংগ্রাহক স্থবিরগণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এই

বত্থুগাথাগুলি উপালি স্থবিরই ভগবানের নিকটে ধারণ করে রক্ষা করেছেন এই ভেবে যে, "ভবিষ্যতে বিনয়ধরগণ এই লক্ষণ দিয়েই বিনয়মীমাংসা করবেন।" তাই এখানে উক্ত লক্ষণ উত্তমরূপে ধারণ করে প্রথম শিক্ষাপদ মীমাংসা করতে হবে। দ্বিতীয় শিক্ষাপদের বিনীত বত্থুতে বর্ণিত লক্ষণ দিয়েই দ্বিতীয় শিক্ষাপদ মীমাংসা করতে হবে। তদ্রুপ অপরাপর শিক্ষাপদগুলির ক্ষেত্রেও জ্ঞাতব্য। বিনীত বত্থুগুলি শিল্পীর গুপ্তবিদ্যার ন্যায় বিনয়ধরগণের বিনয়মীমাংসার গুপ্তবিদ্যাই বটে।

৬৭। কথায় প্রথমোক্ত দুটি বত্থুর অর্থ অনুপ্রজ্ঞপ্তিতে (সম্পূরক বর্ণনায়) বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় বত্থুর মধ্যে "গৃহীলিঙ্গ দ্বারা" বলতে গৃহীবেশে অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে। চতুর্থ বত্থুর মধ্যে বলবার মতো কিছুই নেই তৎপরবর্তী বত্থুর মধ্যে "কুশনির্মিত বস্ত্র" বলতে কুশতৃণ দ্বারা নির্মিত বস্ত্র। বল্কল বস্ত্র" বলতে তাপসদের ব্যবহৃত বৃক্ষের বাকল। "ফলক বস্ত্র" বলতে তক্তার পরিচ্ছেদ বা আবরণী, কাষ্ঠফলক সেলাই করে তৈরি করা বস্ত্র। "কেশকম্বল" বলতে কেশ দিয়ে বয়ন করা কম্বল। "বলিকম্বল" বলতে চামরী গাইগরুর লোমে তৈরি করা কম্বল। "পেঁচাপক্ষীর পালক" বলতে পেঁচাপক্ষীর পালক দ্বারা নির্মিত বস্ত্র। "পশুচর্ম" বলতে মৃগ বা চিতাবাঘের সলোম চর্ম বা চামড়ার আচ্ছাদনী। দ্বাদশ বত্থু মধ্যে "সারক্ত তথা উত্তেজিত" বলতে কায় সংসর্গরাগে সারক্ত বা উত্তেজিত। ভগবান সেই রাগ তথা আসক্তি বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে "সংঘাদিশেষ আপত্তি" বলেছিলেন।

৬৮। ত্রয়োদশ বত্থুর মধ্যে "উৎপলবর্ণা" বলতে সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা থেরী নাকি শ্রাবস্তীতে শতসহস্র কল্পের প্রভূত পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দেহচ্ছবি স্বভাবতই অতিদর্শনীয় উৎপলবর্ণের ন্যায় ছিল। আপন মনের অভ্যন্তরে ক্লেশ সন্তাপ বিদ্যমান না থাকায় তাঁকে আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাত। তিনি সেই প্রসিদ্ধ দেহবর্ণের কারণেই "উৎপলবর্ণা" নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। "প্রতিবদ্ধচিত্ত" বলতে গৃহী অবস্থায় থাকার সময় থেকেই তার প্রতি আসক্তচিত্ত। সে নাকি উৎপলবর্ণার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় বালক। "অথ খো" ইহা অনন্তর অর্থে ব্যবহৃত নিপাত। মঞ্চে তথা খাটে উপবেশনের পরপরই এই অর্থে বলা হয়েছে। দিবা বিহারে আগমন পূর্বক দরজার খিল বন্ধ করার পর উপবিষ্ট হলে প্রথমে অন্ধকার হয়। সে শুধু সেই অন্ধকারকেই নাশ করেনি, কালবিলম্ব না করে তৎমুহূর্তেই এমন কার্য করেছিলেন অর্থে। "দূষিত করেছিল" বলতে জোড় পূর্বক বলাৎকার করেছিল। অথচ নিষ্কলঙ্ক উৎপলবর্ণা থেরী অসদ্ধর্ম সেবনেচ্ছু বালক কর্তৃক কুলষিত হওয়া সত্ত্বেও আপন শ্রমণসংজ্ঞা মনে উৎপন্ন করে সুখানুভূতিহীন হয়ে অগ্নিস্কন্ধ, শিলাস্তম্ভ ও বৃক্ষগোঁজার ন্যায় উপবেশন

করেছিলেন। সেই বালক আপন মনোরথ পূর্ণ করে চলে গিয়েছিল। সেই থেরীর দর্শনপথ অতিক্রম করার সাথে সাথেই এই মহাপৃথিবী পর্বতরাজ সিনেরুকে ধারণ করতে সমর্থ হলেও ব্যামপ্রমাণ দেহবিশিষ্ট সেই পাপী লোকটিকে যেন ধারণ করতে পারছিল না; তাই এই মহাপৃথিবী ভেঙে দু-ভাগে ভাগ হয়েছিল। সেই পাপী লোকটি মুহূর্তের মধ্যেই মহানিরয় অবীচি অগ্নির ইন্ধনে প্রজ্জ্বলিত হতে চলে গিয়েছিল। ভগবান তা শুনে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সুখানুভব না হলে অনাপত্তি।" অতঃপর ভগবান সেই থেরী সম্বন্ধে ধম্মপদের এই গাথা ভাষণ করেছিলেন :

পদ্মপত্র-বারি কিংবা সূচ্যগ্র সর্ষপ মত,
অলিপ্ত যেজন কামে, ব্রাহ্মণ সে অভিহিত।"

(ধম্মপদ, শ্লোক ৪০১)

৬৯। চতুর্দশ বত্থুর মধ্যে "স্ত্রীলিঙ্গ প্রদুর্ভাব হল" বলতে গম্ভীর রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় পুরুষাঙ্গসহ মোচদাড়ি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই অন্তর্হিত হয়ে স্ত্রী আকৃতি তথা স্ত্রীলিঙ্গ উৎপন্ন হল। "সেই উপাধ্যায় ও সেই উপসম্পদা" বলতে আমি পূর্বে গৃহীত উপাধ্যায় ও পূর্বে গৃহীত উপসম্পদাই অনুজ্ঞা করছি। পুনরায় উপাধ্যায় গ্রহণ করা অনুচিত, উপসম্পদা গ্রহণ করা অনুচিত অর্থে। "ভিক্ষুণীদের সাথে বাস করুক" বলতে আমি ভিক্ষুণীদের সাথে মেলামেশা করতে, সংবাস করতে, বসবাস করতে অনুজ্ঞা প্রদান করছি অর্থে। এখন তার পক্ষে ভিক্ষুদের মাঝে বাস করা অশোভন দেখায়, ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়ে সে ভিক্ষুণীদের সাথে বাস করুক।, এতে ইহাই বলা হয়েছে। "যেই আপত্তিসমূহ ভিক্ষুণীদের সাথে ভিক্ষুদের সাধারণ" বলতে দেশনাগামী বা উত্থানগামী যেই আপত্তিসমূহ ভিক্ষুণীদের সাথে ভিক্ষুদের সাধারণ তথা সমতুল্য। "সেই আপত্তিসমূহ ভিক্ষুণীদের নিকট প্রকাশ করুক" বলতে আমি তৎসমস্ত আপত্তি ভিক্ষুণীদের সাথে করণীয় বিনয়কর্ম করে ভিক্ষুণীদের নিকট প্রকাশ করতে অনুজ্ঞা প্রদান করছি অর্থে। "সেই আপত্তিগুলির ক্ষেত্রে অনাপত্তি" বলতে শুক্রমোচন প্রভৃতি যে সমস্ত আপত্তি ভিক্ষুণীদের সাথে ভিক্ষুদের অসাধারণ তথা অতুল্য, সেগুলোর ক্ষেত্রে আপত্তি। লিঙ্গ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেই আপত্তিসমূহ প্রকাশিত হয়, পুনরায় স্বাভাবিক লিঙ্গ উৎপন্ন হলেও সেই আপত্তিসমূহের ক্ষেত্রে তার অনাপত্তিই হয়। এখানে পালিশাস্ত্রের বর্ণনা এই পর্যন্ত।

পালি মুক্তক অবক্রান্তিকা বিনিশ্চয় হচ্ছে এই উপরোক্ত দুটি লিঙ্গের মধ্যে পুরুষ লিঙ্গ উত্তম, স্ত্রীলিঙ্গ হীন। তাই পুরুষলিঙ্গ বলবান অকুলশলের দ্বারাই অন্তর্হিত হয়। স্ত্রীলিঙ্গ দুর্বল কুশলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীলিঙ্গ অন্তর্হিত হতে

হলে দুর্বল অকুশলের দ্বারাই অন্তর্হিত হয়। পুরুষলিঙ্গ বলবান কুশলের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপে উভয়েই অকুশলের দ্বারা অন্তর্হিত হয়, এবং কুশলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক্ষেত্রে যদি দুজন ভিক্ষু একসঙ্গে অধ্যয়ন বা ধর্মালোচনা করবার পর একটি আবাসে শায়িত হয় এবং নিদ্রা যাওয়ার সময় একজনের স্ত্রীলিঙ্গ প্রদুর্ভূত হয়; তখন উভয়েরই একত্রে শয়নজনিত আপত্তি (সহসয্যাপত্তি) হয়। যদি সে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নিজের সে স্ত্রীভাব দেখে দুঃখী ও দুর্মনা হয় এবং গভীর রাতেই বন্ধু ভিক্ষুকে প্রকাশ করে, তখন তাকে এভাবে সান্ত্বনা দিতে হবে "চিন্তা করিও না, হোক না লিঙ্গপরিবর্তন; সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুযোগ তো দেওয়া হয়েছে, ভিক্ষু হোক বা ভিক্ষুণী হোক, ধর্ম তথা মুক্তির পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত। সকলের পক্ষেই স্বর্গমোক্ষ লাভ সম্ভব।" এভাবে সান্ত্বনা দান করার পর বলতে হবে– "আপনাকে ভিক্ষুণী আবাসে চলে যেতে হবে। আপনার কোনো হিতৈষিণী বান্ধবী ভিক্ষুণী আছেন কি?" থাকলে "ভিক্ষুণী আছেন" এবং না থাকলে "নেই" উত্তর দিতে হবে। অতঃপর সেই ভিক্ষুকে বলতে হবে : "আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন; এখন আমাকে প্রথমে ভিক্ষুণী আবাসে নিয়ে যান।" তখন সেই ভিক্ষু তাকে সাথে নিয়ে তার অথবা নিজের হিতৈষিণী বান্ধবী ভিক্ষুণীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। যাওয়ার সময় একা যাওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর সাথে দীপ (টর্চলাইট) ও যষ্টি নিয়ে সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করিয়ে "আমরা অমুক স্থানে গমন করব" এই বলে গমন করা উচিত। যদি বিহারটি গ্রামের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত হয়, তাহলে পথি মধ্যে গ্রামান্তর ক্ষেত্রে অনাপত্তি। ভিক্ষুণী আবাসে গমন পূর্বক সেই ভিক্ষুণীদের বলতে হবে– "অমুক ভিক্ষুকে আপনারা চেনেন কি?" "হ্যাঁ আর্য, আমরা চিনি।" "সেই ভিক্ষুর স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়েছে, তাই আপনারা এখন তাকে আপনাদের সাথে রাখুন।" তখন তারা যদি "সাধু আর্য, এখন থেকে তাহলে আমরাও অধ্যয়ন করব, ধর্ম শ্রবণ করব, আপনারা চলে যেতে পারেন।" এভাবে বলে একত্রে বসবাস করে এবং পরস্পর আরাধনাকারী হয়, সংস্রবকারী ও লজ্জী হয়, তাহলে তাদের কুপিত করে অন্যত্র গমন করা অনুচিত। যদি গমন করে তাহলে গ্রামান্তর, নদীপার, রাত্রিবিপ্রবাস, গণভোজন প্রভৃতি আপত্তি হতে মুক্তি নেই। আবার যদি তারা লজ্জী হয়, কিন্তু তাকে সাথে রাখতে আপারগতা প্রকাশ করে, তাহলে আপনি অন্যত্র যেতে পারেন। যদি তারা অলজ্জী হয়, কিন্তু তাকে সাথে রাখতে ইচ্ছা পোষণ করে, এমতাবস্থায়ও তাদেরকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারে। যদি তারা লজ্জী ও তার সাথে সংশ্রবে আগ্রহী হয়, কিন্তু জ্ঞাতি নয় এমতাবস্থায় নিকটবর্তী কোনো গ্রামে আন্তরিক পরিচর্যাকারী কোনো জ্ঞাতি

থেকে থাকলে তাদের নিকট যেতে পারে বলে বলা হয়েছে। যাওয়ার পর যদি ভিক্ষুণী অবস্থায়ও নিশ্রয় প্রতিকূল হয়, তাহলে সুবিধাজনক কোনো ভিক্ষুণীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ইতোপূর্বে মাতিকা বা বিনয় শিক্ষা পূর্বক সুগৃহীত হলে, পুনঃ শিক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। যদি ভিক্ষু যথাকালে তারই নিকট উপসম্পাদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু পরিষদ থাকে, তাহলে তাদেরকে অন্য কোনো ভিক্ষুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। পূর্বে তাকে আশ্রয় করে বসবাসকারী কোনো ভিক্ষু-শ্রামণকে অন্য ভিক্ষুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। বিশবৎসর পূর্ণবয়স্ক শ্রামণেরকেও অন্য ভিক্ষুকে উপাধ্যায়রূপে গ্রহণ করতে হবে।

ভিক্ষু থাকা কালে অধিষ্ঠানকৃত পাত্র ত্রিচীবরের অধিষ্ঠান ভঙ্গ হয়, তাই পুনঃ অধিষ্ঠান করতে হবে। বক্ষবন্ধনী বস্ত্র (ব্লাউজ?) ও স্নানের বস্ত্র গ্রহণ করতে হবে। পূর্বে যে-সমস্ত অতিরিক্ত চীবর বা পাত্র বিনয়কর্ম করে রাখা হয়েছে, তৎসমস্ত বিনয়কর্ম প্রত্যাখ্যাত হয়, তাই পুনঃ বিনয়কর্ম করতে হবে। প্রতিগৃহীত তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতির প্রতিগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয়। যদি প্রতিগ্রহণের পর থেকে সপ্তম দিনে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, পুনরায় প্রতিগ্রহণ পূর্বক সপ্তাহকাল রাখতে পারে। ভিক্ষু থাকাকালে অন্য ভিক্ষুর সম্পত্তি প্রতিগৃহীত হলে, সেগুলোর প্রতিগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয় না। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয়ের ক্ষেত্রে যা কিছু সাধারণ বা তুল্য এবং অবিভক্তভাবে রাখা হয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবেই রক্ষিত হয়। বিভাজিত হওয়া সমস্ত সম্পত্তির বেলায় প্রতিগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই পরিবার গ্রন্থে বলা হয়েছে : "তৈল, মধু, গুড় ও ঘি নিজে গ্রহণ পূর্বক নিক্ষেপ করলে, সপ্তাহান্তে প্রয়োজনবশত পরিভোগ করলেও আপত্তি। এই প্রশ্ন মৎকর্তৃক কুশলবশে চিন্তিত।" (পরিবার-৪৮০)

ইহা লিঙ্গ পরিবর্তন সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। লিঙ্গ পরিবর্তনের দ্বারা কালগত হওয়ার মাধ্যমে, শিক্ষাপদ প্রত্যখ্যানের (ভিক্ষুত্ব ত্যাগের) দ্বারা, হীন তথা অনার্যে গমনের দ্বারা, অনুপসম্পন্নকে দানের দ্বারা, মালিক বস্তুটি পাবার আশা ত্যাগের দ্বারা এবং জোড়পূর্বক কেড়ে নিয়ে গ্রহণের দ্বারা প্রতিগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই যদি হীরক খণ্ড ও প্রতিগ্রহণপূর্বক রাখা হয়, তথাপি সমস্ত কিছুর প্রতিগ্রহণ প্রত্যাখ্যাত হয়। ভিক্ষু প্রতিগ্রহণ করে বা না করে যা কিছু সম্পত্তি বিহারে রাখা হয়েছে, তৎসমস্তের সেই মালিক, তা আনয়নপূর্বক গ্রহণ করবে। এখানে তার যা কিছু স্থাবর সম্পত্তি যেমন শয্যাসন বা গাছগাছালি তৎসমস্ত যাকে ইচ্ছা হয় তাকেই দিয়ে দেয়া উচিত। তের প্রকার সম্মুতির মধ্যে ভিক্ষু থাকাকালে যে সমস্ত সম্মুতি দ্রব্য সংঘের কাছ থেকে পেয়েছেন, তৎসমস্তই রহিত হয়ে যায়। প্রথমে বণ্টনকৃত লব্ধ শয্যাসনও রহিত হয়ে যায়। যদি শেষে বণ্টনকৃত শয্যাসন গ্রহণে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, ভিক্ষুণীসংঘও তাকে উৎপন্ন লাভ

দান করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে আলোচনা করে দান করা কর্তব্য। যদি ভিক্ষুণীদের সাথে সাধারণ প্রতিচ্ছন্ন আপত্তিজনিত কারণে পরিবাস ব্রত পালনের সময় লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, তাহলে তাকে পক্ষকাল যাবৎ মানত্ত দান করতে হবে। যদি মানত্ত পালনের সময় লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, তাহলে পুনরায় পক্ষকাল যাবৎ মানত্ত দিতে হবে। যদি মানত্ত দান ব্রত পালন শেষে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, তাহলে ভিক্ষুণীদের দ্বারা আহ্বানকর্ম করাতে হবে। যদি অকুশল কর্ম-বিপাক পরিক্ষীণ হয়ে পক্ষকাল যাবৎ মানত্ত ব্রত পালনের সময় পুনরায় পূর্বের লিঙ্গ ফিরে পায়, তাহলে ছয়রাত্রি মানত্ত দিতে হবে। যদি পক্ষকাল যাবৎ মানত্তব্রত পালন শেষে পূর্বেকার লিঙ্গ ফিরে পায়, তাহলে ভিক্ষুগণ কর্তৃক আহ্বান কর্ম করতে হবে।

অতঃপর ভিক্ষুণী লিঙ্গপরিবর্তন বিষয়েও এখানে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় সমস্ত প্রভেদাদি জ্ঞাতব্য। তবে বিশেষত্ব মাত্র এই, যদি ভিক্ষুণী থাকা কালে সঞ্চরিত্ত আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে প্রতিচ্ছন্ন তথা গোপন থাকে, সেক্ষেত্রে পরিবাস দনের প্রয়োজন নেই, শুধু ছয়রাত্রি মানত্ত দিতে হবে। যদি পক্ষকাল যাবৎ মানত্তব্রত পালনের সময় লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, আবারও পক্ষকাল মানত্তব্রত দানের প্রয়োজন নেই, শুধু ছয়রাত্রি মানত্তব্রত দিতে হবে। যদি মানত্ত ব্রত পালন শেষে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, তাহলে পুনরায় মানত্তব্রত না দিয়ে ভিক্ষুগণ কর্তৃক আহ্বান করতে হবে। যদি ভিক্ষুগণ তাকে মানত্ত ব্রত দেওয়ার পূর্বেই পুনঃ লিঙ্গ ফিরে পায়, তাহলে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক পক্ষকাল যাবৎ মানত্তব্রত দিতে হবে। ছয়রাত্রি মানত্ত ব্রত পালন কালে পুনঃ লিঙ্গ ফিরে পেলেও পক্ষকাল যাবৎ মানত্ত ব্রত দিতে হবে। মানত্ত ব্রত পালন শেষে পূর্বেকার লিঙ্গ ফিরে পেলে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক আহ্বানকর্ম করতে হবে। পূর্বেকার লিঙ্গ পুনঃ ফিরে পেলেও আগে ভিক্ষুণী অবস্থায় থাকাকালে যে সমস্ত আপত্তি স্থির হয়েছিল, সে সমস্ত আপত্তি বহাল থাকবে।

৭০। ইহার পর "মাতার সাথে মৈথুন ধর্ম" প্রভৃতি চারিটি বত্থুও (কাহিনীও) পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

৭১। "মৃদুপৃষ্ঠধারী" বত্থুতে বর্ণিত যেই ভিক্ষু নাকি পূর্বে নর্তকী ছিলেন। তার যেই শিল্প-নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য অত্যধিক যত্নশীল হওয়ার কারণে তার পৃষ্ঠ অতিশয় মৃদু কোমল হয়েছিল। তাই তার দ্বারা এভাবে করা সম্ভব হয়েছিল।

"দীর্ঘাঙ্গী" বত্থুতে বর্ণিত যেই ভিক্ষুর পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ তথা লম্বা ছিল বিধায় নিচের দিকে হেলে পড়তো, তাই তাকে "দীর্ঘাঙ্গী" বলা হয়েছে।

এরপর দুটি ব্রণ বিষয়ে বর্ণিত বত্থু পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য। "কামমূলক চিত্ত" বিষয়ে বর্ণিত বত্থুতে "কামমূলক চিত্ত" বলতে কামোত্তেজক চিত্র বা দৃশ্য অর্থাৎ

যে সমস্ত চিত্র বা দৃশ্য তীব্র কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে।

"কাষ্ঠনির্মিত পুতুল" বত্থুতে কাষ্ঠনির্মিত পুতুল বলতে কাঠ খোদাই করে নির্মিত প্রতিমাবিশেষ। উপরোক্ত কামমূলক চিত্র ও কাষ্ঠানির্মিত পুতুলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনভাবে দন্তনির্মিত পুতুল, পুস্তকে নির্মিত, লৌহানির্মিত পুতুল প্রভৃতি অচেতন স্ত্রীপ্রতিমার প্রতি মৈথুন সেবনের উপক্রমে করলে, অশুচি মোচন (বীর্যস্খলন) হোক বা না হোক, দুক্কট আপত্তি। কায়সংসর্গরাগে উপক্রম করলে ও অনুরূপভাবে দুক্কট আপত্তি। শুক্রমোচন ইচ্ছায় উপক্রম করলে বীর্যস্খলিত হলে সংঘাদিশেষ এবং বীর্যস্খালিত না হলে থুল্লচ্চয়।

৭২। "সুন্দর" বত্থুতে বর্ণিত "সুন্দর" হচ্ছে একজন ভিক্ষুর নাম। তিনি রাজগৃহের কুলীন বালক, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়েছিলেন। আপন দেহের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের কারণেই তিনি "সুন্দর" নাম ধারণ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত সেই স্ত্রীলোকটি রথিকায় যাবার সময় পথে তাকে দেখতে পেয়ে এমন বিপদে ফেলেছিল। কিন্তু সুন্দর স্থবির ছিলেন অনাগামী। তাই তিনি সামান্যতমও সুখানুভব করেননি। অন্যদের বিষয় এখানে অবর্ণনীয়। ইহার পরবর্তী চারিটি বত্থুর মধ্যে উল্লিখিত সেই মূঢ় অজ্ঞ ভিক্ষুগণ স্ত্রীলোকের বাক্য গ্রহণ পূর্বক (কাথায় সম্মত হয়ে) তেমনি করেছিলেন। পরে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছিল।

৭৩। "অক্ষয়িত" প্রভৃতি তিনটি বত্থুর অর্থ পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য। এর পরে দুটি মস্তকছিন্ন বত্থুর মধ্যে বিশ্লেষণ হচ্ছে এই : "বর্তকের (তিত্তির পক্ষীর) হা-করা মুখে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোর সময় যদি উপরে-নীচে বা উভয় পাশে মুখে স্পর্শ করে প্রবেশ করায়, তাহলে পারাজিকা। চতুর্পার্শ্বে স্পর্শ না করে প্রবেশ করিয়ে মুখের অভ্যন্তরে তালুতে স্পর্শ করালেও পারাজিকা। চতুর্পার্শ্বে ও তালুতে স্পর্শ না করে শূন্যের উপর প্রবেশ করালে দুক্কট। আবার যদি দাঁতে দাঁতে চেপে ধরায় মুখের ভেতরে প্রবেশ করার অবকাশ না থাকে এবং দাঁতও যদি বহিরাংশের ওষ্ঠমাংস দ্বারা আবৃত থাকে, সেক্ষেত্রে বাতাসে অস্পর্শিত তেজস্থানে তিলপ্রমাণ প্রবেশ করালেও পারাজিকা। উৎপাটিত ওষ্ঠমাংসে বা দাঁতে উপক্রম করলে থুল্লচয়। যার দাঁত বাইরের দিকে তথা সম্মুখে বেশি প্রসারিত, ওষ্ঠ দ্বারা আবৃত্ত করা যায় না, তথায় উপক্রম করলে এবং বাইরে বের করা জিহ্বায় উপক্রম করলেও থুল্লচয়। জীবন্ত শরীরের ক্ষেত্রেও বাইরে বের করা জিহ্বায় উপক্রম করলে থুল্লচয়। আবার যদি বাইরে বের করা জিহ্বা গুটিয়ে নিয়ে মুখের ভেতরে প্রবেশ করায়, তাহলেও পারাজিকা। মস্তকছিন্নের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগ্রীবার অধঃভাগ দিয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে তালুতে স্পর্শ করলেও পারাজিকা।

"অস্থিকংকাল" বত্থুর মধ্যে শ্মশানে গমন ক্ষণে দুক্কট আপত্তি। অস্থিকংকাল

সংগ্রহ করলে, স্ত্রীনিমিত্তে মৈথুন সেবনেচ্ছায় উপক্রম করলে ও কায়সংসর্গ রাগে উপক্রম করলে শুক্রমোচন হোক বা না হোক দুক্কট আপত্তি। শুক্রমোচন হলে সংঘাদিশেষ, আর শুক্রমোচন না হলে থুল্লচয়।

"নাগী" বত্থুর মধ্যে নাগী মানবিক লোক বা কিন্নরী প্রভৃতি যেকোনো মানবিকাই হোক, সর্বত্রই পারাজিকা।

"যক্ষিনী" বত্থুর মধ্যে সমস্ত দেবতা ও যক্ষিনীকেই বুঝানো হয়েছে।

"প্রেত্নী" বত্থুর মধ্যে ক্ষুধার্ত, পিপাসাকাতর প্রেত্নীরা কায়সংসগরাগে জড়িয়ে ধরতে সমর্থ নয়। কিন্তু এমন কতেক বিমানপ্রেত্নীরা আছে, যারা কৃষ্ণপক্ষের সময়, অকুশল বিপাকে অন্ধ হয় আর শুক্লপক্ষের সময় দেবতার ন্যায় সম্পত্তি উপভোগ করে। এমন প্রেত্নী বা যক্ষিনীর সাথে দর্শন, গ্রহণ, স্পর্শকরণ, ধর্ষণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করলে পারাজিকা। এমনকি দর্শন না হলেও গ্রহণ, ধর্ষণাদি করলে পারাজিকা। অন্যদিকে দর্শন, গ্রহণ না করে শুধু স্পর্শকরণ ও ধর্ষণাদি করবার সময় সেই পুদগলকে সংজ্ঞাহীন (বেহুঁশ) করত! আপন মনোরথ পূর্ণ করে চলে গেলে, ইহা অবিষয় তথা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়। তাই এখানে ইহা অগ্রহণীয় হয়ার কারণে অনাপত্তি বলা হয়েছে। "পণ্ডক" বত্থু (ইতোপূর্বে) প্রকাশিত হয়েছে।

"ইন্দ্রিয়বিনষ্ট" বত্থুর মধ্যে 'ইন্দ্রিয়বিনষ্ট' বলতে কায় প্রমাদ বিনষ্ট হওয়ার কারণে গোঁজা ও কাটার ন্যায় সুখ-দুঃখ কোনো বেদনাই অনুভব হয় না। সুখ-দুঃখ অনুভূতি না হলেও সেবনচিত্ত থাকলে আপত্তি।

"স্পর্শমাত্র" বত্থুর মধ্যে যেই ভিক্ষু "মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করব" ভেবে স্ত্রীলোককে ধরে মৈথুনে রমিত না হয়েই সন্ধিগ্ধ হয়, তাতে তার দুক্কট আপত্তিমাত্র হয়। হস্তগ্রহণাদি মৈথুনধর্ম প্রতিসেবনের পূর্বপ্রয়োগাদি (পূর্বপ্রস্তুতিমূলক আচরণ) করা সত্ত্বেও যতক্ষণ চূড়ান্ত কাজ তথা মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন না করে ততক্ষণ দুক্কট আপত্তিই। মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন ক্ষণেই পারাজিকা। প্রথম পারাজিকায় দুক্কট আপত্তিই প্রান্তবর্তী তথা সীমারেখা। অপরাপর তিনটি পারাজিকায় থুল্লচয়। এই ভিক্ষু মৈথুনধর্মে রমিত না হয়ে কায়সংসর্গ তথা স্পর্শ করেছিল বলে জানতে হবে। তাই ভগবান বলেছেন, 'সংঘাদিশেষ আপত্তি'।

৭৪। "ভদ্দিয়" বত্থুর মধ্যে "ভদ্দিয়" হচ্ছে সেই নগরের নাম। 'জাতীয়বন' উন্নত জাতির পুষ্প-গুল্ম-লতার প্রাচুর্যতার কারণেই এই নামে পরিচিত হয়েছিল। জাতীয়বনটি ভদ্দিয় নগরেরই পার্শ্ববর্তী বন। তিনি (সেই ভিক্ষু) তথায় শায়িত হলে মৃদুমন্দ বাতাস শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় একরসযুক্ত ভবাঙ্গে উপনীত

হয়েছিলেন। "ক্লেদ দেখে" বলতে অশুচি ক্লেদ দর্শন করে।

৭৫। ইহার পরে সুখানুভূতি প্রতিসংযুক্ত চারি বত্থু ও অজানন বত্থু (না জানা বত্থু) এই পঞ্চ বত্থু পূর্বানুরূপে জ্ঞাতব্য।

৭৬। দুটি সুখানুভূতিহীন বত্থুর মধ্যে "সহসা উত্থিত হয়েছিল" বলতে বিষধর সর্প কর্তৃক দংশিত ও অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ন্যায় অতিশীঘ্রই শয়িত অবস্থান হতে উত্থিত হয়েছিল। "আঘাত করে সরিয়ে দিয়েছিল" বলতে সেই ভিক্ষু ছিলেন অপ্রমত্ত, আরব্ধবিদর্শক ও সদাস্মৃতিমান। শায়িত অবস্থা হতে অতিশীঘ্র উঠতে গিয়েই (স্ত্রীলোকটির গায়ে) মদু আঘাত করে ভীষণ কষ্ট দিয়ে ভূমিতে পতিত করেছিলেন। কল্যাণ পৃথগ্‌জনে কর্তৃক এমন পারিস্থিতিতে চিত্তকে যথাযথভাবে রক্ষা করা উচিত। সংগ্রামবিজয়ী শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এই ভিক্ষু তাদের মধ্যে অন্যতম।

৭৭। "দ্বার উন্মুক্ত রেখে শায়িত" বত্থুর মধ্যে "দিবাভাগে বিশ্রাম করেছিলেন" বলতে দিনের বেলায় শয়ন করেছিলেন। "দ্বার বন্ধ করে বিশ্রাম করবে" বলতে দরজা বন্ধ করে শয়ন করতে। এক্ষেত্রে পালিশাস্ত্রে "ইহা লঙ্ঘনে কোনো আপত্তি হয়" বলে কথিত হয়নি। দরজা খোলা রেখে শায়িত হওয়ার দোষে উৎপন্ন বত্থুতে ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, দিনের বেলায় শয়ন করলে দরজা বন্ধ করেই শয়ন করবে।" এভাবে বলার কারণে দ্বার উন্মুক্ত রেখে শয়ন করলেই দুক্কট আপত্তি বলা হয়েছে। ভগবানের অভিপ্রায় যথাযথভাবে অবগত হয়েই উপালি স্থবির প্রমুখ স্থবিরগণ কর্তৃক অর্থকথা রক্ষিত হয়েছিল। "দিবাভাগে আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়, রাত্রিতে নয়" (পারাজিকা-৩২৩) এই কথার মাধ্যমে ইহাই সিদ্ধ হয়।

কিদৃশ দ্বার বন্ধ করতে হবে আর কিদৃশ দ্বার বন্ধ করতে হবে না? গাছ, বাঁশ, তৃণ-লতা-পাতা প্রভৃতির তৈরি যেকোনো কবাট (দরজা); নীচে গড় ও উপরে কাষ্ঠ তথা চাঁদিনা লাগিয়ে সহজে বন্ধ ও খোলা যায় এমন দরজা হলে বন্ধ করতে হবে। আর গরু-খোয়াড়ের ন্যায় বৃক্ষগোঁজা বা কাটায় তৈরি দরজা, গ্রামে প্রবেশ পথে তৈরি করা চক্রযুক্ত দরজার ন্যায় দরজা, ফলক বা পর্দার মধ্যে দুই-তিনটি চক্রগুচ্ছযুক্ত করে নির্মিত অথচ টেনে এদিক-সেদিক সরানো যায় এমন দরজা, দোকানের (ঝাপ) দরজার ন্যায় উল্টানো যায় এমন দরজা, দুই-তিন স্থানে বাঁশের শলাকা বেঁধে দিয়ে পর্ণকুটিরাদিতে নির্মিত শলাকাহস্ত দরজা ও কাপড়ের ঘেরাযুক্ত প্রভৃতি দরজা বন্ধ করতে হবে না। হাতে নাগাল পাওয়া যায় এমন কবাটের ক্ষেত্রে একটি কাপড়ের ঘেরাযুক্ত দরজা হলে অনাপত্তি, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে খোলা রাখলে আপত্তি হবে। দিনের বেলায় শয়নের সময় সহজে বন্ধ ও খোলা যায় এমন দরজাই শুধু আপত্তিজনক,

অবশিষ্টগুলি বন্ধ করে বা না করে শায়িত হলে আপত্তি হয় না। তবে বন্ধ করেই শয়ন করা উচিত; ইহাই বলা হয়েছে।

সহজে বন্ধ করা ও খোলা যায় এমন দরজা কত প্রকারে বন্ধ করা হয়? দরজা বন্ধের হুক বা অর্গল প্রভৃতি দিয়ে বন্ধ করা হয়। শুধু হুক দিয়েও বন্ধ করা যায়। অর্গল দিয়েও বন্ধ করা যায়। দরজার সংলগ্ন ঘুটি লাগিয়ে দিয়েও বন্ধ করা যায়। সামান্য আল্‌গা করে রাখলেও রাখাতে পারে। সর্বান্তকরণে যাবৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত না হয়, ততক্ষণ সামান্য আল্‌গা করে লাগিয়ে দিলেও পারা যায়। যদি বহুজনের গমনাগমন স্থান হয়, যেকোনো ভিক্ষু বা শ্রামণেরকে "আবুসো, দরজা বন্ধ করিও" বলেও শয়ন করতে পারা যায়। অথবা ভিক্ষুগণ চীবর কর্ম বা অন্য কোনো কর্ম করবার সময় উপবিষ্ট হলে তখন "এরাই দ্বার বন্ধ করবে" এই বিশ্বাসেও শয়ন করতে পারা যায়। সিংহল দেশীয় বিনয় অর্থকথায় কিন্তু উপাসককে অনুরোধ করেও "ইনি বন্ধ করবেন" এই বিশ্বাসে শয়ন করতে পারে। কেবল ভিক্ষুণী বা স্ত্রীলোককে অনুরোধ করতে পারে না বলে বলা হয়েছে। এবং দরজার নিম্নস্থ গড় বা উপরের চাঁদিনা ভেঙে গেলে অথবা লাগানো না হলে, দরজা বন্ধ করা সম্ভব হয় না। অথবা নবকর্ম করবার জন্য ইষ্টক, মাটি প্রভৃতির রাশি দরজার ভিতরে রাখা হলে গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় বন্ধ করা সম্ভব হয় না। এমন সব অন্তরায় দেখা দিলে দরজা বন্ধ না করেই শয়ন করতে পারে। যদি দরজার কবাট না থাকে শুধু 'লব্ধকপ্প' থাকে তাহলে উপরে শয়নের সময় সিড়ি স্থাপন করে শয়ন করতে হবে। যদি সিড়ির প্রান্তভাগ বেষ্টনীযুক্ত হয়, তাহলে বেষ্টনী দিয়েই শয়ন করতে হবে। কক্ষে শয়ন করলে কক্ষের দরজা বা সম্মুখ দরজা বন্ধ করে শয়ন করতে পারে। একটি মাত্র কক্ষবিশিষ্ট গৃহে যদি দুই দিকেই দরজা লাগানো হয়, তাহলে দুটি দরজাই বন্ধ করতে হবে।

তিনতলাবিশিষ্ট প্রাসাদে দরজা নজরে রাখতে হবে। যদি ভিক্ষাচরণ শেষে লৌহপ্রসাদসদৃশ প্রসাদে বহুভিক্ষু দিবাবিহারের জন্য প্রবেশ করে, তখন সংঘস্থবির দ্বাররক্ষককে "দরজায় নজর রাখিও" এই বলে অথবা "দ্বার রক্ষা ইহার দায়িত্ব" এই ভেবে প্রবেশ পূর্বক শয়ন করতে হবে। শুধু শিক্ষানবীশ ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে করা উচিত। অগ্রে প্রবেশ করবার সময় "দ্বাররক্ষা তো শেষে প্রবেশকারীদেরই দায়িত্ব" এই ভেবেও শয়ন করতে পারে। কাউকে না জানিয়ে বা কারো উপর আস্থাশীল না হয়ে কক্ষের ভেতরে বা বাইরে দরজা বন্ধ না করে শয়ন করলে আপত্তি। কক্ষে বা বাইরে শয়নকালেও "দ্বাররক্ষা তো মহাদ্বারে দায়িত্বশীল ইহা দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব" এই ভেবেও শয়ন করতে পারে। লৌহপ্রসাদ প্রভৃতির মধ্যে আকাশতলে শায়িত হলেও দরজা বন্ধ করতে হবে।

ইহার সংক্ষেপার্থ হচ্ছে এই : এখানে দিবাশয়নের সময় যেকোনো ঘেরাযুক্ত দ্বারযুক্ত স্থানের ক্ষেত্রেই ইহা কথিত হয়েছে। তাই অব্‌ভোকাশে তথা উন্মুক্ত আকাশতলে, বৃক্ষমূলে বা মণ্ডপে অথবা দ্বারযুক্ত যেকোনো স্থানে শায়িত হলে দরজা বন্ধ করেই শয়ন করতে হবে। যদি মহাপরিবেণ হয়, মহাবোধি অঙ্গন ও লৌহপ্রাসাদ অঙ্গন সদৃশ বহুজনের গমনাগমনের স্থান হয় এবং যে-স্থানে দরজা বন্ধ করা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ অবস্থায় স্থিত থাকে না; দরজা না পেয়ে প্রাকারে আরোহণ করেও অনেকে হাটাচলা করে, তেমন স্থানের ক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করবার প্রয়োজন নেই। রাত্রিতে দ্বার উন্মুক্ত রেখে শায়িত হয়ে পরদিন অরুণোদয় হলেও অনাপত্তি। তবে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পুনঃ নিদ্রা গেলে আপত্তি। কোনো ভিক্ষু "অরুনোদয়ে ঘুম থেকে উঠব" এই সংকল্প করে দরজা বন্ধ না করে রাত্রে নিদ্রা গেলে, যথাসংকল্পিত সময়ের মধ্যে ঘুম থেকে না উঠলে, তার আপত্তি হবে। কিন্তু মহাপচ্চরিয়ার মধ্যে বলা হয়েছে, "এভাবে শায়িত হওয়া সত্ত্বেও অনাদর তথা অগৌরবজনিত দুক্কট আপত্তি হতেও মুক্ত হয় না।"

কোনো ভিক্ষু দীর্ঘরাত্রি জাগ্রত থেকে দীর্ঘপথ গমন পূর্বক শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে দিনের বেলায় মঞ্চে উপবিষ্ট অবস্থায় পাদদ্বয় ভূমি হতে না তুলে নিদ্রা গেলে, তার আপত্তি হবে। যদি গম্ভীর নিদ্রা যাওয়ার সময় অজ্ঞাতে পাদদ্বয় শায়িত মহিলার মঞ্চের উপর তুলে দেওয়া হয় তাহলেও আপত্তি। উপবিষ্ট হয়ে কোনো ভিক্ষু কিছুতে হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলে অনাপত্তি। আবার কোনো ভিক্ষু "নিদ্রা দূরীভূত করব" এই ভেবে চংক্রমণ করতে করতে মহিলার উপর পড়ে গিয়ে সহসা উঠলে তার ক্ষেত্রে অনাপত্তি। যেই ভিক্ষু পড়ে গিয়ে সেখানেই নিদ্রাযায়, উঠে না, তার আপত্তি হবে।

কে মুক্ত হয় আর কে মুক্ত হয় না? মহাপচ্চরিয়ার মধ্যে বলা হয়েছে : "নিদ্রা যাওয়ার পর প্রথম নিদ্রা ভঙ্গের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে গেলেই (আপত্তি হতে) মুক্ত হয়। পাদদ্বয় ভূমি হতে তুলে নিদ্রা গেলে এমনকি যক্ষগৃহীত ও সংজ্ঞাহীন অচেতন অবস্থায় হলেও (আপত্তি) মুক্ত হয়, না।" সিংহল দেশীয় বিনয় অর্থকথায় বলা হয়েছে : "কোনো ভিক্ষু চংক্রমণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলে এবং সেখানেই নিদ্রা গেলে, তার ক্ষেত্রেও ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় আপত্তি দৃষ্ট হয় না" অথচ অন্য আচার্যগণ এরূপ বলেন না। তাই মহাপদুম স্থবিরের অভিমত হচ্ছে, আপত্তি হয়। মাত্র দুইজন ভিক্ষু আপত্তি হতে মুক্ত পারে, তারা হচ্ছেন : "যিনি যক্ষগৃহীত হন এবং যিনি অপরের দ্বারা বন্ধিত হয়ে শায়িত হন।"

৭৮। "ভারুকচ্ছক" বত্থুর মধ্যে "নিদ্রা অবস্থায় অনাপত্তি" বলতে যেহেতু

নিদ্রা যাবার সময় অনিচ্ছাকতৃভাবেই এরূপ হয়েছিল, তাই উপালি স্থবির ভগবান কর্তৃক পূর্বে বিশ্লেষিত না হলেও এই বত্থু যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ভগবানও নাকি ঘটনাটি শুনে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, উপালি কর্তৃক ইহা সুকথিতই হয়েছে। অপদে পদ করবার ন্যায় এবং আকাশে পদ প্রদর্শনের ন্যায় উপালি এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করেছে।" এভাবে বলার পর উপালি স্থবিরকে এই বলে অগ্রস্থানে বসিয়েছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমার বিনয়ধর শ্রাবক ভিক্ষুদের মধ্যে উপালিই শ্রেষ্ঠ।" (অঙ্গুত্তরনিকায়) ইহার পরবর্তী বত্থুসমূহ সহজবোধ্য, গভীর অর্থবোধক নয়।

৭৯। সেই লিচ্ছবিকুমারেরা ভিক্ষুণী প্রভৃতির প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আপন অসদাচরণের দরুন এরূপ কার্য করেছিলেন। তখন থেকে লিচ্ছবীরা ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল।

৮০। "বৃদ্ধ প্রব্রজ্জিত" বত্থুর মধ্যে "দেখা করতে গিয়েছিলেন" বলতে অনুকম্পাবশত "তাকে একটু দেখব" এই ভেবে গৃহে গিয়েছিলেন। অতঃপর তার স্ত্রী আপন পুত্রদের নানাপ্রকার দৈন্যাবস্থার কথা তার নিকট বর্ণনা করেছিলেন। এতকিছু বলার পরও তাকে বিষয়টির প্রতি উদাসীন দেখে তার স্ত্রী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তারপর "এদিকে এস, তোমাকে ভিক্ষুত্ব চ্যুত করাব" এই বলে জোড়পূর্বক বলাৎকারের চেষ্টা করেছিলেন। সেই ভিক্ষু নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে শারীরিক দুর্বলতার কারণে চিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন তার স্ত্রী তার ইচ্ছামতো করেছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভিক্ষু কামরাগ সমুচ্ছিন্ন অনাগামী ছিলেন। তাই সুখাসুভব করেননি।

৮১। "মৃগশাবক" বত্থুটি সহজবোধ্য এবং গভীর অর্থবোধক নয়।

[বিনীত বত্থু সমাপ্ত]

[সমন্তপাসাদিকার বিনয় সংবর্ণনার
প্রথম পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

এখানে সমন্তপাসাদিকার এই বর্ণনা সর্বতোভাবে নির্মল করবার জন্যই বর্ণিত হয়েছে :

নিদান, বত্থু প্রভৃতির প্রভেদাদি যত,
আচার্য-পরম্পরা তাহা হয়েছে গৃহীত।
পরসময় যাহা কিছু করিয়া বর্জন,
বর্তমানে বিশুদ্ধির নিমিত্ত করেছি গ্রহণ।
ব্যঞ্জন পরিশোধন ও প্রতিটি পদের অর্থ যত,
পালিশাস্ত্র ক্রমমতো হয়েছে গৃহীত।

শিক্ষাপদের বিচার, বিশ্লেষণ ও যত সমাধান,
বিভঙ্গ-বিধিমতো বিশ্লেষণে হয়েছি যত্নবান।
অশোভন কোনো কিছু দেখা যাতে নাহি যায়,
এই সমন্তপাসাদিকা তাই রচেছি সতর্কতায়।
বিনয়ের বিধিমতো যথার্থ এই বিশ্লেষণ,
দয়াল বুদ্ধ লোকনাথ যিনি করেছেন বর্ণন।

[প্রথম পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

২। দ্বিতীয় পারাজিকা

দ্বিতীয় পারাজিকা যাহা জিনশ্রেষ্ঠে ভষিত,
আমাতে এইক্ষণে তাহা হবে বিশ্লেষিত।
পূর্ব প্রকাশিত বিষয়াদি করিয়া বর্জন,
সহজে বুঝিবার নিমিত্ত এই বিশ্লেষণ।

ধনিয় বত্থু বর্ণনা

৮৩। "সে সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন" এই বাক্যের মধ্যে "রাজগৃহে" বলতে রাজগৃহ নামক নগরের সমীপে। নগরটি মান্ধাতা-মহাগোবিন্দ প্রভৃতি রাজার আমলে নগর ধারণ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার অন্যভাবে বর্ণনা করেন। সেটি কি? রাজগৃহ হচ্ছে সেই নগরের নাম যাহা শুধু বুদ্ধোৎপত্তিকালে ও চক্রবর্তী রাজার রাজত্বকালেই নগর আকার ধারণ করে। পরিশেষে জনশূন্য হয় এবং যক্ষপরিগৃহীত হয়। তথায় যক্ষরা বসবাসকালে বিশাল বনে পরিণত হয়। এমন গোচরগ্রামকে (বিচরণীয় গ্রামকে) দেখিয়ে দিতেই "গিজ্ঝাকূট পর্বত" নিবাসস্থান বলেছিলেন। সেই গিজ্ঝা তথা শকুনপক্ষীগুলো সেই পর্বতেরই একদম চূড়ায় বসবাস করেছিল অথবা সেই পর্বত চূড়াগুলি শুকুনপক্ষী সদৃশ ছিল। তাই "গিজ্ঝাকূট" বলা হয় বলে জ্ঞাতব্য।

'সম্বহুলা তথা কিছুসংখ্যক' বলতে বিনয়মতে তিনজনকেই সম্বহুলা তথা কিছুসংখ্যক বলা হয়। তার চাইতে বেশি হলেই সংঘ। কিন্তু সূত্রমতে তিনজন তিনজনই, তদূর্ধ্বজন থেকেই সম্বহুলা তথা কিছুসংখ্যক গণ্য হয়। এখানে সূত্রমতে বর্ণিত সম্বহুলা তথা কিছুসংখ্যক জ্ঞাতব্য।

'সাংদৃষ্টিকপরায়ণ' বলতে অতি বিশ্বাসভাজন নয়, দৃঢ়মিত্র তথা পরম বন্ধু নয়, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পরস্পর দেখাদেখি হওয়ায় তাদেরকে 'সাংদৃষ্টিকপরায়ণ' বলা হয়েছে। "বন্ধুভাবাপন্ন" বলতে অতি বিশ্বাসভাজন, আস্থাশীল দৃঢ়মিত্র ও পরম বন্ধু অর্থে। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভজনাকারী, সেবাপরায়ণ এবং একত্রে ধর্মসম্ভোগ ও আমিষ-সম্ভোগাদি করে বিধায় "বন্ধুভাবাপন্ন" বলা হয়েছে। "ইসিগিলির পাশে" বলতে ইসিগিলি হচ্ছে পর্বতের নাম, তারই পাশে বা পার্শ্ববর্তী জায়গায় বলা হয়েছে। বহুকাল পূর্বে

পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধ কাশী-কোশল প্রভৃতি জনপদে পূর্বাহ্নে পিণ্ডচরণ করে অপরাহ্নে সেই পর্বতে সমবেত হয়ে সমাপত্তি ধ্যানে অবস্থান করতেন। মানুষেরা তাদেরকে শুধু সেখানে প্রবেশের সময়ই দেখতে পেতেন, বের হওয়ার সময় দেখতে পেতেন না। তখন তারা বলতেন, "এই পর্বত এই ঋদ্ধিবানদের গিলে ফেলে।" সে কারণেই সেই পর্বতের নাম ইসিগিলি তথা ঋষিগিলি হয়েছিল। তারই পর্বত পাদদেশে।

"তৃণকুটির তৈরি করে" বলতে তৃণাচ্ছাদনে দ্বারযুক্ত কুটির তৈরি করে। বর্ষাবাস যাপন করতে হলে অন্ততপক্ষে তৃণনল খাগড়ায় আচ্ছাদিত হলেও পাঁচ প্রকার আচ্ছাদনের মধ্যে যেকোনো আচ্ছাদনে দ্বারযুক্ত শয্যাসন তথা কুটিরে বাস করতে পারবে না। যে যাপন করবে তার দুক্কট আপত্তি হবে।" (মহাবর্গ-২০৪) অতএব বর্ষাঋতুতে শয্যাসন তথা কুটির লাভ করলে ভাল; আর লাভ না করলে হস্তকর্মী গৃহনির্মাণকর্ম্মাদি অনুসন্ধান করে হলেও কুটির নির্মাণ করতে হবে। হস্তকর্মী না পেলে নিজে তৈরি করতে হবে। তারপরও শয্যাসন তথা কুটিরহীন হয়ে বর্ষাবস যাপন করতে পারবে না। ইহাই অনুধর্মতা তথা নিয়ম। সে কারণেই সেই ভিক্ষুগণ তৃণকুটির তৈরি করে রাত্রিবাসের স্থান; দিবাবাসের স্থান প্রভৃতি নির্ধারণ করে কতিক ব্রত (একবদ্ধ সহবাসের জন্য নির্ধারিত ব্রত) ও খন্ধক ব্রতসমূহ (মহাবর্গ ও চুলবর্গ গ্রন্থে বিধৃত ব্রত) অধিষ্ঠান পূর্বক শীলশিক্ষা, সমাধিশিক্ষা ও প্রজ্ঞাশিক্ষা এই ত্রিবিধ শিক্ষা অনুশীলনপূর্বক বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন।

"আয়ুষ্মান ধনিয়ও" বলতে কেবলমাত্র সেই স্থবিরগণ নয়, এই শিক্ষাপদের আদিকর্মিক আয়ুষ্মান ধনিয়ও। "কুম্ভকার পুত্র" বলতে কুম্ভকারের পুত্র; তার নাম হচ্ছে ধনিয়, আর পিতা হচ্ছে কুম্ভকার। তাই বলা হয়েছে, "কুম্ভকারপুত্র ধনিয়"। "বর্ষাশেষে" বলতে আসন্ন মহাপ্রবারণায় প্রসারিত হয়ে অর্থাৎ প্রবারণা শেষ করে প্রতিপদ দিবসের পর থেকেই "বর্ষাশেষে" বলা হয়। এরূপে বর্ষাবাস যাপন শেষ করে।

"তৃণকুটির ভেঙে" বলতে দন্ড-লাঠি প্রভৃতি দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নয়, পাশে ব্রত ভঙ্গ হতে পারে এই ভয়ে তৃণ, কাঠ, খুঁটি, প্রভৃতি খুলে রেখে অর্থে। কুটিরটি বিহারসীমার ভেতরে হলে বিহারস্থ আবাসিক ভিক্ষু থাকলে তাকে জানাতে হবে। অথবা "যদি এই কুটিরটি ঠিকঠাক করে কেউ এখানে থাকতে চায়, তাহলে তাকে দিও" এই বলে চলে যেতে হবে। কুটিরটি যদি অরণ্যে হয় অথবা পরিচর্যা করার মতো লোক পাওয়া না যায়, তাহলে "অন্য কেউ পরিভোগ করুক" এই ভেবে তৃণ-কাঠ সমলিয়ে রেখে চলে যাওয়া কর্তব্য। সেই ভিক্ষুগণও অরণ্যে তৈরি কুটির পরিচর্যাকারীর অভাবে তৃণ, কাঠ প্রভৃতি

যত্নের সাথে সামলিয়ে রাখা অর্থে জ্ঞাতব্য। যেভাবে রাখলে সেগুলো উইপোকা প্রভৃতি নষ্ট করতে পারবে না, শুষ্ক অবস্থায় থাকবে; সেভাবে রেখে "এই স্থানে আগত সেবানেচ্ছু সব্রহ্মচারীগণের উপকার হবে" এই ভেবে গামিকব্রত পূর্ণ করে।

"জনপদে বিচরণের নিমিত্ত প্রস্থান করেছিলেন" বলতে আপন চিত্তানুকূল জনপদে অথবা যেই জনপদে গেলে ভালো হবে তেমন জনপদে গিয়েছিলেন। "আয়ুষ্মান কুম্ভকার পুত্র ধনিয় সেখানেই বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন" প্রভৃতি বাক্য সহজবোধ্য, গভীর অর্থ দ্যোতক নয়। "যাবততিযকং" বলতে একবার, দুইবার করে তিন তিনবার পর্যন্ত। "অন্যূন" বলতে শিক্ষার ঊনতা তথার ঘাটতি না থাকা। অর্থাৎ যেই সমস্ত কুম্ভকার কর্ম আছে, তৎসমস্তই অন্যূন পরিপূর্ণ শিল্প হওয়া অর্থে। "নিজেতে" বলতে নিজের নিকটে। "আচরিয়কে" বলতে আচার্যকর্মে। "কুম্ভকারকর্মে" বলতে কুম্ভকারদের কর্মে, কুম্ভকারদের করণীয় কর্মে অর্থে। এতে করে নিজেকে আচার্যরূপে দেখানো হয়েছে "পর্যাবদাত শিল্প" বলতে পরিশুদ্ধ শিল্প। অন্যূনতা সত্ত্বেও ইহা অন্যান্য শিল্প হতে অসদৃশ শিল্প অর্থে বলা হয়ে।

"সর্বমৃত্তিকাময়" বলতে দরজার চৌকাঠ, কবাট, হুক বা অর্গল, জানালা ব্যতীত অবশিষ্ট ভিত্তি, আচ্ছাদনী, স্তম্ভাদি সমস্ত গৃহসম্ভারই মৃত্তিকায় তৈরি করা অর্থে। "তৃণ, কাঠ, গোমল সংগ্রহ করে সেই কুটিরটি পোড়ালেন" বলতে সেই কুটিরটিকে সর্বমৃত্তিকাময় করবার পর প্রথমে হাতল দিয়ে ঘর্ষণ করে মসৃণ করলেন এবং তৈল মর্দন করে ভেতরে বাইরে তৃণাদিতে পূর্ণ করে সুপক্ব হয় মতো সেই কুটিরটিকে পোড়ালেন। এভাবেই সেই কুটিরটি সুপক্ব হইয়াছিল। "অভিরূপ" বলতে সুন্দর, দর্শনীয়। "প্রাসাদিক" বলতে প্রসাদজনক আনন্দদায়ক। "লোহিতক" বলতে লোহিতবর্ণ, রক্তিমবর্ণ। "কিঙ্কনিকশব্দ" বলতে কিঙ্কনিক ঝালবের শব্দ। নানারত্ন দ্বারা তৈরি করা কিঙ্কনিক ঝালবেরর যেমন শব্দ হয়, সেই কুটিরটিতেও মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় তেমন শব্দের সৃষ্টি হতো। এভাবেই সেই কুটিরটির ভেতরে-বাইরে সুপক্বভাব দেখানো হয়েছে। অথচ মহা অর্থকথায় বলা হয়েছে : "কিঙ্কনিকা" হচ্ছে কংশনির্মিত ভাজনবিশেষ। তাই কংশভাজন আঘাত প্রাপ্ত হলে যেমন শব্দ করে, সেই কুটিরটিতেও বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় তেমন শব্দের সৃষ্টি হতো।

৮৪। ভগবান বিষয়টি জানার পরও কথা উত্থপনের নিমিত্ত "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি?" বলে প্রশ্ন করেছিলেন। "বিষয়টি ভগবানকে জানালেন" বলতে কি কারণে মৃত্তিকাময় কুটির তৈরি করা হয়েছে, তৎসমস্ত কারণ উল্লেখ করে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ভগবানকে অবগত করেছিলেন। "হে ভিক্ষুগণ, কেন

সেই ভিক্ষু... কুটির তৈরি করবে?" ইহা অতীত ঘটনা প্রকাশে ভবিষ্যৎ করণীয় বাক্য। মূলত ইহা "তৈরি করেছিল" এই অর্থেই বলা হয়েছে। তার লক্ষণ শব্দার্থ হতেই অনুসন্ধান করতে হবে। "হে ভিক্ষুগণ, ইহা সেই মোঘপুরুষের পক্ষে প্রাণীদের প্রতি দয়া, অনুকম্পা ও অহিংসা পোষণ করা হয়নি" এই বাক্যের মধ্যে "দয়া" বলতে সহানুভূতি প্রদর্শন। এতে করে আগাম মৈত্রী চেতনাই প্রদর্শিত হয়েছে। "অনুকম্পা" বলতে পরের দুঃখ দেখে ব্যথিত হওয়া। "অহিংসা" বলতে অবিহিংসা, কোনো ধরনের হিংসা পোষণ না করা। এতে করে আগাম করুণাভাব প্রদর্শিত হয়েছে। "হে ভিক্ষুগণ, সেই মোঘপুরুষের পক্ষে মাটি খনন, কর্দম মর্দন, অগ্নিপ্রজ্জ্বালনাদি প্রভৃতি কর্মে বহুক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণী বিনষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে এবং সেই প্রাণীগণের প্রতি সামান্যতমও মৈত্রী-করুণাবশে দয়া, অনুকম্পা, অহিংসা প্রদর্শন করা হয় নি।" প্রাণীকুলের মধ্যে এমন ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণীও যাতে ধংসের মুখে না পড়ে তেমন শিক্ষাই বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত। "বুদ্ধের সময়েও ভিক্ষুগণ এমনটি মনে করেছিলেন যে, এমন প্রয়োজনে প্রাণিহত্যা করলেও দোষ নেই"। এমন দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে প্রাণীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণীকেও ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়া উচিত নয় তেমন ধারণা পোষণ করেছিলেন বলা হয়েছে।

এভাবে নানা প্রকারে ধনিয়কে নিন্দা করবার পর "হে ভিক্ষুগণ, সর্বমৃত্তিকাময় কুটির তৈরি করতে পারবে না" বলে ভবিষ্যতেও তেমন কুটির তৈরির কারণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যানের পর "যেই ভিক্ষু তৈরি করবে, তার দুক্কট আপত্তি হবে" বলে সর্বমৃত্তিকাময় কুটির তৈরির বেলায় আপত্তি শিক্ষাপদ স্থাপন করেছিলেন। তদ্ধেতু যিনি মাটিখননাদি কর্ম দ্বারা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণীকুলের ধ্বংসের কারণ হয়, তেমন কুটির তৈরি করবেন, তিনি আপত্তি প্রাপ্ত হবেন। মাটি খননাদি কর্মের মাধ্যমে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণীকুলকে ধ্বংস করবার সময় যেই যেই বত্থু অতিক্রম করবে, সেখানে বর্ণিত মতেই আপত্তি প্রাপ্ত হবে। ধনিয় স্থবির আদিকর্মিক হওয়ার কারণে তার বেলায় অনাপত্তি। শিক্ষাপদ অতিক্রম করে তৈরি শেষে তৈরিকৃত কুটির পেলে এবং তথায় বাস করলেও দুক্কট আপত্তি। যেকোনো ধরনের দ্রব্যসম্ভার মিশ্রিত হলে বাস করতে পারে। শুধু মৃত্তিকাময় হলে পারে না। অতএব ইষ্টকাদি দ্বারা নির্মিত দালান হলে বাস করতে পারে। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে... সেই কুটিরটি ভাঙছিলেন" বলতে ভগবানের বাক্য অনুমোদন পূর্বক কাঠও পাথর দ্বারা সেই কুটিরটি বিকীর্ণ করে ভাঙছিলেন।

"অতঃপর আয়ুষ্মান ধনিয়" প্রভৃতি বাক্যের সংক্ষেপার্থ হচ্ছে এই : ধনিয় একান্তে দিবাবিহারে উপবিষ্ট ছিলেন। কুটির ভাঙার শব্দ শুনে সেখানে গিয়ে

সেই ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আবুসো, আপনারা আমার কুটির ভাঙছেন কেন? উত্তরে তাঁরা বললেন, "ভগবান ভাঙতে বলেছেন তাই।" তাদের কথা শুনার পর ইহা ভগবানের সুবাক্য ভেবে কিছুই বলেননি।

ভগবান কেন অতি উৎসাহে তার নিজের বাস করার জন্য তৈরি করা কুটিরটি ভাঙিয়েছিলেন? নাকি ইহারই এমন ক্ষয়মূলককর্ম ছিল? কিঞ্চিৎ তো ছিলই। তবে ভগবান ইহা অকপ্পিয় বলেই ভাঙিয়েছিলেন; তীর্থিয়ধ্বজা বলে ভাঙিয়েছিলেন। এখানে ইহাই প্রভেদ। তবে অর্থকথার মধ্যে অন্য অনেক কারণের কথা বলা হয়েছে, যেমন—সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পাবশত, পাত্রচীবর রক্ষার জন্য, শয্যাসনবহুল হয়ে বসবাস না করার জন্য প্রভৃতি। তাই এক্ষণেও যেই ভিক্ষু বহুশ্রুত, বিনয়জ্ঞ অন্যভিক্ষুকে অপ্পিয় দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক বিচরণ করতে দেখে ও সেটি ছেদন করা বা ভেদন করা উচিত নয়, সেই ভিক্ষুকে এমন কিছু বলা উচিত নয়, স্মরণ করিয়ে দিওয়া উচিত নয়; এমনকি তাকে এভাবে বলাও সম্ভব নয় যে, "আমার দ্রব্য তুমিই নষ্ট করেছ; অতএব তুমিই সেটি আমাকে দাও।"

পালি মুক্তক বিনিশ্চয়

এখানে পালি মুক্তক বিনিশ্চয় হচ্ছে কপ্পিয়-অকপ্পিয় ব্যবহার্যদ্রব্য (পারিকংখার) বিনিশ্চয় তথা প্রভেদ বর্ণনা। তালপাতায় নির্মিত ছাতার ভিতরে বা বাইরে পঞ্চবর্ণের সুতা দ্বারা সেলাই করে বর্ণিল তথা বিচিত্র বর্ণসম্পন্ন করলে, তা ব্যবহার করতে পারে না। নীল হোক বা হলুদ হোক যেকোনো একটি মাত্র বর্ণের সুতায় ভেতরে বা বাইরে সেলাই করতে পারে এবং ছাতার মূলদণ্ড ও শলাকাগুলি বেষ্টন করতে পারে। তাও আবার শুধু ছাতাটিকে দৃঢ় করবার জন্যই; ছাতাটিকে আরও বর্ণিল, আরও সুন্দর করবার জন্য নয়। ছাতার মূলদণ্ড গৃহস্থিত খুঁটির ন্যায় অলংকৃত বা সজ্জিত করতে পারে না। যদি সূচ্যগ্র দ্বারা চিত্রাঙ্কন করা হয়, তাহলেও পারে না। এমতাবস্থায় ছাতার মূলদণ্ডের অলংকরণ ও সাজসজ্জা তুলে ফেলে ধারণ করা উচিত। অঙ্কিত চিত্রও ঘর্ষণ করে অপসারণ করা উচিত এবং শুধু সুতা দ্বারাই মূলদণ্ডটি বেষ্টন করা উচিত। দেখাতে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ছাতার ক্ষেত্রে মূলদণ্ডটি গাছের হলেও ব্যবহার করতে পারে। তীব্র বাতাস প্রবাহিত হলেও যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য ছাতার পালকগুলিকে রশি দ্বারা মূলদণ্ডের সাথে বন্ধন করলে এবং সেই বন্ধনকৃত স্থানে বলয়ের মধ্যে উৎকীর্ণ করে লেখা না থাকলে সেটিও ব্যবহার করতে পারে।

চীবরমণ্ডলের জন্য নানা ধরনের সুতায় শতপদী সরীসৃপ সদৃশ সেলাই করবার সময় অতিরিক্ত কোনো বস্তু জোড়া লাগালে, অন্য কোনো সূচিকর্মের দ্বারা বস্ত্রের মুখে ও প্রান্তভাগে বেণী বা শঙ্খলেখা লিখে চীবরের বৈচিত্রতা আনতে পারে না। শুধুমাত্র স্বাভাবিক সূচিকর্ম করতে পারে। গ্রন্থিযুক্ত পট্টবস্ত্র ও পরিধেয় পট্টবস্ত্র অষ্টকোণ বা ষোলকোণবিশিষ্ট করে তৈরি করলে, তথায় যদি মহামূল্যবান মুদ্গরাদি দেখা যায় ও কর্কটচক্ষু উৎকীর্ণ করা হয়, তাহলে উক্ত সমস্ত কিছুই অকরণীয়। তবে চারকোণবিশিষ্ট হলে পারে। লাল চীবরের ক্ষেত্রে কোণায় দুর্বিজ্ঞেয় রূপ সুতার গিট থাকলে পারে। লাই, বেড়া প্রভৃতিতে চীবর রাখতে পারে না। শুধু চীবর তৈরির সময় হাতের ময়লা ও সূচের ময়লা লেগে মলিন হলে তা ধৌত করতে পারে। গন্ধ, আঠা অথবা তৈলরঞ্জন-ভাণ্ডে (রং করার পাত্রে) রাখতে পারে না।

চীবর রং দেওয়ার পর শঙ্খ বা মণি কোনো কিছু দ্বারা আঘাত করা অনুচিত। ভূমিতে হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে গ্রহণ পূর্বক চীবর পাত্রে ঘর্ষণ করা অনুচিত। পাত্র বা কাষ্ঠফলকের ভিতরে নিয়ে হাতে প্রহার করতে পারে; তাও আবার হস্তমুষ্টি দ্বারা প্রহার করা উচিত নয়। প্রাচীন স্থবিরগণ কিন্তু পাত্রেও রাখেননি। একজন হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, অপরজন হাত দিয়ে হাতে প্রহার করে। চীবরের কর্ণসুতা (এক কোণা হতে অন্য কোণে আবদ্ধ সুতা) ব্যবহার করতে পারে না। রং দেওয়া শেষে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, কর্ণসুতা ব্যবহার করবে।" (মহাবর্গ-৩৪৪) এভাবে ভগবান কর্ণসুতা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেটি দিয়ে মূলত প্রতিকূলগামী বাতাস প্রবাহিত হলে চীবরটি বেধে রাখার জন্যই, যাতে করে রং দেওয়ার সময় ঝুলিয়ে রাখা যায়। গ্রন্থিতে শোভা বর্ধনের জন্য লেখা, চিত্র বা স্ফোটক আঁকতে পারে না। আঁকা থাকলে সেগুলো নষ্ট করে পরিভোগ করতে হবে।

পাত্র বা থালার ভেতরে বা বাইরে সূচ্যগ্র দ্বারা চিত্র বা রেখা অঙ্কন করতে পারে না। ঘূর্ণায়মান চাকায় আরোপিত করে মসৃণ করে "মণিবর্ণের তৈরি" বলে পাত্র তৈরি করলে, ব্যবহার করতে পারে না; তবে তৈলবর্ণ হলে পারে। পাত্রমণ্ডলে ভিত্তিকর্ম করতে পারে না, তবে মৎস্যদণ্ডের ন্যায় খোদাই করতে পারে।

রৌদ্রনিবারক ছাতার উপরে বা নীচে অথবা ছাতার মধ্যভাগে চিত্র আঁকতে পারে না, কিন্তু ছাতার প্রান্তভাগে চিত্র আঁকতে পারে।

[পালি মুক্তক বিনিশ্চয় সমাপ্ত]

৮৬। এরূপে কুটির ভেঙে দেওয়ার পর ধনিয়ের মনে চিত্ত-পরিবিতর্ক (চিন্তা) উৎপত্তি ও পুনরায় কুটির নির্মাণের উৎসাহ দেখাতে গিয়েই "অতঃপর আয়ুস্মানের" প্রভৃতি বলা হয়েছে। "দারুগহে গণকং" বলতে রাজার দারু তথা কাঠসংরক্ষনাগারে কাঠসংরক্ষণকারী। "নগর প্রতিসংস্কারার্থ কাঠ" বলতে নগর সংস্কার করবার জন্য রাখা কাঠসমূহ। "সংকটকালের জন্য রাখা কাঠ" বলতে আগুনে পুড়ে গেলে, জীর্ণ পুরাতন হলে, প্রতিপক্ষ রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হলে অথবা নগরদ্বার, রাজন্তঃপুর ও হস্তীশালা প্রভৃতির বিপত্তি, সংকট দেখা দিলে, সেগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য রক্ষিত কাঠসমূহ বলা হয়েছে। "খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করিয়ে"বলতে নিজের কুটিরের মাপ চিন্তা করে কিছু অগ্রে, কিছু মধ্যে এবং কিছু একদম গোড়ায় খণ্ড খণ্ড করে কর্তন করিয়েছিলেন।

৮৭। "বর্ষাকার" হচ্ছে সেই ব্রাহ্মণের নাম। "মগধ মহামাত্য" বলতে মগধরাষ্ট্রের মহামাত্য; প্রধান পুরোহিত, প্রভূত আধিপত্যের অধিকারী হওয়ায় মহামাত্য বলা হয়েছে। "তদারকি করবার সময়" বলতে তথায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ করবার সময়। "ভণে" হচ্ছে প্রভূদের দ্বারা নীচুজাতের লোকদেরকে সম্বোধনের জন্য ব্যবহৃত শব্দ। "বন্ধন করতে আদেশ করিয়েছিলেন" বলতে ব্রাহ্মণ স্বভাবতই একটু ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। তিনি "রাজা আদেশ করেছেন" এই বাক্য শুনার পর ভাবলেন, রাজা যেহেতু "তাকে জিজ্ঞেস করিও" এমন বলেননি, তাই "তাকে হাত-পা বেঁধে আনতে আদেশ করব" ভেবে, বন্ধন করতে আদেশ করেছিলেন। আয়ুষ্মান ধনিয় দেখতে পেলেন। কিভাবে দেখতে পেলেন? তিনি নাকি নিজের কারণেই কাঠগুলির ঊনতা ঘটিয়েছেন। নিশ্চয় এই কাঠগুলির কারণে তিনি রাজকুলের বধ বা বন্ধনকৃত হবেন। তখন আমি নিজেই তাকে মুক্ত করব" এই ভেবে তিনি এমনভাবে বিচরণ করতে লাগলেন যাতে প্রতিনিয়ত তার খবরাখবর জানতে পারেন। অতএব সেই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন। তাই বলা হয়েছে : "আয়ুষ্মান ধনিয় সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন।" "দারুকৃত্য" বলতে কাঠগুলির কারণেই। "আমি নিহত হবার পূর্বে" বলতে রাজা আমাকে হত্যা করবার আগেই অর্থাৎ আমি নিহত হবার আগেই আপনি সেখানে উপস্থিত হবেন এই অর্থে।

৮৮। "ভন্তে, আপনি আমাকে একটু স্মরণ করিয়ে দেন" এভাবেই রাজা আর্জি জানিয়েছিলেন। "প্রথমাভিষিক্ত" বলতে প্রথমে রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর। "এভাবে বলা হয়েছিল" বলতে "শ্রামণ-ব্রহ্মণণাদের জন্য আমি আমার রাজ্যের তৃণ, কাঠ, জল দান করছি, যথাসুখে পরিভোগ করুন।" রাজা প্রথম রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর এমন কথা বলেছিলেন। আপনি নিজেই তা বলেছিলেন। অতএব মহারাজ, এখন তা স্মরণ করুন। রাজা নাকি রাজত্বে

অভিষেকের পর ভেরি বাজিয়ে ঘোষণা করিয়েছিলেন যে, "শ্রামণ-ব্রাহ্মণদের জন্য আমি আমার রাজ্যের তৃণ, কাঠ, জল দান করছি, যথাসুখে পরিভোগ করুন।" সে সম্বন্ধেই ইহা বলা হয়েছে। "আমি তাদের সম্বন্ধেই বলেছিলাম" বলতে যারা তৃণ, কাঠ, জল সংগ্রহ করলে কোনো পাপ হবে কি না সন্দেহ পোষণ করেন, আমি সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেই এমনটি বলেছিলাম; আপনাদের ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে নয়। "তাও আবার অরণ্যে অপরিগৃহীত" বলতে যা অরণ্যে অপরিগৃহীত অবস্থায় আছে সেসমস্ত তৃণকাষ্ঠ লক্ষ করেই আমি এমনটি বলেছিলাম।

"আপন লোম দ্বারা মুক্ত হোন" এখানে লোম বলতে কি বুঝায়? প্রব্রজ্যালিঙ্গ। তাতে কী বলা হয়েছে? যেমন কোনো ধূর্ত "মাংস খাব" ভেবে মহার্ঘ মূল্যে মেষলোম গ্রহণ করে। তাকে দেখে অন্য একজন বিজ্ঞ পুরুষ ভাবলেন, "এই মেষের মাংসের দাম মাত্র এক কর্ষাপন, কিন্তু তার লোমগুলির মূল্য অনেক কার্যাপন।" এই ভেবে তাকে দুটি লোমহীন মেষ দিয়ে তা নিয়ে নিলেন। এরূপে সেই মেষবিজ্ঞ পুরুষের হাতে পড়ে লোমমুক্ত হতে পেরেছিল। ঠিক তদ্রূপ আপনিও এই কাজ করার কারণে বধ ও বন্ধনযোগ্য। অর্হত্ত্বধ্বজা ভীষণ পবিত্র ও নির্মল, উপরন্তু আপনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়েছেন, প্রব্রজ্যালিঙ্গভুক্ত অর্হৎগণের পবিত্র ধ্বজা ধারণ করেছেন। তাই মেষ যেমন বিজ্ঞপুরুষের নিকট গিয়ে লোমমুক্ত হয়েছে, তেমনি আপনিও এই প্রব্রজ্যালিঙ্গ লোমের দ্বারা মুক্ত হোন।

"লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল" বলতে রাজা তার পরিষদে বিষয়টি বলার কারণে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে পরস্পর শুনাশুনির পর তথায় লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল; দোষ দিচ্ছিল, বিরক্তি প্রকাশ করছিল। তারা তাকে ঘৃণাভরে অপমান করছিল, অবমাননা করছিল বা হীনতাপ্রাপ্ত বলে ভাবছিল অর্থে। "নিন্দা করছিল" বলতে তার অগুণ বর্ণনা করছিল; নানা দোষ তুলে ধরছিল। "ক্রোধ প্রকাশ করছিল" বলতে চতুর্দিক তা ছড়িয়ে দিচ্ছিল, সর্বত্রই তা প্রচার করছিল। এই শব্দগুলির অর্থ শব্দানুসারেই জ্ঞাতব্য। এখানে আরও যোগ করা হয়েছে যে, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নির্লজ্জ "প্রভৃতি চিন্তা করে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। "ইহাদের শ্রামণ্য নাই" প্রভৃতি বলে নিন্দা করছিল। "ইহাদের শ্রামণ্য নষ্ট হয়েছে" প্রভৃতি নানাভাবে অপপ্রচার করছিল। এরপর থেকে এভাবেই এই শব্দগুলির অর্থ জ্ঞাতব্য। "ব্রহ্মচারী" বলতে শ্রেষ্ঠচারী, শ্রেষ্ঠ আচরণকারী। "শ্রামণ্য" বলতে শ্রমণ অবস্থা তথা শ্রমণ ভাব। "ব্রাহ্মণ্য" বলতে শ্রেষ্ঠভাব তথা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অবশিষ্টাংশের অর্থ সহজবোধ্য, গভীর অর্থদ্যোতক নয়।

"রাজার কাঠসমূহ" প্রভৃতিতে "অদত্তবস্তু গ্রহণ করবে" ইহা অসন্তোষ প্রকাশের জন্যই বলা হয়েছে। এখানে যে অদত্তবস্তু গ্রহণ করেছিল তা দেখাতে গিয়েই "রাজার কাঠসমূহ" বলা হয়েছে। এরূপে বাক্য ভেদে বিজ্ঞগণ কর্তৃক অর্থ জ্ঞাতব্য। "প্রাক্তন মহামত্য বিচারক" বলতে তিনি ভিক্ষু হওয়ার আগে গৃহী থাকাকালে বিচারকার্য পরিচালনার কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক ছিলেন এবং সংঘে গত হয়েছেন অর্থাৎ পবিত্র জীবনে আগত হয়েছেন এমন মহামাত্য।

"অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন" বলতে ভগবান নিজে লোকসামাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বিষয়ে জানেন, অতীত বুদ্ধগণের প্রজ্ঞপ্তি বিষয়েও জানেন যে "পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ এতগুলি পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন, এতগুলি থুল্লচ্চয়, এতগুলি দুক্কট।" এরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও যদি লোকসমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বিষয়ে অন্য অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ না করে মাত্র 'পাদ' দ্বারা পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত করতেন, তাহলে অনেকে এভাবে বলতেন, "শীলসংযম হচ্ছে একজন ভিক্ষুর অনন্ত, অপ্রমেয়, অসংখ্য মহাপৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশ সদৃশ অতিবিস্তীর্ণ। ভগবান কেন মাত্র 'পাদ' দ্বারা তা প্রজ্ঞাপ্ত করবেন?" তারা তথাগতের জ্ঞানবল না জেনেই শিক্ষাপদের প্রতি কোপিত হন, প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ যথাস্থানে স্থাপিত হয়নি বলে মত প্রকাশ করেন। এখন অন্তত লোকসমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বিষয়ে বিজ্ঞ একজন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করায় সেই অপবাদমুক্ত হলেন। পক্ষান্তরে অনেকে এমনও বলবেন যে "গৃহীবাসী মানুষেরাও মাত্র "পাদ" মূল্যমান দ্রব্য চুরি করার দায়ে যেকোনো চোরকে হত্যা, বধ, বন্ধন ও নির্বাসন দিয়ে থাকেন। তবে ভগবান কেন যাদের বেলায় পরের অধিকৃত তৃণশালাকা পর্যন্ত গ্রহণ করা অনুচিত এমন প্রব্রজিতকে নাশ করবেন না?" তারা তথাগতের জ্ঞানবল জানেন। প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের প্রতি কুপিত হবেন না। যথাস্থানেই স্থাপিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করবেন। তাই লোকসমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করার মানসে সমস্ত পরিষদকে অবলোকনের পর ভগবান সেই ভিক্ষুকে অদূরে উপবিষ্ট দেখে বললেন, "হে ভিক্ষু, মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ঠিক কি পরিমাণ চুরির দায়ে একজন চোরকে ধরে হত্যা করেন, বন্ধন করেন বা নির্বাসন দেন?"

তথায় "মগধরাজ" বলতে মগধবাসীদের ঈশ্বর তথা প্রভু। "শ্রেণিক" বলতে বিশাল সৈন্য সমান্তের অধিকারী। "বিম্বিসার" হচ্ছে তাঁর নাম। "নির্বাসন দেন" বলতে রাষ্ট্র হতে বহিষ্কার করেন। অবশিষ্টাংশের অর্থ সহজবোধ্য, গভীর অর্থদ্যোতক নয়। "পঞ্চমাসক পাদ" বলতে তৎকালীন সময়ে রাজগৃহে বিশমাসকে এক কার্ষাপন তথা মুদ্রা। তদনুসারে পঞ্চমাসক

পাদ। এই লক্ষণ অনুসারে সমস্ত জনপদসমূহে এক কার্ষাপণ তথা মুদ্রার এক চতুর্থাংশকেই 'পাদ' হিসেবে জ্ঞাতব্য। সেটিও প্রাচীন নীল কার্ষাপণবশে জ্ঞাতব্য; অপরাপর রুদ্রদামক প্রভৃতিবশে নয়। অতীত বুদ্ধগণও সেই পাদ দ্বারাই পারাজিকা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন এবং অনাগত বুদ্ধগণ ও সেভাবেই প্রজ্ঞাপ্ত করবেন। সকল বুদ্ধগণের পারাজিকা বত্থুতে অথবা পারাজিকা শিক্ষাপদের ক্ষেত্রে কোনো ভিন্নতা নেই। বর্তমানেও চারিটি পারাজিকা বত্থু ও চারিটি পারাজিকা শিক্ষাপদ। ইহার কর্ম বা বেশি নেই। তাই ভগবানও ধনিয়কে নিন্দা-তিরস্কার করে পাদ দ্বারা দ্বিতীয় পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত করতে গিয়েই "যেই ভিক্ষু পরের অধিকারভুক্ত অদত্ত বস্তু" প্রভৃতি বলেছিলেন।

এরূপে মূলেচ্ছিন্নবশে সনাক্ত করে দ্বিতীয় পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত করলে পরে আরও অনুপ্রজ্ঞপ্তির জন্যই "রজকভাণ্ডক বত্থু" প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল। ইহার উৎপত্তি কাহিনী বর্ণনা করবার জন্যই বলা হয়েছে : "এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে।" এই অনুপ্রজ্ঞপ্তির অর্থ সম্বন্ধে প্রথম পারাকিজার বর্ণনার অনুরূপ বিস্তারিত জ্ঞাতব্য। এই শিক্ষাপদের ক্ষেত্রে যেমন, ইহার পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাপদের ক্ষেত্রেও তেমন জ্ঞাতব্য। যা যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তৎসমস্তই বর্জন পূর্বক অবর্ণিত বিষয়ই মাত্র বর্ণনা করব। যদি যা যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সেই সেই অর্থ ও যোজনা উক্তরূপে জানতে হবে। যা কিছু পূর্বে বর্ণিত হয়নি এবং গম্ভীর অর্থদ্যোতক, তৎসমস্তই আমরা বর্ণনা করব।

[ধনিয় বত্থু বর্ণনা সমাপ্ত]

৮৯। "রজকাস্তরণে গিয়ে" বলতে ধোপার তীর্থে গিয়ে; সেখানে যেহেতু ধোপারা তাদের বস্ত্রসমূহ মেলে দিত, সে কারণে "রজকাস্তরণে" বলা হয়েছে। "রজকভণ্ডিক" বলতে ধোপার ভাণ্ড ধোপারা সন্ধ্যার সময় নগরে প্রবেশ পূর্বক বহুবস্ত্র একেক ভাণ্ড করে বেধে রাখেন। সেখান থেকে একটি ভাণ্ড তাদের অগোচরে চুরি করে, হরণ করে অর্থে।

পদভাজনীয় বর্ণনা

৯২। "গ্রাম বলতে" প্রভৃতি সেখানে বর্ণিত গ্রাম ও অরণ্যের প্রভেদ দর্শানোর জন্যই বলা হয়েছে। তথায় মলয় জনপদের ন্যায় যেই গ্রামে একটি মাত্র কুটির, একটি মাত্র গৃহ থাকে, সেটি এক কুটিরবিশিষ্ট গ্রাম। অন্যগুলিও এভাবে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য। "অমনুষ্য" বলতে যেই সমস্ত স্থান মনুষ্যের অবিদ্যামানতায় যক্ষ পরিগৃহীত হয়, তথায় মানুষেরা যেকোনো কারণে পুনঃ

আগমনেচ্ছু হয়ে চলে যায়। "পরিবেষ্টিত" বলতে ইষ্টক নির্মিত দেয়াল বা প্রাচীর, এমনকি কমপক্ষে কাটাযুক্ত বৃক্ষশাখা দিয়ে হলেও পরিবেষ্টিত হওয়া। "গরু প্রভৃতির চারণভূমি" বলতে চতুপার্শ্বস্থ জায়গাজুড়ে চলাচলের স্থান নির্দিষ্ট করে যথায় দুই তিনটি গরু বসে এবং এরূপে সেখানে দুই-তিনটি ঘর তৈরি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বুঝায়। "শকট" বলতে ঠেলাগাড়ী, গরুগাড়ি, অশ্বচালিত শকট প্রভৃতির মধ্যে যেকোনোটি। এই শিক্ষাপদে নিগম ও নগর শব্দদ্বয়কে গ্রামবশেই গৃহীত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

"গ্রামের উপচার তথা গ্রামের পার্শ্ববর্তী জায়গা" প্রভৃতি অরণ্যের সীমা নির্দেশ করবার জন্যই বলা হয়েছে। "ইন্দ্রখীল তথা খুঁটিতে দাঁড়িয়ে" বলতে অনুরাধপুরের ন্যায় যেই গ্রামে দুটি ইন্দ্রখীল আছে, সেই গ্রামের অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রখীল তথা খুঁটিতে দাঁড়িয়ে। আভিধার্মিকগণের মতে সেই গ্রামের বাহির ইন্দ্রখীলই অরণ্যসীমা ধরা হয়। সেই গ্রামের একটি মাত্র ইন্দ্রখীল, গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রামদ্বারে মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে। যেই গ্রামে ইন্দ্রখীল একটিও নেই, সেই গ্রামে গ্রামদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানকেই ইন্দ্রখীল বলা হয়। তাই বলা হয়েছে : "গ্রামদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে।" "মধ্যম পুরুষের" বলতে বলবান মধ্যম পুরুষের কথাই বলা হয়েছে। নির্ধারিত মধ্যম পুরুষের কথা নয় অথবা দুর্বল মধ্যম পুরুষের বা অতি বলবান মধ্যম পুরুষের কথা নয়। "প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত" বলতে স্ত্রীলোক যেমন কাক তাড়াতে গিয়ে সোজা ঊর্ধ্বদিকে হস্ত উত্তোলন করে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে, যেভাবে বলবান তরুণ ব্যক্তি আপন শক্তি প্রদর্শনের জন্য বাহু প্রসারিত করে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে, এরূপে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড পতিতস্থানই বুঝায়। ভূমিতে পতিত হওয়ার পর গড়িয়ে গেলে সে-স্থান ধর্তব্য নয়।

"অপরিবেষ্টিত গ্রামের ক্ষেত্রে ঘরের উপচারে স্থিত মধ্যম পুরুষের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ" বলতে এখানে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত জল ফেলার স্থানে দাঁড়ানো মধ্যম পুরুষের মুষল তথা নুড়িপাথর নিক্ষিপ্ত স্থানই "ঘরের উপচার"। সেই ঘরের উপচারে দাঁড়িয়ে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থানই গ্রামের উপচার। ইহা সিংহল দেশীয় বিনয় অর্থকথায় বলা হয়েছে। মহাপচ্চরিয়াতেও সেভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে মহা অর্থকথায় বলা হয়েছে : "ঘর বলতে, ঘরের উপচার বলতে, গ্রাম বলতে, গ্রামের উপচার বলতে "এভাবে মাতিকা উল্লেখ না করে গৃহাস্থালিতে ব্যবহৃত জল ফেলার স্থানের ভিতরের স্থানটিকে 'ঘর' বলা হয়। দ্বারে দাড়িয়ে স্ত্রীলোক থালা-বাসন ধৌত যেই জল ছিটায়ে দেয় সেই জল ফেলার স্থান, স্ত্রীলোক গৃহের দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে বাইরে নিক্ষিপ্ত ঝাড়ু পতনের স্থান ও ঘরের সম্মুখভাগের দুটি কোণে বেঁধে মধ্যবর্তী কাঠের দরজা বাদ দিয়ে গরু-ছাগলাদি প্রবেশ করতে

না পারে মতো তৈরি করা ঘেরাই হচ্ছে "ঘরের উপচার"। সেই ঘরের উপচারে স্থিত মধ্যম পুরুষের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড পতিত স্থানের অভ্যন্তর ভাগই হচ্ছে গ্রাম। সেখানে থেকে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড পতিত স্থানের অভ্যন্তর ভাগই হচ্ছে 'গ্রামের উপচার'। ইহাই এখানে নির্ধারিত পরিমাপ। এখানে যেমন নির্ধারিত পরিমাপ ধরা হয়েছে, তেমনি পরে যেই যেই অর্থকথাবাদ বা স্থবিরবাদ বর্ণিত হবে তাতে ও সেই নির্ধারিত পরিমাপবশেই দ্রষ্টব্য। যা মহা অর্থকথায় বলা হয়েছে, তা পালিশাস্ত্র সমর্থন করে না। পালিশাস্ত্রে বলা হয়েছে : "ঘরের উপচারে স্থিত মধ্যম পুরুষের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থান।" কিন্তু অর্থকথায় সেই প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থানকে গ্রামসীমা করে তারপর থেকেই গ্রামের উপচার বলা হয়েছে কি? হ্যাঁ বলা হয়েছে। পালিশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ই সত্য, এখানে ইহাই জ্ঞাতব্য। তবে সেটি অর্থকথাচার্যগণেরই বিদিত বিষয়, তাই "ঘরের উপচারে স্থিত" প্রভৃতি ঘরের উপচারের লক্ষণ পালিশাস্ত্রে বর্ণিত না হলেও মহাঅর্থকথায় বর্ণিত বর্ণনাই গৃহীত হয়েছে। এভাবেই অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করতে হবে।

সেক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এই : গ্রাম দুই প্রকার; যথা : পরিবেষ্টিত ও অপরিবেষ্টিত। পরিবেষ্টিত গ্রামের পরিবেষ্টনই হচ্ছে পরিচ্ছেদ। তাই পৃথকভাবে পরিচ্ছেদের কথা না বলে পালিশাস্ত্রে বলা হয়েছে : "গ্রামের উপচার বলতে পরিবেষ্টিত গ্রামের ইন্দ্রখীলে স্থিত মধ্যম পুরুষের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থান।" অপরিবেষ্টিত গ্রামের গ্রামপরিচ্ছেদ বলা উচিত। তাই সেই গ্রাম পরিচ্ছেদ দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে : "অপরিবেষ্টিত গ্রামে ঘরের উপচারে স্থিত" বলতে গ্রামের উপচার লক্ষণ পূর্ববর্ণিত বর্ণনা হতে জানা সম্ভব বিধায় পুনরায় "তথায় স্থিত মধ্যম পুরুষের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থান" প্রভৃতি বলা হয়নি। যদি ঘরের উপচারে স্থিত হয়ে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্তস্থানকে "গ্রামের উপচার" বলা হয়, তাহলে ঘরের উপচারই গ্রামে পরিণত হয়। তাতে করে ঘর, ঘরের উপচার, গ্রাম, গ্রামের উপচার এই সমস্ত বিভাগ একই হয়ে যায়। 'বিকালে গ্রামে প্রবেশ' প্রভৃতির মধ্যে এখানে ভিন্ন ভিন্ন আকারেই ইহাদের প্রভেদ বুঝতে হবে। তাই পালি মূল ও অর্থকথার বক্তব্য সমন্বয় করেই এখানে গ্রাম ও গ্রামের উপচার বুঝতে হবে। যেই গ্রাম পূর্বে বিশাল হওয়া সত্ত্বেও পরে বিভিন্ন পরিবার নষ্টের কারণে স্বল্পায়তনের হয়, সেক্ষেত্রেই ঘরের উপচার হতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থানই সেই গ্রাম বলে চিহ্নিত করতে হবে। পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদ কিন্তু পরিবেষ্টিত ও অপরিবেষ্টিত গ্রামের কোনো পরিমাপ নেই।

"অরণ্য হচ্ছে গ্রাম ও গ্রামুপচার ব্যতীত" এই বাক্যে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে গ্রাম ও গ্রামুপচার ব্যতীত এই অদত্তগ্রহণ (চুরি) শিক্ষাপদে অবশিষ্ট সমস্ত জায়গাকেই "অরণ্য" হিসেবে জ্ঞাতব্য। তবে অভিধর্মমতে "অরণ্য বলতে

গ্রামের বাইরে এসে বহিস্থ ইন্দ্রখীল হতে সমস্তই অরণ্য।" (বিভঙ্গ-৫২৯) আরণ্যক শিক্ষাপদে বলা হয়েছে : "গ্রামের শেষ সীমা হতে পাঁচশত ধনু (দুই হাজার হাত) দূরত্ববিশিষ্ট শয্যাসনই হচ্ছে আবশ্যক শয্যাসন" (পরাজিকা-৬৫৪)। ইন্দ্রখীলের পর থেকে আচার্য ধনু দ্বারা পরিমাপকৃত পাঁচশত ধনু পরিমাণই জ্ঞাতব্য। এরূপে ভগবান "গ্রাম বা অরণ্য" প্রভৃতির অর্থ ভাগ করার মধ্য দিয়ে "ঘর, ঘরের উপচার; গ্রাম, গ্রামের উপচার, অরণ্য" এই পঞ্চস্থানের কথা পাপী ভিক্ষুদের লেশ পরিমাণ অবকাশ বন্ধ করার জন্যেই বলেছিলেন। তাই ঘরে বা ঘরের উপচারে, গ্রামে বা গ্রামের উপচারে অথবা অরণ্যে পাদমূল্যমান দ্রব্য হতে তদূর্ধ্ব সামীক ভাণ্ড লইলেই পারাজিকা হয় বলে জ্ঞাতব্য।

এখানে "চৌর্যচিত্তে অদত্ত গ্রহণ করলে" প্রভৃতির অর্থ প্রদর্শনের জন্যই "অদত্ত বলতে" প্রভৃতি বলা হয়েছে। তথায় "অদত্ত" বলতে দন্তকাষ্ঠ শিক্ষাপদে বলা হয়েছে। নিজের দ্রব্য অন্য কারও দ্বারা প্রতিগৃহীত না হলে তা কপ্পিয় ও গলাধঃকরণে দোষ নেই। তবে এখানে যা কিছু পরের অধিকৃত সস্বামীক ভাণ্ড, সে সমস্ত ভাণ্ড সেই মালিকদের দ্বারা কায় বা বাক্যে যেকোনো উপায়ে দেওয়া না হলেই "অদত্ত" বলা হয়েছে। নিজ হস্ত হতে বা যেই স্থানে রাখা হয়েছে তৎস্থান হতে সমর্পিত না হওয়াই হচ্ছে "অসমর্পিত"। যথাস্থানে রাখা হলেও যা নিঃস্বার্থভাবে পরিত্যাগ করা হয়নি তা-ই "অপরিত্যাক্ত"। বস্তুটিকে রক্ষার জন্য সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করে রক্ষিত হওয়াই হচ্ছে "রক্ষিত"। মঞ্জুসাদিতে প্রক্ষিপ্ত করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিধায় "লুক্কায়িত"। "ইহা আমার" এই বলে তৃষ্ণাবশে নিজ অধিকৃত হওয়াই "নিজ অধিকৃত"। সেই অপরিত্যাগকারী, রক্ষাকারী, গোপনকারী ভণ্ডমালিক হতে অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিগৃহীত হওয়াই হচ্ছে পরপরিগৃহীত। এই-ই হচ্ছে "অদত্ত"।

"গ্রহণ কবলে, হরণ করলে, অপহরণ করলে, ইর্যাপথ নষ্ট করলে, স্থানচ্যুত হলে, সংকেত অতিক্রম করলে" প্রভৃতি বাক্যগুলির মধ্যে প্রথম পদটি বলা হয়েছে অভিযোগবশে; দ্বিতীয়পদ অন্যের বস্তু হরণপূর্বক গমনবশে, তৃতীয় পদ উপনিক্ষিপ্ত ভাণ্ডবশে, চতুর্থ পদ সজ্ঞানবশে, পঞ্চম পদ স্থলে নিক্ষিপ্তাদিবশে এবং ষষ্ঠপদটি পরিকল্পনাবশে বা শুল্কফাঁড়িবশে। এগুলো এভাবেই জ্ঞাতব্য। তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোজনা মাত্র এই : একভাণ্ডবশে সবিজ্ঞান-অবিজ্ঞান মিশ্রিত আকারেই প্রাপ্ত হয়। তথায় নানা ভাণ্ডবশে এভাবে জ্ঞাতব্য : "আদিযেয্য" বলতে একটি বিহারের জন্য মোকদ্দমা করলে দুক্কট আপত্তি। মালিকের বিমতি বা সন্দেহ উৎপন্ন করলেই থুল্লচ্চয় আপত্তি। মালিক "ইহা আর পাব না" ভেবে পাবার আশা ত্যাগ করে চলে গেলে পারাজিকা।

"হরেয্য" বলতে অন্যের দ্রব্য মাথায় করে নিয়ে যাবার সময় ভিক্ষু চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি। নেড়ে চেড়ে দেখলে থুল্লচ্চয় আপত্তি। কাঁধে নামালে পরাজিকা আপত্তি।

"অবহরেয্য" বলতে একজনের জমা জিনিস খোঁজ করলে যদি ভিক্ষু "আমি নিইনি" বললে দুক্কট আপত্তি। মালিকের সন্দেহ উৎপাদন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি। মালিক "পাব না" ভেবে পাইবার আশা ত্যাগ করে চলে গেলে পারাজিকা আপত্তি।

"ইরিযপথং বিক্খেপেয্য" বলতে 'ভাণ্ড নিয়ে যাব' এই ভেবে ভিক্ষু প্রথম পাদ অতিক্রমে থুল্লচ্চয় আপত্তি। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে পারাজিকা।

"ঠানং চাবেয্য" বলতে স্থলে স্থিত ভাণ্ড চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে, দুক্কট আপত্তি। নাড়া চাড়া করলে থুল্লচ্চয়। স্থিত স্থানের সীমা অতিক্রম করলে পারাজিকা।

"সঙ্কেতং বীতিনামেয্য" বলতে পরিকল্পিত স্থান হতে প্রথম পাদ অতিক্রম করলে থুল্লচ্চয়। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করলে থুল্লচ্চয়। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করলে পারাজিকা। অথবা প্রথম পাদে শুল্কফাঁড়ি অতিক্রম করলে থুল্লচ্চয়। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করলে পারাজিকা আপত্তি। এখানে ইহাই নানা ভাণ্ডবশে অর্থ যোজনা।

একভাণ্ডবশে যেকোনো দাস, দাসী, পশু-পক্ষী প্রভৃতির অধিকারে থাকলে তাদের উল্লিখিত পারাজিকা আপত্তি। এখানে ইহাই একভাণ্ডবশে অর্থ যোজনা।

পঁচিশ প্রকার অবহার কথা

এক্ষণে আরও ছয়টি পদ বর্ণনার মধ্য দিয়ে পঞ্চ পঞ্চকে বিভক্ত করে পঁচিশ প্রকার অবহার প্রদর্শিত হবে। এরূপে বর্ণনা করা হলে এই অদত্তগ্রহণ তথা চুরি সম্পর্কীত পারাজিকা শিক্ষাপদ উত্তমরূপে বর্ণনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে সমস্ত অর্থকথার মধ্যে বর্ণিত প্রভেদাদির বর্ণনা ভাষণ এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও দুর্বোধ্য। তাই সমস্ত অর্থকথার মধ্যে পালিশাস্ত্রে "পাঁচ প্রকারে অদত্তগ্রহণ করলে পারাজিকা আপত্তি হয় ও পরপরিগৃহীত হয়" ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনায় যেই সমস্ত অবহার অঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, মাত্র সেগুলি গ্রহণ পূর্বক কোথাও এক পঞ্চক আকারে, কোথাও আবার ছয় আকারে দুটি পঞ্চক প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি পঞ্চকের মধ্যে গণ্য হয় না। যেখানে একেকটি পদ দ্বারা অবহার সম্পাদিত হয়, তাকেই পঞ্চক বলে। এখানে সমস্ত পদ দ্বারা একটি মাত্র অবহারই হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যেই সমস্ত লভ্যমান পঞ্চক প্রদর্শিত হয়েছে,

তাদের সবগুলির অর্থ প্রকাশ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সমস্ত অর্থকথার বিশ্লেষণই ভীষণ এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও দুর্বোধ্য। তাই পঞ্চ পঞ্চকে বিভজিত করে প্রদর্শন করে এই পঁচিশ প্রকার অবহার উত্তমরূপে আলোচনা করতে হবে।

সেই পাঁচটি পঞ্চক হচ্ছে এই : নানাভাণ্ড পঞ্চক, একভাণ্ড পঞ্চক, হস্তিক পঞ্চক, পূর্বপ্রয়োগ পঞ্চক ও স্তেয়্যাবোহার পঞ্চক। নানাভাণ্ড পঞ্চক ও একভাণ্ড পঞ্চক "অদিযেয্য, হরেয্য, অবহরেয্য, ইরিযথং বিক্খেপেয্য, ঠানাং চবেয্য" এই সমস্ত পদবশে আপত্তিগ্রস্ত হয়। সে সমস্ত পূর্বোক্ত বর্ণনা যোজন করে জ্ঞাতব্য। আবার "সংকেতং বীতিনামেয্য" এই ষষ্ঠপদটি পরিকল্পনা অবহার ও নিস্সগ্গিয় অবহার তুল্য। তাই সেটিকে তৃতীয় ও পঞ্চম পঞ্চকের অন্তর্গত পদবশে যোগ করতে হবে। এই হচ্ছে নানাভাণ্ড পঞ্চক ও একভাণ্ড পঞ্চক।

স্বাহস্তিক পঞ্চক কিরূপে? ইহার পাঁচ প্রকার অবহার; যথা : সাহত্থিকো, আনত্তিকো, নিস্সগ্গিযো, অত্থসাধকো, ধুরনিক্খেপো। তন্মধ্যে "সাহত্থিকো" হচ্ছে পরের দ্রব্য স্বহস্তে হরণ করা। "আনত্তিকো" হচ্ছে 'অমুকের দ্রব্য হরণ কর' বলে আদেশ করা। "নিস্সগ্গিযো" হচ্ছে শুল্কফাঁড়ির ভিতরে দাড়িয়ে শুল্ক বা টেক্স না দিবার ইচ্ছায় শুল্কফাঁড়ির বাইরে ফেলে দিলে, পারাজিকা আপত্তি হয়। ইহার সাথে "সঙ্কেতং বীতিনামেয্য" এই পদটি যুক্ত করতে হবে। "অত্থসাধকো" হচ্ছে "অমুকের দ্রব্য যখন পারবে তখন চুরি করবে" এই বলে অন্যকে আদেশ করা। সেক্ষেত্রে পরে যদি সে কোনো অন্তরায় ব্যতীত তা চুরি করে, আদেশকারী আদেশক্ষণেই পারজিকা আপত্তিগ্রস্ত হয়; আর যে চুরি করে সে চুরি করার সময় আপত্তিগ্রস্ত হয়। ইহাই অত্থসাধকো। "ধুরনিক্খেপো" ইহা মকদ্দমা ও জমা টাকার ন্যায় জ্ঞাতব্য। এই হচ্ছে স্বাহস্তিক পঞ্চক।

পূর্বপ্রয়োগ পঞ্চক কিরূপ? ইহারও পাঁচটি অবহার আছে; যথা : পূর্বপ্রয়োগ, সহপযোগো, সংবিদাবহারো, সঙ্কেতকম্মং, নিমিত্তকম্মং। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত আদেশ দেওয়ার ন্যায় পূর্বপ্রয়োগ জ্ঞাতব্য। স্থানচ্যুত করার ন্যায় "সহপযোগো" জ্ঞাতব্য। বাকি তিনটি পারাজিকা গ্রন্থে ১১৮ হতে ১২০ নং ধারায় বর্ণিত বর্ণনা মতে জ্ঞাতব্য। এই হচ্ছে পূর্বপ্রয়োগ পঞ্চক।

স্তেয়্যবহার পঞ্চক কিরূপ? ইহার পাঁচটি অবহার; যথা : থেয্যাবহারো, পসয্হারো, পরিকপ্পবহারো, পটিচ্ছন্নাবহারো, কুসবহারো। সেই পাঁচটি অবহার "অন্যতর ভিক্ষু সংঘের চীবর ভাগ করবার সময় চৌর্যচিত্তে কুশতৃণ (কটনশলকা) অতিক্রম করে চীবর গ্রহণ করেছিল। "পারাজিকা গ্রন্থের ১৩৮ নং ধারায় উক্ত কুশতৃণ অতিক্রম বত্থুতে বর্ণনা করা হবে। এই হচ্ছে স্তেয্যাবহার পঞ্চক। এরূপে এই পাঁচটি পঞ্চকে বিভক্ত করে এই পঁচিশটি অবহার জ্ঞাতব্য।

এই পাঁচটি পঞ্চকের মধ্যে দক্ষ বিনয়ধরগণ বত্থু অতিক্রম করে সহজে বিশ্লেষণপূর্বক "পঞ্চস্থান"বশে অবলোক করবেন। সে সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলেছিলেন, "বত্থু, কাল, দেশ, মূল্য ও পরিভোগ পঞ্চম, এই পঞ্চ স্থানবশে বিচক্ষণগণ অর্থ ধারণ করেন।"

তথায় "বত্থু" বলতে ভাণ্ড তথায় দ্রব্যকেই বুঝানো হয়েছে। হরণকারী কর্তৃক "ইহা আমি হরণ করেছি" বলা হলেও আপত্তি আরোপিত না করে প্রথমে সেই ভাণ্ড তথা দ্রব্যটির কোনো মালিক আছে কি না বিচার করতে হবে। মালিক থাকলে সেই মালিকের আসক্তি বা নিরাসক্তি ভাব বিচার করতে হবে। যদি মালিকের আসক্তিযুক্ত কোনো দ্রব্য-চুরি করা হয়, তাহলে সেই ভাণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করে আপত্তি নির্ধারণ করতে হবে। তবে নিরাসক্তিযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে পারাজিকা নির্দেশ করা যাবে না। এমতাবস্থায় ভাণ্ডের মালিককে ডাকিয়ে তার ভাণ্ড তাকেই দিয়ে দিতে হবে। ইহাই এক্ষেত্রে সমীচীন বা উপযুক্ততা।

এই বিষয়টির অর্থ আরও স্পষ্টতর করার জন্য একটি কাহিনীর অবতারণা করা হলো। ভাতিয়রাজ রাজত্বকালে মহাচৈত্য পূজার নিমিত্ত দক্ষিণ দিকে হতে একজন ভিক্ষু এসেছিলেন। তিনি সাত হাতবিশিষ্ট একটি পাণ্ডুবস্ত্র কাঁধে করে চৈত্যাঙ্গনে প্রবেশ করছিলেন। তখন রাজাও নাকি চৈত্য বন্দনার জন্য এসেছিলেন। তথায় আসবার সময় রাজা শোভাযাত্রাকারে আসায় সে-স্থান মহাজনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। অনন্তর সেই ভিক্ষু জনসমুদ্রে উৎপীড়িত হয়ে কাঁধ হতে পাণ্ডুবস্ত্রটি পড়তে না দেখেই তথা হতে বের হয়ে আসলেন। আসার পর কাঁধে বস্ত্রটি না দেখে "মহাজন সমুদ্রের মধ্যে কে এই বস্ত্রটি চুরি করবে; আমি আর সেটি পাব না" এই ভেবে পাবার আশা ত্যাগ করে চলে গেলেন। অতঃপর একজন ভিক্ষু পরে আসার সময় সেই কাষায় বস্ত্রটি দেখে চৌর্যচিত্তে নিয়েছিলেন। পরে মনের মধ্যে সন্দেহ উৎপন্ন হওয়ায় "আমি এখন অশ্রমণ, অতএব আমি ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করব" এই চিত্ত উৎপন্ন হলে পরে আবার চিন্তা করলেন, "না, বিনয়ধর কোনো ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করে বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিলে ভালো হয়।"

তৎকালীন চুলসুমন স্থবির নামক একজন সমস্ত ত্রিপিটকধারী, বিখ্যাত বিনয়াচার্য ছিলেন। তিনি মহাবিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই ভিক্ষু স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনাপূর্বক অবকাশ নিয়ে আপন সংশয়ের বিষয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। স্থবির সেই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে পরে আগমন পূর্বক গৃহীত হয়েছে জেনে চিন্তা করলেন, "বিষয়টিতে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।" তাই তাকে বললেন, "যদি বস্ত্রের মালিককে ডেকে আনতে পার তাহলে তোমাকে সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারব।" "ভন্তে, আমি কোথায় তাকে খোজ

করব।" "সেই সেই স্থানে গিয়ে খুঁজে দেখ।" পরে সেই ভিক্ষু পাঁচ পাঁচটি মহাবিহারের গিয়ে খোঁজ নেওয়ার পর তার হদিশ পেলেন না। তারপর স্থবির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেদিন কোন দিক হতে বহু ভিক্ষু এসেছিলেন?" "ভন্তে, দক্ষিণ দিক হতে।" "তাহলে সেই কাষায় বস্ত্রের দৈর্ঘ ও প্রস্থ মেপে রেখে দাও এবং যাও দক্ষিণ দিকের প্রতিটি বিহারে খোঁজ নিয়ে সেই ভিক্ষুকে নিয়ে আস।" ভিক্ষু সেভাবে খোঁজ নেওয়ার পর সেই ভিক্ষুকে খুঁজে পেয়ে স্থবিরের নিকট আনলেন। স্থবির তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহা তোমার বস্ত্র কি?" "হ্যাঁ ভন্তে, ইহা আমারই বস্ত্র।" "তুমি তা কোথায় হারিয়েছিলেন?" তারপর সেই ভিক্ষু স্থবিরকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানলেন। স্থবির তখন তার পাবার আশা ত্যাগের কথা শুনে অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ইহা কোথায় দেখতে পেয়েছিলে?" সেই ভিক্ষুও সমস্ত ঘটনা জানালেন। তারপর স্থবির তাকে বললেন, "যদি তুমি তা পবিত্র চিত্তে গ্রহণ করতে, তাহলে তোমার অনাপত্তি হত। তুমি চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করায় দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে। তা আপত্তি দেশনা করে আপত্তি মুক্ত হও এবং এই বস্ত্রটি নিজের সম্পদে পরিণত করে সেই ভিক্ষুকে দিয়ে দাও।" পরে সেই ভিক্ষুটি অমৃত নির্বাণে অভিষিক্ত হয়ে পরমাস্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এভাবেই এই বত্থু দেখতে হবে।

"কাল" বলতে অবহার কাল। সেই ভাণ্ডের মূল্য কখনও কমে, কখনও বাড়ে। তাই, সেই ভণ্ডটি যেই সময় হৃত হয়েছে, সেই সময়ের মূল্যমান ধরেই আপত্তি নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই "কাল" দেখা কর্তব্য।

"দেশ" বলতে অবহার দেশ। সেই ভাণ্ড যেই দেশে চুরি করা হয়েছে, সেই দেশের মূল্যমান অনুসারেই আপত্তি নির্ধারণ করতে হবে। ভাণ্ড উৎপাদনশীল দেশেই দ্রব্যের দাম একটু কম থাকে, অন্যান্য দেশে তা মহার্ঘ মূল্যের।

ইহার অর্থ আরও স্পষ্টতর করার জন্য একটি কাহিনীর অবতারণা করা হলো। একজন ভিক্ষু সমুদ্রের মধ্যে একটি সুন্দর নারিকেল পেয়েছিলেন। হস্তকর্মের মাধ্যমে সেটিকে একটি সুন্দর মনোরম শংখথালা সদৃশ পানীয় থালা তৈরি করে সেখানের বিহারে রেখেই তিনি চৈত্যগিরিতে চলে গিয়েছিলেন। অনন্তর অন্যতর একজন ভিক্ষু সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে সেই বিহারে প্রবেশের পর সেই থালাটি দেখতে পেলেনে। অতঃপর চৌর্যচিত্তে সেটি নিয়ে তিনিও সেই চৈত্যগিরিতেই আসলেন। তথায় তাকে সেই থালায় করে যাগু পান করতে দেখে থালাটির প্রকৃত মালিক ভিক্ষু বললেন, "এই থালাটি আপনি কোথায় পেয়েছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "সমুদ্রের মধ্য থেকেই আমি সেটি এনেছি।" সেই ভিক্ষু তখন "ইহা তোমার সম্পত্তি নয়, এটি তুমি চুরি করেছ।" এই বলে তাকে ধরে সংঘমধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে উপযুক্ত বিচার না পেয়ে

মহাবিহারে গেলেন। তথায় ঢোল পিটিয়ে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে বিচার আরম্ভ করেছিলেন। বিনয়ধর স্থবিরগণ অবহার সম্পর্কে অবগত করালেন।

সেই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে আভিধার্মিক গোদত্ত স্থবির নামক একজন বিনয়জ্ঞ ভিক্ষু ছিলেন। তিনি বললেন, "ইনি এই থালাটি কোথায় চুরি করেছিলেন?" "সমুদ্রের মধ্য থেকে চুরি করেছিরেন।" "সেখানে ইহার মূল্য কত?" "সেখানে ইহার কোনো মূল্য নেই। সেখানে নারিকেল ভেঙে শাঁস খাওয়ার পর নারিকেলের খোলটি এমনিতেই ফেলে দেয়া হয় এবং শুধু লাকড়ি হিসেবেই কাজে আসে। "অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন– "এই ভিক্ষুর হস্তকর্মের মূল্য কত?" "একমাসক বা অর্ধমাসক।" অতঃপর স্থবির সবকিছু বিবেচনার পর বললেন, "কোথাও কি সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একমাসক বা অর্ধমাসকে পারাজিকা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে বলে তার প্রমাণ আছে?" এভাবে বললে সেখানে "সাধু সাধু, আপনার দ্বারা ইহা সুকথিতই হয়েছে, সুষ্ঠু মীমাংসিতই হয়েছে" বলে সাধুবাদ রব উঠেছিল। সেই সময়ে ভাতিয় রাজাও চৈত্যবন্দনার্থে নগর হতে বের হলে সেই শব্দ শুনার পর "ইহা কিসের শব্দ?" বলে প্রশ্ন করেছিলেন। অতঃপর সমস্ত ঘটনা শুনার পর রাজ্যে ঘোষণা করলেন, "আমার অবর্তমানে আভিধার্মিক গোদত্ত স্থবির কর্তৃক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও গৃহীদের মামলা মোকদ্দমার সুষ্ঠু বিচার করা হয়েছে, সুষ্ঠু মীমাংসিত হয়েছে। তার বিচারে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করছি।" এভাবেই দেশ অবলোকন করতে হবে।

"মূল্য" বলতে ভাণ্ড তথা দ্রব্যের মূল্য। নতুন জিনিস হলে সেটি পরে ক্ষয় হয়, জীর্ণ পুরাতন হয়। যেমন একটি নতুন পাত্রের মূল্য আট বা দশ টাকা, কিন্তু পরে সেটি ছিঁড়ে গেলে, ছিদ্র হলে, পাত্রে গর্ত সৃষ্টি হলে, মূল্য কমে যায়। তাই সব সময় কোনো জিনিসের মূল্য নির্ধারণের জন্য স্বাভাবিক মূল্যমান নির্ধারণ করা অনুচিত। এভাবেই "মূল্য" অবলোকন করতে হবে।

"পরিভোগ" বলতে ভাণ্ড পরিভোগ। ছুড়ি, কুঠার প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করলে তার মূল্য কমে যায়। তাই এভাবে বিচার করতে হবে– যদি কেউ কারো পাদমূল্যমানের ছুড়ি হরণ করে, সেক্ষেত্রে ছুড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করতে হবে, "তুমি এই ছুড়িটি কত টাকা দিয়ে কিনেছিলে?" "ভন্তে, পদ পরিমাণ টাকা দিয়ে।" "তুমি কি তা কেনার পর রেখে দিয়েছিলেন। অথবা ব্যবহার করেছিলেন?" তখন যদি সেই ভিক্ষু বলে– "আমি একদিন দন্তকাষ্ঠ রং দেওয়ার ছাল অথবা পাত্র পাক করার কাষ্ঠ কেটেছিলাম অথবা ঘষে নষ্ট করেছিলাম।" সেক্ষেত্রে পুরোনো রূপে মূল্যমান কমে গিয়েছে বলে জানতে হবে। ছুড়ির ক্ষেত্রে যেমন তেমনভাবে অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, চারি, তৃণ, খড়কৃটা, তুষ, অথবা

ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা একবার ঘষে ধৌত করা মাত্রই মূল্যমান কমে যায়। সীমামণ্ডলকে খোদাই ও পরিমর্দন করলে মূল্যমান কমে যায়। স্নানবস্ত্র একবার মাত্র পরিধান ও পারুপনের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য কাঁধে বা শিরে স্থাপনের কারণে মূল্যমান কমে যায়। চাউল প্রভৃতি ঝাড়ার সময় সেখান থেকে একটি দুটি করে কমে গেলে, মূল্যমান কমে যায়। এমনকি একটি পাথরের টুকরাকে ঊর্ধ্বে তুলে ভেঙে ফেললেও মূল্যমান কমে যায়। ঘি, তৈল, প্রভৃতি একটি পাত্র আরেকটি পাত্রে ঢাললেও মূল্যমান কমে যায়। এমনকি সেখান থেকে মক্ষিকা বা পিপীলিকা তুলে নিয়ে ফেলে দিলেও মূল্যমান কমে যায়। চিনির মিষ্টতা জানার জন্য নখের কোণে সামান্য পরিমাণ নিলেও মূল্যমান কমে যায়। তাই যা কিছু পাদমূল্যমান দ্রব্য আছে সেগুলি উক্ত প্রকারে মালিক ব্যবহার করায় মূল্যমান কমে গেলে চুরি করা ভিক্ষুকে পারাজিকা আপত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এভাবেই "পরিভোগ" দ্রষ্টব্য। এরূপে এই সমস্ত তুলনা করে বিচক্ষণ পঞ্চস্থানের অর্থ ধারণ করে থাকেন। এবং আপত্তি-অনাপত্তি, গুরু আপত্তি, লঘু আপত্তি প্রভৃতি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

"আদিযেয্য ... সঙ্কেতং বীতিনামেয্য" প্রভৃতি পদের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

এক্ষণে "যথারূপে আদিন্নাদানে" প্রভৃতি বিভাজিত করতে গিয়ে "যথারূপং নামা" প্রভৃতি বলা হয়েছে। তথায় "যথারূপং" বলতে যথা শ্রেণীর, যেই জাতীয়। যেহেতু তা "পাদ" হতে তদুর্ধ মূল্যমান, তাই বলা হয়েছে : "পাদং বা পাদারহং বা অতিরেক পাদং বা।" তথায় "পাদ" বলতে এক কার্ষাপন বা এক টাকার একচতুর্থাংশ তথা সিকি পয়সা মূল্যের অকপ্পিয় ভাণ্ড বা দ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছে। "পাদারহং" বলতে তাদৃশ পাদমূল্যমান অন্যান্য কপ্পিয়ভাণ্ড। "অতিরেক পাদ" শব্দ দ্বারা উভয়কেই বুঝানো হয়েছে এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রকারে দ্বিতীয় পারাজিকার যথেষ্ট পরিমাণ বত্থু প্রদর্শিত হয়েছে।

"পথব্যা রাজা" বলতে দীপচক্রবর্তী অশোকের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর রাজা। অথবা যিনি সিংহল দ্বীপের রাজার ন্যায় একটি মাত্র দ্বীপের রাজা। "পদেসরাজা" বলতে একটি দ্বীপের মধ্যে প্রদেশস্থ রজা, যেমন বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ প্রভৃতি। "মণ্ডলিকা" বলতে যারা দীপস্থ প্রদেশের মধ্যে থেকে একেকটি মণ্ডল ভোজন করেন। "অন্তরভোগিকা" বলতে দুইজন রাজার মধ্যে কতিপয় গ্রাম্যস্বামী। "অক্খস্সা" বলতে ধর্মবিচারক, তারা ধর্মসভায় উপবেশন করে অপরাধ অনুসারে চোরদের হস্তপদ ছেদনাদি অনুশাসন করেন। যে সমস্ত স্থানান্তর কৃত অমাত্য বা রাজকুমারেরা অপরাধ করে থাকেন, তারা তা রাজাকে জানান। এমন গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তারা স্বয়ং বিচার করেন না। "মহামত্তা" বলতে স্থানান্তর প্রাপ্ত মহামাত্য; তারাও সেই সেই গ্রামে বা নিগমে

উপবিষ্ট হয়ে রাজকৃত্য সম্পাদন করেন। "যো বা পন" বলতে অন্যান্য যারা রাজপরিবারের আশ্রয়ে থেকে বা স্বনির্ভর হয়ে জীবন যাপন করে ছেদন, ভেদনাদি অনুশাসন করেন, তাদের সকলকেই এই অর্থে "রাজা" বলা হয়েছে।

"হনেয্যুং" বলতে আঘাত করেন, প্রহার করেন, ছেদন করেন। "পব্বজেয্যুং" বলতে রাজ্য হতে বহিষ্কার করেন, নির্বাসিত করেন। "চোরোসি" বলতে পূর্বোক্ত প্রভৃতি বাক্যে পরিভাষণ করেন, নিন্দা করেন, তিষ্কার করেন। তাই "ইহাই পরিভাষণ" বলেছিলেন। "পুরিমং উপদায" বলতে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করে পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে। অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত হওয়ায় ও সহজবোধ্য হওয়ায় সকলেই সহজে বুঝতে পারবেন।

৯৩। এরূপে বর্ণিত শিক্ষাপদের পদানুসারে বিভাজিত করে এখন "অদিযেয্য" প্রভৃতি ছয়টি পদকে সংক্ষিপ্ত আকারে 'গ্রহণা'দি দেখিয়ে সংক্ষেপে "পাদং বা পাদারহং বা অতিরেক পাদং বা" প্রভৃতি গৃহীতব্য ভাণ্ড প্রদর্শিত হয়েছে। ভবিষ্যতে পাপী ভিক্ষুরা যাতে লেশমাত্র সুযোগ না পায়, তজ্জন্য সেই ভাণ্ড যেখানে যেখানে রাখা হয়েছে যে প্রকারে গ্রহণ করলে গ্রহণ গণ্য হয়, সেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করতেই "ভূমিস্থিত, স্থলেস্থিত" প্রভৃতি আকারে মাতিকা স্থাপন পূর্বক "ভূম্মট্ঠং নাম ভণ্ডং ভূমিযং নিক্খিত্তং হোতি" প্রভৃতি আকারে বিস্তারিত ইহার বিভঙ্গ তথা বিশ্লেষণ করেছিলেন।

[পঁচিশ প্রকার অবহার কথা সমাপ্ত]

ভূমিস্থিত কথা

৯৪। এখানে শুধু যেই সমস্ত পদ গভীর অর্থদ্যোতক যেই সমস্ত পদের অর্থসহ বিশ্লেষণ করা হবে। "নিখাতং" বলতে ভূমিখনন করে গচ্ছিত রাখা। "পটিচ্ছন্নং" বলতে পাংশু তথা কাদামাটি, ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত। "ভূম্মট্ঠং ভাণ্ডং ... গচ্ছতি বা, আপত্তি দুক্কটস্স" বলতে এভাবে ভূমি খনন করে রাখা বা ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা ভূমিস্থিত ভাণ্ড বা দ্রব্য কোনো ভিক্ষু যেকোনো উপায়ে "আহরণ করব" ভেবে চৌর্যচিত্তে রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে গমন করলে, সেই ভাণ্ডের জায়গায় না পৌছালেও সমস্ত কায়-বাক্য বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। কিরূপে? সে সেই ভাণ্ডটি আহরণের জন্য ঘুম থেকে উঠে যেই যেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করবে, পরিধান ও পারুপন করার সময় প্রতিবার হস্ত সঞ্চালনে দুক্কট আপত্তি। "ভাণ্ডটি অত্যন্ত বড়, আমি একা আহরণ করতে পারব না; তাই দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষু অনুসন্ধান করব" এই ভেবে কোনো সহায়ক বন্ধু ভিক্ষুর নিকট গমনেচ্ছু হয়ে

দরজা খুললে প্রতি পদে পদে ও প্রতি হস্ত সঞ্চালনে দুক্কট আপত্তি। দরজা বন্ধ করার পর উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্য কারোর কাছে গমনে অনাপত্তি। তার শয়নের স্থানে গমন পূর্বক "অমুক" বলে ডাকলে এবং তাকে বিষয়টি অবগত করে "এস, যাই" বললে প্রতিটি বাক্যে দুক্কট আপত্তি। সেই ভিক্ষুও তার কথায় ঘুম থেকে উঠলে, তারও দুক্কট আপত্তি। ঘুম থেকে উঠার পর তার নিকট গমনেচ্ছু হয়ে চীবর পরিধান ও পারুপন করলে এবং দরজা খুলে তার নিকট গমন করলে, প্রতি হস্ত ও পদ সঞ্চালনে সর্বত্রই দুক্কট আপত্তি। সে তাকে "অমুক অমুক কোথায়? অমুক অমুককে ডাকো।" এভাবে জিজ্ঞাসা করলে কথায় কথায় দুক্কট আপত্তি। সকলে সমবেত হয়েছেন দেখে "আমি অমুক স্থানে এমন একটি নিধি (গুপ্তধন) খুঁজে পেয়েছি; চল আমরা সেটি নিয়ে পুণ্য করব, সুখে জীবন যাপন করব" বললে কথায় কথায় দুক্কট আপত্তি।

এভাবে সহায়ক পাওয়ার পর কুদাল অনুসন্ধান করলে যদি নিজের কুদাল থাকে, তাহলে "তা আহরণ করব" ভেবে গমন করলে, গ্রহণ করলে ও আহরণ করলে সর্বত্রই প্রতি হস্ত ও পদ সঞ্চালনে দুক্কট আপত্তি। যদি কুদাল না থাকে, অন্য ভিক্ষু বা গৃহীর নিকট গিয়ে যাচঞা করে এবং যাচঞার সময় যদি "আমাকে একটি কুদাল দাও, আমার কুদালের প্রয়োজন, আমার কিছু কাজ আছে, তা করার পরই ফেরত দিয়ে দেব" এভাবে মিথ্যা না বলে যাচঞা করলে কথায় কথায় দুক্কট। যদি "মাতিকা শোধন কর্ম আছে" এই বলে মিথ্যা ভাষণ করে, যেই যেই বাক্য মিথ্যা সেই সেই বাক্যে পাচিত্তিয় আপত্তি। মহা অর্থকথায় কিন্তু সত্যও যদি অলীকভাবে বলা হয়, ততে দুক্কট আপত্তি বলা হয়েছে। সেটি ভুলবশত লেখা হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য। অদত্ত বস্তু গ্রহণে পূর্বপ্রয়োগে পাচিত্তিয় স্থানে দুক্কট বলতে কিছু নেই। যদি কুদালের দণ্ড না থাকে "দণ্ড তৈরি করব" ভেবে ছুড়িকা বা কুঠার হাতে নেয় এবং সেটি করবার জন্য গমন করে, গমনের পর শুকনো কাঠ কাটে, চিড়ে ও টেনে নিয়ে আসে, সর্বত্রই প্রতি হস্ত ও পদ সঞ্চালনে দুক্কট আপত্তি। তৎপরবর্তী সমস্ত প্রকার প্রয়োগের মধ্যেই দুক্কট আপত্তি। সংক্ষিপ্ত অর্থকথায় ও মহাপচ্চরিয়ায় কিন্তু তথাস্থ উৎপন্ন কাঠ, লতা ছেদনের জন্য ছুড়িকা বা কুঠার অনুসন্ধান করলে ও দুক্কট বলা হয়েছে। যদি তাদের মনে এই চিন্তা উদয় হয় : "ছুড়িকা, কুঠার, কুদাল যাচঞার সময় অমরা ধরা পড়ে যেতে পারি; তাই লৌহ উত্তোলনপূর্বক তা করব।" এভাবে চিন্তা করে অরণ্যে গিয়ে লৌহবীজের জন্য মাটি খনন করলে, অকপ্পিয় মাটি খননের দায়ে দুক্কট আপত্তির সাথে পাচিত্তিয় আপত্তিও হয় বলে মহাপচ্চরিয়ায় বলা হয়েছে। ইহা এখানে যেমন বলা হয়েছে, তেমনভাবে সর্বত্রই পাচিত্তিয়স্থানে দুক্কট আপত্তি হতেও রেহাই নেই। তবে কপ্পিয় মাটি খনন করলে শুধু দুক্কট আপত্তি। বীজ

গ্রহণের পর থেকে সমস্ত কাজেই প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট।

ঝুড়ি অনুসন্ধান করলেও হস্ত পদ সঞ্চালন অনুসারে পূর্বানুরূপ দুক্কট আপত্তি। মিথ্যা বললে পাচিত্তিয়। ঝুড়ি নির্মাণের জন্য তৃণ, লতাপাতা ছেদন করলে পাচিত্তিয়। এভাবেই সমস্ত পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য। "গচ্ছতি বা আপত্তি দুক্কটস্স" বলতে এরূপে সহায়ক, কুদাল ও ঝুড়ি অনুসন্ধানের পর গুপ্তধনের স্থানে গমন করলে, প্রতি পদে পদে দুক্কট আপত্তি। যদি গমনের সময় "এই গুপ্তধন পেলে বুদ্ধপূজা, ধর্মপুজা বা সংঘের উদ্দেশ্যে ভোজন দান করব" এই ভেবে কুশলচিত্ত উৎপাদন করে তাহলে অনাপত্তি। কেন? চৌর্যচিত্তে গমনে দুক্কট আপত্তি বলার কারণে। ইহা এখানে যেমন বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে সর্বত্রই অচৌর্যচিত্তে গমনে অনাপত্তি। পথ হতে অবতরণপূর্বক গুপ্তধনের স্থানে গমনের জন্য পথ নির্মাণের সময় গাছ কাটলে, পাচিত্তিয়। শুকনো কাঠ কাটলে দুক্কট।

"তত্থজাতকং" বলতে দীর্ঘকাল ধরে সেখানে নিহিত থাকা কলসী প্রভৃতির উপরে জাত বা উৎপন্ন। "কট্ঠং বা লতা বা" বলতে শুধুমাত্র কাষ্ঠ বা লতা নয়, যা কিছু সজীব, শুষ্ক বা তৃণ-বৃক্ষ লতাদি ছেদন করলেই সহপ্রয়োগের কারণে দুক্কট আপত্তি।

এই স্থানে অষ্টবিধ দুক্কট আপত্তি যুক্ত করে স্থবির কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। যথা : পূর্বপ্রয়োগে দুক্কট, সহপ্রয়োগে দুক্কট, অনামাস দুক্কট, দুরুপচিন্ন দুক্কট, বিনয় দুক্কট, জ্ঞাত দুক্কট, জ্ঞপ্তি দুক্কট ও সম্মতি দুক্কট। তথায় "চৌর্যচিত্তে দ্বিতীয় কুদাল বা ঝুড়ি অনুস্থান করলে বা গমন করলে, দুক্কট আপত্তি।" ইহাই হচ্ছে পূর্বপ্রয়োগ দুক্কট। এক্ষেত্রে দুক্কট স্থানে দুক্কট এবং পাচিত্তিয় স্থানে পাচিত্তয় হয়। "তথায় জাত বা উৎপন্ন কাষ্ঠ বা লতা ছেদন করলে দুক্কট আপত্তি। ইহাই হচ্ছে সহপ্রয়োগ দুক্কট। এখানে পাচিত্তিয় বত্থু ও দুক্কট বত্থু উভয়েই দুক্কট স্থানে দাঁড়ায়। কেন? অবহারের সহপ্রয়োগের কারণে। দশপ্রকার রত্ন ও সাত প্রকার ধান্য, এই সমস্ত ভাণ্ডাদি স্পর্শ করলেই দুক্কট বলা হয়েছে। ইহাই হচ্ছে অনামাস দুক্কট। কলা, নারিকেল প্রভৃতির তদুৎপন্ন ফলসমূহ ছুঁইলে যেই দুক্কট আপত্তি হয় বলে বলা হয়েছে, তা দরুপচিন্ন দুক্কট। পিণ্ডার্থে বিচরণের সময় পাত্রে ময়লা পড়তে এবং ধৌত না করেই তাতে ভিক্ষা গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি বলা হয়েছে। ইহাই হচ্ছে বিনয় দুক্কট। "শুনেও না বললে দুক্কট আপত্তি হবে।" (পারাজিকা-৪১৯) ইহাই হচ্ছে জ্ঞাত দুক্কট। একাদশ প্রকার সমনুভাষণের মধ্যে জ্ঞাপ্তি স্থাপনের পর দুক্কট আপত্তি হয় বলা হয়েছে। ইহাই হচ্ছে জ্ঞাপ্তি দুক্কট। "সেই ভিক্ষুর পূর্বঘটনা যদি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ না পায়, পরে সম্মতি দিলেই দুক্কট আপত্তি।" (মহাবর্গ-২০৭) ইহাই হচ্ছে সম্মতি দুক্কট। ইহা সহপ্রয়োগ দুক্কট। তাই বলা হয়েছে : "যা কিছু ভেজা বা শুষ্ক তৃণ,

লতাপাতা প্রভৃতি ছেদন করলে সহপ্রয়োগের কারণে দুক্কট আপত্তি হয়।

তদুৎপন্ন তৃণ, বৃক্ষ, লতাপাতাদির মধ্যে যেকোনোটি ছিন্ন হলেও যদি চিত্তে লজ্জাভাবে উদয় হয়, সংযম চিত্ত উৎপন্ন হয়, ছেদনজনিত প্রাপ্ত দুক্কট আপত্তি দেশনা করে, তাহলে মুক্ত হওয়া যায়। অথবা আশা ত্যাগ না করে যদি সে সোৎসাহে কাদা খনন করে তাহলে ছেদনজনিত দুক্কট আপত্তি হয় না, কিন্তু খননজনিত দুক্কট আপত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। অকপ্পিয় মাটি খনন করলে ও সহপ্রয়োগের কারণে দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। যদি চতুর্দিকে খনন করে পাত্রের মূল্য পাওয়ার পরই চিত্তে লজ্জাভাব উদয় হয়, তাহলে খননজনিত কারণে দুক্কট আপত্তিটি দেশনা করে মুক্ত হওয়া যায়।

"ব্যূহতি বা" বলতে অথবা সোৎসাহে কাদামাটি সরিয়ে নিয়ে একপাশে রাশিকৃত করলে, খননজনিত দুক্কট আপত্তি হয় না বটে, কিন্তু একপাশে সরিয়ে নেওয়া-জনিত দুক্কট আপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কাদামাটি এখানে ওখানে পুঞ্জীভূত করলে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি হয়। যদি স্তূপীকৃত করবার পর আশা ত্যাগ করে লজ্জাভাব উদয় হয়, তাহলে একপাশে সরিয়ে নেয়ার দায়ে প্রাপ্ত দুক্কট আপত্তি দেশনা করে মুক্ত হওয়া যায়। "উদ্ধরতি বা" বলতে সোৎসাহে কাদামাটি উত্তোলনপূর্বক বাইরে ফেললে, একপাশে সরিয়ে নেওয়া-জনিত দুক্কট আপত্তি হয় না বটে, কিন্তু উত্তোলনজনিত দুক্কট আপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুদাল, হাতা অথবা ঝাড়ু দিয়ে কাদামাটি সেই সেই স্থানে ফেললে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি হয়। যদি সমস্ত কাদামাটি তুলে নিয়ে কলসীতে বা স্থলে রাখার পর চিত্তে লজ্জাভাব উদয় হয়, তাহলে উত্তোলনজনিত দুক্কট আপত্তি দেশনা করে মুক্ত হওয়া যায়। অথবা সোৎসাহে কলসী স্পর্শ করলে উত্তোলনজনিত দুক্কট আপত্তি হয় না বটে, কিন্তু স্পর্শজনিত দুক্কট আপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পর্শ করবার পরও যদি চিত্তে লজ্জাভাব উদয় হয়, স্পর্শজনিত দুক্কট আপত্তি দেশনা করে মুক্ত হওয়া যায়। অথবা "সোৎসাহে কলসী নাড়াচাড়া করলে, স্পর্শজনিত দুক্কট আপত্তি হয় না বটে, কিন্তু "নাড়াচাড়া দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে দুক্কট ও থুল্লচ্চয় এই দুটি শব্দের অর্থ হচ্ছে এই : প্রথম আপত্তিটি দুষ্টুকৃত, শাস্তা কর্তৃক কথিত কর্তব্যের বিরুদ্ধকৃত এই অর্থে দুক্কট। অথবা দুষ্ঠুকৃত, বিরূপকৃত, ভিক্ষু করণীয়ের মাঝে এই কাজ শোভা পায় না এই অর্থেও দুক্কট। তাই বলা হয়েছে :

"দুক্কট বলিয়া যাহা এইরূপে কথিত,
যথাযথভাবে শুন তাহা এইমত।
যা কিছু দুষ্ঠুকৃত, বিরুদ্ধে কৃত ও স্খলিত,

গোপনে বা প্রকাশ্যে যেই পাপ নর করে সতত।
তৎসমস্তই দুক্কট বলে হয় প্রকাশিত,
তাই তো এভাবেতে হয়েছে বর্ণিত।" (পরিবার-৩৩৯)

অপরটি স্থূলতা ও পাপের কারণেই 'থুল্লচ্চয়' বলে কথিত হয়। "মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত করায়" (সংযুক্তনিকায়-১.৪৯) এবং "যার ফল ভীষণ কটুকাবহ হয়" (ধম্মপদ, শ্লোক ৬৬; নেত্তিপ্রকরণ, ৯১) প্রভৃতিতে বর্ণিত কথার সাথে ইহার সম্বন্ধ আছে বলে জ্ঞাতব্য। দেশনাগামী আপত্তি তথা পাপের মধ্যে ইহার সমান স্থূল পাপ আর নেই। তাই বলা হয়েছে : "স্থূলতা পাপের কারণেই থুল্লচ্চয়।" আরও বলা হয়েছে :

"থুল্লচ্চয় বলিয়া যাহা এইরূপে কথিত,
যথাযথভাবে শুন তাহা এইমত।
একজন অন্যজনের কাছে করে প্রকাশন,
তিনিও তাহা সেইভাবে করেন গ্রহণ।
ইহা সম পাপ তাই থুল্লচ্চয়;
তাই তো এইরূপে তাহা কথিত হয়।" (পরিবার, ৩৩৯)

নড়াচাড়া করলে প্রয়োগ প্রয়োগে থুল্লচ্চয়। নাড়াচাড়া করবার পর চিত্তে লজ্জাভাব উদয় হলে থুল্লচ্চয় আপত্তি দেশনা করে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে সহপ্রয়োগের পর থেকেই পূর্বোক্ত আপত্তিগুলি কমে যায়, কিন্তু সহপ্রয়োগ না করে চিত্তে লজ্জাভাব উদয় হলে পূর্বপ্রয়োগে যেই দুক্কট আপত্তি ও পাচিত্তিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে, তৎসমস্তই দেশনা করতে হবে। সহপ্রয়োগে তদুৎপন্ন নাড়িকেলাদি ছেদন বহু দুক্কট আপত্তি। কাদামটি খননে পড়ে গেলে তখন শুধু একটি মাত্র দুক্কট আপত্তি হয়। খনন করলে কাদামাটি সরিয়ে ফেলাজনিত বহুবিধ দুক্কট, কাদামাটি সরিয়ে ফেললে উত্তোলন জনিত বহুবিধ দুক্কট, উত্তোলন করলে স্পর্শকরণজনিত বহুবিধ দুক্কট, স্পর্শ করলে নাড়াচাড়াজনিত বহুবিধ দুক্কট। কাদামাটি খনন প্রভৃতিতে চিত্তে লজ্জাভাব উৎপন্ন হলে, বহুবিধ আপত্তি হয়, তথাপি একটি মাত্র আপত্তি দেশনা করলেই অন্যসব আপত্তি হতেও মুক্ত হওয়া যায় বলে সিংহলদেশীয় বিনয় অর্থকথায় বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত আপত্তি রহিত হওয়া মানে হচ্ছে এই : "জ্ঞাপ্তি স্থাপনের পর দুক্কট আপত্তি ও দুইবার কর্মবাক্য পাঠ শেষে থুল্লচ্চয় আপত্তি তখন রহিত হয়ে যায়।" (পারাজিকা, ৪১৪) এরূপে তাহা অনুশ্রবণবশেই বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু দ্বিতীয় পারাজিকার অর্থকথাচার্যের বিচারেই গ্রহীতব্য।

"ঠানাং চাবেতি আপত্তি পারাজিকাকস্‌স" বলতে যেই ভিক্ষু নাড়াচাড়া করার পরও চিত্তে লজ্জাভাব উৎপন্ন না করে সেই কলসী বা ঝুড়িকে সেই স্থান হতে

অন্ততপক্ষে কেশাগ্রমাত্র স্থানচ্যুত করে, তার পারাজিকা আপত্তি হয় এই অর্থে। এখানে ছয় আকারে স্থানচ্যুত হয় বলে জ্ঞাতব্য। কিরূপে? (১) কলসীর মুখে ধরে নিজের দিকে টানার সময় কলসীর শেষের অংশটি সম্মুখাংশে স্থিত স্থানটিকে কেশাগ্রমাত্র অতিক্রম করলেই পারাজিকা। (২) ঠিক সেভাবে ধরে পেছনের দিকে ঠেলা দিবার সময় কলসীর সম্মুখস্থ অংশটি কেশাগ্রমাত্র ইহার শেষাংশে স্থিত স্থানটিকে অতিক্রম করলেই পারাজিকা (৩) বাম অথবা ডান দিক হতে সরানোর সময় বামদিকস্থ অংশটি ডানদিকে স্থিত স্থানটিকে কেশাগ্রমাত্র অতিক্রম করলেই পারাজিকা। (৪) ডানদিকস্থ অংশটি বামদিকস্থ স্থিত স্থানটি হতে কেশাগ্রমাত্র অতিক্রম করলেই পারাজিকা। (৫) উপরে তোলার সময় কেশাগ্রমাত্র ভূমি হতে মুক্ত করলেই পারাজিকা। (৬) খনন করে মাটির নীচে পুঁতে রাখার সময় কলসীর মুখটি ইহার তলদেশস্থ স্থিত স্থানটিকে কেশাগ্রমাত্র অতিক্রম করলেই পারাজিকা। এই হচ্ছে একস্থানে স্থিত কলসীর ক্ষেত্রে। তবে যদি কলসীর মুখটিকে শক্তভাবে ঢেকে দিয়ে শিকলবদ্ধ বা বৃক্ষদণ্ডাদি ভূমিতে প্রোথিত করে তথায় শিকলবদ্ধ করে রাখা হয়, সেক্ষেত্রে একদিকের একটি শিকল বন্ধনের দুটি স্থান লব্ধ হয়। তদ্রুপ দুই, তিন, চার দিকের চারিটি শিকল বন্ধনে পঞ্চস্থান লব্ধ হয়।

তথায় একটি খুঁটিতে বদ্ধ কলসীর ক্ষেত্রে প্রথমে খুঁটি তুললে অথবা শিকলবন্ধন ছিঁড়ে ফেললে থুল্লচয়। সেখান থেকে পূর্ববর্ণিত প্রকারে কলসীটিকে কেশাগ্রমাত্র স্থানচ্যুত করলেই পারাজিকা। অথবা প্রথমে কলসী তুললে থুল্লচয়। সেখান হতে খুঁটিটি কেশাগ্রমাত্র স্থানচ্যুত করলে অথবা শিকলবন্ধন ছিঁড়ে ফেললে পারাজিকা। এভাবে দুই, তিন, চারিটি খুঁটিতে বদ্ধ কলসীর ক্ষেত্রেও স্থানচ্যুত করলেই পারাজিকা। বাকিগুলির ক্ষেত্রে থুল্লচ্চয় হয় বলে জ্ঞাতব্য।

যদি খুঁটি না থাকে, শিকল বন্ধনের অগ্রে বলয়াকারে তথায় জাতবৃক্ষের গোড়ায় ঢুকানো হয়, সেক্ষেত্রে প্রথমে কলসী তুলে পরে বৃক্ষের গোড়াটি কেটে বলয়টি সরিয়ে ফেললে পারাজিকা। অথবা যদি বৃক্ষের গোড়াটি না কেটে বলয়টি একদিক নাড়াচাড়া করে, তাহলে রক্ষা পায়। আবার বৃক্ষের গোড়া হতে সরিয়ে না ফেলেও হাতে শূন্যে তুলে ধরলে তাহলেও পারাজিকা। ইহাই এখানে বিশেষত্ব, অবশিষ্ট পূর্ববৎ।

আবার কেউ যদি পরে চিনতে পারার জন্য কলসীর উপর নিগ্রোধবৃক্ষাদি রোপন করে এবং বৃক্ষমূলটি কলসী বেষ্টন করে থাকে, সেক্ষেত্রে "বৃক্ষমূল কেটে কলসী নেব" এই ভেবে বৃক্ষমূল ছেদন করলে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট। বৃক্ষমূল কাটার পর কলসীটিকে নিজের সুবিধা মতো কেশাগ্রমাত্র স্থানচ্যুত করলেই পারাজিকা। বৃক্ষমূলটি কেটে ফেলার পরও যদি কলসীটি আরও নিম্নস্থানে গিয়ে

পড়ে, তাহলে রক্ষা পায়। তবে সেই পতিত নিম্নস্থান হতে তুললেই পারাজিকা। যদি বৃক্ষের শিকড়গুলি কেটে ফেলার পরও একটি মাত্র শিকড়ে কলসীটি আটকে থাকে, তখন সে "এই শিকড়টি না কাঠলে কলসীটি আটকে পড়ে যাবে" এই ভেবে শিকড়টি কেটে ফেললে কাটার সাথে সাথেই পারাজিকা। আবার যদি বদ্ধশুকরের ন্যায় একটি প্রামাণ্য শিকড়ে স্থিত থাকে এবং অন্য কোনো কিছুতেই বাঁধা না থাকে, সেক্ষেত্রে সেই শিকড়টি কাটার সাথে সাথেই পারাজিকা। যদি কলসীর উপরে বিশাল পাথর রাখা হয় এবং সেটিকে দণ্ড দিয়ে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছায় কলসীর উপরে জাত বৃক্ষ ছেদন পূর্বক আহরণ করে, সেই বৃক্ষটি কলসীর উপরে জাত না হওয়ার কারণে সেটি ছেদনে পাচিত্তিয়।

"অত্তনো ভাজনং" বলতে যদি কলসী তুলতে না পেরে কলসীর ভিতরের ভাণ্ড নেওয়ার জন্য সেটির মধ্যে নিজের পাত্র প্রবেশ করিয়ে কলসীর ভেতরে পঞ্চমাসক বা তদূর্ধ্ব মূল্যমানের কোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে দুক্কট। এক্ষেত্রে পারাজিকা নির্ধারণের জন্য পরিচ্ছেদ বলা হয়েছে। চৌর্যচিত্তে পঞ্চমাসকের কম মূল্যমানের দ্রব্য স্পর্শ করলেও দুক্কট আপত্তি হয়।

"ফন্দাপেতি" বললে এখানে যখন বদ্ধাকারে নিজের পাত্র তাতে প্রবেশ করায়, তখন নাড়াচাড়া করলে বলা হয়েছে। অন্যদিকে যে এখানে ওখানে সরিয়ে ফেলার সময় নাড়াচাড়া করায়, সেও থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়। যখন বদ্ধাবস্থা ছিন্ন হয়, কলসীর জিনিস কলসীতে ও পাত্রের জিনিষ পাত্রে হয়; এমতাবস্থায় কলসীতে বা পাত্রে করে আনীত হলেও পারাজিকা আপত্তি হয়।

"মুট্ঠিং বা ছিন্দতি" বলতে এখানে কলসীতে কর্ষাপন ভরার সময় আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বের হওয়া কিছু কার্ষাপন কলসীর কার্ষাপনগুলিকে যেমন স্পর্শ করে না, অনুরূপভাবে যে মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টি ছেদন করে সেও পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

"সুত্তারূল্হং" বলতে সুতায় আরোহিত। সুতা দ্বারা বুনিত ও সুতায় তৈরিই হচ্ছে ইহার অধিবচন। সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, সূত্রময় কটিবন্ধনী, মুক্তাহার প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত । "বেঠনং" বলতে মস্তকবেষ্টনী বস্ত্র তথা পাগড়ি। এগুলোর মধ্যে থেকে কোনো কিছু চৌর্যচিত্তে ছুঁইলে দুক্কট। নাড়াচাড়া করলে থুল্লচ্চয়। কটিবন্ধনী প্রভৃতি কটিদেশে করে হরণ করলে থুল্লচ্চয়।

"ঘংসেন্তো নীহরতি" বলতে এক্ষেত্রে ভরা কলসীর উপর রাখা ভরা কলসী বা মুখ ঢেকে দিয়ে রাখা কলসী চুরিচিত্তে ঘর্ষণ করে বাইরে নিক্ষেপ করলে থুল্লচ্চয়। কলসীর মুখ হতে মুক্ত করলেই পারাজিকা। যদি কোনো অর্ধভরা বা শূন্য কলসী রাখা হয়, এবং সেটি পরিপূর্ণ ভরাকলসী না হয়, সেক্ষেত্রে সেটি ঘর্ষণ করে বাইরে নিক্ষেপ করলে এবং তাতে করে স্বস্থান হতে কেশাগ্র মাত্র

স্থানচ্যুত হলেই পারাজিকা। পরিপূর্ণ ভরা কলসী বা অর্ধপূর্ণ কলসী সোজা ঊর্ধ্বদিকে তুলে নিম্নাংশ ধরে স্বস্থান হতে নাড়লে পারাজিকা। কলসীর ভেতরে রাখা পারাজিকাযোগ্য যেকোনো দ্রব্য কলসীর ভেতরে নাড়াচাড়া করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত কটিবন্ধনী ঘর্ষণপূর্বক কলসীর মুখ অতিক্রম না করে ততক্ষণ থুল্লচ্চয়। সেক্ষেত্রে সমস্ত কলসী স্থানই সংক্ষিপ্ত 'মহাপচ্চরিয়া' প্রভৃতিতে বলা হয়েছে। মহাঅর্থকথায় কিন্তু বলা হয়েছে : "স্থাপিত স্থানই শুধুমাত্র স্থান, জলপূর্ণ কলসী নয়। তাই যথাস্থিত স্থান হতে কেশাগ্র প্রমাণ স্থানচ্যুত হলেই পারাজিকা হয় বলে বলা হয়েছে এবং এখানে ইহাই প্রমাণ। অন্যটি কিন্তু আকাশগত করার সময় চীবর টাঙার বাঁশে রাখা চীবর অনুসারেই বর্ণিত হয়েছে, এখানে তা গৃহীতব্য নয়। বিনয়বিনিশ্চয়ের মধ্যে সসম্মানে যথাস্থানে রাখা কর্তব্য। ইহাই বিনয়ের নিয়ম। অন্যদিকে "নিজের ভাজনগত করলে বা মুষ্টি ছেদন করলে" এই বাক্য হতেও ইহা জ্ঞাতব্য। ইহা কলসীর ভেতরস্থ স্থিত স্থানই স্থান, সমস্ত কলসী নয়। ঘি প্রভৃতির মধ্যে যেকোনোটি পান করলে একবার প্রয়োগে পান করা শেষ হলে পারাজিকা হয় বলে মহা অর্থকথায় বলা হয়েছে। তবে মহাপচ্চরিয়া প্রভৃতিতে এভাবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে : "মুখ অবনমিত করে টানলে যে পরিমাণ পান করা হয়েছে তার মূল্যমান যদি পাদ সমান না হয়, মুখে থাকা ঘিসহ হয়, তাহলেও রক্ষা পাওয়া যায়। তবে কণ্ঠদেশ অতিক্রম করলেই পারাজিকা হয়। যদি ওষ্ঠ অতিক্রমকালে ওষ্ঠ দিয়ে ঢেকে রাখলেও পারাজিকা আপত্তি। উৎপলদণ্ড, বাঁশের নল ও নালিনল প্রভৃতি পানকালে যদি পাদমূল্যমান পান করা হয়, তাহলে পারাজিকা। যদি মুখের অভ্যন্তরস্থসহ পাদমূল্যমান হয়, তাহলে পারাজিকা হয় না। উৎপলদণ্ডাদির সাথে একত্রে চিবিয়ে ওষ্ঠদ্বারা ঢেকে দেওয়া ক্ষণেই পারাজিকা। যদি উৎপলদণ্ডাদির সাথে পাদমূল্যমান হয়, উৎপলদণ্ডাদির সাথে একত্রে অঙ্গুলির সাহায্যে পান করা মাত্রই পারাজিকা। উৎপলদণ্ডাদির মধ্যে পাদমূল্যমান কণ্ঠদেশ অতিক্রম না করে এবং মুখে তদতিরিক্ত সমমূল্য দ্রব্য একত্রে থাকে, তাহলে রক্ষা পাওয়া যায়। যেহেতু তৎসমস্তই "নিজের ভাজনগত করা বা মুষ্টি ছেদন করা" এই পদ্ধতিতেই বিভাজিত হয়, তাই ইহা সুদর্শিতই হয়েছে। এই পর্যন্তই একাবদ্ধ বিচার।

যদি হাত, পাত্র, থালা প্রভৃতি যেকোনো ভাজনে নিয়ে পান করে, সেক্ষেত্রে যেই প্রয়োগে পাদ পূর্ণ হয়, তা পানের সাথে সাথেই পারাজিকা। অথবা তা যদি মহার্ঘ মূল্যের হয়, একবারমাত্র প্রয়োগের দ্বারাই পাদ পরিমাণ খাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে একবার মাত্র প্রয়োগেই পারাজিকা। ভাজন তথায় ডুবিয়ে নেওয়ার সময় যাবত ভাজনটি তথায় ডুবিয়ে রাখা হয়, তাবত রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু

যেইমাত্র কলসীর মুখ অতিক্রম করে উপরে তুলে তখনই পারাজিকা। তবে যখন ঘি, তৈল অথবা স্বচ্ছ তৈলসদৃশ মধু-গুড় প্রভৃতি কলসী কাত করে নিজের ভাজনে ঢালে, তখন সেক্ষেত্রে একাবদ্ধতা নেই। কলসীর মুখ অতিক্রম করে পাদমূল্যের ঘি প্রভৃতি ভাজনে ঢালামাত্রই পারাজিকা।

মধু-গুড় প্রভৃতি কিন্তু পাক করার পর রেখে দিলে ভীষণ আঁঠালো হয়, এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করা যায়। অসৎ অভিপ্রায়ে তা একাবদ্ধ আকারেই সেখানে থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাই ইহা কলসীর মুখ অতিক্রম করে ভাজনে ঢালা হলেও বাইরের সাথে কলসীর ভিতরের অংশের একাবদ্ধতা হেতু রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু কলসীর মুখ হতে যেই ভিক্ষু চৌর্যচিত্তে পরের কলসীর পাদমূল্যমান ঘি, বা তৈলের মধ্যে ঘি বা তৈল চুষে নেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন মোটাবস্ত্র, চর্মখণ্ড অথবা অন্য কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত করে, সেক্ষেত্রে হাত হতে মুক্ত হওয়া মাত্রই পারাজিকা।

খালি কলসী ক্ষেত্রে "এখানে তৈল ঢালা হবে" জেনে তথায় যেকোনো ভাণ্ড তথা দ্রব্য চৌর্যচিত্তে প্রক্ষিপ্ত করলে, যদি তা সেই তৈল আকীর্ণ হয়ে পঞ্চমাসক পাদমূল্যমান তৈল চুষে নেয়, তখন চুষে নেওয়া মাত্রই পারাজিকা হয় বলে মাহাঅর্থকথায় বলা হয়েছে। তবে সেক্ষত্রে শুষ্ক দীঘি, শুষ্ক মৃত্তিকা ঋজুকরণ বিনিচ্ছয়ের বিরোধিতা করা হয় এবং তাতে অবহার লক্ষণ পূর্ণ হয় না, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহাপচ্চরিয়ায় কিন্তু বলা হয়েছে : সেই ভাণ্ডটি সেখান থেকে তুলে নিলেই পারাজিকা হয়। ইহাই যৌক্তিক।

পরে খালি কলসীতে তৈল সঙ্গোপনের জন্য ভাণ্ড রেখে তথায় তৈল ঢালা হলে "যদি ইনি জানতে পারেন, তাহলে আমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে" এই ভেবে ভীত হয়ে পাদমূল্যমান তৈল চুষে নেওয়া ভাণ্ডটি সেখান থেকে চৌর্যচিত্তে তুলে নিলে পারাজিকা। তবে শুদ্ধ চিত্তে তুললে, পরে আহরণের সময় তাকে ভাণ্ড ফেরত দিতে হবে। "ভাণ্ড দিতে হবে" বলতে অপরের যা নষ্ট হয়েছে, তার মূল্য অথবা সে পরিমাণ ভাণ্ড দিতে হবে এই অর্থে। না দিলে মালিক পাবার আশা ত্যাগ ক্ষণেই পারাজিকা। যদি পরের কলসীতে অন্য কেউ ঘি বা তৈল ঢালে, সেক্ষেত্রে তথায় চৌর্যচিত্তে তৈল চুষে নেয় এমন ভাণ্ড প্রক্ষিপ্ত করলেই যথানুরূপভাবে পারাজিকা। নিজের খালি কলসীতে পরের ঘি বা তৈল ঢালা হয়েছে জেনে চৌর্যচিত্তে ভাণ্ড নিক্ষেপ করলে, আগের বর্ণনা অনুসারে সেখান থেকে সেই ভাণ্ডটি তুললেই পারাজিকা। শুদ্ধ চিত্তে তুললে সেখানে অবহারও নেই এবং দায়ও নেই বলে মহাপচ্চরিয়ায় এতে অনাপত্তি বলা হয়েছে। "কেন আমার কলসীতে তৈল ঢেলেছ" এই বলে কুপিত হয়ে নিজের ভাণ্ড তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, ভাণ্ড ফেরত দিতে হবে না বলে সিংহলদেশীয় বিনয় অর্থকথায়

বলা হয়েছে। চৌর্যচিত্তে কলসীর মুখে ধরে তৈল ঢালার ইচ্ছায় কলসীটিকে কাত্ করলে যদি পাদমূলমান তৈল ঢালে, তাহলে পারাজিকা। "তৈল প্রবাহিত হয়ে চলে যাবে" এই ভেবে চৌর্যচিত্তে কলসীটিকে জীর্ণ-শীর্ণ করলে যদি পাদমূল্যমান যদি তৈল স্রাবিত হয়ে পড়ে যায় তাহলে পারাজিকা।

"ইহা পড়ে কলসীটি ভেঙে যাবে এবং তাতে তৈল পড়ে যাবে" এই ভেবে পরিপূর্ণ কলসীর উপরে নুড়ি বা পাথর খণ্ড চৌর্যচিত্তে পড়ার মতো করে রাখলে এবং অবশ্যই যাতে পড়ে সেভাবে রাখলে, রাখামাত্রই পারাজিকা। তবে খালি কলসীর উপরে রাখলে, তা পরে পূর্ণাবস্থায় পড়ে ভেঙে গেলে সেক্ষেত্রে ভাণ্ড দিতে হবে। ঈদৃশ স্থানের মধ্যে ভাণ্ড না থাকাকালে কাজটি করার কারণে আদিতেই পারাজিকা হয় না। কিন্তু ভাণ্ড বিনষ্ট করার কারণে ভাণ্ড দিতে হবে। না দিলে আহরণ করার সময় মালিক পাবার আশা ত্যাগক্ষণেই পারাজিকা।

থেয্যচিত্তেন মাতিকতং উজুকং করোতি" বট্টিত্বা বা গমিস্সতি, বেলং বা উত্তরাপেস্সতি"তি; বট্টিত্বা বা গচ্ছতু, বেলং বা উত্তরতু উজুকরণকালে উজুকথায পচ্ছা উদকে আগতে বট্টিত্বা বা গচ্ছতু, বেলং বা উত্তরতু, ভণ্ডদেয্যং। কস্মা? ঠানা চাবনপযোগস্স অভাবা। তস্স লক্খনং নাবট্ঠে আবি ভবিস্সতি।

"তত্থে ভিন্দতি বা" প্রভৃতিতে অর্থকথায় বলা হয়েছে : "ভিন্দতি বা" বলতে মুগর দিয়ে আঘাত করে ভাঙলে। 'ছড্ডোতি বা" বলতে কাষ্ঠ আহরণ পূর্বক পুড়ে ফেললে। "অপরিভোগং বা করোতি" বলতে অপরিভোগ্য, বা অখাদ্যে পরিণত করলে অথবা সেখানে মল-মূত্র-বিষ-উচ্ছিষ্ট অথবা ঘৃণাযোগ্য বস্তু ফেলে দিলে। "আপত্তি দুক্কটস্স" বলতে স্থানচ্যুত করার ক্ষেত্রে কোনো দুক্কট নেই, ইহা বুদ্ধবিষয়।

[ভুমিস্থিত কথা সমাপ্ত]

স্থলে স্থিত কথা

৯৫। "স্থলে স্থিত" বলতে স্থলে নিক্ষিপ্ত অথবা ভূমিতলে; পাষাণতলে, পর্বততলে প্রভৃতি প্রতিচ্ছন্ন বা অপ্রতিচ্ছন্ন যেকোনো স্থানে রাখা হলেই "স্থলে স্থিত" বলে জ্ঞাতব্য। যদি তা একস্থানে স্তূপীকৃত হয়, কলসীর ভেতরে ভাজন অনুসারে বা মুষ্টি অনুসারেই বিচার করতে হবে। যদি একাবদ্ধ আঁঠালো জাতীয় রস প্রভৃতি পক্ব মধু, গুড় বিচারেই বিচার করতে হবে। যদি কঠিন শক্ত দৃঢ়াবদ্ধ কোনো বস্তু যেমন লৌহপিণ্ড, গুলপিণ্ড বা তৈল-মধুর ঘট প্রভৃতি কলসীর স্থানচুত্য অনুসারেই বিচার করতে হবে। নিগড় বন্ধনের ক্ষেত্রেও স্থান ভেদে বিচার করতে হবে। বিছানো ঢিলা আস্তরণীয় বস্ত্র প্রভৃতি সোজাভাবে ধরে

টানার সময় এককোনায় ধরে টেনে স্বস্থান অতিক্রম করলেই পারাজিকা। অনুরূপভাবে সর্বদিকে বিচার করতে হবে। গুটিয়ে নিয়ে তোলার সময় কেশাগ্র প্রমাণ শূন্যে তুললেই পারাজিকা। অশিষ্টাংশ পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

[স্থলে স্থিত কথা সমাপ্ত]

আকাশে স্থিত কথা

৯৬। আকাশে স্থিত ময়ূরের ছয় প্রকারে স্থান পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য। যথা : (১) সম্মুখে মুখতুণ্ড দ্বারা, (২) পেছনের পালকের অগ্রভাগ দ্বারা, (৩) উভয়পাশের দুটি পাখার শীর্ষভাগ দ্বারা, (৪) নিম্নে পায়ের নখশিখা দ্বারা, (৫) ঊর্ধ্বে শিরের অগ্রভাগ দ্বারা। কোনো ভিক্ষু "সস্বামীক আকাশে স্থিত ময়ূরটিকে ধরব" এই ভেবে সম্মুখে দাঁড়ালে বা হাত নাড়লে, তখন ময়ূরটি ও শূন্যেই পাখা নাড়লে, বাতাসের মাধ্যমে তার গমন প্রতিহত করে দাঁড়ালে, সেই ভিক্ষুর দুক্কট। তাকে নাড়াচাড়া না করে হাতে স্পর্শ করলেও দুক্কট স্থানচ্যুত না করে নাড়াচাড়া করলে থুল্লচ্চয়। হাতে নিয়ে বা না নিয়ে মুখতুণ্ড দ্বারা স্পৃষ্টস্থান পালকের অগ্রভাগ অথবা পালকের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্টস্থান মুখতুণ্ড অতিক্রম করলে পারাজিকা। তদ্রুপ বামপাশের পাখা দিয়ে স্পৃষ্টস্থান ডানপাশের পাখা অথবা ডানপাশের পাখা দিয়ে স্পৃষ্টস্থান বামপাশের পাখা অতিক্রম করলে পারাজিকা। তদ্রুপ পায়ের নখশিখা দিয়ে স্পৃষ্টস্থান শিখার অগ্রভাগ অথবা অগ্রভাগ দিয়ে স্পৃষ্টস্থান পায়ের নখশিখা অতিক্রম করলে পারাজিকা।

শূন্যে গমনকালে ময়ূরশিরাদির মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুকিয়ে রাখে তাই তার স্থান। অতএব তার লুকিয়ে রাখা হাত এখানে ওখানে নাড়াচাড়া করবার সময় যদি কোনো হাত দিয়ে ধরে স্থানচ্যুত করায় তাহলে পারাজিকা। অন্য হাতটি নেওয়ার সময় যদি ময়ূরটি নিজেই উড়ে গিয়ে তথায় লুকিয়ে থাকে তাহলে অনাপত্তি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুকিয়ে রাখার অবস্থা বুঝে চৌর্যচিত্তে একপা গমন করলে থুল্লচ্চয় আর দ্বিতীয় পা গমনে পারাজিকা।

ভূমিতে স্থিত ময়ূরের ক্ষেত্রে দুটি পায়ের সাথে একটি কলাপবশে তিনটি স্থান পাওয়া যায়। ময়ূরটিকে তুলে নেবার সময় যতক্ষণ একটি স্থানও ভূমিতে স্পর্শ করা থাকে, ততক্ষণ থুল্লচ্চয়। কেশাগ্র প্রমাণ ভূমি হতে তুললেই পারাজিকা। পিঞ্জর থাকলে পিঞ্জরাদি সহ তুললে পারাজিকা। আবার যদি পাদমূল্যে না হয়, তখন তার মূল্যানুসারেই আপত্তি নির্ধারণ করতে হবে। ভূমির অভ্যন্তরে বিচরণরত ময়ূর চৌর্যচিত্তে পাদ দ্বারা ভূমির বাইরে নিয়ে যাবার সময় দ্বার পরিচ্ছেদ অতিক্রম করলে পারাজিকা। গোঁয়ালের গুরুর ক্ষেত্রে গোঁয়াল

সদৃশ গোঁয়ালে ভিতরের ভূমিভাগই তার স্থান। হাতে ধরে গোঁয়লের ভেতরেই শূন্যের উপর তুললে পারাজিকা। গ্রামমধ্যে বিচরণরত ময়ূরকেও গ্রামসীমা অতিক্রম করলে পারাজিকা। নিজে গিয়ে গ্রামের উপচারে বা ভূমির উপচারে ময়ূরটিকে চড়তে দেখে চৌর্যচিত্তে কাঠ দ্বারা বা তক্তা দ্বারা ভয় দেখিয়ে বনের অভিমুখে তাড়িয়ে নিলে, তখন যদি ময়ূরটি উড়ে গিয়ে গ্রামমধ্যে বা ভূমির মধ্যে অথবা আচ্ছাদনতলে যদি লুকায়, তাহলে রক্ষা পায়। যদি বনের অভিমুখে উড়ে যায় এবং "বনে প্রবেশ করিয়ে ধরবো" এই ভেবে ভূমি হতে কেশাগ্রমাত্র উড়ে গেলেই বা দ্বিতীয় পা অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। কেন? যেহেতু গ্রাম হতে নিষ্ক্রান্ত স্থিতস্থান এখানে স্থান বলে বিবেচিত। বানর প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এভাবেই বিচার করতে হবে।

"সাটকং বা" বলতে ভূমিতে বিছানো বস্ত্র বায়ু বেগে শূন্যমার্গ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের সামনে দিয়ে গেলে হাত দিয়ে এক কোণে ধরলে, সেই স্থান হতে নাড়াচাড়া না করে গমন উপক্রমে দুক্কট। স্থান চ্যুত না করে নাড়াচাড়া করলে থুল্লচ্চয়। স্থানচ্যুত করলে পারাজিকা। এখানেও ময়ূরের ছয় প্রকারের স্থান পরিচ্ছেদ অনুসারেই জ্ঞাতব্য।

অবদ্ধবস্ত্রের এক কোণে ধরা মাত্র অন্য কোণটি পড়ে গিয়ে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রে দুটি স্থান আছে। যথা : হাত ও ভূমি। বস্ত্রটি গ্রহণের পরে ভূমি হতে দ্বিতীয় হাত দিয়ে বা পা দিয়ে তুললেই পারাজিকা। অথবা প্রথমে ভূমি হতে তুললে থুল্লচ্চয়। পরে গৃহীত স্থান হতে চ্যুত করলেই পারাজিকা। অথবা গ্রহণের পর বস্ত্রটি ধরে রেখে সোজা হাত অবনমিত করে ভূমিতে স্পর্শ করার পর হাত দিয়ে তুললে পারাজিকা। ভাঁজ করা বস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিচার করতে হবে।

"হিরঞ্ঞং বা সুবণ্ণং বা ছিজ্জমানং" বলতে মানুষদেরকে অলংকরণের জন্য গলার চেইন বা স্বর্ণ শলাকা প্রভৃতি স্বর্ণকারগণ ছেদন করবার সময় স্বর্ণ খণ্ড পড়ে গেলে, কোনো ভিক্ষু শূন্যমার্গ দিয়ে পড়ে যাবার সময় চৌর্যচিত্তে হাত দিয়ে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই এখানে স্থান। গৃহীত স্থান হতে হাত সরিয়ে নিলে পারাজিকা। চীবরে পড়লে তা হাত দিয়ে নিক্ষেপ করলে পারাজিকা। সেখান থেকে না তুলে গমন করলে দ্বিতীয় পা অতিক্রমে পারাজিকা। যেকোনো স্থানে পড়লে সেই পতিত স্থানই এক্ষেত্রে স্থান বিবেচ্য। ইহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা পাত্র-চীবর নয়।

[আকাশে স্থিত কথা সমাপ্ত]

ঊর্ধ্বস্থিত কথা

৯৭। "বেহাসট্ঠে বা ঊর্ধ্বস্থিত" বলতে মঞ্চ-চেয়ারাদিতে রাখা ভাণ্ড স্পর্শযোগ্য হোক বা না হোক চৌর্যচিত্তে ছুঁইলে দুক্কট। মঞ্চ-চেয়ারাদিতে রাখা ভাণ্ডগুলির মধ্যে এখানে স্থলে স্থিত বর্ণনার ন্যায় ইহার বর্ণনাও জ্ঞাতব্য। তবে বিশেষত্ব হচ্ছে এই : যদি আঠাবদ্ধ বস্ত্র মঞ্চে বা চেয়ারে লাগানো হয় এবং মাঝখানে মঞ্চতল স্পর্শ না করে শুধু মঞ্চের পা স্পর্শ করে, তাহলে সেই অনুসারেই স্থান জানতে হবে। তখন পায়ের উপরে স্থিত স্পৃষ্ট স্থান অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। মঞ্চ-চেয়ারাদিসহ নিয়ে যাবার সময় চেয়ারের পায়ের প্রতিষ্ঠিত স্থান অনুসারেই স্থান জ্ঞাতব্য।

[ঊর্ধ্বস্থিত কথা সমাপ্ত]

জলে স্থিত কথা

৯৮। "উদকট্ঠে বা জলে স্থিত" বলতে জলে নিক্ষিপ্ত হওয়া। রাজভয়াদিতে ভীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জলের অবিনাশ ভাবের কারণে তাম্র-লৌহ ভাজনাদিতে সুআচ্ছাদিত করে পুষ্করিনী প্রভৃতির মধ্যে গভীর জলে প্রক্ষিপ্ত হওয়া। সেই বস্তুটির প্রতিষ্ঠিত স্থানই হচ্ছে স্থান, সমস্ত জল নয়। "গচ্ছতি বা আপত্তি দুক্কটস্স" বলতে অগভীর জলে পায়ে হেটে গেলে প্রতি পদে পদে দুক্কট। গভীর জলে হাত বা পায়ে প্রয়োগ করলেই প্রতি হস্ত বা পাদ দ্বারা প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট। এই বিশ্লেষণ কলসী গ্রহণের জন্য ডুব দেওয়া ও উঠে আসার ক্ষেত্রে। যদি জলের ভিতরে সর্প কিংবা বড় মাছ দেখে ভীত হয়ে পলায়ন করে তাহলে অনাপত্তি। ভূমিস্থিত কলসীর বর্ণনার ন্যায় এখানেও স্পর্শকরণ প্রভৃতি অনুরূপ জ্ঞাতব্য। তবে বিশেষত্ব শুধু এই : "সেখানে ভূমি খনন করে মাটি সরানো হয়, আর এখানে কর্দম গচ্ছিত রাখা হয়। এখানেও ছয় প্রকারে স্থান পরিচ্ছেদ হয়।

উৎপলাদির মধ্যে যেই পুষ্পে বথু পূর্ণ হয়, সেই পুষ্প ছিঁড়লেই পারাজিকা। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো একদিকের বাকল না ছিঁড়ে ততক্ষণ রক্ষা পায়। পদ্মফুল জাতীয় ফুলের অভ্যন্তরস্থ সুতা ছিন্ন না হলেও দণ্ড ছিন্ন হলে রক্ষা পায় না। মালিক ছেড়ার পর রেখে দেওয়া উৎপল হলে যেই উৎপলে বথু পূর্ণ হয়, সেই উৎপল তুললেই পারাজিকা। হাতে থাকলে যেই হাতে বথু পূর্ণ হয়, তাতে তুললে পারাজিকা। লাই প্রভৃতির মধ্যে থাকলে সেই লাইটি ছয় প্রকারের মধ্যে যেকোনো প্রকারে স্থানচ্যুত করলে ভূমিস্থিত কলসীর বর্ণনার ন্যায় পারাজিকা হয়। দীর্ঘনলবিশিষ্ট উৎপলাদি হলে পুষ্প বা নলের মধ্যে বেণীবদ্ধ করে জলের উপরে রজ্জুবদ্ধ করে তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখলে বা বন্ধন করলে,

সেইগুলির দৈর্ঘ্য পুষ্পাগ্র ও নলের শেষ মাথায় বক্রাকারে নিচে রাখার স্থানে ঊর্ধ্বমুখী করে রাখলে ছয় আকারে স্থানচ্যুতকরণ পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য।

কোনো ভিক্ষু জলোপরি রাখা পুষ্পকলাপ জলে দেউ তুলে কেশাগ্র প্রমাণ স্বস্থান হতে চ্যুত করলে পারাজিকা। অথবা যদি সে পরিকল্পনা করে—"ইনি চলে গেলেই তা নেব" ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা পায়, কিন্তু তার চলে যাবার পর পরই তুলে নিলে পারাজিকা। জলে মগ্ন পুষ্পের ক্ষেত্রে সমস্ত জলই স্থান, সেটি উৎপাটন করে সোজা উত্তোলন করার সময় নালের শেষ মাথায় কেশাগ্রপ্রমাণ জল অতিক্রম করলেই পারাজিকা। পুষ্প গ্রহণ পূর্বক নমিত করে টেনে উৎপাটন করলে, সেক্ষেত্রে জল স্থান নয়, উৎপাটন মাত্রই পারাজিকা। গুচ্ছাকারে বাঁধা পুষ্প জলে না গাছে বা বাঁশে বেঁধে রাখলে বন্ধনমুক্ত না করে এখানে ওখানে নাড়াচাড়া করলে থুল্লচ্চয়। বন্ধনমুক্ত করলেই পারাজিকা। প্রথমে বন্ধনমুক্ত করে পরে হরণ করলে, এক্ষেত্রে ছয় প্রকারে স্থান পরিচ্ছেদ হয়, ইহা উভয় মহাপচ্চরিযায় বলা হয়েছে। পদ্মফুলসহ পুষ্পনাল ও পত্রনাল গ্রহনেচ্ছু হলে স্পৃষ্ট জল অনুসারেই ঊর্ধ্ব ও তির্যক স্থান পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য। সেক্ষেত্রে পদ্মফুল উৎপাটিত না করে পুষ্প বা পত্র নিজের দিকে টানলে থুল্লচ্চয়। উৎপাটিত করলেই পারাজিকা।

পুষ্প বা পত্রনাল স্বস্থান হতে চ্যুত না করিয়ে প্রথমে পদ্মফুলগুলি উৎপাটিত করলে থুল্লচ্চয়। পরে পুষ্প বা পত্রনাল স্থানচ্যুত করলেই পারাজিকা। উৎপাটিত পদ্মফুলের ক্ষেত্রে পুষ্প গ্রহণ করে ভাণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। নইলে রাখা স্তূপীকৃত, কলাপবদ্ধ, ভারবদ্ধ প্রভৃতি পুষ্পের বলোয়ও অনুরূপ জ্ঞাতব্য। কাণ্ড বা মূল্য যার দ্বারা বত্থু পূর্ণ হয়, তা উৎপাটন করলে পারাজিকা। কর্দমে স্পৃষ্টস্থান অনুসারেই স্থান চিহ্নিত করতে হবে। সেগুলি উৎপাটনের সময় সুকোমল মূল্য ছিন্ন না হলে রক্ষা পাওয়া যায়। কাণ্ডপর্বে জাত পাতা বা পুষ্প থাকলেও রক্ষা পাওয়া যায় বলে মহাঅর্থকাথায় বলা হয়েছে। যৌবনকালে মুখে ব্রণ ওঠার ন্যায় মূলদণ্ডে কাটা থাকলেও ইহা তেমন দীর্ঘ না হওয়ায় রক্ষা পাওয়া যায় না। অবশিষ্টাংশ উৎপল প্রভৃতিতে বর্ণিত বর্ণনা সদৃশ।

সস্বামীক মৎস্য-কচ্ছপ সরোবর প্রভৃতিতে থাকলে সমস্ত জলই স্থান। তাই কোনো ভিক্ষু পরিচর্যাস্থানে সস্বামীক মৎস্য জাল, বড়শি বা হাত দিয়ে ধরলে, সেক্ষেত্রে যেই মৎস্য দ্বারা বত্থু পূর্ণ হয়, সেই মৎস্য কেশাগ্র প্রমাণ জল হতে উত্তোলন করলেই পারাজিকা। কোনো কোনো মৎস্য ধরার সময় এখানে ওখানে লাফালাফি করলে, উপরে লাফ দিলে, তীরে গিয়ে পড়লে, আকাশে স্থিত বা তীরে পতিত হলে ও গ্রহণ করলে তবেই পারাজিকা। কচ্ছপও অনুরূপ জ্ঞাতব্য। জলেস্থিত কোনো কিছুকে জল হতে তুললেই পারাজিকা।

সেই সেই জনপদের মধ্যে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত মহাদীঘির জলনিষ্কাশনের ড্রেনটিকে আশ্রয় করে ছোট ছড়ার ন্যায় জল প্রবাহিত হতে পারে মত মাটি খনন করা হয়। সেখান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহের খাত নিয়ে গিয়ে তার শেষপ্রান্তে নিজেদের শরীর কৃত্য করার জন্য কূপ তৈরি করে। তাদের যখনই জলের প্রয়োজন হয়, তখন কূপের জলপ্রবাহের খাত দেয়। তখন জলের সাথে বহু মৎস্য সেখান থেকে অনুক্রমে কূপে গিয়ে বসবাস করে। সেক্ষেত্রে দীঘিতে বা জলনিষ্কাশনের ড্রেনটিতে মাছ ধরলে তাতে নিষেধ নেই। তবে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের খাতে ও জলের কূপে প্রবিষ্ট মৎস্য ধরতে দেয় না, বারণ করে, সেক্ষেত্রে যে দীঘিতে বা জলনিষ্কাশনের ড্রেনটিতে অথবা জলপ্রবাহের খাতে মাছ ধরে, তাকে অবহার দ্বারা আপত্তি আরোপ করবে না। কূপে প্রবিষ্ট মাছ ধরলেই মূল্য অনুসারে আপত্তি আরোপ করবে। যদি সেখানে ধরার সময় মাছটি শূন্যে লাফ দেয়, তীরে পতিত হয়, তাহলে জল হতে অলগ্ন অবস্থায় আকাশস্থ সেই মাছটিকে ধরলে অবহার নেই। কেন? যেহেতু পরিগৃহীত স্থানে দাঁড়ালেই তারা মালিক হয়ে যায়। এরূপই এক্ষেত্রে নিয়ম। কচ্ছপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

যদি মাছ ধরার সময় কূপ হতে ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের খাতে আরোহণ করে, তথায় সেটিকে ধরলেও অবহার হয়। ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের খাত হতে দীঘিতে আরোহিত মাছ ধরলে অবহার নেই। কোনো ভিক্ষু কূপ হতে ভাত প্রভৃতি খাদ্য ছিটায়ে মাছকে প্রলোভন দেখিয়ে ছোট ছাড়িয় তুলে এনে ধরলেও অবহার হয়। তবে সেখান থেকে প্রলুব্ধ করিয়ে জলপ্রবাহের খাতে তুলে এনে ধরলে কোনো অবহার নেই। যেকোনো সর্বসাধারণের স্থান হতে মাছ ধরে এনে শেষ ভূমিভাগের জলের কূপে নিক্ষেপ করে পালন করে দিনে দু-তিনটি করে অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়াইয়ে হত্যা করে; এভাবে জলে, আকাশে বা তীরে যেকোনো স্থানে স্থিত মাছ ধরলে অবহার হয়। কচ্ছপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

গ্রীষ্মকালে নদীর স্রোত শুকিয়ে গেলে নিম্নভূমিতে কিছু জল জমে থাকে; তথায় লোকেরা মাছ মারার জন্য মদনফলের রস প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত করে চলে যায়, তখন মাছগুলি সেগুলি খেয়ে মরে গিয়ে জোয়ারের জলে প্লাবিত হয়ে কুলে গিয়ে থাকে। কোনো ভিক্ষু তথায় গমন পূর্বক "যতক্ষণ মালিক না আসবেন, ততক্ষণ এই মাছগুলি নেবো" এই ভেবে গ্রহণ করলে, মূল্যানুসারে আপত্তি নির্ধারণ করতে হবে। পাংশুকুল ধারণায় গ্রহণে অবহার নেই; তবে আনাবার পর ভাণ্ড অন্যকে ভাগ দেওয়া উচিত। মৎস্যবিষ দেওয়া লোকেরা ভাজনগুলি আনার পর পূর্ণ করে চলে গেলে যতক্ষণ তারা "পুনঃ আসব" এই ভেবে মাছগুলির প্রতি

আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সেগুলি সস্বামীক মাছ। তাই যখনই তারা "আমাদের যথেষ্ট হয়েছে" বলে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়, তখন থেকে চৌর্যচিত্তে গ্রহণে দুক্কট। পাংশুকুল ধারণায় অনাপত্তি। মৎস্য-কচ্চপের ক্ষেত্রে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সকল প্রকার জলপ্রাণীর ক্ষেত্রেও জ্ঞাতব্য।

[জলে স্থিত কথা সমাপ্ত]

নৌকাস্থিত কথা

৯৯। "নৌকাস্থিত" বলতে প্রথমেই নৌকা কী তা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে : "নৌকা হচ্ছে যার দ্বারা পারাপার হওয়া যায়।" তাই এখানে কমপক্ষে চীবর রং দেওয়ার পাত্র ও বাঁশের ঝাঁকিকেও "নৌকা" হিসেবে জ্ঞাতব্য। ঘেরাযুক্ত নৌকার ভিতরাংশ খোদাই করে বা কাষ্ঠফলকে বেঁধে তৈরি করা তিন প্রকার বাহনই ব্যবহারযোগ্য। এখানে কিন্তু এক প্রকার বাহনই "নৌকা" হিসেবে বলা হয়েছে। "নাবায নিক্খিত্তং" বলতে ইন্দ্রিয়াবদ্ধ বা ইন্দিয়াবদ্ধ নয় এমন যা কিছু আছে; সেটির অবহারলক্ষণ স্থলেস্থিত বর্ণনার ন্যায় জ্ঞাতব্য। "নাবং অবহরিস্সামি" প্রভৃতিতে বর্ণিত অন্বেষণ, গমন, স্পর্শকরণ, নাড়াচাড়াকরণের কথা পূর্বনুরূপ জ্ঞাতব্য। "বন্ধনং মোচেতি" বলে এক্ষেত্রে যা বন্ধনমুক্ত হওয়া মাত্রই স্থানচ্যুত হয় না, সেটির বন্ধন যতক্ষণ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ দুক্কট। মুক্ত হলেই থুল্লচ্চয় ও পারাজিকা হয়, সেটি পরে বিশদ বর্ণনা করা হবে। অবশিষ্টাংশ পূর্বানুরূপ। এই পর্যন্তই হচ্ছে পালি বর্ণনা।

এ প্রসঙ্গে পালিমুক্তক বর্ণনা হচ্ছে, এই প্রচণ্ড স্রোতের সময় বেঁধে রাখা নৌকার একস্থানই বন্ধন, সেটি মুক্ত হওয়া মাত্রই পারজিকা। ইহার যুক্তি পূর্বে বলা হয়েছে। হারানো নৌকা ঘুরতে ঘুরতে যে-স্থানে গিয়ে নামে, সেটিই তার স্থান। তাই সেটি ঊর্ধ্বে তুললে, নিচে নামলে, অথবা চতুর্দিকের খোলা স্থান অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। নিশ্চয় স্থির জলে স্বাভাবিকভাবে স্থিত অবন্ধন কৃত নৌকাকে সামনে, পেছনে বা ডানে-বাম দিক হতে টানার সময় একপাশের খোলাস্থান অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। ঊর্ধ্বে কেশাগ্র প্রমাণ জল হতে মুক্ত হলে, নিম্নে নৌকার তলদেশের খোলাস্থানের প্রান্তভাগ অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। নিশ্চল জলে তীরে বেঁধে রাখা নৌকার বন্ধন ও স্থিতস্থান এই দুটি স্থান আছে। তাতে প্রথমে বন্ধন হতে মুক্ত হলেই থুল্লচ্চয়। পরে ছয় আকারের মধ্যে যেকোনো আকারে স্থানচ্যুত হলেই পারাজিকা। প্রথমে স্থানচ্যুত করে পরে বন্ধনমুক্ত করলে ও অনুরূপ জ্ঞাতব্য। স্থলে তুলে ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা নৌকার চতুর্পার্শ্বস্থ খোলা স্থানই হচ্ছে স্থান। সেটি পঞ্চ আকারে স্থান পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য।

নিম্নমুখী করে রাখা নৌকার প্রান্তভাগের খোলাস্থানই হচ্ছে স্থান, তাও আবার পঞ্চ আকারে স্থানপরিচ্ছেদ জেনে যেকোনো খোলাস্থানে ঊর্ধ্বে কেশাগ্র প্রমাণ অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা হয় বলে জ্ঞাতব্য। স্থলে তুলে দুটি কাঠের খুঁটির উপরে রাখা নৌকার দুটি খুঁটির স্পৃষ্টস্থানই হচ্ছে স্থান। তাই মঞ্চপাদের প্রান্তভাগ; পেটিকাবদ্ধ বস্ত্র, নাগদন্তে রাখা বর্শার ক্ষেত্রেও পূর্বানুরূপ বর্ণনা জ্ঞাতব্য।

রজ্জুবদ্ধ নৌকার কাষ্ঠ, সত্তর হাত বিস্তৃত রশি মুক্ত না করে টেনে ভূমিলগ্ন করে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় স্থলে রাখা নৌকার স্পৃষ্টস্থান মাত্র স্থান। দৈর্ঘে রশির কোনা থেকে নৌকার ভূমিলগ্ন করে রাখা স্থানের শেষ ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘস্থান ও বক্রাকারে নৌকার রশি ভূমিতে রাখার স্থানই জ্ঞাতব্য। সেটি দৈর্ঘ্যে বা বক্রাকারে টানার সময় একপাশের স্পৃষ্টস্থান অপরভাগ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার স্থান অতিক্রম ক্ষণেই ঊর্ধ্বে কেশাগ্রমাত্র রশিসহ ভূমি হতে মুক্ত করলেই পারাজিকা। কোনো ভিক্ষু তীর্থে স্থিত নৌকায় আরোহণ করে চৌর্যচিত্তে দাঁড় দিয়ে বা তক্তা দিয়ে ঠেলে দিলে পারাজিকা। এ ছাড়া আন্দোলিত করে বা পায়ে আঘাত করে, অথবা হাত উপরে তুলে পালের ন্যায় করে বাতাস করালে, শক্তিশালী বাতাস এসে নৌকাটিকে হরণ করলে অথবা বাতাসে হৃত হলে, ব্যক্তির অবহার নেই। প্রয়োগ আছে, সেটিও আবার স্থানচ্যুত করার প্রয়োগ নয়। যদি সেই নৌকাটি এভাবে যাবার সময় তার স্বাভাবিক গমনকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে নিয়ে যায়, তাহলে পারাজিকা। যদি নিজে গ্রামতীর্থে উপনীত কোনো কিছুকে স্থানচ্যুত না করেই বিক্রয় করে গমন করে, তাহলেও এতে অবহার থাকে।

[নৌকাস্থিত কথা সমাপ্ত]

]

যানে স্থিত কথা

১০০। যানে স্থিত এর মধ্যে প্রথমেই যান কী তা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে : "যান হচ্ছে বাহন" প্রভৃতি। তথায় বাহন বলতে উপরে মণ্ডপ সদৃশ বস্ত্রাচ্ছাদিত সমস্ত দিকে ঘেরাযুক্ত করে তৈরি করা বাহন তথা পালকী। উভয় পাশে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি দিয়ে গোপানসী দিয়ে গড়ুঢ়পাখির ন্যায় করে তৈরি করা রথ, চারি চাকা যুক্ত শকট বিশেষ। সেগুলির মধ্যে যেকোনো স্থানে জেনে হোক আর না জেনে হোক স্তূপ করে রাখা ভাণ্ড চৌর্যচিত্তে স্থানচ্যুত করলে নৌকাস্থিত ও স্থলেস্থিত বর্ণনার ন্যায় পারাজিকা জ্ঞাতব্য।

তবে বিশেষত্ব শুধু এই : যানে স্থিত চাউল প্রভৃতি ভাণ্ড ঝুড়িতে করে গ্রহণ

পূর্বক ঝুড়ি উৎক্ষিপ্ত না হলেও ঝুড়ি অপহরণ করে চাউল প্রভৃতি নাড়াচাড়া করলেই পারাজিকা। স্থলে স্থিত প্রভৃতির মধ্যেও এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। "যানং অবহরিস্সামি" প্রভৃতি বাক্যে দ্বিতীয় অনুসন্ধান প্রভৃতির অনুরূপ জ্ঞাতব্য। "ঠানং চাবেতি" বলতে এখানে দুটি গরু-বাঁধা যানের ক্ষেত্রে দুটি গরুর আটটি পা, দুটি চাকার দশস্থান। চৌর্যচিত্তে তথায় বসে পাচনে তাড়িতে হয়ে গরুগুলি পা তুললেই থুল্লচ্চয়। ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থান হতে চাকাগুলি কেশাগ্র প্রমাণ অতিক্রম করলেই পারজিকা। যদি গুরুগুলি "ইনি আমাদের মালিক নন" জেনে হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে বা নাড়াচাড়া করে তাহলে রক্ষা পায়। পুনরায় গরুগুলিকে সোজা শ্রেণীবদ্ধ করে পথে তুলে শক্ত করে বেধে পাচনে আঘাত করে পূর্বানুরূপ পা তুললেই থুল্লচ্চয়। আর চাকা অতিক্রম করলেই পারাজিকা।

যদি কর্দমযুক্ত পথে একটি চাকা কাদামাটিতে লেগে যায়, দ্বিতীয়টি গরুগুলি বহু চেষ্টার পর চালিত করে, সেক্ষেত্রে একটি চাকা স্থিত থাকায় ততক্ষণ পর্যন্ত অবহার হয় না। পুনরায় গরুগুলিকে সোজা শ্রেণীবদ্ধ করে পাচনে আঘাত করে স্থিত চাকা কেশাগ্র প্রমাণ স্পৃষ্টস্থান অতিক্রম করলেই পারাজিকা। চারিটি গরু-বাঁধা যানের আঠার স্থান, আটটি গরু-বাঁধা যানের চৌত্রিশ স্থান, এভাবেই যোজিত যানের স্থান জ্ঞাতব্য।

ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া রাখা চাকার দুটি স্থান। সেক্ষেত্রে প্রথমে ভিত্তি হতে মুক্ত করলে থুল্লচ্চয়। পরে ভূমি হতে কেশাগ্র প্রমাণ তুললেই পারাজিকা। প্রথমে ভূমি হতে মুক্ত করার সময় যদি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্থান কম্পিত না হয়, ইহাই নিয়ম। অতঃপর চাকার অরগুলিতে ধরে নিম্নে টানার সময় ভিত্তিকে স্পর্শ করে। স্থিতস্থানের উপরপ্রান্ত নিম্ন প্রান্তকে অতিক্রম করলেই পারাজিকা। পথে চলন্ত যানে যানের মালিক কোনো কার্যোপালক্ষে নেমে গিয়ে পথে দাঁড়ালে, অতঃপর অন্য একজন ভিক্ষু বিপরীত দিক হতে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে "যান অপহরণ করব" ভেবে আরোহণ করলে বিনা প্রচেষ্টায় যদি গরুগুলি যদি নিয়ে চলে যায়, অবহার নেই। অবশিষ্টাংশ নৌকায় স্থিত বর্ণনা সদৃশ।

[যানে স্থিত কথা সমাপ্ত]

ভারস্থিত কথা

১০১। ইহার পরে 'ভার'ই হচ্ছে ভারস্থিত। শিরভার প্রভৃতিবশে মোট চতুর্বিধ ভার প্রদর্শিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিরভারাদির মধ্যে অসম্মোহনার্থে শিরাদির পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য। শিরের পূর্বদিকের গ্রীবার কণ্ঠদেশ, পিঠের

দিককার গ্রীবার কেশের সাথে কেশের আবর্ত, গলার উভয় পার্শ্বস্থ কেশ হতে উৎপন্ন হয়; যা কর্ণচুল বলা হয়। সেগুলির নিম্নভাগই হচ্ছে এই নিম্নপরিচ্ছেদ, সেটির উপরই শির তথা মস্তক। এমন স্থানে স্থিত ভারই হচ্ছে শিরভার। উভয় পার্শ্বের কর্ণচুল হতে নীচে, হাতের কনুইয়ের উপরে, পৃষ্ঠগলা ও কণ্ঠদেশ হতে পড়ে পৃষ্ঠমধ্য হতে ও বক্ষপরিচ্ছেদের মধ্যবর্তী হৃদয়াবর্ত হতে উপরিস্থ স্কন্ধ। এমন স্থানে স্থিত ভারই হচ্ছে স্কন্ধভার।

পৃষ্ঠের মধ্যদেশ ও হৃদয়াবর্ত হতে নিম্নস্থ পায়ের নখশিখা পর্যন্তই হচ্ছে কটি পরিচ্ছেদ। এর ভিতরে সমস্ত শরীরের স্থিরভারই হচ্ছে স্কন্ধভার।

হাতের কনুই হতে নিম্নস্থ হস্ত নখশিখা পর্যন্তই হচ্ছে ঝুলন্ত পরিচ্ছেদ। এর মধ্যে স্থিতভারই হচ্ছে ঝুলন্ত ভার।

এখন "সীসে ভারং" প্রভৃতি পদের মধ্যে ইহা পূর্বে বর্ণিত হয়নি। কোনো ভিক্ষু "ইহা নিয়ে এখানে আন" এভাবে মালিক কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার পর নিজে "ইহা আমাকে দিলে তবেই আমি আপনার ভাণ্ড বহন করব" বলে তার ভাণ্ড শিরে নিয়ে গমনের সময় চৌর্যচিত্তে সেই ভাণ্ডটি স্পর্শ করলে দুক্কট। পূর্বোক্ত শির পরিচ্ছেদ অতিক্রম না করেই এখানে ওখানে ঘর্ষণ করে সামনে চালিত করলে ও পেছনে চালিত করলে থুল্লচ্চয়। স্কন্ধে নামানো মাত্রই আদিষ্ট না হওয়ার কারণে পারাজিকা। স্কন্ধে না নামিয়ে শির হতে কেশাগ্রমাত্র মুক্ত করলেই পারাজিকা। যুগ্মভারের মধ্যে যদি একটি শিরে ও একটি পিঠে রাখা হয়, সেই দুটির স্থান ভেদে বিচার করতে হবে। ইহা শুদ্ধশিরভার প্রভৃতিবশেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে যা শিরভার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, স্কন্ধভার প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

"হত্থে ভারং" বলতে এখানে হাতে গ্রহণ করার কারণেই ঝুলন্ত ভারকে "হস্তভার" হিসাবেই গণ্য হয়। তা চৌর্যচিত্তে তাদৃশ গ্রহণস্থানে দেখে ভূমিতে ছুঁড়ে মারলে বা নিক্ষেপ করলে হস্ত হতে মুক্ত হওয়া মাত্রই পারাজিকা। "ভূমিতো গণ্হাতি" বলতে এখানে সেই সমস্ত ভারের যা কিছু শুদ্ধচিত্তে ভূমিতে নিক্ষেপ করে পুনরায় চৌর্যচিত্তে কেশাগ্রমাত্র তুললে পারাজিকা।

[ভারস্থিত কথা সমাপ্ত]

আরামস্থিত কথা

১০২। আরামস্থিতের মধ্যে "আরাম" নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হলো : "আরাম হচ্ছে পুষ্পারাম, ফলারাম।" তন্মধ্যে সারা বৎসর ধরে ফুল ফোটে এমন উদ্যানই পুষ্পারাম। আম, জাম, প্রভৃতি ফলের বাগানই ফলারাম।

আরামে চারি স্থানে নিক্ষিপ্তের বর্ণনা ভূমিস্থিত প্রভৃতিতে বর্ণনাসদৃশ।

"তত্থজাতাকে পন মূলং" বলতে যা কিছু সুগন্ধী জাতীয় জালি জালি উসীর ও হ্রীবের মূল (শিকড়), তা উৎপাটন করিয়ে বা নিজে উৎপাটন পূর্বক গ্রহণকালে যেই মূল গ্রহণে বত্থু পূর্ণ হয়, তা গ্রহণে পারাজিকা। কাণ্ডও মূলের অন্তর্গত। উৎপাটন করার সময় যদি অল্পমাত্রও অছিন্ন থাকে তাহলে থুল্লচ্চয়। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা পদ্মের ডাটায় বর্ণিত বর্ণনা সদৃশ জ্ঞতব্য। "তচং" বলতে ভৈষজ্য তৈরির জন্য বা চীবর রং দেওয়ার জন্য ব্যবহারোপযোগী যা কিছু বৃক্ষবাকল, তা উৎপাটন করিয়ে বা উৎপাটিত করে গ্রহণকালে মূল বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় পারাজিকা হয়। "পুপ্ফং" বলতে সারা বৎসর ফুটে থাকে এমন মল্লিকাদি যা কিছু পুষ্প, তা চয়ন করে গ্রহণকালে উৎপল পদ্মফুলে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় পারাজিকা হয়। পুষ্পগুলির বৃন্ত বা বন্ধন ছিন্ন না হলে রক্ষা পায়। বৃন্তাভ্যন্তরে কেশ ছিন্ন হলে রক্ষা পায় না। "ফলং" বলতে আম, তাল প্রভৃতি ফল বৃক্ষ হতে গ্রহণকালে, ইহার বিস্তারিত বর্ণনা বৃক্ষে লগ্ন কথায় বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষ হতে পেরে রাখা হলে তখন ভূমিস্থিত প্রভৃতির অন্তর্গত হয়।

"আরামং অভিযুত্ততি" বলতে পরের সম্পত্তিকে "ইহা আমার সম্পত্তি" এই বলে মিথ্যা বলে মামলা মোকদ্দমা করলে, অদত্ত বস্তু গ্রহণের চেষ্টা করায় দুক্কট। "সামিকস্স বিমতিং উপ্পাদেতি" বলতে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বা শক্ত যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে আরামের মালিকের মনে সংশয় উৎপন্ন করলে। কিরূপে? তার সেই যুক্তি প্রদর্শনের দক্ষতা দেখে মালিক চিন্তা করে— "আমি এই আরাম আমার করতে পারব বলে মনে হয় না" এভাবে মালিকের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করালে, থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

"ধুরং নিক্খিপতি" বলতে যখন মালিক "এই নিষ্ঠুর হৃদয় ব্যক্তি আমার জীবন ও ব্রহ্মচর্যেরই অন্তরায় করবে, আমার এই আরামই যথেষ্ট।" এই বলে পাবার আশা ত্যাগ করলে, মামলাকারী পারাজিকা প্রাপ্ত হয়। যদি নিজে পাবার আশা ত্যাগ করে, অথচ মালিক আশা ত্যাগ করা সত্ত্বেও মামলাকারী আশা ত্যাগ না করে "ইহাকে আরও পীড়িত করে আমার ক্ষমতা দেখিয়ে ও আমার বশীভূত ভৃত্যে পরিণত করে দিয়ে দেবো" এভাবে দিবার উৎসাহ থাকলে আপত্তি হতে রক্ষা পায়। অন্যদিকে মামলাকারী "জোড়পূর্বক কেড়ে নিয়ে ইহা তাকে আর দেবো না" এভাবে আশা ত্যাগ করায়, অথচ মালিক আশা ত্যাগ করে না, সুযোগ সন্ধান করে, সময় অপেক্ষা করে এবং লজ্জিত হলে তখনই পাব" এই ভেবে পুনঃ গ্রহণের উৎসাহ থাকলে আপত্তি হতে রক্ষা পায়। কিন্তু যখন সেও "দেবো না" এবং মালিকও "পাব না" এভাবে উভয়েই পাবার আশা ত্যাগ করে তখন মামালাকারীর পারাজিকা হয়। অতঃপর অভিযুক্ত হওয়ার পর

বিচার চলাকালে শেষ হওয়ার আগেই মালিক আশা ত্যাগ করেনি এমন সময় নিজে মালিক নয় জেনেও সেখান থেকে কোনো পুষ্প বা ফল গ্রহণ করলে ভাণ্ডের মূল্য অনুসারে আপত্তি আরোপ করতে হবে।

"ধম্মং চরন্তো" বলতে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বা রাজকুলের মধ্যে বিচার চলাকালে। "সামিকং পরাজেতি" বলতে বিচারকদের ঘুষ দিয়ে ও মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আরাম-মালিককে পরাজিত করা অর্থে। "আপত্তি পারাজিকাস্স" বলতে কেবল তার নয়, সজ্ঞানে করলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বিচারক ও মিথ্যা সাক্ষী সকলেই পারাজিকা। এক্ষেত্রে মালিকের আশা ত্যাগ অনুসারেই পরাজয় হয় বলে জ্ঞাতব্য। আশা ত্যাগ করা না হলে পরাজয় হয় না। "ধম্মং চরন্তো পরজ্জতি" বলতে যদিও ধর্মবিনয় ও শাস্তাশাসন অনুসারেই বিচার চলায় নিজেই পরাজিত হয়, তাহলে এভাবে মিথ্যাবাক্যের মাধ্যমে মালিকের মনোকষ্টের কারণ হলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

[আরামস্থিত কথা সমাপ্ত]

বিহারস্থিত কথা

১০৩। বিহারস্থিতের মধ্যে চারিস্থানে নিক্ষেপ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে চতুর্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুগণকে প্রদত্ত বিহার. পরিবেশ বা আরাম ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক অভিযুক্ত হলেই অভিযোগ উৎপন্ন হয় না। জোর পূর্বক গ্রহণ করতেও পারা যায় না। কেন? সর্বক্ষেত্রে আশা ত্যাগ হতেই বিচার করা হয়। তবে এখানে চতুর্দিক হতে আগত সকল ভিক্ষুগণ আশা ত্যাগ করে না। দীর্ঘভাণক প্রভৃতি গণের মতে একজন পুদ্গালের সম্পত্তি অভিযুক্ত হয়ে গ্রহণকালে তারা তাকে আশা ত্যাগে বাধ্য করতে পারে। তাই এখানে আরামে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় জ্ঞাতব্য।

[বিহারস্থিত কথা সমাপ্ত]

ক্ষেত্রস্থিত কথা

১০৪। ক্ষেত্রস্থিতের মধ্যে "ক্ষেত্র" নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : "ক্ষেত্র বলতে যেখানে পূর্বাহ্ন বা অপরাহ্ন শষ্য উৎপন্ন হয়।" তথায় "পূর্বাহ্ন" বলতে শালি প্রভৃতি সাত প্রকার ধান্য আর "অপরাহ্ন" বলতে মুগ, মাস, প্রভৃতি, আঁখ ক্ষেত্রও ইহার অন্তর্গত। এখানেও চারি স্থানে নিক্ষিপ্ত পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য। তথায় উৎপন্ন শালি প্রভৃতি লুকিয়ে রেখে, একেকটি হাতে ছিড়ে, চাড়ি দিয়ে কেটে অথবা বহু শষ্য একস্থানে উৎপাটিত করে গ্রহণকালে যে সমস্ত বীজে; শিরে, মুষ্টিতে বা মুগ-মাস প্রভৃতির ফলে বত্থু পূর্ণ হয়। সেগুলো

বন্ধনমুক্ত করা মাত্রই পারাজিকা। দণ্ড বা বাকল অল্পমাত্রও ছিন্ন না হলে রক্ষা পায়।

শস্যের নাল যদি লম্বা হয়, যাবত নালের ভিতর থেকে শস্যের শীর্ষদণ্ড পর্যন্ত বের না হয়, তাবত রক্ষা পায়। কেশাগ্র পরিমাণ নাল হতে দণ্ড নিচের দিকে বের হলে ভাণ্ডের মূল্য অনুসারে আপত্তি আরোপ করতে হবে। চাড়ি দিয়ে কেটে গ্রহণ করলে, মুষ্টিবদ্ধ করার পর নিচের অংশ ছিন্ন হলেও যদি আগাগুলি জটাবদ্ধ থাকে, তাহলেও রক্ষা পায়। বিজটিত করে কেশাগ্র প্রমাণ তুলে যদি বত্থু পূর্ণ হয় তাহলে পারাজিকা। মালিক নিজে কেটে রাখা সোসাসহ বা সোসা মুক্ত করে গ্রহণ করলে যদি বত্থু পূর্ণ হয় তাহলে গ্রহণ ক্ষণেই পারাজিকা। যদি পরিকল্পনা করে "ইহা মর্দন করে পিটিয়ে শুধু সার অংশটিই গ্রহণ করব" তাহলে রক্ষা পায়। মর্দন ও পিটানোর সময় স্থান চ্যুত হলেও পারাজিকা নেই, আবার পরে ভাজনে তোলা মাত্রই পারাজিকা। এখানে এই নিয়ম পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

খুঁটি গাড়ানো প্রভৃতির মধ্যে ভূমি হচ্ছে দুর্মূল্য। তাই যদি একটি খুঁটি গেড়ে কেশাগ্রমাত্র ভূমিভাগও মালিকের দেখা বা অদেখায় নিজের সম্পদে পরিণত করলে, সেই খুঁটি কেটে হোক বা না কেটে হোক, যে মাটিতে গাড়ে, যে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে তার সহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই পারাজিকা। যদি দুটি খুঁটি গাড়াতে হয় তাহলে প্রথম খুঁটিতে থুল্লচ্চয়, দ্বিতীয় খুঁটিতে পারাজিকা। যদি তিনটি খুঁটি গাড়াতে হয়, তাহলে প্রথমে দুক্কট, দ্বিতীয়টিতে থুল্লচ্চয় ও তৃতীয়টিতে পারাজিকা। অনুরূপভাবে বহু খুঁটির সম্বন্ধেও শেষের দুটি ব্যতীত বাকিগুলিতে দুক্কট এবং শেষের দুটির মধ্যে প্রথমটিতে থুল্লচ্চয়, দ্বিতীয়টিতে পারাজিকা জ্ঞাতব্য। তাও আবার মালিক আশা ত্যাগ করলে। সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম।

"রজ্জুং বা" বলতে "ইহা আমার সম্পদ" এভাবে জ্ঞাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে রশি টানলে বা লাঠি ফেললে দুক্কট। "এই দুই প্রয়োগেই আমি ইহা আমার সম্পদে পরিণত করব" এই ভেবে করলে প্রথমটিতে থুল্লচ্চয় এবং দ্বিতীয়টিতে পারাজিকা।

"বতিং বা" বলতে পরের ক্ষেত্রকে ঘেরা অনুসারে নিজের করে নেবার ইচ্ছায় কাঠ স্থাপন করলে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট। 'একস্মিং অনাগতে থুল্লচ্চযং', 'তস্মিং আগতে পারাজিকং'। যদি কাঠের তক্তা দিয়ে সম্ভব না হয়, বৃক্ষশাখা দিয়ে হলেও নিজের করে নিতে সমর্থ হয়, অনুরূপভাবে বৃক্ষশাখা ফেলে নিজের করার ক্ষেত্রেও জ্ঞাতব্য। এভাবে যেই যেই প্রকারে ঘেরা দিয়ে নিজের করতে পারা যায়, তাতে প্রথম প্রয়োগেই দুক্কট। শেষের দুটির মধ্যে প্রথমটিতে থুল্লচ্চয়, দ্বিতীয়টিতে পারাজিকা জ্ঞাতব্য।

"মরিযাদং বা" বলতে পরের ক্ষেত্রকে "ইহা আমার" এভাবে জ্ঞাপনেচ্ছু হয়ে নিজের ক্ষেত্রের সীমা অন্যের ক্ষেত্র অতিক্রম করলে, এভাবে গাড়ালে, কাদামাটি দিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে একটু প্রশান্ত করলে অথবা শুধু প্রতিষ্ঠিত করলে, প্রথম প্রয়োগেই দুক্কট। শেষের দুটি প্রয়োগের মধ্যে একটি থুল্লচ্চয়, অপরটিতে পারাজিকা।

[ক্ষেত্রে স্থিত কথা সমাপ্ত]

বত্থুস্থিত কথা

১০৫। বত্থু বা সম্পত্তিস্থিতের মধ্যে "বত্থু তথা সম্পত্তি" নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : "বত্থু হচ্ছে আরাম-বত্থু, বিহার-বত্থু।" এক্ষেত্রে বীজ রোপন না করে শুধু ভূমি পরিষ্কার করিয়ে তিন প্রকার ঘেরার মধ্যে যেকোনো ঘেরায় পরিবেষ্টিত করে বা না করে পুষ্পারাম প্রভৃতির জন্য রাখা ভূমিভাগই হচ্ছে বিহারবত্থু। পূর্বে আরাম ও বিহার ছিল কিন্তু পরে ধ্বংস হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র ভূমিই অবশিষ্ট আছে, আরাম ও বিহারকৃত্য বলতে কোনো কিছুই আর করা হয় না; সেই ভুমিও আরাম ও বিহার-বত্থুর অন্তর্গত। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ক্ষেত্রস্থিত বর্ণনা সদৃশ।

[বত্থুস্থিত কথা সমাপ্ত]

১০৬। গ্রামস্থিত সম্পর্কে যা বলবার তা আগেই বলা হয়েছে।

অরণ্যস্থিত কথা

১০৭। অরণ্যস্থিতের মধ্যে 'অরণ্য' নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : "অরণ্য বলতে যা মনুষ্য পরিগৃহীত তা-ই অরণ্য।" তথায় যেহেতু অরণ্য বলতে মনুষ্যপরিগৃহীত ও অপরিগৃহীত দুটিই আছে, তবে এখানে যা পরিগৃহীত সেটিই মাত্র রক্ষিত হয়েছে এবং যেখানে থেকে অর্থ ব্যতীত কাঠা-লতা প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারা যায় না, তা-ই এখানে অভিপ্রেত। তাই "যা মনুষ্য অধিকৃত" বলা সত্ত্বেও অরণ্য বলা হয়েছে। এতে করে এই অর্থই নির্দেশ করা হয়েছে : "অধিকৃতভাব অরণ্যের লক্ষণ নয়। যেই অরণ্যের মধ্যে অরণ্য-লক্ষণসমূহ আছে কিন্তু মনুষ্য অধিকৃত, তাও এই অর্থে অরণ্যই বলা হয়েছে।" ইহার বিশদ বর্ণনা আরামস্থিত প্রভৃতির ন্যায়।

তথায় উৎপন্ন একটি মহার্ঘ বৃক্ষ ছেদন করলেও পারাজিকা। "লতং বা" বলতে এক্ষেত্রে বেত ও লতা একই। সেক্ষেত্রে যেই বেত বা লতা দীর্ঘ, অত্যন্ত

লম্বা; তা বড় কোনো গাছকে প্যাঁচায়ে ধরলে, তার মূল ছিন্ন হলেও অবহার উৎপন্ন হয় না, এমনকি আগা ছিন্ন হলেও। যখনই আগা ও মূল দুটি ছিন্ন হয়, তখন অবহার জন্মায়। যদি গাছকে বেষ্টন করে স্থিত থাকে, তাহলে বৃক্ষ হতে মুক্ত করলে অবহার জন্মায়।

"তিণং বা" বলতে এক্ষেত্রে তৃণ হোক বা তা গৃহে আচ্ছাদনী দেবার জন্য অপরকে দিয়ে ছিন্ন করালে বা নিজে ছিন্ন করলে ভাণ্ডের মূল্যানুসারেই আপত্তি নির্দেশ করতে হবে। এখানে কেবল তৃণ বা পাতাই নয়, অন্যান্য বাকল; ছাল প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যদি তার মালিক থাকে এবং গ্রহীতা আসক্তিযুক্ত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করলেই ভাণ্ডের মূল্যানুসারে আপত্তি নির্দেশ করতে হবে। যেই গাছের আগা ও গোড়া ছিন্ন করা হয়েছে, শাখাগুলিতে পঁচন ধরেছে, ছালগুলিও গলে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় "ইহা মালিকই ছেদন করেছেন" বললে গ্রহণ করতে পারে। লক্ষণ অছিন্ন হলেও যখন লক্ষণ ছাল তথা বাকল আবৃত থাকে; তখন গ্রহণ করতে পারে। গৃহ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য গাছ কেটে যখনই সেগুলি গৃহসামগ্রীতে পরিণত হয়, কাঠগুলিও অরণ্যবশে রৌদ্রতপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়, এমতাবস্থা দেখে "এই সমস্ত ছেদন করা হয়েছে" ভেবে গ্রহণ করতে পারে। কেন? যেহেতু অরণ্যের মালিক এই সমস্ত কাঠের মালিক নয়। অরণ্যের মালিক পুণ্যের জন্যই ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে কাটিয়েছেন, অতএব তারাই এখন ইহার মালিক, তারাই তা কাটিয়েছেন কথায় অনাসক্তিভাব জাত হয়েছে।

কোনো ভিক্ষু প্রথমেই অরণ্যপালদের প্রাপ্ত অংশ দিয়ে অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক ইচ্ছানুসারে গাছগুলি গ্রহণ করায় এতে তাদের আরক্ষাস্থানে না গিয়েও যেই পথে ইচ্ছা হয় সেই পথে গমন করতে পারে। অথবা প্রবেশের সময় না দিয়ে "বের হবার সময় দেবো" ভেবে গাছ গ্রহণপূর্বক বের হয়ে আসার সময় তাদেরকে তাদের প্রাপ্তব্য অংশ দিয়ে গমন করলে পারে। অথবা তাদের প্রতি বিশ্বাসবশে গমন করলে "দাও" বললেই "দিয়ে দেবো" এমন পরিস্থিতিতে "দাও" বলার সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে। যদি কেউ নিজের ধন দিয়ে "ভিক্ষুটিকে যেতে দাও" বলে, তখন প্রাপ্তব্য অংশ পেয়েছেন এই ভেবে নিয়ে যেতে পারে। যদি কেউ আপন ক্ষমতার দাপটে ধন না দিয়ে "ভিক্ষুগণের ভাগটি নিও না।" এভাবে বলায় "আমরা ভিক্ষু তাপসগণের ভাগ না নিলে কোথায় পাব, অতএব দিন ভন্তে।" এভাবে বললে অবশ্যই দিতে হবে।

কোনো ভিক্ষু অরণ্যপালদের নিদ্রা যাবার সময়, ক্রীড়া করবার সময় অথবা কোথাও প্রস্থান করেছেন এমন সময় কোনো ভিক্ষু এসে "অরণ্যপালগণ কোথায়?" এভাবে জিজ্ঞেস করে না দেখতে পেয়ে গমন করলে ভাণ্ড ভাগাভাগি করতে হবে। কোনো ভিক্ষু আরক্ষা স্থানে পড়ে এমন স্থানে কর্মস্থানাদিতে

মনোযোগ দেবার সময় বা অজ্ঞাতে বা বিস্মৃত হয়ে অতিক্রম করলেও ভাণ্ড ভাগাভাগি করতে হবে। কেউ যদি সেই স্থানে পৌছানোর সাথে সাথে চোর, হাতি, হিংস্রপশু অথবা মহামেঘ উৎপন্ন হয়, এমতাবস্থায় সে সেই উপদ্রব থেকে মুক্তির জন্যে সহসা সেই স্থান অতিক্রম করলে, রক্ষা পাওয়া যায়। তবে এতেও ভাণ্ড ভাগাভাগি করতে হবে। এই অরণ্যে আরক্ষাস্থান শুল্কফাঁড়ি হতেও গুরুতর। শুল্কফাঁড়ির পরিচ্ছেদ অতিক্রম না করে দূর হতেই নিয়ে গেলেও দুক্কট আপত্তি। এক্ষেত্রে চৌর্যচিত্তে নিয়ে যাবার সময় আকাশমার্গে গমন করলেও পারাজিকা। তাই এক্ষেত্রে অল্পের জন্য পারজিকা হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা থাকে।

[অরণ্যস্থিত কথা সমাপ্ত]

জল কথা

১০৮। 'জল' বলতে ভাজনে বা পাত্রে রাখা জল। অথবা জল সংকটকালে জলপাত্রে প্রভৃতি ভাজনের মধ্যে রাখা জল। যেই ভাজনে বা পাত্রে রাখা হয়, সেই ভাজন তথা পাত্র উল্টায়ে বা ছিদ্র করে, সেই পাত্রের জল পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতির মধ্যে নিজের ভাজনে প্রবেশ করিয়ে গ্রহণ করলে ঘি-তৈল সম্বন্ধে বর্ণিত বর্ণনা অনুসারেই জ্ঞাতব্য।

দন্তপোণ (দন্তকাষ্ঠ) কথা

১০৯। 'দন্তপোণ' তথা দন্তকাষ্ঠ আরামেস্থিত বিনিশ্চয় অনুসারে বিচার-নিষ্পত্তি কর্তব্য। এখানে ইহাই বিশেষার্থ, যিনি বেতনভোগী হয়ে প্রতিদিন বা পক্ষ বা মাসে সংঘের জন্যে দন্তকাষ্ঠ আহরণ করেন; তিনি তা আহরণ করে ছেদন করেন এবং সংঘ যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা তারই মালিকানায় থাকে। তাই তাহা চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করলে ভাণ্ডগ্ঘের দ্বারা গ্রহণ করা কর্তব্য। তথায় উৎপন্ন দ্রব্য গরুভাণ্ড। তা ভিক্ষু সংঘের দ্বারা রক্ষিত গোপিত। তাই তা গ্রহণ 'ভাণ্ডগ্ঘ' দ্বারা করা কর্তব্য (এক প্রকার বিনয়বিধান)। এ সকল বিধান গণ, পুদ্গল, গৃহী মানুষের অধিকারকে (সপ্তক) ছিন্ন করে বা ছিন্ন না করেও সম্পন্ন হয়। তাদের আরাম (বাগান), উদ্যান বা ভূমিতে উৎপন্ন কাষ্ঠ আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রয়োজনে শ্রামণ আহরণ করে, সেই আহরিত কাষ্ঠ ছেদন করে সংঘ যতক্ষণ না গ্রহণ করেন ততক্ষণ সবই তদনুযায়ী করতে হয়। তাই সেগুলো পরিত্যক্ত চিত্তে গ্রহণ করে 'ভাণ্ডগ্ঘ' বিনয়কর্ম করা কর্তব্য। যদি তা ছেদন করে সংঘের জন্যে প্রদান করানো হয়, তখন তা দণ্ডকাষ্ঠ মালঞ্চ (গোলাকার আধার) নিক্ষেপ সময়ে "ভিক্ষুসংঘ যথাসুখে ব্যবহার করুক" এই বলে রাখতে হয়। সেই হতে লব্ধদ্রব্য (অবহারো) এর আর কোনো ব্রত নেই

বলে জানা কর্তব্য। যেজন প্রতিদিন সংঘের মধ্যে এগুলো তুলে নিয়ে যান (ওসরতি), তদ্দ্বারা প্রতিদিন একটি মাত্র দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করা উচিত। যিনি প্রতিদিন নিয়ে যান না—প্রধান ঘরে বসে ধর্ম শ্রবণের সময়ে বা উপোসথের আগে দেখে থাকেন; তাহলে পরিমাণ লক্ষ করে চার-পাঁচটি নিজের আবাসে রেখে দিয়ে খাওয়া (ব্যবহার) উচিত। এগুলো কমে গেলে দন্তকাষ্ঠ আধারে বহু থাকলে পুনঃ গ্রহণ করে ব্যবহার করা উচিত। তা হতে কোনো স্থবির "যারা গ্রহণ করে তারা আহরণ করুক" এরূপ বলতে পারেন। কেউ বলতে পারেন, "ব্যবহার করুন, শ্রামণগণ পুনঃ আহরণ করবে।" তাই বিবাদ পরিহার করার জন্যে পরিমাণ লক্ষ করা উচিত। গ্রহণে বস্তুত কোনো দোষ নেই। যাত্রাকালে দুই একটি থলেতে প্রক্ষেপ করে গমন করা উচিত।

[দন্তপোন (দন্তকাষ্ঠ) কথা সমাপ্ত]

বনস্পতি কথা

১১০। "বনস্‌স পতী'তি বনপ্পতি" বলতে জ্যেষ্ঠ বৃক্ষেরই ইহা অধিবচন (অভিধা)। এখানে মানুষদের দ্বারা পরিগৃহীত সকল বৃক্ষ বুঝানো হচ্ছে। যেমন, আম-লেবু-কাঠালাদি এবং মরিচ লতাদি উপর দিকে বাড়ে। তা ছিন্ন হয়ে তার ছাল-বাকল শুকায়ে মাটির ভাঙাপাত্র তুল্য অসার (ফেগ্গুনা) হয়ে গেলেও সংবদ্ধহেতু ভূমিতে পতিত হওয়া থেকে যেভাবে রক্ষা পায় সেভাবেই বিবেচ্য।

লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত শাখাসম্পন্ন বৃক্ষছিন্ন হয়েও সতবদ্ধ ধারণকৃত হওয়ায় ভূমিতে পতিত না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একইভাবে বস্তু ধারণকৃত হয়েও সরানো হয় না। করাত দ্বারা ছিন্ন-অছিন্ন সদৃশ হয়েও বৃক্ষ যেভাবে স্বস্থানে স্থিত থাকে। তথায় ইহাই বিধান।

যে বৃক্ষকে গোড়া কর্তন পূর্বক দুর্বল করে পরে চালিত করে ভূমিতে ফেলা বা অন্যের দ্বারা চালিত করায়। অন্য বৃক্ষ বা তৎসন্নিকট বৃক্ষকে ছেদন করে ঢেকে রাখে বা অন্যের দ্বারা আবৃত করায়। বানর বধ করে গাছ থেকে ফেলে তথায় স্থাপন করে বা অন্যের দ্বারা করায়। অথবা বাদুর অনুরূপভাবে তথায় স্থাপন করে বা অন্যের দ্বারা রাখায়। ইহাই সেই বৃক্ষকে ভূপাতিত করা এবং তার অবহরণ (হরণ) যদি সেই বৃক্ষকে দুর্বল করতে অন্য উপায় গ্রহণ করতো, এবং তাকে চালন করে (ঠেলে) পতিত করতো, বা বৃক্ষদ্বারা ঢেকে রাখতো, নিজের স্বভাবে বানর বা বাদুর তথায় আরোহণ করতো, অথবা পরে অন্য উপায়ে স্থাপন করতো, বা নিজে বায়ুমুখকে শোধন করতো তাতে বলবান বায়ু আগত হয়ে বৃক্ষকে পতিত করতো, তখন সবই ভণ্ডদেয়্যং-এ পরিণত হতো। 'বাতমুখেসোধনং' অর্থে বায়ু না পাওয়া, শুষ্কজল প্রবাহকে সোজা করে উপযুক্ত

করা ইত্যাদি অন্য কিছু নয়। বৃক্ষকে কুঠার দ্বারা বিদীর্ণ করে সজোরে ধাক্কা মারা, আগুন দেয়া বা কণ্টন বা বিষ প্রয়োগ করা, বাতাসে মারা—এগুলো সবই ভণ্ডদেয্য বলে গণ্য।

[বনস্পতি কথা সমাপ্ত]

হরণক (নিয়ে যাওয়া) কথা

১১১। 'হরণকে' অর্থে অন্যের নিয়ে যাওয়া দ্রব্য চুরি চিত্তে স্পর্শ করা। অন্যে কোনো দ্রব্য মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে 'উহা হরণ করব' এই ইচ্ছায় বেগে ধাবিত হয়ে তা স্পর্শ করে। ইহাতে দুক্কট আপত্তি হয়। 'কন্দাপেতী'তি অর্থে টানাটানি করে কিন্তু মালিক হতে মুক্ত করতে পারে নাই। ইহাতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'ঠানা চাবেতী'তি অর্থে টেনে হিঁচড়ে মালিকের হাত হতে মুক্ত করে। ইহাতে পারাজিকা আপত্তি হয়। যদি সেই দ্রব্য তার মালিক হতে তুলে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে; অতঃপর পুনরায় তা অন্যের দ্বারা তুলে নিয়ে গ্রহণ করে, তখন সেই ভিক্ষুর প্রথম গ্রহণেই মাটিতে রাখার সময়ে পারাজিকা আপত্তি হয়। মস্তক হতে বা কর্ণ হতে বা কণ্ঠ হতে বা হাত হতে অলংকার গ্রহণের জন্যে ছিন্ন করলে বা খুলে নিলে মোচনক্ষণেই পারাজিকা আপত্তি হয়। হাত হতে বালা বা আংটি খুলে না নিয়ে উহাদের উপরিভাগে ঘর্ষণ করলে রং বা (আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে) অন্যান্য উপায়ে অপসারণ করলে, বা আকাশে নিক্ষেপ করে নিজ আয়ত্তে আনলে; তদনুরূপ পারাজিকা আপত্তি হয়ে থাকে। বৃক্ষমূল বা চীবর বাঁশের উপরে রাখ! তাদৃশ বলাতে পারাজিকা হয় না। কেন? সজ্ঞানতাহেতু (পাংশুকুলিক রূপে গ্রহণে)। সজ্ঞানতার শ্রেণীভুক্ততা হচ্ছে, সেস্থান হতে তা কেউ গ্রহণ না করলেও উহা তেমনই পড়ে থাকবে। 'অঙ্গুলিমুদ্দিক, পাদকটক পরিধানের' বিধিমতে ইহা জ্ঞাতব্য।

"যো পন পরস্স নিবত্থসাটকং অচ্ছিন্দতি" বলতে যেই ভিক্ষু অন্যের পরিহিত বস্ত্র জোর করে কেড়ে নেয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি লজ্জাবশত সহজে ছেড়ে দেয় না। কাপড়ের এক প্রান্তে টানে চোর, অপর প্রান্তে টানে মালিক। এভাবে কিছুক্ষণ রক্ষার পর যেইমাত্র মালিকের হাত হতে চোর ভিক্ষু কাপড়টি মুক্ত করে, সেই ক্ষণে তার পারাজিকা হয়। অথবা সেই কাপড় টানাটানির মধ্যে ছিঁড়ে গিয়ে এক অংশও যদি চোর ভিক্ষুর হস্তগত হয়, তাতে মূল্যমানের অনুসারে পারাজিকা হবে।

'সহভণ্ড হারকন্তি' অর্থে 'দ্রব্যটি ভাণ্ডসহ নিয়ে যাব' এরূপ চিন্তা করে 'এদিকে আস দেখি!'– বলে চোর ভিক্ষু দ্রব্য বহনকারীকে তর্জন-গর্জন করে। সে চোরের দ্বারা ভীতি হলে, চোর ভিক্ষু দ্রব্য নিয়ে গমনেচ্ছু হয়ে প্রথম

পদবিক্ষেপে থুল্লচ্চয় আপত্তি, দ্বিতীয় পদবিক্ষেপে পারাজিকা হয়।

'পাতাপেতী'তি অর্থে অথবা চোর দ্রব্য বহনকারীর হাতে অস্ত্র-শস্ত্র দেখে সন্ত্রস্থ হয়ে পরে গ্রহণ করব এই অভিপ্রায়ে সেই দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একপাশে সরে পড়লো; অথবা চোর ভিক্ষু হুঙ্কার দিয়ে দ্রব্য বহনকারীর হাত হতে দ্রব্য মাটিতে ফেলে দিল। এরূপে হাত হতে দ্রব্য পড়ে যাওয়া ক্ষণেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হবে।

ফেলে দিতে বাধ্য করালে দুক্কট আপত্তি। ইহা পরিকল্পনাবশে উক্ত হয়েছে। যেই ভাণ্ড ফেলে দিতে বাধ্য করা হলো তা—'যা আমাকে বলা হয়, তাহাই গ্রহণ করব' এরূপ পরিকল্পনা করে ফেলে দিতে বাধ্য করা। তা স্পর্শে এবং পতনে দুক্কট। টানাটানি করাতে থুল্লচ্চয়। 'পাদগ্ঘনক'—বিধান মতে দ্রব্যের মূল্য বিবেচনায় স্থানচ্যুতিতে পারাজিকা হয়। পরে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছায় নিয়ে গেলে শ্রমণত্বের বিষয়ে ক্ষতি নেই। যদি দ্রব্য বহনকারীকে অতিক্রম করে যেতে দেখে পেছনে ধাবিত হয়ে "দাঁড়াও! দাঁড়াও! দ্রব্য রাখ! রাখ!" বলে ফেলে দেয়ায়; তৎদ্বারা তার হাত থেকে দ্রব্য মুক্ত হওয়া মাত্রই পারাজিকা হয়। যদি শুধু দাঁড়াও! দাঁড়াও! বলা হয়, কিন্তু রেখে দাও, বলা না হয়; ভিক্ষু মালিককে দেখে "যদি এই লোকটি আমাকে ধরে ফেলে, তাহলে মেরে ফেলবে" এই ধারণায় (সালোতি) সেই দ্রব্য গ্রহণস্থানে রেখে "পুনঃ ফিরে এসে গ্রহণ করব।" এই সিদ্ধান্তে চলে গেলে। তাহলে দ্রব্য হাতে নিয়ে আবার রেখে দেয়ার কারণে পারাজিকা হয় না। কিন্তু আগমন করে চুরিচিত্তে 'গ্রহণ হতে উত্তোলন'—এ আমারই পারাজিকা হয়। অথবা এমনই হয়—"আমার দ্বারা রেখে দেওয়া পর্যন্ত ইহা আমরই দ্রব্য" সেই হতে নিজের দ্রব্য সংজ্ঞায় গ্রহণ, গ্রহণের পর রক্ষা পর্যন্ত সেই দ্রব্য দেয়ার উপযুক্ত দ্রব্যের ন্যায় গণ্য হবে। 'দেহী'তি বলে মালিকের না দেয়ার মনোভাব পরিবর্তনে পারাজিকা হয়। "সে ইহা ত্যাগ করে চলে গেছে। ইহা এখন নির্দোষ বস্তু" এরূপ পাংশুকূল চেতনায় গৃহীত হওয়া ইহাই বিধিসম্মত। যদি মালিক 'দাড়াও! দাড়াও!' বলা মাত্রই তাকে দেখে 'ইহা আমার নয়' ধারণায় ধুর নিক্ষেপপূর্বক গ্রহণ না করে রেখে দিয়ে অনাসক্তভাবে পলায়ন করে'। তাহা চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করে উত্তোলন পর্যন্ত দুক্কট আপত্তি। আনয়ন করিয়ে দিয়ে দেওয়া কর্তব্য। না দিলে পারাজিকা। কেন? তার প্রচেষ্টা দ্বারা ছেড়ে দেয়ায়, মহাঅট্ঠকথায় এরূপই উল্লেখ আছে। অন্য কিছুর মধ্যে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ নেই। পূর্বের স্বকীয় সংজ্ঞা বা পাংশুকূল সংজ্ঞায় গৃহীত হলে ইহা এরূপেই বিচার্য।

[হরণ কথা সমাপ্ত]

উপনিধি কথা

১১২। 'উপনিধি' হচ্ছে 'না, আমি গ্রহণ করিনি' বলে অদত্তবস্তু গ্রহণ করে এভাবে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট আপত্তি। "এসব তোমরা কী বলছ? ইহা আমার বা তোমাদের কারো জন্যে শোভনীয় নয়" ইত্যাদি বাক্যের জন্য দুক্কট আপত্তি হয়। "আমার দ্বারা গোপনে (রহো) তার হাতে ইহা রেখেছি অন্য কেউ তা জানে না। 'এখন দেবে কি, দেবে না?" মালিকের বা স্বামীর এরূপ বিমতি সন্দেহ উৎপাদনে ভিক্ষুর থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। তার রুক্ষ কর্কশ ভাব দেখে স্বামীর—'না, সে আমাকে দেবেনা' এরূপ ধারণায় পাওয়ার আশা ত্যাগ করেন; আর ভিক্ষু যদি 'বেশি পিড়াপিড়ি করলেই তা দেবো' এভাবে দেয়ার ইচ্ছা বজায় রাখে। আবার যদি ভিক্ষু ফেরত দিতে ইচ্ছা না করে, অথচ দ্রব্য মালিকের মনে পাওয়ার আশা বজায় থাকে তখনো ভিক্ষুর পারাজিকা হয় না। কিন্তু ভিক্ষুর দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে, মালিকও 'পাইব না' এই ভেবে আশা ত্যাগ ক্ষণেই ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। ভিক্ষু যদি মুখে বলে 'দেবো'; কিন্তু মনে দেয়ার ইচ্ছা নেই। তেমন অবস্থায় স্বামীর ধুরনিক্ষেপ তথা পাওয়ার আশা ত্যাগ ক্ষণেই ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। তাকে 'উপনিধি' বলা হয় যা সঙ্গোপনে নিজের হাতে পরের কাছে রাখা দ্রব্য। অগুপ্ত স্থান হতে গুপ্ত স্থানে রাখতে নিয়ে গেলে কোনো দোষ নেই। (অনাপত্তি)। চৌর্যচিত্তে স্থানচ্যুতির জন্যে এখানে অবহার নেই। কেন? স্বামী নিজের হাতে দেয়্যদ্রব্য রাখার কারণে। চৌর্যচিত্তে ব্যবহারের ইহাই বিধান। কিছুক্ষণের জন্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একই বিধান। ধর্মচরণাদি পূর্বোক্তমতে জ্ঞাতব্য। তারপরও ইহা পালি (মূল) বর্ণনামতে।

পালিমুত্তক বিনিচ্ছয়ে পাত্রচতুষ্কাদিবশে এরূপই উক্ত হয়েছে : এক ভিক্ষু পরের মহার্ঘ পাত্রের প্রতি লোভ উৎপন্ন করে তা চুরি করার ইচ্ছায় স্থাপিত স্থানটি বিশেষভাবে লক্ষ করলো এবং নিজের পাত্র তারই নিকটে রাখলো। সে তথায় আগমন করে ধর্ম আবৃত্তি করে নিদ্রারত মহাথেরোকে বললেন, 'ভন্তে, আপনাকে বন্দনা করছি'। 'তুমি কে?' 'ভন্তে, আমি আগন্তুক ভিক্ষু। খুব সকালে চলে যেতে ইচ্ছুক। অমুক স্থানে আমার ঈদৃশ নামে ঈদৃশ অসংবদ্ধ পাত্র থালটিতে পাত্র রাখা আছে।' 'সাধু ভন্তে, তা যদি আমি লাভ করি।' থেরো প্রবেশ করে তা গ্রহণ করলেন। তিনি ভুল পাত্রটি উঠানো মাত্রই চোর ভিক্ষুর পারাজিকা হবে। যদি আগমন করে 'কে তুমি, অসময়ে এসেছ?' থেরো এরূপ বলামাত্রই ভীত হয়ে চোর ভিক্ষুটি পলায়ন করলো। কিন্তু সে পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েই পলায়ন করেছে। স্থবিরের চিত্ত-শুদ্ধতার কারণে তিনি আপত্তিবিহীন।

থেরো তা-ই গ্রহণ করব ধারণায় অন্যটি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইহাই নিয়ম। ইহা 'মনুস্সবিগ্গহ'-এর আণত্ত (আজ্ঞা) সদৃশ বত্থুর ন্যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তদৃশ মতে গ্রহণ কর্তব্য। উক্ত হয়েছে যে কুরুন্দি (সীংহলী বিনয় অট্ঠকথা বুদ্ধঘোষকৃত) পদবিক্ষেপ দ্বারা বিচার করা কর্তব্য এবং তা গ্রহণই যুক্তিসম্মত।

মনে করুন পাত্রের স্বামী বা মালিক কর্তৃক নিজের পাত্র গ্রহণ করে চোরকে দিলেন। এরূপে দেওয়া হলে চোর ভিক্ষুর পারাজিকা হবে না। কেবল অশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা গ্রহণের কারণে দুক্কট আপত্তি হবে। মনে করুন, চোর ভিক্ষুর পাত্রটিই চোরকে দেয়া হলো। এখানেও চোরের নিজের দ্রব্য বিধায় পারাজিকা নাই; কেবল অশুদ্ধ চিত্ত হেতু দুক্কট আপত্তি। সর্বক্ষেত্রেই থেরোর কোনো অপরাধ নেই (অনাপত্তি)।

অপর বত্থু—'পাত্রটি চুরি করব' এমন ইচ্ছা হলো এক ভিক্ষুর। সেক্ষেত্রেও নিদ্রারত ভিক্ষুকে বন্দনা করলো চোর ভিক্ষু। 'এই তুমিকে?' বলাতে "আমি ভন্তে অসুস্থ ভিক্ষু।' আমাকে আপনার পাত্রটি দিন; গ্রামদ্বারে গিয়ে ভৈষজ্য (ওষুধ) সংগ্রহ করব।" থেরো ভাবলেন, "এখানে তো কোনো রোগী নেই; চোর হতে পারে" পর্যবেক্ষণ করে– 'এ তো চোর।' নিজের বৈরী ভিক্ষুর পাত্র বের করে দিলেন। পাত্র উত্তোলন ক্ষণে দুজনেরই পারাজিকা হয়। 'ইহা শত্রু ভিক্ষুরই পাত্র' এরূপ সংজ্ঞা থাক বা না থাক নিজেরটা বাদ দিয়ে অন্য কোনোজনের হলেও পারাজিকা। এখানে ইহাই বিধান। যদি শত্রুর পাত্র সংজ্ঞায় পাত্র চোরকে তুলেদেয়, বর্ণিত বিধিমতে থেরো ভিক্ষুর পারাজিকা হবে এবং চোরের দুক্কট হবে। অতঃপর 'ইহা শত্রুর পাত্র' মনে করে তা না দিয়ে নিজের পাত্রই চোরকে দিলে চোর ভিক্ষু থেরো উভয়েরই দুক্কট আপত্তি।

এক মহাথেরো ভিক্ষু তাঁর সেবক যুব-ভিক্ষুকে বললেন, "পাত্র-চীবর গ্রহণ করো; আমরা অমুক গ্রামে গমন করে পিণ্ডচারণ করব"। যুব-ভিক্ষু থেরোর পাত্র-চীবর গ্রহণ করে পেছনে পেছনে গমনরত অবস্থায় চৌর্যচিত্ত উৎপন্ন করে (গ্রামে না যাওয়ার ইচ্ছা) যদি মাথার ভার কাঁধে নামায় (থেরোর পাত্র-চীবর ফেলে দেওয়ার ইচ্ছায়) তাতে পারাজিকা নাই। কেন? থেরোর আদেশে গৃহীত বলে। যদি পথ ত্যাগ করে জঙ্গলে প্রবেশ করে, পদবিক্ষেপ দ্বারা বিচার কর্তব্য। অথবা থেরোর গ্রহণ পথ হতে প্রত্যাবর্তন করে বিহার অভিমুখে পলায়ন করে বিহারসীমায় প্রবেশ পূর্বক আবাসকক্ষের চালার তলায় প্রবেশ (গৃহ-উপচার) ক্ষণেই পারাজিকা। অথবা মহাথেরোর পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন স্থান হতে গ্রাম অভিমুখে পলায়ন করে গ্রামসীমা (গ্রাম-উপচার) অতিক্রমক্ষণেই পারাজিকা। যদি উভয়ে পিণ্ডচারণ শেষে ভোজন করে থেরো যদি বলেন, 'পাত্র-চীবর গ্রহণ করো, বিহারে গমন করব"। সেক্ষেত্রেও চুরিচিত্তে যুব-ভিক্ষু মাথা হতে পাত্র-

চীবর কাঁধে রাখলে, বনে প্রবেশ করলো, পেছনে প্রত্যাবর্তন পূর্বক গ্রাম অভিমুখে পলায়ন করে গ্রামে প্রবেশ করতে গ্রাম-সীমা অতিক্রম করলে ইত্যাদি পূর্বোক্ত নিয়মেই জ্ঞাতব্য। আবার থেরোর আগে আগে বিহার অভিমুখে গমন করে, বিহার এলাকায় স্থিত না হয়ে, না বসে বিশ্রাম না করা অবস্থায় চুরি চিত্তে আবাস কক্ষের চালার তলায় (উপচার) প্রবেশ করলে, প্রবেশ ক্ষণেই পারাজিকা হয়। যেই ভিক্ষু থেরোর আদেশে প্রস্তুত হয়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করলো তার মাথার- বোঝা কাঁধে নামানো আদি উল্লেখিত ক্রমেই পারাজিকায় পরিণত হয়। ইহাই জ্ঞাতব্য।

যাকে 'অমুক বিহারে গিয়ে চীবর ধুয়ে বা রং করে নিয়ে আস' বলাতে 'সাধু!' বলে সে চীবর গ্রহণ করে গমন করে। পথিমধ্যে চুরিচিত্ত উৎপন্ন করে মাথার ভার কাঁধে নামাতে পারাজিকা নেই। মার্গ ত্যাগে পদবিক্ষেপ দ্বারা বিচার্য (পদে পদে দুক্কট)। সেই বিহারে গমন করে তথায় অবস্থান, চুরিচিত্তে চীবর ব্যবহার করে তা নষ্ট করে ফেলাতে (জীরাপেতি), বা চোরে তা হরণ করাতে 'অবহার' নেই। সেই হতে বের হয়ে আগমন পর্যন্ত পূর্ব নিয়মেই জ্ঞাতব্য।

যে থেরো দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে অথবা ময়লা হয়েছে, দাগযুক্ত হয়েছে দেখে নিজেই থেরোর চীবর পরিষ্কার করতে "ভন্তে, চীবর আমাকে দেন; আমি অমুক গ্রামে গিয়ে রং করিয়ে নিয়ে আসবো" বলে চীবর গ্রহণ করে চলে গেল। পথিমধ্যে চুরিচিত্ত উৎপন্ন করে মাথার ভার কাঁধে নামাতে স্থানচ্যুতি মাত্রই পারাজিকা। কেন? থেরোর আদেশ ছাড়া স্বেচ্ছায় গৃহীত বলে। চীবর মাথায় রেখে দিল। মার্গ পরিবর্তন করে প্রত্যাবর্তন, বিহারে আগমন, বিহারসীমা অতিক্রম ইত্যাদিতে পূর্বোক্ত নিয়মেই পারাজিকা হয়। গ্রামে গিয়ে, চীবরে রং দিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে চুরিচিত্তের উৎপত্তিতেও পূর্বোক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদি যথায় গেল তথায় বা অন্তরমার্গে বা তৎবিহারে প্রত্যাগমন করে বিহারের একপাশে বা আবাসের ছাউনির প্রান্তসীমা (উপাচার) অতিক্রম না করে উপবিষ্ট অবস্থায় চুরিচিত্ত দ্বারা সেই চীবর ব্যবহার করতে করতে জীর্ণ করে বা চোর তার থেকে তা হরণ করে, বা চীবরটি যথায় তথায় নষ্ট করে; তথাপি 'ভণ্ড দেয্যদম্মা' হেতু পারাজিকা হয় না; যতক্ষণ না আবাসের উপচারসীমা অতিক্রম করা হয়।

যেজন থেরো দ্বারা 'নিমিত্ত'করণের পর "ভন্তে, আমাকে দিন, আমি রং করিয়ে নিয়ে আসবো" এই বলে, "ভন্তে, কোথায় গিয়ে রং করব?" জিজ্ঞাসা করে। থেরো বলেন, "যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে রং করো।" ইহা 'বিশ্বস্ত দূত' নামে অভিহিত করা হয়। এমতাবস্থায় চুরিচিত্তে পলায়ন করলে অবহরণ দ্বারা করণীয় কিছু নেই। চুরিচিত্তে পলায়নের পর ব্যবহার বা অন্য কোনোভাবে

নষ্ট করলে 'ভণ্ডদেয্য' তথা প্রদত্ত-ভাণ্ডের বিধি অনুযায়ীই বিচার্য। ভিক্ষু ভিক্ষুর হাতে কিছু ব্যবহার্যদ্রব্য প্রেরণ করতে দিয়ে বলেন যে, "অমুক বিহারে অমুক ভিক্ষুকে দাও!"। তার চুরিচিত্ত উৎপত্তিতে সর্বক্ষেত্রে 'অমুক নামক বিহারে গিয়ে চীবর ধৌত করে বা রং করে আস!" পূর্বোক্ত নিয়মেই বিচার-মীমাংসা কর্তব্য।

অপর ভিক্ষুকে প্রেরণে ইচ্ছুক হয়ে 'নিমিত্ত' তথা নির্দ্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে। বলা হলো "কে এই চীবর গ্রহণ করে গমন করবে?" তথায় একজন বলো, "আমাকে দেন ভন্তে। আমিই গ্রহণ করে গমন করব।" সে গ্রহণ করে গমন কালে তার চুরিচিত্ত উৎপন্ন হলে সর্বক্ষেত্রে "দেথ ভন্তে চীবরং অসুকং নামগামং ... আহরিস্সামি"—এ পর্যায়ে উল্লেখ সদৃশ বিচার-মীমাংসা হয়ে থাকে।

থেরো কর্তৃক চীবর তৈরির বস্ত্র লাভ করে সেবকের গৃহে রাখা হলো। অতঃপর অন্তেবাসী বস্ত্র হরণে ইচ্ছুক হয়ে তথায় গমন করে থেরো কর্তৃক প্রেরিত সদৃশ বললো, "সেই বস্ত্রটি দেন"। তার বাক্যে বিশ্বাস করে উপাসকের নিকটে রাখা বস্ত্র উপাসিকা, বা উপাসিকার রাখা বস্ত্র উপাসক বা অন্য কেউ বের করে দিলেন। এক্ষেত্রে বস্ত্র উত্তোলন ক্ষণেই চোর ভিক্ষুর পারাজিকা হয়।

যদি থেরোর সেবকগণ দ্বারা "ইহা থেরোকেই দেবো" বলে নিজের বস্ত্র রাখা হতো। আর অন্তেবাসী তা হরণ ইচ্ছায় তথায় গমন করে বলতো, "থেরোকে দান করতে ইচ্ছুক যেই বস্ত্র তা দিন"। তারা এই বাক্যে ' 'থেরোকেই দিতাম। রাখা আছে, বেশ তাহলে গ্রহণ করুন" বলে দিয়ে দিলেন। মালিক তথা স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় তথায় পারাজিকা নেই। কেবল অশুদ্ধ চিত্তে গ্রহণের কারণে 'ভণ্ডদেয়্য'-বিধিতে দুক্কট আপত্তি।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে "এরূপ বর্ষাবাস চীবর আমাকে দিন। আমি এখন গ্রামে যাচ্ছি"। সেই ভিক্ষু 'সাধু!' বলে অপর ভিক্ষুর প্রদত্ত বহুমূল্যের চীবর, নিজে লাভ করা অল্পমূল্যের চীবরের সাথে রাখলো। অপর ভিক্ষু আসলে জেনে বা না জেনে নিজে মহার্ঘ বস্ত্র লাভের ভাব প্রদর্শন পূর্বক বলে– "আমার বর্ষাসাটিকটি দিন"। অপর ভিক্ষু বললেন, "তোমার মোটা বস্ত্রই লাভ হয়েছে। আমার বস্ত্র মহার্ঘ। উভয়টি অমুক স্থানে খালি জায়গায় রাখা আছে। প্রবেশ করে গ্রহণ করো।" সে প্রবেশ করে মোটা বস্ত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহার স্থলে উহাকে গ্রহণ করতে উত্তোলন ক্ষণেই পারাজিকা।

অথবা অন্যের বস্ত্রে নিজের নাম; নিজের বস্ত্রে অন্যের নাম লিখে দিয়ে 'যাও! নাম বেছে নিয়ে গ্রহণ করো"। সে ক্ষেত্রেও একই বিধান।

সে যদি নিজের এবং তার লব্ধ বস্ত্র একত্রে রেখে তাকে এরূপ বলে, "তোমার এবং আমার লব্ধ শাটক দুটাই ঘরের ভেতরে রেখেছি। যাও, যা ইচ্ছা

কর তাহা বেঁচে নাও"। সে লজ্জায় পড়ে আবাসিকের দ্বারা গৃহীত মোটা বস্ত্রও গ্রহণ করতে পারে, অথবা আবাসিকের দ্বারা বাছাই করে অন্যটিও গ্রহণে দোষ নেই (অনাপত্তি)।

আগন্তুক ভিক্ষু আবাসিকদের চীবরকর্ম করার সময় তাদের সমীপে এই ভেবে পাত্র-চীবর রাখলেন, "তাদের দ্বারা সুরক্ষা হবে"। অতঃপর স্নান করতে বা অন্যত্র গমন করেন। যদি সেই আবাসিকগণ সুরক্ষা করেন, ভালো। আর নষ্ট হলেও গর্দান যাবে না। যদি তিনি "ভন্তে, ইহা রাখুন" এই বলে গমন করতেন; আর অন্যেরাও নিজ কর্তব্যের ব্যস্ততায় অল্পশ্রুতি হেতু জানতে না পারেন, পূর্বোক্ত নিয়মেই তা বিচার্য। অথবা আগন্তুক যদি "ভন্তে, এখানে রাখছি।" আর আবাসিক যদি বলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি" এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথবা যদি অনিবার্য কারণে রেখে' না নিয়ে যায়—এসবের জন্যে একই বিধি প্রযোজ্য। যদি তৎ দ্বারা প্রার্থীত হয়ে বা অপ্রার্থীত হয়ে "আমরা রাখবো, তুমি চলে যাও!" বললে সেই পাত্র-চীবর সংরক্ষণ কর্তব্য। যদি সংরক্ষিত না হয়ে নষ্ট হলে 'গীবা' (গলাধাক্কা?) বা গ্রীবা-নামক দণ্ড বিচার্য। কেন? দায়িত্ব নেয়ার কারণে।

যেই ভিক্ষু ভাণ্ডাগারিক হয়ে প্রাতঃকালে এরূপ ভিক্ষুদের ভাণ্ড তাদেরকে না বলে দূরে ভিক্ষাচারণে গমন করেন। যদি চোরে সেই পাত্র-চীবর হরণ করে: তাহলে তার ভাণ্ডাগারিকের 'গীবা-নামক' দণ্ড বা অপরাধ হয়। যদি আবাসিক ভিক্ষুগণ দ্বারা "পাত্র-চীবরাদি নামিয়ে রাখুন ভন্তে, যথাসময়ে শলকা গ্রহণের জন্যে" এভাবে বলায়—'সকলে সমবেত হয়েছেন কি?'। 'হ্যাঁ ভন্তে, হয়েছি' বলাতে পাত্র-চীবরাদি বেরকরে রেখে, ভাণ্ডাগারের দরজা বন্ধ করে বলেন,– "তোমরা নীচের তলার দরজায় প্রহরি রেখে যাবে" এই বলে গমন করলেন। তথায় ভিক্ষুদের মধ্যে এক অলস প্রকৃতির ভিক্ষু রাখা হলো। সে নিদ্রা উত্থিত হয়ে চোখ মুছে জলের স্থানে মুখ ধুতে গেল। সেই ক্ষণে চোরে তার পাত্র-চীবর নিরাপদে চুরি করে নিয়ে গেল। ভাণ্ডাগারিকের 'গীবা' (এই নামে অপরাধ) হলো না (গীবা না হোতি)।

যদি ভাণ্ডাগরিককে না জানিয়ে ভাণ্ডাগারে নিজের দ্রব্যাদি রাখা হয়। তা নষ্ট হলে ভাণ্ডাগারিকের 'গীবা' হয় না। যদি ভাণ্ডাগারিক তা দেখেন যে, 'ইহা অস্থানে রাখা হল' এই মনে করে তা গ্রহণ করে অন্যত্র রাখে, তখন নষ্ট হলে ভাণ্ডাগারিকের 'গীবা' হয়। যদি দ্রব্য রেখে যাওয়া ভিক্ষু দ্বারা 'ভন্তে, দেখুন এরূপ দ্রব্যই আমার দ্বারা রাখা হচ্ছে' এরূপ বলাতে 'সাধু' বলে তা অনুমোদন করেন; কিন্তু পরে অস্থানে রেখেছে মনে করে অন্য স্থানে রাখেন। তার বিনষ্টের জন্যেও 'গীবা' হয়। 'আমি জানি না' এভাবে অগ্রহণ করলে 'গীবা' হয় না।

যদি তাহা দেখা যায় মতো করে রাখা হয়; অথচ ভাণ্ডাগারিক তা অনুমোদন না করেন, তখন 'নষ্ট বিনষ্ট' জাতীয় হয় (নট্‌ঠ-সুনট্‌ঠমেবা)।

যদি ভাণ্ডাগারিক তাহা অন্যত্র রাখেন, তখন নষ্ট হলে 'গীবা' হয়। যদি ভাণ্ডাগার সুরক্ষিত হয়; সংঘের এবং চৈত্যের সকল দ্রব্য তথায় রাখা থাকে; ভাণ্ডাগারিক মূর্খ এবং অদক্ষ হেতু দরজা খোলা রেখে ধর্মকথা শ্রবণে বা অন্য কোনো কাজে কোথাও যায়; তা দেখে চোরগণ যত নিয়ে যায়, তার সবই 'গীবা'। ভাণ্ডাগার হতে বের হয়ে বাইরে চংক্রমণরত অবস্থায় বা দরজা খোলা রেখে রোদ গ্রহণে বা শ্রামণ্যধর্ম পরিপূরণে তথায় বসা অবস্থায় বা তথায় বসে কোনো কাজে ব্যস্ততার সময় বা মল-মুত্রদ্বারা পীড়িত হয়ে তথা হতে গৃহচালের বাইরে গেলে বা অন্য কোনো প্রকারে স্মৃতিপ্রমত্ততায় দরজা খোলা রেখে বা খোলা সদৃশ রাখার প্রমত্ততা হেতু চোর প্রবেশ করে বা জোড়া কেটে চোরগণ যত হরণ করে সেই পরিমাণই 'গীবা' হয়। গ্রীষ্মকালে জানালা খোলা রেখে নিদ্রাগত হতে হয় বলা হয়েছে। আবার মল-মূত্র ত্যাগে তথায় চালের তলায় ব্যবস্থা না থাকাতে অন্যত্র গমনে রোগীপর্যায়ভুক্ত তা হয়ে থাকে। তাই এই দুয়ে 'গীবা' হয় না। কেউ একজন ঘরের ভেতরে গরমে পীড়িত হয়ে দরজা সুরক্ষা করে বাইরে বের হলেন। চোরগণ সেই সুযোগ গ্রহণ করে 'দরজা খোল' বললে, তিনবার না বলা পর্যন্ত দরজা খোলা উচিত নয়। যদি সেই চোরেরা বলে, "দরজা যদি না খোল তোমাকে মারবো এবং দরজা ভেঙে জিনিসপাতিও নিয়ে যাব" এই বলে কুঠারাদি উত্তোলন করে। তখন ভিক্ষু এই ভেবে দরজা খুলে দিলেন, "আমিও মরবো, সংঘের শয়নাসনও বিনষ্ট হবে; লাভ কোথায়?" এমতাবস্থায় 'অবিষয়ভুক্ত' (অবিসত্তা) বিধায় 'গীবা' নেই বলা হয়েছে। যদি কোনো আগন্তুককে চাবি দেয় বা দরজা খুলে দেয়। তখন আগন্তুক চোর যত হরণ করে তার সবই 'গীবা' হবে (ভণ্ডাগারিক দোষী হবে)।

সংঘ কর্তৃক ভাণ্ডাগারের সুরক্ষার জন্যেই সূচিমুখ অর্গল এবং তালা-চাবি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ ভাণ্ডাগারিক শুধুমাত্র অর্গল দিয়ে ঘুমালো। চোর দরজা খুলে দ্রব্যসামগ্রী হরণ করলো। সেই কারণে তার গীবা হয়। অর্গল এবং তালা যুক্ত করে ঘুমানোর সময়ে যদি চোরগণ আগমন করে 'দরজা খোলা' বললে, সে অবস্থায় পূর্বের বর্ণনা মতেই করা কর্তব্য। এরূপ সুরক্ষিত করে ঘুমালে, চোর যদি দেয়াল বা ছাউনি ভেদ করে মাথা ঢুকিয়ে প্রবেশ করে হরণ করে, তাতে 'গীবা' হয় না। যদি ভাণ্ডাগারে অন্য থেরোগণ বাস করেন। তারা দরজা খুলে নিজ নিজ দ্রব্য নিয়ে যান। আর ভাণ্ডাগারিক তাদের গমনের কারণে দরজা বন্ধ না করেন। যদি তখন কিছু চুরি হয়; ভাণ্ডাগারিকের কর্তৃত্বের কারণে ভাণ্ডাগারিকের 'গীবা' হবে। থেরোগণ সহায়করূপে বিচার্য হতে পারে। এখানে

ইহাই ন্যায়সঙ্গত।

যদি ভন্ডাগারিক বলেন যে, "আপনারা বাইরে দাঁড়িয়েই আপনাদের পারিক্খারাদি গ্রহণ করুন; ভেতরে প্রবেশ করবেন না"। তাদের মধ্যে এক লোভী মহাথেরো শ্রমণ এবং সেবক সাথে নিয়ে ভাণ্ডাগারে প্রবেশ করে উপবেশন করেন, শয়ন করেন। এতে যত দ্রব্য নষ্ট হয় তার সবই 'গীবা' হয়। ভাণ্ডাগারিকসহ অবশিষ্ট থেরোগণকে সহায়ক ভাবা কর্তব্য। যদি ভাণ্ডাগারিক লোভী শ্রামণেরকে এবং সেবককে নিয়ে ভাণ্ডাগারে উপবেশন এবং শয়ন করেন, তাতে যা নষ্ট হয় তার সবকটির জন্যে তাদের 'গীবা' হয়। তাই ভাণ্ডাগারিকের এককভাবে তথায় অবস্থান কর্তব্য। অবশিষ্টরা কিছু বৃক্ষমূলে অথবা ভাণ্ডাগারে কর্তব্য।

যারা নিজ নিজ সমপর্যায়ের ভিক্ষুদের আবাসকক্ষে পরিক্খারা রাখেন; সেই দ্রব্য নষ্টে যিনি রাখেন তারই 'গীবা' হয়। অন্যেরা সহায়কভাবেই গ্রহণীয়। যদি সংঘ ভাণ্ডাগারিকের আবাসে যাগু ও ভাত দেয়ার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তিনি ভিক্ষাচারণে গমন করেন। তখন ভাণ্ডাগারের কিছু নষ্টে তার 'গীবা' হবে। ভিক্ষাচারে প্রবেশকারীদের থেকে অতিরিক্ত চীবর রক্ষণার্থে ভাণ্ডাগারিকের জন্যে যাগু ও ভাত বা পরলোকগতের উদ্দেশ্যে দান লাভ করেও ভাণ্ডাগারিক ভিক্ষাচারে গমনের কারণে ভাণ্ডারের দ্রব্য যতটি নষ্ট হবে ততটিই তার গীবা হয়। এভাবে কেবল ভাণ্ডাগারিকের বিষয়ে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার ভুলের কারণে যা নষ্ট সবই গীবা।

যদি বিহার বিশাল হয়, তখন একপ্রান্তে রক্ষা করতে গিয়ে অন্য প্রান্তে রাখা বস্তু হরণ বিষয়ভুক্ত নয় বিধায় 'গীবা'ও হয় না। ঈদৃশ বিহারের মধ্যস্থলের সকলের প্রবেশপথে পারিক্খারা দ্রব্যগুলো রেখে বসে থাকা কর্তব্য। বিহারদ্বারে দুই-তিনজনকে রাখা কর্তব্য। তাদের তৎপরতা সত্ত্বেও যদি এখানে সেখানে রক্ষিত কিছু নষ্ট হয়, তাতে 'গীবা' হয় না। বিহারের দ্বাররক্ষককে বন্দী করে হরণকৃত দ্রব্য নিয়ে চোরদের বিপরীত পথে গমনকালে অন্য পথে হরণকৃত দ্রব্যের জন্যে 'গীবা' হয় না। যদি বিহারবাসীদের আবাসে দানীয় যাগু ভাত বা শ্রদ্ধা-আদি দান লাভ না হয়; তাহলে প্রাপ্তব্য লাভ হতে অতিরিক্ত দুই-তিনজনের যাগু সলাকা তাদের জন্যে পর্যাপ্ত ভাত শলকা (পহোনক ভণ্ড সলকা) চালু করতে হয়। প্রতিদিনের জন্যে রাখা উচিত নয়। কারণ মানুষেরা বিরক্ত হয়ে বলবে, "বিহারবাসীরা আমাদের ভাত পরিভোগ করছে"। তাই পরিবর্তন করে রাখা উচিত। যদি তাদের জন্যে একই শলাকা ভাত সংগ্রহ করে দেয়া হয়; তাহলে উত্তম হয়। যদি না দেয়; তাহলে পুনর্বার শলকা গ্রহণ করে নিয়ে আসা কর্তব্য। যদি বিহারবারিক দুই-তিনজনের জন্যে যাগু শলাকা এবং চার পাঁচ

জনের শলাকা-ভাত লাভের পরও ভিক্ষাচারণে যায়; তাতে ভাণ্ডাগারিকের ন্যায় নষ্টকৃত সবগুলোর জন্যে 'গীবা' হয়। যদি সংঘের জন্যে বিহারপালায় দানীয় ভাত, বা শ্রাদ্ধ দান না থাকে; তাহলে ভিক্ষু বিহারবারিক গ্রহণ করে নিজ নিজ আত্ততার দ্রব্য রক্ষা করতে হয়। ইহার জন্যে সম্প্রাপ্ত সময়ে যখনই যা প্রয়োজন তখন তা করতে হয়; আগে ভাগে কোনো কারণ লাভ হয় না। অন্য ভিক্ষুরা যা করে তা-ই করা কর্তব্য। ভিক্ষুদের মধ্যে অসহায়ের জন্যে নিজে বা সমভাব সম্পন্ন ভিক্ষু ভাত এনে দেয়ার মতো দাতা নেই; এমতাবস্থায় বার বা পালা প্রাপ্তব্য নয়।

যাহা রন্ধন ব্রতের জন্যে (পাকবত্তথায়) বিহারে রাখা হয়, তা গ্রহণ করে জীবনযাপন করা কর্তব্য। যে তাকে আশ্রয় করবে না, তার বার বা পালা গ্রহণ উচিত নয়। ফলাফলার্থে বিহারে ভিক্ষু রাখতে হয়। পাহারা দিয়ে, সংরক্ষণ করে, ফলবার দ্বারা ভেজে তপ্ত করে খেতে হয়। পরোপজীবী গ্রহণ উচিত নয়। মঞ্চ-চেয়ার শয়নাসন, আস্তরণ সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থা রাখতে হয়। যারা আবাসে থাকেন এ সকল রাখা তাদেরই কর্তব্য। যারা অব্‌ভোকাসিক বা বৃক্ষমূলিক এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ উচিত নয়।

ভিক্ষু নবাগত, কিন্তু বহুশ্রুত, বহুধর্ম ভাষণ করেন, প্রশ্নোত্তর দেন, পালি বর্ণনা করেন, ধর্মকথা বলেন, কিন্তু সংঘের দায়িত্ব উপেক্ষা করেন। এমন জনের লাভ-সৎকার পরিভোগ করলেও আর আবাসে অবস্থান হলেও, পালা গ্রহণ উচিত নয়। ইহা 'পুরুষবিশেষ' নামে জ্ঞাতব্য বলা হয়েছে।

উপোসথাগার এবং প্রতিমাঘর রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্যে প্রতিদিন দ্বিগুণ যাগু, ভাত, তণ্ডুল-নালি সংবৎসরের ত্রিচীবর দশ-বিশ ঘনকের কপ্পিয় দ্রব্য দেয়া কর্তব্য। যদি তার এই লাভ সত্ত্বেও প্রমাদ-উদাসীনতাবশত কিছু নষ্ট হয়; তার সবকিছুই 'গীবা' হয়। তাকে বন্ধন করে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিলে কোনো 'গীবা' নেই। তথায় সংঘ বা চৈত্যের সম্পদ দ্বারা সংঘ ও চৈত্যকেই রক্ষা করা কর্তব্য। যা চৈত্যের সম্পদ তার সাথে সংঘের সম্পদ রাখলে তা চৈত্যসম্পদ রূপেই রক্ষা করতে হয়। ইহাই প্রচলিত প্রথা। পক্ষের পালাক্রম (পক্‌খবার) দ্বারা উপোসথাগারাদি রক্ষা করতে হয়। প্রমাদবশে নষ্ট হলে 'গীবা' হয়।

[উপনিধি কথা সমাপ্ত]

শুল্কাঘাত (সুঙ্কঘাত) কথা

১১৩। শুল্ককে হণন করে বলেই 'সুঙ্কঘাতং'। শুল্কের স্থান ইহার অধিবচন। তাই যাহা শুল্কযোগ্য দ্রব্য তাতে শুল্ক না দিয়ে আসাতে রাষ্ট্রে র শুল্ককে হত করে, বিনাশ করে। তাই বলা হয়েছে 'সুঙ্কাঘাত' বা শুল্কাঘাত। 'তত্র

পবিসিত্বা'তি বলতে তথায় পর্বতখণ্ডাদি দ্বারা রাজ্য বিচ্ছিন্ন করে স্থাপিত শুল্ক আদায়স্থানে প্রবেশ করে। 'রাজগ্গং ভণ্ডন্তি' বলতে রাজার আহরণযোগ্য দ্রব্য; যা হতে রাজ্যকে পঞ্চমাসা বা পঞ্চমাসার অতিরিক্ত, বা অগ্ঘনক পরিমাণ শুল্ক প্রদানযোগ্য হয়, সেই দ্রব্য, ইহাই অর্থ। 'রাজকন্তিপি' শব্দটির পাঠ 'চুরি চিত্ত' অর্থেই জ্ঞাতব্য "এই (দ্রব্য) হতে রাজ্যের শুল্ক দেবো না।" এমন ইচ্ছায় চুরিচিত্ত উৎপন্ন করে সেই দ্রব্য স্পর্শমাত্র 'দুক্কট' আপত্তি। শুল্ক স্থাপিত স্থান হতে থলেতে বা আচ্ছাদিত স্থানে নিক্ষেপ করলে, বা ঊরুর সাথে বন্ধন করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। শুল্কস্থান দ্বারা পরিচিহ্নিত স্থান পরিবর্তন হয়নি এমন শুল্ক পরিচ্ছেদ হতে দ্বিতীয় পদবিক্ষেপ অতিক্রম করলেই পারাজিকা হয়।

'বহি সুঙ্কঘাতং পাতেতী'তি রাজকর্মচারীদের অন্যমনস্কভাব দেখে ভেতর থেকে বাইরে পড়ার জন্যে নিক্ষেপ করে। তা অবশ্যই পতনযোগ্য, তাই হাত হতে দ্রব্য মুক্ত হওয়া মাত্রই পারাজিক। তা বৃক্ষ বা খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে প্রবল বায়ু বেগে উত্থিত হওয়া সদৃশ হয়ে পুন ভিতরে এসে পড়লে, তাতে পারাজিকা হতে রক্ষা পায়। পুনঃ গ্রহণ করে নিক্ষিপ্ত হলে ইহা পূর্বোক্তমতে পারাজিকা। ভূমিতে পাতিত হয়ে চাকার মতো ঘুরে পুনঃ ভেতরে প্রবেশ করলে পারাজিকা সদৃশ। 'কুরুন্দা অর্থকথা'মতে "যদি বাইরে পতিত হয়ে মুহূর্তকাল স্থিত হওয়ার পর ঘুরে ফিরে আসলেও পারাজিকা। যদি স্থিত না হয়ে ফিরে আসে, তাহলে পারাজিকা হতে রক্ষা পেল। ভিতরে স্থিত হয়ে হস্ত বা পদ বা লাঠি দ্বারা গড়িয়ে দিলে বা অন্যের দ্বারা গড়ায়ে দিলে। যদি স্থিত না হয়ে গড়িয়ে গেলে পারাজিকা। ভিতরে স্থিত থেকে বাইরে যাওয়া পর্যন্ত এই ভেবে রক্ষা করে– "গড়িয়ে দিয়ে গমন করবে", বা অন্যে গড়ায়ে দিয়ে বাইরে যাবে। এই পর্যন্ত পারাজিকা হতে মুক্ত থাকে। শুদ্ধ চিত্তে রাখলে বা তথায় যাওয়াতে বলার কিছু থাকে না। দুটি পুটুলি একত্রে বেঁধে শুল্কস্থানের সীমার অভ্যন্তরে রাখে। বাইরের কিছু পুটুলি শুল্ক প্রদান করা পুটুলির ভেতরে একসাথে বেঁধে রাখে। এমতামস্থায় যদি পরিবর্তন করে ভিতরেরটি বাইরে রাখে পারাজিকা হয়। এক্ষেত্রে কাঁধে বহনের দণ্ডের সাথে বদ্ধ করে রাখা বিধিসম্মত। যদি অবন্ধিত অবস্থায় বহনদণ্ডের আগায় রাখামাত্রই পারাজিকা।

গমনরত গাড়ীতে বা ঘোড়ার পীঠ আদিতে এই ভেবে রাখে যে, "বাইরে নিয়ে যাবে।" আপসারণে (নীহটে) অবহার (ধৃতকরণ) নেই, ভন্তদেয়্যও বিধায় পারাজিকাও নেই।

দাঁড়ানো যানাদির মধ্যে দ্রব্য না রাখা, তাকে ধাক্কাদি প্রয়োগ ব্যতীত গমন কালে চৌর্যচিত্তের স্মৃতি না থাকায় অবহার নেই। যানাদিতে রেখে ঠেলে দেয়াতে রাজ্যসীমা অতিক্রম করে যায়, বা হস্তিসুত্তদি জানার কারণে দ্রব্য

সম্মুখভাগে রেখে 'এসো হে!' বলে ধারণ করে, তাতে পারাজিকা হয়। 'এলকলোম শিক্ষাপদে' অন্যের দ্বারা নিয়ে গেলে 'অনাপত্তি'; আর এখানে পারাজিকা। তথায় অজান্তে অন্যের যানে বাহনে দ্রব্য রেখে তিন যোজন অতিক্রমে নিস্‌সগ্গীয় পাচিত্তিয় হয়। কিন্তু এখানে অনাপত্তি।

শুল্কস্থানে শুল্ক দিয়েই যেতে হয়। একজন এই ভেবে গমন করলো, "যদি 'শুল্ক দাও' বলেন তাহলে দেবো। যদি না বলেন চলে যাবো"। তাকে দেখে এক শুল্ক সংগ্রাহক বললেন "এই যে ভিক্ষু যাচ্ছে, তার শুল্ক গ্রহণ করো।" অপর একজন বললেন– 'প্রব্রজিতদের আবার শুল্ক কি? চলে যান!"। এভাবে শুল্ক 'লব্ধকপ্পো' হয়। অতএব শুল্ক না দিয়ে গমন কর্তব্য। "ভিক্ষুদের শুল্ক না দিয়ে গমন করা যায় না। উপাসক গ্রহণ করুন!" এভাবে বলাতে ভিক্ষুর শুল্ক গ্রহণ করা হলে পাত্র-চীবর গ্রহণ কর্তব্য হয়, না-কি তাকে 'গমন করুন!' এই বাক্যেই 'লব্ধকপ্প' সদৃশ হয়? যদি শুল্ক সংগ্রাহক নিদ্রা যায় বা জুয়া খেলে, বা অন্য কোথা ও গিয়ে থাকে; 'কোথায় শুল্ক সংগ্রাহক?' এই বলে নাম ধরে ডেকে না দেখলে 'লব্ধকপ্প' সদৃশ হয়। যদি শুল্কস্থান প্রাপ্ত হয়ে অন্যমনস্কতাবশত, কোনো বিষয় চিন্তা করতে করতে, বা আবৃত্তি করতে করতে, বা ধ্যান মনোযোগবশে বা চোর-হস্তি-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বা মহামেঘ উত্থিত হয়ে সহসা বৃষ্টি নামছে, এ সকল অবস্থায় সম্মুখে আশ্রয়শালা দর্শনে তথা প্রবেশে ইচ্ছুক হয়ে শুল্কস্থান অতিক্রমে 'লব্ধকপ্প' সদৃশ হয়। 'সুঙ্কংপরিহরতী'তি বলতে শুল্ক তত্ত্বাবধান করলে এমন গৃহের উপচার কিছু অতিক্রম করে তত্ত্বাবধানে করলে কুরুন্দ অট্‌ঠকথার উল্লেখ মতে 'অবহার' সদৃশ হয়। মহা অট্‌ঠকথায় কিন্তু 'পরিহরন্তং রাজপুরিসা বিহে ঠেন্তী'তি অর্থাৎ রাজ কর্মচারীর তত্ত্বাবধান উৎপীড়নই হয়। কেবল আদিনব (উপদ্রব) প্রদর্শন করতেই বলা হয়েছে উপচার অতিক্রম করে তত্ত্বাবধানে 'দুক্কট' এবং অতিক্রম না করে তত্ত্বাবধানে 'অনাপত্তি'। ইহা পালির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (পালিয়ং সমেতি)। এখানে চালা বা সীমা থেকে দুই বার পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্বকে উপচাররূপে চিহ্নিত করা বিধেয়।

[শুল্কাঘাত কথা সমাপ্ত]

প্রাণী কথা

১১৪। এই হতে পরবর্তী একাংশ দ্বারা অল্প বা বেশি প্রাণীর 'অবহার' প্রদর্শন করতে কেবল 'মনুষ্য প্রাণী' আদি বলা হয়েছে। তাতে দাসত্ব হতে মুক্তকে নিয়ে গেলে 'অবহার' নেই। যেই মুক্ত দাসের মাতা বা পিতা বা পালক পিতা হন, তারা নিজে বা নিজের উপরে পঞ্চাশ, ষাট বছর বয়স্ক অগ্রজ থেকে

থাকলে; তাকে হরণ করলে 'অবহার' নেই। আর ধন তো গত স্থানেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্রীতদাসের গর্ভে জন্মধারণ দ্বারা ক্রীত, যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত ইত্যাদি প্রকার ভেদে দাসকে নিয়ে গেলে 'অবহার' হয়ে থাকে। তাই এ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে : "পাণো নাম মনুস্সপাণো বুচ্চতি" প্রাণী বলতে কেবল মনুষ্য প্রাণীকেই বলা হচ্ছে। এখানে গৃহদাসীর গর্ভে দাসের জন্ম হলে, সে হয় 'অন্তেজাতকো'। ধন দ্বারা ক্রীতকে হলে 'ধনক্কীতো'। ভিন্ন দেশ হতে প্রহার বন্ধনাদি করে এনে "দাসং বা উপগমিতো 'করমরানীতো' বলে জ্ঞাতব্য। এ জাতীয় প্রাণী 'হরণ করব' এই চেতনায় স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। হাতে বা পায়ে গ্রহণ করে টেনে তুললে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। উত্তোলন করে পালাবার ইচ্ছায় কেশাগ্রমাত্র এ স্থান হতে অতিক্রম করলে পারাজিকা হয়। চুলে বা হাতে ধরে টানলে পদবিক্ষেপ অনুসারে (পদবারেন) বিচার করা কর্তব্য।

'পদসানেস্সীতি' অর্থে তর্জন-গর্জন করে বা প্রহার করে পূর্বোক্তমতে গমনকারীর দ্বিতীয় পদক্ষেপ দ্বারা পারজিকা হয়। যাহা সেই সাথে একই ইচ্ছাজ্ঞাপক হয়, তৎসমস্তই প্রথম পদবিক্ষেপ ক্ষণে পারাজিকা হয়ে থাকে। ভিক্ষু কৃতদাসকে দেখে সুখ-দুঃখাদি জিজ্ঞাসা করে বা জিজ্ঞাসা না করে 'পালিয়ে যাও'! সুখে বেঁচে থাক! বললেন। সে যদি পালায়, তাহলে দ্বিতীয় পদবিক্ষেপই ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। তাকে নিজের নিকটে আনতে অন্য ভিক্ষু দ্বারা বলেন, 'পলায়ন কর' যদি সেইক্রমে একশতজন ভিক্ষু যার যার নিকটে উপস্থিত হতেই অনুরূপ বলেন, তাতে সকলেরই পারাজিকা হয়। দাস দ্রুত বেগে পালাচ্ছে' এমতাবস্থায় যেই ভিক্ষু 'পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে' এভাবে কৃতদাসের প্রভু যতক্ষণ ধরতে না পারছে ততক্ষণ বলতে থাকলে পারাজিকার দোষ রহিত হয়। দাসকে যদি বলা হয়, 'আস্তে করে যাও'; আর তাতে দাস দ্রুত গমন করলেও ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। পালিয়ে অন্য গ্রাম বা দেশে গমন করলো। তথা হতেও পালিয়ে যেতে কোনো ভিক্ষু সহায়তা করলে, সেই ভিক্ষুর পারাজিকা হয়।

'অদিন্নদানং' হচ্ছে পর্যায়ক্রমে মুক্ত হওয়া। যেই ভিক্ষু কৃতদাসকে এভাবে বলেন, "তুমি এখনো কী করছ? তুমি কি পালতে পার না? অথবা 'কী করছ? পালিয়ে কি সুখে বাস করতে পার না? অথবা 'দাস-দাসীরা পালিয়ে অমুক প্রদেশ গিয়ে সুখে বাস করে'—এক দাস তার বাক্য শ্রবণ করে পালিয়ে গেলে। এখানে অবহার নেই। যেই ভিক্ষু বলেন, "আমরা অমুক প্রদেশে যাচ্ছি। তথায় গমনকারীরা সুখে বাস করে। আমাদের সাথে গেলে গমনপথে পাথেয়াদির কষ্ট নেই।' এ সকল বাক্য চুরিচিত্তে (থেয়্যচিত্তেন) না বলে, কেবলমাত্র নিজের সুখ মার্গগমন সহায়করূপে পাওয়ার ইচ্ছায় বললে কোনো 'অবহার' নেই।

অন্তরামার্গে ডাকাতের উপস্থিতিতে "আরে! ডাকাত এসেছে। চলো দ্রুত পালাই"। চোর অন্তরায় মুক্ত হলে এরূপ বলাতে কোনো 'অবহার' নেই', বলা হয়েছে।

[প্রাণী কথা সমাপ্ত]

পাদহীন কথা

অপদী বলতে এখানে কারো অধিকারভুক্ত সাপধৃতকারী (অহিতুণ্ডিকা) দ্বারা গৃহীত সর্প; যাকে খেলায়ে অড্ঢ, পাদ, কহাপণাদি টাকা-পয়সা লাভ করে; আর হিরা, স্বর্ণাদির বিনিময়ে যেই সর্পকে ছেড়ে দেয়; এ জাতীয় সর্পের কথা বলা হচ্ছে। এ পর্যায়ের কোনো সর্পকে পেটিকাবদ্ধ অবস্থায় নির্জন-উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট কোনো ভিক্ষুর নিকটে গিয়ে, তথায় রেখে স্বামী ঘুমালে; সেই ভিক্ষু চুরি চিত্তে এই পেটিকা স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। পেটিকা টানাটানি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। পেটিকার স্থানচ্যুতিতে পারাজিকা হয়। যদি পেটিকা খুলে সাপের গর্দানে ধরে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। উত্তোলন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সোজা করে কেশাগ্রমাত্র বিচ্ছিন্ন হলেই ভিক্ষুর পারাজিকা। ঘর্ষণ করে টানা লেজের মুখে প্রান্ত বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র পারাজিকা। পেটিকার মুখ সামান্য খুলে আঘাত করে "এসো রে!' বলে ধরে বের করলে পারাজিকা। একইভাবে ঢাকানা খুলে ভেঁকের শব্দ, ইঁদুরের শব্দ, বা খৈ ছিটিয়ে ধরে প্রহার করে। এভাবে নিক্ষেপক্ষণে পারাজিকা হয়। পেটিকার মুখ না খুললে এরূপ হতে পারে যে, ক্ষুধার্ত সর্প মস্তক দ্বারা পেটিকার ছিদ্রে আঘাত করে ফাঁক করে পালিয়ে যাবার ক্ষণেই ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। যদি পেটিকার মুখ খোলা মাত্রই সর্প স্বয়ং পলায়ন করে, তখন ইহা 'ভণ্ডদেয়্য'। অথবা মুখ খুলে বা না খুলে কেবল ভেক্ ইঁদুরের শব্দ এবং খৈ ছিটিয়ে গ্রহণ না করে। আছাড় বা প্রহার না করে—সাপ ক্ষুধার কারণে—'ভেক্ আদি খাবো' এই ইচ্ছায় পেটিকা হতে বের হয়ে পলায়নে 'ভণ্ডদেয়্য' সদৃশ হয়। অপদী গ্রহণের পূর্বে কেবল মৎস্যের বিষয়ই বিবেচ্য। এক্ষেত্রে যা বক্তব্য তা 'উদকট্ঠ'-এর বর্ণনা সদৃশ।

[অপদী কথা সমাপ্ত]

দ্বিপদী কথা

১১৫। দ্বিপদীর মধ্যে যে হরণ করতে সক্ষম তাকে প্রদর্শন করতে 'মনুষ্য জাতি'ই বলা হয়েছে। দেবগণ চুরি করতে অক্ষম। 'পক্খাজাতা' বলতে গজানো পাখা। এ জাতীয় পাখা ত্রিবিধ; যথা লোমযুক্ত পাখা, চর্মযুক্ত পাখা,

অস্থিময় পাখা। তথায় ময়ূর-কুক্কুট আদির লোমপক্ষ; বাঁদুরাদির চর্মপক্ষ এবং ভোমরাদির অস্থিরপক্ষ জ্ঞাতব্য। মনুষ্য এবং পক্ষযুক্ত এসবের মধ্যে কেবল দ্বিপদীই এখানে গৃহীত হয়েছে। ইহাই এখানে বক্তব্য। তা আকাশস্থ প্রাণী বিষয়ে বর্ণনা অনুরূপ।

[দ্বিপদী কথা সমাপ্ত]

চতুষ্পদী কথা

১১৬। চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে পালির বর্ণনায় প্রাপ্তমতে সকল জাতীয় পশুই জ্ঞাতব্য। হস্তি আদিই সবিশেষ প্রকটিত। তথায় চুরিচিত্তে হস্তিকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় অপরাধ। টানাটানি করলে থুল্লচ্চয় অপরাধ। যে মহাবলবান, সে বলমদে তরুণ হস্তিশাবকের নাভিতে মস্তক স্থাপন করে উত্তোলন করতে গিয়ে চার পা ও শৌণ্ড ভূমি হতে চুল পরিমাণ বিচ্ছিন্ন করা মাত্রই পারাজিকা হয়। হস্তি সাধারণত হস্তিশালায় বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। কোনো সময় আবদ্ধভাবে আবার কোনোটা রাজাঙ্গনেও স্থিত থাকে। তথায় হস্তিশালায় গলায় আবদ্ধ করে রাখা হস্তির চারি পায়ের সাথে গ্রীবাও তখন ভুমির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পঞ্চস্থানেই স্পর্শিত হয়ে থাকে। গীবা এবং একপা যদি শিকল দ্বারা আবদ্ধ হয়, তখন হস্তি ছয়স্থানে স্পর্শিত হয়ে থাকে। গীবা এবং দুই পা শেকলে আবদ্ধ হলে সপ্তস্থানে স্পর্শিত হয়ে থাকে। এভাবে আবদ্ধ স্থানসমূহ নিয়ে টানাটানি এবং বন্ধন-মুক্তকরণ জ্ঞাতব্য। অবদ্ধ হস্তিগুলো হস্তিশালায় থাকলে হস্তিশালার স্থান অতিক্রম করানো ক্ষর্ণেই পারাজিকা। অভ্যন্তর বাস্তুভিটেয় স্থিত হস্তীগুলো অতিক্রম করানো ক্ষণেই পারাজিকা। রাজাঙ্গণে স্থিত হস্তি সকলের রাজাঙ্গন অতিক্রম করানো ক্ষণেই পারাজিকা। বহির্নগরে স্থিতের স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। সেখান থেকে হরণে পদবিক্ষেপ বিধিমতেই বিচার করা কর্তব্য। শায়িতেরও সেই একই শায়িত স্থান। চুরিচিত্তে সেই স্থান হতে উত্তোলনে উত্তোলনক্ষণেই পারাজিকা হয়। অশ্বের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। যদি সেই অশ্ব চারি পায়ে আবদ্ধ হয় তখন অষ্ট স্থানেই পারাজিকা উৎপত্তির কারণ হয় থাকে। একই বিধান উট এর বেলায়ও প্রযোজ্য।

গরুকে সাধারণত কোনো গৃহে বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। কোনোটা আবার আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। কোনোটি গোচারণ ক্ষেত্রেও (ব্রজ) বদ্ধ অবস্থায় থাকে। আবার তথায় কোনোটি অবদ্ধ অবস্থায়ও থাকে। গৃহে আবদ্ধ করে রাখা গরুর চারি পায়ে আবদ্ধ করলে পঞ্চস্থানে পারাজিকা

উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। আর তথায় অবদ্ধ অবস্থায় থাকলে সকল গৃহই তার আওতায় আসে। গোচারণ ক্ষেত্রে আবদ্ধের পারাজিকা উৎপত্তির স্থান পাঁচটি। অবদ্ধ অবস্থায় থাকলে গোচারণের সর্বত্র। সেই গোচারণ সীমা অতিক্রমক্ষণেই পারাজিকা হয়। ব্রজের ক্ষণেই পারাজিকা। ব্রজের ঘেরার প্রবেশদ্বার খুলে বা ভেঙে বাইরে গিয়ে, তথায় স্থিত থেকে ভেতরে থেকে গরুকে টেনে বের করে আনলে দ্বারসীমা অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা। পত্রপল্লবযুক্ত শাখা দেখিয়ে ধরার ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য। দরজা না খুলে, ব্রজের (খোয়াড়) ঘেরা না ভেঙে ভগ্ন শাখা দ্বারা চালিত করলে, গরু ক্ষুধার্ত-হেতু ব্রজের ঘেরা ভেঙে বেরিয়ে আসা ক্ষণেই পারাজিকা। যদি দ্বার খোলা অবস্থায়, বা ঘেরা ভাঙা অবস্থায় গরু স্বয়ং বেরিয়ে আসে, তা 'ভণ্ডদেয়্য হয়। দ্বার খুলে বা ব্রজের ঘেরা ভেঙে বা না ভেঙে কেবল শাখা ভঙ্গ দ্বারা চালিত হয়ে ধৃত না হয়ে, গরু ক্ষুধার্ত হয়ে পায়ে সীমা অতিক্রম করলে বা নিষ্ক্রান্ত হলেও 'ভণ্ডদেয়্য' সদৃশ হয়। একটি গ্রামের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো আর একটি শায়িত। এমতাবস্থায় দাঁড়ানোটির আপত্তির স্থান পাঁচটি এবং শায়িতটির দুটি। ইহাদেরকে টানাটানি, স্থানচ্যুতি ইত্যাদিবশে আপত্তি জ্ঞাতব্য।

যেটি শায়িত তাকে সেই অবস্থায় হত্যা করলে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। বিশেষভাবে ঘেরা প্রবেশ দ্বারযুক্ত গ্রামে স্থিত গরুর ক্ষেত্রে গ্রামের সর্বত্রই আপত্তির স্থান। ঘেরাবিহীন গ্রামে দাঁড়ানো বা বিচরণরত হলে পদদ্বারা অতিক্রান্ত স্থান সদৃশ। স্থানসংশ্লিষ্ট গদ্রভাদি পশুর ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত বিধিমতেই বিচার্য।

[চতুষ্পদী কথা সমাপ্ত]

বহুপদী কথা

১১৭। বহুপদীর মধ্যে যদি একাই শত পা পূর্ণ করে থাকে, সেই পা-সমূহের মধ্যে ৯৯টি পা থুল্লচ্চয় আপত্তির স্থান গ্রহণ করে এবং একটি পারাজিকার স্থান গ্রহণ করে। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত অনুযায়ী হয়।

[বহুপদী কথা সমাপ্ত]

অবলোকন (ওচরক) কথা

১১৮। 'ওচরতী'তি বলতে সেই সেই বিষয়ের গভীরে বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে বিরচণ বুঝায়। 'ওচরিত্বা'তি বলতে অনুসন্ধান করে, অবধারণ করে। 'আচিক্খতী'তি বলতে পরকুল বা গৃহাদির মধ্যে বা বিহারাদির মধ্যে অসাবধানভাবে বা অরক্ষিতভাবে রাখা দ্রব্য অন্যে চুরিকর্ম সম্পাদন করতে যোগ্যতাসম্পন্নকে বলে থাকে। 'আপত্তি উভিন্নং পারাজিকস্সা'তি বলতে নিশ্চিতভাবে বহনের উপযোগী দ্রব্য অবলোকনকারীর আদেশ ক্ষণে অন্যজন দ্বারা স্থানচ্যুতিতে উভয়ের যেই আপত্তি তাকেই বলে 'উভিন্নং পারাজিকস্স' বা উভয়ের পারাজিকা। "অমুক পুরুষহীন গৃহে অমুক স্থানে রাখা দ্রব্য অরক্ষিত অবস্থায় আছে, দরজাও অরক্ষিত। গমনমাত্রই চুরি করা সম্ভব। পুরুষাকার প্রয়োগকারীও তেমন কেউ নেই। যেকোনো জন গিয়ে তা হরণ করতে পারে।" যার এরূপ আলোচনা তৃতীয় একজন শুনে, 'অমিই এখন তা হরণ করব' এই সংকল্পে গমন করে তা হরণ করে। তৎদ্বারা দ্রব্যের স্থান চ্যুতিক্ষণেই তার পারাজিকা হয়। অন্যেরা পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত হয় না। 'পরিয়ায়েন' দ্বারা অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে মুক্ত থাকা বুঝায়।

[অবলোকন কথা সমাপ্ত]

রক্ষার দায়িত্ব (ওণিরক্খ) কথা

'ওণিংরক্খতী'তি অর্থাৎ রক্ষার দায়িত্ব অর্পনার্থেই 'ওণিরক্খ'। যে নিজের বাসস্থানে অন্যের দ্বারা আনীত দ্রব্য এই বলে রক্ষার ভার গ্রহণ করে "ভন্তে, এই দ্রব্য মুহূর্ত মাত্র আপনি রক্ষা করুন। আমি সামান্য একটি কাজ শেষ করে আসি।" ইহাই এখানে এই 'রক্ষা' বাক্যের মর্মার্থ। তাই বলা হয়েছে, "ওণিরক্খ' হচ্ছে অতীত দ্রব্যকে সুরক্ষা করা।" তথায় এভাবে রক্ষার দায়িত্বে থাকা দ্রব্য যেভাবে বাঁধাই করে সংলগ্ন করে রাখা আছে তা অনড় অবস্থায় রেখে সেই বড় থলি (পসিব্বকং) বা ছোট থলি (পুটকং) ছিন্ন করে কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করে সেলাইপূর্বক পূর্বের মতো স্বাভাবিক করে দেয়—'এভাবেই গ্রহণ করব' এই চেতনায় স্পর্শাদিকরণে আপত্তিসমূহ পূর্বোক্তমতেই জ্ঞাতব্য।

[রক্ষার দায়িত্ব কথা সমাপ্ত]

পরামর্শ করে অপরহণ (সংবিধাবহার) কথা

'সংবিধায় অবহারো – সংবিধাবহারো' অর্থাৎ নিষ্পত্তি বা চুক্তি করে অর্জন তথা লাভ করাই হলো সংবিধাবহার। পরস্পর সংকেত দানপূর্বক লাভ করা অর্থে বলা হয়েছে। 'সংবিধাহিত্বা'তি অর্থে একই ইচ্ছায়, একই অভিপ্রয়ে সম্মত

হওয়া। তথায় ইহাই বিচার বিধান : জনৈক ভিক্ষুরা পরামর্শ করলো যে, "অমুক গৃহে গিয়ে আচ্ছাদন ভেদ করে, অথবা সংযোগস্থল ছিন্ন করে দ্রব্য চুরি করব।" এই পরামর্শে তারা তথায় গেল। তন্মধ্যে একজন দ্রব্য নিয়ে আসলো। সেই দ্রব্যের উত্তোলন ক্ষণে সকলেরই পারাজিকা হবে। 'পরিবার' গ্রন্থে এভাবেই বলা হয়েছে :

"চতুরো জনো সংবিধায় গরুভণ্ডং অবাহরং।
তয়ো পারাজিকা একো ন পারাজিকা।
পঞ্হা মেসা কুলেহি চিন্তিতা'তি॥ (পরি)
চারি পরামর্শে হরণ করে গুরুভাণ্ড।
তিনের পারাজিকা, একের কেন না হলো?
প্রশ্ন থাকলো কুশল চিন্তায়, কেমন বিচার হলো।

তথায় ইহাই এর অর্থ : আচার্য অন্তেবাসী চারজন ছয়মাসক মূল্যের গুরুভাণ্ড অপহরণের ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। তথায় আচার্য বললো, "তুমি এক মাসক পরিমাণ হরণ কর; তুমি ও এক মাসক, তুমিও এক মাসক হরণ কর। আর আমি তিন মাসক পরিমাণ হরণ করব।" অন্তে বাসিকগণের প্রথমজন বললো, "ভন্তে, আপনি তিনটি পরিমাণ হরণ করুন। আর তুমি একটি হরণ কর, তুমিও একটি হরণ কর!' এবং আমিও একটি হরণ করব।" অপর দুইজনও অনুরূপ বললো। ইহাতে অন্তেবাসীগণের মধ্যে এক একজনের এক একমাসকের 'সহত্থিক হল তৎদ্বারা তাদের একটি করে দুক্কট আপত্তি; পঞ্চ আণত্তিক এবং তিনটি পারাজিকা। আচার্যের তিনটি সহত্থিক। তা থেকে তিনটি থুল্লচ্চয়। তিনটি আণত্তিক এক সেই থুল্লচ্চয় বিচারও অনুরূপ। ইহা 'অদত্ত গ্রহণ শিক্ষাপদে আণত্তিকের সহত্থিক বা সহত্থিকের সহত্থিক রূপেই বিচার করা কর্তব্য; এবং অণত্তিককে আণত্তিকরূপেই করা কর্তব্য। তাই উক্ত হয়েছে : "চতুরো জনা সংবিধায় ... পঞ্হা মেসা কুসলেহি চিন্তিত।"

অথচ 'সংবিদ অবহারে' অসম্মোহনার্থে "একটি দ্রব্য একস্থানে, একটি দ্রব্য নানাস্থানে, নানাদ্রব্য একস্থানে, নানাদ্রব্য নানাস্থানে" এই চারি পর্যায়ে অর্থ আলোচনা কর্তব্য। তথায় 'একটি দ্রব্য একটি স্থানে' বলতে একটি গৃহস্থের দোকানের কাষ্ঠফলকে (থাকে) পঞ্চমাসক মূল্যের দ্রব্য অরক্ষিত অবস্থায় রাখা আছে দেখে জনৈক ভিক্ষুরা একজনকে নির্দেশ দিল, "যাও! নিয়ে আস।" সেই দ্রব্য উত্তোলনক্ষণে সকলেরই পারাজিকা। "একটি দ্রব্য নানাস্থানে" বলতে এক গৃহস্থের দোকানের পাঁচটি ফলকে (থাকে) এক একটি মাসক মুদ্রা অরক্ষিত অবস্থায় রাখা থাকতে দেখে জনৈক ভিক্ষুরা একজনকে আদেশ করলো, 'যাও, নিয়ে আস।" সে পঞ্চমাসকের সর্বশেষটি উঠায়ে নেয়া মাত্রই সকলের

পারাজিকা হয়। "নানা দ্রব্য একস্থানে" বলতে বহুজনের অধিকারভুক্ত পঞ্চমাসক বা তার চেয়ে বেশি মাসক বা অগ্‌ঘনক মূল্যের দ্রব্য একস্থানে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে জনৈক ভিক্ষুরা একজনকে নির্দেশ দিল, "যাও, নিয়ে আস।" সে সেকল দ্রব্য উত্তোলনক্ষণেই সকলের পারাজিকা হয়। "নানা দ্রব্য নানা স্থানে" অর্থে পাঁচজন গৃহস্থের দোকানের পাঁচটি থাকে এক একটি মাসক মুদ্রা অরক্ষিত অবস্থায় আছে দেখে জনৈক ভিক্ষুরা একজনকে আদেশ করলো, "যাও! নিয়ে আস।" সে এক একটি করে পঞ্চমটি উত্তোলনক্ষণেই সকলের পারাজিকা হয়।

[পরামর্শ করে অপহরণ কথা সমাপ্ত]

সংকেত কর্ম কথা

১১৯। 'সঙ্কেতকম্মন্তি' বলতে সংজানন কর্ম। সময় নির্দেশ দ্বারা জ্ঞাতকরণই এখানে অর্থ। এখানে "পুরেভত্তং অবহরা'তি" বলতে অদ্য পূর্বাহ্ন ভোজনের সময়ে হরণ করো। নিঃসন্দেহে (বিসাঙ্কতো) আগামীকাল বা ভবিষ্যতে বা বছরান্তে নয়। পূর্বোক্ত বিধানমতে সংকেত-বিসংকেত উভয় বিজ্ঞাপকের পারজিকা হয়। যদি 'অদ্য পূর্বাহ্ন ভোজন সময়ে চুরি কর' বলা হলে আগামীকাল পূর্বাহ্ন ভোজনকালে চুরি করা হয়; তখন 'অদ্য' বলা দ্বারা যেই সময়সীমা নির্ধারিত হয়, সেই সংকেত অতিক্রম করে চুরি করা হয়। যদি 'আগামীকাল পূর্বাহ্ন ভোজের সময়ে চুরি কর' বলা হলে অদ্য পূর্বাহ্ন ভোজের সময়ে চুরি করা হয়; তখন 'আগামীকাল' এই নির্ধারিত সময়সীমার সেই সংকেত অপ্রাপ্ত হয়ে, অগ্রেই চুরিটা হয়ে যায়। এভাবে চুরির জন্যে চোরের পারাজিকা প্রাপ্তির মূলে অনাপত্তি ঘটে থাকে। 'আগামীকাল পূর্বাহ্ন ভোজনকালে' বলা হলে যদি 'আগামীকাল অপরাহ্ন ভোজনকালে হরণ করা হয়; তাতে সেই সংকেতের আগে ও পরে হরণ করা হয়ে থাকে, ইহাই জ্ঞাতব্য। এই বিধি অনুযায়ী 'পচ্ছাভত্তং'– ইহা রাতে বা দিনে উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পূর্ব যাম, মধ্য যাম এবং অন্তিম যাম, কৃষ্ণ জ্যোস্না-মাস-ঋতু-সংবৎসরাদি বশে এখানে 'সংকেত বিসংবেত্তাদি' জ্ঞাতব্য। "পুরেভত্তং হরা'তি" বলতে "পূর্বাহ্ন ভোজন সময়ে এভাবেই হরণ করব" এ সময়ে প্রচেষ্টাকারীর অপরাহ্ন ভোজের সময় হয়ে যায়; এমন বলা যায় কি? মহাসুমন থেরো তাতে মূল কারণকে লুপ্ত করে দেয় না।" কিন্তু মহাপদুম থেরো বলেন, "কালসীমা অতিক্রান্তের কারণে ইহা বিসংকেত হয়ে যায় বিধায়, মূলকারণ লুপ্ত হয়ে যায়।"

[সংকেত কর্ম কথা সমাপ্ত]

নিমিত্ত কথা

১২০। 'নিমিত্ত কর্ম' ইহা সংজ্ঞা উৎপাদনার্থে কাকেও নিমিত্তকরণে চোখের ইশারা বা চক্ষু উত্তোলন করবে।" ইত্যাদি বিধি অনুযায়ী ত্রিবিধ আকারে উক্ত হয়েছে। অন্যান্যগুলো এখানে হস্তলঙ্ঘন, হাতের প্রহার অঙ্গুলি-স্ফোটন-ঘাড় উঁচানো-উৎকাশি আদি অনেক প্রকার নিমিত্ত সংগ্রহ কর্তব্য। অবশিষ্ট সংকেত কর্ম এখানে উক্ত অনুযায়ী।

[নিমিত্ত কর্ম কথা সমাপ্ত]

আদেশ (আণত্তি) কথা

১২১। এখন এগুলোতে স্বয়ং সংকেতকর্ম নিমিত্ত কর্মাদির মধ্যে অসম্মোহনার্থে "ভিক্ষু ভিক্ষুকে নির্দেশ দান করা" আদি বলা হয়েছে। "তত্থ সো তং মঞ্ঞমানো তন্তি" বলতে সেই অপহরণকারী আদেশ দ্বারা যাকে নিমিত্ত সংজ্ঞা আরোপ করে বলায় 'তা ইহাই' এভাবে মনে করে তা-ই কেবল অপহরণ করে। ইহাতে আদেশ দাতা এবং চুরিকারী উভয়েরই পারাজিকা। "সো তং মঞ্ঞমানো অঞ্ঞন্তি" বলতে যাহা 'চুরি করে' বলা হয়েছে 'তা ইহাই' এভাবে ধারণা করে সেই স্থানে রাখা অন্যটি চুরি করে। ইহাতে মূলস্থানে (পারাজিকার স্থানে) অনাপত্তি। "অঞ্ঞং মঞ্ঞামানো তান্তি" বলতে আদেশ দ্বারা নিমিত্তসংজ্ঞা আরোপকৃত বর্ণিত দ্রব্য অল্পমূল্যেরটি নয়, ইহা অন্যটি। তাই তৎ সমীপে রাখা দ্রব্যই আসলটি এভাবে অন্য দ্রব্যটির বিষয়ে চিন্তা করে, তাই চুরি করে। ইহাতেও উভয়ের পারাজিকা। "অঞ্ঞং মঞ্ঞমানো অঞ্ঞন্তি" ইহা পূর্বে বর্ণিত অনুরূপ যেটিকে চুরি করতে বলা হয়েছে, তৎসমীপে রাখা অন্যটি প্রকৃত দ্রব্য মনে করে 'অন্যটিই সেই দ্রব্য' এমন সংজ্ঞায় চুরি করাতেই পারাজিকা।

"ইত্থন্নমস্স পাবদাতি" ইত্যাদির মধ্যে 'ইহা এই নামে' এভাবে বলে (পাবদাতি)"। যেমন এক আচার্যে তিন অন্তেবাসী বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত ইত্যাদি নাম দ্রষ্টব্য। তথায় "ভিক্ষু ভিক্ষুকে আদেশ করে" বলতে আচার্য কিছু দ্রব্য চুরি করতে কারো সাথে আলোচনা করে বুদ্ধরক্ষিতকে দিয়ে তা নিয়ে আসায়। এভাবেই তা বলে, "হে বুদ্ধরক্ষিত, তুমি যাও!" এভাবে ধর্মরক্ষিতকে বলে। অমুক অমুককেও বলো, অমুক অমুক দ্রব্য অপহরণ করুক। এভাবে তৎদ্বারা আদিষ্ট হয়ে ধর্মরক্ষিত; আবার ধর্মরক্ষিত দ্বারা সংঘরক্ষিত এভাবে অদিষ্ট হলো, "আমাদের মধ্যে সংঘরক্ষিত বীরকুলে জাত এই কর্মে সেই বলে বলীয়ান হওয়া প্রয়োজন। সংঘরক্ষিতই এই দ্রব্য অপহরণ

করুক। এভাবে বলাতে দুক্কট আপত্তি হয়। এভাবে আদেশদাতা আচার্যেরও দুক্কট আপত্তি হয়। যদি সেই আদেশে যথা অভিপ্রায়ে গমন করে, আদেশ দেয়ার ক্ষণ থেকেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হতে থাকে; এমনই বলা হয়েছে। অতঃপর সেই দ্রব্য অবশ্যই চুরি করা হয়। যার পর থেকে 'সকল আপত্তিই পারাজিকা' বলে উক্ত হয়েছে। এই উপমা হতে সর্বত্রই এই যুক্তি প্রণিধানযোগ্য যে, সেই ক্ষণ হতেই পারাজিকা হয়ে থাকে।

"সো ইতরস্স আরোচেতী"তি বলতে বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত তারা একজন অন্যজনকে এভাবেই বলেছে, "আমাদের আচার্য এরূপ বলেছেন।" "এই নামক দ্রব্য অপহরণ কর। তুমি তো আমাদের মধ্যে বীরপুরুষ।" এভাবে বলাতে তাদের দুক্কট। "অপহারকা পটিগ্ঘহাতী'তি" বলতে 'সাধু! হরণ করব' এই বলে সংঘরক্ষিত কর্তৃক অনুমোদন করা। ইহাতে মূল প্ররোচকের থুল্লচ্চয় হয়। সংঘরক্ষিত দ্বারা প্রতিগ্রহণ মাত্রই আচার্যের থুল্লচ্চয় হয়। কারণ তৎদ্বারা বহুজন পাপে নিয়োজিত হয়েছে। "সো তং ভণ্ডন্তি" বলতে সেই সংঘরক্ষিত সেই দ্রব্য অপহরণ করে। এতে চারিজনের সকলেই পারাজিকা। এই উপায়ে কেবল সেই চারি জনেরই নয়, এভাবে বিসংকেত না করে পরস্পর আদেশ দ্বারা শত শ্রমণ, সহস্র শ্রামণের গৃহীত হলে, সকলেরই পারাজিকা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে 'সো অঞ্ঞং আণাপেতী'তি বলতে আচার্য কর্তৃক আদিষ্ট সেই বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিতকে না দেখে বা দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক হয়ে (অবত্তুকামো হুত্বা) সংঘরক্ষিতের নিকট উপস্থিত হয়ে "আমাদের আচার্য এরূপ বললেন, 'অমুক দ্রব্যটি না কি চুরি কর এবং নিয়ে আনাও।" এতে দুক্কট আপত্তি হলো আদেশের কারণে।'আর তাও বুদ্ধরক্ষিতেরই হলো সেই দুক্কট আপত্তি। 'পটিগ্গণ্হাতি আপত্তি দুক্কটস্সতি' বলতে সংঘরক্ষিতের দ্বারা গৃহীত হওয়াতে (সম্পটিচ্চিতে)। মূল প্ররোচক হেতু তার দুক্কট আপত্তি জ্ঞাতব্য। যদি সে সেই দ্রব্য হরণ করে আদেশকারী বুদ্ধরক্ষিতের এবং অপহরণকারী সংঘরক্ষিত উভয়ের পারাজিকা। মূল প্ররোচক আচার্যের সংকেতের বিপরীত হওয়ায় (বিসঙ্কেতত্তা) তিনি পারাজিকা দ্বারা প্রাপ্ত আপত্তি মুক্ত থাকলেন। ধর্মরক্ষিতের অজ্ঞাত থাকার কারণে তৎদ্বারা সকল আপত্তিমুক্ত থেকে গেল। বুদ্ধরক্ষিত অপর দুইজনকে স্বস্তিভাব দান করে নিজেকেই শুধু নষ্ট করলো।

এরপর আদেশ-পর্বের মধ্যে প্রথমটি হলো, 'থাব সো গন্ত্বা পুন পচ্চাগচ্ছতী'তি বলতে সে দ্রব্যস্থানে গমন করে ভেতরে এবং বাইরে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখে চুরি করতে অক্ষম হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। যদি সক্ষম হতো তখন কি চুরিতে কিছু অর্জন (অজ্জেব) হতো? যাও, যদি সক্ষম হও তাহলে তা

চুরি কর। 'আপত্তি দুক্কটস্সতি' বলতে এভাবে পুনঃ আদেশ দ্বারা দুক্কট আপত্তিই লাভ হতো। যদি সেই দ্রব্য অবশ্যই চুরি হতো অর্থসাধক চেতনা নামক মার্গ পরবর্তী ফল সদৃশই হতো। তদ্ধেতু এই আদেশক্ষণেই পারাজিকা হতো। যদি চোর ষাট বছর অতিক্রম দ্বারা সেই দ্রব্য চুরি করতো আদেশকারী ইতিমধ্যে কালগত হলে হীনযোনিতে আবর্তিত হবে। অথবা অশ্রমণ হয়ে কালগত হয়ে হীনযোনিতে আবর্তিত হবে। অপহরণকারীর চুরিক্ষণেই পারাজিকা হবে। দ্বিতীয়বার যদি তাকে আস্তে বলাতে বা তার বধিরতা 'চুরি করো না' মুক্ত নয়। তৃতীয়বারে যদি শ্রবণ করে, তবেই মুক্ত। চতুর্থবারে তৎদ্বারা শ্রবণ করে 'সাধু' বলে অনুমোদন করে প্রত্যাবর্তন করলে উভয়েই মুক্ত।

[আদেশ কথা সমাপ্ত]

দোষের প্রভেদ (আপত্তি ভেদং)

১২২-২৩-২৪। এখন সেই সেই স্থান ত্যাগ দ্বারা অদত্তবস্তু গ্রহণের কথা আলোচনার পর তার অঙ্গসমূহকে বস্তু বা বিষয় এবং আপত্তি ভেদ দ্বারা প্রদর্শন করতে 'পঞ্চহি আকারেহী' ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় পঞ্চ আকার দ্বারা, পঞ্চ কারণ দ্বারা, পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা বলা হয়েছে। তথায় ইহাই সংক্ষিপ্ত অর্থ। অদত্তকে গ্রহণকারীর (আদিয়ন্তস্স) বলতে 'পরের অধিকারভুক্ত হওয়া' ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ আকারে ব্যক্ত দ্বারা পারাজিকা প্রকাশিত হয়। এর চেয়ে কমে হয় না। তথায় ইহাই সেই পঞ্চকার; যথা : (১) অন্যের অধিকারভুক্ত হওয়া, (২) পরের অধিকারভুক্ত বলে ধারণা হওয়া, (৩) দ্রব্যের প্রতি গৌরবভাব (গারুকভাব) থাকা, (৪) চুরিচিত্ত বিদ্যমান থাকা, এবং (৫) স্থানচ্যুত করা। ইহার পরবর্তী দুই পর্ব দ্বারা লঘু দ্রব্যের বিষয় ভেদে থুল্লচ্চয় এবং দুক্কট আপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে।

১২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০। অতঃপর 'ছহাকারেহী'তি ইত্যাদিতে পূর্বোক্ত অনুক্রম দ্বারা– (১) নিজের নয় ধারণায়, (২) বিশ্বাস-নির্ভর হয়ে গ্রহণ না করায়, (৩) আপতকালীন বলে ধারণা হীনতায়, (৪) দ্রব্যের প্রতি গৌরবভাব (গারুকভাব) না থাকায়, (৫) চুরিচিত্ত বিদ্যমানতা হেতু, এবং (৬) স্থানচ্যুতিতা; এরূপ ছয় আকারে জ্ঞাতব্য।

'বস্তু বা বিষয় ভেদ দ্বারা' এখানে প্রথমবারেই পারাজিকা। দ্বিতীয় তৃতীয়বারের মধ্যে থুল্লচ্চয়, দুক্কট ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে। তৎপরবর্তী তিনটির মধ্যে বিদ্যমান বস্তু ভেদে বস্তু অপরের অধিকারভুক্ত না হওয়াতে চুরিচিত্তে গ্রহণ দ্বারা কেবল দুক্কট আপত্তি বলে উক্ত হয়েছে। তথায় যা তা হচ্ছে (যদেতং) "ন

চ পর পরিস্সহি'তি" অর্থাৎ তা উপদ্রববিহীন সদ্ব্যবহার যোগ্য বস্তু, বা পরিত্যক্ত ছিন্নমূল অস্বামিক বস্তু যা নিজের বা অন্যের হতে পারে কিন্তু 'পরের গৃহীত নয় কিনা' এরূপ সন্দেহমুক্ত। যদি ইহা 'পরের গৃহীত' এই ধারণা এবং চুরিচিত্ত দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে; তাতে 'অনাপত্তি' এরূপ বলা হয় না।

[আপত্তি ভেদ সমাপ্ত]

অনাপত্তি ভেদ

১৩১। এভাবে বস্তুবশে এবং চিত্তবশে আপত্তি-ভেদ প্রদর্শন করে এখন অনাপত্তি-ভেদ প্রদর্শনার্থে "অনাপত্তি সসঞ্ঞিস্স" ইত্যাদি বলা হয়েছে। তথায় 'সসঞ্ঞিস্স' বলতে নিজের বলে ধারণা। 'এই দ্রব্য আমারই সম্পদ' এরূপ নিজস্ব বলে ধারণাকারীর পরদ্রব্য গ্রহণে করাতে গ্রহণে অপরাধ নেই অধিকারীকে পুনঃ দিয়ে দেয়া কর্তব্য। যদি মালিককে 'দিয়ে দেব' এরূপ বলাতে প্রদান না করে, তাতে বিধি প্রত্যখ্যান (ধুরনিক্খেপং) হেতু পারাজিকা হয়।

"বিস্সাসগ্গাহে'তি" বলতে বিশ্বাসের উপর গ্রহণে দোষ নেই। বিশ্বাসের উপর গ্রহণের লক্ষণ এই সুত্ত দ্বারা জানা কর্তব্য : "অনুজানামি ভিক্খাবে; পঞ্চহঙ্গেহি সমন্নগতস্স বিস্সাসং গহেতুং– সন্দিট্ঠো চ হোতি, সম্ভত্তো চ, জীবতি চ, গহিতে চ অত্তমনো'তি" (মহাবগ্গো)। তথায় (১) সন্দিট্ঠেতি' বলতে দেখাদেখির মাধ্যমে মিত্রতায়; (২) 'সম্ভত্তোতি' বলতে দৃঢ় মিত্রতায়; (৩) 'আলপিতোতি' বলতে "আমার দ্রব্য যা ইচ্ছা কর, তা গ্রহণ করতে পার। জিজ্ঞাসা না করে গ্রহণেও কোনো বাধা নেই" এভাবে বলা। (৪) 'জীবতীতি' বলতে উত্থানরহিত শয়নে শয়িত হয়ে যাবত জীবিতেন্দ্রিয় উপচ্ছেদজনিত মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। (৫) 'গহিতে চ অত্তমনোতি' বলতে তার থেকে গ্রহণ করলে সে সন্তুষ্ট হবে, এরূপ নিশ্চিতভাবে জেনেই দ্রব্য গ্রহণ করতে হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে দানচেতনাবশে পঞ্চাঙ্গ উক্ত হয়েছে। তিন অঙ্গ দ্বারা গ্রহণে বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায়; যথা : স্বয়ং দর্শন দ্বারা, জীবিতকালে এবং গ্রহণে সন্তুষ্টতায়, দৃঢ় মিত্রতায়, জীবিতকালে এবং গ্রহণে সন্তুষ্ঠতায়। আলাপে, জীবৎকালে এবং গ্রহণে সন্তুষ্টতা। যেজন জীবিত নেই, এবং যেজন গ্রহণে সন্তুষ্ট নয় তার দ্রব্য বিশ্বাসবশে গ্রহণ করলেও পুনঃ দিয়ে দেয়া কর্তব্য। দাতা এবং মৃতের ধন যেজন তার ধনে ধনী তিনি গৃহী-প্রব্রজিত যে-ই হোন না কেন দিয়ে দেয়া কর্তব্য, অসন্তুষ্ঠের দ্রব্য তাকে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি প্রথমে "আমার দ্রব্য গ্রহণ সঠিক হয়েছে" এইভাবে বাক্য দ্বারা বা চিত্ত উৎপত্তি দ্বারা অনুমোদন করে পরবর্তী সময়ে কোনো কারণে কোপিত হয়; তিনি ফেরত পাওয়ার

অযোগ্য হন। যে ব্যক্তি "আমার দ্বারা আপনাদের বস্তু গৃহীত বা ব্যবহারও করা হলো" এরূপ বললে "গ্রহণ করা হোক বা ব্যবহার করা হোক! তবে ইহা আমার কোনো প্রয়োজনে রাখা; তাই ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় (পাকতিক) রাখবেন" এভাবে বলেন। এই ব্যক্তি পুনঃ ফেরত পাওয়ার যোগ্য হন।

"তাবকালিকেতি" বলতে প্রকাশ করব, প্রতিকার করব। এভাবে গ্রহণকারীর কোনো বস্তু গ্রহণ 'তাবকালিক' হয়। এরূপ গ্রহণে অনাপত্তি। গ্রহণকারীকে দ্রব্যের মালিক, তিনি ব্যক্তি হোন বা সমষ্টি হোন; যদি বলেন, "ইহা তোমার হোক!"। এভাবে অবগত করলে ভালো। যদি অবগত না করেন, পুনঃ ফেরত দেয়া কর্তব্য। সংঘের দ্রব্য অবশ্যই প্রত্যার্পণ করতে হয়।

'পেতপরিগ্গহেতি' বলতে এখানে প্রেতকুলে উৎপত্তি বুঝায়। মৃত্যুবরণ করে তথায় নিজের স্বরূপে পুনঃ জন্ম নেয়া। ইহাতে চতুমহারাজিকাদি সকল দেবগণকেই বুঝায়। তাদের গ্রহণে অনাপত্তি হয়। দেবরাজ 'সক্ক' যদি দোকান খুলে বসে থাকেন; দিব্যচক্ষুসম্পন্ন কোনো ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে নিজের চীবরের জন্য শত সহস্র টাকা মূল্যের বস্ত্র "গ্রহণ করবেন না। গ্রহণ করবেন না!" এরূপ বলার পরও গ্রহণ করে চলে যায় তা ফেরত দিতে হবে। দেবপূজার উদ্দেশে বৃক্ষাদির উপর ঝুলানো বস্ত্রাদি গ্রহণে বলার কিছু নেই।

'তিরচ্ছানগত পরিগ্গহেতি' বলতে পশু-পাখি দ্বারা গৃহীত বস্তু। এ সকল গ্রহণে অনাপত্তি। তবে নাগরাজ বা সুপর্ণমানবক মনুষ্যরূপ ধারণ করে দোকান খুলে বসে, তা হতে কোনো দ্রব্য যদি কোনো ভিক্ষু পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণ করেন, তা ফেরত দিতে হবে। সিংহ বা বাঘ-হরিণ-মহিষাদি হত্যা করে ভক্ষণ অবস্থায় তীব্র ক্ষুর্ধাপীড়িত হলে শুরুতেই বাধা দান উচিত নয়। অন্যথায় বারণ করা যায়। যদি অল্প পরিমাণ খেয়ে থাকে তখন বাধা দান করতে পারে। বাধা দিয়ে গ্রহণ করা যায়। সৈন্যাদি কর্তৃক আমি দ্রব্যাদি গ্রহণ করে যাওয়ার সময়ে ফেলে দেয়ায়ে গ্রহণ করা যায়।

'পংসুকূলসঞ্ঞিস্সাতি' বলতে মালিকবিহীনতা। 'ইহা পংশুকূল' এরূপ সংজ্ঞায় গ্রহণে অনাপত্তি। যদি তা সস্বামিক (মালিকানাভুক্ত) হয় পুনঃ ফেরত দেয়া কর্তব্য।

'উম্মত্তকস্সাতি' বলতে পূর্বোক্ত প্রকারে উন্মাদের ক্ষেত্রে অনাপত্তি। 'আদিকম্মিকস্সাতি' বলতে এখানে 'ভিক্ষু ধনিয়ই' হচ্ছে আদিকর্মী। তার জন্যে অনাপত্তি। ষড়বর্গীয়ের দ্বারা ধোপার বস্ত্র চুরি আদি অবশিষ্টের ক্ষেত্রে আপত্তি বলে জ্ঞাতব্য।

[অনাপত্তি ভেদ সমাপ্ত]

[পদবিভাজন বর্ণনা সমাপ্ত]

প্রকীর্ণক (ছড়ানো ছিটানো) কথা

সমুত্থান ও কার্য কিম্বা সংজ্ঞা সচিত্তক,
লোকবজ্জ কর্ম আর কুশল ও বেদক।

এখানে প্রকীর্ণকের এই শিক্ষাপদে সমুত্থান তিনটি; যথা : (১) স্বহস্তিক : কায় এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত। (২) আদেশ : বাক্য এবং চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত। (৩) স্বহস্তিক-আদেশ : চিত্ত, দেহ এবং বাক্য দ্বারা সমুত্থিত। কার্যের সমুত্থান হয় কার্য সম্পাদন করলেই, কাজ না করে হয় না। 'অদত্তবস্তু গ্রহণ করছি' এই সংজ্ঞার অভাব দ্বারা মুঞ্চন হতে সংজ্ঞাবিমোক্ষ, স্বচিত্তে লোকবজ্জ, কায়কর্ম, বাক্যকর্ম অকুশল চিত্ত সন্ত্রস্ত বা ভীত অথবা মধ্যস্থ এ সকলের দ্বারা প্রাপ্ত হয় তিনটি বেদনা। এদের সবই প্রথম শিক্ষাপদে উক্ত ক্রমেই জ্ঞাতব্য।

[প্রকীর্ণক কথা সমাপ্ত]

বিনীত বত্থু বর্ণনা

১৩২। বিনীত বত্থুর মধ্যে ষড়বর্গীয় বত্থুর অনুপ্রজ্ঞপ্তিতে বর্ণনা সদৃশ। দ্বিতীয় বত্থুতে বলা হয়েছে, সাধারণ জনের চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহাদিবশে স্বাভাবিকতা বর্জিত হয়ে ধাবিত, সন্ধাবিত, বিধাবিত হয়ে থাকে। যদি ভগবান কায়-বাক্য দ্বার এর বিভাজন ব্যতীত চিত্ত উৎপত্তি মাত্রই 'আপত্তি' প্রজ্ঞাপিত করতেন তাহলে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হতো নিজেকে আপত্তিমুক্ত রাখতে? তাই বলা হয়েছে : "ভিক্ষুর অকুশল চিত্ত উৎপত্তিতে অনাপত্তি (কোনো দোষ নেই)" (অনাপত্তি ভিক্খু চিত্ত উপ্পাদো'তি) চিত্তবশে পরিচালিত জন দ্বারা কোনো বিষয় ভাবিতব্য হয় না। তাই প্রতিসংজ্ঞা তথা প্রতিজ্ঞা বলে চিত্তকে সংযত করতে হয়।

১৩৩-৩৪। স্পর্শ-টানা-টানি-স্থানচ্যুতি এই বিষয়সমূহ উত্থানমুখি। তৎপরবর্তী অন্তিম পর্যায়।

১৩৫-৩৬। বাগ্‌বিন্যাস প্রণালীভুক্ত বিষয়ের মধ্যে 'অদিয়তি' বলতে 'তুই চোর?' এভাবে ধরা গ্রহণ করা। অন্যভাবে "কার দ্বারা অপহৃত হয়েছে?" বলাতে "আমার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।" এভাবে প্রশ্নের দ্বারা উত্তর দান করা। যদি অন্যভাবে "কার দ্বারা গৃহীত? কার দ্বারা সরানো হলো? কার দ্বারা রাখা হলো?" বলা যেতে পারে। এতে এভাবে উত্তর দিতে পারে "আমার দ্বারা গৃহীত, অপনীত, রাখা হয়েছে।"

মুখ হচ্ছে ভোজনের জন্যে এবং কথনের জন্যে। বলা হয়েছে, চুরিচিত্ত ব্যতীত অপহরণ অসম্ভব। তাই ভগবানের উক্তি : "অনাপত্তি ভিক্খু নিরুত্তি

পথে'তি" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, নিরুক্তিপথে অনাপত্তি হয়। এখানে ব্যবহারিক বাক্যেই কেবল অনাপত্তি বুঝানো হচ্ছে। তৎপর হতে মোড়ানো বত্থুর সমাপ্তি পর্যন্ত সবই সহজবোধ্য।

১৩৭। অভিন্ন শরীর সম্পর্কিত বিষয়ে মধ্যে 'অধিবত্থো'তি বলতে বস্ত্রের তৃষ্ণাবশে তৎদেহে জন্মগ্রহণ। 'আদি অন্তো'তি তথা আদি অন্ত এই বাক্যকে অগ্রহণ করে বা অনাদর করে। 'তৎদেহকে উত্তোলিত করে' বলতে প্রেত নিজের অলৌকিক প্রভাবে তার দেহকে উঠালো। তাই উক্ত হয়েছে, "তং সরীরং উট্ঠাহিত্বা'তি। "দ্বারং থকেসী'তি ভিক্খুস্স" বলতে শ্মশানের নিকটে যেই বিহার সেই বিহারবাসী ভারী স্বভাবের ভিক্ষু দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। "তত্থেব পরিপতী'তি বলতে দরজা বন্ধ করা হেতু প্রেত বস্ত্রে আশ্রয় নিতে অক্ষম হয়ে তার প্রেতদেহ ত্যাগ পূর্বক কর্ম অনুযায়ী চলে গেল। আর তৎদেহ তথায় পড়ে রইল বলে 'পরিপতিতন্তি' বলা হয়েছে।

'অভিন্নে সরীরেতি' বলতে অতি গরমে ভিজাদেহে (অসরীরে) পংশুকূল তথা মরদেহের বস্ত্র গ্রহণ উচিত নয়। গ্রহণকারীর এরূপ উপদ্রব হয়। তাই দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয় ভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা যায়। কিভাবে ভিন্ন হয়? কাক-শকুন (কুলল) কুকুর-শৃগালাদির মুখে ঠোঁটের দ্বারা দাঁতে অল্প অল্প চিড়ানো (ফালিত) অবস্থা প্রাপ্ত হলে। আবার পতিত দেহ ঘর্ষণ দ্বারা চর্মের ছবি (অতিসূক্ষ্ম চর্মাবরণ) মাত্র ছিন্ন হয়; কিন্তু অছিন্ন থেকে যায়; ইহাকে অভিন্ন বলে। আবার সজীব কালে ফোঁড়া, কুষ্ঠ, পিলিকা বা ব্রণ হয়। এতে চর্ম ছিন্ন হয়ে ভিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। মৃতদেহ তৃতীয় দিবস হতে ঊর্ধ্বস্ফীত আদি ভাব দ্বারা পঁচা অবস্থায় উপনীত হওয়াতেও ভিন্ন হওয়া বুঝা। সবের দ্বারা সকলকে অভিন্ন করাতে শ্মশানে গোপালকদের দ্বারা বা আমাদের দ্বারা গ্রহণ করা যায়। অন্য কোনো জনকে পাওয়া না গেলে অস্ত্র দ্বারা কিছু ক্ষত করে হলেও গ্রহণ কর্তব্য। বিরূপদেহে স্মৃতি উপস্থাপিত করে শ্রমণসংজ্ঞা উৎপাদন পূর্বক মাথা বা হস্ত-পদ-পৃষ্ঠে ক্ষত করে নিমিত্ত গ্রহণ করা যায়।

[বিনীত বত্থু বর্ণনা সমাপ্ত]

তৃণ সঞ্চালন বত্থু কথা

১৩৮। তদনন্তর বিষয়ের মধ্যে তৃণ সঞ্চালন দ্বারা চীবর অধিগ্রহণ বুঝায়। 'পুব্বে আদিযেয্যাতি' এই পদের অর্থবর্ণনাতে নামাকরণ দ্বারা চুরির প্রদার্শিতদের মধ্যে চুরিচিত্তে গৃহীত দ্রব্য, ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্য, পরিকল্পনা করে চুরি করা দ্রব্য, আবৃত করে চুরি করা দ্রব্য এবং তৃণ-সংশ্লিষ্ট চুরি করা দ্রব্য

ইত্যাদির মধ্যে এখানে তৃণ অপহরণ দ্বারা চুরি করা দ্রব্যই অভিপ্রেত।

এই সকল অপহরণের নানাত্ব এভাবে জ্ঞাতব্য; যেমন : (১) যেকোনো মালিকানাধীন দ্রব্য রাতে বা দিনে গৃহসন্ধি ছিন্নাদি করে, না দেখে মতো চুরি করে।

(২) 'কূটমান, কূট কহাপণ' তথা ওজনে ও জাল মুদ্রা ইত্যাদি দ্বারা বঞ্চিত করে যা গ্রহণ করে; সেই গ্রহণে যেই চুরি তাকেই 'থেয়্যাবহারো' বলে বুঝতে হবে।

(৩) যোজন পরের দ্রব্য জোরপূর্বক বল প্রয়োগ পূর্বক হতভম্ব করে অথবা তর্জন-গর্জন করে ভয় প্রদর্শন পূর্বক তাদের দ্রব্য গ্রহণ করে; পথঘাতক, গ্রাম-ঘাতকাদি করে দস্যুর মতো ক্রোধবশে পরের ঘর বিচুর্ণ করে রাজা-মহারাজা-অমাত্য সদৃশ নিজের শক্তির চেয়েও অধিক বল প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণ করে। তার সেই চুরি "পসয়্হবহারো" বলে জ্ঞাতব্য।

(৪) পরিকল্পনা বা পরামর্শ করে গ্রহণ দ্বারা যেই চুরি, তাকে "পরিকপ্পাবহারো" বলা হয়। ইহা দ্রব্য-পরিকল্পনা এবং সুযোগ পরিকল্পনা, এই দ্বিবিধ। তথায় 'দ্রব্য-পরিকল্পনা' হচ্ছে, এখানে এক বস্ত্রসন্ধানী ভেতরে প্রবেশ পূর্বক "যদি বস্ত্র পাই তাহলে গ্রহণ করবো। যদি সুতো হয় গ্রহণ করব না।" এভাবে পরিকল্পনা করে অন্ধকারে থলে গ্রহণ করলো। যদি সেখানে বস্ত্রই থাকে; তাহলে থলে উত্তোলন ক্ষণেই পারাজিকা। সুতো হয়ে থাকলে রক্ষা পাওয়া গেল। বাইরে এসে থলের মুখ খুলে 'ইহাতো সুতো' জ্ঞাত হয়ে পুনঃ নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রাখলে তাতেও রক্ষা হয়। 'ইহা সুতো' জেনেও 'যা পাওয়া গেল তা-ই গ্রহণ উচিত' এই সিদ্ধান্তে চলতে থাকলে পদবিক্ষেপ বিধি দ্বারাই বিচার্য। ভূমিতে রেখে পুনঃ গ্রহণ করে উত্তোলনে পারাজিকা। "চোর!" বলে মালিক অনুসরণ করাতে ত্যাগ করে পলায়নে রক্ষা পাওয়া যায়। মালিক তা দেখে গ্রহণ করলে ভালো। অন্য কেউ গ্রহণ করলে 'ভণ্ডদেয্যং' হয়। অথবা মালিক ফেরার পথে নিজেই তা দেখতে পেয়ে "এই বস্তুটি তো আমরাই আনীত"। বলে ইহা দ্রুত বেগে গ্রহণ করলেও রক্ষা করে। তাতে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। যদি সুতো হয় গ্রহণ করব; বস্ত্র হলে নেবো না। যদি ঘৃত হয় গ্রহণ করব; তৈল হলে নেবো না।" ইত্যাদি প্রকারে পরিকল্পনা করে গ্রহণে ইহাই বিধান।

মহাপচ্চরিয় আদির মধ্যে "বস্ত্রসন্ধানী বস্ত্রের থলে গ্রহণ করে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে খুলে 'ইহা বস্ত্রই' এই দেখে গমনে পদ-বিক্ষেপ অনুযায়ী বিচার করা কর্তব্য" বলে উক্ত হয়েছে। এখানে "যদি বস্ত্র হলে গ্রহণ করব" এমন ভাবনায় পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। 'তা চিন্তা করে তা-ই হরণ করে" পালি মূলের অনুরূপ হয়। তথায় ইহা "যদি বস্ত্র হয় গ্রহণ করব" ইত্যাদি বিধি অনুযায়ী

প্রকর্তন, পরিকল্পনাকে "ভণ্ডপরিকপ্পো" তথা দ্রব-পরিকল্পনা বলা হয়।

'ওকাসপরিকপ্পো' তথা অবকাশ বা সুযোগ পরিকল্পনা সম্পর্কে এরূপই জ্ঞাতব্য : "এখানে এক লোভী ভিক্ষু অন্যের পরিবেণ, বা গৃহীঘর বা অরণ্যকর্ম শালায় প্রবেশ করে তথায় আলাপচারিতা দ্বারা বসতে গিয়ে কিছু লোভনীয় দ্রব্য দেখানো। তা দেখে দরজার মুখ নিম্নতলে পরিবেণ দরজা, প্রকোষ্ঠ, বৃক্ষমূলাদি পরিচিহ্নিত করে "যদি আমাকে দুষ্ট কর্ম সাধনে এগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, তখন দ্রব্য গ্রহণ করে বিচরণ সহায়করূপে এ সকল সংকেতরূপে দেখতে পাবো। কোনো জনকে না দেখলে হরণ করব।" এভাবে পরিকল্পনা করে। দ্রব্য গ্রহণ করে পরিচিহ্নিত স্থান অতিক্রম ক্ষণেই পারাজিকা হয়। যদি উপচার-সীমাকে পরিকল্পনা করে; তৎ অভিমুখে গমনকারী, কর্মস্থানে মনোনিবেশকারী বা অন্য কোনো অন্তরায় না থাকায় সেই উপচার সীমা অতিক্রমে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। অতঃপর সেই স্থানপ্রাপ্ত চোর হস্তি বা বালমৃগ অথবা মহামেঘ-বৃষ্টির কারণে সেই উপদ্রব মুক্তিকামী হয়ে সহসা সেই উপচারসীমা অতিক্রান্তে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। এস্থলে কারো মতে "যখন চুরিচিত্তে মূল স্থান হতে গৃহীত হলো তখন 'অবহার' হয়ে যাওয়ায় রক্ষা হবে না।" তারপরও ইহা মহা অট্ঠকথা অনুযায়ীই বিচার্য। মহাপচ্চরীয়ের উক্তি মতে "যদি সে পরিচিহ্নের অভ্যন্তরে হস্তি বা অশ্বে আরোহণ করে সেই দ্রব্য সীমার বাইরে নিজেও ঠেলে দেয় না বা অন্যের দ্বারাও ঠেলে দেয়ায় না। তাতে সীমা অতিক্রমে তার পারাজিকা হয় না। শুধু ভণ্ডদেয়্যাই হয়।" তথায় যা প্রবর্তিত হয় যে, "যদি আমাকে অভ্যন্তরে কেউ দেখে কর্মার্থে বিচরণসদৃশ ভাণ গ্রহণ করে তা প্রদর্শন করব।" এরূপ পরিকল্পনাই "ওকাস পরিকপ্প"। এভাবে এই পরিকল্পনাবশে পরিকল্পিত করে গ্রহণ হতে অবহার পর্যন্ত 'পরিকপ্পাবহারো' বলে জ্ঞাতব্য।

আচ্ছাদিত করে অপহরণই 'পটিচ্ছন্নাবহারো'। তা এভাবেই জ্ঞাতব্য– "যেই ভিক্ষু উদ্যানাদির মধ্যে শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রবেশকারীদের খোলাভাবে রাখা অলংকার দ্রব্যাদির দেখে "যদি নীচু হয়ে গ্রহণ করি 'শ্রামণ কিছু গ্রহণ করছে' এভাবে আমাকে জেনে ফেরে তিরস্কার করতে পারে।" তাই ভাবে, আবর্জনা বা পত্র দ্বারা তা আচ্ছাদিত করে "পরে গ্রহণ করবো"। তাতে এই মানুষেরা গ্রামান্তরে প্রবেশকামী হয়ে সেই দ্রব্য সন্ধান করেও না দেখে "এখন অন্ধকার, আগামীকাল জেনে নেবো" এই মনে করে আশ্রয়শালায় গমন করে। অতঃপর ভিক্ষু তা উদ্ধার করলে বা করালে পারাজিকা।

আচ্ছাদিত করার সময়ে "তা আমারই দ্রব্য" এরূপ আত্মসংজ্ঞায় বা "তারা তো চলে গেল। অতএব, ইহা এখন ফেলে দেয়া দ্রব্য" এভাবে পংশুকূল সংজ্ঞায় গ্রহণকারীর 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। তারা দ্বিতীয় দিবসে পুনঃ আগমন করে

অনুসন্ধান ও না দেখে আর পাবো না, এভাবে ধুর নিক্ষেপ করে চলে যাওয়ার পরও যদি গ্রহণ করা হয়, তাতে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। কিভাবে? যখন সে আচ্ছাদিত করছিল, তখন 'তাদের দ্বারা ইহা দেখা না যাক' এই চেতনা হেতু। যে সেরূপ দ্রব্য দেখা যায় এমন স্থানে উপস্থিত হয়ে তথা দাঁড়িয়ে চুরিচিত্তে আচ্ছাদিত করতে পা দ্বারা সরাতে অক্ষম হয়ে বালিতে বা কর্দমে প্রবেশ করায়। সেই দ্রব্য প্রবেশ ক্ষণেই পারাজিকা হয়।

ঘাস চালনা করে চুরি করাকে বলে 'কুসাবহারো'। তা এভাবেই জ্ঞাতব্য : যে ভিক্ষু তৃণ-সলাকা ফেলে চীবর বণ্টনকালে নিজের অংশের নিকটে স্থিত পরের ভাগ আত্মস্যাৎ ইচ্ছায় নিজের ভাগে পতিত তৃণ শলাকা সেই পরের ভাগে ফেলতে ইচ্ছুক হয়ে সেই ভাগ নিজের ভাগের চেয়ে অল্পমূল্যের বা বেশি মূল্যের বা সমান মূলের যাই হোক না কেন, পরের ভাগের সেই তৃণশলাকা উত্তোলন করে নিজের ভাগে রাখে এবং অপরের ভাগের তৃণ শলাকা নিজের ভাগে রাখে। যখন সেই নিজের তৃণশলাকা অপরের ভাগে রাখে এবং অপরের তৃণশলাকা নিজের ভাগে রাখতে উত্তোলন করে, রাখতে গিয়ে সেই তৃণশলাকা হাত হতে মুক্ত হওয়া মাত্রই পারাজিকা হয়।

যদি উক্ত দুই ভাগের তৃণশলাকাই লুকিয়ে রাখা হয়। তাতে অবশিষ্ট ভিক্ষুদের নিকটে গিয়ে যদি বলেন, "ভন্তে, আমার শলকা তো চিহ্নিত করা যাচ্ছে না'। 'আমারটাও আবুসো চিহ্নিত করা যাচ্ছে না'। 'ভন্তে, কোন ভাগটা আমার?' 'এটাই তোমার ভাগ।" এভাবে নিজের ভাগটা দেখিয়ে দেয়। তাতে পরস্পরে বিবাদ হোক বা না হোক উভয় পক্ষে তা মেনে নিয়ে অপরজনকে অন্যায়ভাবে দাবীকারীর ভাগটিই যদি নিতে হয়; তা উত্তোলন করা মাত্রই অন্যায় দাবীকারী ভিক্ষুর পারাজিকা হয়।

যদি তৎদ্বারা বিতর্ক উপস্থিত হয়ে কনিষ্ঠ ভিক্ষু বলে যে, "আমি আমার ভাগ আপনাকে দেবো না। আপনি নিজের ভাগটা জানতে পেরেই আমারটা দাবী করছেন।" এরূপ বলাতে জ্যেষ্ঠ জন বলে যে, 'না, ইহা আমারই ভাগ।" জেনেশুনে এভাবে অপরের ভাগকে নিজের দাবীতে তা গ্রহণ করে উঠানোর ক্ষণেই পারাজিকা হয়।

যদি অপরজন বলেন, "ইহা তোমার ভাগ, উহা আমার ভাগ, এই বলে বিবাদ করে লাভ কি?" এমন চিন্তা করে আপনি যেই ভাগ উত্তম তাই গ্রহণ করুন, অন্যটা আমার হোক।" এক্ষেত্রে অন্যায় দাবীকারীর ইচ্ছানুরূপ অপরেরটা গ্রহণে তখন চুরি হয় না।

যদি সেই বিবাদ ভীরু ভিক্ষু বলেন যে, "যেটি আপনার পছন্দ সেটিই গ্রহণ করুন' এই বলে নিজের উত্তম ভাগটা রেখে দিয়ে, নিকৃষ্ট ভাগটা নিয়ে চলে

যায়। তাতে অপর ভিক্ষুর অন্যায় দাবী কৃতটি গ্রহণে চুরি হয় না।

অট্ঠকথাসমূহে বর্ণিত মতে, "এই স্থানে 'কুসঙ্কমন'বশে চীবর বণ্টন অনুযায়ী একই নিয়মে হয় উৎপন্ন চারি প্রত্যয়ের বন্টন বিষয়সমূহ। তাই কুসসঙ্কমন বিধি লক্ষ করে দেখা কর্তব্য। এভাবে বলে, চীবরস্কন্ধে "পটিগ্গণ্হাতু মে বন্তে ভগবা! অর্থাৎ ভন্তে ভগবান, আমার সেলাই করা শ্বেতবস্ত্র যুগল গ্রহণ করুন এবং ভিক্ষু সংঘের জন্যে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর গ্রহণের অনুজ্ঞা করুন (মহাবর্গ)।" ইহা জীবকবত্থু আদি কৃত উৎপন্ন চীবরবত্থুর কথা। শয়নাসনস্কন্ধে– "তেন খো পন সময়েন রাজগহে দুব্ভিক্খং হোতি' অর্থাৎ সে সময়ে রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মানুষেরা সংঘদান করতে ইচ্ছুক না হয়ে পরলোকগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে : 'উদ্দেসিক-ভাত, নিমন্ত্রণ শলাকা-ভাত, পাক্ষিক, উপোসথিক, এবং প্রতিপদ তিথির ভাত এর আমন্ত্রণই কেবল করছিলেন।" (চূলবগ্গো) এই সুত্তাদি বিচার করে পিণ্ডপাত কথার ন্যায় শয়নাসন-স্কন্ধের কথা বিচারে "তেন খো পন সময়েন সত্তরস্সবগ্গিয় ভিক্খূ" অর্থাৎ সে সময়ে সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুরা পরিত্যক্ত এক মহাবিহারে 'এখানে বর্ষা যাপন করবে।' এই সিদ্ধান্তে সংস্কার সাধন করছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সতেরো বর্গীয় ভিক্ষুদের এই সংস্কারকার্য দেখলেন।" (চূলবর্গ)। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুবত্থু আদির বিষয় বিচার করে আগত শয়নাসন কথা এবং তৎশেষে ঘৃতাদি ভৈষজ্য কথা বিস্তারিতভাবে কথিত হয়েছে। আমি তৎসকল যথাস্থানে বলবো। এভাবে বলার কারণ পূর্বোক্ত বিধির অনুসরণ।

[তৃণসঞ্চালন বত্থু কথা সমাপ্ত]

১৩৯। এর পরবর্তী 'জন্তাঘর (গরম জলের স্নানাগার) বত্থুর বর্ণনা সহজবোধ্য।

১৪০। পাঁচ প্রকার 'বিঘাস (উচ্ছিষ্ট খাদ্য) বত্থুর মধ্যে সেই ভিক্ষুগণ অনুপসম্পন্ন দ্বারা কপ্পিয় (ব্যবহার উপযোগী)' করে পরিভোগ করেছিলেন। ভুক্তাবশেষের খাওয়ার পর ফেলে দেয়াতেই গ্রহণ করা, ইহাই নিয়ম। আত্ম রক্ষার্থে এবং পরকে উদ্ধারার্থে এই চেতনায় গ্রহণ উচিত নয়।

১৪১। 'অন্ন খাদনীয় পিঠা উক্খু তিম্বরূসক ফলাদি বন্টন বত্থু'র মধ্যে 'অপরের ভাগ দাও' অসৎ ব্যক্তিকে বলা হল। 'অমুলকং অগ্গহেসীতি' বলতে প্রাপ্যজনের মধ্যে দেয়ার জন্যে এভাবে গ্রহণ করা হলো। 'অনাপত্তি ভিক্খু পারাজিকস্সাতি' বলতে প্রাপ্যজনদের দ্বারা দেওয়ানোর জন্যে গ্রহণ; তাতে অনাপত্তি বলা হয়েছে। 'আপত্তি সম্পজানে মুসাবাদে পাচিত্তিয়স্সাতি' বলতে যার দ্বারা মিথ্যাবাক্য বলা হয় তারই পাচিত্তিয় হয়। পরবর্তী বিষয় তেল-তণ্ডুল-মুগ (তেকটুল) যাগু বত্থু সদৃশ। গ্রহণ করলে ইহাই বিচার বিধান "সংঘের

দ্রব্যকে সম্মতি বা আদেশ দ্বারা বা আরামের আবাসিকগণ দ্বারা দাতব্য, গৃহীদের বস্তু মালিক দ্বারা বা আদেশ দ্বারা দাতব্য। 'অন্যের ভাগটি দাও' বলে গ্রহণে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। অন্যের দ্বারা দিতে গিয়ে গ্রহণ করলে 'ভণ্ডগ্ঘ' দ্বারা করা কর্তব্য। অসম্মতি দ্বারা বা আদেশ দ্বারা দেয়ার সময় "অপরের ভগটি দাও" বলে বা কূটবস্স গণনা করে বা পাত্র চতুষ্কের ন্যায় 'ভণ্ডগ্ঘ' দ্বার করা কর্তব্য। অন্যের দ্বারা প্রদানকালে এভাবে গ্রহণে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। মালিকের দ্বারা 'ইহাকে দাও' এভাবে দেওয়ার নির্দেশে বা নিজে দিলে 'সুদত্ত' হয়। এই অর্থে সকল অট্ঠকথা বিনিচ্ছয়ের সময় বক্তব্য।

১৪২-৪৩। "ওদনিয়ঘরাদি' বত্থুর মধ্যে– 'ওদনিয়ঘর' হচ্ছে ভাত বিক্রয়ার্থে রান্নার ঘর (বিক্কায়িক ভণ্ডপচনঘরং)। "সূনঘরং' বলতে মাংস বিক্রয়ার্থে রান্নার ঘর। 'পূবঘরং' বলতে খাদ্য বিক্রির রান্নাঘর।

১৪৪। 'পীঠ (চেয়ার) বত্থু'র মধ্যে সেই ভিক্ষু পরিকল্পনা করে "ঐ স্থানে নিয়ে যেতে গ্রহণ করব" এই বলে সঞ্চালিত করে। সেই সঞ্চালনে কোনো অবহার (চুরি) নেই। সঞ্চালিত করে পরিকল্পনা অনুযায়ী সুযোগ গ্রহণেই পারাজিকা উল্লেখ হয়েছে। এভাবে নিয়ে যাওয়ার সময়ে চেয়ারের প্রতি চুরিচিত্ত না থাকলে থলিতে মূল্য দিয়ে তা করা উচিত। অপর কোনো চেয়ার থাকলেও উভয় ক্ষেত্রে মূল্য দিয়েই এই কাজ করা কর্তব্য। বালিশাদি তিনটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিধিই প্রযোজ্য।

১৪৬। 'বিস্সাসগ্গাহাদি' তথা বিশ্বাসে গ্রহণাদি তিন বিষয়ে গ্রহণে অনাপত্তি। আহরণ করালে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। পিণ্ডার্থে প্রবেশকারীর প্রভেদচিহ্ন (পটিবিসো) উপচার সীমার অভ্যন্তরে স্থিত হয়েছে পিণ্ডগ্রহণ করতে হয়। যদি দায়ক বহি-উপচার স্থানে থেকে 'ভন্তে, আপনার অংশ গ্রহণ করুন" বললে ভেতরে প্রবেশ করে পরিভোগ করা যাবে, এরূপ বলা হয়েছে। একইভাবে গ্রাম অভ্যন্তরেও গ্রহণ করা যাবে। অবশিষ্ট অর্থ সহজবোধ্য।

১৪৮-৪৯। 'সত্তসু অবম্বচোরকাদি বত্থূসু' তথা সাতজন আম-চোরাদি বিষয়ের মধ্যে আবর্জনায় (পংসুকূল) পতিত বা পথে থাকা মালিকহীন ধারণায় গ্রহণে অনাপত্তি। আহরণ করিয়ে 'চুরিচিত্তে' পরিভোগেই পারাজিকা। তথায় ইহাই বিনিশ্চয় : মালিকের আসক্তি, চোরেরও আসক্তি (সালয়), আবার পংশুকুল সংজ্ঞায় খাদকের 'ভণ্ডদেয়্য' তথা দ্রব্য বা তৎমূল্য দিয়ে দেয়া। চুরিচিত্তে গ্রহণের অপরাধ হতে উদ্ধার পেতে চুরিকৃত দ্রব্য বা দ্রব্যের বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করে মালিককে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। এক্ষেত্রে মালিকের দ্রব্যের প্রতি আসক্তি অনাপত্তি; আর চোরের দ্রব্যের প্রতি অনাসক্তিতে অনাপত্তি। ইহাই নিয়ম। মালিকের অনাসক্তি আর চোরের আসক্তিবশত "পুনঃ

গ্রহণ করব" এই চেতনা যেকোনো কিছু গ্রহণের স্থানেই নিক্ষেপ করে চলে যাওয়াই নিরাপদ। ইহাই নিয়ম। উভয়েই অনাসক্ত হলে পংশুকুল (মালিকবিহীন পরিত্যক্ত) সংজ্ঞায় খাওয়াতে অনাপত্তি। চুরিচিত্তের উৎপত্তি দ্বারা কেবল দুক্কট হবে যদি পরিত্যক্ত দ্রব্য হয়ে থাকে। সংঘের অধিকারভুক্ত আম্রাদির মধ্যে সংঘের আরামে জাত বা প্রাপ্ত, বা আনয়ন করে প্রদত্ত হলে তা পঞ্চমাসক বা পঞ্চমাসকের অতিরিক্ত মূলের (অঘ্‌ঘনকং) চুরিতে পারাজিকা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে চোরের উপদ্রবের দ্বারা ভিক্ষুরা গ্রাম হতে আম উঠায়ে নিয়ে বিহারে এনে ছুঁড়ে দিয়ে "পুনঃ বিশ্রামের জন্যে জনপদ হতে আগমন করব" এই চেতনায় সোৎসাহে গমন করেন। ভিক্ষুগণ বিহারে এসে 'এই আমগুলো ছুঁড়ে ফেলে কৃত' অতএব, পংশুকুল সংজ্ঞায় পরিভোগ করলে অনাপত্তি। চুরিচিত্তে পরিভোগ করলে 'অবহার' হয়। তখন সেই আমের মূল্য নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্য বা দ্রব্য ফেরত দান করতে হবে।

'মহাপচ্চর' তথা অট্‌ঠকথায় বলা হয়েছে : বিহারে ছুঁড়ে ফেলা ফলাফলাদি চুরিচিত্তের দ্বারা পরিভোগে কিভাবে পারাজিকা হয়? ইহা আগত-অনাগতদের সম্পদভুক্ত হওয়ায়। গণদ্রব্য (দুই/তিনজন ভিক্ষুর) এবং পুগ্গালিকের (একজনের) দ্রব্য ব্যবহারে আপত্তি হয় উৎসাহের মাত্রা অনুযায়ী। সেই পক্ব আমগুলো হতে গৃহীকুলকে সমাদরার্থে প্রদান করলে কুলদূষক দ্বারা দুক্কট আপত্তি। চুরিচিত্তে প্রদান করলে মূল্য ফেরত বিধানে করা কর্তব্য (অগ্‌ঘেন কারেতব্বো)। সাংঘিক দ্রব্যের ইহাই বিধান।

শয়নাসনের ক্ষেত্রে গৃহীকুলকে সমাদররার্থে প্রদানে দুক্কট। মহার্ঘ মূল্যের হলে থুল্লচ্চয়; এবং চুরিচিত্তে প্রদত্ত হলে পারজিকা হয়। এ সকল দ্রব্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করেই প্রদান কর্তব্য।

উপচার সীমার বাইরে বসে উত্তম বস্তু পরিভোগে 'গীবা' (গলাধাক্কা) রূপ শাস্তিযোগ্য হয়। গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো। ঘন্টা বাজিয়ে সময় ঘোষণা পূর্বক "আমাদের সকলেরই প্রাপ্য" এভাবে খাওয়াই—সুখভোজন। ঘন্টা না বাজিয়ে কেবল সময় ঘোষণা করে, অথবা কেবল ঘন্টা বাজিয়ে কাল ঘোষণা না করে; বা ঘন্টা না বাজিয়ে কল ঘোষণা না করেও যদি অন্য কেউই নেই এই অবস্থা জ্ঞাত হয়ে খাওয়া হয়, তাও সুখাদিত হয়। পুষ্পারামাদি বস্তুদ্বয় ক্ষেত্রেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

১৫০। উপরোক্ত বত্থুত্রয়ে 'উক্তি পরিহার করছি' তৎদ্বারা এরূপ ব্যক্ত হলে "তোমার বাক্যেই আমি বলবো" ইহাই জ্ঞাতব্য। ইহাতে ভিক্ষু পারাজিকা আপত্তিমুক্ত থাকে। মালিকে দেওয়াতেও অনাপত্তি।

"ভিক্ষুগণ, এমন বলা উচিত নয় যে, 'আমি উক্তি পরিহার করছি'। "আমি

তোমার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার বাক্যেই বলছি" এভাবে এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু দ্বারা বলা উচিত নয়। ইহাই জ্ঞাতব্য। বিভাজিত করে ব্যক্ত করতে হয় এভাবেই : 'তোমার বাক্য দ্বারা ইহা আমি গ্রহণ করব"।

'বত্তোবজ্জেহীতি'-এর ইহাই অর্থ যে, আমার বক্তব্য হলে আমারই বাক্যে বলো। অবশিষ্ট পূর্বোক্তমতে জ্ঞাতব্য। এ সকল কথা দুই বিষয়ের মধ্যে ভাগ করে বলতে হয়। এভাবে বললে নিন্দা-তিরস্কারমুক্ত হওয়া যায়।

১৫১-৫২। মণি বস্তুত্রয়ের মধ্যমটির বিষয়ে 'নাহং অকল্লোকে'তি বলতে আমি অসুস্থ নহি। অবশিষ্ট প্রকাশিত মতেই জ্ঞাতব্য।

১৫৩। 'সুকর বত্থু' দুটিতে প্রথমটির ক্ষেত্রে আহত শুকরের ক্ষুধার্ত ভাব দেখে করুণাচিত্তে ক্ষুধামুক্ত করাতে বন্ধন বা শেল মুক্তিতে অনাপত্তি। মালিকের অনুমোদন ব্যতীত মৃত শুকরকে মাংস দ্রব্যরূপে গ্রহণ 'ভণ্ডদেয্য' হয়। আবার তাও বিশাল মৃত শুকরে হলে তদনুযায়ী মূল্য সংগ্রহ করে দেয়া উচিত, অথবা তার চেয়েও অধিক মূল্যের বস্তু দ্বারা গ্রহণ করা উচিত। যদি বন্ধন বা বর্শা বিদ্ধকারী মালিককে কোথাও দেখা না যায়, তাহলে বর্শার নিকটে সেই পরিমাণ মূল্যের চেয়েও অধিক সাদা বস্ত্র বা চীবর বা থলে যেখানে সে আসলে দেখতে পাবে, ঈদৃশ স্থানে রেখে গমন করা উচিত। চুরিচিত্তে মোচনকারীর পারাজিকা হয়।

শিকারী দ্বারা যদি কোনো শুকর বর্শা, জাল ইত্যাদি পাশবদ্ধ হয়ে সেই পাশ পা দ্বারা টেনে ছিঁড়ে ফেলামাত্রই পাশের স্থান পরিবর্তন ধর্মতায় (একবন্ধন মুক্তিতে অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া) সেই স্থানেই স্থিত থাকে; কোনোটি আবার শায়িত হয়, কোনোটি কূটপাশ দ্বারা আবদ্ধ হয়। কূটপাশ হচ্ছে, যার অন্তভাগে ধনুক বা বড়শি অথবা অন্য কোনো দণ্ড বদ্ধ থাকে, আর তা বৃক্ষাদিতে বিদ্ধ হয়ে শুকরের গমনকে বন্ধ করে। তথায় সেই পাশকে টেনে স্থিতটি একস্থানে এভাবেই পাশবদ্ধ থাকা অবস্থায় সেই পাশ ছেঁড়া মাত্রই পলায়ন করে। পাশের স্বধর্মতায় স্থিত হলে সে চারপায়ে আবদ্ধ হয়ে পঞ্চস্থানে (বৃক্ষাদিতে বিদ্ধসহ) আবদ্ধ হয়। শায়িত অবস্থায় দুই স্থানে আবদ্ধ থাকে। কূটপাশবদ্ধটি যেখানে যেখানে যায় তার সেই সেই স্থান। তাই তাকে সেই সেই বন্ধন হতে মোচনে দশ-বিশ এমনকি শত ভিক্ষু এক সাথে পারাজিকাগ্রস্ত হয়। ইহা নানা স্থান হতে আগতদের দেখে একজন কৃতদাসের পলায়নসদৃশ আপত্তির শিকার হওয়া। পূর্বে তিনটি চতুষ্পদ কথার বর্ণনা অনুযায়ী কম্পিত করা, স্থান চ্যুত করা আদি জ্ঞাতব্য। কুকুরের দংশিত শুকরকে করুণাবশে মুক্ত করে দিলে 'ভণ্ডদেয্য' চুরিচিত্তে গ্রহণে পারাজিকা। পাশস্থান বা কুকুরের নৈকট অপ্রাপ্তিতে বিপরীত দিকে গমন করে প্রথমটির ন্যায় পলায়নকারীর চুরি হয় না। আবদ্ধ শুকরকে

ঘাস এবং জল দিয়ে করে শক্তি গ্রহণ করিয়ে দেহ উত্তোলন করায়। এবং ভাবে যে, "ভীতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে" এই চেতনা অনুযায়ী শুকরটি পলায়ন করলে ভিক্ষুর পারাজিকা। পাশাবদ্ধকে দুর্বল করে উচ্চশব্দে পলায়ন করালে একই বিধি প্রযোজ্য।

যে এই চেতনায় ঘাস এবং পানীয় দিয়ে চলে যায় "শক্তি গ্রহণ করে পালায়ে যাবে।" সেই শুকর পলায়ন করলে সেই ভিক্ষুর 'ভণ্ডদেয়্যং' হয়। পাশবন্ধন দুর্বল করে দিয়ে চলে গেলেও ইহাই বিধান। পাখাবন্ধের নিকটে এই জন্যেই অস্ত্র বা অগ্নি রাখতে "ছিঁড়ে বা অগ্নিদগ্ধ হয়ে পালিয়ে যাবে"। শুকর-বন্ধন-পাশকে সঞ্চালন করতে গিয়ে ছিঁড়ে বা দগ্ধ হয়ে পলায়ন করলো। এতেও 'ভণ্ডদেয়্য' হলো। পাশলাঠিসহ পড়ে গেল। শুকর তা পরে মর্দন করে পালিয়ে গেল। এতেও ভিক্ষুর 'ভণ্ডদেয়্য' আপত্তি হলো। শুকর শিকারী পেতে রাখা পাথর দ্বারা চাপা পড়লো। ভিক্ষু করুণাবশে 'পলায়ন করুক' এই চেতনায় তা উৎক্ষিপ্ত করলে 'ভণ্ডদেয়্য' হবে। আর চুরিচিত্তে করলে পারাজিকা। যদি শুকর নিজেই উৎক্ষিপ্ত করতে পারে মতো অবস্থায় রেখে, পরে চলে আসে তাতেও ভিক্ষুর ভণ্ডদেয়্য হয়। ভিক্ষু উৎক্ষেপন করার পর পাথরটি পড়েগেল শুকরতা পরে মর্দন করে চলে গেল। তাতেও ভিক্ষুর ভণ্ডদেয়্য হয়। শিকারীর তৈরি গুপ্তগহ্বরে পতিত শুকরকে ভিক্ষু করুণাবশে তুলে দিলে, ভিক্ষুর 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। চুরিচিত্তে তা করলে পারাজিকা হয়। ভিক্ষুর গুপ্তগহ্বর ভরাট, করে নষ্ট করাতে শুকর তা মর্দন করে চলে গেল। তাতে ভিক্ষুর 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। শিকারীর শূলে বিদ্ধ শুকরকে ভিক্ষু করুণাবশে শূল তুলে ফেললে ভণ্ডদেয্য হয়। চুরি চিত্তে করলে পারাজিকা হয়। শূল বের করে ছুঁড়ে ফেললে 'ভণ্ডেদেয়্য' হয়।

বিহারভূমিতে ফাঁদ পাতা, জাল ফেলা নিষেধ করা কর্তব্য। এভাবেই বলতে হয় : "ইহা পশু জাতির অভয় আশ্রয়। এখানে এ সকল করবে না।" যদি বলে, 'ভন্তে, নিয়ে যান।' বললে নিয়ে যাওয়া যায়। অথবা নিজেই নিয়ে গেলে উত্তম হয়। যদি নিয়েও যায় না, নিতেও দেয় না, এমন হলে বিহারের পবিত্রতা রক্ষায় যাঞ্চা করে নিয়ে যাওয়া যায়। মানুষেরা শস্য রক্ষাকালে ক্ষেত্রের মধ্যে পাশ এবং অদৃহল পাথরাদির ফাঁদ তৈরি করে এজন্যেই যে, "মাংস খাবো আর শস্য রক্ষা করব।" শস্যকাল অতিক্রান্তে ক্ষেত্র হতে অরণ্যের মধ্যে প্রস্থান কালে তথায় বদ্ধ বা পতিত হলে মুক্ত করা যায়।

'মিগবত্থু' দুটি শুকর বত্থুর মধ্যে বর্ণনা সদৃশ বিচার মীমাংসা কর্তব্য।

'মচ্ছবত্থু' তথা মাছ বিষয়ক আলোচনার মধ্যেও একই বিচার মীমাংসা প্রযোজ্য। শুধু ইহাই বিশেষার্থ : মাছ ধরার জালের মুখ খুলে বা পেছনের থলি মোচন করে বা পাশে (পস্সে) ছিদ্র করে জালের মাছ কাদা পুঁতে দিয়ে

পলায়নে পারাজিকা। কেবল জালের মুখ খুলে, পেছনের থলি মোচন করে বা ছিদ্র করে দিলে মাছ নিজ ধর্মতায় পলায়ন করলে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। এরূপ করে ভাতের ঢেলা দর্শন করে মাছ বিচরণার্থে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পলায়ন করলে 'ভণ্ডদেয়্য' অপরাধ হয়। জালের মুখ না খুলে পশ্চাৎ তলে মোচন না করে, পার্শ্ব ছিদ্র না করে কেবল ভাতের ঢেলা দেখানো হয়। মাছ ক্ষুধার কারণে মাথা দ্বারা জালের ছিদ্রে প্রহার করে ফাঁক করে বিচরণার্থে বের হয়ে পলায়ন করে, তাতে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। ক্ষুদ্র মাছের মুখ বিবরিত করে, বা পশ্চাত থলি মোচন করে, বা ছিদ্র করে। যাতায়াতরত মাছেরা দ্বারে এসে থলের ছিদ্রসমূহ দিয়ে পলায়ন করে। তাতে ভিক্ষুর 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। ক্ষুদ্র জাল গ্রহণ করে ঝোপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহাতেও 'ভণ্ডদেয্য' হয়। যান-বাহনের দ্রব্য, চেয়ারের উপর থলি সদৃশ।

'মংসপেসি' বত্থুর মধ্যে যদি খোলাস্থানে গ্রহণ করে, গৃহীত স্থানই কর্মস্থান হয়ে থাকে। তা ছয় আকারে পরিচিহ্নিত করে স্থানচ্যুতি জ্ঞাতব্য। অবশিষ্ট এখানে দারু, গোপালক, রজক এবং শ্বেতবস্ত্র বত্থুসমূহের এবং আম্রচোরাদি বত্থুসমূহের মধ্যে বর্ণনামতে বিচার বিনিশ্চয় করা কর্তব্য।

১৫৫। 'কুম্ভি বত্থু'র মধ্যে যে ভিক্ষু ঘুত-তৈলাদি একপাদ পরিমাণ মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ চুরিচিত্তে গ্রহণ করে, "পুনঃ এমন আর করব না" এই সংকল্পে সংযত হয়ে দ্বিতীয় দিবসে পুনঃ চিত্ত উৎপন্নে অনুরূপভাবে ধুরনিক্ষেপ (সংকল্প ত্যাগ) পূর্বক পরিভোগরত হয়ে" তৎ সমস্তই পরিভোগ করলে এস্থলে কোনো পারাজিকা নেই। দুক্কট অথবা থুল্লচ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। তাতে 'ভণ্ডদেয়্য' হয়। 'এই ভিক্ষু এমন এমন করেছে' কেবল এটুকুই তাকে বলা চলে। তাই উক্ত হয়েছে, "অনাপত্তি ভিক্খু পারাজিকাস্সাতি"। ধুর নিক্ষেপ না করে 'প্রতিদিন পরিভোগ করব' এই ইচ্ছায় অল্প অল্প পরিভোগরত হয়ে যেই দিন একপাদ মুদ্রামূল্য পরিমাণে পরিভোগ করবে সেই ক্ষণেই পারাজিকা হয়।

'সংবিদ-অবহর বত্থু'র অনুমোদনে চুরিতে মুষ্টিবত্থু, ভাতঘরাদি বত্থু, এই দুই উচ্ছিষ্ট খাদ্যবত্থু এবং আম্র চুরি আদি বত্থুসমূহ পূর্বোক্ত বিচার বিধান অনুযায়ী জ্ঞাতব্য। দুই তৃণবত্থুর অর্থ সহজবোধ্য।

১৫৬। আম্র বণ্টন এবং দোকান আদি বত্থুসমূহের মধ্যে সেই ভিক্ষুগণ গ্রাম্য বিহারবাসী এককৃপণ ভিক্ষুর নিকটে আগমন করলেন। সেই ভিক্ষুরা ফলাদি পরিভোগ করতে ইচ্ছুক হলে উক্ত ভিক্ষু কপ্পিয়কারককে বললেন না যে, "থেরোগণকে ফলাদি দাও!" ইহাতে সেই ভিক্ষুগণ "সাংঘিক সম্পদে কি আমাদের প্রাপ্য নেই?" এই বলে ঘণ্টাবাদন পূর্বক তারা উপসম্পদা বছর অনুক্রমে ভাগ-বণ্টন করে নিজেরা পরিভোগ করলেন। তাদের দ্বারা এভাবে

পরিভোগ করা হলে ভগবান বললেন, "অনপত্তি ভিক্খবে! পরিভোগত্থায়া'তি। তাই এই শিক্ষাপদ অনুযায়ী যেখানে আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে না দিলেও অন্যদের জন্যে ফলাদি এবং সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে এমন প্রতিয়মান হলে চুরিচিত্তে গ্রহণ না করে আগন্তুকগণ দ্বারা ঘণ্টা বাজিয়ে পরিভোগ করা যায়।

যেখানে আবাসিক ভিক্ষু দ্বারা বৃক্ষে রক্ষা করা ফলাদি সম্পদ বণ্টন করে খাদিত হয়; এবং চারিপ্রত্যয় ও অনুরূপ যথাযথভাবে পূজা বা উপহাররূপে প্রদত্ত হয় তথায় আগন্তুকগণের কোনো ক্ষমতা নেই, ইহাই বিধান। অবশিষ্ট প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও সংযত নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রদত্ত হওয়া কর্তব্য।

যারা অনিয়মিত আবাসিক তার গোপনে রক্ষা করে ফলাদি চুরি করে পরিভোগ করলে,তাদেরকে আবাসিকদের নিয়মের মধ্যে রাখা উচিত নয়। যেই ফলসমূহ পরিভোগের জন্যেই প্রদত্ত, আবাসিকগণ তা গোপনে না রেখে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করলে, তারাই নিয়মের আওতাভুক্ত থাকা কর্তব্য। 'মহাপচ্চরিয'তে উক্ত হয়েছে, "চতুন্নং পচ্চয়ানং নিয়মেত্বা। দিন্নং থেয়্যচিত্তেন পরিভুঞ্জান্তে। ভণ্ডং অগ্ঘাপেত্বা নিয়মেত্বা করেতব্বো। পরিভোগস বসেনেব তং ভাজেত্বা পরিভুঞ্জন্তস্স ভণ্ডদেয়্যং যং পনেত্থ সেনাসনত্থায় নিয়মিতং তং পরিভোগবসেনেব ভাবেত্বা। পরিভুঞ্জন্তস্স থুল্লচ্চয়ঞ্চ ভণ্ডদেয়্যঞ্চা'তি"। অর্থাৎ চারি প্রত্যায় প্রচালিত নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করতে হয়। চুরি চিত্তে পরিভোগ করলে পরিভোগ শেষে তার মূল্য নিরূপণ করে 'ভণ্ডদেয়্যং' বিধিতে প্রতিকার করতে হয়। শয়নানাসনাদি পরিভোগ ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তা পরিভোগ শেষে কণ্টন করলে পরিভোগকারীর থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। তা 'ভণ্ডদেয়্য' বিধানে প্রতিকার করতে হয়। 'ভণ্ডদেয়্যং' বলতে ব্যবহার বা পরিভোগকৃত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের বিনিময় দ্রব্য বা মুদ্রায় তা ফেরত দেয়া।

'ওদিস্স' তথা পৃথক পৃথকভাবে বা স্বতন্ত্ররূপে প্রদত্ত চীবরের ক্ষেত্রে দত্ত চীবর এভাবেই নিয়ে গিয়ে দান করতে হয়। যদি দুর্ভিক্ষ হয় এবং একে ভিক্ষুরা পিণ্ডপাত দ্বারা কষ্টে পড়ে আর চীবর সুলভ হয়; তখন সংঘের সুস্থতার জন্যে, সুখের জন্যে 'অপলোকন কর্ম' তথা সংঘের নিকটে প্রস্থাব উত্থাপন করে অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে চীবরের বিনিময়ে পিণ্ডলাভে প্রদান করা যায়। শয়নাসনের জন্যে অপলোকন কর্ম করে তা ব্যবহার করা যায়। স্বতন্ত্রভাবে রাখা পিণ্ডপাত এবং ওষুধপথ্যাদি প্রদানেও একই বিধান প্রযোজ্য। স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত শয়নাসন গুরু-ভাণ্ড হয়ে থাকে। তা রক্ষা করে, অবহিত করে তদার্থে প্রদানে উপনীত করা যায়। যদি দুর্ভিক্ষ হয়; ভিক্ষুরা পিণ্ডপাতের দ্বারা ম্রিয়মান হয় নেয়্যপেন্তি যেমন– রাজরোগ, চোরভয়াদি দ্বারা অন্যত্র চলে যাওয়া হেতু

বিহার নষ্ট হয়, তাল-নারিকেলাদিকে বিনাশ করে। কেবল শয়নাসন প্রত্যয়মাত্র আশ্রয় করে দিন যাপন সম্ভব হয়; এমতাবস্থায় শয়নাসন নির্গত করে ব্যবহারের জন্যে সুরক্ষা করতো। ভগবান অনুজ্ঞা দান করেছেন। তাই এক বা দুটি উৎকৃষ্ট শয়নাসন রেখে দিয়ে অন্যান্য সবচেয়ে নিম্নমানেরগুলো পিণ্ডপাতের জন্যে বের করে দেয়া যায়। মূল দ্রব্য উচ্ছেদ করে দিয়ে দেয়া উচিত নয়।

যেই চারি প্রত্যয় আরামের নিয়ম মতে প্রদত্ত সেগুলোর 'অপলোকন কর্ম' করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু প্রত্যয়ের অভাব সেজন্যই প্রদান করতে হয়। আরাম পাহারা দেয়া কর্তব্য। বেতন দিয়ে হলেও পাহারা দিতে হয়। যারা বেতন লাভ করে আরামে গৃহনির্মাণ করে বাস করে পাহারা দেয় তারা আগত ভিক্ষুদেরকে নারিকেল বা পাকা তাল দেয় যা তারা সংঘকর্তৃক অনুমোদপ্রাপ্ত হয়। 'প্রতিদিন এই পরিমাণই খাবেন" সেই পরিমাণে তাদের দান লাভ হবে। তার চেয়ে বেশি দিলে গ্রহণ করা যাবে না। যে আরামের নৌকা গ্রহণ করে সংঘের চারি প্রত্যয়ের জন্যে কপ্পিয় দ্রব্য-প্রদান করে, ইহাতে বহু পরিমাণে দান লাভ হয়। চৈত্যের প্রদীপের জন্যে বা জরা-জীর্ণতা সংস্কারের জন্যে প্রদত্ত দান আরামকেই রক্ষা করতে হয়। বেতন দিয়ে হলেও পাহারা দেয়াতে হয়। এক্ষেত্রে বেতন চৈত্যের দ্রব্য, সংঘদ্রব্য হতে দিতে হয়। এভাবে আরামে বেতন দ্বারা তথায় বাস করে রক্ষাকারীরা নৌকা গ্রহণ করে কপ্পিয় দ্রব্য দায়কদের জন্যে তথায় উৎপন্ন ফলদানাদি বিষয়ে পূর্বোক্তমতে জ্ঞাতব্য।

অম্ব পালকাদি বত্থুসমূহের মধ্যে ভগবানের উক্তি "অনাপত্তি ভিক্খবে গোপকস্স দানেতি" এই বক্তব্যে কিভাবে গোপালককে দান করা যায়, কিভাবে করা যায় না? মহাসুম থেরো এ প্রশ্নে বলেন, "গোপালককে যা পরিচিহ্নত করে প্রদত্ত হয় "এই পরিমাণ প্রতিদিন গ্রহণ কর" সেই পরিমাণই নিতে হয়। তার চেয়ে বেশি নয়। মহাপদুম থেরো বলেন, "গোপালকদেরকে কি সংবাদ দিয়ে পরিমাণ উল্লেখ করে এভাবে বলা যায় না। তাদের হাতে প্রেরিত পত্র অনুযায়ী দেবেন। এর চেয়ে বেশি দিলে তা অতিরিক্ত হয়ে যাবে।"

"কুরুন্দ অট্ঠকথায়" উক্ত হয়েছে : "মানুষদের জন্যে আরামের ফলাদি রক্ষায় বালকদেরকে রেখে তাদের দ্বারাই দেওয়া যায়। আহরণ করে গ্রহণ করা উচিত নয়। সাংঘিক আর চৈত্যের দ্রব্য নৌকায় গ্রহণ করে রাখার পর দান করা যায়। বেতন দ্বারা রক্ষিতের নিজের ভাগ মাত্র রাখা যায়।

মহাপচ্চরিয় অট্ঠকথায় বলা হয়েছে, "যে গৃহীদের আরামরক্ষক ভিক্ষুদেরকেই দেবে, ইহাই সম্ভব। ভিক্ষুসংঘের জন্যে আরাম গোপকগণ যা নিজেদের বেতন তার অংশ ভাগ দিলে ইহাই যথার্থ। যিনি আরামের অর্ধেক বা কোনো বৃক্ষ বা বেতন লাভ করে রক্ষা করে। তার নিজের প্রাপ্ত বৃক্ষ হতে দান

করতে পারেন। নৌকা গ্রহণ করে রক্ষিত হতে সব দিতে পারেন"। এভাবেই উক্ত হয়েছে। এভাবে নানা ব্যঞ্জনা মূলত একই অর্থবাচক। তদ্ধেতু একই অভিপ্রায়ে গ্রহণ কর্তব্য।

'দারু' তথা কাষ্ঠ বত্থুর মধ্যে "তাবকালিকো অহং ভগবা'তি' বলতে ভগবান, আমি আপাতকালীন চিত্তেই গ্রহণ করেছি' এই বস্তুকামিতা দ্বারাই 'তাবকালিক চিত্তোতি' বলা হয়েছে। 'পুনঃ আহরণ করে প্রদর্শন করব' এই চিত্তেই 'অহন্তি' বলা হয়েছে। ভগবান তাবকালিকে অনাপত্তি বলেছেন।

এখানে 'পালি মুত্তক বিনিশ্চয়'মতে, যদি সংঘ উপোসথাগার বা ভোজনশালায় সাংঘকর্ম করেন, তথা হতে জিজ্ঞাসা না করে তাবকালিক দ্রব্য নিয়ে যাওয়া যায়। যদি কোনো কাষ্ঠনির্মিত কোনো বস্তু খোলা স্থানে থাকে বৃষ্টি বর্ষণে ভিজে যায়; তখন তা রোদে দিয়ে শুকাতে হয়। ইহারা সমস্তই সংগ্রহ করে নিজ আবাসে ব্যবহার করা যায়। সংঘ কর্তৃক তেমন সংগ্রহকৃত অন্য কাষ্ঠদ্রব্যসমূহের মূল অধিকারীকে চিহ্নিত করা কর্তব্য। মূল নিরূপণে সক্ষম না হলে, "ভন্তে, সংঘের পরিভোগ দ্বারা সাংঘিক দ্রব্য চিহ্নিত করুন" এরূপ বলা কর্তব্য। শয়নাসনের জন্যে এভাবেই ভিক্ষু সমৃদ্ধ হন। যদি পাথরের স্তম্ভ বা বৃক্ষস্তম্ভ, দরজা বা জানালা ইত্যাদি সাংঘিক দ্রব্য পর্যাপ্ত হয় তাবকালিক আহরণ করে স্বাভাবিক তথা ব্যবহার যোগ্য করা যায়। ইহাই নিয়ম অন্যান্য কাষ্ঠদ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

'উদকবত্থুর' মধ্যে যখন জল দুষ্প্রাপ্য হয; যোজন-অর্ধযোজন হতে আহরণ করতে হয়; এভাবেই সেই পরিগৃহীত জলে চুরি হয়– আহরিত জল, বা পুকুর আদিতে স্থিত জল হতে কেবল যাগু-ভাত প্রস্তুতে, পানীয় অন্যান্য স্বল্প ব্যবহার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু স্নানাদি অন্য কোনো মহাব্যবহার করা হয় না। তেমন জল চুরিচিত্তে গ্রহণে অবহার হয়। যা হতে এক বা দুই ঘট গ্রহণ করে আসন ধোবন করতে, বোধিবৃক্ষে সেচন করতে, জল দ্বারা পূজা করতে, ময়লা মোচন করতে গ্রহণ করা হয়, তা সংঘের কথিত অনুযায়ী অনুসরণ কর্তব্য। চুরিচিত্তে মৃত্তিকাদিতে সেঞ্চনে "দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করে ততোধিক পরিমাণে প্রদান" এই বিধি অনুশঅলন কর্তব্য।

যদি আবাসিক বিধিবিধান কঠোর করা হয়; নিজের ব্যতীত অন্য কারো দ্রব্য ধোবন, রঞ্জন করতে দেওয়া না হয়; অথচ অন্যদের অজান্তে সব কিছুই করে। তাদেরকে আবাসিক বিধিভুক্ত রাখা উচিত নয়। তারা যে পরিমাণ ধোবনে ইচ্ছুক তা ধোবন করুক।

যদি সংঘের দুই তিনটি পুকুর বা জলাধার থাকে; তাতে এভাবেই বিধি নিয়মে উল্লেখ থাকা উচিত "ইহাতে স্নান করা উচিত; ইহা হতে পানীয় জল

গ্রহণ উচিত; ইহা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য।" এই বিধিবিধান অনুযায়ী সবকিছু করা কর্তব্য। যেখানে নিয়ম নেই তথায় যেকোনো কাজে ব্যবহার চলে।

'মত্তিকাবত্থু'র মধ্যে যেখানে মাটি দুষ্প্রাপ্য হয় নানা প্রকার বর্ণের মাটি সংগ্রহ করে রাখা হয়; তথা হতে চুরিচিত্তে পঞ্চমাসক পরিমাণ গ্রহণে পারাজিকা হয়। সাংঘিক কাজ তথা চৈত্যের কাজ সমাপ্ত করতে সংঘকে জিজ্ঞাসা না করে তাবকালীনরূপে গ্রহণ করা যায়। চুণের আস্তরণ কর্ম বা চিত্রকর্মেও ইহাই বিধান।

'তৃণবত্থু'সমূহের মধ্যে তৃণে অগ্নিসংযোগ হলে স্থানান্তরের অভাবে দুক্কট আপত্তি হয়। 'ভণ্ডদেয্য' দ্বারা তার প্রতিকার করতে হয়। সংঘ তৃণদ্রব্য রক্ষা করে সাংঘিক আবাসে ছাউনি দেন। যদি কখনো সবাই পাহারা দিতে অক্ষম হন, তাহলে অন্য এক ভিক্ষু পালাক্রমে পাহারা দিতে হয়। সংঘের ইহা অনিবার্য কর্তব্য। যদি পাহারা না দেন, তাহলে সংঘের এক ভিক্ষু সংঘকে বলা কর্তব্য : "মাননীয় সংঘ, পাহারাদার প্রদান করুন।" যদি তিনি অংশ ভাগ ইচ্ছা করেন; ভাগ প্রদান করেই পাহারা দেয়াতে হবে। যদি ভাগ বৃদ্ধি হয়, তাও দাতব্য। 'বড্ঢেতি' বলতে "যাগু, রক্ষা করে সবই গ্রহণ পূর্বক নিজের দ্রব্য হিসেবে নিজের শয়নাসনে ছাউনি দাও।" ইহা বুঝায়। কিভাবে? অন্যথায় নষ্ট হয়ে যাবে বলে। দেয়ারে ক্ষেত্রে নিজ ব্যবহার্য দ্রব্য দিতে নেই, গুরুভাণ্ড বিধায়। তৃণমাত্র দেয়া যায়। সেইহেতু পাহারা দিয়ে নিজের শয়নাসনে ছাউনি দেয়ার পর সংঘ পুনঃ পাহারা দানে অগ্রসর হলে বলা উচিত : "তুমি পাহারা দেবে না; সংঘই পাহারা দেবে।"

মঞ্চ (খাটিয়া) আদি সাতটি বত্থু এভাবে প্রকাশিত হলো। পালি মূলে ভবিষ্যতে আলোচ্য পাথরস্তম্ভ, বৃক্ষস্তম্ভ, বা যেকোনো কিছু একপাদ মুদ্রামূল্য পরিমাণ হরণকারীর পারাজিকা সাব্যস্ত হয়েছে। প্রধান ঘরাদির মধ্যে পরিত্যক্ত, পরিবেণাদির চুনের প্রাচীরাদি ভেদ করে ইষ্টকাদি চুরিতে একই বিধান। যারা তথা হতে তাবকালিন দ্রব্য হরণ করে আবাস এবং বিহারের ভিক্ষুগণ পুনঃ সেগুলো সংগ্রহ করতে দেয়া কর্তব্য। যদি তথা হতে আহরণ করে শয়নাসন করা হয়; তা বা তৎমূল্য দেয়া কর্তব্য। 'পুনঃ বাস করব' এরূপ ইচ্ছায় আবাস ঘর ছিন্ন না করে জনপদের মধ্যে বৃষ্টিতে গণ দ্রব্য বা ব্যক্তির দ্রব্য গ্রহণ করা যায়। তাদেরকে শুধু জ্ঞাত করতে হয়; প্রতিকার জাতীয় কোনো কর্ম নেই। সাংঘিক দ্রব্য হলে গুরুভাণ্ড হয়। তাই প্রতিকার কর্ম প্রয়োজন।

১৫৭। বিহার পরিভোগবত্থুর অর্থ সহজবোধ্য। 'অনুজানামি ভিক্খবে, তাবকালিকং হরিতুন্তি' এখানে যেই ভিক্ষু সাংঘিক মঞ্চ বা চেয়ার তাবকালিক রূপে নিয়ে গিয়ে নিজের সুবিধাজনক স্থানে এক বা দুই মাস সাংঘিক পরিভোগ

রূপে পরিভোগ করে এবং জ্যেষ্ঠতর আগতদের ব্যবহার করতে দেয়; বাঁধা দেয় না। তার জন্যে সেই দ্রব্য নষ্টে, জীর্ণে বা চোর অপহরণে 'গীবা' (গলাধাক্কা রূপ শাস্তি) হয় না। বাস করে চলে যাওয়ার সময়ে যথাস্থানে রেখে যাওয়া উচিত। যেজন পুদ্গালিক পরিভোগ দ্বারা পরিভোগ করে; আগত জ্যেষ্ঠদেরকে ব্যবহার করতে দেয় না; তাতে নষ্ট হলে তার 'গীবা' জাতীয় আপত্তি হয়। অন্য আবাসে নিয়ে গিয়ে পরিভোগকালে যদি তথায় জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষু আগমন করে এই বলে ফিরিয়ে দেয়, "আমার দ্বারা ইহা অমুক আবাস হতে নিয়ে এসেছি। তা এখন স্বাভাবিক ব্যবহারযোগ্য করছি।" এরূপই বলা উচিত। যদি সেই ভিক্ষু "অহং পাকতিকং করোমী"তি বলে, তখন তার দায়িত্ব গ্রহণ করে চলে যাওয়া যায়। সংক্ষেপ অট্ঠকথার এরূপই বলা আছে।

চম্পাবত্থুর মধ্যে 'তেকটুলযাগ'তি বলতে তিল, তণ্ডুল, এবং মুগ বা তিল তণ্ডুল-মাস কলাই বা তিল-তণ্ডুল মুসর এই তিন উপাদানের মিশ্রণের সাথে চার ভাগের এক ভাগ জল দিয়ে দুগ্ধ-ঘৃত-মধু-গুড়াদি মিশিয়ে মিষ্টান্ন তৈরি করা।

রাজগৃহ বত্থুর মধ্যে 'মধু গোলকোতি' বলতে অতিরসসম্পন্ন পিঠা বুঝায়। ইহাকে মধুসীকন্তিও বলে। এখানে অবশিষ্ট বত্থুদ্বয়ে ভাত বণ্টন-বত্থুর মধ্যে পূর্বোক্ত মতেই জ্ঞাতব্য।

১৫৮। অজ্জুক (জনৈক ভিক্ষুর নাম) বত্থুসমূহের মধ্যে 'এতদবোচা'তি বলতে অসুস্থ হয়ে। আয়ুষ্মান উপালি আয়ুষ্মান অজ্জুকের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু, তা অন্যায়ের বা নীতিহীনতার পক্ষে নয় অনাপত্তির চেতনায়, লজ্জীকে অনুগৃহীত করতে এবং বিনয়কে অনুগ্রহ করতে; থেরোর পক্ষ নিয়েছেন; ইহাই জ্ঞাতব্য। অবশিষ্ট অংশের অর্থ সহজবোধ্য।

১৫৯। বারাণসীবত্থুর মধ্যে 'চোরেহি উপদ্দুতন্তি' বলতে চোরের দ্বারা উপদ্রুত বা বিলুপ্ত। থেরো নাকি তাঁর গৃহীকুলকে দারুণ শোকগ্রস্ত হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে দেখে তৎকুলের প্রতি অনুকম্পাবশত প্রাসাদ সুরক্ষার জন্যে ধর্মানুগ্রাহীতা দ্বারা ঋদ্ধিযোগে "তাদের প্রাসাদ বালকদের সমীপে উৎপন্ন হোক"। এভাবে অধিষ্ঠান করেছিলেন। বালকেরা "আমাদেরই প্রাসাদ" বলে জ্ঞাত হয়ে আরোহণ করলো। তৎপর থেরো ঋদ্ধি পরিহার করলে প্রাসাদ নিজ স্থানেই স্থিত হলো। ব্যবহারিকভাবে উক্ত হয়েছে : "তারা বালকগণকে ঋদ্ধি দ্বারা আনয়ন করে প্রাসাদে রেখেছিলেন।" ঈদৃশ ঋদ্ধির বিষয়ে অধিষ্ঠান ঋদ্ধিতে অনাপত্তি। কিন্তু, আকৃতি পরিবর্তন ঋদ্ধি প্রয়োগ উচিত নয়।

১৬০-৬১। শেষোক্ত বত্থুদ্বয়ের অর্থ সহজবোধ্য।

[সামন্ত পাসাদিকার বিনয় সংবর্ণনায়
দ্বিতীয় পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

তথায় অনুশাসন এই :

দ্বিতীয়কে অদ্বিতীয় দিয়ে, জিন দ্বারা প্রকাশিত যাহা।
ক্লেশ দ্বারা পরাজিত, পারাজিকা বলে তাহা ॥
শিক্ষাপদকে এ দিয়ে সমান, অন্যকিছু নহে বিদ্যমান।
বিচারের গম্ভীরার্থ, বিকীর্ণ অনেক বিধান ॥
বত্থু হতে অবতীর্ণ তাই, বিনয় প্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের।
বিনয়কে অনুগ্রহ করে, কৃত হয় বিনিচ্ছয়ের ॥
পালি অট্‌ঠকথায় এমন, সঅভিপ্রায় হতে অশেষ।
অপ্রমত্তের অবগাহন হয় বিনিচ্ছয়ের ব্রত বিশেষ ॥
আপত্তি দর্শনে অনুৎসাহ কর্তব্যকে নয় কখনো।
অনাপত্তি দেখবো আমি, সংযত মনে করি এখন ॥
আপত্তিকে দর্শন করে, বলতে হয় না পুনঃ পুনঃ।
বিজ্ঞজনে মীমাংসাতে, সেই বলাতে সন্দর্শন ॥
বত্থুমাঝে কপ্পিয় যা, চিত্তের লঘুবিবর্তন।
শ্রামণ্যগুণে সত দ্বারা চ্যুতি যদি হয় পৃথগ্‌জন ॥
তাই পরের দ্রব্যে জান সর্পবিষসম তখন।
অগ্নিসম সংস্পর্শ শ্রেয় জানে বিচক্ষণ ॥

[পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত]